যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

(১)

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

হাওড়া-সহরস্থে

"পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রা-যন্ত্রে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩৩০ সালাব্দাঃ।

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

—০: X :০—

ভূমিকা।

"যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাঞ্চৈব কর্ম্মণাং। বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥
যশ্চ কাষ্ঠময়ো হস্তী যশ্চ চর্ম্মময়ো মৃগঃ। যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥"

[বেদহীন মনুষ্য - কাষ্ঠময় হস্তীর বা চর্ম্মাবৃত প্রাণহীন মৃগের ন্যায় নামধারী মনুষ্য মাত্র;—বেদ-পাঠের শুভফল অবশ্যম্ভাবী;—বেদ-পাঠে অর্থজ্ঞান একান্ত আবশ্যক;—বেদার্থের সত্যজ্ঞানে শ্রেয়োলাভ,—যজুর্ব্বেদ-প্রচারের হেতুকথা; বেদ—জ্ঞানের খনি;—যজুর্ব্বেদ যেমন কর্ম্মপদ্ধতি-জ্ঞাপক, তেমনই জ্ঞানের পরিপোষক]

বেদহীন মনুষ্য। যজ্ঞ-সমূহের, তপস্যাদি কার্য্যের এবং সকল শুভকর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য বেদ-পাঠে অবগত হওয়া যায়; এই জন্যই, বেদই দ্বিজাতিগণের পরম নিঃশ্রেয়সকর। যাঁহারা বেদ অধ্যয়নে বিরত আছেন, শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হস্তী অথবা চর্ম্মময় প্রাণহীন দেহধারী মাত্র। শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম এই যে, মানুষ, যদি তুমি সাংসারিক আধিব্যাধি-শোকতাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, যদি তোমার পরম-নিঃশ্রেয়স-রূপ মুক্তি লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা থাকে, তুমি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হও। যদি বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্তি না জন্মে, তুমি বৃথাই দেহধারণ করিয়া আছ, বুঝিবে। কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাণহীন হস্তী যেমন অথবা চর্ম্মাচ্ছাদিত প্রাণশূন্য মৃগমূর্ত্তি যেমন—হস্তীর অথবা মৃগের উপযুক্ত কোনই কার্য্যসাধক নহে; মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়া, যদি বেদ অধ্যয়ন না করিলে, তোমারও দেহধারণ সেইরূপ বৃথাই হইবে।

• • •

বেদপাঠে শুভফল। সকল বেদ অধ্যয়ন সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্তু যিনি যে শাখার অন্তর্ভুক্ত, সে শাখার সে বেদ পাঠ করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। বিদ্যানুরাগী অনেকেই আছেন; বিদ্যার চর্চ্চা অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান দেখিতে পাই; গ্রন্থাদি পাঠে অনেকেই অকুণ্ঠিত-চিত্তে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপনার ইষ্টসাধক - ঐহিক-পারত্রিকের মঙ্গলপ্রদ যে বেদ, তৎপ্রতি অতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি নিপতিত দেখি। ইহা যে আত্মার পরম অনিষ্টকর, তাহা অতি অল্প-জনেই স্মরণ করেন। শাস্ত্র তারস্বরে কহিয়াছেন,—"যস্ত্বনধীত্য বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমং...

শূদ্রত্বমেতি।" অর্থাৎ, বেদ অধ্যয়নে বিরত থাকিয়া যিনি অন্য গ্রন্থাদি পাঠে সময়ক্ষেপ করেন, পুত্রাদি সহ তাঁহার নীচগতি প্রাপ্ত ঘটে। বেদ-পাঠের সুফল-বিষয়ে শাস্ত্র-বাক্যের অন্ত নাই। সর্প যেমন খোলস পরিত্যাগ করিয়া নবদেহ লাভ করে, বেদাধ্যয়নের ফলে মানুষও সেইরূপ নবজীবন প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রোক্ত; যথা, "সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ। মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥"

• •

বেদার্থ জ্ঞান আবশ্যক।

অনেকের বিশ্বাস, বুঝি বা তোতাপাখীর ন্যায় আবৃত্তি করিলেই বেদ-পাঠের ফললাভ হয়। তাই অনেকত্র দেখি, মন্ত্রটী মাত্র কণ্ঠস্থ আছে, কিন্তু অর্থজ্ঞান নাই। কেহ কেহ আবার, বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, বেদ মন্ত্রের অর্থকে বাগ্জালে আবৃত করিয়া রাখিতে চাহেন। প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হইলে, পরন্তু কদর্থ বিভ্রমে নিপতিত থাকিয়া প্রাধান্য-খ্যাপনে প্রয়াসী হইলে, শোচনীয় অবস্থারই উপনীত হইতে হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অনেকেই এখন এই অবস্থায় উপনীত। বেদ কি — তাঁহারা হয় তো চক্ষেও দেখেন নাই; অথবা, বেদের কোনও একটা প্রচলিত ব্যাখ্যা দেখিয়া, তাঁহাদিগকে লজ্জাবিনম্র হইতে হইয়াছে; এই জন্য, বেদার্থ প্রচ্ছন্ন রাখিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় বলবতী দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পারিবেন; বেদের মধ্যে কি অমূল্য রত্ন-রাজি ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিয়া আছে, তাঁহারা অবশ্যই তাহা দেখিতে পাইবেন, — তাঁহাদের নিকট, সত্যের আলোক প্রকাশের ন্যায়, বেদ বাক্যের অর্থ প্রকাশ পক্ষে কোনও সংশয় উপস্থিত হইবে না। বেদাধ্যয়নে অর্থবোধ একান্ত প্রয়োজনীয়। বেদোপক্রমণিকার প্রারম্ভে মহামতি সায়ণাচার্য্য তাই উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত করিয়াছেন, — 'যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ বেদের অর্থ অবগত নহেন; তিনি স্থাণুর ন্যায় কেবলমাত্র ভার বহন করিয়াই থাকেন। অগ্নিহীন প্রদেশে শুষ্ক কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, অর্থ না জানিয়া বেদ-মন্ত্র অধ্যয়নও সেইরূপ নিষ্ফল জানিবে।' এ সম্বন্ধে যাস্কোদ্ধৃত শাস্ত্রোক্তি; যথা,—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥
যদ্গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥" *

• •

শ্রেয়োলাভ বেদ-জ্ঞানে।

মনুষ্য জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, বেদরূপ নেত্র-দ্বারাই তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যিনি বেদজ্ঞ নহেন, ব্রহ্মবস্তু তাঁহার জ্ঞানাতীত রহিয়াই গেলেন। শ্রুতি কহিয়াছেন, — "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং।" শাস্ত্র-বাক্য যদি মান্য করিতে হয়, আপনার শ্রেয়োলাভের প্রতি যদি প্রযত্ন থাকে, সমগ্র বেদ অধ্যয়নে সমর্থ যদি নাও হইতে পার, আপন আপন শাখার অন্তর্গত বেদ পাঠে অগ্রসর হও।

---

* ভাষ্যকারের উপক্রমণিকা অংশে এতদ্বিষয়ে শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণাদি দ্রষ্টব্য। (৭ম পৃষ্ঠা দেখুন।)

স্বশাখোক্ত বেদও যদি সমগ্র পাঠ করিতে সমর্থ না হও, তবে যতদূর সামর্থ্য হয়, তৎপক্ষে বিরত হইও না। নিত্যকর্ম্ম-বিধিতে প্রতিদিন চতুর্ব্বেদের আদ্যমন্ত্র-চতুষ্টয় ব্রহ্মযজ্ঞরূপে পঠিত হইয়া থাকে। সেই পঠন-ক্রিয়া হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? তাহার সার মর্ম্ম এই যে, চতুর্ব্বেদ পাঠ করিতেই উদ্বুদ্ধ হও; সমগ্র বেদ পাঠে শক্তি না থাকে, যে বেদের যতটুকু পাঠ করিতে শক্তিমান্ হও, তাহাই অধ্যয়ন কর। হেলায় বঞ্চিত হইও না। যে বেদের যতটুকু পাঠ করিবার সুবিধা হয়; অর্থজ্ঞানলাভপূর্ব্বক তাহাই অধ্যয়নে প্রযত্নপর হও। বঙ্গদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর নিতান্তই দুর্দ্দৈব যে, বঙ্গাক্ষরে বা বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত বেদের ব্যাখ্যা প্রচারিত হয় নাই। মাত্র ঋগ্বেদের একটী সম্পূর্ণ এবং কয়েকটী অসম্পূর্ণ সংস্করণ, এবং সামবেদের একটী মাত্র সংস্করণ বঙ্গভাষাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ যে কখনও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যাত বা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। ঋগ্বেদাদিরও যে সকল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখন একপ্রকার অপ্রচলিত, পরন্তু তৎসমুদায় পাশ্চাত্য-মতানুসারী একদেশদর্শিতা-দোষদুষ্ট, অর্থাৎ, সে সকল অনুবাদে বেদের বিশ্বজনীন মঙ্গলের পবিত্র ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। সে বিষয়, আমাদের ব্যাখ্যার সহিত অন্যান্য প্রচলিত ব্যাখ্যার তুলনায় আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে।

° • °

যজুর্ব্বেদ প্রচারে।

যে যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিত হইতেছে, সেই যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ এ দেশে বিরল নহেন, কিন্তু সেই বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা এ দেশে সম্পূর্ণ বিরল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যে ব্যাখ্যা—যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত মন্ত্রের প্রচলিত আছে, তাহাও যে কতদূর সুসঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। মন্ত্রার্থের বিচারকালেই তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম হইবে। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র বিষয়ে মহীধরের ভাষ্যই সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। আমরা মন্ত্রসহ সেই ভাষ্যই প্রকাশ করিলাম! বাহুল্যভয়ে সে ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ-প্রকাশে যদিও বিরত রহিলাম, কিন্তু আমাদের আলোচনার মধ্যে তাহার স্থূল স্থূল বিষয় সন্নিবিষ্ট হইল। সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই আলোচনা-দৃষ্টে ভাষ্যের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিতে পারিবেন। এই ভূমিকার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যজুর্ব্বেদানুক্রমণিকা—সেই ভাষ্যকার পণ্ডিতপ্রবর মহীধরেরই রচিত। তাঁহার ভাষ্য ও অনুক্রমণিকা বিশদ ও বিস্তৃত; কিন্তু তিনি যজুর্ব্বেদোৎপত্তির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা পুরাণ-প্রসঙ্গের অনুসারী নহে। অতএব, আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে যজুর্ব্বেদ উৎপত্তির ও বিস্তারের বিবরণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম। বেদোৎপত্তির মূল-বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণের উক্তি; যথা,—

"ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তং প্রচক্রমে। অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥
ঋগ্বেদশ্রাবকঃ পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ। বৈশম্পায়ননামানং যজুর্ব্বেদস্য চাগ্রহীৎ॥
জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবাথর্ব্ববেদবিৎ। সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্বেদব্যাসস্য ধীমতঃ॥"

ভাবার্থ, বেদব্যাস ব্রহ্মার নিকট হইতে চারি বেদ প্রাপ্ত হইয়া, চারি জন বেদপারগ শিষ্যকে (পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে

অথর্ব্ববেদ) শিক্ষা দিয়াছিলেন (বি° পু° ৩৫।৭-৯)। এ বিষয়ে অবশ্য. পুরাণের সহিত ভাষ্যকারের মতভেদ দৃষ্ট হয় না। গুরু বৈশম্পায়ন, শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি যে কারণ-বশতঃ রোষপরায়ণ হন, তাহার বিশেষ উল্লেখ অনুক্রমণিকায় নাই। বিপ্র-নিন্দার কারণ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি বৈশম্পায়ন রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পুরাণে এইরূপ উল্লেখ আছে। অধীতবিদ্যা উদ্গীরণ বিষয়ক রূপক ভাষ্যানুক্রমণিকাতে পুরাণেরই অনুবর্ত্তী দেখি। কিন্তু একটী বিষয়ে পুরাণের সহিত ভাষ্যকারের মতদ্বৈধ দেখিতে পাই। পুরাণে আছে,—"যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ। জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ॥" * এখানেও গুরুতর ভাব-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে পুরাণে আছে, "যাজ্ঞবল্ক্যস্তু...ব্রহ্মরাতসুতো দ্বিজঃ।" † অথচ শ্রুতিবাক্য,—"বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন।" তবে কি বাজসনি ও দেবরাত অভিন্ন? অথবা, দুই যাজ্ঞবল্ক্যের বিষয় এখানকার লক্ষীভূত? অপিচ, পুরাণে বাজসনির উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্যকে বাজসনির অপত্য (পুত্র) বলিতে পারা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সূর্য্যদেবের নিকট নির্ম্মল বেদবিদ্যা-লাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, পুরাণের ভাষায় রূপকে প্রকাশ, সূর্য্যদেব তখন বাজিরূপ ধারণপূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতে, বাজি-প্রোক্ত বলিয়া, 'বাজসনেয়' নাম সূচিত হয়। যথা,—"যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈদ্বিজোত্তম। বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাশ্বঃ সোঽভবদ্‌যতঃ॥" এই হইতেই শুক্লযজুর্ব্বেদের শাখা বাজসনেয়ি-সংহিতা নামে অভিহিত। পুরাণে উক্ত আছে, যজুর্ব্বেদের আর এক নাম—অযাতযাম। বৈশম্পায়নেরও যে বিদ্যা অজ্ঞাত ছিল, সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক সে বিদ্যা পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই হেতু সেই হইতে শুক্ল-যজুর্ব্বেদের অপর একটী নাম 'অযাতযাম' হয়।

• • •

বেদ জ্ঞানের খনি।

যজুর্ব্বেদের বিভাগাদির পরিচয়, ঋগ্বেদ-সংহিতার ভূমিকা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। ‡ অনেকে মনে করেন,—'উপনিষৎ হইতে বেদ স্বতন্ত্র; উপনিষদে যে জ্ঞানমার্গের দিব্যজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, বেদে তাহার অসদ্ভাব আছে।' বলা বাহুল্য, এ মত পাশ্চাত্যের অনুসারী। অতি অসভ্য আদিম অবস্থায় যখন জ্ঞানের স্ফুরণ হয় নাই, তাঁহাদের মতে, বেদ সেই আদি-কালের রচনা। পরিশেষে জ্ঞানস্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদাদি পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু সে ধারণা—বিভ্রম মাত্র। কেন-না, উপনিষৎ-সমূহও বেদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বাজসনেয়-সংহিতার চত্বারিংশৎ অধ্যায় লক্ষ্য করিতে পারি; সে অধ্যায়ে, 'ঈশোপনিষৎ' সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লক্ষিত হয়। কোনও

---

* ভাষ্যানুক্রমণিকার উক্তি, "বৈশম্পায়নাশয্যাস্তিত্তিরযো ভূত্বা যজূংষ্যভক্ষয়ন্।"

† ভাষ্যানুক্রমণিকায় আছে, "বাজস্যান্নস্য সনির্দ্দানং যস্য স বাজসনিস্তদপত্যং বাজসনেয়স্তেন যাজ্ঞবল্ক্যেন।"

‡ আমাদের সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার 'ভূমিকা' অংশ, ৩২ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোনও উপনিষৎ বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও বেদার্থপ্রকাশক-রূপে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। ফলতঃ, বেদের মধ্যে, বেদের ব্যাখ্যার মধ্যে, উপনিষদের জ্ঞান যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত রহিয়াছে, চক্ষুষ্মান্ মাত্রেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই যে যজুর্ব্বেদ—যাহার ভূমিকার প্রসঙ্গে এতাবন্মাত্র আখ্যাত হইল; তাহার মধ্যে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনেরই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যজুর্ব্বেদ যেমন কর্ম্মপদ্ধতি-জ্ঞাপক, যজুর্ব্বেদ তেমনই জ্ঞানের পরিপোষক; আবার উহার মধ্যে ভগবদ্ভক্তির অমৃতনিঃস্যন্দিনী ধারা প্রবহমানা রহিয়াছে। বৃহদ্গ্রন্থ; ধৈর্য্যহারা হইলেই রসাস্বাদে বিঘ্ন ঘটিবে। একাগ্রচিত্তে মন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি—ত্রিতত্ত্বের সাধনায় অনুপ্রাণিত হউন। দেখিবেন,—অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ স্বতঃ-বিকসিত হইবে। হয় তো প্রথমাংশ কিছু দুর্ব্বোধ্য জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু উত্তরোত্তর যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ইক্ষুদণ্ডের ক্লেশকর চর্ব্বণ-ব্যাপারের পর চোষণোপযোগী মধুর রসের ন্যায় আনন্দ-সুধাস্বাদ ততই অনুভূত হইবে।

যজুর্ব্বেদানুক্রমণিকা।

প্রণম্য লক্ষ্মীং নৃহরিং গণেশং ভাষ্যং বিলোক্যোবটমাধবীয়ং।
যজুষ্মনূনাং বিলিখামি চার্থং পরোপকারায় নিজেক্ষণায়॥ ১॥
দূরাদসূয়াং নির্ধূয় কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
বিলোক্যো বেদদীপোঽয়ং বুদ্ধিমদ্ভির্দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ২॥

তত্রাদৌ ব্রহ্মপরম্পরয়া প্রাপ্তং বেদং বেদব্যাসো মন্দমতীন্ মনুষ্যান্ বিচিন্ত্য তৎকৃপয়া চতুর্ধা ব্যস্য ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যাংশ্চতুরো বেদান্ পৈলবৈশম্পায়নজৈমিনিসুমন্তুভ্যঃ ক্রমাদুপদিদেশ। তে চ স্বশিষ্যেভ্যঃ। এবং পরম্পরয়া সহস্রশাখো বেদো জাতঃ। তত্র ব্যাসশিষ্যো বৈশম্পায়নো

যজুর্ব্বেদানুক্রমণিকার মর্ম্মানুবাদ।

লক্ষ্মীদেবীকে, নরহরিদেবকে এবং গণপতিকে প্রণতিপূর্ব্বক, উবটের এবং মাধবের ভাষ্য দর্শন করিয়া, আত্মজ্ঞানপরিবর্দ্ধন কামনায় এবং পরোপকারসাধন-কল্পে, অর্থ সহ আমি যজুর্ম্মন্ত্র প্রকটন করিতেছি॥ ১॥

অসূয়াকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া, আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক, বুদ্ধিমান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ বেদরূপ এই দীপ, সরল অন্তঃকরণে দর্শন করিবেন॥ ২॥

আদিতে ব্রহ্মপরম্পরাক্রমে প্রচারিত বেদ (মহামতি) বেদব্যাস প্রাপ্ত হন। মন্দমতি মনুষ্যগণের কল্যাণ কামনা করিয়া, কৃপাপূর্ব্বক তিনি বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন; ঋক্, যজুঃ সাম, অথর্ব্ব—এই চারি ভাগে তৎকর্ত্তৃক বেদ বিভক্ত হয়। ঐ বেদচতুষ্টয় সম্বন্ধে মহামতি বেদব্যাস, যথাক্রমে পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তুকে উপদেশ দেন। তাঁহারা আবার আপন আপন শিষ্যগণকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই প্রকারে পরম্পরা-ক্রমে বেদের সহস্র শাখা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনন্তর ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক্যাদি

যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ স্বশিষ্যেভ্যো যজুর্ব্বেদমধ্যাপয়ৎ। তত্র দৈবাৎ কেনাপি হেতুনা ক্রুদ্ধো বৈশম্পায়নো যাজ্ঞবল্ক্যং প্রত্যুবাচ মদধীতং ত্যজেতি। স যোগসামর্থ্যাৎ মূর্ত্তাং বিদ্যাং বিধায়োদ্ববাম। বান্তানি যজুংষি গৃহ্যীতেতি গুরূক্তা অন্যে বৈশম্পায়নশিষ্যাস্তিত্তিরয়ো ভূত্বা যজুংষ্যভক্ষয়ন। তানি যজুংষি বুদ্ধিমালিন্যাৎ কৃষ্ণানি জাতানি। ততো দুঃখিতো যাজ্ঞবল্ক্যঃ সূর্য্যমারাধ্যান্যানি শুক্লানি যজুংষি প্রাপ্তবান্। তানি চ জাবালগৌধেয়কাণ্বমাধ্যন্দিনাদিভ্যঃ পঞ্চদশশিষ্যেভ্যঃ পঠিতবান্। তথা চ শ্রুতিঃ (বৃহদরাণ্যক, মাধ্যং ৫।৫।৩৩) আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজুংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্ত ইতি। অস্যার্থঃ। আদিত্যাদধীতান্যাদিত্যানি শুক্লানি শুদ্ধানি। বাজস্যান্নস্য সনির্দ্দানং যস্য স বাজসনিস্তদপত্যং বাজসনেয়স্তেন যাজ্ঞবল্ক্যেন শিষ্যেভ্য আখ্যায়ন্তে কথ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র মধ্যন্দিনেন মহর্ষিণা লব্ধো যজুর্ব্বেদশাখাবিশেষো মাধ্যন্দিনঃ। যদ্যপি যাজ্ঞবল্ক্যেন বহুভ্যঃ শিষ্যেভ্য উপদিষ্টঃ তথাপীশ্বরকৃপয়া মধ্যন্দিন-সম্বন্ধিতয়া লোকে প্রথ্যায়তে। তং মাধ্যন্দিনং বেদং যেঽধীয়ন্তে বিদন্তি বা শিষ্যপরম্পরয়া বর্ত্তমানাস্তেঽপি মাধ্যন্দিনা উচ্যন্তে॥

স্বশিষ্যগণকে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। অতঃপর, কোনও কারণে হঠাৎ শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, গুরু বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন,—'আমার নিকট অধীত বেদ পরিত্যাগ কর।' যোগসামর্থ্যবশতঃ যাজ্ঞবল্ক্য বেদকে মূর্ত্তিমান করিয়া যথাবিধি উদ্গীরণ করেন। গুরু কর্ত্তৃক সেই বেদাবলী পুনর্গৃহীত হইলে, বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ তিত্তির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্গীরিত সেই যজুর্ব্বেদকে ভক্ষণ করেন। (ভাবার্থ এই যে, যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি গুরু বৈশম্পায়ন অসন্তুষ্ট হইলে, বৈশম্পায়ন-শিষ্য তিত্তির মুনিগণ যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন)। কিন্তু শিষ্যের বুদ্ধিমালিন্য-হেতু যজুর্ব্বেদ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। (বেদাংশের কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ নামের ইহাই তাৎপর্য্য)। অনন্তর বিষাদিত-চিত্ত যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যদেবের আরাধনার ফলে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। (ভাবার্থ এই যে, গুরু বৈশম্পায়নের নিকট বেদাধ্যয়নের পর, সূর্য্যদেবের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য বেদজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করেন; তাহাতে শুক্লযজুর্ব্বেদ-রূপ নির্ম্মল বেদ তাঁহার অধিগত হয়)। সেই শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সমূহ যাবাল, গৌধেয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি তাঁহার (যাজ্ঞবল্ক্যের) পঞ্চদশ শিষ্য কর্ত্তৃক পঠিত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক্, মাধ্যং ৫।৫।৩৩) উক্ত হইয়াছে,—"আদিত্যানীমানি" ইত্যাদি; অর্থাৎ, আদিত্য হইতে অধীত, সুতরাং শুক্ল বিশুদ্ধ। 'বাজ' অর্থাৎ অন্ন, সনি' অর্থাৎ যিনি দান করেন, তিনি বাজসনি। তাঁহার অপত্য— বাজসনেয়। সেই বাজসনেয়-রূপ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আপন শিষ্যদিগকে বেদ-বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতে মাধ্যন্দিন মহর্ষি যে যজুর্ব্বেদের শাখা-বিশেষ প্রাপ্ত হন, তাহা, মাধ্যন্দিন শাখা নামে অভিহিত হয়। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য আপনার বহু শিষ্যকে যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, তথাপি জগদীশ্বরের কৃপায় মধ্যন্দিন সম্বন্ধীয় মাধ্যন্দিন-শাখাই লোকে প্রখ্যাত আছে। সেই মাধ্যন্দিন বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন, জানেন, এবং শিষ্য-পরম্পরাক্রমে যাঁহাদের মধ্যে ঐ বেদের আলোচনা আছে, তাঁহারা মাধ্যন্দিন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (ইহাই মাধ্যন্দিন-শাখার উৎপত্তির মূল)।

অত এব স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি (শত০ ব্রা০ ১১।৫।৬।৭) স্বশাখ্যাধ্যয়নং বিহিতং তচ্চাধ্যয়নং প্রতিমন্ত্রমৃষিচ্ছন্দোদেবতাবিনিযোগার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং বিশেষমন্যথা দোষশ্রবণাৎ। এতান্যবিদিত্বা যোঽধীতেঽনুব্রূতে জপতি জুহোতি যজতে যাজয়তে তস্য ব্রহ্ম নির্ব্বীর্য্যং যাতযামং ভবত্যথান্তরাশ্বগর্ত্তং বাপদ্যতে স্থাণুং বর্চ্ছতি প্রমা তে বা পাপীয়ান্ ভবতীতি কাত্যায়নোক্তেঃ।' (অনুক্রম০ ১।১)। ঋষ্যাদিজ্ঞানে ফলশ্রবণাচ্চ। অথ বিজ্ঞায়ৈতানি যোঽধীতে তস্য বীর্য্যবদথ যোঽর্থবিত্তস্য বীর্য্যবত্তরং ভবতি জপিত্বা হুত্বেষ্ট্বা তৎফলেন যুজ্যত ইত্যুক্তেশ্চ (অনু০ ১।১) তস্মাদ্বেদমন্ত্রাণামৃষ্যাদিজ্ঞানমর্থজ্ঞানমর্থজ্ঞানং চাবশ্যকমন্যথা বৈফল্যাৎ।

তত্র যজুর্ব্বেদমন্ত্রেষু কানিচিৎ যজূংষি কাশ্চন ঋচঃ। তত্র ঋচাং নিয়তাক্ষরপাদাবসানা-নামাবশ্যকং ছন্দঃ কাত্যায়নেনোক্তং। যজুষাং ষড়ুত্তরশতাক্ষরাবসানানামেকাক্ষরাদীনাং পিঙ্গলেন দৈব্যেকামত্যাদিনোক্তং ছন্দো বোধ্যং। তদধিকানাং তু হোতা যক্ষদ্বনস্পতিম-ভিহীত্যাদীনাং (অধ্যা০ ২১।৪৬) নাস্তি ছন্দঃকল্পনা॥

তত্রাদ্যাধ্যায়ে দ্বিতীয়াষ্টাবিংশতিকাণ্ডিকাশেষে চাত দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ। তেষাং পরমেষ্ঠী

শতপথ-ব্রাহ্মণে (শ০ ব্রা০ ১১।৫।৬।৭) বিধি আছে,—"অতএব স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইতি। অর্থাৎ, এই বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যিনি যে শাখার অন্তর্নিবিষ্ট, তাঁহার পক্ষে সেই শাখা অধ্যয়ন করাই বিহিত, অর্থজ্ঞান-পূর্ব্বক অধ্যয়ন, প্রতি মন্ত্র, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতির জ্ঞানলাভ বিশেষ। অন্যথায়, পাপ সংস্পর্শ ঘটে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়ন-বিধি না জানিয়া যাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করেন এবং বেদবাক্য উচ্চারণ করেন, মন্ত্র জপ করেন, তদ্দ্বারা হোম-কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন, যাগ করেন এবং যাগ-সম্পন্ন করান, তাঁহাদের ব্রহ্মকর্ম্ম নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ ফলোপধায়ক হয় না। মহর্ষি কাত্যায়ন (অনুক্রম ১।১) কহিয়াছেন,—"ঐরূপ মন্ত্রোচ্চারণকারিগণ (যাহারা অর্থজ্ঞানশূন্য ও কর্ম্মপারগ নহে), স্থাণুবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহাদিগকে পাপ স্পর্শ করে এবং তাহাদিগের নীচগতি প্রাপ্তি ঘটে।' মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানের ফল বিষয়ে পুনঃপুনঃ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ঋষি প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া, যাঁহারা বেদ পাঠ করিবেন, তাঁহাদের শক্তি-বৃদ্ধি হইবে; যাঁহারা অর্থোপলব্ধি করিয়া মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা অধিকতর শক্তিমন্ত হইয়া থাকেন। সে ক্ষেত্রে তাঁহারা জপে ও হোমে অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—কাত্যায়ন (অনু০ ১।১) ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। অতএব, বেদমন্ত্রের ঋষি প্রভৃতির জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অন্যথা সকল কর্ম্মই পণ্ড হয়।

যজুর্ব্বেদ-মন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি যজুঃ (গদ্য) আছে, আর কতকগুলি ঋক্ (ছন্দঃ) আছে। ঋক্গুলির যথাযোগ্য অক্ষর ও পদের উচ্চারণ আবশ্যক। ছন্দো বিষয়ে কাত্যায়ন উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। পিঙ্গলের মতে - যজুর্ম্মন্ত্রের মধ্যে ষড়ুত্তর শতাক্ষর অর্থাৎ এক শত ছয় অক্ষরে শেষ এবং একাক্ষরবিশিষ্ট দৈবী মন্ত্রও আছে। তদ্ভিন্ন "হোতা যক্ষদ্বনস্পতিঃ" প্রভৃতি অধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট যজুর্ম্মন্ত্রে (অ০ ২১।৪৬) ছন্দঃ-কল্পনা করা হয় না।

প্রথম অধ্যায়ের এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি কণ্ডিকা পর্য্যন্ত অংশের মন্ত্রগুলি, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে প্রযুক্ত হয়। ঐ সকল মন্ত্রের ঋষি দেবতা —'পরমেষ্ঠী প্রাজাপত্যঃ' অথবা

প্রাজাপত্যা ঋষির্দ্দেশা বা প্রাজাপত্যাঃ। দ্বিতীয়াধ্যায়ান্ত্যকণ্ডিকাষট্‌কং পিতৃযজ্ঞমন্ত্রাস্তেষাং প্রজাপতির্ঋষিঃ॥ আদ্যেঽধ্যায়ে সর্ব্বাণি যজূংষি একা পুরা ক্রূরস্তেতি (১।২৮) ঋক্। যজুষাং পিঙ্গলোক্তং ছন্দো বোধ্যং। বিস্তরভয়ান্নোচ্যতে। ঋচাং তু ছন্দাংসি ব্যক্ত্যান্যেবেতি * তত্রাদ্যায়াং কণ্ডিকায়াং পঞ্চ মন্ত্রাঃ। দ্বৌ ত্র্যক্ষরৌ তৃতীয়শ্চতুরক্ষরঃ। চতুর্থো দ্বিষষ্ট্যক্ষরঃ। পঞ্চমো নবাক্ষরঃ॥

তত্র প্রকৃতিত্বাদাদৌ দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ। যত্র কৃৎস্নাঙ্গানামুপদেশঃ ক্রিয়তে সা প্রকৃতিঃ। যত্র বিশেষাঙ্গমাত্রমুপদিশ্যতেঽঙ্গান্তরাণি তু প্রকৃতেরতিদিশ্যন্তে সা বিকৃতিঃ। তত্র প্রকৃতিস্ত্রিবিধা। অগ্নিহোত্রমিষ্টিঃ সোমশ্চেতি। তত্র যদ্যপি কৃতাধানস্যৈব দর্শপূর্ণমাসয়োরধিকারাদাদৌ অগ্ন্যাধানমন্ত্রা বক্তুমুচিতাস্তথাপ্যাধানে পবমানেষ্টয়ো বিশেষাস্তা অন্তরাধানস্যৈবাসিদ্ধেঃ। পবমানেষ্টীনাং চ দর্শপূর্ণমাসবিকৃতিত্বাৎ সোমেঽপি দীক্ষণীয়া প্রায়ণীয়াদিষু দর্শপূর্ণমাসাপেক্ষত্বাদাদৌ দর্শপূর্ণমাসমন্ত্রাঃ পঠিতুং যুক্তাঃ। তে চ ইষেত্বাদয়ঃ॥ •

'প্রাজাপত্যাঃ।' দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ছয়টী কণ্ডিকায় পিতৃযজ্ঞের মন্ত্র আছে; তাহার ঋষি প্রজাপতি প্রথম অধ্যায়ের সমস্ত যজুর্মন্ত্র 'একাপুরা ক্রূরস্তেতি' (২।২৮) ঋক্। পিঙ্গলোক্ত ছন্দোবিধিতে যজুর্মন্ত্রের ছন্দঃ প্রভৃতির বিষয় বিবৃত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থলে উক্ত হইল না। যাহা ঋক্, তাহাকে ছন্দঃ বলিয়া জানিবে। • আদি-কণ্ডিকায় পাঁচটী মন্ত্র আছে। তন্মধ্যে দুইটী মন্ত্র ত্র্যক্ষর-বিশিষ্ট, তৃতীয় মন্ত্র—চতুরক্ষরবিশিষ্ট, চতুর্থ মন্ত্র—দ্বিষষ্ট্যক্ষরবিশিষ্ট, এবং পঞ্চম—নবাক্ষরবিশিষ্ট।

প্রকৃতি-আদিভূত যে মন্ত্র, তাহা দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞে প্রযোজ্য। যাহাতে সকল প্রকার কর্ম্মাঙ্গের বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতি (প্রকৃত-যাগ) বলে। যাহাতে অঙ্গবিশেষের উপদেশ আছে, প্রকৃতির অঙ্গান্তরের বিকৃতি-হেতু, তাহা বিকৃতি নামে উক্ত হয়। প্রকৃতি—তিন প্রকার; যথা,—অগ্নিহোত্র, ইষ্টি, সোম। দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের অধিকারী হইয়া প্রথমেই অগ্ন্যাধান মন্ত্র উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পবমান ইষ্টিতে যে মন্ত্রের বিধান আছে, তাহার ব্যত্যয়ে কার্য্য অসিদ্ধ হয়। পবমান ইষ্টিরূপ যাগের দর্শপূর্ণমাস-বিকৃতিহেতু সামমন্ত্রে দীক্ষণীয় অপ্রায়ণীয় (অনারম্ভনীয়) প্রভৃতি অবস্থায় দর্শপূর্ণমাস অপেক্ষিত থাকে। সেই হেতু সর্ব্বপ্রথমেই দর্শপূর্ণমাস মন্ত্র পাঠ করা বিধেয়। 'ইষে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্র সেই বিষয়ে ইষ্টসাধক। •

• প্রথম কণ্ডিকায় 'ইষে ত্বা' প্রভৃতি যে পাঁচটী মন্ত্র আছে, তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম মন্ত্রের দেবতা 'শাখা', তৃতীয় মন্ত্রের দেবতা 'গোবৎসা', চতুর্থ মন্ত্রের দেবতা 'গাবঃ' (গাভীসমূহ), এইরূপ অধ্যাহৃত হয়। ব্যাখ্যাকারগণ তদনুসরণেই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু স্বতন্ত্ররূপ হইল। দুই ব্যাখ্যা মিলাইয়া যাঁহার যে ব্যাখ্যা গ্রহণীয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। (সম্পাদক)।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

——:§ • §:——

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়িসংহিতা।]

—•: × :•—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(প্রথমায়াঃ কণ্ডিকায়াঃ মন্ত্রাষ্টকাঃ।)

(১) ইষে ত্বা। (২) উর্জ্জে ত্বা। (৩) বায়ব স্থ।

(৪) দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

(৫) আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা।

(৬) মা ব স্তেন ঈশত মাঘশংসো।

(৭) ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীঃ।

(৮) যজমানস্য পশূন্ পাহি ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! 'ইষে' (অভীষ্টপূরণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি।

২। হে দেব! 'ঊর্জ্জে' (বলপ্রাণপ্রাপণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি।

৩। হে দেবাঃ! 'বায়বঃ' (বায়ুবদ্গতিশীলাঃ) 'স্থ' (ভবথ—অস্মৎ সম্বন্ধে ইতি যাবৎ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবাঃ ত্বরয়া অস্মান্ পরিত্রায়ধ্বম্।

৪। হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'সবিতা' (সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ জ্ঞানদেবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'শ্রেষ্ঠতমায়' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠায়) 'কর্ম্মণে' (ভগবদারাধনাদিসৎকর্ম্ম-

নিমিত্তায়) 'প্রার্পয়তু' (প্রকৃষ্টরূপেণ পরিচালয়তু)। বয়ং সদৈব সৎকর্ম্মণি নিরতাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ।

৫। 'প্রজাবতীঃ' (লোকপালিকাঃ) 'অনমীবাঃ' (রোগরহিতাঃ, অজরাঃ) 'অযক্ষ্মাঃ' (ক্ষয়রহিতাঃ, অক্ষরাঃ) 'অঘ্ন্যাঃ (বিনাশরহিতা হে দেব্যঃ, অবিনশ্বরস্য সত্বস্য প্রবর্দ্ধয়িত্র্যঃ সদ্বৃত্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায় ভাগং' (দেবমুদ্দিশ্য প্রদত্তাং অস্মাকং পূজাং, ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'আপ্যায়ধ্বং' (সমন্তাদ্ বর্দ্ধয়ধ্বং)। সদ্বৃত্তিনা সত্বভাবেন বা বয়ং ভগবদনুসারী ভবেম—ইতি ভাবঃ।

৬। হে সদ্বৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং—নিশ্চেষ্টয়া ইতি যাবৎ) 'অঘশংসঃ' (পাপপ্রাণাস্য খ্যাপকঃ) 'স্তেনঃ' (ইন্দ্রিয়াদিরূপশ্চৌরঃ) 'মা' (মাং) 'মা ঈশত' (হিংসিতুং সমর্থঃ মা ভূৎ)। সদ্বৃত্তেঃ প্রাধান্যেন রিপবঃ নশ্যন্তু—ইতি ভাবঃ।

৭। হে দেবাঃ! 'ধ্রুবাঃ' (সত্যস্বরূপা অস্মাকং ধিয়ঃ, সদ্বৃত্তয়ঃ সৎকর্ম্মাণি বা ইত্যর্থঃ) 'অস্মিন্' (পরিদৃশ্যমানে) 'গোপতৌ' (জ্ঞানস্য পতৌ, জ্ঞানাধারভূতে হৃদ্দেশে ইত্যর্থঃ) 'বহ্বীঃ' (যুষ্মাকং বহনকারিণ্যঃ) 'স্যাৎ' (স্যুঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব্যঃ! অস্মাকং এতাদৃশী ধীঃ সঞ্জাতা ভবতু, যয়া অস্মাকং হৃদ্দেশে নিতরাং দেবত্বস্য অধিষ্ঠানং ভবেৎ।

৮। হে দেব! 'যজমানস্য' (প্রার্থনাকারিণঃ মম) 'পশূন্' (পাশবৃত্তিনিচয়ান্) নাশয় ইতি শেষঃ; তথা 'পাহি' (মাং রক্ষ, পাপাৎ পরিত্রাণং কুরু)। পশুবৃত্তেঃ পাপকবলাৎ বা মাং সর্ব্বথা পরিত্রাহি—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! অভীষ্টপূরণের জন্য আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

২। হে দেব! শক্তি এবং প্রাণ পাইবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

৩। হে দেবগণ! আপনারা আমাদিগের সম্বন্ধে বায়ুবৎ গতিশীল হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! ত্বরায় আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)

৪। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক জ্ঞানদেবতা, তোমাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদারাধনাদিরূপ সৎকর্ম্মের জন্য প্রকৃষ্টরূপে পরিচালিত করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যেন নিয়ত সৎকর্ম্মে নিরত থাকি।)

৫। লোকপালিকা অজরা অক্ষর বিনাশরহিত হে দেবীগণ (অবিনশ্বর সত্বের প্রবর্দ্ধয়িত্রী সদ্বৃত্তিসমূহ)। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত

আমাদিগের পূজাকে অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে বিহিত আমাদিগের কর্ম্মকে আপনারা সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত করুন। (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তির বা সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন ভগবদানুসারী হই।)

৬। হে সদ্বৃত্তিনিবহ! তোমাদিগের নিশ্চেষ্টতার দ্বারা পাপের প্রাধান্যখ্যাপক ইন্দ্রিয়াদি-রূপ চৌর আমাদিগকে যেন হিংসা করিতে সমর্থ না হয়। (ভাব এই যে,—সদ্বৃত্তির প্রাধান্যের দ্বারা রিপুগণ নাশপ্রাপ্ত হউক।)

৭। হে দেবগণ! সত্যস্বরূপ আমাদিগের বুদ্ধিসমূহ (সদ্বৃত্তিসমূহ বা সৎকর্ম্মসকল) অনাধারভূত এই হৃদয়ে আপনাদিগের বহনকারী হউক। (ভাব এই যে, আমাদিগের মধ্যে এতাদৃশী ধী সঞ্জাত হউক, যদ্দ্বারা আমাদিগের হৃদ্দেশে নিয়ত দেবত্বের অধিষ্ঠান হয়।)

৭। হে দেব! প্রার্থনাকারী-আমার পাশবৃত্তি-নিচয়কে নাশ করুন, এবং আমাকে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পশু-বৃত্তির বা পাপের কবল হইতে আমাকে সর্ব্বথা পরিত্রাণ করুন।)

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

উপক্রমঃ। তত্রেষেত্বেতি দ্বিপদস্ত্র্যক্ষরো মন্ত্রঃ। তস্য দৈব্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শাখা দেবতা। পলাশশাখাচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। শাখাদীনামচেতনত্বেঽপি তদভিমানিনীনাং দেবতানাং সদ্ভাবাদ্দেবতাত্বং। অভিমানিব্যপদেশস্তিতি ব্যাসসূত্রোক্তেঃ। মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিতি শ্রুতেশ্চ। তস্মাচ্ছাখোঽশ্মাপয়ঃস্রুক্শূর্পাদীনামপি দেবতাত্বং। তত্র প্রতিপদি দর্শযাগং চিকীর্ষুরমাবাস্যায়াং প্রাতরগ্নিহোত্রং হুত্বা দর্শযাগার্থং যমায়েন্বিচ্ছ ইতি (কাত্যা০ ২।১।৩) মন্ত্রেণাগ্নিষু সমিদাধানরূপমন্বাধানং কৃত্বা বৎসাপাকরণং কুর্য্যাৎ॥ দর্শযাগে ত্রীণি হবীংষি সন্তি। আগ্নেয়োঽষ্টকপাল ঐন্দ্রং দধৈন্দ্রং পয় ইতি তত্র প্রতিপদি দধি হোতুং দধ্নো নিষ্পত্ত্যৈ রাত্রাবামাবাস্যায়াং গাবো দোগ্ধব্যাঃ। তদ্দোহনার্থং প্রাতরেকৈকদোহনাদূর্দ্ধং স্বমাতৃভিঃ সহচরন্তো বৎসাঃ স্বমাতৃভ্যঃ পলাশশাখয়াপাকরণীয়াঃ। তদর্থং পলাশশাখাচ্ছেদনং। গায়ত্র্যাপক্ষিরূপং বিধায় যদা দিবঃ সোমবল্লাহৃতা তদা তৎপত্রং ভূমাবুপ্তং ততঃ পলাশোঽভবদিতি শ্রুত্যা (শত০ ব্রা০ ১৭।১।১, ৮।২।১০) পলাশস্য প্রাশস্ত্যং ব্রহ্মত্বং চোক্তং তস্মাৎ পলাশশাখাচ্ছেদনম্॥

অথ মন্ত্রার্থঃ। ক্রিয়াপদাধ্যাহারেণ। হে শাখে ইষে বৃষ্ট্যৈ ত্বা ত্বাং ছিনদ্মি। ইষ্যতে কাঙ্ক্ষ্যতে সর্ব্বৈর্ব্রীহ্যাদিধান্যনিষ্পত্তয়ে সা ইট্। শ্রুত্যা বৃষ্টির্ব্যাখ্যাতা। কস্মাৎ ক্বিপ্। বৃষ্ট্যৈ তদাহ যদাহেষেত্বেতি শ্রুতেঃ (১।৭।১২)। পর্ণশাখাং ছিনত্তি শামীলীং

বেষে ইত্যূর্জ্জে ত্বেতি বা ছিনদ্মীতি বোভয়োঃ সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ সংনময়ামীতি বোত্তর ইতি কাত্যায়নোক্তেঃ (কাত্যা০ ৪-২-১-৩)। ছিনদ্মীতি ক্রিয়াপদমধ্যাহর্ত্তব্যং। কাত্যায়নসূত্রস্যায়মর্থঃ। পলাশশাখা শমীশাখা বাত্র বিকল্পিতা। তচ্ছেদনে ইষেত্বো-র্জ্জেত্বেতি দ্বৌ মন্ত্রৌ বিকল্পিতৌ। তয়োঃ ক্রিয়াপদাকাঙ্ক্ষত্বাদর্থাবরোধায় ছিনদ্মীতি পদমধ্যাহর্ত্তব্যমিত্যেকঃ পক্ষঃ। ইষেত্বেতি ছেদনার্থো মন্ত্রঃ। উর্জ্জেত্বেতি সংনমনার্থঃ। সংনমনমৃজুকরণং। শাখালগ্নধূল্যাদ্যপনয়নং। ইদং পক্ষান্তরমিত্যর্থঃ। উর্জ্জে ত্বা। শাখৈব দেবতা। হে শাখে ত্বা ত্বাং সংনময়ামি ঋজুকরোমি। কিমর্থং। উর্জ্জে। উর্জ্জ বলপ্রাণনয়োঃ। উর্জ্জতি সর্ব্বান মনুষ্যপশ্বাদীন্ বলয়তি পানাদিনা দৃঢ়শরীরান্ করোতি। যদ্বা প্রাণয়তি প্রকর্ষেণ চেষ্টয়তীতি ব্যুৎপত্তিদ্বয়েন বৃষ্টিগতো জলাত্মকো রস উর্জ্জ-শব্দেনোচ্যতে। তস্মৈ রসায় ত্বামনুমার্জ্মি। যো বৃষ্ট্যাদূর্গ্রসো জায়তে তস্মৈ তদাহেতি শ্রুতেঃ (১।৭।১।২)। এতন্মন্ত্রদ্বয়পাঠেনাধ্বর্য্যুরিষ্যমাণমন্নং বলকরমাজ্যক্ষীরাদিরসং চ যজমানে সম্পাদয়ত্যেব। ইষেত্বোর্জ্জেত্বেত্যাহেষমেবোর্জ্জং যজমানে দধাতীতি তিত্তিরিবচনাৎ॥ (কাত্যা০ ৪।২।৭)। মাতৃভির্ব্বৎসান্ সংসৃজ্য বৎসং শাখয়োপস্পৃশতি বায়বঃ স্থেতি॥ বায়ুর্দেবতা। বা গতিগন্ধনয়োঃ। যান্তি গচ্ছন্তীতি বায়বঃ গন্তারঃ। হে বৎসা যূয়ং বায়বঃ স্থ মাতৃভ্যঃ সকাশাদন্যত্র গন্তারো ভবত। মাতৃভিঃ সহ গমনে সতি সায়ং দোহো ন লভ্যেত ইত্য-ভিপ্রায়ঃ। যদ্বা বায়ুসাদৃশ্যাদ্বৎসানাং বায়ুত্বং। যথা বায়ুঃ পাদপ্রক্ষালননিষ্ঠীবনাদিভিরুপহতাং ভূমিং শোষয়িত্বা পুনাতি এবং বৎসা অপান্মলেপনহেতুভূতগোময়াদিদানেন ভূমিং পুনন্তি। তস্মাদ্বায়ুসাদৃশ্যং। অথবা নৃণাং যথা স্বনিবাসায় গৃহনির্ম্মাণসামর্থ্যমস্তি এবং পশূনাং তদভাবান্নিরাবরণেঽন্তরিক্ষে সঞ্চরণাদন্তরিক্ষমেব পশূনাং দেবতা। তস্যান্তরিক্ষস্য বায়ুরধি-পতিঃ। স চ বায়ুঃ স্বাবয়বানিব পশূন্ পালয়তীতি পশূনাং বায়ুরূপত্বং। তথা পালনায় পশূন্ বায়বে সমর্পয়িতুং বায়ুরূপত্বমাপাদ্য বায়বস্থেতি মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে। তদুক্তং তিত্তিরিণা। বায়বঃ স্থেত্যাহ বায়ুর্ব্বা অন্তরিক্ষস্যাধ্যক্ষোঽন্তরিক্ষদেবত্যাঃ খলু পশবো বায়ব এবৈতান্ পরিদদাতীতি। যদ্বা তৃণভক্ষণায়াহনি তত্র তত্রারণ্যে চরিত্বা সায়ংকালে বায়ুবেগেন যজমানগৃহে সমাগমনায় পশূন্ প্রবর্ত্তয়িতুং বায়ুরূপত্বমুচ্যতে॥ (কা০ ৪।২।৯-১০)। দেবো ব ইতি মাতৄণামেকাং ব্যাকৃত্যৈন্দ্রং ভবতি মাহেন্দ্রং বেতি॥ অস্যার্থঃ। পূর্ব্ব-সূত্রাচ্ছাখয়োপস্পৃশতীতি পদদ্বয়মনুবর্ত্ততে। বৎসানাং মাতরো যা গাবঃ সন্তি তাসাং মধ্যে একাং গাং ব্যাকৃত্য পৃথক্কৃত্য দেবো ব ইতি মন্ত্রেণ শাখয়োপস্পৃশেৎ। তথা সতি গোসম্বন্ধি দধিরূপং হবিরৈন্দ্রং মাহেন্দ্রং বা ভবতীতি॥ দেবো ব ইতি মন্ত্রস্যেন্দ্রো দেবতা॥ ষূ প্রেরণে। সুবতি স্বস্বব্যাপারে প্রেরয়তীতি সবিতা। দেবঃ দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ। হে গাবো বো যুষ্মান্ প্রার্পয়তু প্রভূততৃণোপেতং বনং গময়তু কিমর্থং। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। চতুর্ব্বিধং কর্ম্ম অপ্রশস্তং প্রশস্তং শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতমং চেতি। লোকবিরুদ্ধং বধবন্ধচৌর্য্যাদিকম-প্রশস্তং॥ ১॥ লোকৈঃ শ্লাঘনীয়ং বন্ধুবর্গপোষণাদিকং প্রশস্তং॥ ২॥ স্মৃত্যুক্তং বাপীকূপ-তড়াগাদিকং শ্রেষ্ঠং॥ ৩॥ বেদোক্তং যজ্ঞরূপং শ্রেষ্ঠতমমিতি তল্লক্ষণং॥ ৪॥ যজ্ঞো বৈ শ্রেষ্ঠতমং কর্ম্মেতি শ্রুতেঃ (১।৭।১।৫)। হে অঘ্ন্যাঃ গাবঃ গোবধস্যোপপাতকরূপত্বাৎ

হন্তুং অযোগ্যা অঘ্ন্যা ইত্যুচ্যন্তে। তথাবিধা যূয়মিন্দ্রায় ভাগমিন্দ্রমুদ্দিশ্য সম্পাদয়িতুমিমাঃ হবির্হেতুরূপং ক্ষীরমাপ্যায়ধ্বং সমন্তাদ্ বর্দ্ধয়ধ্বং। সর্ব্বাস্বপি গোষু ক্ষীরং কুরুতং। ওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ (ধা০ ১৪।১৭)। বো যুষ্মানপহর্ত্তুং স্তেনশ্চৌরো মা ঈশত ঈশ্বরঃ সমর্থো মা ভূৎ। অঘশংসঃ অঘেন পাপেন তীব্রেণ ভক্ষণাদিনা শংসো ঘাতকো ব্যাঘ্রাদিরপি মা ঈশত বো হিংসকো মা ভূৎ। কীদৃশীর্যুয়ম্? প্রজাবতীঃ বহ্বপত্যাঃ। অনমীবাঃ অমীবা ব্যাধিঃ স নাস্তি যাসাং তা অনমীবাঃ কৃমিতক্ষত্বাদিস্বল্পরোগরহিতাঃ। অযক্ষ্মাঃ যক্ষ্মা রোগরাজঃ প্রবলরোগরহিতাঃ। কিং চ যূয়ং গোপতৌ গবাং যুষ্মাকং পত্যাবস্মিন্ যজমানে ধ্রুবাঃ শাশ্বতিকীঃ বহ্বীর্ব্বহুবিধাঃ স্যাৎ ভবত॥ (কা০ ৪।২।১১) যজমানস্য পশূনিত্যাগ্ন্যাগারস্যান্যতরস্য পুরস্তাচ্ছাখামুপগূহতীতি॥ হে পলাশশাখে ত্বমুন্নতপ্রদেশে স্থিতা প্রতীক্ষমাণা সতী যজমানস্য পশূনরণ্যে সঞ্চরতশ্চোরব্যাঘ্রাদিভয়াৎ পাহি রক্ষ। শাখায়া রক্ষিতা গাবো নিরুপদ্রবাঃ সত্যঃ সায়ং পুনরাগচ্ছন্তীত্যাশয়ঃ। যদ্যপ্যচেতনা শাখা তথাপি তদভিমানিনীং দেবতামুদ্দিশ্যৈবমুক্তং। যথা শাস্ত্রজ্ঞা অচেতনেঽপি শালগ্রামে শাস্ত্রদৃষ্ট্যা বিষ্ণুসন্নিধিমভিপ্রেত্য বিষ্ণুং সম্বোধ্য ষোড়শোপচারান্ বিদধত ইত্যুক্তংপ্রাক্।

অথ ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া। ইষে॥ ইষেরিচ্ছার্থস্য কর্ম্মণি ক্বিপ্। ক্বিত্বাদুপধাগুণাভাবঃ। তস্মাচ্চতুর্থ্যেকবচনং। ইষশব্দগত ইকারো ধাতুস্বরেণ প্রাতিপদিকস্বরেণ চোদাত্তঃ। স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনস্যাবিদ্যমানত্বাৎ (পা০ ক০ ৫।১।২২৩ পরিং ১)। চতুর্থ্যেকবচনস্য প্রত্যয়স্বরাদাদ্যুদাত্তত্বে প্রাপ্তে অনুদাত্তৌ সুপ্পিতাবিতি (পা০ ৩।১।৪) তদপবাদেনানুদাত্তত্বে প্রাপ্তেঽপি সাবেকাচস্তৃতীয়াদির্বিভক্তিরিত্যুদাত্তত্বং (পা০ ৬।১।১৬৮)। তস্মিন্ সত্যনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জমিতীকারোঽনুদাত্তঃ (পা০ ৬।১।১৫৮)। যদ্যপ্যেকশব্দেন দ্বয়োরুদাত্তয়োরন্যতরো যঃ কোঽপি বক্তুং শক্যতে তথাপি সতি শিষ্টস্বরো বলীয়ানিতি ন্যায়েন (পা০ ক০ ৬।১।১৫৮ বা০ ৫৯) বিভক্তিগত উদাত্ত এব প্রবলঃ। তথা সত্যনুদাত্তাদিকমুদাত্তান্তমিদং পদং সম্পন্নং॥ ত্বা॥ যুষেভজনার্থস্য যুষ্যাসভ্যাং মদিগিতি (উ০ ১।১২৭) মদিক্প্রত্যয়ান্তস্য যুষ্মচ্ছব্দস্য দ্বিতীয়ায়াং ত্বেতি রূপং। তস্য প্রাতিপদিকস্বরেণ যদ্যপ্যুদাত্তঃ প্রাপ্তস্তথাপ্যনুদাত্তং সর্ব্বমপাদাদাবিত্যস্য সূত্রস্যানুবৃত্তৌ সত্যাং (পা০ ৮।১।১৮) ত্বামৌ দ্বিতীয়ায়া ইতি (পা০ ৮।১।২৩) ত্বাদেশ বিধানাদয়ং শব্দোঽনুদাত্তঃ॥ ঊর্জে॥ ঊর্জ বলপ্রাণনয়োরস্মাৎ ক্বিপ্। ঊর্জতি বলবত্ত্বং প্রাণবত্ত্বং বা করোতীত্যূর্ক্। অন্নমূর্গিত্যন্ননামোর্জয়তীতি সত ইতি যাস্কঃ (নিরু০ ৯।২১)। স্বর ইষেবৎ। সংহিতায়ামুদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিত ইতি (পা০ ৮।৪।৬৬) ত্বাশব্দস্য স্বরিতত্বং। মন্ত্রদ্বয়স্য সংহিতায়ামূর্জ ইত্যূকারস্য স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানামিতি (পা০ ১।২।৩৯) প্রচয়াভিধায়ামেকশ্রুতৌ প্রাপ্তায়াং তদপবাদকত্বেনোদাত্তস্বরিতপরস্য সন্নতর ইত্যতোঽস্তনীচোঽনুদাত্তো ভবতি (পা০ ১।২।৪০)। আগ্রমস্য ত্বাশব্দস্য স্বারিতত্বং। এবমুত্তরপদেষু সংহিতায়াং স্বরা ঊহনীয়াঃ॥ বায়বঃ॥ বাতের্গত্যর্থাৎ কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণিত্যুণ (উ০ ১।১) সতি শিষ্টপ্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তো বায়ুশব্দঃ। জসঃ সুপ্ত্বাদনুদাত্তত্বং। জসি চেতি (পা০ ৭।৩।১০৬) গুণেঽবাদেশে চ স্থানেঽন্তরতম ইতি (পা০ ১।১।৫০) পরিভাষয়া উদাত্ত এব জাতে বায়ব ইতি মধ্যোদাত্তং পদং। জসঃ স্বারিতত্বং পূর্ব্ববৎ॥ স্থ॥ অস্তের্লটি শপো লুক শ্নসোরল্লোপ

ইত্যাকারলোপঃ (পা০ ৬।৪।১১১)। তিঙ্ঙতিঙ ইতি (পা০ ৮।১।২৮) নিঘাতঃ ॥ দেবঃ ॥ পচাদিত্বাদচ্ (পা০ ৩।১।১৩৪)। চিত ইত্যন্তোদাত্তঃ (পা০ ৬।১।১৬৩) ॥ বঃ ॥ বহুবচনস্য বস্নসাবিত্যনুদাত্তো বসাদেশঃ (পা০ ৮।১।২১)॥ সবিতা ॥ যু প্রেরণে। ণ্বুল্তৃচাবিতি তৃচ্ (পা০ ৩।১।১৩৩) ইড়াগমঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ ॥ প্র ॥ উপসর্গাশ্চাভিবর্জমিত্যাদ্যুদাত্তঃ (ফি০ ৪।১২)॥ অর্পয়তু ॥ ঋগতৌ। হেতুমতি চেতি ণিচ্ (পা০ ৩।১।২৬)। অর্তিহ্রীব্লীরী ক্নূয়ী-ক্ষ্মায্যাতাং পুগ্ণাবিতি (পা০ ৭।৩।৩৬) পুক্। পুগন্তেতি (পা০ ৭।৩।৮৬) গুণঃ নিঘাতশ্চ ॥ শ্রেষ্ঠতমায় ॥ প্রশস্যশব্দাদতিশায়নে তমবিষ্ঠনাবিতি ষ্ঠন্ (পা০ ৫।৩।৫৫)। প্রশস্যস্য শ্র (পা০ ৫।৩।৬০) ইতি শ্রাদেশঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং (পা০ ৬।১।১৯৭)। ততঃ পুনস্তমপ। তস্য পিত্বাদনুদাত্তত্বং। স্বরিতপ্রচয়াঃ পূর্ব্ববৎ ॥ কর্ম্মণে ॥ করোতের্মনিন্ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ ॥ আ ॥ উদাত্তঃ ॥ প্যায়ধ্বং ॥ ওপ্যায়ী বৃদ্ধৌ। হেতুমতি ণিচ্ (পা০ ৩।১।২৬)। তস্য ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাৎ (পা০ ৩।৪।১১৭) নেরনিটীতি ণিলোপঃ (৬।৪।৫১)। নিঘাতঃ ॥ অঘ্ন্যাঃ। অঘ্ন্যা অহন্তব্যা ভবন্ত্যঘ্নীতি বেতি যাস্কঃ (নিরু০ ১১ ৪৩)। অঘ্নে নঞি লোপপদে হন্তেরঘ্ন্যাদয়শ্চেতি (উ০ ৪ ১১৩) যগন্তো নিপাতঃ। সংবুদ্ধিত্বাদামন্ত্রিতস্য চেতি (পা০ ৬।১।১৯৮) আষ্টমিকো নিঘাতঃ। ইন্দ্রায়। ইদিপরমৈশ্বর্য্যে ইন্ধী দীপ্তৌ বা। ইন্দতি ইন্দ্যতে বা তেজোভিরিতীন্দ্রঃ। ঋজেন্দ্রেত্যাদিনা (উ০ ২।২৯) রনপ্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। স্বরিতপ্রচয়ৌ চ। ভাগং। ভজ ভাগসেবনয়োঃ। অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়ামিতি ঘঞ্ (পা০ ৩।৩।১৯)। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তে প্রাপ্তে কর্ষাত্বতো ঘঞোঽন্তোদাত্ত ইত্যন্তোদাত্তত্বং (পা০ ৬ ১।১৫৯)। তস্যামিপূর্ব্ব ইত্যমা (পা০ ৬।১।১০৭) সহৈকাদেশ একাদেশোদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্ত এব (পা০ ৮।২।৫)। প্রজাবতীঃ। উপসর্গে চ সংজ্ঞায়ামিতি (পা০ ৩ ২।৯৯) জনের্ডপ্রত্যয়। ততষ্টাপ্। তেন সহৈকাদেশেঽপ্যুদাত্তান্তঃ প্রজাশব্দঃ। তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্ (পা০ ৫ ২।৯৪)। মাদুপধায়াশ্চ মতোর্ব্বোঽযবাদিভ্যঃ (পা০ ৮ ২।৯) ইতি মস্য বঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্ (পা০ ৪।১।৬। মতুপ্ঙীপোরনুদাত্তত্বাৎ প্রজাশব্দস্বর এব। বা ছন্দসীতি (পা০ ৬।১।১০৬) পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং ॥ অনমীবাঃ ॥ অম রোগে। অমেরীব ইতি ঈবপ্রত্যয়ঃ। যথা শেবয়হ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীবা (উ০ ১।১৫২) ইত্যমের্ব্বন্প্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। তস্য নঞো বহুব্রীহৌ (পা০ ২।২।৬) সমাসস্য চেত্যন্তোদাত্তে প্রাপ্তে (পা০ ৬ ১।২২৩।২-১৬২) তদপবাদেন বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি (পা০ ৬।২ ১) পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বে প্রাপ্তে তদপবাদেন নঞ্সুভ্যামিত্যন্তোদাত্তত্বং (পা০ ৬।২।১৭২)॥ অযক্ষ্মাঃ ॥ পূর্ব্ববৎস্বরঃ ॥ মা ॥ নিপাতত্বাৎ আদ্যুদাত্তঃ ॥ স্তেনঃ ॥ স্তেন চৌর্য্যে। স্তেনয়তি চোরয়তীতি স্তেনঃ। পচাদ্যচ্। চিত্বাদন্তোদাত্তঃ ॥ ঈশত ॥ ঈশ ঐশ্বর্য্যে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি লঙ্ (পা০ ৩ ৪ ৬) ব্যত্যয়ো বহুলমিতি (পা০ ৩।১।৮৫) বহুবচনং। ন মাঙ্যোগে ইত্যড়ভাবঃ (পা০ ৬ ৪।৭৪)। নিঘাতশ্চ ॥ অঘশংসঃ ॥ অঘ পাপকরণে। পচাদ্যজন্তোঽঘশব্দোঽন্তোদাত্তঃ। অঘং শংসতীচ্ছত্যঘশংসঃ। শাস ইচ্ছায়াং। অচ্। তৎপুরুষে তুল্যার্থেত্যাদিনা (পা০ ৬ ২।২) পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ধ্রুবাঃ ॥ ধ্রু স্থৈর্য্যে ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি কঃ (পা০ ৩।১।১৩৫)। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তো ধ্রুবশব্দঃ ॥ অস্মিন্ ॥ ইদমো দম্যাগতি এতর্দ্ধমুক্।

অন্তোদাত্ত ইদং পদং॥ তস্মাৎ শুভরশ্মিন্। তস্য উড়িদস্পদাস্থস্থ ত্রৈল্যন্তা (পা০ ৬।১।১৭১)॥ ইত্যুদাত্তত্বং॥ গোপতৌ॥ গমের্ডোরিতি (পা০ ২ ৬৯) গোশব্দঃ প্রত্যয়স্বরেণোদাত্তঃ। গবাং পতিরিতি তৎপুরুষে পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (পা০ ৬।২।১৮)। স্যাত॥ অস্তে প্রার্থনায়াং লিঙ। তস্মস্থঁস্পাং (পা০ ৩।৪ ১০১)। যাসুট্। সলোপোঽল্লোপশ্চ। তিঙ্ঙতিঙঃ॥ বহ্বীঃ॥ পিহুশব্দাৎ গোতো গুণবচনাদিতি (পা০ ৪।১।৪৪) ঙীষ্। বা ছন্দসীতি (পা০ ৬।১ ১০৬) জসঃ পূর্ব্বসবর্ণত্বং। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ॥ যজমানস্য॥ পূঙাজোঃ শানন্নিতি (পা০ ৩।২।১২৮) যজতেঃ শানন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ॥ পশূন্॥ পশুস্তি গচ্ছেনেতি পশবঃ। অর্জ্জিদৃশিকম্যাত্যাদিনা (উ০ ১।২৩) দৃশেঃ কুপ্রত্যয়ঃ পশাদেশশ্চ। প্রত্যয়স্বরেণান্তোদাত্তঃ। পাহি। পা রক্ষণে। লোট্। তিঙ্ঙতিঙঃ। এবমগ্রে পদস্বর-প্রক্রিয়োহনীয়া বিস্তরভয়ান্নোচ্যতে॥ (১অ—১কা—১-৮ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার প্রথম চারিটী মন্ত্র, একটী মন্ত্র মধ্যে পরিগণিত হয়।* ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ত্রিসন্ধ্যার পর চারি বেদের প্রথম চারিটী মন্ত্র উচ্চারণ করার বিধি আছে। তদনুসারে ঐ মন্ত্রটী (এই কণ্ডিকার চারিটী মন্ত্র) ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যার সঙ্গে আবৃত্তি করেন।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই মন্ত্রটীর এক বিষম বিসদৃশ ব্যাখ্যা প্রচলিত রহিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে যে ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ এইরূপ দাঁড়ায় ;—(১) হে শাখে! বৃষ্টির জন্য তোমাকে ছেদন করিতেছি। (২) হে শাখে! বলপ্রাণ পাইবার জন্য তোমাকে সংনমন করিতেছি। (৩) হে গোবৎসমূহ! তোমরা গাভী সকলের নিকট হইতে অন্যত্র গমন কর ; অথবা, তৃণ-ভক্ষণের নিমিত্ত দিবসে সেই সেই অরণ্যে চরিয়া সায়ংকালে বায়ুবেগে যজমানের গৃহে সমাগমন কর। (৪) হে গাভী-সকল! শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মের নিমিত্ত তোমরা প্রভূত-তৃণোপেত বনে গমন কর।

যে মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন সন্ধ্যা-বন্দনার সহিত জপ করেন, এই তাহার প্রচলিত অর্থ! বাছুরগুলা মাঠে চরিয়া আসুক, গরুগুলি ঘাস খাউক,—এই হইল আমাদিগের জপের মন্ত্র! হা ধিক আমাদিগের শিক্ষাকে!

যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিলাম, এবং ভাষ্যের আলোচনায় যে অর্থ সিদ্ধ হয়,—দুই অর্থে অশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ধীর স্থির ভাবে সুধীগণ তাহা অনুধাবন করুন।

ভাষ্যকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে 'ছিনদ্মি' (ছেদন করিতেছি) ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন ; আমরা 'আহ্বয়ামি' (আহ্বান করিতেছি) ক্রিয়ার অধ্যাহারই যুক্তিযুক্ত বলিয়া

---

* কোনও কোনও গ্রন্থে, এই আটটী মন্ত্র একটী মন্ত্রমধ্যে গণ্য হইয়াছে—এরূপও দেখিতে পাই।

মনে করিয়াছি। ভাষ্যকারের মতে, পলাশ শাখা সম্বোধনে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা বলি,—আপন-আপন ইষ্টদেবতা-মাত্রকেই সম্বোধন করিয়া ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে;—সকলে সকল অবস্থায় সকল দেবতার উদ্দেশেই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন। ভাষ্যকার বলেন,—'মন্ত্রদ্বয় দর্শপূর্ণমাসযাগে পলাশ-শাখা-ছেদনে প্রযোজ্য।' তদ্বিষয়ে আমরা অন্যমত খ্যাপন করিতেছি না। তবে অন্যত্র অর্স্য কর্ম্মেও এই মন্ত্রের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই মন্ত্রের প্রার্থনা যে কেবল বৃষ্টির জন্য নহে; প্রার্থনা যে সর্ব্বকর্ম্মে অভীষ্ট-পূরণের জন্য এবং প্রাণ ও শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে, আমরা তাহাই বলিতেছি।

হিন্দুর সকল কর্ম্মই যে ধর্ম্মসংযুত, হিন্দুর প্রতি কর্ম্মেই যে ভগবানের সম্বন্ধ সূচনা করা হয়, যজ্ঞে বৃক্ষ-শাখা-ছেদনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ, তাহাই শিক্ষা দিতেছে। শাখা দেবতার (শাখাধিষ্ঠাত্রী দেবতার) অনুধ্যানে, বৃক্ষশাখার অভ্যন্তরে যে ভগবদধিষ্ঠান আছে, জগদীশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী, সেই ভাব প্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান,, বৃক্ষাদির সংজ্ঞা আছে প্রমাণ-করিয়া, আজি গর্ব্বোন্নত-শীর্ষ। কিন্তু শাখাদেবতার অর্চনায় এই মন্ত্রদ্বয়ের (প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের) বিনিয়োগে, কত কাল পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে সে জ্ঞান ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। ভাষ্যে প্রকাশ—'ইষে ত্বা' শাখা-ছেদনের মন্ত্র, 'ঊর্জ্জে ত্বা' শাখা-সংনমনের বা শাখার ধূলিমলা প্রভৃতি অপসারণের মন্ত্র। যাহাই হউক, শাখাদেবতার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হউক, আর আপনার ইষ্টদেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারিত হউক, মন্ত্রোচ্চারণ-কারী সর্ব্বতঃ আপনার শ্রেয়ঃকামনা করিতেছেন,—মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ।

ভাষ্যকারের মতে,—তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য গোবৎস; তাহাদিগকে 'বায়ুদেবতাক' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তদ্বিষয়ে তাঁহার যুক্তি এই যে,—'বায়ু যেমন পাদপ্রক্ষালন ও নিষ্ঠীবনাদি দ্বারা উপহত অপবিত্রীকৃত ভূমিকে শুষ্ক করিয়া পবিত্র করেন, গোবৎসও সেইরূপ গোময়াদিদানে ভূমিকে পবিত্রীকৃত করেন; এই কারণে, বায়ুর সহিত বৎসের সাদৃশ্য সূচনা করা যায়।' এ পক্ষে ভাষ্যকারের আর এক যুক্তি,—'মনুষ্যগণ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করে। গোবৎসগণ তাহা পারে না, অন্তরিক্ষই তাহাদের বাসগৃহ। অন্তরিক্ষের অধিপতি বায়ু; বায়ু পশুদিগকে রক্ষা করেন; সুতরাং পশুদের বায়ুরূপত্ব কল্পিত হয়।' এইরূপে "বায়বঃ স্থ" মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'হে গোবৎসমূহ! তোমরা মাঠ হইতে তৃণাদি ভক্ষণপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে বায়ুবেগে যজমানের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে।' বলা বাহুল্য, আমরা এ মন্ত্রের এ ভাব গ্রহণ করিতে পারি নাই। গোবৎসের মধ্যে দেবতার বিদ্যমানতা অস্বীকার করি না; কিন্তু দৃশ্যমান গো-বৎসের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ অর্থের বা ভাষ্যের জন্যই বেদবিদ্বেষিগণ বেদকে "চাষার গান" বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐরূপ গোবৎসাদির সম্বন্ধ-সূচক ভাব অকারণ অধ্যাহার না করিয়া, যদি সাদাসিধা সরলভাবে মন্ত্রের অর্থ আমনন করি, বেদ-বিদ্বেষ্টাদিগের বেদ-নিন্দার কোনই অবসর থাকে না; সত্যার্থও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই উপলব্ধি করুন।

চতুর্থ মন্ত্র-বিষয়েও আমাদের বক্তব্য ঐরূপ। ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রে গাভীদিগকে

সম্বোধন করা হইয়াছে। গাভীরা যেন ইন্দ্রদেবতার স্বরূপ। ভাষ্যের মতে,—গাভী-দিগকে যেন বলা হইতেছে,—'হে দ্যোতমান পরমেশ্বর! তোমরা বনে গিয়া তৃণ ভক্ষণ করিয়া আইস; কেন-না, তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে।' শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম কি, না তাহারা দুগ্ধ প্রদান করিলে, সেই দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতে যজ্ঞ হইবে। 'অঘ্ন্যাঃ' 'প্রজাবতীঃ', 'অনমীবাঃ', 'স্তেনঃ মা ঈশত', 'অযক্ষ্মাঃ', 'অঘশংসঃ' প্রভৃতি বাক্য, ভাষ্যকারের মতে, গাভী-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রে গাভীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক যেন বলা হইয়াছে,—'তোমাদের যেন অল্প রোগ বা কঠিন রোগ না হয়, তোমাদিগকে যেন কেহ চুরি করিতে না পারে, তোমাদের প্রতি কেহ (ব্যাঘ্রাদিতেও) যেন হিংসা করিতে না পারে।' তার পর, গাভীগণই যেন যজমানকে ধ্রুব শাশ্বতিকী গতি দান করে। গো-জাতিতে দেবতার অধিষ্ঠান আছে, অস্বীকার করি না; কিম্বা, গোজাতিকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের মধ্যে দেবতার কল্পনায়, এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা হউক, তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু বিশেষণগুলির ঐরূপ ব্যাখ্যায়, অবিশ্বাসী জনের হৃদয়ে অবিশ্বাসের যে বিষ-বীজ উপ্ত আছে—তাহাতে জলসেক করা হয় মাত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অজরা অমরা অক্ষরা প্রভৃতি বিশেষণে দেবীগণকে (দেববিভূতিসমূহকে) অর্চ্চনা করা হইয়াছে বলিলেই সর্ব্ব-বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে আমরা যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় এবং সকল ভাবই সুসঙ্গত হয়।

ভাষ্যকারের মতে, পঞ্চম মন্ত্র—শাখা-দেবতা বিষয়ক। এখানকার প্রার্থনা—'হে পলাশ-শাখে! আপনি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া, দেখিবেন—যজমানের পশুগুলি যেন নিঃশঙ্কে অরণ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে; তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন; দেখিবেন যেন চৌর-ব্যাঘ্রাদিতে তাহাদিগকে অপহরণ বা হনন না করে। তাহারা যেন নিরুপদ্রবে সন্ধ্যাকালে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে।' ভাষ্যকার এ সম্বন্ধে উপসংহারে কহিয়াছেন,—'শাখা যদিও অচেতন, তথাপি তদভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিবশতঃ যেমন অচেতন শালগ্রামে বিষ্ণুর সান্নিধ্য জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-সম্বোধনে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করেন, শাখাদেবতার সম্বোধন-বিষয়েও তদ্রূপ মনে করিতে হইবে।' বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণে পরিশেষে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়িয়াছে, বটে; কিন্তু কাণ ধরিতে গিয়া স্কন্ধ বেষ্টনের যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, এ যেন তাহাই হইয়াছে। যাহা হউক, কোন্ দেবতার পূজার কি নিগূঢ় লক্ষ্য, সে তত্ত্ব প্রকাশ করিবার স্থান এখানে নহে। তবে স্থূলভাবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, স্মরণে অর্চ্চনে বন্দনে পূজনে, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার অর্চ্চন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার পূজন, তাঁহাতে প্রীতি আসে,—তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইতে হইতে তৎস্বারূপ্য তৎসাযুজ্যাদি লাভ ঘটে,—দেবতার পূজা-বন্দনাদির ইহাই মূল লক্ষ্য।

দেশকালপাত্রানুসারে শব্দার্থ বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। বিজ্ঞান আশা করিতেছেন, অনুসন্ধিৎসার ফলে বনস্পতির সহিত মানবের ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারিবে;

মনে করি, অতীত-স্মৃতির ঐ সকল আলেখ্য (বৃক্ষাদির সংজ্ঞাসূচক ভাব), ভবিষ্যতের আশাকে দৃঢ়-ভিত্তি প্রদান করিতেছে। তুমি বলিতেছ,—এমন দিন এমন স্বর এমন শব্দ আসিতে পারে, যে দিনের যে শব্দে যে স্বরে বনস্পতিও উত্তর দিতে পারিবে। আমরা বলি,—এক সময়ে সেই শব্দ সেই মন্ত্র সেই ধ্বনি তেমনই ভাবে উচ্চারিত হইয়া আশানুরূপ উত্তর পাইয়াছিল। কিন্তু এখন সে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি বিস্মৃতির অতল-তলে নিমজ্জিত হইয়াছে; সুতরাং ডাকিয়া আর সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। আশা করি বটে—'চক্রনেমীর আবর্ত্তনের ন্যায় আবার সে দিন ফিরিয়া আসুক্—আবার আমরা বনস্পতিগণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে যেন সমর্থ হই; কিন্তু যত দিন তাহা না ঘটতেছে, সে পর্য্যন্ত কেন প্রহেলিকার অন্ধকারে মনুষ্যসমাজকে আচ্ছন্ন রাখি! কাজে কাজেই মন্ত্রের অর্থ এখানকার বোধোপযোগী করিবার পক্ষে লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। শাখা-দেবতা যখন এখন বধিরতা-প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা আমাদিগের স্বর যখন তাঁহাদিগের কর্ণে এখন আর পৌঁছিতে সমর্থ হইতেছে না, তখন কেন আর, কূট-কল্পনায় অর্থকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে যাই? অথবা, কেন আর, সহজবোধ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরম পবিত্র বেদকে হাস্যাস্পদ করিতে চাই? অতএব, আমরা সাধারণভাবেই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিলাম। যিনি যে দেবতার উদ্দেশেই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাহাতেই তিনি এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবেন। মন্ত্র বিশ্বজনীন ভাবপূর্ণ। কষ্টকল্পনায়, কেন তাহাকে একমাত্র শাখা-দেবতাতে আবদ্ধ রাখিব? আমরা তাই শেষ মন্ত্রটির অর্থ করিতে চাই,—'হে দেব! আমার এই পশুবৃত্তি-সমূহকে বিনাশ করিয়া আমায় রক্ষা (পরিত্রাণ) করুন। দেবভাবে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হউক।' (১অ—১ক -১-৮ম)।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয়া কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়া।)

(১) বসোঃ পবিত্রমসি। (২) দ্যৌরসি পৃথিব্যসি।

(৩) মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বধা অসি পরমেণ ধাম্না।

(৪) দৃꣳহস্ব মা হ্বার্ম্মা তে যজ্ঞপতির্হ্বার্ষীৎ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব! ত্বং 'বসোঃ' (ভগবন্নিবাসহেতোঃ যজ্ঞাদিকর্ম্মণঃ) 'পবিত্রং' (পবিত্রতা-সাধকঃ) 'অসি' (ভবসি)। প্রার্থনা—অস্মাকং কর্ম্ম পবিত্রং কুরু।

(২) হে দেব! ত্বং 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকঃ) 'অসি' (ভবসি), 'পৃথিবী' (পৃথ্বীলোকঃ) 'অসি' (ভবসি)। হে দেব! ত্বং চরাচরবিশ্বাত্মকঃ সর্ব্বব্যাপী—ইতি ভাবঃ।

(৩) হে দেব! ত্বং 'মাতরিশ্বনঃ' (বায়োঃ) 'ঘর্ম্মঃ' (দীপকঃ, প্রকাশকঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বমেব বায়ুরূপেণ সর্ব্বতো ব্যাপ্তঃ—ইতি ভাবঃ; 'পরমেণ' (উৎকৃষ্টেন) 'ধাম্না' (তেজসা) 'বিশ্বধাঃ' (বিশ্বধারকঃ, সর্ব্বরক্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(৪) 'দৃংহস্ব' (বর্দ্ধস্ব, অস্মাকং বর্দ্ধকঃ শ্রেয়ঃসাধকঃ ভব—ইতি শেষঃ)। 'মা হ্বাঃ' (কুটিলঃ মা ভূঃ); অস্মাকং ত্রুটিবিচ্যুতী দৃষ্ট্বা বিরূপো মা ভব—ইতি ভাবঃ। 'তে' (তৎসম্বন্ধী) 'যজ্ঞপতিঃ' (যজ্ঞকারকঃ, উপাসকঃ) 'মা হ্বার্ষীৎ' (কুটিলঃ মা ভূৎ, সদা শুদ্ধস্বভাবঃ ভবতি); অহমপি ভবদনুগ্রহেণ সরলঃ সদ্ভাবসম্পন্নঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনা॥ (১অ-২ক-১-৪ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! আপনি ভগবন্নিবাসের হেতুভূত যজ্ঞাদিকর্ম্মের পবিত্রতা-সাধক হয়েন। (প্রার্থনা—আমাদিগের কর্ম্ম পবিত্র করুন।)

২। হে দেব! আপনি দ্যুলোক হয়েন, আপনি ভূলোক হয়েন। (ভাব এই যে,—হে দেব! আপনিই চরাচর-বিশ্বাত্মক সর্ব্বব্যাপী।)

৩। হে দেব! আপনি বায়ুর দীপক (প্রকাশক) হয়েন; (ভাব এই যে,—বায়ুরূপে আপনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত); প্রকৃষ্ট তেজের দ্বারা আপনি বিশ্বেরধারক—সকলের রক্ষক হয়েন।)

৪। আপনি আমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন; অর্থাৎ আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধক হউন। কুটিল হইবেন না; (ভাব এই যে, আমাদিগের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়া, আমাদিগের প্রতি বিরূপ হইবেন না)। আপনার সম্বন্ধীয় উপাসক, কদাচ কুটিল হয় না—সদা সরল শুদ্ধ-ভাবান্বিত হয়। (প্রার্থনা,—আমিও যেন আপনার অনুকম্পার প্রভাবে সরল সদ্ভাবসম্পন্ন হই।)॥ (১অ-২ক-১-৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।২।১৫।১৬) বসোঃ পবিত্রমিতি পবিত্রমন্ত্রাং বধ্নাতি কুশৌ ত্রিবৃদ্বেতি॥ বাসয়তি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা স্থাপয়তি বিশ্বমিতি বসুর্যজ্ঞঃ। যজ্ঞো বৈ বসুর্যজ্ঞস্য পবিত্রমসীতি শ্রুতেঃ (১।৭।১।৯)। যজ্ঞশব্দেন তদীয়হবিস্ত্রিবাররূপং ক্ষীরং লক্ষ্যতে। হে দর্ভময় পবিত্র! বসোঃ ইন্দ্রদেবতায় নিবাসহেতোঃ পয়সঃ শোধকং পবিত্রং ত্বমসি। অনেন মন্ত্রেণ পবিত্রং কৃত্বা পর্ণশাখায়াং বধ্নীয়াৎ। দ্বৌ কুশৌ কুশত্রয়ং বা পবিত্রমুচ্যতে॥ (কা০ ৪।২।১৯) দ্যৌরসীতি স্থাল্যাদানমিতি॥ যস্যাং স্থাল্যাং ক্ষীরং প্রক্ষেপ্তব্যং তদ্গ্রহণার্থোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে স্থালি! মৃজ্জলাভ্যাং নিষ্পন্না ত্বং দ্যৌরসি

জলহেতুবৃষ্টিপ্রদস্যালোকরূপাসি। স্থালীং সম্বোধ্যোক্তরূপত্বমস্যামুপচর্য্যতে। তথা পৃথিব্যসি। পৃথিব্যাঃ সকাশাদুদ্ধৃতয়া মৃদা নিষ্পন্নত্বাৎ পৃথিবীরূপত্বং॥ (কা০ ৪।২।২০) মাতরিশ্বন ইত্যধিশ্রয়তীতি। গার্হপত্যাদুদীচোঽঙ্গারানিরুহ্য তেষুপাঁমধিশ্রয়তি॥ হে উখে। ত্বং মাতরিশ্বনঃ বায়োর্ঘর্ম্মঃ দীপকোঽন্তরিক্ষলোকোঽসি। মাতর্য্যন্তরিক্ষে শ্বসিতি নিশ্বাসব্যাচেষ্টাং করোতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ॥ ঘর্ম্মঃ॥ ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ। ঘর্ম্মো দীপকঃ। সঞ্চারস্থানপ্রদানেন বায়োর্দীপকোঽভিব্যঞ্জকোঽন্তরিক্ষলোকঃ। হে স্থালি! তবোদরেঽপ্যন্তরিক্ষরূপস্যাবকাশস্য বায়ুসঞ্চারস্য সদ্ভাবাৎ ত্বমপি বায়োর্ঘর্ম্মরূপাসি। দ্যৌরসি পৃথিব্যসীতি পূর্ব্বমন্ত্রে লোকদ্বয়রূপত্বমুপায়া উক্তং। অত্র মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মোঽসীত্যন্তরিক্ষলোকরূপত্বমুচ্যতে। তস্মাদেষাং ত্রয়াণাং লোকানাং ধারণাৎ ত্বং বিশ্বধা অসি। বিশ্বং দধাতীতি বিশ্বধাঃ। বিশ্বধারণসমর্থাসি লোকত্রয়রূপত্বাৎ। কিঞ্চ। পরমেণ ধাম্না উত্তমেন বহুক্ষীরধারণসামর্থ্যরূপেণ তেজসা হে উখে! ত্বং দৃংহস্ব দৃঢ়া ভব। ত্বয়িস্থিতস্য ক্ষীরস্য গলনং বারয়িতুং। অন্যথা ভগ্নায়াস্তব ছিদ্রেণ ক্ষীরং গলেৎ। দৃহি বৃহি বৃদ্ধাবিতি (ধা০ ১৭।৮৪) ধাতুর্যদ্যপি বৃদ্ধ্যর্থস্তথাপি দার্ঢ্যে বর্ত্ততে ভঙ্গাভাবেন চিরমস্থানাদ্দার্ঢ্যং নাম কালবৃদ্ধিরেব ভবতি। কিঞ্চ হে উখে! মা হ্বাঃ কুটিলা মা ভব। হ্বৃ কৌটিল্যে। যদ্যথা কুটিলা ভবেৎ তদানীমবাঙ্মুখায়াং সত্যাং তৎস্থং ক্ষীরং গলেৎ। অতঃ ক্ষীরধারণায় দার্ঢ্যমকৌটিল্যং চার্থ্যতে। কিঞ্চ। তে যজ্ঞপতিস্ত্বৎসম্বন্ধী যজমানো মা হ্বার্ষীৎ কুটিলো মা ভূৎ। ত্বয়িস্থিতক্ষীরস্কন্দনেনানুষ্ঠানবিঘ্ন এব যজমানস্য কৌটিল্যং। তচ্চ ত্বদীয়েন দার্ঢ্যেন কৌটিল্যাভাবেন চ ন ভবিষ্যতীতি প্রার্থ্যতে॥ (১অ-২ক ১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে কুশ-দ্বয়কে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে স্থালীকে আহ্বান করা হইয়াছে—এইরূপ নির্দ্দেশ দেখি। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানেও সেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। যজ্ঞের ক্রিয়াদিতে মন্ত্র যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য কিন্তু সেই একমাত্র পরাৎপর পরমেশ্বর। যজ্ঞের প্রতি অঙ্গে, অনুষ্ঠানের প্রতি স্তরে, ভগবানকেই যে স্মরণ করা হয়, তাঁহারই নিকট যে প্রার্থনা জানান হয়, এ সকল মন্ত্রের যজ্ঞাঙ্গে প্রয়োগ সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'পবিত্রে' শব্দের অর্থ কুশ, 'বসু' শব্দে যজ্ঞ বুঝায়। তদনুসারে তাহার অর্থ,—'হে দর্ভময় পবিত্র! তোমরা ইন্দ্রাদিদেবতার নিবাসহেতুভূত পয়সের শোধক হও।' এই মন্ত্রে পবিত্র (কুশদ্বয়াগ্র কুশান্তরে বেষ্টিত) রচনা করিয়া পর্ণশাখাতে বন্ধন করিবে। কর্ম্ম যাহাই হউক, কিন্তু মন্ত্রার্থ-বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি না। দ্বিতীয় মন্ত্র-বিষয়ে ভাষ্যকার, স্থালীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—'হে স্থালি! তুমি মৃত্তিকা ও জল হইতে নির্ম্মিত বলিয়া 'দ্যৌ' নামে অভিহিত।'

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় লক্ষ্য করুন। মন্ত্রে 'বিশ্বধাঃ' আছে; 'পরমেণ ধাম্না' আছে; 'মাতরিশ্বনো ঘর্ম্মঃ' আছে। এই সকল শব্দে কি স্থালীকে (উখাকে বা মৃদ্ভাণ্ডকে)

লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিতে পারি? ভাষ্যকার, এতৎপ্রসঙ্গে যত যুক্তিই প্রদর্শন করুন, ঐ বিশেষণ-কয়টীর বিষয় অনুধাবন করিলেই সে সকল যুক্তির দৃঢ়তা থাকে না। আমাদের মনে হয়, যজ্ঞকর্ম্মে কুশ স্থালী ও হবনীয় ঘৃতাদি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া, ভাষ্যকার উক্ত কুশস্থাল্যাদিকেই রূপকে লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা বলি,—যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি কোথায় নাই? চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কুশের মধ্যেও তাঁহার বিদ্যমানতা অবলোকন করিতে পারিবেন, আবার স্থালীর মধ্যেও যে তিনি 'অণোরণীয়ান' ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারেন, তাহাও বুঝিতে পারিবেন ফলতঃ, মন্ত্রের লক্ষ্য - সেই জগৎপাতা পরমেশ্বর। সেই লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে, সেই অর্থ অনুসারে যজ্ঞ-কর্ম্মে মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে, কোনও হানি হইতে পারে না। আমরা সেই অর্থ ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে দেখুন॥ (১অ—২ক—১-৪ম)॥

— • —

তৃতীয় কণ্ডিকা।

(তৃতীয় কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়াত্মিকা।)

(১) বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং।

(২) দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা।

(৩) কামধুক্ষঃ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব! ত্বং 'বসোঃ' (ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনহেতোঃ যাগাদিসৎকর্ম্মণঃ) 'শতধারং' (শত-প্রকারঃ, শতকরুণাধারাবর্ষণেন ইত্যর্থঃ) পবিত্রং' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা 'বসোঃ' (সৎকর্ম্মণঃ) 'সহস্রধারং' (সহস্রপ্রকারঃ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং' (পবিত্রতাসাধকঃ, পুণ্যপ্রদঃ) অসি (ভবসি)। ভবতঃ অনুকম্পয়া অস্মাকং কর্ম্মনিবহাঃ সর্ব্বতোভাবেন সৎসহযুতাঃ পবিত্রীকৃতাঃ ভবন্তু—ইতি ভাবঃ।

(২) হে মম মনঃ। 'বসোঃ' (যাগাদিসৎকর্ম্মণঃ) 'শতধারেণ' (অশেষপ্রকারেণ) 'সুপ্বা' (সুষ্ঠু পবিত্রকারকেণ) 'পবিত্রেণ' (পুণ্যপ্রদানুষ্ঠানেন) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রেরকঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ, দেবভাবঃ বা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুনাতু' (পবিত্রং করোতু)। ভগবৎকৃপয়া বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণা ভবাম; এষ এব পরিত্রাণহেতুঃ—ইতি ভাবঃ।

(৩) হে মম মনঃ। ত্বং 'কাং' (দেবতাং, সদ্ভাবাদীন্ ইত্যর্থঃ) 'অধুক্ষঃ' (দুগ্ধবানসি,

আকর্ষণং কৃতবান্, সঞ্চিতবানসি—ইতি যাবৎ)। ভাবার্থঃ—সৎকর্ম্মণি চিত্তং সন্ন্যস্তে সতি সৎকর্ম্মণাং মূলাধারং ভগবন্তং অকর্ষয়িতুং সমর্থঃ ভবতি ॥ (১অ—৩ক—১-৩ম) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী দেবতার আহ্বানমূলক। শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয় আত্মসম্বোধনসূচক)।

১। হে দেব! আপনি ভগবন্নিবাসের হেতুভূত যজ্ঞাদি-সৎকর্ম্মের শত প্রকার পবিত্রতা-সাধক হয়েন; এবং আপনি সৎকর্ম্মের সহস্র প্রকার পবিত্রতা-সাধক হয়েন। (ভাব এই যে,—আপনার অনুকম্পায় আমাদিগের কর্ম্মনিবহ সর্ব্বতোভাবে সৎসত্বযুত পবিত্রীকৃত হউক।)

২। হে আমার মন! যাগাদি-সৎকর্ম্মের অশেষ প্রকারে পবিত্র-কারক পুণ্যপ্রদ অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানপ্রেরক সবিতা-দেব তোমাকে পবিত্র করুন। (ভাবার্থ,—ভগবৎকৃপায় আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; তাহাই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের হেতু।)

৩। হে আমার মন! তুমি কোন্ দেবতাকে বা সৎকর্ম্মকে দোহন (আকর্ষণ বা সঞ্চয়) করিয়াছ? (ভাবার্থ—সৎকর্ম্মে চিত্ত সংন্যস্ত হইলে, সৎকর্ম্মমূলাধার ভগবানকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়)॥ (১কা—১অ—১-৩ম)॥

• • •

মন্ত্র-ভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪২২১) বসোঃ পবিত্রমিতি পবিত্রমস্যাং করোত্যুদগগ্রেতি ॥ অস্যামুখায়াং স্থাপনীয়স্য পবিত্রস্য প্রাগগ্রত্বং সামান্যতঃ প্রাপ্তমিতি সিদ্ধবৎ কৃত্বোদগগ্রত্বং বিকল্প্যতে ॥ হে শাখাপবিত্র! বসোরিন্দ্রদেবতানিবাসহেতোঃ পয়সঃ শোধকং পবিত্রং ত্বমসি। পবিত্রেণ ব্যবধানে সতি ক্ষীরেণ সহ স্থাল্যাং পততাং তৃণপর্ণাদীনাং প্রতিবধ্যমানত্বাৎ পবিত্রস্য ক্ষীরশোধকত্বং। কিম্ভূতং পবিত্রং। শতধারং। শতসংখ্যা ধারা যস্মিন্। তথা সহস্রধারং। সূক্ষ্মৈঃ পবিত্রচ্ছিদ্রৈঃ স্থাল্যাং পতন্তীনাং ক্ষীরধারাণাং শতসহস্রসংখ্যাকানাং সত্তাসাচ্ছোধকত্ব-মাহর্ত্তুং। বসোঃ পবিত্রমিতি নিরুক্তিঃ। অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে (নিরু০ ১০।৪২)॥ (কা০ ৪।২।২৩) দেবস্ত্বেত্যাসিচ্যমানে জপতীতি ॥ পয়ো দেবতা। দোহনাদূর্দ্ধং স্থাল্যাং সিচ্যমান হে ক্ষীর! সবিতা প্রেরকো দেবঃ পূর্ব্বোক্তরীত্যা শতধারেণ বসোঃ পবিত্রেণ ত্বা ত্বাং পুনাতু শোধয়তু। সুপ্বেতি পবিত্রবিশেষণং সুষ্ঠু পুনাতীতি সুপূঃ তেন সুপ্বা। সুডা-গমাভাব আর্ষঃ॥ কামধুক্ষ ইতি প্রশ্ন ইতি। (কা০ ৪।২২৪) একস্যাং গবি দুগ্ধায়াং দোগ্ধারং প্রত্যধ্বর্য্যুঃ পৃচ্ছেৎ ॥ হে দোগ্ধঃ বিদ্যমানানাং গবাং মধ্যে কামধুক্ষঃ দুগ্ধবানসি ॥ ৩ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:×•×:—

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে, ক্রমান্বয়ে শাখাদেবতাকে পয়োদেবতাকে এবং দোহনকর্ত্তাকে সম্বোধন করা হইয়াছে ;— ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত। তদনুসারে কুশবেষ্টিত শাখা দ্বারা শতধারে সহস্রধারে হবিরাদি দেবোদ্দেশে প্রক্ষিপ্ত হয়, এখানে তাহাই লক্ষ্য আছে। পয়োদেবতাকে আহ্বান করিয়া, হবিরাদিকে তিনি পবিত্র করুন, এই ভাবের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। পরিশেষে দোহনকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—'তুমি কোন্ গরুটীর দুগ্ধ দোহন করিয়াছ ?' ভাষ্যকারগণের মর্ম্মার্থ এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অন্যরূপ। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সেই তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়াছি। মন্ত্র যে কার্য্যেই ব্যবহৃত হউক, মন্ত্রের যাহা লক্ষ্য, তাহাতে কেন ভাবান্তর ঘটাইব ? সকল মন্ত্রই, আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এক সুরে বাঁধা আছে। সর্ব্বত্রই লক্ষ্য — পর-ব্রহ্মের সান্নিধ্য-লাভ। জলে তিনি, স্থলে তিনি, অনলে তিনি, অনিলে তিনি — তিনি কোথায় নাই ? তাঁহার সান্নিধ্য যে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, মন্ত্রের প্রতি বর্ণে সেই স্মৃতিই জাজ্বল্যমান আছে। ঋষিগণ যে স্থালীর মধ্যে, পলাশশাখার অভ্যন্তরে, গোবৎস প্রভৃতিতে, ভগবৎ-সন্নিধি অবলোকন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের ফল মাত্র। পরবর্ত্তী কালে অদূরদর্শী আমরাই কেবল ব্যষ্টিভাবে অর্থকল্পনা করিয়া ভাবান্তর ঘটাইয়াছি। (১অ - ৩ক — ১-৩ম)॥

— • —

চতুর্থ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ কণ্ডিকা। মন্ত্র-পঞ্চকা।)

(১) সা বিশ্বায়ুঃ। (২) সা বিশ্বকর্ম্মা। (৩) সা বিশ্বধায়াঃ।

(৪) ইন্দ্রস্য ত্বা ভাগং সোমেনাতনচ্মি। (৫) বিষ্ণো হব্যং রক্ষ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'সা' (দেবতা) 'বিশ্বায়ুঃ' (সর্ব্বেষামায়ুঃস্বরূপা, নিখিলবিশ্বস্য জীবনস্বরূপা)।

(২) 'সা' (দেবতা) 'বিশ্বকর্ম্মা' (সর্ব্বকর্ম্মমূলীভূতা)।

(৩) 'সা' (দেবতা) 'বিশ্বধায়াঃ' (সর্ব্বধারিকা সর্ব্বপোষিকা বা)।

(৪) হে হবনীয়! 'ইন্দ্রস্য' (দেবস্য) 'ভাগং' (যজ্ঞাংশরূপং) 'সোমেন' (শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেন, বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা) 'ত্বাং আতনচ্মি' (সম্যক্ কঠিনীকরোমি, হৃদি দৃঢ়তাং সম্পাদয়ামি)। মৎকৃতা পূজা ভক্তিসহযুতা সতী হৃদি দেবতাং প্রতিষ্ঠাপয়তু—ইতি ভাবঃ।

(৫) 'বিষ্ণো' (বিশ্বব্যাপক ভগবন্!) 'হব্যং' (হবনীয়ং, অস্মাকং সত্ত্বভাবং) 'রক্ষ' (পাহি, চিরায় প্রতিষ্ঠাপয়)॥ (১অ-৪ক-১-৫ম)॥

• •

বঙ্গানুবাদ।

১। সেই দেবতা 'বিশ্বায়ুঃ' নিখিল বিশ্বের জীবন-স্বরূপ।

২। সেই দেবতা 'বিশ্বকর্ম্মা' অর্থাৎ সকল কর্ম্মের মূলীভূত।

৩। সেই দেবতা 'বিশ্বধায়াঃ' অর্থাৎ সকলের ধারক ও পোষণকর্ত্তা।

৪। হে আমার হবনীয়-সামগ্রী! দেবতার যজ্ঞভাগ-রূপ তোমাকে শুদ্ধসত্ত্বভাবে অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তির দ্বারা হৃদয়ে দৃঢ়ীকৃত করিতেছি। (ভাব এই যে,—সংকৃতা পূজা ভক্তি-সংযুতা হইয়া হৃদয়ে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করুক।)

৫। হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্ বিষ্ণুদেব! হবনীয় আমাদিগের সত্ত্ব-ভাবকে চিরকালের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত রাখুন। (১কা—১অ—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা° ৪।২।২৫) প্রোক্তে সা বিশ্বায়ুরিত্যাহেতি। পূর্ব্বোক্তপ্রশ্নস্যোত্তরে অমূং গামিতি দোগ্ধ্রা প্রোক্তে সতি সা বিশ্বায়ুরিতি মন্ত্রেণ দোগ্ধারং প্রত্যধ্বর্য্যুর্ব্রূয়াৎ। যা গৌস্ত্বয়া দুগ্ধা ময়া চ পৃষ্টা সা বিশ্বায়ুঃ শব্দেনাভিধেয়া। বিশ্বমায়ুর্যস্যাঃ সা বিশ্বায়ুঃ। যজমানস্য সম্পূর্ণমায়ুঃ প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ॥ (কা° ৪।২।২৬) এবমিতরে উত্তরাভ্যামিতি। যথা প্রথমা গৌঃ পৃষ্টা এবমিতরে দ্বিতীয়তৃতীয়ে গাবৌ তদ্দোহনাদূর্দ্ধ্বং কামধুক্ষ ইতি মন্ত্রেণ প্রষ্টব্যে। দোগ্ধা তূত্তরেঽমূমিতি প্রোক্তে সা বিশ্বকর্ম্মা সা বিশ্বধায়া ইতি মন্ত্রাভ্যাং ক্রমেণ তয়োরাশিষং ব্রূয়াৎ। যা দ্বিতীয়া গৌস্ত্বয়া পৃষ্টা সা বিশ্বকর্ম্মা যা তৃতীয়া গৌস্ত্বয়া পৃষ্টা সা বিশ্বধায়াঃ। ডুধাঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দেবান্ দধাতি ক্ষীরদধ্যাদিহবির্দ্দানেন পুষ্ণাতীতি বিশ্ব-ধায়াঃ। অসুন্প্রত্যয়ো ণিচ্চ। ণিত্ত্বাদাতো যুক্ চিণ্কৃতোরিতি (পা° ৭।৩।৩৩) যুক্। যদ্বা। ধেট্ পানে। বিশ্বানিন্দ্রাদিদেবান্ ক্ষীরাদিহব্যং পায়য়তি পায়য়তীতি বিশ্বধায়াঃ॥ (কা° ৪।২।৩৩) উবাস্যাতনক্তি প্রাগ্ঘৃতশেষেণেন্দ্রাস্য বেতি॥ কথিতং ক্ষীরমগ্নেরুদ্বাস্য সন্দোহে তত্র প্রাতঃকালীনহোমাবশিষ্টেন দধ্না দধিনিষ্পত্তয়ে আতঞ্চনং কুর্য্যাৎ। হে ক্ষীর ইন্দ্রস্য ভাগং ত্বাং সোমেন সোমবল্লীরসেনাতনচ্মি। দধ্যর্থং কঠিনীকরোমি। তঞ্চাতিঃ কঠিনী-করণার্থঃ। যদ্যপ্যত্রাতঞ্চনহেতুর্দ্দধিশেষস্তথাপি ভাবনয়া তস্য সোমত্বং সম্পাদ্যতে। যথা কশ্চিৎ পুমান্ বন্ধুত্বেন ভাবিতো বন্ধুর্ভবতি প্রাতিকূল্যেন ভাবিতঃ শত্রুশ্চ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন। বন্ধুত্বে ভাবিতো বন্ধুঃ পরত্বে ভাবিতঃ পরঃ। বিষামৃতদৃশৈবেহ স্থিতির্ভাবনিবন্ধনীতি॥ ভোজ্যং বা বিষত্বেন ভাবিতং ব্যাধিং করোতি। অমৃতত্বেন ভাবিতং জীর্ণং সবলহেতুর্ভবতি।

তথাত্র দধিশেষত্বং ভাবনয়া সোমত্বং ॥ (কা° ৪।২।৩৪) সোদর্কেনাপিদধাত্যমৃন্ময়েন বিষ্ণো হব্যমিতীতি ॥ হে বিষ্ণো ইদং হব্যং ক্ষীরং রক্ষ। সর্ব্বত্র সৃষ্টৌ পালনে সংহারে চ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা অভিমানিন্যো দেবতাঃ। অতো বিষ্ণুং সম্বোধ্য হবিষা রক্ষা প্রার্থ্যতে ॥ ৪ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, পূর্ব্বকণ্ডিকার শেষমন্ত্রে (৩ কঃ ৩ মঃ) দোগ্ধাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, 'তুমি গাভীসকলের মধ্যে কোন গাভীটীকে দোহন করিয়াছ?' এই কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্রে যেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে,—সে গাভী 'বিশ্বায়ুঃ' 'বিশ্বকর্ম্মা' 'বিশ্বধায়াঃ'। এখানে বিশেষণত্রিতয়ের অর্থ উপলব্ধি করিলেই রূপক ভাঙ্গিয়া যায়। 'কোন্ গাভীকে দোহন করিয়াছ'-বাক্যে, 'কোন্ জ্ঞান লাভ করিয়াছ'—'কোন্ দেবতাকে আকর্ষণ করিয়াছ বা কোন্ সত্ত্বাব লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছ'—এবম্বিধ প্রশ্নই অধিগত হয়। ফলতঃ, এখানে সেই বিশ্বপাতা ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। ভাষ্যকার দুগ্ধদোহনের বা গোজাতির প্রসঙ্গ যে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা না আনিলেও চলিতে পারিত।

অতঃপর, কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। ভাষ্যকার কহিয়াছেন,—এখানে দুগ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,-'হে দুগ্ধ! তুমি সোমবল্লীর রসের সহিত কঠিনত্ব প্রাপ্ত হও অর্থাৎ দধিরূপ ধারণ কর।' ইহাতে যে কি সদ্ভাব উপলব্ধ হয়, আমরা তাহা ভাবিয়া পাই না। দুগ্ধ সোমলতার রসমিশ্রণে কঠিন হইয়া ইন্দ্র-দেবতার যজ্ঞাংশ মধ্যে গণ্য হউক,—এবম্বিধ উক্তি, কোনই শুভ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে না। আমরা মনে করি, (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দেখুন) এখানে যাজ্ঞিকের বা প্রার্থনাকারীর আপনার হবনীয় দ্রব্যের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। তিনি হবনীয় দ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত কহিতেছেন'—'হে আমার হবনীয় দ্রব্য! দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য তোমরা সত্ত্বভাবাবান্বিত হও; আর, তোমাদের সে ভাব যেন দৃঢ়রূপে চির-প্রতিষ্ঠিত থাকে।' সোম শব্দের অর্থ—সোম-নামক লতা নহে; অথবা, সেই সোমলতার রসের বিষয়ও এখানকার অভিপ্রেত নহে। 'সোম' শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব (ভক্তিভাব) বুঝায়। ঋগ্বেদে নানাস্থানে সোম-শব্দের আলোচনায়, 'সোম' যে কি—আমরা বিশেষভাবে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। সোম যে আহবনীয় দ্রব্য—যজ্ঞের শুদ্ধসত্ত্ব অংশ, ভাষ্যেও সে আভাস পাওয়া যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,-'যদিও এখানে তঞ্চন (কঠিনীকরণ) হেতু দধিনিষ্পন্নের ভাব আসিতেছে, তথাপি ভাবনা-শক্তির দ্বারা তাহার সোমত্ব সম্পাদিত হইতেছে।' এ বিষয়ে তিনি মহর্ষি বসিষ্ঠের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছেন,-'ভাবনাতেই শত্রু মিত্র সংসূচিত হয়; বন্ধুভাবে ভাবিত হইলে বন্ধুত্ব এবং শত্রুভাবে ভাবিত হইলে শত্রুত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে।' সোম যে ভাবনার সামগ্রী, হৃদয়ের বস্তু, এতদুক্তিতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। ইহাতেও আমরা বুঝিতে পারি,—চতুর্থ মন্ত্র আত্মোদ্বোধন-সাধক; ঐ মন্ত্রে, যাজ্ঞিক আপনার অন্তরকে ভগবদারাধনার নিমিত্ত দৃঢ় করিতেছেন।

পঞ্চম মন্ত্র—সেই দৃঢ়তারই পরিপোষক। এখানে প্রার্থনাকারী ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্ বিষ্ণুদেব! আপনি আমার হবনীয়কে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, আমি যেন আপনার পূজায় শুদ্ধসত্ত্বভাবে চিরনিরত থাকিতে পারি।' এখানে সাধকের আত্মনির্ভরতা দূরীভূত হইয়াছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল,—'আমিই আমার হবনীয় সংগ্রহ করিব; আমিই তাহাকে বিশুদ্ধ করিব; আমিই তাহাকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিব।' এখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন,—'আমি কে? তৃণাদপি তুচ্ছ আমি, আমার সাধ্য কি—আমি সে ভার রক্ষা করি।' তাই তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, 'হে দেব! তুমিই একমাত্র রক্ষক, তুমিই একমাত্র পালক; তুমিই 'বিশ্বায়ুঃ', তুমিই 'বিশ্বকর্ম্মাঃ', তুমিই 'বিশ্বধায়াঃ'; তুমিই রক্ষা কর,—তুমিই আমার সদ্ভাবসমূহকে সৃষ্ট কর ও পুষ্ট রাখ।' (১অঃ-৪কঃ--১৫মঃ)॥

—•—

পঞ্চম কণ্ডিকা।

(পঞ্চম কণ্ডিকা। মন্ত্রদ্বয়াত্মিকা)।

(১) অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাং।

(২) ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'ব্রতপতে' (ব্রতপালক, অনুষ্ঠেয়সৎকর্ম্মণাং সাধক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ব্রতং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানং) 'চরিষ্যামি' (করিষ্যামি); 'তৎ' (কর্ম্ম) 'শকেয়ং' (সম্পাদনসমর্থঃ ভবেয়ম্-ত্বৎ-প্রসাদাৎ ইতি যাবৎ); 'মে' (মম) 'তৎ' (কর্ম্ম) 'রাধ্যতাং' (নির্ব্বিঘ্নং সিধ্যতু)।

(২) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'অনৃতাৎ' (অস্মাৎ মিথ্যাস্বরূপমনুষ্যজন্মনঃ) 'ইদং' (সৎকর্ম্মভিঃ প্রত্যক্ষীকৃতং) 'সত্যং' (সত্যস্বরূপং দেবত্বং) 'উপৈমি' (প্রাপ্নোমি প্রাপ্তুং ইচ্ছামি ইত্যর্থঃ)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ অহং দেবত্বং লব্ধুং কাঙ্ক্ষয়ামি—ইতি ভাবঃ॥ (১অঃ—৫কঃ—১-২মঃ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। অনুষ্ঠেয় সৎকর্ম্মসমূহের-সাধক হে জ্ঞানদেব! আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব; সেই কর্ম্ম আপনার অনুগ্রহে যেন সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই; আমার সেই কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হউক।

২। প্রার্থনাকারী আমি, এই মিথ্যাস্বরূপ মনুষ্য-জন্ম হইতে এই সৎকর্ম্মসমূহ দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত সত্যস্বরূপ দেবত্বকে লাভ করি—প্রাপ্তির ইচ্ছা করি। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-প্রভাবে আমি দেবত্ব-লাভে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।)॥ (১অঃ—৫কঃ—১-২মঃ)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।১।১১) অপরেণাহবনীয়ং প্রাঙ্‌নিষ্ঠন্নগ্নিমীক্ষমাণোঽপ উপস্পৃশ্য ব্রতমুপৈত্যগ্নে ব্রতপত ইদমহমিতি বেতি॥ হে ব্রতপতে ব্রতস্যানুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ পতে পালক হে অগ্নে ত্বদনুজ্ঞয়া ব্রতং চরিষ্যামি কর্ম্মানুষ্ঠাস্যামি। তৎ শকেয়ং তৎকর্ম্মানুষ্ঠাতুং শক্তো ভূয়াসং। ত্বৎপ্রসাদাৎ। তন্মে রাধ্যতাং মদীয়ং তৎকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নং সৎ ফলপর্য্যন্তং সিধ্যতু। শকেরাশীর্লিঙ্যাগমঃ। লিঙ্যাশিষ্যঙ্‌ (পা০ ৩।১৮৬)। অতো যেয়ঃ (পা০ ৭।২।৮০) গুণঃ। শকেয়ং। অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিরিতি শ্রুতিঃ (১।১।২)॥ ইদমহং। অহং যজমানোঽস্মাদনৃতান্মনুষ্যজন্মন উদ্গতঃ সত্যং দেবতাশরীরং উপৈমি প্রাপ্নোমি। সত্যমনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মরূপেণ প্রত্যক্ষমিতি যস্মান ইদমিতি বিশিনষ্টি। অনৃত মনুষ্যজন্মশীঘ্রবিনাশিত্বাৎ। যথা স্বপ্নগন্ধর্ব্বাদয়ো বোধমাত্রেণ শীঘ্রং নিবর্ত্তমানাঃ অনৃতা উচ্যন্তে। সত্যং দেবজন্ম বহুকালস্থায়িত্বাৎ। যথা ভাগবতগঙ্গাদয়ঃ। শ্রুতিরপি (১।১।৪) ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমীতি। তন্মনুষ্যেভ্যো দেবানুপাবর্ত্তত ইতি। যদ্বা লোকপ্রসিদ্ধে এব সত্যানৃতে গ্রাহ্যে। নানৃতং বদেদিতি কর্ম্মণানৃতনিষেধাৎ। অনৃতবদনাদ্দূরীভূতোঽহমিদং সত্যবদনমুপৈমি। অত ইদং সত্যবদনং কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ কর্ম্মকালে পালনীয়ং॥ (১অঃ—৫কঃ—১-২মঃ)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে প্রচলিত ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনরূপ মতদ্বৈধ ঘটে নাই। পরন্তু, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কণ্ডিকায় যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এ কণ্ডিকার ভাষ্য তদর্থেরই পরিপোষক। তবে অগ্নি-সম্বোধনে যে জ্ঞানাগ্নির সম্বোধন আছে, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে ও প্রচলিত ভাষ্য দৃষ্টে এ বিষয় সহজেই অনুমিত হইবে।

মন্ত্রদ্বয়কে মুক্তি-পথের দুইটী স্তর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরে অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'আমি যেন ভবৎ-কৃপায় সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হই; আমার কর্ম্মসমূহ যেন পরিসমাপ্তি (শেষ নিঃশ্বাস) পর্য্যন্ত সৎসহযুত থাকে।' প্রথম মন্ত্রের এবম্বিধ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্কেত স্থাপন করা হইয়াছে, 'তাহা হইলেই আমি এই মরণশীল মিথ্যা মনুষ্য-জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইব,—অমৃতস্বরূপ দেবত্ব আমার অধিগত হইয়া আসিবে।' মনুষ্যজন্ম শীঘ্রবিনাশশীল বলিয়া অনৃত (মিথ্যা) নামে অভিহিত হয়। তাই

কিরূপ ? আমরা স্বপ্নে যে গজাদি দর্শন করি, স্বপ্নভঙ্গে জ্ঞানোদয়ে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না ; শীঘ্রই নিবর্ত্তিত হয় বলিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট গজাদি অনৃত (অনিত্য)। অন্যপক্ষে আবার, জাগরণ-কালে যে গজাদি দৃষ্ট হয়, তাহার স্থায়িত্ব দেখিতে পাই ; দেবজন্মও সেইরূপ বহুকাল স্থায়ী বলিয়া 'সত্য' নামে অভিহিত। তাই প্রার্থনা,—'হে দেব ! আমাকে মিথ্যা মানবজন্ম হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনার অনুগ্রহে আমি যেন দেবত্ব-লাভে সমর্থ হই।' এ মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী এই ভাব সমীচীন। (১অঃ ৫কঃ—১-২কঃ)।

— — • — —

ষষ্ঠী কণ্ডিকা।

(ষষ্ঠী কণ্ডিকা। মন্ত্রদ্বয়াত্মিকা।)

(১) কস্ত্বা যুনক্তি স ত্বা যুনক্তি কস্মৈ ত্বা যুনক্তি তস্মৈ ত্বা যুনক্তি।

(২) কর্ম্মণে বাং বেষায় বাং ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'কঃ' (পুরুষঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (যৌতি—দেহেন মনসা চ সহ ইতি ভাবঃ) ; 'দেহেন সহ মনঃসম্বন্ধং কৃত্বা কস্ত্বাং সৃষ্টবান্' ইতি স্বগতঃপ্রশ্নঃ।

'সঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (দেহিনং মনুষ্যং করোতি) ; ইতি স্বগতোত্তরং।

'কস্মৈ' (মহদুদ্দেশ্যসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (নিয়োগং করোতি) ; ইতি স্বগতঃপ্রশ্নঃ।

'তস্মৈ' (ভগবৎকার্য্যসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'যুনক্তি' (মনুষ্যরূপেণ স ভগবান্ প্রেরয়তি) ; ইতি স্বগতোত্তরং।

(২) হে মম দেহমনসী ! 'বাং' (যুবাং) 'কর্ম্মণে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) তথা 'বাং' (যুবাং) 'বেষায়' (সত্তাবব্যাপ্তয়ে) স ভগবান্ কৃতবান্ ইতি শেষঃ। ভগবৎকর্ম্মসাধনায় দেহমনসোঃ সংযোগেন মনুষ্যঃ জাতঃ ইত্যর্থঃ ॥ (১অঃ—৬কঃ—১-২কঃ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(প্রথম মন্ত্রটী স্বগতঃ প্রশ্নোত্তরমূলক। প্রশ্ন উত্থাপিত ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।)

১। [স্বগতঃ প্রশ্ন] কোন্ পুরুষ তোমাকে দেহের ও মনের সহিত যুক্ত করিয়াছেন ? (দেহের সহিত মনের সংযোগপূর্ব্বক কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন) ?

[স্বগতঃ উত্তর] সেই পরমেশ্বরই তোমাকে দেহধারী মনুষ্য করিয়াছেন।

[স্বগতঃ প্রশ্ন] কোন্ মহদুদ্দেশ্যসাধন জন্য ভগবান্ তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন ?

[স্বগতঃ উত্তর] ভগবানেরই কার্য্যসাধন জন্য ভগবান্ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

(দ্বিতীয় মন্ত্রটী, স্বীয় দেহকে ও মনকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।)

২। হে আমার দেহমন ! তোমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধন জন্য এবং সদ্ভাব-ব্যাপ্তির উদ্দেশে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—ভগবৎ-কর্ম্ম-সাধনের জন্য দেহ-মনের সংযোগের দ্বারা মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে।) ॥ (১অঃ—৬কঃ—১-২মঃ) ॥

. . .

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

এবং ব্রতমুপেতা ব্রহ্মাণং বৃত্বাপাং প্রণয়নং কুর্য্যাৎ। [কা০ ২।৩।২-৩] ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি যজমান বাচং যচ্ছেত্যাহানুজ্ঞাত উত্তরেণাহবনীয়ং সম্প্রতি নিদধাতি কস্ত্বা যুনক্তীতি ॥ অত্র মন্ত্রং প্রযুঞ্জানোঽধ্বর্য্যুর্যজ্ঞাবস্তকর্ম্মণ্যাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমপনীয় প্রজাপতের্যজ্ঞকর্ত্তৃত্বং প্রশ্নোত্তররূপাভ্যাং মন্ত্রবাক্যাভ্যাং প্রতিপাদয়তি। প্রণীতানামপাং ধারক হে পাত্র ! ত্বাং কঃ পুরুষো যুনক্তি আহবনীয়স্যোত্তরভাগে স্থাপয়তীতি প্রশ্নঃ। তচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধার্থবাচী। সর্ব্বেষু বেদেষু জগন্নির্ম্মাতৃকত্বেন প্রসিদ্ধো যঃ প্রজাপতিরস্তি স এব পরমেশ্বরঃ। হে পাত্র ত্বাং যুনক্তীত্যুত্তরঃ। পুনরপি কস্মৈ প্রযোজনায় ত্বা যুনক্তীতি প্রশ্নঃ। তস্মৈ প্রজাপতয়ে তৎপ্রীত্যর্থং ত্বাং যুনক্তীত্যুত্তরং। সর্ব্বকর্ম্মাণি পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানীতি ভগবদ্গীতাস্বর্জ্জুনং প্রতি ভগবতোক্তং। সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা। ব্রহ্মার্পণং (ভ০ গী০ ১৮।৫৬।৯।২৭)। ইতি চ। ৪।২৪ নেতিচ॥ পরিস্তীর্য্য দ্বন্দ্বশঃ পাত্রাণ্যাসাদ্য শূর্পং চাগ্নিহোত্রহবণীং চাদত্তে। (কা০ ২।৩।১০) কর্ম্মণে বামিতি শূর্পাগ্নিহোত্রহবণ্যাদায়েতি ॥ কর্ম্মণে হে অগ্নিহোত্রহবণি ! হে শূর্প ! বাং যুবাং কর্ম্মার্থমহমাদদ ইতি শেষঃ। বেষায় চ। বিষ্ল ব্যাপ্তৌ। ঘঞ্। বেষো ব্যাপ্তিঃ। প্রচিতকর্ম্মসু ব্যাপ্ত্যর্থং চ বাং যুবামহমাদদে। শকটেঽবস্থিতানাং ব্রীহীণাং হবিরর্থং পৃথক্করণং প্রোক্ষণার্থোদকধারণমিত্যাদয়োঽগ্নিহোত্রহবণীব্যাপারাঃ। ব্রীহিনির্ব্বাপধারণমুলূখলে ব্রীহিপ্রক্ষেপঃ পুনরুদ্ধরণং চেত্যাদয়ঃ শূর্পব্যাপারাঃ ॥ (১অ—৬কঃ—১-২ম) ॥

. . .

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—•: × :•—

ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রে প্রশ্নোত্তরের ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, জলাধার কলসকে উদ্দেশ করিয়া ঐ মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। তাঁহার অর্থ এই যে, -'হে

পাত্র! কোন্ পুরুষ তোমাকে আহবনীয় সামগ্রীর উত্তরভাগে রক্ষা করিলেন?' উত্তর—'সেই প্রজাপতি পরমেশ্বরই তোমাকে স্থাপন করিয়াছেন।' তাহার পর আবার প্রশ্ন—'কোন্ প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত তোমাকে স্থাপন করা হইয়াছে?' উত্তর-'সেই প্রজাপতির দ্বারা তুমি তাঁহার প্রীতিসাধন নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের যে উপদেশ—পরমেশ্বরের প্রীতির নিমিত্তই কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠান করিবে, ভাষ্যকারের মতে, এখানে সেই ভাবই উক্ত।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভাষ্যকার বলেন,—অগ্নিহোত্রহবণীকে এবং শূর্পকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্র-হবণী বলিতে, কি বুঝায়? শকটাবস্থিত ব্রীহ্যাদিকে (ধান্যাদিকে) আহবনীয় কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক্-করণ, ধৌতকরণ জন্য উদকসংরক্ষণাদি ব্যাপারকে অগ্নিহোত্র-হবণীর কার্য্য কহে। ইহাতে কেহ কেহ, শস্যাদিকে ঝাড়িয়া 'ডাবার' জলের মধ্যে রাখার ভাব গ্রহণ করেন। তদনুসারে 'ডাবাকে' অগ্নিহোত্র-হবণী বলা হয়; শূর্প বলিতে, শস্যাদিকে নিস্তুষকারক 'কুলা' বুঝাইয়া থাকে। এ সকল কার্য্য যে পরমেশ্বরের দ্বারা সাধিত হয়, তাহা অনুমান করা সম্ভবপর নহে। অথচ, ভাষ্যকার ডাবার ও কুলার কার্য্যকে পরমেশ্বরের কার্য্য বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন; এবং তাহাদের সম্বোধনেই মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়াছেন। আমরা মন্ত্রের যে অর্থ আমনন করিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে সহজেই প্রতীত হইবে। (১অঃ—৬কঃ—১-২মঃ)॥

— • —

সপ্তমী কণ্ডিকা।

(সপ্তমী কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়াত্মিকা।)

(১) প্রত্যুষ্টꣳ রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ।

(২) নিষ্টপ্তꣳ রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ। (৩) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বেমি ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, সৎপ্রতিবন্ধকঃ, অস্মাকং দুর্ব্বুদ্ধিনিবহঃ ইত্যর্থঃ), 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধং সর্ব্বতোভাবেন ভস্মীভূতং) ভবতু; 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে রিপু-শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (বিশিষ্টরূপেণ দগ্ধাঃ) ভবন্তু। দুর্ম্মতয়ঃ তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু ইতি ভাবঃ।

(২) হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ—দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'নিষ্টপ্তং' (নিঃশেষেণ তপ্তং, সন্তপ্তং) ভবতু; 'অরাতয়ঃ' (শত্রবঃ, রিপুশত্রুনিবহাঃ) 'নিষ্টপ্তাঃ' (নিঃশেষেণ তপ্তাঃ, সন্তপ্তাঃ) ভবন্তু। পূর্ব্বোক্ত এব ভাবঃ।

(৩) হে দেব! 'উরু' (বিস্তীর্ণং) 'অন্তরিক্ষং' (অবকাশং, কালং) 'অনু' (অনুসৃত্য)

'এমি' (গচ্ছামি)। হে দেব! যেনাহং সদৈব শত্রুনাশসমর্থঃ ভবেয়ম্ অনুকম্পা-প্রদর্শনেন তৎ কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (১অঃ—৭কঃ—১-৩ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! সৎপ্রাপ্তিবন্ধক শত্রু (আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিসমূহ) প্রত্যেকে সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত হউক; আমাদিগের সকল রিপুশত্রুগণ, প্রত্যেকে বিশেষরূপে দগ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিসমূহ এবং রিপুশত্রুসমূহ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হউক।)

২। হে দেব! আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু, প্রত্যেকে সন্তপ্ত হউক; এবং আমাদিগের রিপুশত্রুগণ, প্রত্যেকে বিশেষভাবে তাপযুক্ত হউক। (ভাবার্থ—পূর্ব্ব মন্ত্রেরই ন্যায়)।

৩। হে দেব! আমি যেন বিস্তৃত অন্তরিক্ষকে (কালকে) অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি।) প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমি যেন সর্ব্বদা শত্রুসকল নাশে সমর্থ হইতে পারি, অনুকম্পা-প্রদর্শনে তাহাই করুন)॥ (১ অঃ—৭ কঃ—১-৩ মঃ)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৩।১১) প্রতপনং প্রত্যুষ্টং নিষ্টপ্তমিতি বেতি। রক্ষঃ রাক্ষসজাতিঃ। প্রত্যুষ্টং প্রত্যুষ্টং প্রত্যেকং দগ্ধং। উষ দাহে অনেনাগ্নিহোত্রহবণীশূর্পয়োঃ প্রতপনেনাত্র স্থিতা রাক্ষসা দগ্ধা ইত্যর্থঃ অরাতয়োঽপি প্রত্যুষ্টাঃ প্রত্যেকং দগ্ধাঃ। রা দানে। হবিষো দক্ষিণায়া বা দানং রাতিঃ। রাতেঃ প্রতিবন্ধকা অরাতয়স্তেঽপি দগ্ধা। অন্যথা ন যজ্ঞসাধন-মিত্যর্থঃ। শূর্পাদৌ নিগূঢ়ং রক্ষো নিষ্টপ্তং নিঃশেষেণ তপ্তং সন্তপ্তং। তপ সন্তাপে। অরাতয়শ্চ নিষ্টপ্তাঃ। অনয়োর্মন্ত্রয়োর্ব্বিকল্পঃ॥ (কা০ ২।৩।১২) গচ্ছত্যুর্ব্বন্তরিক্ষমিতীতি। উরু বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষমবকাশমন্বেমি অনুসৃত্য গচ্ছামি। গচ্ছতঃ পুরুষস্য পার্শ্বয়োরেব স্থিতং রক্ষোঽনেন মন্ত্রেণ নিরাক্রিয়তে ইত্যাশয়ঃ॥ (১অঃ—৭কঃ—১-৩মঃ)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:+:—

এই সপ্তম কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বয় একই ভাব-দ্যোতক। মহর্ষি কাত্যায়ন তাই বিকল্পে একের পরিবর্তে অন্যের প্রয়োগ বিহিত করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রের 'রক্ষঃ' পদে ভাষ্যকার রাক্ষস-জাতিকে নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে ভাব আসে,—রাক্ষসগণ, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত, আর তাহাদিগকে দগ্ধ করার জন্যই অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইত।

'অরাতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিবিষয়ে ভাষ্যকারগণ নির্দ্দেশ করেন,—যজ্ঞকর্ম্মে, দক্ষিণায় ও দানাদিতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়াই রক্ষসগণ অরাতি (অর্থাৎ 'রাতি' দান তাহার প্রতিবন্ধক) নামে অভিহিত হইত। তাহারা দগ্ধ (বিনষ্ট) হইলে যজ্ঞাদিতে বিঘ্ন ঘটিবে না, ইহাই যেন মন্ত্রের প্রার্থনার লক্ষ্য। তাহারা 'নিষ্টপ্ত' (সম্যক্‌রূপে পরিতপ্ত, শোকপ্রাপ্ত) হউক, অর্থাৎ তাহাদের বংশনাশ হউক ; দ্বিতীয় মন্ত্রের এইরূপই ভাবার্থ ভাষ্যানুসরণে কল্পিত হয়।

আমরা কিন্তু মন্ত্রদ্বয়ে, রাক্ষস-জাতির প্রতি অথবা যজ্ঞকারী লোকবিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই না। ইহাতে কালাকালেরও কোনও সম্বন্ধ নাই। অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কাল ধরিয়া যে শত্রু মানুষকে অহর্নিশ উত্যক্ত করিতেছে, যে শত্রুর প্রবল প্রতাপে সৎকর্ম্মনিবহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না ; সেই শত্রুই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। বহিঃশত্রুগণ তোমার কতটুকু অনিষ্ট করিতে পারে ? ভগবদারাধনার পথে বিঘ্ন-দানের শক্তি তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে প্রকৃতি শত্রু, সে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বিচরণ করিতেছে—নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তোমার নিত্য-সহচর কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ, তোমায় বিভ্রান্ত-পথে পরিচালিত করিবার প্রধান পরামর্শদাতা লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি, তোমার পরম শত্রু নহে কি ? তাহারাই হৃদয়ের শোণিত-শোষক। তাহাদের অপেক্ষা রাক্ষস শত্রু আর দ্বিতীয় কল্পনা করা যায় কি ? আমরা তাই মনে করি, এখানে বলা হইয়াছে,—আমাদের সেই পরম শত্রুগণ বিদগ্ধ হউক ; তাহাদের যেন চিহ্ন পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়।

তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য,—'আমার যেন চিরদিন সেই শত্রুদিগকেই শত্রু বলিয়া জ্ঞান থাকে। আমি যেন কখনও মোহঘোরে তাহাদের কুহক-জালে পড়িয়া না ভাবি,—তাহারাই আমার পরম মিত্র, আর বাহিরের শত্রুই আমার পরম শত্রু! আমি যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে পারি। আমার মন যেন পার্শ্বস্থিত (সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিত) তাহাদিগকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়।' এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ অঃ—৭ কঃ—১-৩ মঃ) ॥

—•—

অষ্টম কণ্ডিকা।

(অষ্টমী কণ্ডিকা। মন্ত্রদ্বয়াত্মিকা।)

(১) ধূরসি ধূর্ব্ব ধূর্ব্বন্তং ধূর্ব্বতং যোঽস্মান্ ধূর্ব্বতি তং ধূর্ব্ব যং বয়ং ধূর্ব্বামঃ।

(২) দেবানামসি বহ্নিতমং সস্নিতমং পপ্রিতমং জুষ্টতমং দেবহূতমং ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! ত্বং 'ধূঃ' (হিংসকঃ, রিপুশত্রুনাশকঃ) 'অসি' (ভবসি) 'ধূর্ব্বন্তং' (হিংসন্তং, অস্মাকং অমঙ্গলসাধকং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়); 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'ধূর্ব্বতি' (হিংসিতুং সদৈব উদ্যুক্তঃ) 'তং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'যং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্বামঃ' (হিংসিতুমুদ্যতাঃ, যেষাং শত্রূণাং হিংসায়াং প্রয়োজনং ভবেদিত্যর্থঃ) 'তং' (শত্রুং) 'ধূর্ব্ব' (বিনাশয়)।

(২) হে জ্ঞানঃ! 'অসি' (ত্বং) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'বহ্নিতমং' (বাহকশ্রেষ্ঠং) 'সস্নিতমং' (অতিশয়েন বেষ্টনকারিণং, বিশুদ্ধভাবেন সংরক্ষকং) 'পপ্রিতমং' (সম্যক্ পূর্ণতাসাধকং) 'জুষ্টতমং' (দেবানামতিশয়েন প্রিয়ং) 'দেবহূতমং' (দেবানাং অতিশয়েন আহ্বাতৃ)। জ্ঞানেন দেবা আহূতাঃ সন্তঃ প্রার্থনাকারিহৃদয়ং অধিতিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ। ৮॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! আপনি কামক্রোধাদি রিপুশত্রুগণের সংহারকর্ত্তা; আমাদিগের অমঙ্গলসাধক শত্রুগণকে আপনি বিনাশ করুন; প্রার্থনাকারী আমাদিগকে সর্ব্বদাই হিংসা করিবার জন্য যে শত্রু উদ্যুক্ত রহিয়াছে, আপনি তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন করুন; আমরা যে শত্রুকে বিনাশ করিতে উদ্যুক্ত হইব অর্থাৎ যাহাদের বিনাশ করা প্রয়োজন হইবে, আপনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করুন।

২। হে আমার অন্তর্নিহিত জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি দেবগণের (দেবভাব-নিবহের) শ্রেষ্ঠ বহনকর্ত্তা আপনি সেই ভাবসমূহের বিশুদ্ধ-ভাবে সংরক্ষণকারী আপনি তদ্ভাবসমূহের সম্যক্‌রূপে পূর্ণতাসাধক, আপনি তাহাদিগের (দেবভাব-সমূহের) অতিশয় প্রিয়, এবং সেই দেবভাবনিবহের শ্রেষ্ঠ আহ্বানকর্ত্তা। ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা দেবগণ আহূত হইয়া প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ৮॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২৩।১২।১৩) প্রপণস্য পশ্চাদনস্তিষ্ঠন্তমসজি ধূরসীতি ধুরভিমর্শনমিতি। অগ্ন্যাধানবর্ত্তি প্রপণস্য পুরোডাশপাকহেতোর্গার্হপত্যস্য পশ্চাদনঃ শকটং ব্রীহিযুক্তং তিষ্ঠতি। তচ্চ প্রবজি সম্যগজানি যস্য তৎ সর্ব্বাঙ্গোপেতং তস্য ধুরং বলীবর্দ্দবহনযোগ্যং যুগপ্রদেশং ধূরসীতি মন্ত্রেণ স্পৃশেদিতি। অথ মন্ত্রার্থঃ। ব্রীহিরূপহবির্ধারকশকটসম্বন্ধিনো যুগস্য বলীবর্দ্দবহনপ্রদেশে কশ্চিচ্ছঙ্কসকোহগ্নিঃ শাস্ত্রদৃষ্টোহস্তি তং প্রার্থয়তে। অগ্নিরকাহএব ধূর্য্যস্তমেক্ষ-

শতোত্তম ভবতীতি শ্রুতেঃ (১।১।২।১০)। হে বহ্নে ত্বং ধূরসি হিংসকোঽসি। তুর্ব্বীধুর্ব্বী-ধুর্ব্বীধুর্ব্বী হিংসার্থাঃ ধুর্ব্বতেঃ কিপ্। যতো ধূরসি অতো ধুর্ব্বন্তং হিংসন্তং পাপ্মানং ধূর্ব্ব বিনাশয়। কিঞ্চ যো রাক্ষসাদির্যাগবিঘ্নেনাস্মান্ ধুর্ব্বতি হিংসিতুমুদ্যুক্তস্তমপি ধুর্ব্ব বিনাশয় ত্বং চ বয়ং ধুর্ব্বামস্তমপি ধূর্ব্ব যমালস্যাদিরূপং বৈরিণং বয়মনুষ্ঠাতারো ধুর্ব্বামো হিংসিতু-মুদ্যতাস্তমপি ধূর্ব্ব বিনাশয়। শকটস্থিতাগ্ন্যতিক্রমণনিমিত্তমপরাধমপহ্নোতুমগ্ন্যাধারভূতা শকটস্য ধূরনেন মন্ত্রেণ স্পৃশ্যতে ॥ (কা০ ২।৩।১৪) দেবানামিত্যুপস্তম্ভনস্য পশ্চাদীষামিতি। শকটস্য দীর্ঘং কাষ্ঠমীষা তদগ্রস্য ভূমিস্পর্শো মাভূদিতি তদাধারত্বেন স্থাপিতং কাষ্ঠমুপস্তম্ভনং তস্য পশ্চাদ্ভাগে তামীষাং স্পৃশেৎ। দেবানামসি। হে শকট ত্বং দেবানাং সম্বন্ধি ভবসি। কিম্ভূতং বহ্নিতমং। বহ প্রাপণে। বহতীতি বহ্নিঃ। অতিশয়েন বহ্নি বহ্নিতমং। ব্রীহিরূপস্য হবিষোঽতিশয়েন প্রাপকং। তথা সস্নিতমং। ষ্ণাশৌচে অতিশয়েন শুদ্ধং। আদৃগমেত্যাদিনা (পা০ ৩।২।১৭১) কিপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা ষ্ণৈ বেষ্টনে। দার্ঢ্যায় চর্ম্মাদিভিরতিশয়েন বেষ্টিতং ॥ পপ্রিতমং। প্রা পূরণে ব্রীহিভিরতিশয়েন পূরিতং। জুষ্টতমং। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। দেবানামতিশয়েন প্রিয়ং। দেবহূতমং। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। দেবানামতিশয়েনাহ্বাতৃ। ব্রীহিপূর্ণং শকটং দৃষ্ট্বা দেবা আহূতা ইব শীঘ্রমাগচ্ছন্তি। ৮।

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—‡ + ‡—

ভাষ্যাদিতে প্রকাশ,—এই মন্ত্রদ্বয়ের সহিত গো-শকটের সম্বন্ধ বিদ্যমান। 'ধুর্' শব্দের আলোচনায় তাঁহারা বলেন,—'ধুর্' (যুগের বলীবর্দ্দবহনপ্রদেশ অর্থাৎ যে কাষ্ঠখণ্ডে বৃষের স্কন্ধদেশ সংযুক্ত থাকে) সংস্থিত হিংসক অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে। সেই অগ্নিকে বলা হইতেছে,—'যে রাক্ষসাদি আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাদিগকে বিনাশ করুন।' গো-শকট স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হয়। প্রথম মন্ত্রের সমুদয় অংশের প্রার্থনাই তদনুসারে রাক্ষস-ধ্বংশের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী, ভাষ্যকারগণের মতে, শকটকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইতেছে,—হে শকট! তুমি দেবগণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ; তোমাতে ধান্যাদি হবনীয় দ্রব্য সংবাহিত হয় বলিয়া, তুমি বাহকশ্রেষ্ঠ ; চর্ম্মাদি দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া—তুমি 'সস্নিতম' ; ব্রীহি (ধান্যাদি) সমূহে পূর্ণ থাক বলিয়া 'পপ্রিতম' ; তুমি দেবতাগণের অতিশয় প্রিয়, এই হেতু 'জুষ্টতম' ; এবং ব্রীহি পরিপূর্ণ শকট দৃষ্টে দেবগণ আহূত হইয়া শীঘ্র আগমন করেন বলিয়াই তুমি 'দেবহূতম'। ভাষ্যের ইহাই ভাবার্থ।

বলা বাহুল্য, ভাষ্যকারগণ যে ভাবে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। এই কণ্ডিকায় জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে,—ইহাই আমাদের অভিমত। তাহাতে যে ভাবার্থ আসে, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদা গ্রহণীয়। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' দৃষ্টে সে ভাব উপলব্ধ হইবে। অজ্ঞানতা

নিবন্ধন মানুষ হিংস্র শত্রু দ্বারা নিপীড়িত হয়। শত্রুর মধ্যে প্রধান—অন্তঃশত্রু। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইলে, সে শত্রু বিনষ্ট হয়,—জ্ঞানালোকে হৃদয়ে দেবভাব বিকাশ পায়। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ অঃ - ৮ কঃ—১-২ মঃ)।

—— * ——

নবম কণ্ডিকা।

(নবম কণ্ডিকা। ষট্‌মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অহ্রুতমসি হবির্ধানং। (২) দৃꣳহস্ব মা হ্বার্মা

তে যজ্ঞপতিহ্বার্ষীৎ।

(৩) বিষ্ণুস্ত্বা ক্রমতাং। (৪) উরুবাতায়।

(৫) অপহতꣳ রক্ষঃ। (৬) যচ্ছন্তাম্পঞ্চ ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব! 'অহ্রুতং' (অকুটিলং, অস্মাকং ত্রুটিবিচ্যুতৌ দৃষ্টা বিরূপং মা ভব ইতি শেষঃ); 'হবির্ধানং' (অস্মাকং আহবনীয়স্য হৃদগতশুদ্ধসত্ত্বভাবস্য বা ধারকং পোষকং); 'অসি' (ভবসি)।

(২) হে দেব! 'মা হ্বাঃ' (কুটিলো মা ভূঃ); অস্মাকং কর্ম্মবৈগুণ্যাৎ বক্রো মা ভব ইতি ভাবঃ। 'তে' (ত্বৎসম্বন্ধী) 'যজ্ঞপতিঃ' (যজ্ঞকারকঃ, উপাসকঃ) 'মা হ্বার্ষীৎ' (কুটিলো মা ভূৎ, সদা শুদ্ধভাবো ভবতি); অহমপি ত্বদনুগ্রহেণ সরলঃ সদ্ভাবসম্পন্নো ভবামি ইতি প্রার্থনা।

(৩) হে মনঃ। 'ত্বা' (ত্বাং, অন্তরদেশে ইতি ভাবঃ) 'বিষ্ণুঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ) 'ক্রমতাং' (ক্রমেণ আক্রমতাং)। সচ্চিন্তাসৎকর্ম্মপ্রভাবেন বিষ্ণুদেবং ক্রমেণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ।

(৪) হে দেব! (হে মনো বা) 'বাতায়' (সর্ব্বগায় বায়ুরূপায়) 'উরুঃ' (বিস্তৃতো ভব ইতি শেষঃ)। অস্য মন্ত্রার্থঃ (দেবপক্ষে),—হে দেব! ত্বং অস্মাকং দেহে বায়ুরূপেণ প্রবিশ্য পাপান্ বিদূরয়; মনঃসম্বোধনপক্ষে) হে মনঃ! দেবসামীপ্যং প্রাপ্তুং সঙ্কীর্ণভাবং পরিত্যজয়; সর্ব্বেষাং প্রতি অভিন্নভাবং পরিপোষয়।

(৫) হে দেব (হে মনো বা)! 'রক্ষঃ' (যজ্ঞবিঘ্নকারকং, অসদ্ভাবনিবহং) 'অপহতꣳ' (নিরাকৃতং, দূরীকৃতং) কুরু ইতি শেষঃ।

(৬) হে 'পঞ্চ' (ইন্দ্রিয়পঞ্চকাঃ)! যূয়ং 'যচ্ছন্তাং' (সংযতো ভবন্তাং) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকায় ছয়টি মন্ত্র বিভিন্নরূপ আহ্বানমূলক। ইহার প্রথম মন্ত্রদ্বয় ইষ্টদেবকে বা দেবসাধারণকে আহ্বান করিয়া বিহিত হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। তৃতীয় মন্ত্রটী আপনার অন্তরকে (অন্তরাত্মাকে) আহ্বান করিয়া প্রযুক্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রদ্বয় দেবতাকে এবং আপনার অন্তরকে উভয়কে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে। ষষ্ঠ মন্ত্রটি—ইন্দ্রিয়-পঞ্চকের সম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করিতে পারি।)

১। হে দেব! আমাদের প্রতি বিরূপ হইবেন না। আপনি আমাদের হবির (হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের) পোষক ও রক্ষক হউন।

২। হে দেব! আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে বক্রভাব ধারণ করিবেন না। আপনার উপাসক কদাচ কুটিল হয় না। অর্থাৎ, আপনার অনুকম্পায় আমি যেন সদা সরল সদ্ভাবসম্পন্ন হই।

৩। হে আমার মন! তোমার অভ্যন্তরে (হৃদয়-সিংহাসনে) সেই সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরকে ক্রমে ক্রমে আরোহণ (স্থাপন) করাও।

৪। হে দেব (অথবা হে আমার অন্তর)! আপনি (তুমি) সর্ব্বগ বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত হউন (হও)। দেবপক্ষে অর্থ এই যে,—'হে দেব! আপনি বায়ুর ন্যায় আমাদের দেহে সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদিগের পাপ-সমূহকে বিদূরীত করুন।' মনঃপক্ষে অর্থ এই যে,—'হে আমার অন্তর! দেবসামীপ্য-লাভের জন্য সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ কর; সকলের প্রতি আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হউক।'

৫। হে দেব! (অথবা হে আমার মন!) যজ্ঞবিঘ্নকারক অসদ্ভাব-সমূহকে অপসৃত করিয়া দিউন (দাও)।

৬। হে আমার ইন্দ্রিয়-পঞ্চক! তোমরা সংযত হও॥ ৯॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অহ্রুতমসি। হ্বৃ কৌটিল্যে ক্ত প্রত্যয়ঃ। হ্রুহ্বরেশ্ছন্দসীতি (পা০ ৭।২।৩১) নিষ্ঠায়াং হ্রু আদেশঃ। অহ্রুতমকুটিলমসি। আরোহণেঽপি তত্র কৌটিল্যং নাস্তি ইত্যর্থঃ। হবির্ধানং ডুধাঞ্ধারণপোষণয়োঃ হবিষো ব্রীহিরূপস্য ধারকং পোষকং ভবসি। অতো দৃংহস্ব মা হ্বার্মা তে যজ্ঞপতিহ্বার্ষীদিতি পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ং। (কা০ ২।৩।২৫) বিষ্ণুস্ত্বেত্যা-রোহণমিতি। হে শকট বিষ্ণুর্ব্যাপকো যজ্ঞঃ ত্বা ত্বাং ক্রমতাং পাদেনাক্রম্যারোহতু নাহং সমর্থ ইতি ভাবঃ। (কা০ ২।৩।১৬) প্রেক্ষত উরু বাতায়েতি হবিষ্যানিতি। হে শকট বাতায় উরু ভবেতি শেষঃ। যদন্তর্বর্ত্তি ব্রীহিষু বায়ুঃ সঞ্চারায় বিস্তীর্ণং ভব। শকটস্থ ব্রীহিষু

তৃণাদ্যাচ্ছাদিতত্বাৎ সঙ্কোচে বায়ুপ্রবেশাভাবাদাচ্ছাদনমপনীয় যথা বায়ুঃ প্রবিশতি তথা সঙ্কোচং পরিত্যজেত্যর্থঃ। বায়ুরূপ প্রাণ প্রবেশাদ্ধবিঃ সপ্রাণং ক্রিয়তে মন্ত্রেণ। কিঞ্চ বায়ুপ্রবেশরহিতং সর্ব্বং বস্তু বরুণদেবত্যং ভবতি। বরুণশ্চ বন্ধকারিত্বাৎ যজ্ঞনিরোধকঃ। তন্নিবৃত্ত্যর্থমিদং মন্ত্রঃ। যদ্বৈ কিঞ্চ বাতো নাভিপবতি তৎ সর্ব্বং বরুণদেবত্যমুরুবাতমিত্যাহ বারুণমেবৈনত্তৎ করোতীতি তিত্তিরিবচনাৎ। (কাং ২।৩।১১।১৮) অপহতামিতি নিরস্তত্যাজ্যদবিস্তমানেহভিমৃশেদিতি। ব্রীহিভ্যোঽন্তস্তৃণাদি যদি তত্র ভবেত্তদনেন নিরস্তেত্তৃণাভাবে ব্রীহীনভিমৃশেদিতি। সূত্রার্থঃ। অথ মন্ত্রার্থঃ। রক্ষো যজ্ঞবিঘাতকমপহতং নিরাকৃতং তৃণাদিকমেব রক্ষ উচ্যতে॥ (কা০ ২।৩।১২) যচ্ছন্তামিত্যালভত ইতি। পঞ্চসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ো ব্রীহিরূপং হবির্যচ্ছন্তাং নিয়চ্ছন্তু অনেন পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তেন মুষ্টিনা ব্রীহীন গৃহ্নীয়াদিত্যর্থ উক্তো ভবতি। ৯।

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই কণ্ডিকার ছয়টি মন্ত্র যেরূপভাবে দেবকার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, তদ্রূপ ক্রিয়াঙ্গ মন্ত্র কয়েকটী প্রয়োগের প্রতি আমাদের কোনও কথাই বক্তব্য নাই। যজ্ঞাঙ্গে যেরূপ ভাবে মন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন, যাজ্ঞিকগণ সেই ভাবেই উহা প্রয়োগ করিয়া আসিবেন। তৎসম্বন্ধে কোনই বিতর্ক উত্থাপন করিতেছি না।

আমাদের বিতর্ক বা বক্তব্য—কেবল মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে। মন্ত্রের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত এবং ভাষ্যাদিতে প্রকাশিত, আমরা সে অর্থকে সদর্থ বা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে করি না। ভাষ্যকারগণ বলেন,—মন্ত্রে গো-শকটের ঈষাদণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে। (শকটবাহক গবাদি শকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে দণ্ডদ্বারা শকটকে যথাযথ দণ্ডায়মান রাখা যায়, তাহাকে ঈষাদণ্ড কহে)। তদনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে, 'হে ঈষাদণ্ড! তুমি সরল ও দৃঢ় হও, কদাচ অবনমিত বা বক্র হইও না। তাহা হইলে, যজ্ঞকারী শকটারোহী আমি পতিত হইব, যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিবে।' তৃতীয় মন্ত্রে বিষ্ণুদেবতাকে যেন শকটে আরোহণ করিতে বলা হইতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে শকটস্থিত ধান্যগুলির আবরণ উন্মোচন করিয়া বায়ু দ্বারা তাহাদিগে শুষ্ক করা হইতেছে—এইরূপ বলা হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে, 'ধান্যের তৃণাদি অপসারণ করিয়া বাধা দূরীকৃত হইল'—এইরূপ অধ্যাহার হইতেছে। ষষ্ঠ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে, ঐ মন্ত্রে যেন অঙ্গুলিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অঙ্গুলিগণ, তোমরা পাঁচটী অঙ্গুলি দ্বারা ধান্য লইয়া অর্পণ কর।' ফলতঃ, ইহার কোনও অর্থের সহিত কোনও অর্থের সামঞ্জস্য নাই। ধান্য বা যবপূর্ণ শকট, আর তৎসম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্য্য যদি মন্ত্রের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে বেদনিন্দকগণ বেদকে 'চাষার গান' বলিবেনই তো! যাহা হউক, এ সব অর্থ মন্ত্রের অর্থই নহে। এ হিসাবে যাঁহারা বেদমন্ত্রের অর্থ অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকেই বরং বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা অসংলগ্ন অযথার্থ অধ্যাহার করেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ও সমাজের অনিষ্ট করেন মাত্র।

আমরা দেখিতেছি, মন্ত্র-কয়েকটী পরম সদ্ভাব-মূলক। উহাতে আপন ইষ্টদেবতাকে (ভগবানকে) আহ্বান করা হইয়াছে; এবং আপনাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করার পক্ষে প্রযত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিলাম, মন্ত্র যে তাহেই প্রযুক্ত হউক, সেই অর্থই সঙ্গত কি না—সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। (১অঃ-৯কঃ-১ ৬মঃ)।

—— • ——

দশম কণ্ডিকা।

(দশম কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়াত্মিকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং।

(২) অগ্নয়ে জুষ্টং গৃহ্নামি।

(৩) অগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টং গৃহ্নামি ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে হবিঃ (মদীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব)! 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রদস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য অশ্বিদ্বয়স্য ভুজাভ্যাং) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগধুক্ পূষাদেবস্য) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টং হবিরূপং ভক্তিসুধাং শুদ্ধসত্ত্বভাবঞ্চ) নিবেদয়ামি ইতি শেষঃ। ভগবৎকর্ম্মসু বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ দেবসম্বন্ধিনো ইতি বিচিন্তনং কর্ত্তব্যং। দেবানাং সত্ত্বরূপত্বাৎ তদনুস্মরণপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলোপধায়কং হি।

২। হে হবিঃ! 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়) 'জুষ্টং' (প্রিয়ং, প্রীত্যর্থং) ত্বাং 'গৃহ্নামি' (নিবেদয়ামি, উৎসর্গয়ামি)।

৩। হে হবিঃ! 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিরূপদেবাভ্যাং) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) ত্বাং 'গৃহ্নামি' (নিবেদয়ামি, উৎসর্গয়ামি) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ।

(ভগবদুদ্দেশ্যে হবিঃপ্রদান কালে সাধক যাজ্ঞিক যে ভাবে ভাবান্বিত হইবেন, এই কণ্ডিকায় তিনটী মন্ত্রের দ্বারা সেই ভাবের অধ্যাস করা হইতেছে)।

১। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবিঃ! দীপ্তিমান জ্ঞানপ্রদ সেই সবিতৃ-দেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যু-স্থানীয় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার কর-যুগলকে দেবগণের পূজাংশভাগী পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগল এবং করদ্বয় দ্বারা, তোমাকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি। ভগবৎকর্ম্মে আপনাকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার বাহুযুগলকে এবং করদ্বয়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।

২। হে হবিঃ। অগ্নিদেবের প্রীতির জন্য আমি তোমাকে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত (বিনিযুক্ত) করিতেছি।

৩। হে হবিঃ। জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই অগ্নি ও সোম দেবতার প্রীতির জন্য আমি তোমাকে তদুদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি॥ ১০॥

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৩।২০—২২) দেবস্যত্বেতি গৃহ্ণাত্যনেনং চতুরো মুষ্টীন্নেবমগ্নিষোমীয়ং যথা দেবতমন্ত্রাদিতি। হে হবিঃ সবিতুঃ দেবস্য প্রসবে প্রেরণে সতি তেন প্রেরিতোঽহমগ্নয়ে জুষ্টং প্রিয়ং ত্বা গৃহ্ণামি। অগ্নীষোমাভ্যাং ব্যাসক্তদেবাভ্যাং চ জুষ্টং ত্বা গৃহ্ণামি। কাভ্যামশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণোহস্তাভ্যাং চ। অংসমণিবন্ধয়োর্মধ্যভাগো দীর্ঘদণ্ডাকারো বাহুঃ পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তোঽগ্রভাগো হস্তঃ। অশ্বিনৌহি দেবানামধ্বর্য্যূ। পূষা হি দেবানাং ভাগধুক্। অতো গ্রহণসাধনয়োঃ স্ববাহ্বোরশ্বিবাহু ভাবনা কার্য্যা। হস্তয়োস্তু পূষহস্ত ভাবনেতি ভাবঃ। সর্ব্বাত্মকস্যাগ্নের্হবিস্তাদৃশং মনুষ্যেণ কথং গ্রহীতুং শক্যমিতি সবিত্রানুজ্ঞাতোঽশ্বি-বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামীত্যর্থঃ। কিঞ্চ সত্যং দেবা অনৃতং মনুষ্যা। ইতি শ্রুতেঃ। (১।১।২।১৭) দেবানাং সত্যরূপত্বাত্তদনুস্মৃতিপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলপর্য্যবসায়িত্বাৎ সত্যং ভবতি। দেবতাস্মৃত্যভাবেতু মনুষ্যাণামনৃতরূপত্বাৎ তৎকৃতমনুষ্ঠানং নিষ্ফলত্বাদনৃতং ভবতীতি দেবতাস্মরণমিত্যাভিপ্রায়ঃ। হবির্গৃহ্ণন্তমধ্বর্য্যুং দেবতাঃ সেবন্তে মম নাম গ্রহীষ্যতীতি। অনামগ্রহং হবিষি গৃহীতে তাসাং মিথঃ কলহো ভবেদিদং মদর্থং গৃহীতমিতি। তৎকলহ-নিবৃত্ত্যর্থমগ্নয়ে জুষ্টমগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টমিতি দেবতানির্দ্দেশপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১০॥

• . •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—:•:—

দশম কণ্ডিকার এই মন্ত্রত্রিতয় আধ্যাত্মিক অতি উচ্চভাবপূর্ণ। ভগবানকে কি উপায়ে মানুষ প্রাপ্ত হইতে পারে? জপ তপ পূজা আরাধনা কর্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কর্ম্মের মধ্যেই দেবভাবের অধিষ্ঠান চাই। এ মন্ত্রে বিশদভাবে সেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ দেখিতে পাই, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

আমি যে কর্ম্ম করিব, আমি যে জপতপপূজারাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সে কর্ম্মের নিয়োগকর্ত্তা কে হইবেন? অজ্ঞানতা হইলে চলিবে না, অসদ্বুদ্ধির প্রেরণায় পরিচালিত হইলে চলিবে না। সেই জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব যদি আমায় প্রেরণা দেন, তবেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু-কার্য্যে সংসারের অনেককে ব্রতী করিতে পারি; আমার এই বাহুদ্বয় সে কার্য্যের প্রধান সহায় হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে তো চলিবে না! যাহাকে তাহাকে অধ্বর্য্যু-কার্য্যে ব্রতী করিলে তো আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হইবার নহে! মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'তোমার বাহুযুগল যেন দেবাধ্বর্য্যু অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের ন্যায় হয়; আর তোমার হস্তদ্বয় যেন দেবভাগভাগী পুষদেবতার হস্তদ্বয়ের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।' অর্থাৎ, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে,—'আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে তো যাহার তাহার প্রেরণা নহে! সে যে সবিতৃদেবের প্রেরণা! আর আমার এই বাহুদ্বয় বা করদ্বয় যে কার্য্য করিতেছে, তাহা তো আমার কার্য্য নহে! সে যে দেবতার কার্য্য—দেবতা করাইতেছেন।' এই ভাবের ভাবুক হইয়া, এই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া, যখন আমি বলিতে পারিব,—'হে আমার হবি! হে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমাকে ভগবৎপূজায় উৎসৃষ্ট করিতেছি;' তখনই আমার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে,—কর্ম্ম সফল হইবে। কণ্ডিকার মন্ত্রত্রিতয় সেই সর্ব্বসমর্পণ-ভাবের দ্যোতনা করিতেছে।

ফলতঃ, কর্ম্মমাত্রেই দেবতার অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; আলোকই আলোককে প্রকাশ করে। দেবগণ সত্যস্বরূপ। দেবতাকে পাইতে হইলে, দেবত্ব লাভ করিতে হইলে, দেবতার সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হয়। দেবতা অবিনশ্বর। অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পাইতে হইলে, তাই অবিনশ্বর দেবভাবেরই আবশ্যক হয়। আমাদিগের অমৃত বিনশ্বর দেহাদিরূপ ভাবনায় অবিনশ্বর পরমতত্ত্ব অধিগত হয় না। এ মন্ত্র সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন যে উচ্চভাবপূর্ণ মন্ত্র, ইহার প্রচলিত অর্থ এই যে, যাজ্ঞিক যেন কতকগুলি ধান্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—সবিতৃ-দেবের প্রেরণায়, অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলে এবং পূষা-দেবতার হস্ত-দ্বারা, হে ধান্যসমূহ, তোমাদিগকে আমি

গ্রহণ করিতেছি।' এই বলিয়া এক এক মুষ্টি ধান্য গ্রহণ-পূর্ব্বক যথাক্রমে অগ্নিকে এবং অগ্নি ও সোমদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি, তোমার জন্য এই ধান্যমুষ্টি গ্রহণ করিলাম; এবং হে অগ্নি ও সোম, তোমাদের জন্য এই ধান্যমুষ্টি গ্রহণ করিলাম।' ইত্যাদি। এই কি মন্ত্রের অর্থ! (১অঃ—১০কঃ—১-৩মঃ)।

— * —

একাদশ কণ্ডিকা।

(একাদশ কণ্ডিকা। মন্ত্রপঞ্চাত্মিকা।)

(১) ভূতায় ত্বা নারাতয়ে। (২) স্বরভিবিখ্যেষং।

(৩) দৃꣳহন্তাং দুর্য্যাঃ পৃথিব্যাং। (৪) উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বেমি।

(৫) পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়াম্যদিত্যা উপস্থেঽগ্নে হব্যꣳরক্ষ॥ ১১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে হবিঃ (মম অন্তর্নিহিতশুদ্ধসত্ত্বভাব)! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ভূতায়' (বিশ্বসেবায়) 'নারাতয়ে' (ন অরাতয়ে, অদানায়, ন চ আত্মসুখকামনায়ৈ) উৎসর্গয়ামি। বিশ্বহিতসঙ্কল্পেন ন চ আত্মসুখকামনয়া ভগবদারাধনাং করোমি ইতি ভাবঃ। ১।

২। হে হবিঃ! ত্বয়ি অপি 'স্বরভিঃ' (স্বর্গবরূপৈর্যজ্ঞৈঃ, জ্ঞানসূর্য্যৈঃ) 'বিখ্যেষং' (পশ্যেয়ং)। সদ্বৃত্তিং শুদ্ধসত্ত্বভাবঞ্চ জ্ঞানং স্বর্গস্বরূপং বা। ২।

৩। হে হবিঃ! তৎপ্রভাবেণ 'পৃথিব্যাং' (বর্ত্তমানাঃ, জননমরণধর্ম্মশীলাঃ) 'দুর্য্যাঃ' (নবদ্বারবিশিষ্টা দেহরূপা গৃহাঃ) 'দৃংহন্তাং' (দৃঢ়া ভবন্তু, ভগবৎকার্য্যসাধনে সামর্থ্যযুক্তা ভবন্তু)। নরজন্ম সংসারপ্রলোভনমধ্যগতং। তস্মাৎ মম হৃদয়ং দৃঢ়ং ভবতু। ৩।

৪। হে দেব! 'উরু' (বিস্তীর্ণং) 'অন্তরিক্ষং' (সময়ং, অবকাশং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'এমি' (গচ্ছামি)। হে দেব! যেন সদৈব বয়ং রিপুশত্রুনাশসমর্থা ভবেম, অনুকম্পাপ্রদর্শনেন তৎ কুরু ইতি ভাবঃ। ৪।

৫। হে হবিঃ! 'অদিত্যা' 'উপস্থে' (মাতরি অঙ্কে, সুপ্তং বালং স্থাপয়তি তদ্বৎ ইতি শেষঃ) ইব 'পৃথিব্যা নাভৌ' (ভূম্যা অঙ্কে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সাদয়ামি' (প্রতিষ্ঠাপয়ামি)। হে অগ্নে! (হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব)! তৎ 'হব্যং' (আহবনীয়ং, মম হৃদগতশুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'রক্ষ' (পালয়, তৎসম্বন্ধিবাধকমপসারয়)। ত্বং হি বিশ্বরূপ ইতি মত্বা মমানুরাগং অস্মিন্ জগতি সংন্যস্তং করোমি। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! মম সদ্ভাবং সংরক্ষ ইতি শেষঃ। ৫।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-পাঁচটীর প্রথম তিনটী এবং শেষ মন্ত্রটীর প্রথমাংশ হবির সম্বোধন-মূলক। চতুর্থ মন্ত্র এবং পঞ্চম মন্ত্রের শেষাংশ দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।)

১। হে হবিঃ (আমার অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব)! তোমাকে বিশ্বসেবায় উৎসর্গ করিতেছি; আত্মসুখকামনায় আমি অনুপ্রাণিত নহি।

২। হে হবিঃ! তোমার মধ্যেই স্বর্গস্বরূপ যজ্ঞ বা জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেব পরিদৃশ্যমান্। সদ্‌বৃত্তি ও শুদ্ধ-সত্ত্বভাবই জ্ঞানস্বরূপ স্বর্গরূপ।

৩। হে হবিঃ! তোমার প্রভাবে (যেন) এই পার্থিব জনন-মরণধর্ম্মশীল নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ গৃহের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ, আমি যেন ভগবৎকার্য্যসাধনে সামর্থ্যযুক্ত হই।

৪। হে দেব! আমি যেন বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে (কালকে) অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। অর্থাৎ,—আপনি আমার রিপু-শত্রু-সকল নাশের শক্তি আমায় প্রদান করুন।

৫। হে হবিঃ! মাতৃক্রোড়ে যেমন শিশু স্থাপিত হয়, আমি সেইরূপ তোমাকে পৃথিবীর অঙ্কে স্থাপিত করিয়াছি। অর্থাৎ,—আমার সর্ব্বপ্রকার সচ্চিন্তা-সদ্ভাব ইহসংসারেই ন্যস্ত হইয়াছে। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমার হব্য (হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব, জীবপ্রেমে, লোকানুরাগের মধ্য দিয়া) আপনি সংরক্ষণ করুন।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ভূতায় ত্বেতি শেষাভিমর্শনমিতি। হে ব্রীহিশেষ শকটাবস্থিত ভূতায় ভবনায় যাগান্তরাণাং ব্রাহ্মণভোজনস্য চ পুনরপি সম্ভাবায় ত্বা সম্পরিশেষয়ামীতি শেষঃ। ন অরাতয়ে অদানায় শেষয়ামি॥ (কা০ ২৩২৪) স্বরিতি প্রাঙীক্ষত ইতি। অহং স্বরভিবিখ্যেয় যজ্ঞং পশ্যেয়ং। যজ্ঞো বৈ স্বরহর্দেবাঃ সূর্য্য ইতি শ্রুতেঃ (১।.।২ ২৩) যজ্ঞ-দিবস-দেব-সূর্য্যাঃ স্বঃ শব্দেনোচ্যন্তে। স্বর্গহেতুত্বাদপি স্বঃ-শব্দেন যজ্ঞঃ। খ্যা প্রকথনে অভিবিখ্যেয়মভিতো বিশেষেণ খ্যাপয়েয়ং পশ্যেয়মিত্যর্থঃ। অনেন মন্ত্রেণ প্রাঙ্মুখো যজ্ঞভূমিং বীক্ষতে। (কা০ ২।৩।২৫) দৃংহন্তামিত্যবরোহতীতি। পৃথিব্যাং বর্ত্তমানা দুর্য্যা গৃহা দৃংহন্তাং দৃঢ়া ভবন্তু। অনেন মন্ত্রেণ শকটাদবরোহেৎ। দুরো দ্বারাণ্যর্হন্তীতি দুর্য্যা গৃহাঃ। হবির্গৃহীযোক্তয়োঃ অধ্বর্য্বোর্গার্হপত্যেন গৃহক্লোশসম্ভাবাত্তে সোহনেন মন্ত্রেণ বার্য্যতে। (কা০ ২।৩।২৬) গচ্ছত্যুর্ব্বন্তরীক্ষমিতি ব্যাখ্যাতঃ॥ (কা০ ২।৩।২৭) প্রপণস্য পশ্চাৎ সাদয়তি পৃথিব্যাস্ত্বেতি। হে হবিঃ পৃথিব্যা নাভৌ মধ্যে

ত্বাং সাদয়ামি স্থাপয়ামি। উক্তৈব ব্যাখ্যানং। অদিত্যা উপস্থ ইতি। উপস্থেংকে যথা সুপ্রজ্ঞ বালং পুত্রং মাতা বাকে স্থাপয়তি। এবমিদং হবিরদিত্যা উপস্থে ভূম্যা অঙ্কে সাদয়ামি। হে অগ্নে তব সমীপে স্থাপতমিদং হব্যং ত্বং রক্ষ। সুগুং পুত্রমিব বাধকেভ্যঃ পালয়॥ ১১॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— * ——

ভাষ্যকারগণের মতে এই কণ্ডিকার মন্ত্রপঞ্চকে ব্রীহিশেষ (ধান্যগুলিকে) লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং শকট হইতে অবতরণকালে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইতেছে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে ব্রীহিশেষ! তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য গ্রহণ করিতেছি; সঞ্চয়ের জন্য লইতেছি না।' এতদনুসারে ইহাই প্রথম মন্ত্রের অর্থ। দ্বিতীয় মন্ত্র, শকট হইতে অবতরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে উচ্চারিত হইয়াছিল,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে,—'আমি আমার শকট হইতে স্বর্গস্বরূপ যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রে শকট হইতে অবতরণকালে যাজ্ঞিক যেন বলিতেছেন,—'আমার এই যজ্ঞগৃহ শকটখানি যেন দৃঢ় হয়; অর্থাৎ,-শকটখানি ভাঙ্গিয়া গেলে, আমি ভূপতিত হইব,-যজ্ঞ নষ্ট হইবে।' চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ,—'অবতরণকালে যেন কোনও বাধা-বিপ্রত্তি না ঘটে।' পঞ্চম মন্ত্রে ধান্যগুলিকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় তোমাদিগকে যত্নে আমি পৃথিবীতে রক্ষা করিতেছি;' অর্থাৎ,—শকট হইতে অবতরণ করাইতেছি। উপসংহারে বলা হইয়াছে,—'অগ্নিদেব! তুমি এই ধান্যগুলিকে রক্ষা কর।' বলা বাহুল্য, এ পর্য্যন্ত মন্ত্রের এই অর্থই চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা বলি,—ব্যবহারিক কার্য্যে যে ভাবেই মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রার্থ ঐরূপ নহে। মন্ত্র বিশ্বজনীন সদ্ভাবপূর্ণ। প্রথম মন্ত্রে হবিঃ-স্বরূপ আপনার অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমায় বিশ্ব-সেবায় নিনিযুক্ত করিতেছি। ভগবদারাধনায় বিশ্বহিতসাধন ভিন্ন আত্মসুখ-কামনা আমার অন্তরে আদৌ জাগরুক নহে। হে হবিঃ! তোমার মধ্যেই স্বর্গরূপ যজ্ঞ—জ্ঞানস্বরূপ মুক্তি—প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সদ্বৃত্তি সদ্ভাবের মধ্যেই স্বর্গাদি অবস্থিতি করিতেছে। হে হবিঃ! তোমারই প্রভাবে পার্থিব আমার এই দেহরূপ গৃহ যেন ভগবৎকার্য্যসাধনে দৃঢ় ও সামর্থ্যযুক্ত হয়।' প্রথম তিনটী মন্ত্র হবিঃ-সম্বোধন-মূলক প্রোক্ত ভাবসূচক। চতুর্থ মন্ত্রে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমায় শত্রুনাশ-সামর্থ্য দেও। আমার রিপুশত্রুগণ সৎকর্ম্মে আমাকে নিয়ত বিঘ্ন প্রদান করিতেছে। আপনার অনুকম্পায় তাহারা যেন বিদূরিত হয়।' পঞ্চম মন্ত্র যুগপৎ হবিঃসম্বোধন ও দেব-সম্বোধন ব্যক্ত করিতেছে। উহার ভাবার্থ এই যে,—'আমার সদ্বৃত্তি-নিচয় পৃথিবীতে আসক্ত হইয়া আছে। তুমি বিশ্বনাথ বিশ্বরূপে বিরাজমান আছ। এই জানিয়া, আমার যেন লোকানুরাগ বৃদ্ধি পায়,—আমি যেন জীবের প্রতি সমদর্শন-শক্তি লাভ করি। জননীর

ক্রোড়ে শিশুর আশ্রয়ের ন্যায় আমার সদ্ভাব-নিবহ যেন পৃথিবীর ক্রোড়েই আশ্রয় পায়। হে জ্ঞানদাতা দেব! আপনি আমায় সেই সামর্থ্য প্রদান করুন। আমি যেন এই ভাবের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রাপ্ত হই,—এই বিশ্বের মধ্য দিয়াই বিশ্বনাথ যেন আমার প্রত্যক্ষীভূত হন।' আমরা মনে করি,—ইহাই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ। (১ অঃ—১১কঃ—১-৫ মঃ)।

—*—

দ্বাদশ কণ্ডিকা।

(দ্বাদশ কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রিতয়াত্মিকা।)

(১) পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। (২) সবিতুর্বঃ প্রসবহউৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(৩) দেবীরাপোঽঅগ্রেগুবোঽঅগ্রেপুবোঽগ্রঽইমমদ্য যজ্ঞং নয়তাগ্রে যজ্ঞপতিং সুধাতুং যজ্ঞপতিং দেবয়ুবং ॥ ১২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে কর্ম্মণী! যুবাং 'পবিত্রে' (পবিত্রভাবাপন্নে, সদ্ভাবসমন্বিতে সতী) 'বৈষ্ণব্যৌ' (বৈষ্ণবে, ভগবৎসম্বন্ধযুতে) 'স্থঃ' (ভবথঃ)। অস্মাকং সদসদ্রূপে কর্ম্মণী সদ্ভাবসম্পন্নে ভগবৎসম্বন্ধযুতে চ ভবতাম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

২। হে কর্ম্মণী! সবিতুঃ (প্রেরকস্য, জ্ঞানপ্রদস্য দেবস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি, অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ছিদ্রশূন্যেন, দোষরাহিত্যেন) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন বায়ুরূপেণ) 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য জ্যোতির্নিবহৈঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'উৎপুনামি, (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রং করোমি)। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মিনাং শুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। তয়োঃ প্রভাবেণ মম সদসৎকর্ম্ম পবিত্রমস্তু ইত্যেবং প্রার্থনা।

৩। 'অগ্রেগুবঃ' (নিম্নদেশপ্রাপ্তগমনশীলাঃ) 'অগ্রেপুবঃ' (অগ্রে পুনন্তি ইতি অগ্রেপুবঃ, অপহতিনিবারণেন শোধনশীলাঃ) দেবীঃ (দ্যোতমানাত্মিকাঃ) 'আপঃ' (জলদেবতাঃ) যূয়ং 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে) 'ইমং' (ইদানীং, প্রবর্ত্তমানং) 'যজ্ঞং' (যাগাদি কর্ম্ম) 'অগ্রে' (পুরতঃ, ত্বরয়া ইতি যাবৎ) 'নিয়ত' (প্রবর্ত্তয়ত, নির্ব্বিঘ্নং সম্পাদয়ত); কিঞ্চ 'সুধাতুং'

(সুচরিতং) 'যজ্ঞপতিং' (যাজ্ঞিকং, কর্ম্মানুষ্ঠাতারং) 'অগ্রে' (পুরতঃ, ভগবৎসন্নিকর্ষে ইতি যাবৎ) নয়তেত্যনুবর্ত্ততে; তথা 'দেবযুবং' (দেবসম্বন্ধযুক্তং) 'যজ্ঞপতিং' (যজ্ঞ-সুপালয়িতারং, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং) অগ্রে নয়তেত্যনুবর্ত্ততে। হে দেব! অস্মান্ সচ্চরিত্রান্ দেবভাবাপন্নান্ কৃত্বা ভগবৎসান্নিধ্যং প্রাপয় ইতি প্রার্থনা॥ ১২॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম দুইটী মন্ত্রকে সদসৎ আপনার কর্ম্মদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া আত্মোদ্বোধন-সূচক মনে করা যাইতে পারে। তৃতীয় মন্ত্রটী আপঃ-দেবতার সম্বোধনমূলক।]

১। হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম্ম! তোমরা পবিত্রভাবাপন্ন ও ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হও। আমাদের সদসৎ উভয়বিধ কর্ম্ম পবিত্র ও ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হউক।

২। হে আমার সৎ ও অসৎ কর্ম্ম! তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় (অনুকম্পায়) ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর। বায়ু ও সূর্য্যরশ্মি শুদ্ধিসম্পাদক। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের সদসৎ উভয় কর্ম্ম পবিত্র হউক,—ইহাই প্রার্থনা।

৩। নিম্নদেশ প্রতি গমনশীলা, আপদ্বিনিবারণে শোধনকারিকা, স্তোত্রমানাত্মিকা হে জলদেবতা! আপনারা অদ্য এই যাগাদি কর্ম্মকে সত্বর নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া দেন। সুচরিত যাজ্ঞিককে ভগবৎ-সন্নিকর্ষলাভে সমর্থ করুন; দেবসম্বন্ধযুক্ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতাকে দেব-সন্নিকর্ষে লইয়া যাউন। ভাবার্থ এই যে,—আমরা যেন সচ্চরিত্র দেবভাবাপন্ন হইয়া ভগবৎসান্নিধ্যলাভে সমর্থ হই॥ ১২॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৩।৩২) কুশৌ সমাবপ্রশীর্ণাগ্রাবনন্তর্গর্ভৌ কুশৈশ্ছিনত্তি পবিত্রে স্থ ইতি ত্রীহৈস্তি॥ বৈষ্ণবে ইতি প্রাপ্তে ব্যত্যয়া বহুলমিতি। (পা০ ৩।১।৮৫)। স্ত্রীত্বং। হে পবিত্রে শোধকে কুশদ্বয়রূপে যুবাং বৈষ্ণবে যজ্ঞসম্বন্ধিনী স্থঃ ভবথঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুর্যজ্ঞিয়ে স্থ ইতি শ্রুতেঃ। (১।১।৩।১।)॥ (কা০ ২।৩।৩৩) হবিগ্রহণ্যামপঃ কৃত্বা তাভ্যামুৎপুনাতি সবিতুর্ব্বইতীতি॥ সবিতুঃ প্রেরকস্য প্রসবে প্রেরণে সতি হে আপো বো যুষ্মানুৎপুনামি। কেন? অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ ছিদ্রহীনেন শোধকেন বায়ুরূপেণ। যো বা অয়ং পবত এষোঽচ্ছিদ্রং পবিত্রমিতি শ্রুতেঃ (১।১।৩৬) সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ শুদ্ধিহেতুভিরুৎপুনামীতি সম্বন্ধঃ। বায়োঃ সূর্য্যরশ্মীনাং

ত্ত · পাকপ্রক্ষালনাদ্যাপহতভূমিশুদ্ধিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং। (কা০ ২।৩।৩৫) সব্যে কৃত্বা দক্ষিণেনোৎপবয়তি দেবোবাপ ইতীতি। উৎপূতাভিরদ্ভিঃ পূরিতামগ্নিহোত্রহবনীং সব্য-হস্তে স্থাপয়িত্বা মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ দক্ষিণহস্তেনোর্দ্ধং চালয়েদিতি সূত্রার্থঃ। মন্ত্রার্থস্তু হে দেবীঃ আপঃ দ্যোতনাত্মিকা আপো যূয়মস্মিন্ দিনে ইমমিদানীং প্রবর্ত্তমানং যজ্ঞমগ্রে নয়ত পুরতঃ প্রবর্ত্তয়ত নির্ব্বিঘ্নং সমাপয়ত। কিম্ভূতা আপঃ। অগ্রেগুবঃ অগ্রে গচ্ছন্তীত্যগ্রেগুবঃ পুরতো নিম্নদেশং প্রতি গমনশীলাঃ। তথা অগ্রেপুবঃ অগ্রে পুনন্ত্যগ্রেপুবঃ অগ্রে যস্মিন্ পূর্ব্বভাগে গচ্ছন্তি তস্মিন্নপহতিনিবারণেন শোধনশীলাঃ। যদ্বাগ্রে পিবন্তীত্যগ্রেপুবঃ প্রথম-সোমরসস্য পানকর্ত্র্যঃ। গমেঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ে গমঃ কাবিত্যনুনাসিক-লোপে (পা০ ৬।৪।৪০) পুনাতেঃ পিবতের্ব্বা কৌ উঙ্গমাদীনামিত্যুকারঃ (পা০ ক০ ৬৪৪০ স্না০)। কিং চ যজ্ঞপতিং যজমানমপ্যে নয়তেত্যনুবর্ত্ততে। ফলভোগায় প্রেরয়ত। কথম্ভূতং ? সুধাতুং সুষ্ঠু দক্ষিণাদিনা দধাতি যজ্ঞং পুষ্ণাতীতি সুধাতুস্তং যজ্ঞস্য পতিং পালয়িতারং। একো যজ্ঞপতি-শব্দো যোগেন ব্যাখ্যেয় একো রূঢ্যা। তথা দেবযুবং। যুমিশ্রণে। দেবাংস্তৌতি যজ্ঞাদিনা মিশ্রীকরোতি দেবযুস্তং। ক্বিপ্। অমিতামাগমশাসনমিতি তুগভাবঃ। যদ্বা দেবান্ কাময়তে ইতি দেবযুস্তং। ইদম্যুরিদং কাময়মান ইতি যাস্কোক্তেঃ (নিরু০ ৬।৩১) সুপ আত্মনঃ ক্যজিতি কাচ্ (পা০ ৩।১।৮) ক্যচি চেতীত্বে (পা০ ৬।৪।৩৩) প্রাপ্তে ন ছন্দস্য পুত্রস্যেতি (পা০ ৩ ৪।৩৫) ঈত্যাভাবঃ। অশাধস্যাদিতি। (পা০ ৭।৪।৩৭)। অশাধয়ো-রেবাথবিধানাদকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োরিতি (পা০ ৭।৪।২৫) প্রাপ্তো দীর্ঘো ন ভবতি। ততঃ ক্যাচ্ছন্দসীতি (পা০ ৩।২ ১৭)। উ প্রত্যয়ঃ। দেবয়ুংশব্দস্যামি পরেঽমি পূর্ব্ব ইতি (পা০ ৬।১।১০৭)। প্রাপ্তস্য পূর্ব্বরূপস্য বা ছন্দসীতি (পা০ ৬।১।১০৬) বিকল্পেন তস্যাদীনাং বা ইয়ঙ্ উবঙ্ভাবিত্যুবঙ্ (পা০ ক০ ৬।৪।৬৮ বা০ ১)। ১২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡ ÷ ‡—

এই মন্ত্রত্রিতয়ের প্রয়োগ প্রক্রিয়া ও সাধারণ অর্থ এই যে,—তীক্ষ্ণাগ্রভাগ কুশদ্বয়ের দ্বারা দুইটী কুশকে ছেদন করিতে হইবে। সে কুশ যেন শুষ্ক না হয়। সে হিসাবে 'পবিত্রে' শব্দে কুশকে বুঝাইয়া থাকে; 'পবিত্রে' পদ কুশদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে 'হে কুশদ্বয়! তোমরা বিষ্ণু-সম্বন্ধী হও,'—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় মন্ত্রে হবিগ্র্হণীতে (হোমের হবিঃ-বিশিষ্ট পাত্রে) জলগ্রহণ-পূর্ব্বক কুশদ্বয়ের দ্বারা জলকে মন্ত্রপূত করা হইয়াছে। ঐ মন্ত্র জলের সম্বোধন-মূলক। উহার ভাবার্থ এই যে,—'হে জল! সবিতৃ-দেবের প্রেরণায় তোমাকে এই 'পবিত্র' দ্বারা পবিত্র (মন্ত্রপূত-পরিশোধিত) করিতেছি। এই যে পবিত্র, ইহা বায়ুর ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় পবিত্রকারক।' তৃতীয় মন্ত্র, জলদেবীকে সম্বোধন করিয়া বিহিত হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে,—'হে জলদেবী! তুমি নিম্নগামিনী, শোধনবাহিকা। মন্ত্র-

স্থিতাত্মাকে তুমি (স্বর্গে) অগ্রসর করিয়া দেও।' কুশ-লইয়া এবং জল লইয়া মন্ত্র-প্রয়োগের যে পদ্ধতি আছে, তাহে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে।

এক্ষণে, আমরা মন্ত্রার্থ যেরূপভাবে আমনন করিলাম, তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন। কুশকে সম্বোধন না করিয়া, প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে আমরা আমাদের কর্ম্মকে সম্বোধন করিয়াছি। শেষ মন্ত্রের সম্বোধ্য - জল-দেবতা। সৎ ও অসৎ ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। আমরা মনে করি, সেইজন্যই দ্বিবচনের বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হইলে সর্ব্ববিধ কর্ম্মই পবিত্র হয়। যে কর্ম্মকে আমরা পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, তাহাও যদি ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হয়, তাহাও পবিত্র হইয়া আসে। আবার যে কর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, ভগবৎসম্বন্ধচ্যুত হইলে, তাহাও পাপমধ্যে গণ্য হয়। হিংসা ও অহিংসা পাপ ও পুণ্য দ্যোতক এই যে মানুষের দুই বৃত্তি, কর্ম্মানুসারে উহারা যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ দ্যোতক হইয়া থাকে। সৎসম্বন্ধ লইয়া বৃত্তির সত্তা। তোমার হিংসা-বৃত্তি যখন সৎকর্ম্মের রক্ষা-কল্পে প্রযুক্ত হইবে, সৎসংশ্রব-হেতু তাহা পুণ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে। এইরূপ; তোমার অহিংসা-বৃত্তি দ্বারা যখন অসৎকার্য্যের পরিপোষণ হইবে, তখন সেই অহিংসাও পাপ-মধ্যে গণ্য হইয়া আসিবে। মনে কর, কোনও দস্যু এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ জন্য পীড়ন করিতেছে। সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তুমি যদি তোমার অহিংসা-বৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়া দস্যুকে আক্রমণ করিতে নিরস্ত হও, তাহাতে তোমার পাপ-সঞ্চয় সম্ভাবনা নহে কি? সে ক্ষেত্রে তোমার অহিংসারই কার্য্য হিংসা-মধ্যে পরিগণিত হইবে। এইরূপ বিবিধ দৃষ্টান্তে বুঝা যায়,—পাপ ও পুণ্য, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম,—অনুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে বিপরীত-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে তাই দ্বিবিধ কর্ম্মকে লক্ষ্য করা যাইতেছে মনে করি। পুণ্য-কর্ম্মই হউক আর পাপ-কর্ম্মই হউক, সৎকর্ম্মই হউক আর অসৎকর্ম্মই হউক, উভয়ই ভগবৎসম্বন্ধযুত হউক,—ইহাই প্রার্থনার লক্ষ্য; কেন-না, তাহা হইলে কোনও কর্ম্মেই অপঘাত আসিবে না।

দ্বিতীয় মন্ত্রকে প্রথম মন্ত্রের পরিপোষক বলিয়াই মনে করিতে পারি। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'আমার কর্ম্মমাত্র যেন জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় বিনিযুক্ত হয়। তাহা হইলে সেই কর্ম্ম বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্যরশ্মির ন্যায় পাপের শোষক হইতে পারিবে। শুদ্ধি-সম্পাদন-পক্ষে বায়ুর ও সূর্য্যরশ্মির প্রভাবের অন্ত নাই। তাই উপমায় তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য—যেন আর এক স্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখানে জলদেবতার সহায়তা প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের বাক্য—'আপঃ অগ্রেগুবঃ।' জল নিম্নদেশ-প্রতি গমনশীল। জলের এই স্বাভাবিক গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'সত্য বটে, আমি নীচ, অতি নীচ। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কেন-না, আমি যে জল-দেবতার শরণাপন্ন, সেই দেবতা যে নিম্নাভিমুখী গমনশীল। সুতরাং তিনি আপনা, আপনিই আমার প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণা হইবেন। আর তিনি অগ্রেপুবঃ; অর্থাৎ,—পবিত্রকারিণী শোধনশীলা। তরলা, তিনি আপনিই আমায় পবিত্র করিয়া লইবেন।'

তিনি জ্ঞানস্বরূপিণী। তিনি আমাকে সুচরিতসম্পন্ন ও দেবসখ্যযুক্ত করিয়া ভগবৎ-সন্নিকটে পৌঁছাইয়া দেন।' আমরা মনে করি, তৃতীয় মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। প্রার্থনা এই যে, তিনি আমায় পবিত্র করুন। প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে কর্ম্মকে সৎসংযুক্ত করার পক্ষে প্রযত্ন এবং শেষ মন্ত্রে দেবতার প্রতি শরণাপন্ন হওয়ার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। (১অঃ—১২কাঃ—১-৩মঃ)।

— * —

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। ষট্‌মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) যুষ্মা ইন্দ্রোঽবৃণীত বৃত্রতূর্যে। (২) যূয়মিন্দ্রমবৃণীধ্বং বৃত্রতূর্যে।

(৩) প্রোক্ষিতা স্থ। (৪) অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।

(৫) অগ্নিষোমাভ্যাং ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। (৬) দৈব্যায় কর্ম্মণে শুন্ধধ্বং

দেবযজ্যায়ৈ যদ্বোঽশুদ্ধাঃ পরাজঘ্নুরিদং বস্তচ্ছুন্ধামি॥ ১৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১—২। হে সদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'বৃত্রতূর্যে' (শত্রুবধনিমিত্তায়, রিপুশত্রুসংহারায় ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (স ভগবান্) 'যুষ্মাঃ' (যুষ্মান্, বঃ) 'অবৃণীত' (প্রেরিতবান্); 'বৃত্রতূর্যে' (শত্রু-নিপাতায়) 'যূয়ং' (সদ্বৃত্তিনিবহাঃ) 'ইন্দ্রং' (তং ভগবন্তং) 'বৃণীধ্বং' (যুষ্মাকং পরিচালকপদে বরণং কুরুত)। আত্মশত্রুসংহারসাধনে সৎসম্বন্ধযুক্তে কর্ম্মণি অনুরক্তা ভবত ইতি ভাবঃ।

৩। হে সদসদ্বৃত্তিনিচয়াঃ! যূয়ং 'প্রোক্ষিতা' (সুসংস্কৃতাঃ, অসৎসম্বন্ধরহিতাঃ, সর্ব্বথা ভগবৎকর্ম্মনিযুক্তাঃ) 'স্থ' (ভবথ)।

৪। হে মনঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) 'প্রোক্ষামি', (সুসংস্কৃতং করোমি)।

৫। হে মনঃ 'ত্বা' (ত্বাং) 'অগ্নীষোমাভ্যাং' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং অগ্নিসোমদেবাভ্যাং) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং সৎপথানুবর্ত্তিং বা করোমি)।

৬। হে সদসদ্‌বৃত্তিনিচয়াঃ! যূয়ং 'দৈব্যায়ৈ' (দেবসম্বন্ধিন্যৈ যাগাদিসংক্রিয়ায়ৈ) 'দেবায় কর্ম্মণে' (অগ্ন্যাদিদেবতাসম্বন্ধিনে সদ্‌জ্ঞানবর্দ্ধনরূপকর্ম্মণে) 'শুন্ধধ্বং' (শুদ্ধানি ভবত)। 'অশুদ্ধাঃ' (অশুদ্ধভাবাদয়ঃ, অসৎকর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'যৎ' (যদংশং) 'পরাজঘ্নুঃ' (পরাহতং কৃতবন্তঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ইদং' (বক্ষ্যমাণং) 'তৎ' (তদংশং) 'শুন্ধামি' (শুদ্ধং করোমি) ॥ ১৩॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[মন্ত্র-কয়টি আপনার সদসদ্-বৃত্তিনিচয়কে সম্বোধন করে অথবা আপনার মনকে উদ্দেশ করিয়া তাহাদের পরিশুদ্ধিসাধনকল্পে উচ্চারিত হইয়াছে।]

(১-২) হে আমার সদ্‌বৃত্তিনিবহ! শত্রুসংহারের নিমিত্ত, রিপুশত্রু-নাশের জন্য, সেই ভগবান ইন্দ্রদেব তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; আত্মশত্রু-নিপাতের জন্য তোমরা সেই ভগবান ইন্দ্রদেবকে তোমাদের পরিচালক-পদে বরণ কর। অর্থাৎ,—আত্মশত্রুর সংহার-সাধনের জন্য সৎসম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মে অনুরক্ত হও।

(৩) হে আমার সদ্‌বৃত্তিনিবহ! তোমরা সুসংস্কৃত (সর্ব্বথা ভগবৎকর্ম্মে নিনিযুক্ত) হও।

(৪) হে আমার অন্তর! তোমাকে অগ্নিদেবের প্রীতির জন্য সুসংস্কৃত (সৎপথানুবর্ত্তী) করিতেছি।

(৫) হে আমার অন্তর! তোমাকে সেই জ্ঞানভক্তিস্বরূপ অগ্নি ও সোমদেবতার প্রীত্যর্থ সুসংস্কৃত (সৎপথানুবর্ত্তী) করিতেছি।

(৬) হে আমার সদসদ্‌বৃত্তিনিচয়! তোমরা দেবসম্বন্ধি যাগাদি সৎক্রিয়ার দ্বারা দেবাদিসম্বন্ধী সদ্‌জ্ঞান বর্দ্ধনরূপ কর্ম্ম বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হও। অসৎকর্ম্মের দ্বারা তোমাদের যে অংশ পরাহত বা অপবিত্রীকৃত হইয়াছে, আমি তোমাদের সেই অংশ (এই মন্ত্রে) পরিশুদ্ধ করিতেছি ॥ ১৩॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে আপঃ ইন্দ্রোদেবঃ বৃত্রতূর্য্যে তূর্য্যাতির্ব্বধকর্ম্মা। বৃত্রবধে নিমিত্তভূতে সতি যুষ্মাঃ যুষ্মান-বৃণীত। আকারশ্ছান্দসঃ। সহকারিত্বেন প্রার্থিতবান্; যূয়মপি বৃত্রতূর্য্যে নিমিত্তে তমিন্দ্রং বৃণীধ্বং বৃতবত্যঃ সহকারিত্বেন। (কা° ২।৩।২৬) প্রোক্ষিতাঃ স্থেতি তাসাং প্রোক্ষণমিতি। হে আপো যূয়ং প্রোক্ষিতা ভবথ। অসংস্কৃতা অন্যসংস্কারক্ষমা ন ভবন্তীতি। (কা° ২।৩।৩১।৩৮) হবিঃ শ্চায়য়ে ত্বাগ্নীষোমাভ্যাং ত্বেতি যথা দেবতমন্ত্রাদিতি। অন্যদপি হবিস্তদ্দেবতোচ্চারেণ প্রোক্ষণীয়ং।

অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। অগ্নীষোমাভ্যাং জুষ্টং ত্বা প্রোক্ষামি ॥ (কা০ ২।৩।৩২) পাত্রাণি দৈব্যায়েতি কৃষ্ণাজিনোলূখলাদীনি প্রোক্ষেৎ। হে যজ্ঞপাত্রাণি যূয়ং শুদ্ধত্বং শুদ্ধানি ভবত। কিমর্থং। দৈব্যায় কর্ম্মণে অগ্ন্যাদি দেবতাসম্বন্ধিনে কর্ম্মণে। তদেব কর্ম্ম বিশিষ্যতে। দেবযজ্যায়ৈ দেবসম্বন্ধিন্যৈ যাগক্রিয়ায়ৈ দর্শাদিকার্য্যৈ। কিঞ্চ অশুদ্ধাঃ নীচজাতয়স্তক্ষাদয়ো বো যুষ্মাকং সম্বন্ধি যদঙ্গং পরাজঘ্নুঃ পরাহতং কৃতবন্তঃ। ছেদনতক্ষণাদিকালে স্বকীয়হস্তস্পর্শরূপমশুচিত্বং চক্রুঃ। তাদিদং বো যুষ্মাকমঙ্গং শুন্ধামি। প্রোক্ষণেন শুদ্ধং করোমি ॥ ১৩ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:•:——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী কুশদ্বারা জল-উৎক্ষেপণ পক্ষে ব্যবহৃত হয়। তদনুসারে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র জলদেবীকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র হবিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক উচ্চারিত। পঞ্চম মন্ত্র উদূখল ও মুষল প্রভৃতির সম্বোধন-সূচক। ভাষ্যে এই ভাবই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন।

কুশ দ্বারা জল উৎক্ষেপণে মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তির কথা কিছুই নাই। কিন্তু মন্ত্রের অর্থ যাহা প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা হয় এই যে,—ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের সংগ্রামে ইন্দ্র জলদেবতাকে আত্মীয়-জ্ঞানে বরণ করিয়াছিলেন; জলদেবতা সে আত্মীয়তা রক্ষা করেন; মন্ত্রে তাহাই স্মরণ করান হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে, জলকে প্রোক্ষণ (বিশুদ্ধ) করা হইতেছে। জল দ্বারা অন্য সকল দ্রব্যকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, তজ্জন্য প্রথমেই জলের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। এ মন্ত্রে সেই ভাব ব্যক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র, যথাক্রমে অগ্নিদেবতার ও অগ্নিসোমদেবতার উদ্দেশে, প্রদত্ত আহবনীয় দ্রব্যকে জলপ্রক্ষেপে পবিত্র করা হইতেছে। পঞ্চম মন্ত্রে উদূখল ও মুষল প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'তোমরাও এই প্রক্ষিপ্ত জলে পবিত্র হও। কেন না, নীচজাতিরা তোমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। এই জলে তোমাদিগের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হউক।'

এক্ষণে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করি। আমাদের মনে হয়, এ সকল মন্ত্র আত্মোদ্বোধন মূলক। মন্ত্রে কখনও সদ্বৃত্তিনিচয়কে, কখনও সদসৎ উভয় বৃত্তিকে এবং কখনও বা আপন অন্তরকে আহ্বান করা হইয়াছে। মানুষের সদ্বৃত্তিনিচয়কে তাহাদের রিপুশত্রুগণকে সংহারের নিমিত্তই ভগবান প্রেরণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য,—'শত্রু সংহারের জন্য যে ভগবান আমাদিগের হৃদয়ে সদ্বৃত্তি সমূহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা যেন সেই ভগবানকেই পরিচালক-পদে বরণ করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারি। সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান যদি তোমাদের পরিচালক হন, হে সদ্বৃত্তি-নিবহ, তোমরা আত্মশত্রু সংহার-সাধনে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে।' প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের এই ব্যাখ্যাই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের লক্ষ্য,—'সদসদ্বৃত্তিনিচয়

সুসংস্কৃত হইয়া যেন ভগবৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়। মন্ত্রে উভয় বৃত্তির সম্বোধনে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র মনঃসম্বন্ধসূচক। এই দুই মন্ত্রে সাধারণভাবে আপন অন্তরকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে মন! এস, ভগবানের পূজার জন্য তোমাকে আমি সুসংস্কৃত সৎপথানুবর্ত্তী করি।' ষষ্ঠ মন্ত্র পুনরায় সদসৎবৃত্তিনিচয়ের সম্বোধনমূলক। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, দেবকার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে পারিলে, তোমরা উভয়েই শুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইবে। অতএব সৎই হও আর অসৎই হও, হে আমার উভয়-বিধ বৃত্তি, তোমরা উভয়েই ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। অশুদ্ধভাব—অসৎকর্ম্ম—তাহাতে পরাহত হইবে। তদ্দ্বারা সকলই শুদ্ধসত্ত্বভাবে পরিণত হইয়া আসিবে।' পাপ-পুণ্য সদসৎ উভয় ভাব-প্রবাহের মধ্যেই মনুষ্য ভাসমান রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য যদি ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী হয়, তাহার পাপ প্রক্ষালিত হইয়া পুণ্যজ্যোতিঃই প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। মন্ত্র বলিতেছে,—'তুমি যে অবস্থায়, যে ভাবেই উপনীত হও না কেন, ভগবৎ-সেবায় নিবিষ্টচিত্ত ও ক হও; তোমার শ্রেয়োলাভে কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না।' (১অঃ—১৩কঃ—১-৫ মঃ)

— * —

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। মন্ত্রপঞ্চাশিকা।)

(১) শর্ম্মাসি। (২) অবধূতꣳ রক্ষোঽবধূতা অরাতয়ঃ।

(৩) অদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বাদিতির্ব্বেত্তু।

(৪) অদ্রিরসি বানস্পত্যো। (৫) গ্রাবাসি পৃথুবুধ্নঃ

প্রতি ত্বাদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু॥ ১৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'শর্ম্ম' (সুখদায়কং, মঙ্গলকারণং) 'অসি' (ভবসি)। সৎসহযুতত্বাৎ ত্বং মঙ্গলকারণং ভবেতি ভাবঃ।

২। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ দুর্ব্বৃত্তিরূপঃ) 'অবধূতং' (বিকম্পিতং) ভবতি; 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'অবধূতাঃ' (পাতিতাঃ, বিতাড়ি- ভবন্তি।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং) 'অসি' (ভবসি); 'অদিতিঃ' (অনন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, অনুগৃহ্ণাতু)। মনশ্চঞ্চলতয়া অনন্তেন সহ সংস্পৃষ্টস্য বাধকং ভবতি; তস্মাৎ প্রার্থনা—অনন্তঃ ত্বাং অনুগৃহ্ণাতু॥

৪। হে মনঃ! ত্বং 'বানস্পত্যঃ' (মহাবৃক্ষস্বরূপং) 'অদ্রিঃ' (পাষাণবদ্দৃঢ়ং চ) 'অসি' (ভবসি)। বৃক্ষা যথা ফলচ্ছায়াদিদানেন সর্ব্বান্ তোষয়ন্তি, অদ্রয়ো যথা তুষারপাতবাতাভিঘাতেন দৃঢ়াস্তিষ্ঠন্তি, তথৈব ত্বং ফলদানসমর্থং দৃঢ়ঞ্চ ভব।

৫। হে মনঃ! ত্বং 'পৃথুবুধ্নঃ' (দৃঢ়মূলং, ভগবচ্চিন্তায়াং একাগ্রং সৎ) 'গ্রাবা' (দার্ঢ্যেন পাষাণসদৃশং) 'অসি' (ভবসি)। 'অদিত্যাঃ' (বহ্বাদিত্যস্বরূপঃ অনন্তরূপো ভগবান্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (অনুগৃহ্ণাতু)। হে মনঃ! সৎকার্য্যসাধনে ত্বং পাষাণবদ্দৃঢ়ং ভব; তদা অনন্তমূর্ত্তির্ভগবান্ ত্বাং অনুগ্রহীষ্যতি॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটী আপনার মনকেই সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে আমার মন! তুমি (সৎসংশ্রবযুক্ত হইয়া) মঙ্গলপ্রদ হও।

২। তাহা হইলে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু বিকম্পিত হইবে; এবং রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত (নিপাতিত) হইবে।

৩। হে আমার মন! (চঞ্চলতা প্রভৃতি হেতু) তুমি অনন্ত সহ মিলনের প্রতিবন্ধকস্থানীয় হও; সেই অনন্ত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

৪। হে আমার মন! তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় (ফলচ্ছায়াদি-দানে মর্ত্ত্যলোকের প্রীতির আস্পদ হও) এবং অদ্রিবৎ দৃঢ় (তুষারপাত ও বাতাদির অভিঘাতে অচঞ্চল) হও।

৫। হে আমার মন! তুমি দৃঢ়মূল (ভগবচ্চিন্তায় একাগ্র) এবং পাষাণ-সদৃশ দৃঢ় হও। অনন্তস্বরূপ ভগবান্ তাহা হইলে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন॥ ১৪॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৪।১) শর্ম্মাসীতি কৃষ্ণাজিনাদানমিতি। হে কৃষ্ণাজিন ত্বমুদূখলস্য ধারণার্থং শর্ম্ম সুখহেতুরসি। অজিনস্য চর্ম্মেতি মানুষং নাম শর্ম্মেতি দৈবং নাম। (কা০ ২।৪।২) অপেতা পাত্রেভ্যোঽবধূনোত্যবধূতমিতীতি। রক্ষঃ কৃষ্ণাজিনে গূঢ়মবধূতং। কৃষ্ণাজিনকম্পনেন ভূমৌ পতিতং, এবমরাতয়োঽপি পাতিতাঃ॥ (কা০ ২।৪।৩) প্রত্যাগগ্রীবে মাস্থূণাস্তৃ

দিত্যাস্ত্বগসীতি। হে কৃষ্ণাজিন যদ্যপি ত্বমদিত্যা ভূমিদেবতায়াস্ত্বগ্‌রূপমসি ততোঽদিতির্ভূমিস্ত্বা ত্বাং প্রতিবেত্তু প্রতিগৃহ্ণাতু মদীয়েয়ং ধিষণেতি বেত্তু জানাতু। পুরা যজ্ঞো দেবেষু রূঢ়ঃ কৃষ্ণমৃগস্য ভূত্বাপগতবান্ দেবা অপি তদীয়াং ত্বচমুৎক্ষিপ্য অগৃহ্ণংস্তস্মাচ্চ প্রকরণমিত্যভিপ্রায়ঃ শ্রুত্যাম্নাতঃ (১।১।৪।১)। (কা০ ২।৪।৭।৫) সব্যাংশুতে নিধায়োদূখলমদ্রিরসি গ্রাবাসীতি বা প্রতিবেত্ত্বদিতেরিতি। বিকল্পিতয়োর্ম্মন্ত্রয়োঃ প্রতিবেত্ত্বিতি শেষো যোজনীয়ঃ। হে উলূখল ত্বং যদ্যপি বানস্পত্যঃ দারুময়স্তথাপি দৃঢ়ত্বাদদ্রিরসি পাষাণোঽসি। কিম্ভূতঃ? পৃথুবুধ্নঃ স্থূলমূলঃ। মুসলঘাতোপদ্রবেণ চাঞ্চল্যরাহিত্যায় মূলস্থূলত্বং। হে উলূখল তথাবিধত্বং গ্রাবাসি দার্ঢ্যেন পাষাণসদৃশোঽসি। অদিত্যাস্ত্বক্। অধস্তাদাস্তীর্ণা কৃষ্ণাজিনরূপা ভূমের্যা ত্বগস্তি সা ত্বাং প্রতিবেত্তু স্বকীয়ত্বেন জানাতু॥ ১৪॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-পঞ্চক যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। যজ্ঞে এই মন্ত্রের প্রয়োগ-কালে কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম (কৃষ্ণাজিন) ও উদূখল প্রভৃতি দ্রব্য আবশ্যক হয়। প্রথম মন্ত্রে কৃষ্ণাজিনকে সম্বোধন করিয়া, তাহাকে আধাররূপে স্থাপনোদ্দেশে যেন বলা হইতেছে,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমিই উদূখলের প্রকৃত আধার।' দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ কৃষ্ণাজিনের ধূলা মলা প্রভৃতি অপসারণ করা হইতেছে চর্ম্মখানি ঝাড়িয়া বলা হইতেছে,—'এই চর্ম্মের ধূলি-মলা-সকল অপসারণ করিলাম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যজমানের শত্রুরাও অপসৃত হউক।' তৃতীয় মন্ত্রে ঐ কৃষ্ণাজিনকে ভূমিতে বিস্তৃত করিয়া বলা হইতেছে,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমিই পৃথিবীর ত্বক্-স্বরূপ। পৃথিবী তোমার আত্মীয়-স্থানীয়।' চতুর্থ মন্ত্রে সেই বিস্তৃত চর্ম্মের উপর উদূখলকে স্থাপন করিয়া, চতুর্থ ও পঞ্চম দুই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে উদূখল। তুমি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হইলেও প্রস্তরবৎ দৃঢ়। তুমি স্থূলমূল; সুতরাং অবঘাতেও অচঞ্চল থাক। পৃথিবীর ত্বক্‌স্বরূপ কৃষ্ণাজিনের উপর তোমায় স্থাপন করিতেছি; পৃথিবী তোমাকে আত্মীয়-ভাবে গ্রহণ করুন।' কি ভাবে কি অর্থে মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ইহাই তাহার মর্ম্ম।

অতঃপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। পূর্ব্বাপর অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা যায়,—আপনার অন্তরকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্রপঞ্চক প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্তর যদি বিশুদ্ধ হয়, নিশ্চয়ই তাহা সুখদায়ক হইতে পারে। তাই প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'মন, তুমি মঙ্গলপ্রদ সুখদায়ক হও।' দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত উহার সম্বন্ধের বিষয় আবার লক্ষ্য করুন। অন্তর সৎসংশ্রবযুক্ত হইলা, আমার সুখের হেতুভূত হইলে, আমার দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু-সকল যে বিকম্পিত হইবে এবং আমার রিপুশত্রুগণ যে নিপাতিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই ভাবই ব্যক্ত রহিয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রও ঐ দুই মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ঐ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'মন! তুমিই যেন

আমার সর্ব্বনাশের হেতুভূত! চঞ্চলতা-নিবন্ধন, অসৎপথে প্রধাবিত হওয়ার জন্য সদা ব্যগ্র বলিয়া, তুমি অন্তরের সহিত মিলিত হইতে পার না। প্রার্থনা করিতেছি,—অনন্ত তোমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হউন।' চতুর্থ মন্ত্রে মনকে জীবহিতসাধনে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং অদ্রিবৎ দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য বলা হইয়াছে,—'তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় হও। এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, মহাবৃক্ষ যেমন ফলচ্ছায়াদানে মর্ত্ত্যলোকের প্রীতির আস্পদ হইয়া আছেন, তুমিও তেমনি জীবসেবায় আত্মনিয়োগ কর। যে বৃক্ষ ফলচ্ছায়াদানে তোমাকে পরিতুষ্ট করে, তুমি অবিচলিতচিত্তে তাহার মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হও; কিন্তু তাহাতেও বৃক্ষ তোমার প্রতি কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করে না; পরন্তু রূপান্তরে তোমায় সহায়তাই করে। মন! তুমিও সেইরূপ সহিষ্ণু হও এবং প্রতিহত ও প্রপীড়িত হইয়া পরোপকার-ব্রতে আত্মসমর্পণ কর। অদ্রিবৎ দৃঢ় হইতে বলার তাৎপর্য্য এই যে, তুষারপাতে ও বাত্যাদির অভিঘাতে পর্ব্বত যেরূপ অচঞ্চল হইয়া থাকে, সংসারের নানা বিপ্লব-বিভীষিকার মধ্যে, শত্রুর নানা অত্যাচার-অবঘাতের মধ্যে, তুমিও সেইরূপ ভগবানের প্রতি অচঞ্চল ভক্তিযুত হইয়া দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহ।' পঞ্চম মন্ত্রও মনের ঐরূপ দৃঢ়ত্ব-সম্পাদনের ভাবই অধিকতর প্রস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করিতেছে। পরিশেষে বলিতেছে,—'সেইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারিলে, সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ভগবচ্চিন্তায় একাগ্রচিত্ত হইতে পারিলে, অনন্তরূপ ভগবান তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।' ।(১ অঃ—১৪ কঃ—১-৫ মঃ)।

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চদশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নেস্তনূরসি বাচো বিসর্জ্জনং দেববীতয়ে ত্বা গৃহ্ণামি।

(২) বৃহদ্গ্রাবাসি বানস্পত্যঃ। (৩) স ইদং দেবেভ্যো হবিঃ শমীষ্ব সুশমি শমীষ্ব। (৪) হবিষ্কৃদেহি হবিষ্কৃদেহি হবিষ্কৃদেহি॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'অগ্নেঃ' (অগ্নিদেবস্য, আহবনীয়স্য, জ্ঞানস্য) 'তনূঃ' (শরীরং) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বাচঃ' (শব্দস্য, মন্ত্রস্য) 'বিসর্জ্জনং' (উৎপাদকং) ভবসি; 'দেববীতয়ে' (দেবপ্রীতয়ে, ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্ণামি' (নিয়োজয়ামি)। মনো হি আহবনীয়ঃ, মনো হি মন্ত্রঃ; মনসা ভগবদনুকম্পা লভ্যতে ইতি ভাবঃ।

২। হে মনঃ! ত্বং 'বানস্পত্যঃ' (মহাবৃক্ষস্বরূপং) 'বৃহৎ' (মহৎ, মহত্ত্বাদিগুণোপেতং) 'গ্রাবা' (পাষাণবদ্দৃঢ়ং) 'অসি' (ভবসি)। মনো হি সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থং ভবতীতি ভাবঃ।

৩। হে মনঃ! 'স' ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (অগ্ন্যাদিদেবপ্রীত্যর্থং) 'ইদং' (বক্ষ্যমাণং সর্ব্ববিধং) 'হবিঃ' (আহবনীয়ং) 'শমীষ্ব' (সুষ্ঠুভাবেন প্রদানং কুরুষ্ব, হবির্দ্দানেন সাফল্যং কর্তুং সমর্থঃ, তর্হি দেবসেবায়াং নিযুক্তো ভব ইত্যর্থঃ)।

৪। হে মনঃ! ত্বং হি 'হবিষ্কৃতং' (হবির্দ্দানসমর্থং), 'এহি' (আগচ্ছ, দেবপূজার্থং নিযুক্তং ভব ইতি ভাবঃ)। মনঃসম্বন্ধাতিরেকাৎ উপায়ান্তরাভাবাৎ দার্ঢ্যসম্পাদনত্বাৎ উক্তিত্রয়ং প্রযুক্তং ইতি শেষঃ। ১৫।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে মন। তুমিই জ্ঞানের (অগ্নিদেবের বা আহবনীয়ের) দেহস্বরূপ; তুমিই বাক্যের বা মন্ত্রের উৎপাদক বা উচ্চারণকারী; দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমি তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি।

২। হে মন। তুমি মহাবৃক্ষস্বরূপ, তুমি মহত্ত্বাদিগুণোপেত, তুমি পাষাণবৎ দৃঢ়; অর্থাৎ, তুমিই সর্ব্বকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ।

৩। হে মন। সেই যে তুমি, দেবগণের প্রীতির জন্য সর্ব্ববিধ আহবনীয়-রূপে সুষ্ঠুভাবে দেবসেবায় নিযুক্ত হও।

৪। হে মন। তুমিই হবির্দ্দানসমর্থ। এস, দেবতার অর্চ্চনায় নিযুক্ত হও ॥ ১৫ ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৪।৬) হবিরারবত্যাগ্নেস্তনূরসীতীতি। হে হবিঃ ত্বমগ্নেরাহবনীয়স্য তনূঃ শরীরমসি। যতস্তত্র ক্ষিপ্তং হবির্নীয়ভবতি। অতো হবিরগ্নেস্তনূঃ। কিন্তুতং হবিঃ বাচো বিসর্জ্জনং অপাং প্রণয়নকালে নিয়মিতায়া যজমানবাচো হবিরাবপনকালে বিসর্গো ভবতি। তস্মাদিদং হবির্ব্বাচো বিসর্জ্জনং। অতো দেববীতয়ে দেবানাং তর্পণায় ত্বা ত্বাং গৃহ্লামি আবপামি ইত্যর্থঃ॥ (কা০ ২।৪।১১) বৃহদ্গ্রাবেতি হে মুসলমাদত্ত ইতি। হে মুসল ত্বং যদ্যপি বানস্পত্যো দারুময়স্তথাপি গ্রাবাসি দার্ঢ্যেন পাষাণসদৃশোঽসি তথা দীর্ঘত্বেন বৃহন্মহানসি॥ (কা০ ২।৪।১২) স ইদামত্যবদধাতীতীতি। হে মুসল ত্বং দেবেভ্যোঽগ্ন্যাদিদেবোপকারার্থমিদং হবি ব্রীহিরূপং শমীষ্ব শময়। তক্ষণবিরোধিতুষাপনয়নেন শান্তং কুরু। তদেব পদস্য ব্যাখ্যানং। সুশামি শমীষ্ব সুষ্ঠু শান্তং যথা ভবতি তথা শমীষ্ব শময়। শমু উপশমে বাহুলকেন শপো লুক্। তুরুস্তুশম্যমঃ সার্ব্বধাতুক ইতীডাগমঃ (পা০ ৭।৩।৩৫)। শাম্বির্ব্বিধা। বাহুঃ

তুষাপনয়নাদাপ্তাঃ। সা প্রথমাবঘাতেন স্যাৎ। অন্তঃস্থিত মালিন্যাপনয়নাদন্তা। সাকণী কর্ষণেন ভবতি। তং দ্বিবিধং তণ্ডুলসংস্কারং কুর্ব্বিতার্থঃ। (কা০ ২।৪।১৩) হবিষ্কৃদেহীতি ত্রিরাহ্বয়তীতি। যজমানঃ পত্নী বাগ্যো বা যো ব্রীহীনবহন্তি স সম্বোধ্যাহ্বয়তে,-হে হবিষ্কৃৎ হবিঃ করোতীতি হবিষ্কৃৎ এহি অত্রাগচ্ছ। ত্রিবারমুক্তমর্থং দেবা মন্ত্র ইতি ত্রিরাহ্বানং ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—‡ + ‡—

যজ্ঞে এই কণ্ডিকার মন্ত্র চতুষ্টয় যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। উদূখল ও মুষল সমীপে কতকগুলি ধান্য আনয়ন করিয়া তাহার কিয়দংশ উদূখলে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রে ধান্যকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ধান্য! অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলেই তুমি অগ্নির আকার-বৃদ্ধিকারক হও; অতএব তুমিই অগ্নির শরীর। দেবতৃপ্তির জন্য তোমাকে উদূখলে নিক্ষেপ করিতেছি। যজমান, তুমি মৌনভাব ত্যাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ কর।' * মুষলকে ধারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণে বলা হইতেছে,—'হে মুষল! কাষ্ঠনির্ম্মিত হইয়াও তুমি দৃঢ়; যেহেতু, তুমি গুঁড়িকাষ্ঠে উৎপন্ন হইয়াছ। দৃঢ়তাহেতু তোমায় শিলার ন্যায় বোধ হয়; তাই তোমাকে দেবকার্য্যে নিয়োগ করিতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রও ঐ মুষলের সম্বোধনেই প্রযুক্ত। ভাবার্থ—'তুমি দেবতার প্রীতির জন্য ধান্যগুলির তুষ নিষ্কাষণ কর; তণ্ডুল যেন ভাল হয়।' চতুর্থ মন্ত্রে, যাজ্ঞিক বা তাঁহার পত্নী যেন অপরাপর আত্মীয়জনকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—'কে হবিঃ দান করিবে?-কে হবিঃ দান করিবে?-কে হবিঃ দান করিবে? এস—এস—এস।'

আমরা মনে করি, এ কণ্ডিকার মন্ত্রচতুষ্টয়ও আত্মোদ্বোধনমূলক। মনই এখানকার সম্বোধ্য। মনই যে জ্ঞানের বা দেবতার আধার বা শরীর, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে। দেবতার আর কোথায় থাকিবে? জ্ঞানের স্থান আর কোথায়? আহবনীয় দ্রব্যই বা অন্য আর কি হইতে পারে? আমরা তাই মনে করি, মনকেই বলা হইতেছে,—'মন! তুমি জ্ঞানের ভদ্রস্থানীয় আধার স্বরূপ হও। মন্ত্রের উৎপাদকই বা সেই তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে? তুমি যদি মন্ত্র অনুধ্যান না কর; তুমি যদি যথাযথ মন্ত্রোচ্চারণে প্রবৃত্ত না হও; তাহা হইলে মন্ত্রের ফল কিরূপে প্রাপ্ত হইব?' তাই বলা হইয়াছে,—'মন, তুমিই মন্ত্রের (শব্দের) উৎপাদক। দেবতার প্রীতি জন্য কাহাকে আমি নিয়োজিত করিব? আমার হস্ত পদ জিহ্বা ত্বক যাহা কিছু আমার বলিতে আছে, সে সকলই তো তোমার অধীন! আমি তাই কামনা করিতেছি, সেই যে তুমি আমার মন, তুমি ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও। তুমি ভগবৎকার্য্যে উৎসৃষ্ট হইলে, ভগবানের অনুকম্পা অবশ্যই প্রাপ্ত হইব।' প্রথম মন্ত্রের

---

* টীকাকারগণ বলেন,—'ষষ্ঠ কাণ্ডকার প্রথম মন্ত্র প্রয়োগকালে যজমান মৌনভাব অবলম্বন করেন। এখানে তাঁহার সেই মৌনভাব পরিত্যক্ত হইল।

ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় মন্ত্রে মনের স্বরূপ স্মরণ করান হইতেছে ; বলা হইতেছে,—'তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় মহত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট হইতে পার ; আবার তুমি সৎকার্য্যসাধনে পাষাণবৎ দৃঢ় হইতে পার। হে মন! তোমার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে। তুমি মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রীতিভূত হও ; আর কর্ত্তব্য-পালনে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর।' তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'সেই যে তুমি, যে মনের এতাদৃশী শক্তি সেই যে তুমি, হে আমার মন! দেবতাদিগের প্রীতির জন্য সুষ্ঠুভাবে হবিঃ প্রদান কর ; অর্থাৎ—দেবসেবায় আত্মনিয়োগ কর।' চতুর্থ মন্ত্রে মনকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে মন! তুমিই একমাত্র হবির্দ্দানসমর্থ। দেবপূজায় একমাত্র তোমারই সামর্থ্য আছে! তাই ডাকিতেছি,—এস, তুমি এস ;—তুমি ভগবৎকার্য্যে নিযুক্ত হও।' (১ অঃ—১৫ কঃ—১-৪ মঃ)।

—— ১ ——

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(ষোড়শ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) কুক্কুটোঽসি মধুজিহ্ব ইষমূর্জ্জমাবদ ত্বয়া বয়ꣳ সংঘাতꣳ-সংঘাতং জেষ্ম। (২) বর্ষবৃদ্ধমসি। (৩) প্রতি ত্বা বর্ষবৃদ্ধং বেত্তু।

(৪) পরাপূতꣳ রক্ষঃ পরাপূতা অরাতয়ঃ। (৫) অপহতꣳ রক্ষঃ।

(৬) বায়ুর্বো বিবিনক্তু। (৭) দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণি

প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা॥ ১৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'কুক্কুটঃ' (কঠোরভাষি, অসদ্বৃত্তিরূপাশুরত্রাসকারকং) 'মধুজিহ্বঃ' (মধুরভাষি, সদ্বৃত্তিপোষকঞ্চ) 'অসি' (ভবসি) ; 'ইষমূর্জ্জং' (ইষে ত্বা ঊর্জ্জে ত্বা ইতি মন্ত্রদ্বয়ং) 'আবদ' (উচ্চারয়) ; অন্নং রসং প্রাণং চ যথা সমাগচ্ছতি, তথা মন্ত্রং উচ্চারয়েতি

ভাবঃ। 'বয়া' (তৎসাহায্যেন) 'বয়ং' (শ্রেয়ঃকামিনঃ) 'সংঘাতং-সংঘাতং' (পুনঃপুনঃ আঘাতং কুর্ব্বন্ত, অসদ্বৃত্তিসমূহান প্রতিরুদ্ধান্ ইতি ভাবঃ) 'জেষ্ম' (জয়েম, তৎসর্ব্বান্ অপসারয়াম, জয়যুক্তা ভবেম)।

২। হে মনঃ! ত্বং 'বর্ষবৃদ্ধং' (অভীষ্টবর্ষণহেতুভূতং) 'অসি' (ভবসি)।

৩। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ষবৃদ্ধং' (অভীষ্টপূরণহেতুকং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু ভগবানিতি শেষঃ)। তৎকার্য্যেণ ভগবান ত্বাং অনুগৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ।

৪। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'পরাপূতং' (নিরাকৃতং) ভবতি; 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'পরাপূতা' (নিরাকৃতাঃ) ভবন্তি।

৫। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ) 'অপহতং' (দূরেৎপনীয় মারিতং) ভবতি।

৬। হে অন্তরস্থাঃ অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মান) অস্মাকং অন্তরং 'বায়ুঃ' (বায়ুদেবঃ, বিচ্ছিন্নকারকঃ, বায়ুপ্রবাহরূপেণ স দেবঃ) 'বিবিনক্তু' (পৃথক্ করোতু, যুষ্মান্ দূরীকৃত্য অস্মাকং অন্তরং পবিত্রং করোতু)।

৭। হে অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'হিরণ্যপাণিঃ' (মঙ্গলরূপস্বর্ণধারণকারী) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (কলঙ্করহিতেন) 'পাণিনা' (হস্তেন) 'বঃ' (যুষ্মান) 'প্রতিগৃহ্লাতু' (প্রতিগ্রহণং করোতু, অস্মাকমন্তরাৎ অসদ্বৃত্তিনিবহান্ অপসারয়তু)। (১অঃ ১৬কঃ—১৭মঃ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম পাঁচটী মন্ত্র মনঃ-সম্বন্ধে এবং শেষ দুইটী মন্ত্র অসদ্বৃত্তিসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।]

১। হে আমার মন! তুমি অসৎবৃত্তিরূপ অসুরদিগের রোদনকারক (পাপপক্ষে কঠোরভাষী), এবং সৎবৃত্তির পোষক (অর্থাৎ সৎসম্বন্ধে মধুরভাষী) হও। 'ইমে ত্বা' 'ঊর্জ্জে ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণে প্রার্থনা কর। (অর্থাৎ অমরণপ্রাপ্ত যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পার, তদুপযোগী মন্ত্রাদি উচ্চারণ কর)। তোমার সাহায্যে, শ্রেয়কামী আমরা, অসদ্বৃত্তি-সমূহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হইব।

২। হে মন! তুমি আমাদিগের অভীষ্ট-বর্ষণের (ইষ্ট-সিদ্ধির) হেতুভূত হও।

৩। হে মন! তোমাকে অভীষ্ট-পূরণের হেতুভূত বলিয়া ভগবান্ (যেন) জানিতে পারেন। অর্থাৎ,—তোমার কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হউন।

৪। তাহা হইলে, দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু দূরীকৃত হইবে, আর রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত বিমর্দ্দিত হইবে।

৫। তাহা হইলে, শত্রু দূরে অপসৃত ও নিহত হইবে।

৬। হে অন্তরস্থ অসদ্বৃত্তিনিবহ! সেই বিচ্ছিন্নকারক বায়ুদেব (প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া) তোমাদিগকে আমাদিগের অন্তর হইতে পৃথক করিয়া দেন।

৭। হে অসদ্বৃত্তি সমূহ! সেই মঙ্গলরূপ সুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা দ্যোতমান্ সবিতৃদেব তাঁহার কলঙ্করহিত হস্তের দ্বারা তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন; অর্থাৎ,—আমাদের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসৃত করুন। (১অঃ—১৬কঃ—১-৭মঃ)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কাঃ ২।৪।১৫) আহন্ত্যাক্তোদৃষদুপলে কুক্কুটোঽসীতি ত্রিঃ শম্যায়া বিদ্ধ্যদং সকৃদুপলামিতি॥ হে শম্যারূপ যজ্ঞায়ুধবিশেষ ত্বং কুক্কুটোঽসি অসুরাণাং, মধুজিহ্বকশ্চাসি দেবানাং। অসুরাঃ ক কেতি তান্ হন্তুমিচ্ছন্নবোহটাত সর্ব্বত্র সঞ্চরতি স কুক্কুটঃ। যদ্বা কুকং কুৎসিতশব্দং কুটতি তনোতীতি কুক্কুটঃ। যদ্বা কুক্কুটাখ্যপক্ষিবদ্ধ্বানবিশেষমসুরভীত্যর্থং তনোতীতি কুক্কুট ইত্যুপচর্য্যতে। মধুজিহ্বকনামা কশ্চিদ্দেবানাং ভৃত্যঃ। মধুর্ম্মধুরভাষিণী জিহ্বা যস্য তদ্রূপ হে যজ্ঞায়ুধত্বমসুরান্ পরাভবন্ যজমানস্য ইষমূর্জ্জং চাবদ। অন্নং রসঞ্চ যথা সমাগচ্ছতি তথা শব্দং কুরু। তব শব্দেনাসুরেষু পরাভূতেষু তদীয়মন্নং রসং চ যজমানঃ প্রাপ্নোতি। ততস্ত্বয়া কৃত্বা বয়ং সঙ্ঘাতং সঙ্ঘাতং জেষ্ম অসুরৈঃ সহ ক্রিয়মাণং তং তং সংগ্রামং জেষ্ম জয়েম কদাচিদপি পরাজয়োঽস্মাকং মাস্ত্বিত্যর্থঃ। সম্যক্ হন্যন্তেঽসুরাঃ যত্রেতি সংঘাতো যুদ্ধং। মনো রাজ একো বৃষভ আসীত্তস্মিন্নসুরঘ্নী বাক্ স্থিতা তস্মিন্ শব্দং কুর্ব্বতি তং শ্রুত্বৈবাসুরা ম্রিয়ন্তে। ততঃ কিলাতাকুলীনামানাবসুরযাজকৌ মনুং গত্বা তেনৈব দত্তেনাজয়তামৃষভে হতে সা বাগ্ মনোর্জ্জায়াং প্রবিষ্টা তৌ পুনস্তত্রাপি মনুমযাজয়তাং। ততঃ সা বাগ্ যজ্ঞপাত্রাণি প্রবিষ্টৈতাসুরপরাভবায় তদ্বাক্প্রকটনার্থং শম্যয়া দৃষদুপলহননমিতি শ্রুত্যাক্তোঽভিপ্রায়ঃ (১।১।৪।১৪)॥ (কা০ ২।৪।১৬) বর্ষবৃদ্ধমসীতি শূর্পমাদত্ত ইতি। হে শূর্প ত্বং বর্ষবৃদ্ধমসি বর্ষেণ বৃষ্ট্যা তদুৎপন্নজলেন বৃদ্ধং বর্ষবৃদ্ধং। বর্ষবৃদ্ধবেণুশলাকানির্ম্মিতত্বাৎ শূর্পস্য বর্ষবৃদ্ধত্বং। (কা০ ২।৪।১৭) প্রতিত্বেতি হবিরুদ্বপতীতি। হে হবিঃ বর্ষবৃদ্ধং শূর্পং ত্বা ত্বাং প্রতিবেত্তু স্বকীয়ত্বেন জানাতু ব্রীহিশূর্পয়োর্ব্বর্ষবৃদ্ধত্বাদ্ভ্রাতৃত্বং। (কা০ ২।৪।১৮) পরাপূতমিতি নিষ্পুনাতীতি। রক্ষঃ পরাপূতং নিরাকৃতং শূর্পেণ তুষেষু পরাপূতেষু তদগতং রক্ষোঽপি তৈঃ সহ ভূমৌ পাতিতং। অরাতয়ঃ হবিঃ প্রাতিকূল্যা আদাতুমিচ্ছন্তঃ

পরপূতাঃ নিরাকৃতাঃ ॥ (কা০ ২।৪।১৩) অপহতমিতি তুষাগ্নিরস্তীতি। রক্ষঃ অপহতং তুষৈঃপর্ণীয় মারিতং। ভূমৌ পতিতান দূরে নিঃসারয়েৎ। (কা০ ২।৪।২০) বায়ুর্ব্ব ইতি বিবিনক্তীতি। হে তণ্ডুলা বায়ুঃ শূর্পচালনোত্থো বো যুষ্মান্ বিবিনক্তু তুষকণেভ্যঃ পৃথক্‌করোতু॥ (কা০ ২।৪।২১) দেবো ব ইতি পাত্র্যামোপ্যাভিমন্ত্রয়তইতি। হে তণ্ডুলাঃ সবিতা দেবো বো যুষ্মানচ্ছিদ্রেণ পাণিনা অঙ্গুলিবিশ্লেষহীনেন হস্তেন প্রতিগৃহ্ণাতু স্বীকরোতু হুগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি হস্য ভঃ (পা০ ক০ ৮।২।৩২ বা০ ১) পাত্রে প্রক্ষেপসময়ে ভূমৌ পতনং মাভূদিতি সবিতৃগ্রহণং প্রার্থতে। কিম্ভূতঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ হিরণ্যযুক্তো অঙ্গুলীয়াদ্যাভরণযুক্তো পাণী যস্য স হিরণ্যপাণিঃ। যদ্বা দৈত্যৈঃ প্রাশিত্রপ্রহারেণ ছিন্নৌ সবিতুঃ পাণী দেবৈঃহিরন্ময়ৌ কৃতাবিতিসবিতুর্হিরণ্যপাণিত্বমিতি বহ্বৃচশ্রুতৌ কথা। ১৬।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি বহু উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট আছে বলিয়া কথিত হয়। 'শম্যা' নামক যজ্ঞীয় আয়ুধকে, শূর্পকে এবং তণ্ডুলাদিকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাই প্রচলিত ভাষ্য-সমূহের অভিপ্রায়। প্রথম মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে ঋত্বিক 'শম্যা' আয়ুধের দ্বারা দুই বার দৃষতে (শিলে) এবং একবার উপলখণ্ডে (নোড়ায়) আঘাত করিবেন। তার পর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিবেন,—'হে অস্ত্র! তোমার স্বর কর্কশ হইলেও, সে স্বর আমাদের পক্ষে মধুরভাষী; যেহেতু, তোমার কঠোর শব্দে অরাতি নিহত হয়। তোমার সাহায্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে অন্নজল বৃদ্ধি পায়, যজ্ঞকারী সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হয়।' দৃষতে ও উপলে শম্যার আঘাতে যে শব্দ উত্থিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ঐ উপলক্ষে ঐ মন্ত্র পাঠের ফল-দ্যোতক যে উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে; যথা,—দেবাসুরের যুদ্ধকালে মনুর এক বৃষভ দেবগণের সহায় হইয়াছিল। সেই বৃষভের স্বর অসুর-নাশে মন্ত্রের কার্য্য করিত। যুদ্ধকালে সেই বৃষভের গভীর নিনাদ অসুরকুল-ধ্বংসের কারণ হইত। অসুরেরা তজ্জন্য সেই বৃষভ-বধে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। তাহারা ছদ্মবেশে মনুর নিকট আসিয়া গো-মেদ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মনুকে প্রলুব্ধ করে। যজ্ঞে সেই বৃষভকে বলিদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেবগণের কৌশলে মন্ত্র নষ্ট হয় না। মনুপত্নী সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হন; তাঁহার স্বরই অসুর-বধের কার্য্য করে। অসুরেরা তখন মনুপত্নীকে হনন করে। কিন্তু তাহাতেও মন্ত্র লোপ পায় না বা মন্ত্র অসুর-হস্তগত হয় না। তখন শম্যারূপ আয়ুধে গিয়া সেই মন্ত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই হইতে যজ্ঞকালে দৃষৎ ও উপলের উপর শম্যা আয়ুধের আঘাতবিধি ব্যবস্থিত হয়। সেই আঘাতের শব্দে অসুরগণ বিনষ্ট হইতে থাকে। এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই মন্ত্রটীর অবতারণা।

দ্বিতীয় মন্ত্রে শূর্প (কুলা) গ্রহণ করিয়া বলা হয়,—'তুমি বর্ষবৃদ্ধ অর্থাৎ বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশ-শলাকায় বিনির্ম্মিত।' ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ। তৃতীয় মন্ত্রে উদূখলের

মধ্যস্থিত তুষসংযুত তণ্ডুলগুলিকে শূর্পে গ্রহণ করিয়া বলা হয়,—'হে তণ্ডুলসকল! তোমরা বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ; শূর্পও সেইরূপ বৃষ্টির জলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বংশখণ্ডে নির্ম্মিত; সুতরাং তোমরা উভয়েই আত্মীয়। আত্মীয়ভাবে তোমরা পরস্পর মিলিত হও।' ইহাই তৃতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। চতুর্থ মন্ত্রে যেন কুলাকে নাড়িয়া তুষ উড়ান হইতেছে। এ মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, ঝাড়নে তণ্ডুল হইতে তুষাদি অপসৃত হইল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে অরাতিদলও বিদূরিত হইল। পঞ্চম মন্ত্রে তণ্ডুলে কঙ্কড়াদি (কাঁকড়) অপসৃত হইতেছে। মন্ত্রের অর্থ—'হবির সকল অন্তরায় দূর হইল।' ষষ্ঠ মন্ত্রে তণ্ডুলকণা ও ধূলি প্রভৃতি উড়াইয়া দিয়া যেন বলা হইতেছে,—'শূর্পচালনজনিত বায়ু তণ্ডুলকে পরিষ্কার করুন।' সপ্তম মন্ত্র অচ্ছিদ্র অঞ্জলি দ্বারা শূর্প হইতে পাত্রান্তরে তণ্ডুল-গ্রহণ-মূলক। ঐ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে,—'হিরণ্যপাণি সবিতাদেবতা তণ্ডুল-সকলকে অচ্ছিদ্র অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া পাত্রান্তরে রক্ষা করুন।' সবিতাদেবতাকে কেন হিরণ্যপাণি বলা হয়, তাহারও একটী উপাখ্যান আছে। ঋগ্বেদে হিরণ্যপাণি শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে সে আখ্যান প্রকাশ করিয়াছি। সে আখ্যায়িকা এই যে,—দেবাসুরের যুদ্ধের সময় অসুরগণের প্রাশিত্র নামক অস্ত্রের আঘাতে সবিতৃদেবতার পাণিদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। দেবগণ তাঁহার হিরণ্ময় হস্ত প্রস্তুত করিয়া দেন। সেই হইতেই সবিতাদেবতা হিরণ্যপাণি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাই হইল ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যার ও টীকার মর্ম্মার্থ। বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের।

আমরা মনে করি, এই সাতটী মন্ত্রের প্রথম মন্ত্রপঞ্চক মনঃ-সম্বোধন-সূচক এবং শেষ মন্ত্রদ্বয় অসদ্বৃত্তি সমূহের সম্বোধনমূলক। মন্ত্র-কয়েকটীর পূর্ব্বাপর কিরূপ সামঞ্জস্য আছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম মন্ত্রে 'শম্যা' রূপ আয়ুধকে সম্বোধন করিবার কোনই কারণ আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই না। 'শম্যা' (কীলক—চক্রর মাল্‌সা স্থাপনের জন্য লৌহদণ্ডত্রয়), দৃষৎ (শিল) ও উপল (নোড়া) প্রভৃতির সম্বন্ধ-সূচনাই বা মর্ম্মার্থে কি প্রয়োজন? শিল ও নোড়ার উপরে 'শম্যা' আয়ুধেরই বা আঘাত করার কি তাৎপর্য্য? বৃষের উপাখ্যানই বা কেন টানিয়া আনি? মন্ত্রের অর্থ—বিশ্বজনীন;—সর্ব্বকালে সমভাবে প্রযুজ্য। মন্ত্রে 'কুক্কুটোঽসি মধুজিহ্বঃ' শব্দদ্বয় আছে। ঐ শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে কঠোরভাষী ও মধুরভাষী অর্থ উপলব্ধ হয়। তদনুসারে অসদ্বৃত্তিনিচয়ের প্রতি কঠোরভাষী (অর্থাৎ অসদ্বৃত্তির ত্রাসকারক) এবং সদ্বৃত্তির প্রতি মধুরভাষী (অর্থাৎ সদ্বৃত্তির পোষক) এই অর্থই সঙ্গত হয়। মন্ত্রে মনকে বলা হইতেছে,—'মন! তুমি অসদ্বৃত্তির প্রতি কঠোর হও এবং সদ্বৃত্তির প্রতি অনুরক্ত রহ।' "ইষমূর্জ্জমাবদ" বাক্যে ভগবানের নিকট শক্তি প্রাণ ও অভীষ্ট-পূরণের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'শম্যা' নামক আয়ুধের নিকট সে প্রার্থনা কখনই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 'ইষে ত্বা' 'ঊর্জ্জে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয় (যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র) সেখানে শাখাকে এবং এখানে আয়ুধকে (অস্ত্রকে) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করায় বিসদৃশ-ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু এই মন্ত্রদ্বয় সেই একেরই (ইষ্টদেবের) সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যদি স্বীকার করি, তাহা হইলে কোথাও বিসদৃশ ভাব আসিতে পারে না। আমরা প্রথমে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানে সেই অর্থই সঙ্গত

বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মন্ত্রের শেষাংশের ভাব এই যে,—'মন! তুমি যদি অসদ্বৃত্তি-সমূহকে দূরীভূত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও এবং সদ্বৃত্তি-সমূহকে আবাহন করিয়া আনিতে পার; আর যদি তুমি ভগবানের নিকট একান্তচিত্তে বল প্রাণ ও অভীষ্ট-পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতে পার, তোমার সাহায্যেই আমরা ভগবদ্যুক্ত হইতে পারিব।'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও প্রথম মন্ত্রেরই পরিপোষক। 'মন! তুমি ভগবানের প্রতি অচঞ্চল হইলে, তোমার দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইবে; তাহাতে তোমার কর্ম্ম দ্বারাই তোমার ইষ্ট সাধিত হইবে। দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু তখন আপনিই দূরীভূত হইবে।' ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্র, অসদ্বৃত্তিসমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। লক্ষ্য—ভগবানের প্রতি। 'বায়ু-প্রবাহে যেমন ধূলামলা ভস্মরাশি বিদূরিত হয়, সেইভাবে ভগবান তোমাদিগকে বিদূরিত করুন।' পাপপুণ্য সকলই তিনি, ইষ্টানিষ্ট সকলই তিনি। সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভিন্ন এ সংসারে অন্য আর কিছুই নাই। শেষ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ তাই—'সেই ভগবান আমার অসদ্বৃত্তিসমূহকে পুনর্গ্রহণ করুন,—তাহারা আর যেন আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া আমার অনিষ্টসাধক না হয়। আমি যেন সৎ হইয়া সত্যের সঙ্গে মিশিতে পারি।' যেখানে যে ভাবেই এ মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এইরূপই মনে করিতে হইবে। একই মন্ত্রের কেন দুই অর্থ করিতে যাই? (১অঃ—১৬কঃ—১-৭মঃ)।

—— * ——

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(সপ্তদশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ধৃষ্টিরসি। (২) অপাগ্নেঽগ্নিমামাদং জহি নিষ্ক্রব্যাদং সেধ।

(৩) আ দেবযজং বহ। (৪) ধ্রুবমসি পৃথিবীং দৃংহ ব্রহ্মবনি

ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায়॥ ১৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'ধৃষ্টিঃ' (প্রগল্ভং, চঞ্চলং) 'অসি' (ভবসি, সদৈব ইতি যাবৎ)॥ তচ্চাঞ্চল্যং পরিহারয় ইতি ভাবঃ।

২। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব।) ত্বং 'আমাদং অগ্নিং' (অপক্বং জ্ঞানং, বিভ্রমং ইতি যাবৎ) 'অপ জহি' (বিদূরয়), 'ক্রব্যাদং' (দাহকং, রাক্ষসং, শত্রুং চ) 'নিঃ সেধ'

(দূরে পরিত্যজ, নিঃশেষয় ইতি যাবৎ)। দাহকঃ অজ্ঞানরূপো বা যঃ অগ্নিঃ সদা প্রত্যক্ষীভূতো ভবতি, সন সেবনীয়ঃ ; জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বসিদ্ধিকারক ইতি ভাবঃ।

৩। হে মনঃ! 'দেবযজং' (দেবযজনরূপং, দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিং ইতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপয়)। যদ্বা হে অগ্নে! 'দেবযজং' (দেবভাবসাধকং জ্ঞানাগ্নিরূপেণ ইতি যাবৎ)। 'আ বহ' (সর্ব্বতোভাবেন অস্মাকং অন্তরদেশে প্রবাহমানো ভাব)। যং প্রভাবেন দেবভাবং উপজায়তে, তমগ্নিং আরাধয় ইতি ভাবঃ।

৪। হে মনঃ! ত্বং ধ্রুবং (স্থিরং, একাগ্রং) 'অসি' (ভবসি) ; 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং, সদ্বৃত্তিমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু) ; 'ব্রহ্মবনি' (ব্রহ্মণভাবাপন্নং' সত্ত্বগুণোপেতং) 'ক্ষত্রবনি' (ক্ষত্রভাবাপন্নং, রাজোগুণোপেতং) 'সজাতবনি' (বৈশ্যভাবাপন্নং, তমোগুণান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ভ্রাতৃব্যস্য' (শত্রোরন্তরস্য, পাপ্মনো, রিপুশত্রোরিতি যাবৎ) 'বধায়' (হিংসার্থং, নিঃশেষেণ নাশার্থং) 'উপদধামি' (স্থাপয়ামি, পরমাত্মনি নিবেশয়ামি)। (১অঃ—১৭কঃ—১-৪ম)।

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকায় মন্ত্র-চতুষ্টয় আপনার অন্তরকে এবং অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে মন! তুমি স্বতঃই চঞ্চল হইয়া আছ। চাঞ্চল্য পরিহার কর।

২। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! তুমি অপক্ক জ্ঞান (বিভ্রম) বিদূরিত কর। দুষ্টজ্ঞান বা পাপবুদ্ধিরূপ দহন-জ্বালাপ্রদ শত্রুকে নিঃশেষ কর। ভাবার্থ এই যে,—দাহক বা অজ্ঞানরূপ যে অগ্নি সদা প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদনুসরণে বিরত হও ; জ্ঞানাগ্নিই সর্ব্বসিদ্ধিকারক।

৩। হে মন! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর। অথবা, হে অগ্নিদেব! দেবভাবসাধক জ্ঞানাগ্নিরূপে সর্ব্বতোভাবে আপনি আমাদের অন্তরদেশে নিযুক্ত হউন।

৪। হে মন! তুমি একাগ্র হও। তোমার সদ্বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর। ব্রহ্মবনি ক্ষত্রবনি সজাতবান—সত্ত্বরজস্তমোগুণাধার তুমি ; রিপুশত্রুনাশের জন্য পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট হও। (১অঃ—১৭কঃ—১-৪মঃ)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা) মূলতঃ শাখাং পরিবাস্যোপবেষং করোতীতি। (১।২।২৬) ধৃষ্টিরসীত্যুপবেষমাদায়েতি চ। পলাশশাখায়া মূলদেশেচ্ছিন্নঃ কাষ্ঠভাগ উপবেষস্তমাদত্তে। হে উপবেষ

ত্বং ধৃষ্টিরসি প্রগল্‌ভোঽসি। ক্রিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে তীব্রাঙ্গারানামিতস্ততশ্চালনে প্রভুত্বাদস্য প্রাগল্‌ভ্যং। (কা০ ২।৪।২৬) অপাগ্ন ইত্যঙ্গারান্ প্রাচঃ করোতীতি। তত্র ত্রয়োঽগ্নয় সন্তি। এক আমাৎ। আমমপক্বমত্তীত্যামাল্লৌকিকোঽগ্নিঃ। দ্বিতীয়ঃ ক্রব্যাৎ শবদাহে ক্রব্যং মাংসমত্তীতি ক্রব্যাৎ চিতাগ্নিঃ তৃতীয়া যাগযোগ্যঃ। তথাবিধাংস্ত্রীনঙ্গারান গার্হপত্যাৎ প্রাগ্‌ভাগে পৃথক্‌কৃত্য তেষাং মধ্যে যাগযোগ্যাভাহীনৌ যাবগ্নী আমাৎ-ক্রব্যাৎসংজ্ঞৌ ত্যাজয়িতুং গার্হপত্যং প্রত্যুচ্যতে। হে অগ্নে হে গার্হপত্য আমাদমগ্নিমপজহি পরিত্যজ। ব্যবহিতাশ্চেতি (পা০ ১।৪।৮২) ক্রিয়াপদোপসর্গয়োর্ব্যবধানং। তথা ক্রব্যাদমগ্নিং নিঃসেধ নিঃশেষং দূরে গময় পরিত্যজেত্যর্থঃ। (কা০ ২।৪।৭) আ দেবযজমিত্যঙ্গারমাহরত্যেতি। হে গার্হপত্য দেবযজং দেবানাং যোগ্যং তৃতীয়মঙ্গারমাবহ সমীপমানয়। দেবাইজ্যন্তে যস্মিন্নসৌ দেবযাট্‌ তং দেবযজং। (কা০ ২।৪।২৭) কপালেনাবচ্ছাদয়তি ধ্রুবমসীতীতি। দেবযজমঙ্গারং কপালেনাচ্ছাদয়েৎ। হে কপাল ত্বং ধ্রুবমসি স্থিরং ভবসি। অঙ্গারোপরি বর্ত্তমানমপীতস্ততো ন পতসি, পৃথিবীং ভূমিং দৃংহ দৃঢ়ীকুরু। পুরোডাশপাকসময়ে ত্বৎকর্তব্য-বধানেন ভূমের্দ্দাঢ়্যক্বতং শৈথিল্যং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। কিংচ ত্বামুপদধামি অঙ্গারে স্থাপয়ামি। কিমর্থং? ভ্রাতৃব্যস্য শত্রোরস্মরস্য পাপ্মনো বা বধায় হিংসার্থং। ব্যন সপত্নে (পা০ ৪।১।১৪৫) ইত্যাদ্যাদাত্তথাৎ ভ্রাতৃব্য শব্দঃ শত্রুবাচী। কিম্ভূতং ত্বাং। ব্রহ্মবনি বন বন সম্ভক্তৌ ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণেন বন্যতে পুরোডাশনিষ্পত্ত্যর্থং স্বীক্রিয়তে ইতি ব্রহ্মবনি। তথা ক্ষত্রবনি সজাতবনীতি পদদ্বয়ং যোজ্যং। সজাতাঃ সমানকুলে জাতাঃ যজমানস্য জ্ঞাতয়ঃ তৈর্বন্যত ইতি। ১৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

এই সপ্তদশ কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী যে অর্থে যে ভাবে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, প্রথমে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। পলাশ-শাখার একটী স্থূলভাগকে ('উপবেশ' বলে) গ্রহণ করিয়া প্রথম মন্ত্রে বলা হয়,—'হে উপবেশ! তুমি প্রগল্‌ভ হইয়াছ।' ঐ কাষ্ঠখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গারকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে পারে; তাই তাহাকে 'ধৃষ্টিঃ' বা প্রগল্‌ভ বলা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র, আমাৎ ও ক্রব্যাৎ অগ্নি দূরীকরণোদ্দেশে এবং দেবযজ (যজ্ঞীয় অগ্নি) লাভের সঙ্কল্প প্রযুক্ত হয়। 'আমাৎ' অগ্নি বলিলে অপক্ব বা ভক্ষবস্তু-প্রস্তুতকারী অগ্নিকে কহে; এবং 'ক্রব্যাৎ' বলিতে মাংসদাহক চিতার অগ্নিকে বুঝায়। তদনুসারে ঐ দুই মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব! আপনি আমাৎ ও ক্রব্যাৎ অগ্নিকে দূরে রাখিয়া দেবযজন অর্থাৎ যজ্ঞীয় অগ্নিকে প্রতিষ্ঠা করুন।' এই বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করা হয়; এবং তাহার তিনটি কীলকের উপর একটী কপাল (মালসা) স্থাপন করা হয়। অবশেষে চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়,—'হে মাল্‌সা! তুমি বিচলিত হইও না।' যেখানে তুমি আছ, সেই পৃথিবী (ভূমি) দৃঢ় হউক। আর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই দ্বিজাতিগণ তোমাতে হবিঃ

পুরোডাশ প্রস্তুত করুন। তদ্বিষয়ে যোগ্য তোমাকে আমি তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি।' ফলতঃ, চরু-প্রস্তুতের জন্য অগ্নির উপর মালসা স্থাপন করাই যেন এই মন্ত্রের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য।

আমরা সে ব্যবহারিক কার্য্যের বিষয় কিছু বলিতেছি না। একই মন্ত্র যে নানা কার্য্যে নানা সময় ব্যবহৃত হয়, তদ্দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কি শাক্তের, কি শৈবের, কি বৈষ্ণবের — সকলের সকল প্রকার পূজা-ব্যাপারের প্রথমেই 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' মন্ত্র কর্ম্মের বিশুদ্ধি-সম্পাদন-উদ্দেশে প্রযুক্ত হইতে দেখি। কিন্তু মন্ত্র সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থ-জ্ঞাপক। এইরূপ, এই কণ্ডিকার মন্ত্র যেমন 'কপাল'-স্থাপনে প্রযুক্ত দেখি, তেমনই অপর বিবিধ কার্য্যেও উহাদের প্রয়োগ আছে। সুতরাং উপবেশকে বা কপালকে সম্বোধন মাত্র উহার লক্ষ্য নহে। উহার লক্ষ্য—এক সার্ব্বজনীন ভাব-মূলক। মনে করুন—"ভগবন্! রক্ষা করুন"—এই একটী বাক্য। জলে ডুবিবার সময়ও মানুষ এই বলিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, আগুনে পুড়িবার সময়ও মানুষ এই বলিয়াই তাঁহার করুণা-প্রার্থনা করিতে পারে। এ সকল মন্ত্রেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। মন্ত্র সকল নিত্য। সুতরাং উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্রই সম্ভবপর। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্র-কয়েকটীর সম্বোধন—উপবেশ ও কপাল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। উহাদের সম্বোধ্য—প্রধানতঃ আপন অন্তর এবং জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব। চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক চিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠ হউক, অজ্ঞানতা দূরে যাউক,—প্রধানতঃ ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। 'আমাৎ অগ্নি ও ক্রব্যাৎ অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া দেবযজ অগ্নিকে আবাহন কর',—এই মন্ত্রার্থে কি ভাব উপলব্ধ হয়? এখানে অনেক কথা মনে আসিতে পারে। জ্ঞানের নানা স্তর। জ্ঞান বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। অপরিণত অপরিপক্ব যে জ্ঞান, তাহার এক ফল; আবার, অসৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত দুর্ব্বুদ্ধিরূপ যে জ্ঞান, তাহার ফল আর একরূপ। 'আমাৎ' আর 'ক্রব্যাৎ' পদদ্বয়ে দুই দিকের দুই জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে। প্রথম রূপ জ্ঞান—একদেশব্যাপক বা অস্ফুট জ্ঞান; দ্বিতীয় রূপ জ্ঞান—বিপরীত-মার্গানুসারী। সুতরাং উভয়ই পরিণাম-ক্লেশপ্রদ। প্রথম, আমাৎ জ্ঞানসম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায়। আলোক দেখিয়া শিশু তাহা ধরিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু আলোকে হস্ত স্পর্শ করিলেই তাহাকে দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা তাহার 'আমাৎ' বা অপক্ব জ্ঞান। আলোক যে আলোক, তাহা সত্য। কিন্তু উহা যে আবার অগ্নি-রূপে দাহকারক, সে জ্ঞান তাহার নাই। আলোককে আলোক বলিয়া—গ্রহণীয় সামগ্রী বলিয়া—সে বুঝিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার দাহিকা-শক্তির বিষয় সে কিছুই বুঝে নাই। তাই তাহার অগ্নি বা জ্ঞান 'আমাৎ'। এইরূপ 'ক্রব্যাৎ' অগ্নির বা জ্ঞানের বিষয় বুঝিয়া দেখুন। দস্যু বা নরহন্তা আপনার দস্যুতা বা হত্যা-কার্য্য সাধনের জন্য কতই বুদ্ধির চালনা করে। সে তাহার দুষ্ট-জ্ঞান বা পাপ-বুদ্ধি। তাহাকেই 'ক্রব্যাৎ' অগ্নি বলা যাইতে পারে। সে অগ্নি—সত্যই দেহদাহকারক; সে অগ্নি সত্যই আপনার অস্থি-চর্ম্ম-মেদ-মাংসকে দগ্ধ করে। তার পর বুঝুন—দেবযজ অগ্নি! দেবযজন রূপ অগ্নি বা জ্ঞান যে পরম হিতসাধক, তাহা স্বতঃই সপ্রমাণ হয়। দেবযজ জ্ঞান, দেবসম্বন্ধী জ্ঞান—সেই তো সত্য জ্ঞান! সেখানেই তো অগ্নির—প্রকৃত আলোকের—স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রের তাই লক্ষ্য এই যে—'হে আমার অন্তর! তুমি দেব-

সম্বন্ধী জ্ঞানই লাভের জন্য প্রাণস্থপর হয়।' অন্য যে সব জ্ঞান—সে কেবল অজ্ঞানতা বা ভ্রান্ত-জ্ঞান মাত্র। দেব-যজন-রূপ জ্ঞানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেই প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হয়।

অতঃপর চতুর্থ মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। তাহাতে প্রতীত হইবে, পর-পর মন্ত্রগুলি সকলই পরস্পর কেমন এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন ভাবই সকলের অন্তরে বিদ্যমান। মন যদি স্থির হয়, গুণত্রয়ের আধার-স্থান যদি দৃঢ় হয়, তাহা হইলে গুণসাম্যে রিপুশত্রু আপনিই বিমর্দ্দিত হইতে পারে। মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া পরমাত্মায় ন্যস্ত করিতে পারিলে, সকল বিপদ দূরীভূত হয়। এই মন্ত্রের লক্ষ্য - 'মন! তিন গুণেরই আধার-স্থান তুমি! শত্রুজয়ের জন্য তোমায় আমি ভগবানে ন্যস্ত করিতেছি' * (১অঃ ১৭কঃ ১-৪মঃ)।

—— * ——

অষ্টাদশ কণ্ডিকা।

(অষ্টাদশ কাণ্ডিকা। ষণ্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নে ব্রহ্ম গৃভ্ণীষ্ব। (২) ধরুণমস্যন্তরিক্ষং দৃꣳহ ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায়। (৩) ধর্ত্রমসি দিবং দৃꣳহ ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি সজাতবন্যুপদধামি ভ্রাতৃব্যস্য বধায়। (৪) বিশ্বাভ্যস্ত্বাশাভ্য উপদধামি। (৫) চিত স্থোর্দ্ধ্বচিতঃ। (৬) ভৃগূণামঙ্গিরসাং তপসা তপ্যধ্বম্ ॥ ১৮ ॥

* ব্রহ্মবনি' 'ক্ষত্রবনি' ও 'সজাতবনি' পদ-ত্রয়ের অর্থ আমরা যথাক্রমে; সত্ত্ব' 'রজঃ' 'তমঃ' ভাব গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যকার 'ব্রাহ্মণ' 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'স' সমপর্য্যায়ভুক্ত এই দুর অর্থে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পর-পর্য্যায় 'বৈশ্য' ধরা হইয়াছে। ভাব এই যে, দ্বিজাতির যজ্ঞ-কার্য্যে অধিকার ছিল; ঐ তিন পদে তাঁহাদের তিন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মত এই যে, ঐ তিন শব্দে ত্রিগুণের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বভাবের, ক্ষত্রিয় রজোভাবের এবং তাঁহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত বৈশ্য তমোভাবের দ্যোতক। তাহাতে জাতি-প্রভৃতি বিষয়ক লৌকিক বিতণ্ডাও দূর হয়। সকলের মধ্যেই ত্রিগুণ তিন ভাব বিদ্যমান আছে। সকল মনুষ্যই সেই তিন গুণকে ভগবৎপদাকাঙ্ক্ষানুসারী করিয়া মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারে। মন্ত্রে সেই উচ্চভাবই প্রকট দেখা যায়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে দেব) 'ব্রহ্ম' (অস্মদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) 'গৃভ্ণীষ্ব' (গৃহাণ); যদ্বা, হে অগ্নে ত্বং হি ব্রহ্ম, অতো মামনুগৃহ্ণীষ্ব ইত্যেবং প্রার্থনা।

২। হে মনঃ! ত্বং 'ধরুণং' (ধারকং, সদ্বৃত্তিপালকং) 'অসি' (ভবসি); 'অন্তরিক্ষং' (সদ্ভাবব্যাপকত্বং, সদ্ভাবানাং ইতি যাবৎ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু); 'ব্রহ্মবনি' (ব্রহ্মণভাবাপন্নং, সত্ত্বগুণোপেতং) 'ক্ষত্রবনি' (ক্ষত্রভাবাপন্নং, রজোগুণোপেতং) 'সজাতবনি' (বৈশ্যভাবাপন্নং, তমোগুণান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ভ্রাতৃব্যস্য' (শত্রোরস্মাকং, পাপস্য, রিপুশত্রোরিতি যাবৎ) 'বধায়' (হিংসার্থং, নিঃশেষেণ নাশার্থং) 'উপদধামি' (স্থাপয়ামি, পরমাত্মনি নিবেশয়ামি)।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'ধর্ত্রং' (ধারকং, সদ্ভাবরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি); 'দিবং' (দেবভাবং, শুদ্ধসত্ত্বগুণং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু); ব্রহ্মবনীত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

৪। হে মনঃ! 'বিশ্বাভ্যঃ' (সর্ব্বাভ্যঃ) 'আশাভ্যঃ' (দিগ্ভ্যঃ, সর্ব্বহিতসাধনার্থং ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপদধামি' (নিয়োজয়ামি)।

৫। 'চিতঃ' (হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ!) যূয়ং 'ঊর্দ্ধচিতঃ' (ভগবদনুসারিণঃ) 'স্থ' (ভবথ)।

৬। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'ভৃগূণাং' (অত্যুচ্চানাং) 'অঙ্গিরসাং' (জ্ঞানানাং লাভায় ইতি যাবৎ) 'তপসা' (সাধনাপ্রভাবেন, ঐকাগ্র্যেণ) 'তপ্যধ্বং' (তপশ্চরত আরাধয়ত)। সৎকর্ম্মসহজাতানাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানানাং লাভ এব ভগবৎপ্রাপ্তিকারণং ভবতি ইতি ভাবার্থঃ। (১অ ১৮ক ১ ৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[প্রথম মন্ত্র—অগ্নিদেবকে, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র মনকে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে অগ্নিদেব! আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আপনি গ্রহণ করুন; অথবা, আপনিই ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব আমাকে অনুগ্রহ করুন।

২। হে মন! তুমি সদ্বৃত্তিসমূহের ধারক হও; তোমাতে সদ্ভাবসমূহের ব্যাপকত্ব দৃঢ় কর; ব্রহ্মবনি ক্ষত্রবনি সজাতবনি—সত্ত্বরজস্তমো-গুণাধার তুমি; রিপুনাশের জন্য পরমাত্মায় বিনিবিষ্ট হও।

'ভৃগূণাং' এবং 'অঙ্গিরসাং' শব্দদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আপাতদৃষ্টিতে তাহা সাধারণের পক্ষে বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু মন্ত্রার্থের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, ঐ শব্দদ্বয়ে কখনই ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ধাত্বর্থের ও শব্দার্থের অনুসরণে 'ভৃগু' শব্দে 'অত্যুচ্চ' এবং 'অঙ্গিরস্' শব্দে 'জ্ঞান' অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। সেই অর্থই এখানে সুসঙ্গত। 'তপ্যধ্বং' ক্রিয়াপদের সার্থকতা তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়।

৩। হে মন! তুমি সত্ত্বভাবের ধারক হও; শুদ্ধসত্ত্বভাবকে তোমাতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত কর; (ব্রহ্মবনি ইত্যাদি মন্ত্রাংশের অর্থ পূর্ব্বমন্ত্রের অনুরূপ)।

৪। হে মন! সকলদিকের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন জন্য আমি তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

৫। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবানের অনুসারী হও।

৬। হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা অত্যুচ্চ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত একাগ্র-ভাবে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। সৎকর্ম্মসহজাত বিশিষ্ট জ্ঞান-লাভই ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। (১অ—১০ক—১-৬ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সব্যাঙ্গুল্যা পূর্ব্বোঙ্গারং নিদধাত্যগ্নে ব্রহ্মেতি। হে অগ্নে নিধীয়মানাঙ্গাররূপ ব্রহ্ম প্রৌঢ়ং কর্ম্মাস্মাভিঃ ক্রিয়মাণং গৃভ্ণীষ্ব গৃহাণ। নাশকরক্ষোবধেনানুগৃহ্ণীষ্ব। যদ্বা ব্রহ্ম ব্রাহ্মণং মামনুগৃহ্ণীষ্ব অঙ্গুলিদাহনিমিত্তং মা দুঃখেত্যর্থঃ। (কা০ ২।৪।৩১) ধরুণমসীতি পশ্চাদ্দধাতি। পূর্ব্বস্থাপিতকপালস্য পশ্চাদ্ভাগে দ্বিতীয়ং নিদধাতি। হে দ্বিতীয়কপাল ত্বং ধরুণং পুরোডাশস্য ধারকমসি অতোঽন্তরিক্ষং দৃংহ দৃঢ়ীকুরু। পুরোডাশপাকোৎপন্ন জ্বালয়ান্তরিক্ষলোকোপদ্রবো যথা ন স্যাত্তথা কুরু। যদ্যপ্যেতৎ কপালং জ্বালান্তরীক্ষয়োর্ম্মধ্যে ব্যবধায়কং নাস্তি তথাপ্যন্তরিক্ষদার্ঢ্যায় কপালদেবতা প্রার্থ্যতে। ব্রহ্মবনীত্যাদি পূর্ব্ববৎ। (কা০ ২।৪।২২) পুরস্তাদ্ধর্ত্রমসীতি। প্রথমস্য পূর্ব্বভাগে তৃতীয়ং স্থাপয়েৎ। হে কপাল ত্বং ধর্ত্রং ধারকমসি। দিবং দৃংহ। জ্বালয়েন দাহাভাবো দ্যুলোকস্য দার্ঢ্যং। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। (কা০ ২।৪।৩৩) বিশ্বাভ্য ইতি দক্ষিণত ইতি। হে চতুর্থকপাল বিশ্বাভ্য আশাভ্যঃ সর্ব্বদিগ্দার্ঢ্যায় ত্বামুপদধামি। এবং কপালত্রয়োপধানেন যজমানো লোকত্রয়ং জয়তি চতুর্থেন দিশো জয়তি। তদুক্তং পুরোডাশো লোকত্রয়রূপো ভূত্বা দেবতাঃ প্রীণাতীত্যাশয়ঃ। (কা০ ২।৪।৩৪) সমং বিভজ্য দক্ষিণত এবমুত্তরতশ্চিতঃস্থেতি। আগ্নেয়পুরোডাশস্যাষ্ট কপালানি চতুর্ণাং স্থাপিতত্বাদবশিষ্টানাং চতুর্ণাং মধ্যে দ্বে দ্বে দক্ষিণোত্তরয়োর্নিদধ্যাৎ। চিঞ্ চয়নে ক্বিবন্তস্য চিত ইতি বহুবচনং। হে কপালবিশেষাঃ যূয়ং চিতঃ স্থ প্রথমকপালোপচয়কারিণঃ স্থ ভবথ। তথা ঊর্দ্ধ্বচিতঃ স্থ ঊর্দ্ধ্বমুখস্থিতানাং দ্বিতীয়াদিকপালানামুপকারিণো ভবথ। (কা০ ২।৪।৩৮) ভৃগূণামিত্যঙ্গারৈরভ্যূহতীতি। অঙ্গারৈঃ কপালানি ছাদয়েৎ। হে কপালানি যূয়ং ভৃগূণামঙ্গিরসাং ভৃগুনামকানামঙ্গিরোনামকানাং দেবর্ষীণাং তপসা তপোরূপেণাগ্নিনা তপ্যধ্বং তপ্তানি ভবত। অস্যাগ্নেস্তদীয় তপোরূপত্বং ভাবয়েদিত্যর্থঃ। ১৮॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-ছয়টী যজ্ঞকার্য্যে যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রথমে তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ব্যবহারিক কার্য্যে যে ভাবে মন্ত্র প্রযুক্ত হয়, তৎপক্ষে আমাদের কোনই মতদ্বৈধ নাই। আমাদের মতদ্বৈধ কেবল কোনও কোনও মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গত বিষয়ে। কণ্ডিকার মন্ত্র কয়টির ব্যবহার বিষয়ে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে; প্রথম মন্ত্র উচ্চারণের সময় বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা একটী কপালের (মালসার) নিম্নস্থ একখানি অঙ্গার উৎক্ষিপ্ত করিতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়, 'হে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত অগ্নি! তুমি আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞকার্য্যের বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রটী অন্য (দ্বিতীয়) একটী কপাল স্থাপন-বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার অনুসরণে অর্থ করা হয়,—'পুরোডাশাদির ধারক হে কপাল! তোমার অন্তরিক্ষভাগ যেন দৃঢ় হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাদিগের পুরোডাশ যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়, সেইজন্য তোমাকে স্থাপন করিতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রে আর একটি (তৃতীয়) কপাল স্থাপন-পূর্ব্বক সেই কপালকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হয়, 'তুমি পুরোডাশকে ধারণ কর, দ্যুলোকে যেন বাধা না আসে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পুরোডাশের জন্য বাধা দূর কর।' চতুর্থ মন্ত্রে অপর (চতুর্থ) একটী কপাল পূর্ব্বস্থাপিত কপালের দক্ষিণভাগে স্থাপন পূর্ব্বক বলা হয়, 'দিক সকল দৃঢ় করিবার জন্য তোমাকে প্রতিষ্ঠা করিলাম।' পঞ্চম মন্ত্রে আরও চারিটী কপাল (দুইটী করিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে) স্থাপন করিয়া বলা হয়,—'হে চারিটী কপাল! তোমরা প্রথম কপালের সহায় হও।' ষষ্ঠ মন্ত্র আটটী কপালকেই সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত। চারিদিকে অঙ্গারাচ্ছাদন পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে অষ্টকপাল! অঙ্গিরসের বংশীয় ভৃগুঋষির উদ্ভাবিত অগ্নির তাপ তোমরা প্রাপ্ত হও।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মত এই যে,—'ভৃগুঋষির পূর্ব্বে কেহ আগুনের ব্যবহার করিতে জানিতেন না। তিনিই প্রথমে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় সংসারে প্রকাশ করেন। তাই তাঁহার নাম মন্ত্রে আছে।'

এখন আমরা কি শব্দের কি ভাব কি অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, একই মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে মন্ত্রের একটা সার্ব্বজনীন অর্থ আছে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং"—ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটী, শাক্তের শৈবের বৈষ্ণবের সর্ব্বসম্প্রদায়ের সকল প্রকার ইষ্ট-ক্রিয়ার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথচ, বেদমন্ত্র বলিয়া, ঐ মন্ত্রে কেহ কোনও সাম্প্রদায়িক-ভাব আমনন করেন না। বেদের সকল মন্ত্রগুলিতেই আমরা সেই সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন ভাব প্রত্যক্ষ করি। তাহাতে একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, এই কণ্ডিকার মন্ত্রগুলির যেরূপ অর্থ সঙ্গত হয়, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে কপালকে সম্বোধনের

উপযোগী কোনরূপ পদ দৃষ্ট হয় না। কি জন্য কপালের সম্বোধন অধ্যাহৃত হইবে? শক্তিহীন জড় কপালের কি সামর্থ্য আছে! অন্তরের অসদ্বৃত্তিসমূহকে বিমর্দ্দিত করিতে হইলে, অন্তরকেই দৃঢ় করার প্রয়োজন হয়। এক খণ্ড অঙ্গার উর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হইলেই সেই অঙ্গার যে যজ্ঞের বাধানিরাকরণে সমর্থ হইবে, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিতে পারি! আমরা তাই মনে করি, প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনার প্রকাশ,—'হে ভগবন্! আপনি আমায় অনুগৃহীত করুন।' ভগবানের অনুগ্রহ ভিন্ন, জীবন-যজ্ঞের বাধা কি কখনও দূর হইতে পারে? প্রথম মন্ত্রে তাই ব্রহ্মস্বরূপ দেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী মন্ত্রপঞ্চক প্রথম মন্ত্রেরই অনুসারী বলিয়া মনে হয়। তোমার মন যদি সদ্বৃত্তিনিচয়কে ধারণা করিতে সমর্থ না হয়, ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিবার আশা তুমি কেমন করিয়া করিতে পার? দ্বিতীয় মন্ত্রের তাই প্রথম উপদেশ, 'মন! তুমি সদ্বৃত্তিসমূহের ধারক হও।' দ্বিতীয় উপদেশ, 'তোমার সদ্ভাবসমূহ যাহাতে ব্যাপকত্ব লাভ করে, তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দৃঢ় কর।' ভাব এই যে, সদ্ভাব সদ্বৃত্তি কেবল আপনার মধ্যে—ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না; যাহাতে বিশ্ববাসী সকলের মধ্যেই তোমার সদ্ভাব-সদ্বৃত্তি প্রসার লাভ করে, তৎপক্ষে একাগ্রতা অবলম্বন কর। তার পর মন্ত্রে (দ্বিতীয় মন্ত্রের তৃতীয় অংশে) আর কি বলা হইয়াছে, লক্ষ্য করুন। তোমাতে সত্ত্বরজস্তমঃ তিন ভাবেরই সমাবেশ আছে; কখনও কোনও ভাব প্রবল হয়, কখনও কোনও ভাব পর্য্যুদস্ত হইয়া আসে, তোমার চঞ্চল জীবনে তাহার স্থিরতা নাই। মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন, সাধক তাই আত্মোদ্বোধন করিতেছেন,—'আমার সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয়কে আমি যেন পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ হই।' সদ্ভাব বিশ্বব্যাপী হউক, ত্রিগুণ ভগবানে লুপ্ত হউক—ইহা অপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই বা কি আছে? আর, এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ-লাভে বিঘ্নই বা কি ঘটিতে পারে! তৃতীয় মন্ত্রে এ ভাব অধিকতর পরিস্ফুট দেখি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'মন! তুমি সদ্ভাবের ধারক হও; বলা হইয়াছে,—'মন! তোমাতে দেবভাব দৃঢ় কর; আর তোমার সত্ত্বরজস্তমঃ গুণত্রয় ভগবানে বিলীন হউক।'

উপসংহারে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রের বিষয় অনুধ্যান করুন। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিসমূহই সর্ব্ব-প্রকার অনিষ্টের মূলীভূত; সাধক তাই তাহাদিগকে ভগবৎসদাকাঙ্ক্ষানুসারী করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তিনি আত্মোদ্বোধন-পূর্ব্বক কহিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভগবৎসদাকাঙ্ক্ষানুসারী হও; উর্দ্ধের প্রতি তোমাদের গতি হউক। অত্যুচ্চ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানলাভের জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।' এ অবস্থায় উপনীত হইলে, ভগবান আর কি অনুগ্রহ না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ভগবানের অনুকম্পা-লাভ—তোমার নিজেরই আয়ত্তাধীন। মন্ত্র তোমায় সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। যদি ভগবানের অনুকম্পা পাইতে চাও, চিত্তবৃত্তিসমূহকে একাগ্রতা-সহকারে ভগবানের আরাধনায় বিনিযুক্ত কর। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—১৮ক—১০৬ম)।

———*———

ঊনবিংশ কণ্ডিকা ।

(ঊনবিংশ কণ্ডিকা । ষণ্মন্ত্রাত্মিকা) ।

(১) শর্ম্মাসি । (২) অবধূতং রক্ষোঽবধূতা অরাতয়ঃ ।

(৩) অদিত্যাস্ত্বগসি প্রতি ত্বাদিতির্ব্বেত্তু ।

(৪) ধিষণাসি পর্ব্বতী প্রতি ত্বাদিত্যাস্ত্বগ্বেত্তু । (৫) দিবস্কম্ভনীরসি ।

(৬) ধিষণাসি পার্ব্বতেয়ী প্রতি ত্বা পর্ব্বতী বেত্তু ॥ ১৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

১। হে মনঃ ! ত্বং 'শর্ম্ম' (সুখদায়কং, মঙ্গলকারণং) 'অসি' (ভবসি) ।

২। তদা 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ দুর্ব্বৃত্তস্বরূপঃ) অবধূতং (নিষ্কম্পিতং) ভবতি ; 'অরাতয়ঃ' (রিপুশত্রবঃ) 'অবধূতাঃ' (পাতিতাঃ নিবারিতাঃ) ভবন্তি ।

৩। হে মনঃ ! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং) 'অসি' (ভবসি) ; 'অদিতিঃ' (অনন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু, অনুগৃহ্নাতু) । *

৪। হে মনোবৃত্তে ! ত্বং 'ধিষণা' (সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী) 'পর্ব্বতী' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়া চ) 'অসি' (ভবসি) ; অন্তরাত্মা 'ত্বা' (ত্বাং) 'অদিত্যা' (অনন্তস্য) 'ত্বক্' (আচ্ছাদনং, বাধকং) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু) । মনোবৃত্তিশ্চাঞ্চল্যতয়া অনন্তেন সহ মিলনস্য বাধকো ভবতি । অতোঽন্তরাত্মা মনোবৃত্তিং উদ্বোধয়তীতি ভাবঃ ।

৫। হে মনঃ ! ত্বং দিবঃ' (স্বর্গস্য, দ্যুলোকবাসিনঃ) 'স্কম্ভনীঃ' (স্তম্ভনকারিণী. অত্র বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) 'অসি' (ভবসি) । সৎকর্ম্মপ্রভাবেন মনুষ্যা অপি দেবান্ স্তম্ভিতুং সমর্থা ভবন্তি ইতি ভাবঃ ।

৬। হে মনোবৃত্তে ! ত্বং 'ধিষণা' (সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী) 'অসি' (ভবসি) ; 'পার্ব্বতেয়ী' (অনন্তশক্তিশালিনী, পরাপ্রকৃতিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পর্ব্বতী' (পর্ব্বতবদ্দৃঢ়া) 'প্রতিবেত্তু' (প্রতিজানাতু) । (১অ—১৯ক—১-৬ম) ।

* * *

---

* এই তিন মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও মন্ত্রার্থ আলোচনা চতুর্দ্দশ কণ্ডিকায় দ্রষ্টব্য ।

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকায় যথাক্রমে মনকে ও মনোবৃত্তিকে সম্বোধন করা হইয়াছে।]

১। হে মন! তুমি (সৎসংশ্রবযুক্ত হইয়া) মঙ্গলদায়ক হও।

২। তাহা হইলে, আমার দুর্ব্বৃত্তরূপ শত্রু বিকম্পিত হইবে; এবং রিপুশত্রুগণ বিতাড়িত (নিপাতিত) হইবে।

৩। হে আমার মন! (চঞ্চলতা প্রভৃতি হেতু) তুমি অনন্ত-সহ মিলনে প্রতিবন্ধক-স্থানীয় হইয়া থাক; সেই অনন্ত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

৪। হে আমার মনোবৃত্তি! তুমি সদ্বুদ্ধিপ্রদাত্রী এবং পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হও; আমার অন্তরাত্মা তোমাকে (তোমার চাঞ্চল্য-নিবন্ধন) অনন্তের বাধক বলিয়া অবগত হউন।

৫। হে মন! (সৎকর্ম্মের দ্বারা) তুমি দ্যুলোকবাসীরও স্তম্ভনকারী হও।

৬। হে আমার মনোবৃত্তি! তুমি সদ্বুদ্ধিদাত্রী হও; অনন্তশক্তি-শালিনী পরাপ্রকৃতি, তোমাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় (অচঞ্চল সদ্ভাব-সম্পন্ন) বলিয়া জানুন। (১অ—১৯ক—১-৬ম)।

* * *

মন্ত্রব্যাখ্যা (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৫।২) কৃষ্ণাজিনমাদত্তে পূর্ববদিতি যথাসংখ্যার্থং কৃষ্ণাজিনপ্রয়োগস্তদ্-বদত্রাপি। শর্ম্মাসি। অবধূতং। অদিত্যাঃ ইতি মন্ত্রত্রয়ং ব্যাখ্যাতং॥ (কা০ ২।৫।৩) তস্মিন্ দৃষদং ধিষণাসীতি। তস্মিংশ্চর্ম্মণি শিলাং স্থাপয়েৎ হে শিলে পেষণাধারভূতে সং-পর্ব্বতী। পর্ব্বতাত্মিকা তদুৎপন্না ত্বং ধিষণাসি ধিয়ং বুদ্ধিং কল্যাণনোত্ত ব্যাপ্নোতি দদাতি বা ধিষণা। দ্রুষদার্থং। পর্ব্বতবদ্দারয়ত্যাদি। অদিত্যাঃ ভূমেস্ত্বক্ কৃষ্ণাজিনরূপা তাদৃশী ত্বা ত্বাং প্রতিবেত্তু স্বস্থানমনুজানাতু॥ (কা০ ২।৫।৪) পশ্চাচ্ছম্যামুপোহত্যদীতীং দিবঃ স্কম্ভনীরসীতি। দৃষদঃ পশ্চাদ্ভাগে শম্যাং স্থাপয়েৎ। তাং প্রত্যুচ্যতে। হে শম্যে দিবঃ দ্যুলোকস্য স্কম্ভনীঃ স্তম্ভনকারিণী। স্কম্ভ ব্যত্যয়েন দ্বিতীয়াবহুবচনং পতনবারণায়াস্তু-রীক্ষরূপেণ স্তম্ভনকারিত্বং। অন্তরিক্ষেণ হীমেস্ত্বাবাপৃথিবী বিষ্টবে। ইতি শ্রুতেঃ। (১।২।১।১৬)॥ (কা০ ২।৫।৫) দৃষদ্যুপলাং ধিষণাসীতি। হে উপলে উপরিতনশীল ত্বং ধিষণাসি পেষণব্যাপারধারকাসি। কিম্ভূতাঃ? পার্ব্বতেয়ী পর্ব্বতায়াঃ অধস্তন দৃষদঃ পুত্রী পার্ব্ব-তেয়ী বৎসরূপা। সমীয়সী হেষা দুহিতেব ভবতীতি শ্রুতেঃ। (১।২।১।১৭) অতঃ পর্ব্বতী মাতৃসমা ত্বাং প্রতিবেত্তু পুত্রীং জানাতু। ১৯।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেই (চতুর্দ্দশ কণ্ডিকার প্রথম তিন মন্ত্রের প্রসঙ্গে) আলোচনা করিয়াছি। চতুর্থ মন্ত্রে শিলাখণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মন্ত্র-প্রয়োগের প্রক্রিয়ার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, এক খণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপর দৃষৎ (প্রস্তরখণ্ড) স্থাপন করিয়া চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। তৎপক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে দৃষৎ! তুমি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তোমাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া মনে করি। পর্ব্বত যেমন অবাধে তরুগুল্মাদিকে পৃষ্ঠে ধারণ করে, তুমি সেইরূপ তণ্ডুলগুলির ধারক। কৃষ্ণাজিন পৃথিবীর ত্বক্‌স্বরূপ, তুমি পৃথিবীর অস্থি; তোমাদের পরস্পর মিলন হউক।' ইহার পর পঞ্চম মন্ত্রে শম্যা (কীলক, যাঁতার খিল) সেই দৃষৎ খণ্ডের নিম্নে (মধ্যস্থলে) স্থাপন করিয়া বলিতে হইবে,—'হে শম্যে! তুমি আকাশেরও স্তম্ভনকারিণী, তুমি দৃষৎকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা কর।'

ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণের সময় সেই দৃষতের উপর এক খণ্ড উপল (প্রস্তরের উপর এক খণ্ড প্রস্তর) স্থাপন করিতে হইবে। তার পর, উপলকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রের মর্ম্ম,—'হে উপলখণ্ড! তুমিই পেষণ-ব্যাপারে সমর্থ। তুমিও পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন, দৃষৎও পর্ব্বতসম্ভূতা। সে তোমাকে দুহিতার ন্যায় বক্ষে গ্রহণ করুক।' ফলতঃ, এই কণ্ডিকায় কৃষ্ণমৃগের চর্ম্মের উপর একটী যাঁতা প্রতিষ্ঠিত হইল—ইহাই বোধগম্য হয়। পরবর্ত্তী কণ্ডিকায় ভাবে প্রকাশ, সেই যাঁতায় যেন তণ্ডুল পেষণ করা হইতেছে।

যে কারণে যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচলিত থাকুক, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ-বিষয়ে আমাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ। 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' এবং 'বঙ্গানুবাদে' তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম তিন মন্ত্রের বিষয় পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তরখণ্ডকে নহে আমরা মনে করি, মনোবৃত্তিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। 'ধিষণা' এবং 'পর্ব্বতী' এই দুই পদের সহিত 'অসি' এই ক্রিয়া-পদের সমাবেশ হওয়ায়, মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী ও পর্ব্বতবদ্দৃঢ় হইতে বলা হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া,—'তুমি পর্ব্বতের অংশ হইতেছ' এরূপ উক্তির কি সার্থকতা আছে? 'অদিত্যাস্ত্বগেত্তু'—কৃষ্ণাজিনকেই বা পৃথিবীর ত্বক্ বলিয়া অভিহিত করায় কি ইষ্ট সংসাধিত হয়? আমরা মনে করি, মনোবৃত্তিসমূহকে জ্ঞানের বাধক জানিয়া, সতর্ক করায় উদ্দেশ্যে, ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। শম্যা (যাঁতার খিল) দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিবে,—ইহাতেই বা কি ভাব দ্যোতনা করে? সৎকর্ম্মপ্রভাবে মনুষ্য দেবগণকেও স্তম্ভিত করিতে সক্ষম হয়—এই অর্থই এখানে সুসঙ্গত। ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য—উপলখণ্ডই বা কি করিয়া মনে করিতে পারি? 'ধিষণা' শব্দের 'ধারিকা' অর্থ অনেক দূর অন্বয়ে আকর্ষণ করিতে হয়। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ—সদ্‌বুদ্ধিদাত্রী। প্রস্তরখণ্ডকে কি করিয়া সদ্‌বুদ্ধি-দাত্রী বলিতে পারি? প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে মনশ্চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। মনকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বলিয়া, মনোবৃত্তিকে সদ্‌বুদ্ধিপ্রদাত্রী হইতে বলিয়া, উপসংহারে খ্যাপন করা হইয়াছে,—'সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে তোমার দৃঢ়তা এত অবিচঞ্চল হউক—যেন

অনন্তশক্তিশালিনী পরা-প্রকৃতিও তাহা অনুভব করিতে পারেন। অর্থাৎ, সেই দৃঢ়তা দ্বারা যাহাতে তুমি তাঁহাকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে পার, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হও।' এবম্বিধ উদ্বোধনাই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। (১অ-১৯ক-১০৬ম)।

—— • ——

বিংশ কণ্ডিকা।

(বিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্। (২) প্রাণায় ত্বা। (৩) উদানায় ত্বা। (৪) ব্যানায় ত্বা। (৫) দীর্ঘামনু প্রসিতি মায়ুষে ধাং দেবো বঃ সবিতা হিরণ্যপাণিঃ প্রতি গৃভ্ণা ত্বচ্ছিদ্রেণ পাণিনা। (৬) চক্ষুষে ত্বা। (৭) মহীনাং পয়োঽসি ॥ ২০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'ধান্যং' (তণ্ডুলস্বরূপং, প্রীতিকারকং) 'অসি' (ভবসি); অতো 'দেবান্' (সর্ব্বান্ দেবতাগণান্) 'ধিনুহি' (প্রীণয়, পোষয়)।

২। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রাণায়' (প্রাণবায়ুসংরক্ষণায়) সংযময়ামি।

৩। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'উদানায়' (উদানবায়ুসংরক্ষণায়, বাক্যসংযতায়) সংযময়ামি।

৪। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ব্যানায়' (ব্যানবায়ুসংরক্ষণায়, শারীরবলরক্ষার্থং) সংযময়ামি ইতি শেষঃ।

৫। হে মনঃ! 'দীর্ঘাং' (অবিচ্ছিন্নাং, বিপুলাং) 'প্রসিতিং' (কর্ম্মসন্ততিং, সম্পাদনযোগ্যাং বহুসৎক্রিয়াং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'আয়ুষে' (আয়ুর্বৃদ্ধ্যর্থং) ত্বাং 'ধাং' (ধারয়ামি, সংযময়ামি ইতি ভাবঃ)।

(বহুসৎকর্ম্মসংসাধনার্থং হি মনুষ্যজন্ম। সুদীর্ঘমায়ুর্ব্বিনা তন্ন সংসাধিতং ভবতি। যোগ এব আয়ুর্ব্বর্দ্ধকঃ। অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ আয়ুর্হানিকারকাঃ। তস্মাৎ তান্ সম্বোধ্য 'দেবো বঃ' ইতি মন্ত্রশেষাংশঃ প্রযুক্তঃ।)

হে অসদ্বৃত্তিনিবহাঃ! 'সুঃ' (সুমান্) 'হিরণ্যপাণিঃ' (মঙ্গলরূপসুবর্ণধারণকারী) 'সবিতা' (জ্ঞানপ্রদাতা) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ পরমেশ্বরঃ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (কলঙ্করহিতেন) 'পাণিনা' (হস্তেন) 'প্রতিগৃহ্ণাতু' (প্রতিগ্রহণং করোতু, অস্মাকং অন্তঃপ্রদেশাৎ অসদ্বৃত্তিনিবহান্ অপসারয়তু ইতি ভাবঃ)।

৬। হে মনঃ! 'চক্ষুষে' (দূরদৃষ্টিসাধনার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি ইতি শেষঃ।

৭। হে মনঃ! ত্বমেব 'মহীনাং' (বিশ্বানাং, লোকানামিতি যাবৎ) 'পয়ঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন এব সকলমঙ্গলানাং সাধকং ভবতু। মন্ত্রস্য অয়মেব তাৎপর্য্যঃ। (১অ—২০-১৭ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র সাতটী মনঃসম্বোধনসূচক। পঞ্চম মন্ত্রের শেষাংশ মাত্র অসদ্বৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।)

১। হে মন! তুমি সকলের প্রীতিস্বরূপ হও; অতএব, সমস্ত দেবভাবকে পোষণ (ধারণ) কর।

২। হে মন! তোমাকে আমার প্রাণবায়ুসংরক্ষণের জন্য দীর্ঘজীবন কামনায় সংযত করিতেছি।

৩। হে মন! তোমাকে আমার উদানবায়ুসংরক্ষণের জন্য (বাক্যসংযম উদ্দেশ্যে) সংযত করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে আমার ব্যানবায়ুসংরক্ষণের (শরীরবলরক্ষার) নিমিত্ত সংযত করিতেছি।

৫। হে মন! ইহসংসারে সম্পাদনযোগ্য অশেষ সৎকর্ম্ম আছে জানিয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য তোমাকে সংযত করিতেছি।

[বহুবিধ সৎকর্ম্মসাধনার জন্যই মনুষ্যজীবন লাভ হয়। সুদীর্ঘ আয়ুঃ ব্যতীত সে সকল সৎকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। যোগ-সাধনাই আয়ুর্ব্বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। অসদ্বৃত্তিসমূহ আয়ুর্হানিকারক। অতএব, মন্ত্রের শেষাংশে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—]

হে অসদ্বৃত্তিসমূহ! সেই মঙ্গলরূপ সুবর্ণহস্তবিশিষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা দ্যোতমান সবিতৃদেব, কলঙ্করহিত হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে প্রতিগ্রহণ করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের অন্তর হইতে তোমাদিগকে অপসারিত করুন।

৬। হে মন! দূরদৃষ্টি-সাধনের জন্য (দিব্যদৃষ্টিলাভাশায়) তোমাকে নিয়োগ করিতেছি।

৭। হে মন! তুমিই বিশ্বাসীর অমৃতস্বরূপ হও। অর্থাৎ,—আমাদের মন সকল সৎকর্ম্মের সাধক হউক—সঙ্কল্পের ইহাই তাৎপর্য্য। (২অ—১৯প্র—১-৭ম।)

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

(কা০ ২৫৬) ধান্যমসীতি তণ্ডুলানোপ্যতি। হে হবিস্ত্বং ধান্যমসি ধিনোতীতি প্রীণাতীতি ধান্যং। অতো দেবান্ অগ্ন্যাদীন্ ধিনুহি প্রীণয়। (কা০ ২।৫।৬) পিনষ্টি প্রাণায় ত্বেতি প্রতি মন্ত্রমিতি। প্রকর্ষেণ অনিতি সর্ব্বদা মুখে চেষ্টতে ইতি প্রাণঃ শ্বাসবায়ুঃ। উদনিতি ঊর্দ্ধং চেষ্টত ইত্যুদানঃ উৎক্রান্তিবায়ুঃ। ব্যানিতি ব্যাপ্য চেষ্টতে ইতি ব্যানো ব্যাপকো বলহেতুর্ব্বায়ুঃ। হে তণ্ডুল! ত্বা ত্বাং প্রাণায় প্রাণদানার্থং পিনষ্মীতি শেষঃ। এবমুত্তরমন্ত্রয়োর্যোজ্যং। দেবানাং সজীবনং হবির্ভবতীত্যেভির্মন্ত্রৈর্হবিষাং প্রাণাদিদানেন সজীবত্বং ক্রিয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। (কা০ ২।৫।৭) দীর্ঘামিতি কৃষ্ণাজিনে প্রোহতীতি। প্রসয়নং প্রসিতিঃ। ষিঞ্ বন্ধনে প্রবন্ধঃ কর্ম্মসন্ততিঃ। দীর্ঘামবিচ্ছিন্নাং প্রসিতিমনু কর্ম্মসন্ততিমনু লক্ষ্য আয়ুষে যজমানস্যায়ুরভিবৃদ্ধ্যর্থং হে হবিঃ ত্বাং ধাং কৃষ্ণাজিনে দধামি। দধাতের্লুঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্ যোগেঽপীতি (পা০ ৬।৪।৭৫) অডাগমাভাবঃ। যজমানস্যায়ুর্বৃদ্ধৌ সত্যাং কর্ম্মসন্ততিঃ প্রবর্ত্তত ইতি ভাবঃ। যদ্বায়মর্থঃ। পূর্ব্বমন্ত্রৈর্হবিষঃ প্রাণাদিদানেন সজীবত্বং কৃতমনেন পুনরায়ুর্দীয়তে হবিষঃ। হে হবিঃ! দীর্ঘাং প্রসিতিং কৃষ্ণাজিনাখ্যামনু ত্বাং ধাং ধারয়ামি কৃষ্ণাজিনে প্রক্ষিপামীত্যর্থঃ। কিমর্থমায়ুষে ত্বদীয়ায়ুর্বৃদ্ধ্যর্থং। প্রসিতিঃ প্রসরণাত্তন্তুর্ব্বা জালং বেতি (নিরু০ ৬।১২) যাস্কোক্তেরিহ সিতগ্রহকত্বাৎ প্রসিতি শব্দেন কৃষ্ণাজিনমুচ্যতে। দেবো ব ইত্যাদি মন্ত্রশেষো ব্যাখ্যাতঃ। (কা০ ২।৫।৮) চক্ষুষে ত্বেত্যীক্ষত ইতি। হে হবিঃ চক্ষুষে যজমানস্য চক্ষুরিন্দ্রিয়পাটবায় ত্বাং পশ্যামীতি শেষঃ। যদ্বা চক্ষুষে চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়দানায় ত্বামীক্ষে। হবিষঃ সজীবত্বে কৃতে চক্ষুরাদ্যপেক্ষা ভবতীত্যনেন তৎ ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। (কা০ ২।৫।৯) পিষ্যমানেষু নির্ব্বপত্যাজ্যং। মহীনামিত্যাজ্যমিতি। হে আজ্য! ত্বং মহীনাং গবাং পয়োঽসি ক্ষীরমসি ক্ষীরোৎপন্নত্বাৎ ঘৃতং পয়ঃশব্দেনোচ্যতে। মহীতি গোনাম (নিঘ০ ২।১১)। ২০।

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তদনুসারে তণ্ডুলকে, পিষ্টতণ্ডুলকে এবং ঘৃতকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে অবগত হওয়া যায়, দৃষদের (প্রস্তর খণ্ডের) উপরে তণ্ডুলরক্ষা করিয়া প্রথম মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'হে তণ্ডুল তোমরা ধান্য হইতে উৎপন্ন; সুতরাং দেবগণের প্রীতির কারণ হও।' দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ

মন্ত্র তণ্ডুলকে পেষণ করিবার সময় প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে ঐ মন্ত্রত্রয়ের অর্থ এই যে,—'হে তণ্ডুল! যজমানের প্রাণ, উদান ও ব্যানবায়ু বৃদ্ধির জন্ম তোমাকে পিষ্ট করিতেছি।' পঞ্চম মন্ত্রে সেই পিষ্ট তণ্ডুল অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণাজিনে স্থাপন করা হয়। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'যজমানের আয়ুর জন্ম তোমাকে কৃষ্ণাজিনের উপর স্থাপন করা হইতেছে; অচ্ছিদ্রপাণি হইয়া সেই হিরণ্যপাণি সবিতা দেবতা তোমাকে গ্রহণ করিতেছেন।' ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণকালে হবির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্ম তোমার প্রতি প্রীতিভরে লক্ষ্য করিতেছি।' সপ্তম মন্ত্রে পিষ্ট তণ্ডুল-সমুদয় গব্যঘৃতে মিশ্রিত করিতে হইবে। মিশ্রণান্তর মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে আজ্য! গো-দুগ্ধ হইতেই তোমার উৎপত্তি।' প্রচলিত অর্থ এইরূপই আছে; ভাষ্যভাবেও এইরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টীর যেরূপ অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা লক্ষ্য করিবেন। মন্ত্রের মধ্যে যোগ-সাধনার এক মহান্ উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম মন্ত্রে মনকে বলা হইতেছে,—'মন! তুমি ভগবৎ-প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হও; সকল দেবভাব তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হউক।' সেই দেবভাব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি প্রকারে চিত্ত ভগবানের প্রীতিসাধনে প্রযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, পরবর্ত্তী মন্ত্র ছয়টীতে তাহারই ব্যঞ্জনা আছে।

যোগ বলিতে কি বুঝি? 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তিনিরোধ করার নামই যোগ। বায়ুনিরোধই চিত্ত-স্থৈর্য্যের প্রধান উপায়। মন্ত্রের প্রথম উপদেশ—প্রাণবায়ুর সংযম সাধন। জীবনীশক্তি যাহাতে অপচয়িত না হয়, এ মন্ত্রের তাহাই লক্ষ্য। কত দিক হইতে কত প্রকারে প্রাণবায়ু বহির্গত হইতেছে জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে। প্রাণবায়ু সংরক্ষণ পক্ষে সংযম অবলম্বন—সেই ক্ষয়-নিবারণের উপায়। এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নহে। যোগতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, সে সকল বিষয় আপনিই উদিত হইয়া আসে। পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে উদানবায়ু ও প্রাণবায়ু সংযমের বিবৃতি-প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইতে পারে। উদানবায়ু সংযমের লক্ষ্য—বাক্যসংযম। বাক্য-কথন দ্বারা মানুষ যে কত শক্তির অপচয় করিতেছে, তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে! কারণে অকারণে কত প্রকার মিথ্যা কথা কত প্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিয়া মানুষ আপনার জীবনী শক্তির অপচয় করিয়া থাকে! এইরূপ, ব্যানবায়ু সংযত করার উদ্দেশ্য শারীরিক শক্তির অপচয়-নিবারণ। কত প্রকারের দৈহিক চাঞ্চল্য—ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভ-বিশৃঙ্খলা—নিত্য নিত্য মানুষের সেই শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে! সে অপচয় নিবারণ করিতে না পারিলে, মানুষ, তুমি কয় দিন বাঁচিবে? তাই যথাক্রমে তিনটী মন্ত্রে ত্রিবিধ বায়ুর নিরোধ-বিষয়ক উপদেশ আছে।

পঞ্চম মন্ত্রে এ বিষয়টা অধিকতর বিশদীকৃত হইয়াছে। মানুষ বুঝিতে চায়—সে সংযমের উদ্দেশ্য কি? প্রথম উদ্দেশ্য—আয়ুর্বৃদ্ধি। কি জন্ম আয়ুর্বৃদ্ধির প্রয়োজন? সংসারে অশেষবিধ সৎকর্ম্ম আছে। তৎসমূহ সংসাধনের জন্যই, তোমার আয়ুর্বৃদ্ধির প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যদি সংযম সাধনা অভ্যাস কর, তোমার আয়ুর্বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পঞ্চম মন্ত্রের প্রথমাংশ সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্র তার পর বলিতেছেন,—সে পথে কি বিঘ্ন বিদ্যমান আছে! তোমার অসদ্বৃত্তি-সমূহই সে পথের দারুণ অন্তরায়। তাই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'ভগবান যেন অসদ্বৃত্তি-সমূহকে অন্তর হইতে অপসারিত করেন।'

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে সাধনার দুই স্তর প্রত্যক্ষ করুন। মনকে যখন দিব্যদৃষ্টি-লাভের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপ নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তখনই অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। উপসংহারে মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে,—"মন! তুমি জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও মহীনাং পয়োঽসি।" ইহাই সার শিক্ষা। (১অ—২০ক—১৭)।

—— * ——

একবিংশ কণ্ডিকা।

(একবিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং। (২) সং বপামি। (৩) সমাপ ওষধীভিঃ সমোষধয়ো রসেন। সং রেবতীর্জগতীভিঃ পৃচ্যন্তাং সং মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ পৃচ্যন্তাং ॥ ২১ ॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে হবিঃ! (মদীয়শুদ্ধসত্ত্বভাব)! 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রদস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য অশ্বিদ্বয়স্য ভুজাভ্যাং) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগদুহঃ পূষাখ্যদেবস্য) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবদুদ্দেশ্যোৎসৃষ্টং হবীরূপং ভক্তিসুধাং বিশুদ্ধসত্ত্বভাবঞ্চ) নিবেদয়ামীতি শেষঃ। ভগবৎকর্ম্মণি বাহূ হস্তৌ চ দেবসম্বন্ধিনৌ ইত্যেবং চিন্তনীয়ং। দেবানাং সত্ত্বস্বরূপত্বাত্তদনুস্মরণপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলোপধায়কং স্যাদিতি ভাবঃ।

২। হে হবিঃ! ত্বাং 'সংবপামি' (সম্যক্ ভগবৎকার্য্যে নিয়োজয়ামি)।

৩। 'আপঃ' (অস্মাকং স্নেহসত্ত্বভাবাঃ) 'ওষধীভিঃ' (জীবনৈঃ, কর্ম্মফলাবয়বেন ক্ষয়মূলকৈঃ ইতি শেষঃ) 'সং' (সংপৃচ্যন্তাং, সঙ্গচ্ছন্তাং, সম্মিলিতা ভবন্তু); 'ওষধয়ঃ' (কর্ম্মক্ষয়েন ক্ষয়সূচকজীবনানি) 'রসেন' (রসস্বরূপেণ ভগবতা সহ) 'সং' (সংপৃচ্যন্তাং

সম্মিলিতা ভবন্তু); 'রেবতীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'জগতীভিঃ' (বিশ্ববাসিভিঃ সহ) 'সংপৃচ্যন্তাং' (সম্মিলিতা ভবন্তু); 'মধুমতীঃ' (অস্মাকং মাধুর্য্যভাবাঃ) 'মধুমতীভিঃ' (মাধুর্য্যময়ভগবদ্বিভূতিভিঃ সহ) 'সম্পৃচ্যন্তাং' (সম্মিলিতা ভবন্তু)। (১অ—২১ক—১০ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(হবিঃস্বরূপ অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্র-তিনটী প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করি।)

১। হে হবিঃস্বরূপ মদীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব! দীপ্তিমান্ জ্ঞানপ্রদ সেই সবিতৃদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যু-স্থানীয় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগল মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের পুষ্টাংশভাগী পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া সেই বাহুযুগল এবং করদ্বয় দ্বারা, তোমাকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি। (ভগবৎ-কর্ম্মে আপনাকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার বাহুযুগলকে ও করদ্বয়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।)

২। হবিঃ। তোমাকে সম্যক্‌রূপে ভগবৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছি।

৩। আমাদের আপস্বরূপ স্নেহসত্ত্বভাব, আমাদের এই ওষধীরূপ কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত হউক; আমাদের কর্ম্মক্ষয়ে ক্ষয়সূচক ওষধীবৎ জীবনসমূহ রসময় ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউক; আমাদের শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত হউক; আমাদের মাধুর্য্যভাবসমূহ মাধুর্য্যময় ভগবদ্বিভূতির সহিত সম্মিলিত হউক। (১অ—২১ক—১০ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২৫।১০) পাত্র্যাং সপবিত্রায়াং পিষ্টান্যাবপতি দেবস্য ত্বেতি। হস্তাভ্যামিত্যন্তং ব্যাখ্যাতং। এতানি পিষ্টানি সংবপামি পাত্র্যাং সম্যক্ ক্ষিপামি। (কা০ ২।৫।১২।১০) উপসর্জ্জনীরানয়ত্যাগ্নীধ্রঃ পবিত্রাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণাতি সমাপ ইত্যেতি। পিষ্টসংবপনীয়া আপঃ উপসর্জ্জনঃ। তা অগ্নিদানয়েদধ্বর্য্যুঃ পবিত্রাভ্যাং গৃহ্ণীয়াৎ। আপঃ উপসর্জ্জনীরূপা ওষধীভিঃ পিষ্টরূপাভিঃ সংপৃচ্যন্তাং। পৃচী সম্পর্কে। সম্যক্ত্বাং সম্যগেকীভবন্তু। তথা ওষধয়ঃ

পিষ্টাখ্যা রসেন উপসর্জ্জনীরূপেণোদকেন সংপৃচ্যন্তাং। অপোহি ওষধীনাং রসঃ। তথা রেবতীঃ রেবত্য আপঃ জগতীভিঃ পিষ্টাখ্যাভিঃ সংপৃচ্যন্তাং। রেবত্য আপো জগত্য ওষধয় ইতি শ্রুতেঃ (১।২।২।২)। মধুমতীর্ম্মাধুর্য্যোপেতা আপো মধুমতীভিঃ মাধুর্য্যোপেতাভিঃ পিষ্টরূপৌষধীভিঃ সংপৃচ্যন্তাং। অপামোষধীনাং চ পরস্পরং প্রীতিহেতুত্বাৎ সম্পর্কো ভবত্বিত্যর্থঃ॥ ২১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— — • — —

ভাষ্য অনুসারে প্রক্রিয়া-পদ্ধতির পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক এই মন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করা হয়, এ প্রসঙ্গে প্রথমেই তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। কণ্ডিকায় তিনটী মন্ত্র আছে,—ইহাই পূর্ব্বাপর পাঠের সামঞ্জস্য রাখিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, ব্যবহারিক কার্য্যে প্রয়োগকালে ব্যাখ্যাকারগণ, কণ্ডিকাকে মন্ত্রদ্বয়াত্মক রূপে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে 'দেবস্য' হইতে 'সং বপামি' পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্র; এবং 'সমাপঃ' হইতে 'পৃচ্যন্তাং' পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মন্ত্র নির্দ্দেশিত হয়। তদনুসারে যে কার্য্য হইয়া থাকে, অতঃপর তাহাই উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্ব কণ্ডিকার মন্ত্রানুসারে পিষ্ট প্রস্তুত হইলে, পবিত্র (কুশ) সংযুক্ত পাত্রে তাহা স্থাপন করা হয়। তার পর এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক যেন বলা হয়,—'পিষ্ট! আমার অন্তরস্থ সবিতা দেবতা আমায় প্রেরণা করিতেছেন। তদনুসারে অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুদ্বয় দ্বারা এবং পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে এই পাত্রে নিঃক্ষেপ করিতেছি।' এইরূপ, দ্বিতীয় মন্ত্রে, সেই পিষ্ট-সমুদয়ে (চালের গুঁড়াতে) উপসর্জ্জনী (শিলধোয়া পিটুলি) প্রদান পূর্ব্বক বলা হয়,—'এই উপসর্জ্জনীর জলীয় ভাগ, পিষ্টের জলীয় ভাগে মিলিত হউক; ইহার ওষধী ভাগ পিষ্টের ওষধী ভাগে মিলিত হউক; ইহার যে রেবতী ভাগ আছে, তাহা জগতী ভাগের সহিত মিলিয়া যাউক; ইহার যে মাধুর্য্য ভাগ আছে, তাহা মাধুর্য্য ভাগের সহিত হউক।' ভাবার্থ এই যে, চালের গুঁড়া এবং শিলধোয়া জল এক হইয়া যাউক।

আমরা মনে করি, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র, ভগবৎকর্ম্মে আপনার দেহ-মন সমস্তকে ভগবৎ-প্রেরণার অধীন বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। এ মন্ত্রের বিশদ ভাব দশম কণ্ডিকার মন্ত্রার্থ-আলোচনায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। *

দ্বিতীয় মন্ত্রে 'সংবপামি' মাত্র পদ দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—ঐ মন্ত্রে পিষ্ট পদার্থ (পিটালীর গোলা) নিক্ষেপ করিতে হইবে। আমরা কিন্তু ঐ মন্ত্রকে প্রথম মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়, আপনার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে হবিঃস্বরূপে ভগবানে অর্পণ করা হইয়াছে। মানুষ যখন এতাদৃশ ভাবের

---

* ৪০শ পৃষ্ঠায় সেই আলোচনা দেখুন। সেখানকার (৩৮শ পৃষ্ঠার) ব্যাখ্যায় কয়েকটী পরিবর্ত্তন এই মন্ত্রের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টে সংশোধিত করিয়া লইবেন।

ভাবুক হইতে পারিবে, আপনার সদ্ভাবসমূহকে যখন ভগবানের উদ্দেশে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইবে, তখনই সে মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারিবে। তখনই তাহার, (তৃতীয় মন্ত্রের মর্ম্মানুরূপ) কর্ম্মফলাবসানে ক্ষয়মূলক ওষধীবৎ জীবনের সহিত স্নেহসত্ত্ব-ভাবের সম্মিলন ঘটিবে; তখনই তাহার, সেই মরণধর্ম্মী জীবনের সহিত রসস্বরূপ ভগবানের অমৃতত্বের সম্মিলন ঘটিবে; তখনই তাহার, সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবনিবহ বিশ্বজনীন স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া বিশ্ববাসী সকলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে; তখনই তাহার মাধুর্য্যভাব-সমূহের সহিত মাধুর্য্যময় ভগবদ্‌বিভূতিসমূহের সম্মিলন সাধিত হইবে।

মন্ত্রে এই যে বিরাট্ সম্মিলনের ভাব বিদ্যমান, তাহা উপলব্ধি করার পক্ষে কি বিষম অন্তরায়ই রহিয়া গিয়াছে! তৃতীয় মন্ত্রের প্রথমেই দৃষ্ট হয়, শব্দদ্বয় – 'আপঃ' ও 'ওষধীভিঃ'। তাহাতে সহজেই মনে হয়, যেন ফলপাকান্ত শস্যাদিতে জলসেচনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত 'সংবপামি' পদের সার্থকতাও তাহাতে পরিলক্ষিত হইতে পারে। বপনের পরই জলসেচন – এক পক্ষে এই ভাবই স্বভাব-সঙ্গত। স্থূলদৃষ্টিতে, কৃষিকর্ম্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে মনে আসিতে পারে। কৃষিকার্য্যই তো বটে! কিন্তু সে কোন কৃষিকার্য্য? কর্ষণ বপন জলসেচন তো বটেই! কিন্তু সে কোন ভাবে কোন ব্যাপারে? অনুধান করুন,—সে বাহির্জ্জগতের ব্যাপার কি অন্তর্জ্জগতের ব্যাপার! আমরা মনে করি, মন্ত্রোক্ত 'ওষধয়ঃ' ও 'রসেন' পদদ্বয়ে সেই তত্ত্বেরই আভাষ পাওয়া যায়। রসের সহিত ওষধীর মিলন কি? রস পাইয়া ওষধী পরিপুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহার আবার রসের সহিত মিলিবার কি প্রয়োজন! গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়' অর্থাৎ,—'হে অর্জ্জুন! জলের মধ্যে আমি রস'। ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে রস শব্দে ভগবানকেই লক্ষ্য হইয়াছে। তাহা হইলে, 'ওষধয়ঃ' পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহারা কি সেই ধান্যাদিরূপ তুচ্ছ তৃণবিশেষ? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি, মনুষ্য পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ওষধী পদের সার্থকতা। ফল পরিপক্ক হইলে, ওষধীর জীবন শেষ হয়। প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত মনুষ্য ইহসংসারে প্রেরিত হয়। তাহার সেই কর্ম্মফল যখন শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার ইহজীবনের অবসান ঘটে। মন্ত্রের 'ওষধী' পদ এই অর্থেই মনুষ্যকে বুঝাইতেছে। প্রথম স্তর—এই কঠোর জীবনের সহিত অপ্‌স্বরূপ স্নেহসত্ত্বভাবের সম্মিলন। জীবন যখন শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়, তখন সে রসময়ের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে। মন্ত্রোক্ত প্রথম পদ-চতুষ্টয়ে ('সমাপঃ' হইতে 'রসেন' পর্য্যন্ত বাক্যে) ঐ ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্রের শেষাংশ প্রোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। আত্মোৎকর্ষ সংসাধিত হইলে, সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য আসিলে, অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরিস্ফূর্ত্তি লাভ করে; বিশ্বের সকলের সহিত তখন তাহার সম্বন্ধ-সংশ্রব সংসূচিত হয়। 'রেবতীর্জ্জগতীভিঃ' শব্দে সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। সেই পরিস্ফূর্ত্তিরই চরম পরিণতি – 'মধুমতীর্ম্মধুমতীভিঃ'। তখনই প্রেমময়ের সহিত প্রেমিকের অপূর্ব্ব মিলন সংসাধিত হয়। (১ম—২১ক—১-৩ম)।

দ্বাবিংশী কণ্ডিকা।

(দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। অষ্টমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) জনয়ত্যৈ ত্বা সংযৌমি। (২) ইদমগ্নেঃ। (৩) ইদমগ্নীষোময়োঃ।

(৪) ইষে ত্বা। (৫) ঘর্ম্মোঽসি বিশ্বায়ুঃ।

(৬) উরুপ্রথা উরু প্রথস্বোরু তে যজ্ঞপতিঃ প্রথতাং।

(৭) অগ্নিষ্টে ত্বচং মা হিংসীৎ। (৮) দেবস্ত্বা সবিতা শ্রপয়তু

বর্ষিষ্ঠেঽধি নাকে ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'জনয়ত্যৈ' (সদ্ভাবসংজননার্থং) 'সংযৌমি' (সম্যক্ মিশ্রীকরোমি, ভগবতা সহেতি শেষঃ)।

২। 'ইদং' (মনঃসম্বন্ধযুতং জ্ঞানং) 'অগ্নেঃ' (অগ্নিদেবাৎ সমুৎপন্নং ইতি শেষঃ)। অগ্নির্হি জ্ঞানস্বরূপঃ; অতস্তেনৈব নরোজ্ঞানং লভত ইতি ভাবঃ।

৩। 'ইদং' (মনঃসম্বন্ধযুতং সৎকর্ম্ম) 'অগ্নীষোময়োঃ' (জ্ঞানভক্তিস্বরূপয়োঃ, অগ্নিদেবস্য সোমদেবস্য চ সম্বন্ধি ইতি শেষঃ)। অগ্নীষোময়োরনুকম্পয়া জ্ঞানভক্ত্যুৎপাদকং সৎকর্ম্ম নরৈরনুষ্ঠীয়তে ইতি ভাবঃ।

৪। হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইষে' (বৃষ্ট্যৈ, অভীষ্টবর্ষণায়) আহ্বয়ামীতি শেষঃ।

৫। হে ভগবন্! ত্বং 'ঘর্ম্মঃ' (প্রকাশশীলঃ) 'বিশ্বায়ুঃ' (বিশ্বপ্রাণস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবানেব বিশ্বেষাং প্রকাশরূপ আয়ুঃস্বরূপশ্চ ইতি ভাবঃ।

৬। হে ভগবন্! ত্বং 'উরুপ্রথাঃ' (বহুষু প্রখ্যাতঃ) 'উরুপ্রথস্ব' (বহুভাবেষু প্রখ্যাতো ভব)। পাপিনাং পরিত্রাণায় ভগবান্ প্রখ্যাত এব; অস্মৎসদৃশান্ পাপিনঃ পরিত্রাতুং তব মাহাত্ম্যং বহুবিস্তীর্ণং ভবতু ইতি প্রার্থনা। হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'যজ্ঞপতিঃ' (অয়ং অর্চ্চনাকারী) 'উরুপ্রথতাং' (সৎকর্ম্মণি বিশেষেণ বিখ্যাতো ভবতু)।

৭। হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানমূর্ত্তিঃ) 'ত্বচং মা' (অজ্ঞানরূপমাবরণং

মাং, অহংজ্ঞানং ইতি শেষঃ) 'হিংসীৎ' (নাশয়তু)। হে ভগবন্! মদীয়াস্তরস্থং জ্ঞানবাধকং অজ্ঞানমূলকং ভাবং সর্ব্বথা জ্ঞানালোকপ্রদানেন দূরীকরোতু ইতি ভাবঃ।

৮। হে ভগবন্! 'সবিতা দেবঃ' (মম হৃৎস্থঃ দ্যোতমানঃ জ্ঞানসূর্য্যঃ) 'বর্ষিষ্ঠে' (সমুন্নতে) 'নাকে' (হৃৎস্বর্গে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রার্পয়তু' (প্রতিষ্ঠাপয়তু)।

অথবা।

৭। হে মনঃ! 'অগ্নিঃ' (অন্তর্দাহকঃ, সন্তাপকঃ, সংসার-সন্তাপঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'ত্বচং' (চর্ম্ম, বাহ্যাবরণং, পাঞ্চভৌতিকদেহং ইতি যাবৎ) 'মা হিংসীৎ' (হিংসাং মা করোতু, ন পীড়য়তু, সাধনানুপযুক্তং মা করোতু ইতি ভাবঃ)।

৮। হে মনঃ! 'সবিতা' (নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, ভগবান্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ষিষ্ঠে' (অতিপ্রবৃদ্ধে, চিরস্থায়িনি) 'নাকে' (সর্ব্ববিধদুঃখরহিতে চিরশান্তিময়ে স্থানে) 'অধি' (অধিকং যথা স্যাৎ তথা) 'প্রার্পয়তু' (পরিপক্কং করোতু, উৎকর্ষং সম্পাদয়তু)। হে মনঃ! যথা ত্বং চিরশান্তিময়ং স্থানং লব্ধুং শক্নুয়াঃ; স ভগবান্ তথা তব শক্তিং বর্দ্ধয়তু ইতি ভাবঃ। (১৭-২২ক—১০৮ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকায় প্রথম তিনটী মন্ত্র মনঃসম্বন্ধযুত, এবং চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত পাঁচটী মন্ত্র ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। শেষের মন্ত্র দুইটী, অর্থান্তরে মনঃসম্বোধনসূচক বলিয়াও গ্রহণ করা যায়]।

১। হে মন! সদ্ভাব-সংজননার্থ তোমাকে ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত করিতেছি।

২। এই মনঃসম্বন্ধযুত জ্ঞান—অগ্নিদেব হইতে উৎপন্ন। অগ্নিদেবই জ্ঞানস্বরূপ।

৩। এই মনঃসম্বন্ধযুত সৎকর্ম্ম, সেই জ্ঞান-ভক্তি স্বরূপ অগ্নি ও সোম দেবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; অর্থাৎ, অগ্নীষোম দেবতার অনুকম্পাতেই মানুষ, জ্ঞানভক্তির উৎপাদনকারী সৎকর্ম্মের সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

৪। হে ভগবন্! অভীষ্টপূরণের জন্য আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

৫। হে ভগবন্! আপনিই প্রকাশরূপ বিশ্বপ্রাণ হয়েন।

৬। হে ভগবন্! আপনি বহুপ্রকারে প্রখ্যাত আছেন; আবার বহুভাবে প্রখ্যাত হউন। (পাপিগণের পরিত্রাণের জন্যই ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রখ্যাত। আমাদের ন্যায় পাপীর পরিত্রাণ-সাধনে তাঁহার মাহাত্ম্য বহুবিস্তীর্ণ হউক)। হে ভগবন্! তোমার অর্চ্চনাকারী বহুবিধ সৎকর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ লাভ করুক।

৭। হে ভগবন্! আপনার জ্ঞানমূর্ত্তি আমার অজ্ঞানরূপ আবরণ (অহংভাব) নাশ করুক। (অর্থাৎ জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা দূর হউক)।

৮। হে ভগবন্! আমার হৃদয়স্থ দ্যোতমান জ্ঞানসূর্য্য (কর্ম্মদ্বারা সমুন্নত) আমার হৃদয়-রূপ স্বর্গে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করুক। অর্থাৎ,—সৎকর্ম্ম দ্বারা হৃদয়কে উন্নত করিয়া আমি যেন সেই হৃদয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করি—এই প্রার্থনা।

অথবা

৭। হে মন! সংসারসন্তাপ দ্বারা আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহ যেন পীড়িত না হয়। অর্থাৎ,—আমার দেহ সাধনোপযোগী হউক।

৮। হে মন! নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ সেই ভগবান্, তোমাকে চিরস্থায়ী চিরশান্তিময় স্থানে (স্থাপনপূর্ব্বক) সর্ব্বথা তোমার উৎকর্ষ-সাধন করুক। (১অ—২২ক—৭-৮ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৫।১৮) সংযৌতি জনয়ত্যৈ ত্বেতি। অপাং পিষ্টানাং চ মিশ্রীকরণং লক্ষয়নং। হে জল পিষ্টরূপপদার্থদ্বয় ত্বাং সংযৌমি সংযগ্মি শ্রীকরোমি। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। কিমর্থং জনয়ত্যৈ যজমানস্য প্রজোৎপাদনার্থং জলপিষ্টয়োর্যথা মিশ্রণং তথা শুক্রশোণিতমিশ্রণেন যজমানস্য প্রজোৎপত্তির্ভবতি তদর্থং ত্বাং সংযৌমি। যদ্বা জনয়ত্যৈ পুরোডাশোৎপত্ত্যৈ ত্বাং সংযৌমি। (কা০ ২।৫।১৫) সংশিতজ্যাসং ৎপিণ্ডমাপভক্ত ইদমগ্নেরিদমগ্নীষোময়োরিতীতি। মিশ্রীকৃতস্য পিষ্টস্যাবদানাঙ্কিতং পিণ্ডদ্বয়ং কৃত্বা পুনর্ম্মেলয়ন্ ইদমগ্নেরিত্যসম্বন্ধি আজ্যভবতীতি প্রথমং পিণ্ডং স্পৃশেৎ। ইদমগ্নীষোময়োর্ভবত্বিতি দ্বিতীয়ং স্পৃশেৎ। (কা০ ২।৫।১৭) ইষে ত্বেত্যাজ্যমধিশ্রয়তীতি। হে আজ্য ইষে ইষ্যমানরষ্ট্যর্থং ত্বামধিশ্রয়ামীতি শেষঃ। আজ্যপ্রবিলাপনার্থং তৎপাত্রস্যাগ্নৌ স্থাপনমধিশ্রয়ণং। (কা০ ২।৫।১৯) ঘর্ম্মোঽসীতি পুরোডাশমিতি। হে পুরোডাশ ত্বং ঘর্ম্মোঽসি। ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ। ঘর্ম্মশব্দেন দীপ্যমানঃ প্রবর্গ্য উচ্যতে। শ্রপ্যমানত্বয়া দীপ্যমানত্বাৎ প্রবর্গ্যোঽসি। তথা বিশ্বায়ুঃ বিশ্বং কৃৎস্নমায়ুর্যস্মাৎ স বিশ্বায়ুঃ। যস্মাদ্ যজমানঃ সর্ব্বমায়ুরাপ্নোতীতি ভাবঃ। (কা০ ২।৫।২০) উরুপ্রথা ইতি প্রথয়তি যাবৎ কপালমিতি। সর্ব্বকপালেষু সংশ্লেষয়িতুং তং প্রসারয়েৎ। হে পুরোডাশ ত্বং স্বভাবতঃ উরুপ্রথাঃ উরু বিস্তীর্ণং যথা তথা প্রথতে প্রসরতীত্যুরুপ্রথাঃ। অত্র ইদানীমপি উরুপ্রথস্ব প্রথ্যাতো ভব। কিং চ তে যজ্ঞপতিস্তব যজমানঃ উরু বিস্তীর্ণং পুত্রপশ্বাদিভিঃ প্রথতাং প্রখ্যাতো ভবতু। (কা০ ২।২।২১) অগ্নিষ্ট ইত্যাস্তরভিমৃশতীতি। হে পুরোডাশ অগ্নিশ্রপণায় প্রবৃত্তঃ তে তব ত্বচং সকলদৃশমুপরিতনভাগং মা হিংসীৎ মা বিনাশয়তু। অতিদাহেন মহীতাবো বিনাশঃ স মাভূদিত্যর্থঃ অথবা তপেনদোষঃ শ্রপণাজ্জায়মানশ্চ হবিষ উপদ্রবো জলস্পর্শেন শাম্যতীতি

ভাবঃ। (১কা০ ২১৫ ২৩) দেবস্যেতি শ্রপণামিতি। হে পুরোডাশ সবিতা দেবঃ বর্ষিষ্ঠে অত্যন্ত বৃদ্ধে নাকে দ্যুলোকবর্ত্তিনি নাকনাম্নি অগ্নৌ ত্বা ত্বাম্ অধিশ্রয়তু শ্রপয়তু পক্বং করোতু মনুষ্যাণাং শ্রপণে কর্তৃত্বং মা ভূদিত্যভিপ্রেত্য দেবস্যেত্যুচ্যতে। দিবি নাকো নামাগ্নী রক্ষোহেতি তিত্তিরিবচনান্নাকো নাম স্বর্গস্থোহগ্নিঃ। ২২।

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— • —

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটীর মধ্যে, ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যানুসারে, পুরোডাশ-রূপ পিষ্টক-প্রস্তুতের প্রক্রিয়া প্রভৃতি পরিবর্ণিত হইয়াছে। চাউলগুলি শিলায় অথবা যাঁতাতে গুঁড়া করার পর, সেই শিলা অথবা যাঁতা ধুইয়া যে জল বাহির হইবে, সেই জলের সহিত তণ্ডুল-চূর্ণগুলিকে মিশ্রিত করিবে। তার পর, প্রথম মন্ত্রে তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে হইবে,—'হে পিষ্টতণ্ডুল ও উপসর্জ্জান (শিলধোয়া জল)! পুরোডাশ-প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে মিশ্রিত করিতেছি।' ভাষ্যানুসারে ইহাই প্রথম মন্ত্রের অর্থ। দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই জলমিশ্রিত পিষ্ট তণ্ডুলের একটী অংশ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করিয়া বলা হইতেছে,—'এই ভাগটী অগ্নির রহিল।' তার পর, ঐরূপ দুইটী ভাগ স্বতন্ত্ররূপে রক্ষা করিয়া তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'এই দুইটী ভাগ অগ্নি ও সোম দেবতার জন্য রহিল।' অতঃপর, আটটী কপালে (পূর্ব্বে এই কপাল কয়টী স্থাপন করা হয়) গব্যঘৃত নিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তাহাতে মন্ত্রের মর্ম্ম এই,—'হে ঘৃত! দেবগণের নিমিত্ত পুরোডাশ-রূপ অন্ন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে তোমাকে কপালসমূহে প্রক্ষেপ করিতেছি।' পঞ্চম মন্ত্রে সেই ঘৃতে পুরোডাশ প্রক্ষেপ করিতে হইবে। তাহাতে মন্ত্রার্থ, 'হে পুরোডাশ! তুমি দীপ্যমান; যজমানের আয়ুর্বৃদ্ধি কর!' ষষ্ঠ মন্ত্র, পুরোডাশ-ভর্জ্জন উপলক্ষ্যে প্রযুক্ত বলিয়া, অভিহিত হয়। উহার অর্থ,—'হে পুরোডাশ! তোমরা স্বভাবতঃ 'উরুপ্রথ' (বহুবিস্তৃত), তুমি আরও বিস্তৃত হও। তাহাতে যজমানও প্রখ্যাত হউক।' সপ্তম মন্ত্রে পুরোডাশে জলসেক করিতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ,—'হে পুরোডাশ! তোমার ত্বক্ যেন নষ্ট না হয়, এজন্য জলসেক করিতেছি।' অর্থাৎ পিষ্টক যেন ধরিয়া না যায়, ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। অষ্টম মন্ত্রে সেই পুরোডাশকে লক্ষ্য করিতে করিতে বলা হইতেছে, 'হে পুরোডাশ! দ্যুলোকস্থিত দেবতা তোমাকে পরিপক্ক করুন।' অর্থাৎ, পুরোডাশ যেন ধরিয়া না যায়, উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইতে পারে, ইহাই মন্ত্র-কয়েকটীর বিশেষ লক্ষ্য।

মন্ত্রে কোথায়ও পুরোডাশের সম্বোধন নাই। অথচ, কোনও মন্ত্রে যে পুরোডাশের সম্বন্ধ আছে, তাহাও মনে আসিতে পারে না। প্রথম দুইটী মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, ঐ দুই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—মন যদি সদ্ভাব-পুষ্টির জন্য ভগবানের সহিত মিলিত অর্থাৎ ভগবৎকার্য্যে বিনিযুক্ত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ হইতেই অন্তঃকরণে জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মন-সম্বন্ধযুক্ত সৎকর্ম্মই জ্ঞান ও ভক্তির মূলীভূত। পরপর তিনটী মন্ত্রে ঐ

ভাবই পরিব্যক্ত আছে। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, চতুর্থ মন্ত্র, সেই পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প দৃঢ় করিতেছে। ভগবানকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ঐ মন্ত্রে বলা হইতেছে, - 'হে ভগবন্। আপনি আমার অভীষ্ট পূরণ করুন; আমার মন যেন সৎকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিয়া আপনার সহিত মিলিতে পারে।' পরবর্ত্তী মন্ত্র-কয়েকটী, পূর্ব্বের সহিত কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহাও লক্ষ্য করুন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র, ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রকাশক। তিনি যে স্বপ্রকাশ। বিশ্ব যে তাঁহার অভিব্যক্তি! তিনিই যে বিশ্বের প্রাণস্থানীয়! তিনি তো প্রখ্যাতই আছেন! কিন্তু তাঁহার মুখ্য প্রখ্যাতি - পাপীর পরিত্রাণের জন্য। অর্চ্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,— 'হে ভগবন! আমার ন্যায় পাপীকে পরিত্রাণ করুন; সৎকর্ম্মের জন্য আমি যেন বিখ্যাত হই।' সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের প্রার্থনাও যেন ঐ প্রার্থনারই পূর্ণতাদ্যোতক। প্রথমে বলা হইল, - পাপ দূর করুন; তার পর বলা হইল,—'হে ভগবন! আপন জ্ঞানমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমার অজ্ঞানাবরণ নাশ করুন। অথবা, আমার পাঞ্চভৌতিক-দেহকে দৃঢ় করিয়া দেন,— সে যেন সাধনায় অনুপযুক্ত না হয়। সে যেন আপনার হৃদয়কে সৎকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে পরিণত করিয়া, সেখানে আপনাকে স্থাপন করিতে সমর্থ হয়।' (১অ—২২ক ১-৮ম)।

—— * ——

ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা।

(ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) মা ভের্মা সংবিক্থাঃ। (২) অতমেরুর্যজ্ঞোঽতমেরুর্যজমানস্য

প্রজা ভূয়াৎ। (৩) ত্রিতায় ত্বা। (৪) দ্বিতায় ত্বা। (৫) একতায় ত্বা ॥ ২৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'মা ভেঃ' (ভীতং মা ভব) 'মা সংবিক্থাঃ' (উদ্বিগ্নং মা ভব)। ভয়োদ্বেগরহিতং সৎ ত্বং পরমাত্মানমারাধয় ইতি ভাবঃ।

২। হে মনঃ! 'যজমানস্য' (দেবার্চ্চকস্য, মমেতি শেষঃ) 'যজ্ঞঃ' (আত্মপ্রসাদার্থঃ অনুষ্ঠিতো যাগঃ) 'অতমেরুঃ' (দোষবর্জ্জিতঃ) 'ভূয়াৎ' (ভবতু), তবানুবেগ বশাদিতি ভাবঃ; অপিচ, মম 'প্রজা' (প্রজননং, প্রকৃষ্টং জন্ম, মনুষ্যজন্ম) 'অতমেরুঃ' (গ্লানিরহিতা— ভবজন্ম, নিন্দাশূন্যং ভগবদারাধনয়া সফলমিত্যর্থঃ) ভূয়াদিতি ক্রিয়াপদং পূর্ব্বত আকৃষ্য ইহ যোজনীয়ং। হে মনঃ! ভগবতি পরমাত্মনি তব অত্যাসক্তমানসক্তিবশাৎ মম যাগাদিকং কর্ম্ম ইদং মনুষ্যজন্ম চ নিন্দাদোষরহিততয়া সার্থকমপি ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা।

অথবা।

২। হে ভগবন্! 'যজ্ঞঃ' (অস্মাকং যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'অতমেরুঃ' (দোষশূন্যং) 'ভূয়াৎ' (ভবতু); অপিচ, 'যজমানস্য' (দেবার্চ্চকস্য প্রার্থনাকারিণো জনস্য) 'প্রজা' (সন্ততিঃ, আত্মসম্পর্কীয়ঃ) 'অতমেরুঃ' (দোষরহিতঃ) ভবদনুগ্রহেণ ভূয়াদিতি শেষঃ।

৩। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্রিতায়' (ত্রিতং, ত্রিলোকব্যাপিনং, বিশ্বব্যাপকং অথবা গুণত্রয়াত্মকং ত্রিদেবং উদ্দিশ্য) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

৪। হে মনঃ! 'দ্বিতায়' (দ্বিতং প্রকৃতিপুরুষরূপং অথবা জ্ঞানক্রিয়াস্বরূপং দেবদ্বয়ং উদ্দিশ্য) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রেরয়ামি ইতি শেষঃ! যো দেবঃ জগতি প্রকৃতিপুরুষরূপেণ জ্ঞান-ক্রিয়ারূপেণ বা দ্বিধা বিভজ্য আত্মানং বিস্তারয়তি, হে মনঃ ত্বং তং পরমাত্মানং অনুসন্ধেহি ইতি মম ত্বায় নিয়োগ ইতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ। 'একতায়' (একতং, একেন অদ্বিতীয়েন আত্মরূপেণ, ব্রহ্মস্বরূপেণ তনোতি নিখিলং জগৎ ব্যাপ্নোতি যঃ স তথোক্তং পরমাত্ম ব্রহ্মরূপং দেবং উদ্দিশ্য) 'ত্বা' (ত্বাং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ। হে মনঃ! ত্বাং অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রেরয়ামি ইতি ভাবঃ॥ (১৭—২৩ক—১-৫ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটী অর্থান্তরে ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছেও বলিতে পারি।)

১। হে মন! তুমি ভীত হইও না, উদ্বিগ্ন হইও না। অর্থাৎ, ভয়োদ্বেগরহিত হইয়া তুমি পরমাত্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হও।

২। হে মন! দেবার্চ্চনাকারী আমার অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্ম দোষবর্জ্জিত হউক; আর, আমার এই মনুষ্যজন্ম, দোষশূন্য হইয়া ভগবদারাধনায় সাফল্য লাভ করুক (ভগবদারাধনাই জীবনের লক্ষ্য হউক)।

অথবা।

২। হে দেব! আমাদের যাগাদি-সৎকর্ম্ম দোষশূন্য হউক; আর, দেবার্চ্চনাকারী ভগবৎকরুণাপ্রার্থী জনের সন্তান-সন্ততি ও সম্পর্কিত জন আপনার অনুগ্রহে দোষশূন্য নিষ্কলঙ্ক হউক।

৩। হে মন। তোমাকে সেই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক ত্রিদেবের উদ্দেশে নিয়োগ করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে প্রকৃতিপুরুষরূপ দেবদ্বয়ের উদ্দেশে নিযুক্ত করিতেছি।

৫। হে মন! তোমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উদ্দেশে নিযুক্ত করিতেছি। (১৭—২৩ক—১-৫ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৫।২৪, মা ভেরিত্যালভ্য ইতি। হে পুরোডাশ ত্বং মা ভেঃ। ভয়ং মা কার্ষীঃ। মা সংবিক্থাঃ। চালনং মা কার্ষীঃ। ভ্রেতী ভয়ে। ওবিজী ভয়চলনয়োরিত্যনয়োঃ প্রয়োগৌ॥ (কা০ ২।৫।২৫) অতমেরুরিতি শৃতাবস্তিগালয়তি ভস্মনা বেদেনোপাবেষেন বেতি। যজ্ঞো যাগহেতুঃ পুরোডাশ অতমেরুর্ভূয়াৎ। তমু গ্লানৌ॥ তাম্যতীতি তমেরুঃ। ঔণাদিক এরুপ্রত্যয়ঃ। ন তমেরুঃ অতমেরুঃ। ভস্মাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু। যজমানস্য প্রজা পুত্রপৌত্রাদিঃ অতমেরুঃ গ্লানিরহিতা ভূয়াৎ যজমানস্য প্রজায়াঃ কদাপি দুঃখং মাস্ত্বিত্যর্থঃ॥ (কা০ ২।৫।২৬) পাত্রাঙ্গুলিপ্রক্ষালনমাপ্ত্যেভ্যো নিনয়তীতি তপ্যঃ প্রত্যগ্‌ সংস্পৃশ্যমানং ত্রিতায় ত্বেতি প্রতিমন্ত্রমিতি। হে পাত্রাঙ্গুলিপ্রক্ষালনোদক ত্রিতায় ত্রিতনাম্নে দেবায় ত্বাং নিনয়ামীতি শেষঃ। তথা দ্বিতায় ত্বা নিনয়ামি তথা একতায় ত্বা নিনয়ামি পূর্ব্বং কুতশ্চিদ্ধেতোঃ ভীতোহগ্নিরপঃ প্রাবিশত্ততো দেবাস্তং জ্ঞাত্বা অগৃহ্নংস্তদাগ্নিনা বীর্য্যমপ্সু মুক্তং তত আপ্ত্যা উৎপন্নাস্ত্রিতদ্বিতৈকতসংজ্ঞাস্তে দেবৈঃ সহ চরন্তো যজ্ঞে পাত্রী প্রক্ষালনজললক্ষণং ভাগং লেভিরে ইতি শ্রুতিকথানুসন্ধাতব্যা (১।২।৩১ । ২৩।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসরণে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টীর যে অর্থ হয়, তাহাতে বুঝা যায়, অগ্নি হইতে পুরোডাশ নামাইবার সময়, পুরোডাশকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়; এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র-কয়েকটীও যথাক্রমে পুরোডাশকে ও তৎসংশ্লিষ্ট জলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। পুরোডাশকে তিনটী পাত্রে রাখিতে হইবে; তৎপরে প্রথম মন্ত্রে বলিতে হইবে, 'হে পুরোডাশ! তুমি ভীত ও চঞ্চল হইও না, স্থির হইয়া থাক।' অর্থাৎ, পাত্র হইতে পুরোডাশ যেন না পড়িয়া যায়,—এই উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে পুরোডাশকে ভস্ম বা উপবেশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে। তৎপরে মন্ত্রোচ্চারণে বলিতে হইবে,—'পুরোডাশ এবং যজমানের সন্তান-সন্ততি গ্লানিরহিত হউক।' তৃতীয় হইতে পঞ্চম মন্ত্রে পাত্রধৌত জলকে সম্বোধনপূর্ব্বক যথাক্রমে বলা হইয়াছে,—'হে পাত্রধৌত জল! 'ত্রিত'-নামক দেবতার 'দ্বিত'-নামক দেবতার এবং 'একত'-নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমাকে অর্পণ করিতেছি।' এই বলিয়া, জলকে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে পাত্র-ধৌত জল পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্পণ বিষয়ে পুরাণের একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যানটী এই: অগ্নি এক সময়ে শত্রুভয়ে ভীত হইয়া জলের মধ্যে লুক্কায়িত হয়েন। সেই সময় তাঁহার বীর্য্যে জলের মধ্যে ত্রিত, দ্বিত ও একত নামক দেবত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অগ্নিদেব, অন্যান্য দেবগণের অনুকম্পায়, জল হইতে উদ্ধার পাইলে, তদুৎপন্ন দেবত্রয়ের পূজার বিষয় বিচার হয়। কিন্তু তখন যজ্ঞের এমন কোনই ভাগ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁহারা পাইতে পারেন। তখন পুরোডাশ-ধৌত জল, তাঁহাদিগকে অর্পণ করিবার জন্য ব্যবস্থা হয়। এই ভাবে মন্ত্র কয়টী অন্বিত হইয়া আছে।

একণে মন্ত্রসম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করা যাইতেছে। পুরোডাশকে ভীত বা চঞ্চল না হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার কি সার্থকতা আছে, আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সিদ্ধান্ত করি, প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—পুরোডাশ নহে; ঐ মন্ত্রে যাজ্ঞিক আপনার মনকে ভগবৎ-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন; বলিতেছেন,—'মন! ভগবানের কার্য্যে বিনিযুক্ত হওয়ার পথে অনেক বিভীষিকা ও বিঘ্ন আছে। তুমি দৃঢ় হও; ভয় পাইও না; উদ্বিগ্ন হইও না।' আমরা মনে করি, প্রথম মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় মন্ত্রও পুরোডাশকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ঐ মন্ত্রও মনঃসম্বন্ধসূচক। উহার মর্ম্মার্থ এই যে,—'মন! পরমাত্মায় তোমার ঐকান্তিকী আসক্তি আসুক; তাহার ফলে তোমার যাগাদি সৎকর্ম্ম এবং মনুষ্যজন্ম গ্লানিশূন্য কলঙ্করহিত হউক।' অথবা, ঐ মন্ত্রে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছেও মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার অনুগ্রহে যাগাদিকর্ম্ম দোষশূন্য হউক; প্রার্থনা-কারীর সম্বন্ধবিশিষ্ট সকলেই নিষ্কলঙ্ক হউক,—ইহাই ঐ প্রার্থনার ও মন্ত্রের লক্ষীভূত। মনকে সম্বোধন করিয়াই হউক, আর ভগবানকে সম্বোধন করিয়াই হউক, দুই দিকের অর্থ—সমান সদ্ভাবপ্রকাশক। সুতরাং মন্ত্রের ঐ দ্বিবিধ অর্থই আমরা প্রকাশ করিলাম।

তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম মন্ত্রের 'ত্রিতায়' 'দ্বিতায়' 'একতায়' পদত্রয় সাধকের উচ্চাবচ স্তরে অগ্রসর হওয়ার অবস্থার বিষয়ই প্রকাশ করিতেছে। প্রথমে মনে হয়, ভগবান্ সত্ত্বরজস্তমোময়, তিনি ত্রিমূর্ত্তিতে ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। তদবস্থায়, মনকে সম্বোধন করিয়া বলাই স্বাভাবিক, 'মন। তোমায় সেই 'ত্রিতায়' অর্থাৎ তিনস্বরূপে নিযুক্ত করিতেছি। রজোরূপে তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বরূপে তিনি বিষ্ণু, তমোরূপে তিনি মহেশ্বর। সৃষ্টি স্থিতি সংহার—এই তিন কার্য্যে তিনি তিন অবস্থায় প্রকাশমান। তাঁহার সেই তিন ভাবের তিন অবস্থার প্রতি, মন, আমি তোমায় নিযুক্ত করিতেছি।' মন্ত্রের 'ত্রিতায় ত্বা' বাক্যে সেই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছে। পরবর্ত্তী মন্ত্র—পরবর্ত্তী স্তরেরই উপযোগী। এ অবস্থায়, ক্রমশঃ সেই তিন দুইয়ে পর্য্যবসিত হইলেন। প্রকৃতি-পুরুষরূপে অথবা ক্রিয়া-জ্ঞান-রূপে তিনি বিদ্যমান বলিয়া, তখন তাঁহার প্রতি লক্ষ্য পড়িল। সাধক তখন কহিলেন,—'মন! তুমি সেই 'দ্বিতায়'—প্রকৃতিপুরুষরূপে বিদ্যমান—পরমেশ্বরের দুই ভাবের প্রতি বিনিবিষ্ট হও।' "দ্বিতায় ত্বা"—এই মন্ত্রের ইহাই লক্ষ্য। তার পরের স্তর—"একতায় ত্বা"। সে অবস্থায় সকলই এক হইয়া আসিল। তখন সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িল। সাধক কহিলেন, 'মন! আর কেন দ্বিধা ভাব পোষণ কর? 'একতায়'—সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি বিনিযুক্ত হও। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে, আর কোনও দ্বিধা ভাবই তোমার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।' তখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্য সিদ্ধি লাভ করিল। সাধক তখন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। আমরা মনে করি, ইহাই শেষ মন্ত্র-ত্রিতয়ের মর্ম্মার্থ। জলমধ্যে অগ্নির লুক্কায়িত হওয়ার পৌরাণিক আখ্যানেও, অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হওয়ার এবং জ্ঞানের উন্মেষে ত্রিত দ্বিত ও একত ভাবের বিকাশ, রূপকে বিবৃত হইয়াছে মনে করা যায়। (১অ-২৩ক-১-৫ম)।

—•—

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং।

(২) আদদেঽধ্বরকৃতং দেবেভ্যঃ।

(৩) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণঃ সহস্রভৃষ্টিঃ শততেজা বায়ুরসি

তিগ্মতেজা দ্বিষতো বধঃ ॥ ২৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'দেবস্য ত্বা' ইতি মন্ত্রস্য ব্যাখ্যা একবিংশতিকণ্ডিকায়াং দ্রষ্টব্যা।

২। 'অধ্বরকৃতং' (মদীয়ং যজ্ঞোপজাতং ফলং) 'দেবেভ্যঃ' (দ্যোতমানেভ্যঃ, উপাসিতেভ্যঃ) 'আ' (সম্যক্ প্রকারেণ) 'দদে' (সমর্পয়ামি)।

৩। হে দেবার্পিতকর্ম্মফলসঙ্ঘ! 'অসি' (ত্বং) 'ইন্দ্রস্য' (অনন্তশক্তিশালিদেবস্য) 'দক্ষিণঃ' (শ্রেষ্ঠঃ) 'বাহুঃ' (হস্তস্বরূপঃ, ভগবতঃ পরমানন্দদায়ক ইতি ভাবঃ) 'সহস্রভৃষ্টিঃ' (অশেষপাপনাশকঃ) 'শততেজাঃ' (অমিততেজঃসম্পন্নঃ) 'বায়ুঃ' (বায়ুবদ্‌গতিবিশিষ্টঃ, দেবসমীপে ক্ষিপ্রগামীত্যর্থঃ) 'তিগ্মতেজাঃ' (তীব্রজ্বালাবিশিষ্টঃ, পাপদাহক ইতি ভাবঃ) 'দ্বিষতঃ' (রিপুশত্রোঃ) 'বধঃ' (হন্তা) 'অসি' (ভবসি)। কর্ম্মফলং দেবার্পিতং সৎ অনন্তকল্যাণধায়কং পাপনাশকঞ্চ ভবতীতি ভাবার্থঃ। (১অ—২৪ক—১-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। ['দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ একবিংশতি কণ্ডিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।]

২। মদীয় যজ্ঞকর্ম্ম-সঞ্জাত ফল—দেবগণকে সম্যক্‌প্রকারে সমর্পণ করিতেছি।

৩। হে দেবতাচরণে সমর্পিত কর্ম্মফল! তুমি অনন্তশক্তিশালী ভগবানকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাক; তুমি অশেষ পাপনাশক, অমিততেজঃসম্পন্ন, দেবসমীপে শীঘ্রগামী, পাপসমূহের দাহকর্ত্তা এবং রিপুশত্রুগণের হননকারী হইয়া থাক। ভাবার্থ এই যে,—কর্ম্মফল দেবতার উদ্দেশে অর্পিত হইলে অনন্তফলোপধায়ক এবং পাপনাশক হইয়া থাকে। (১অ—২৪ক—১-৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যঃ (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২৬১৩০) দেবস্য ত্বেতি স্ফ্যমাদাদেতি দেবস্য ত্বেতি ব্যাখ্যাতং। দেবেভ্যো দেবোপকারাণং অধ্বরকৃতং অধ্বরং করোতীতি সোদথনমাদিদ্বারেণেতাধ্বরকৃতঃ স্ফ্যমহমাদদে গৃহ্ণামি॥ (কা০ ২।৬।২৩) সতৃণসব্যে কৃত্বাদক্ষিণেনালভ্য জপতীন্দ্রস্য বাহুরসীতি। হে স্ফ্য ত্বমিন্দ্রস্য দক্ষিণবাহুরসি। তেন বাহুনা ধৃতত্বাত্তৎসমানবীর্য্যোপেতত্বাদ্বা স্ফ্যস্য বাহুরূপত্বোপচারঃ। কিম্ভূতঃ স্ফ্যঃ। সহস্রভৃষ্টিঃ ভৃষ্টির্ভর্জ্জনং পাকোমারণমিতি যাবৎ। সহস্রসংখ্যাকানাং শত্রূণাং ভৃষ্টির্যস্য স সহস্রভৃষ্টিঃ। শততেজাঃ শতং তেজাংসি যস্য সঃ বহুধা দীপ্যমানঃ। কিঞ্চ বায়ুরসি ন কেবলমিন্দ্রবাহুসদৃশঃ। কিংতু বায়ুসদৃশোঽপ্যসি। অতএব তিগ্মতেজাঃ তীক্ষ্ণতেজাঃ যথা বায়ুর্ব্বহ্নিং প্রদীপ্য তীব্রাং জ্বালামুৎপাদয়ংস্তীব্রতেজা ভবতি। এবং স্ফ্যোঽপি খননচ্ছেদনরূপং কর্ম্ম কুর্ব্বংস্তীব্রতেজা উচ্যতে। তথা দ্বিষতো বধঃ। হন্তীতি বধঃ কর্ম্মদ্বেষিণামসুরাদীনাং হন্তেত্যর্থঃ॥ ২৪॥

* *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে বুঝা যায়, 'স্ফ্য' নামক মৃত্তিকা খননের উপযোগী যন্ত্রবিশেষকে সম্বোধন করিয়া এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী উচ্চারণ করা হইয়াছে। যজ্ঞের জন্য যূপকাষ্ঠ প্রোথিত করা প্রয়োজন। তাহার নিমিত্ত গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। তাই 'খন্তার' মত কোন জিনিষ এ স্থলের লক্ষ্য—ইহাই প্রকাশ। যাঁহারা বেদকে অসভ্য আদিম অবস্থার স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতে 'স্ফ্য' বলিতে খড়্গাকার যজ্ঞকাষ্ঠবিশেষ অর্থ পরিগৃহীত হয়। কারণ তখন মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখে নাই। যাঁহারা ততদূর আদিম অসভ্য অবস্থার বিষয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা 'স্ফ্য' শব্দে লৌহাগ্রভাগাবশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড (খন্তা প্রভৃতি) অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে স্ফ্য। অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয়ের ও পূষাখ্য-দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে দেবপূজার জন্য তোমাকে যজ্ঞে নিযুক্ত করিতেছি।' এই মন্ত্রের পর ঐ স্ফ্যকে বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। সে মন্ত্রের ভাব,—'হে স্ফ্য! তুমি ইন্দ্রদেবের দক্ষিণ বাহু, তুমি বহুদীপ্তিশালী, বহু জীবের

নাশক, উগ্রতেজের জন্য তুমি বায়ুর সহিত তুলনীয়। এই যজ্ঞের বধ (গর্ত্ত-খনন-কার্য্য) তোমার দ্বারা সম্পন্ন হউক।'

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রার্থের আলোচনা একবিংশতি কণ্ডিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে যে অর্থ, এখানেও সেই অর্থ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে যজ্ঞকর্ম্মসঞ্জাত ফলের প্রতি লক্ষ্য আছে। যজ্ঞকর্ম্মের ফলে— 'আমার রূপ হউক, ঐশ্বর্য্য হউক, স্বর্গ লাভ হউক' মানুষ এইরূপই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। এখানে, দ্বিতীয় মন্ত্রে, সেই সৎকর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'আমার সর্ব্বকর্ম্মফল আমি দেবোদ্দেশে অর্পণ করিতেছি।' ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধনের সারভূত লক্ষ্য। কর্ম্মফল দেবতার চরণে সংর্পিত হইলে কি শক্তি প্রাপ্ত হয়, তৃতীয় মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করা হইয়াছে। কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে সমর্পিত হইলে, তাঁহার অনন্ত প্রীতি সাধিত হয় এবং সেই কর্ম্মফল অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপ্রভাবে অশেষ প্রকার পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়,—তাঁহার অমিততেজে পাপসমূহ ভস্মীভূত হয়। আর, তাহার প্রভাবে রিপুশত্রুগণ বিমর্দ্দিত হইয়া যায়। কর্ম্মফল দেবোদ্দেশে অর্পিত হইলে শীঘ্রই তাহা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই কর্ম্মফলকে ভগবানে অর্পণ করিবার উপদেশ আমাদের প্রতি দৈবানুষ্ঠানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূজাহোমাদি সকল কর্ম্মের শেষেই, জ্ঞানতঃই হউক, আর অজ্ঞানতঃই হউক, ইচ্ছাবশেই হউক, আর অনিচ্ছাবশতঃই হউক, 'এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু' এই মন্ত্রটী উচ্চারণ-পূর্ব্বক ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মফল ন্যস্ত করিবার বিধি দেখা যায়। এখানে, এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী সেই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। (১অ—২৪ক—১-৩ম)।

— ‡ —

পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) পৃথিবি দেবযজন্যোষধ্যাস্তে মূলং মা হিংসিষং।

(২) ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং। (৩) বর্ষতু তে দ্যৌঃ।

(৪) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্য্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্‌॥ ২৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'দেবযজনি' (দেবসম্বন্ধীয়কর্ম্মণঃ আধারভূতে) 'পৃথিবি' (হে তনু! মম স্থূল-শরীরেতি শেষঃ) 'তে' (তব) 'ওষধ্যাঃ' (কর্ম্মফলাবসানেন ক্ষয়স্য) 'মূলং' (কারণং) 'মা হিংসিষং' (ন বিনাশয়ামি)। হে স্থূলশরীর! তব পুনরাবৃত্তিরিহ মা ভূয়াদিতি ভাবঃ।

২। হে মনঃ! ত্বং 'গোষ্ঠানং' (কল্যাণাস্পদং) 'ব্রজং' (প্রব্রজ্যাং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি)। বৈরাগ্যমবলম্বয়েতি ভাবঃ।

৩। হে মনঃ 'দ্যৌঃ' (দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেবঃ) 'বর্ষতু' (তব অভীষ্টবর্ষণং করোতু)।

৪। 'দেব' (দ্যোতমান) 'সবিতঃ' (হে সবিতৃদেব!) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান' (তব অনুগ্রহপ্রার্থিনঃ অস্মান্) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (শত্রুং) 'বয়ং দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ), তান্ সর্ব্বানেব শত্রূন্ 'পরমস্যাং' (অন্তিমায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূপ্রদেশে, ভূমেঃ শেষ-সীমান্তে, অন্ধতামিস্রে ইতি ভাবঃ) 'শতেন পাশৈঃ' (বহুবিধবন্ধনৈঃ) 'বধান' (বন্ধনং কুরু) 'মা মৌক্' (কদাচিদপি মা মুঞ্চ)। মম অসদ্বৃত্তিনিবহান্ সুদূরমন্তান কুরু। তান্ চ দৃঢ়ং বধান; কদাচিদপি তেষাং পাশমোচনং মা বিধেহীতি ভাবঃ। (১অ-২৫ক-১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(প্রথমে স্থূলদেহকে, তার পর আপনার মনকে এবং পরিশেষে দ্যোতমান দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই কণ্ডিকার মন্ত্রচতুষ্টয় বিহিত হইয়াছে।)

১। দেবসম্বন্ধীয় কর্ম্মের আধারস্থানীয় হে আমার স্থূলদেহ! কর্ম্ম-ফলাবসানে তোমার ক্ষয়ের কারণকে নষ্ট করিও না। অর্থাৎ, এই স্থূলশরীরের যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে—তাহাই করিও।

২। হে মন! তুমি তোমার কল্যাণাস্পদ প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর; অর্থাৎ, সাংসারিক প্রলোভনে বৈরাগ্যযুক্ত হও।

৩। হে মন! দ্যুলোকাধিষ্ঠাতৃদেব তোমার অভীষ্ট পূরণ করুন; (তুমি দেবতার অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হও)।

৪। হে দ্যোতমান সবিতৃদেব! যে আমাদিগের হিংসা করে, অথবা আমরা যাহার হিংসা-কামনা করি, সে সকল শত্রুকে এই পৃথিবীর সীমান্ত-স্থানে শত-পাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। (কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ—আমাদের অসদ্বৃত্তি-নিবহ—আমাদের পরম শত্রু; আমাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখুন—ইহাই ভাবার্থ।) (১অ—২৫ক—১-৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

[কা০ ২।৬।১৫।১৬] পৃথিবি দেবযজনীতি তৃণেঽন্তর্হিতে প্রহরতীতি। হে পৃথিবি হে দেবযজনি দেবা ইজ্যন্তে যস্যাং সা দেবযজনী তস্যাঃ সম্বোধনে হে দেবযজনি তে তব ওষধ্যাস্তৃণরূপায়া মূলমহং মা হিংসিষং মা বিনাশয়ামি॥ [কা০ ২।৬।১৭] ব্রজং গচ্ছেতি পুরীষমাদত্ত ইতি। স্ফ্যপ্রহারোৎপন্না মৃৎ পুরীষমুচ্যতে। হে পুরীষ ত্বং ব্রজং গচ্ছ। ব্রজন্তি গচ্ছন্তি স্থাতুং গাবো যত্র স দেশো ব্রজস্তং, কিম্ভূতং গোষ্ঠানং গবাং স্থানমিদানীমবাস্থিতির্যত্র তং গোস্থানং তদীয়ং স্থানং গচ্ছেত্যর্থঃ॥ [কা০ ২।৬।১৮] বর্ষতু ত ইতি বেদিং প্রেক্ষত ইতি। হে বেদে তে তুভ্যং ত্বদর্থং দ্যৌর্দ্যুলোকাভিমানী দেবো বর্ষতু জলসেকং করোতু। বৃষ সেচনে বর্ষণেন খননজনিতদুঃখশান্তিরস্ত্বিত্যর্থঃ। [কা০ ২।৬।১৯] বধানেত্যুৎকরে করোতীতি। স্ফ্যোৎখাতাং মৃদমুৎকরে ত্যজেৎ। হে দেব সবিতঃ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি দ্বেষং করোতি, বয়ং চ যং শত্রুং দ্বিষ্মস্তমুভয়বিধং শত্রুং পরমস্যাং পৃথিব্যাং বধান। পরমা অন্তিমা পৃথিবী। ছান্দসঃ শাড়াগমঃ। উৎকরে ক্ষিপ্তায়াং ধূল্যাং নিগূঢ়স্য শত্রোস্তত্র বন্ধনং কুরু যত্র ভূমেরন্তিমপ্রদেশেঽন্ধতামিস্রো নরকোঽস্তু। তথা চ শ্রুতিঃ [১।২।৪।১৬] অন্ধে তমসি বধানেতি যদা ৩ পরমস্যাং পৃথিব্যামিতি। কৈর্বন্ধনং কর্ত্তব্যং তদাহ শতেন পাশৈঃ শতসংখ্যাকাভির্বন্ধনরজ্জুভিঃ। কিং চ অস্মাদন্ধতামিস্রান্নরকাত্তং মা মৌক্ কদাচিদপি মা মুঞ্চ। ২৫॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— * ——

ভাষ্যানুসারে এই পঞ্চবিংশতি কণ্ডিকার যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে যূপকাষ্ঠ স্থাপনের জন্য মৃত্তিকাখননের সময় তৃণাদি অপসারণ উপলক্ষে মন্ত্র-কয়টি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে দেবযজনি! তোমার তৃণ-সমূহের মূলকে আমি হিংসা করিতেছি না।' দ্বিতীয় মন্ত্রে খাতোত্থিত মৃত্তিকাগুলিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে পুরীষ! তোমরা গোষ্ঠপ্রদেশে (গোচারণ স্থানে) গমন কর।' তৃতীয় মন্ত্রে বেদীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হয়,—'হে বেদি! দ্যুলোকাভিমানিনী দেবতা তোমাতে জলসেক করুন।' চতুর্থ মন্ত্রে, খনন হইতে উৎখাত মৃত্তিকা-সমূহকে উত্তোলন-পূর্ব্বক উৎকরে (খামারে) নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সবিতৃদেব! যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা যে শত্রুকে দ্বেষ করি, সেই উভয়বিধ শত্রুকে পৃথিবীর অন্তিম প্রদেশে (অন্ধতামিস্র নরকে) লইয়া গিয়া শত-পাশ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখুন; কদাচ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না।'

শব্দমাত্রের সাধারণ অর্থ এক প্রকার, ভাবার্থ অন্যরূপ। আমরা ভাবার্থেরই অধিকতর সার্থকতা উপলব্ধি করি। বিশেষণ ও ক্রিয়াপদ দেখিয়া, কি ভাব মন্ত্রমধ্যে নিহিত আছে, তাহা ধারণা করা যায়। প্রথম মন্ত্রের শব্দার্থ অনুসরণে সাধারণ দৃষ্টিতে অর্থ হইতে পারে,— 'হে দেবযজনি পৃথিবি! তোমার ওষধির মূলকে আমি যেন হিংসা না করি।' ইহাতে

কি ভাব আসে? এস্থলে 'পৃথিবি' শব্দেরই বা তাৎপর্য্য কি এবং 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়ের অর্থই বা কি? নিঃসন্দেহ মনে হয়, এখানে রূপকে দেহতত্ত্বই লক্ষ্য আছে। 'দেবযজনি' শব্দের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'দেবতা পূজিত হয়েন ইহাতে'। দেবতার প্রকৃত পূজা কোথায় হইয়া থাকে? আমার দেহ-মধ্যেই সে পূজার আয়োজন হয় না কি? 'পৃথিবি' পদে সেই দেহকেই বুঝাইতেছে। পৃথিবী ও দেহ—এই দুই শব্দে পরস্পর উপমান উপমেয়-ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। 'ওষধ্যাঃ' ও 'মূলং' পদদ্বয়ও সে পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। কর্ম্মফল অবসানের মূল কারণ কি? এখানে বলা হইতেছে, সেই কারণ যেন নষ্ট না হয়। অর্থাৎ, যে প্রকারে আমার কর্ম্মফল অবসান হয়, আমাকে আর জন্মজরা-মরণশীল দেহ পরিগ্রহ করিতে না হয়, মন্ত্রে সেই প্রার্থনার ভাবই পরিস্ফুট দেখি। দ্বিতীয় মন্ত্রে বৈরাগ্য অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। বৈরাগ্যই যে—বিষয়ানুরাগের বিরতিই যে—পুনরাবৃত্তি-নিবারক তাহা সকল শাস্ত্রেরই অভিমত। সে বৈরাগ্য—ভগবদনুকম্পা ব্যতীত অধিগত হয় না। মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে, ভগবানের অনুগ্রহ কিরূপ, তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। অপিচ, ভগবানের নিকট সেই অনুগ্রহ-লাভের প্রার্থনাও প্রকাশ পাইয়াছে। অসদ্‌বৃত্তি-সমূহই—প্রলোভন-রাশিই—বৈরাগ্যের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ভগবানকে জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমার অসদ্‌বৃত্তি-সমূহকে দমিত করুন। তাহা হইলেই আমার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির পক্ষে (বৈরাগ্য অবলম্বনে) কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে না। আপনার অনুগ্রহে আমার বৈরাগ্য অবলম্বনে সামর্থ্য আসিলে, আমার কর্ম্মমূল ধ্বংস হইবে, আমি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হইব।' আমরা মনে করি,—এই মহান্-লক্ষ্য অন্তরে ধারণ করিয়াই মন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। (১অ—২৫ক—১০৪ম)।

ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা।

(ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা। নবমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অপাররুং পৃথিব্যৈ দেবযজনাদ্বধ্যাসং। (২) ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং।

(৩) বর্ষতু তে দ্যৌঃ। (৪) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং

শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্।

(৫) অররো দিবং মা পপ্তঃ। (৬) দ্রপ্‌সস্তে দ্যাং মা স্কন্।

(৭) ব্রজং গচ্ছ গোষ্ঠানং। (৮) বর্ষতু তে দ্যৌঃ

(৯) বধান দেব সবিতঃ পরমস্যাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি

যং চ বয়ং দ্বিষ্মস্তমতো মা মৌক্ ॥ ২৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। অহং 'পৃথিব্যৈ' (দেহস্য মঙ্গলসাধনার্থং) 'দেবযজনাৎ' (হৃৎপ্রদেশাৎ) 'অররুং' (শত্রুং) 'অপবধ্যামং' (দূরীকরোমি)।

২-৪। ['ব্রজং' আরভ্য 'মৌক্' ইত্যন্তং মন্ত্রত্রয়ং পূর্ব্বকণ্ডিকায়াং ব্যাখ্যাতং।]

৫। 'অররো' (হে অন্তঃশত্রো) ত্বং 'দিবং' (মম হৃদয়রূপং দেবস্থানং) 'মা পপ্তঃ' (মা গম', অধিকারং মা কুরু ইত্যর্থঃ)।

৬। হে অররো! 'তে' (তব) 'দ্রপ্সঃ' (উপজীব্যো রসঃ) 'দ্যাং' (হৃৎস্থানং) 'মা স্কন্' (মা স্কন্দতু, ন গচ্ছতু, সঞ্জাতো মা ভবতু ইতি ভাবঃ)।

৭-৯। ['ব্রজং' আরভ্য মৌক্' ইত্যন্তং মন্ত্রত্রয়ং প্রাগেব ব্যাখ্যাতং]। (১অ-২৩ক—১-৯ম)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টীর সম্বোধন ব্যাখ্যানুসারেই বোধগম্য হইবে।)

১। আমি দেহের মঙ্গলসাধন জন্য, হৃদয় হইতে শত্রুকে দূরীকৃত করিতেছি।

২-৪। ['ব্রজং' এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া 'মৌক্' পর্যান্ত মন্ত্রত্রয় পূর্ব্ব কণ্ডিকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।]

৫। হে অন্তঃশত্রু! তুমি আমার হৃদয় রূপ দেবস্থানকে অধিকার করিও না।

৬। হে শত্রু! তোমার জীবনধারণোপযোগী রস যেন আমার হৃৎপ্রদেশে সঞ্জাত না হয়।

৭-৯। ['ব্রজং' এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মৌক্ পর্য্যন্ত মন্ত্রত্রিতয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।]। (১অ—২৩ক—১-৯ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।২।২৬) অপাররুমিতি দ্বিতীয়ং প্রহরতীতি। পৃথিব্যৈ দেবযজনাৎ পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনো দেবযজনাখ্যাদ্বেদিস্থানাৎ অররুমররুনামানমসুরমপবধ্যাসং। অপনীয় যথা হতো ভবতি তথা করবাণি। অনেন মন্ত্রেণ দ্বিতীয়বারং পূর্ব্ববৎ প্রহরেৎ। ব্রজং বর্ষতু স্বধানেতি মন্ত্রত্রয়স্য প্রয়োগো ব্যাখ্যা চ পূর্ব্ববৎ॥ (কা০ ২।৬।২২) অভিন্যস্যাগ্নীত্রৎকর-মররো দিবমিতীতি। হে অররো অসুর দিবং দ্যুলোকং যাগফলরূপং ত্বং মা পপ্তঃ মাগমঃ স্বর্গে ত্বয়া ন গন্তব্যং। পৎলৃ গতৌ পতঃ পুমিতি (পা০ ৭।৪।১৯) লুঙি পুমাগমে রূপং॥ (কা০ ২।৬।২৩) দ্রপ্সস্ত ইতি তৃতীয়মিতি। হে বেদিদেবতে তে তব পৃথিবীরূপয়া যো দ্রপ্স উপজীব্যো রসঃ স দ্যাং দ্যুলোকং মা স্কন্ মা স্কন্দতু মাগচ্ছতু॥ স্কন্দির্গতিশোষণযোঃ। ব্রজং গচ্ছেত্যাদি মন্ত্রত্রয়স্য প্রয়োগো ব্যাখ্যা চ পূর্ব্ববৎ॥ ২৬॥

* • *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্ব-কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তৃণাদি অপসারণ করিয়া এই কণ্ডিকার মন্ত্র দ্বারা গর্ত্ত খনন করিতে হয়। তদনুসারে এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'পৃথিবী সম্বন্ধী দেবযজনাখ্য বেদীস্থান হইতে অররু-নামক অসুরকে দূরীভূত করিয়া বধ করিতেছি।' দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ মন্ত্র সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত পূর্ব্বকণ্ডিকার ব্যাখ্যাতে প্রকাশ করিয়াছি। পঞ্চম মন্ত্রে সেই অররু নামক অসুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'হে অররু। তুমি যাগফলরূপদ্যুলোককে প্রাপ্ত হইও না।' ষষ্ঠ মন্ত্রে বেদীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে বেদি। পৃথিবীরূপ তোমার উপজীব্য যে রস, তাহা যেন দ্যুলোককে প্রাপ্ত না হয়।' সপ্তম হইতে নবম পর্য্যন্ত মন্ত্রত্রিতয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আমরা মন্ত্রের মর্ম্মার্থ স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করি না। পূর্ব্ব কণ্ডিকার 'পৃথিবী' শব্দে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ সমীচীন মনে করি। দেবযজনের স্থান—হৃৎপ্রদেশ ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে? হৃদয় হইতে দেবকার্য্যে বিঘ্নকারী শত্রুগণকে দূর করার জন্য সাধক সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন, ইহাই প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য। দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ মন্ত্রের যে ভাবার্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রদ্বয়, সেই অন্তঃশত্রুর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। তাহারা যেন হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিতে না পারে, তাহাদের পুষ্টির উপযোগী কোনরূপ খাদ্যসামগ্রী যেন হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়; অর্থাৎ,—কোনরূপ অসৎকর্ম্মে যেন প্রবৃত্তি না আসে। ইহার পর, পুনরায় (পরবর্ত্তী মন্ত্রত্রিতয়ে) সেই বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা—সেই ভগবানের অনুগ্রহলাভ প্রার্থনা—সেইরূপশত্রুগণকে দূরে রাখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তঃশত্রু দমনই চরমসাধনা, তদ্দ্বারাই ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়—তদ্দ্বারাই কল্যাণাস্পদ স্থানে সমুপস্থিত হইতে পারি। ইহাই এই কণ্ডিকার তাৎপর্য্য। (১অ—২৬ক—১-৯ম)।

—— • ——

সপ্তবিংশ কণ্ডিকা।

(সপ্তবিংশ কণ্ডিকা। ষড়্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) গায়ত্রেণ ত্বা চ্ছন্দসা পরি গৃহ্ণামি।

(২) ত্রৈষ্টুভেন ত্বা চ্ছন্দসা পরি গৃহ্ণামি।

(৩) জাগতেন ত্বা চ্ছন্দসা পরি গৃহ্ণামি।

(৪) সুক্ষ্মা চাসি শিবা চাসি। (৫) স্যোনা চাসি সুষদা চাসি।

(৬) ঊর্জস্বতী চাসি পয়স্বতী চ॥ ২৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনোবৃত্তি! 'ত্বা' (ত্বাং) 'গায়ত্রেণ চ্ছন্দসা' (গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ) 'পরি গৃহ্ণামি' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে নিয়োজয়ামি)।

২। হে মনোবৃত্তি! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ত্রৈষ্টুভেন চ্ছন্দসা' (ত্রিষ্টুভচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ) 'পরি গৃহ্ণামি' সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে নিয়োজয়ামি)।

৩। হে মনোবৃত্তি! 'ত্বা' (ত্বাং) 'জাগতেন চ্ছন্দসা' (জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্টেন মন্ত্রেণ) 'পরি গৃহ্ণামি' (সর্ব্বতোভাবেন ভগবৎসম্বন্ধে নিয়োজয়ামি)।

৪। হে মনোবৃত্তি! ত্বং 'সুক্ষ্মা চ' (শোভনগুণবিশিষ্টা চ) 'অসি' (ভবসি, ভব); 'শিবা চ' (শান্তা চ) 'অসি' (ভবসি, ভব)।

৫। হে মনোবৃত্তি! ত্বং 'স্যোনা চ' (সুখরূপা) 'অসি' (ভবসি, ভব); 'সুষদা চ' (সম্যক্ সত্ত্বভাবসম্পন্না চ) 'অসি' (ভবসি, ভব)।

৬। হে মনোবৃত্তি! ত্বং 'ঊর্জস্বতী চ' (প্রাণদাত্রী চ) 'অসি' (ভবসি, ভব); 'পয়স্বতী চ' (অমৃতপ্রদা চ) 'অসি' (ভবসি, ভব)। (১অ—২৭ক—১ ৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী মনোবৃত্তির সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি।)

১। হে মনোবৃত্তি! তোমাকে গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিতেছি।

২। হে মনোবৃত্তি! তোমাকে ত্রিষ্টুভ্‌চ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিতেছি।

৩। হে মনোবৃত্তি! তোমাকে জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা ভগবৎ-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিতেছি।

৪। হে মনোবৃত্তি! তুমি শোভনগুণবিশিষ্টা হও; তুমি শান্ত-ভাবাপন্না হও।

৫। হে মনোবৃত্তি! তুমি সুখস্বরূপা হও; তুমি সম্যক্ সদ্ভাব-সম্পন্না হও।

৬। হে মনোবৃত্তি! তুমি বলপ্রাণপ্রদাত্রী হও; তুমি অমৃতপ্রদা হও। (১ম—২৭ক—১-৬ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৬।২৫) পূর্ব্বং পরিগ্রহং পরিগৃহ্লাতি দক্ষিণতঃ পশ্চাদুত্তরতশ্চ স্ফ্যেন গায়ত্রেণেতি প্রতিমন্ত্রমিতি। যস্মাৎ প্রদেশাদরত্নিকা শতস্তত্র বেদেঃ স্যত্তাং নিশ্চেতুং দক্ষিণাদিদিক্‌ত্রয়ে স্ফ্যেন রেখাত্রয়করণং পূর্ব্বঃ পরিগ্রহঃ। বিষ্ণুর্দ্দেবতা মন্ত্রত্রয়স্য। তে প্রাঞ্চং বিষ্ণুং নিপাদ্য চ্ছন্দোভিরভিতঃ পর্য্যগৃহ্ণন্নিতি শ্রুতেঃ (১২।৫।৬)। হে বিষ্ণো ত্বা ত্বাং গায়ত্রেণচ্ছন্দসা গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দস্ত্রয়রূপতয়া ভাবিতেন স্ফ্যেন দিক্‌ত্রয়েঽসুরেভ্যস্ত্বাং পালয়িষ্যামি। পূর্ব্বস্যামা-হবনীয়ঃ পালকোঽস্তীতি ভাবঃ প্রজাপতি পুত্রাদেবা অসুরাশ্চ পূর্ব্বং স্পর্দ্ধাং চক্রুস্তদা দেবান্ পরাজয়ং প্রাপ্তান্ মত্বা তু অসুরা বিভেজুস্তদা দেবা বামনরূপং বিষ্ণুমগ্রে কৃত্বাঽসুরা-নাগত্যাস্মভ্যমপি ভূম্যংশো দাতব্য ইতি তানযাচিষুঃ। ততোঽসুরা অসূয়ন্তোঽয়ং বিষ্ণুর্যাবতি ভূভাগে শেতে তাবান্ভবদীয়োঽস্ত্বিত্যূচুস্ততো দেবা বহেবেদস্মাকমিত্যুক্ত্বা তে প্রাঞ্চং বিষ্ণুং নিপাত্য গায়ত্রেণেত্যাদি মন্ত্রৈর্যজ্ঞভূমিং জগৃহুঃ। যজ্ঞো বিষ্ণুঃ স যত্র তিষ্ঠতি সৈব যজ্ঞভূম-রিতি তৈর্ব্বেদিতত্বাদ্বেদিরিতি তত্তু মন্যমানেন (১২।৫।১৭) শ্রুতিকথামনুসন্ধায় বেদিগ্রহণং বিধেয়ং॥ (কা০ ২।৬।৩১) উত্তরং পরিগ্রহং পরিগৃহ্ণাতি সূক্ষ্মা স্যোনোর্জ্জস্বতীতি। বেদিখননাৎ পূর্ব্বং ক্রিয়মাণঃ পূর্ব্বঃ পরিগ্রহঃ পশ্চাৎ ক্রিয়মাণ উত্তরপরিগ্রহঃ। তত্রাপি পূর্ব্ববদ্দিক্‌ত্রয়ে স্ফ্যেন রেখাত্রয়ং কার্য্যং। হে বেদে ত্বং সূক্ষ্মাসি শিবা শান্তা চাসি। ক্ষ্মা ভূমিঃ শোভনা ক্ষ্মা সূক্ষ্মা খননেনাশ্মাদি দোষ নবর্ত্তনং ভূমেঃ শোভনত্বং। উগ্রস্যাসুরস্য নিঃকাশনেন শান্তত্বং। গুণদ্বয়স্যান্যোন্যসমুচ্চয়ার্থৌ চকারৌ একোঽয়ং মন্ত্রঃ॥ স্যোনা সুখরূপাসি স্যোনমিতি সুখনাম (নিঘ০ ৩।৬)। সুষদা সুষ্ঠু সীদন্তি দেবা যস্যাং সা সুষদা। সম্যগুপবেশনযোগ্যা চাসি চকারৌ পূর্ব্ববৎ। দ্বিতীয়োঽয়ং মন্ত্রঃ॥ ঊর্জ্জস্বতী পয়স্বতী পয়স্বতী চাসি। ঊর্জ্জঃ শব্দোঽন্নবাচী পয়ঃশব্দস্তু বিকারদধ্যাদিবাচী। তদুভয়বতী। চৌ পূর্ব্ববৎ। তৃতীয়ো মন্ত্রঃ॥ ২৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

——:•:——

প্রচলিত অর্থে, এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী বেদীকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদীর চারিদিকে গর্ত্ত খনন করিয়া, গণ্ডী দিয়া, এক এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া, প্রথমতঃ এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করার প্রথা আছে। তাহাতে প্রথম তিনটী মন্ত্রে যেন বলা হয়,—'বেদী। গায়ত্রীচ্ছন্দ দ্বারা তুমি রক্ষিত হও, ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দ দ্বারা তুমি রক্ষিত হও, জগতীচ্ছন্দ দ্বারা তুমি রক্ষিত হও। চতুর্থ মন্ত্রে যেন বলা হয়, তুমি পৃথিবীর উত্তমস্থান হইয়াছ এবং শান্তিপ্রদ হইয়াছ (অর্থাৎ বেদীর মধ্যের প্রস্তরখণ্ডাদি এখন অপসৃত এবং কোনও উপদ্রব নাই)। পঞ্চম মন্ত্রে বেদীকে 'সুখস্থান' বলা হইয়াছে এবং সেখানে দেবগণ সুখে থাকিতে পারিবেন—জানান হইয়াছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—এখন তোমার উপর অন্ন ও পয়ঃ রাখা যায়।' অর্থাৎ, বেদী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে—এই ভাবমাত্রই মন্ত্রে প্রকাশ পায়। যাহাই হউক, বেদীকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তির কি তাৎপর্য্য, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারিলাম না।

মন্ত্রে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। মনোবৃত্তি গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দঃসহযুত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক। তাহাতে ক্রমে ক্রমে অন্তর উন্নত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিলাভ ঘটিবে,—মানুষ অমৃতত্বের পর্য্যন্ত অধিকারী হইতে পারিবে। মন্ত্রাদি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়,—ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। সুখ ও শান্তি তখন যথাক্রমে মানুষকে প্রাপ্ত হয়। বক্তব্য এই যে,—'মনোবৃত্তি। তুমি মন্ত্রসহ ভগবানে মিলিত হইয়া অচঞ্চল স্থির হও,—প্রশান্তভাব ধারণ কর, মুক্তি অধিগত হইবে। মন্ত্র কয়েকটীর ইহাই তাৎপর্য্য। (১অ—২৭ক—১-৬ম)।

—— • ——

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) পুরা ক্রূরস্য বিসৃপো বিরপ্‌শিন্নুদাদায় পৃথিবীং জীবদানুম্‌।
যামৈরয়ংশ্চন্দ্রমাস স্বধাভিস্তামু ধীরাসোঽনুদিশ্য যজন্তে ॥

(২) প্রোক্ষণীরাসাদয়। (৩) দ্বিষতো বধোঽসি ॥ ২৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বিরূপশিন' (শব্দব্রহ্মস্বরূপ হে পরমেশ্বর !) ত্বং 'ক্রূরস্য' (হিংস্রকস্য রিপুশত্রোঃ) 'বিস্তৃপো' (সংগ্রামে) 'জীবদানুং' (জীবপ্রাণস্বরূপং শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'পৃথিবীং' (পার্থিবপদার্থসম্বন্ধাৎ, ভ্রান্ত্যাঃ ইতি যাবৎ) 'উদাদায়' (ঊর্দ্ধং গৃহীত্বা, মূর্দ্ধ্নি সংরক্ষ্য) 'পুরা' (নিত্যকালং) অস্মান্ অনুগৃহাণ্ ইতি শেষঃ। দেবাঃ 'স্বধাভিঃ' (বেদৈঃ, জ্ঞানৈঃ সহ) 'যাং' (জীবদানুং) 'চন্দ্রমসি' (চন্দ্রলোকে, স্নিগ্ধালোকময়ে মূর্দ্ধ্নিপ্রদেশে) 'ঐরয়ন' (স্থাপয়ন, সংরক্ষয়ন্) 'তাং' (সারভূতাং জীবদানুং) 'অনুদিশ্য' (প্রাপ্তিকামনয়া) 'ধীরাসঃ' (ধীরাঃ, মেধাবিনঃ) 'উ' (সদা) 'যজন্তে' (ত্বাং আরাধনং কুর্ব্বন্তি)। রিপুশত্রোঃ সংগ্রামে দেবতাবাদয়াঃ সদা মূর্দ্ধ্নিদেশে শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানং স্থাপয়ন্তি। হে ভগবন্! মেধাবিনঃ তৎপ্রাপ্তিকামনয়া ত্বাং অর্চ্চয়ন্তি। যেন বয়ং তৎসঙ্কল্পসাধনার্থং ত্বাং অর্চ্চনপরায়ণাঃ ভবামঃ তৎকুর্ব্বিতি ভাবঃ।

২। হে ভগবন্! ত্বং 'প্রোক্ষণী' (পাপক্লেদপ্রক্ষালনোপায়ং) 'আসাদয়' (অস্মাকং সমীপে স্থাপয়, বিধেহি ইতি ভাবঃ)।

৩। হে ভগবন্! ত্বং 'দ্বিষতঃ' (শত্রোঃ) 'বধঃ' (সংহারসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি, শত্রুসংহারং কুরু ইতি ভাবঃ)। (১ম—২৮ক—১৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়টী ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, মনে করি।]

১। শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপ হে পরমেশ্বর ! আপনি (এই) হিংস্র রিপু-শত্রুর সংগ্রামে জীবের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাবকে পার্থিবপদার্থসম্বন্ধ হইতে (পাপসংশ্রব হইতে) ঊর্দ্ধে গ্রহণপূর্ব্বক (মূর্দ্ধ্নিদেশে জ্ঞানাধারে রক্ষা করিয়া) আমাদিগকে নিত্যকাল অনুগৃহীত করুন। দেবগণ (দেবভাব-সমূহ) বেদজ্ঞান-সহ যে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে চন্দ্রলোকে (স্নিগ্ধ আলোকময় মূর্দ্ধ্নিপ্রদেশে) সংরক্ষিত করেন; সারভূত সেই সামগ্রীকে পাইবার কামনায় মেধাবিগণ সর্ব্বদা আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন। (আমরাও যেন সেই সঙ্কল্পে আপনার আরাধনায় সমর্থ হই)।

২। হে ভগবন্! আপনি আমাদের পাপক্লেদ-প্রক্ষালনের উপায় বিধান করুন।

৩। হে ভগবন্! আপনি আমাদের শত্রুর সংহারকর্ত্তা হউন (আমাদের শত্রুকে নাশ করুন)। (১অ—২৮ক—১-৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৬।৩২) পুরা ক্রূরস্যেত্যাগ্নীধ্রমার্ষ্টীতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকা মন্ত্রেঽভিপ্রেতা। কদাচি-দ্দেবানামসুরৈঃ সহ সংগ্রামে উপস্থিতে তদা দেবৈর্নিশ্চিতমেতৎ যদস্যা ভূমেরুৎকৃষ্টং দেবযজন-স্থলং তচ্চন্দ্রে সংস্থাপ্য যুদ্ধং কুর্ম্মস্তত্র যদ্যস্মাকং পরাজয়ঃ স্যাত্তদা দেবযজনে যাগং বিধায় পুনর্দৈত্যপরাজয়ং করিষ্যাম ইতি সংমন্ত্র্য ভূমেঃ সারভাগং দেবযজনং চন্দ্রে স্থাপয়মাসুঃ তৎকৃষ্ণবর্ণমিদানীমপি দৃশ্যত ইত্যাখ্যানময়ং মন্ত্রো ব্রূতে (১।৫।১৮)। পুরাক্রূরস্যেতি ত্রিষ্টুপ্ চন্দ্রদেবত্যা। বিরপ্শীতি মহন্নাম (নিঘং ৩।৩) বিবিধং রপতি বেদত্রয়রূপেণ শব্দং করোতীতি বিরপ্শী। যজ্ঞো বেদত্বং প্রাপ্তো বক্ষুঃ সম্বোধ্যতে। হে বিরপ্শিন্ বিষ্ণো পরমেশ্বর ত্বং শৃণু অনুগৃহাণেতি শেষঃ। ক্রূরশব্দোঽত্র সংগ্রামবাচী। সংগ্রামো বৈ ক্রূরমিতি শ্রুতেঃ (১।২।৫।১৯) বিবিধং সর্পন্ত্যোধা যস্মিন্নিতি বিসৃপ। তস্যেতি ক্রূরবিশেষণং পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী। বিসৃপো নানা যোধযুক্তাৎ ক্রূরাৎ যুদ্ধাৎ পুরা অর্থাদ্দেবাঃ জীবদানুং জীবং দদাতীতি জীবদানুস্তাং জীবস্য ধাত্রীং স ভূতং যাং পৃথিবীমদাদায় ঊর্দ্ধং গৃহীত্বা স্বধাভিঃ বেদৈঃ সহ চন্দ্রমসি ইন্দৌ ঐরয়ন্ প্রাক্ষিপন্ স্থাপয়ামাসুঃ ধীরাসঃ ধীরা মেধাবিনঃ তামু উ এবার্থে তামেব চন্দ্রস্থাং পৃথিবীমনুদিশ্য দর্শনেন সম্পাদ্য সৈব ভূমিরস্যাং বেদ্যাং বিস্তৃতেতি ভাবয়িত্বা যজন্তে যাগং কুর্বন্তি। স্বধাশব্দো যজ্ঞপান্নবাচী তথাপ্যত্রান্নহেতুভূতা বেদত্রয়ী কথ্যতে। যাং চন্দ্রমসি ব্রহ্মণাদধুরিতি শ্রুতেঃ (১।২।৫।১৯) ব্রহ্মণা বেদেন সহেত্যর্থঃ। অনেন মন্ত্রেণ খাতায়াং বেদ্যাং লোষ্ট্রকৃতবৈষম্যনিবৃত্তয়ে সমীকরণরূপং মার্জনং কুর্য্যাৎ॥ প্রোক্ষণীরাসাদয়েতি অগ্নীধ্রং প্রতি প্রৈষঃ। প্রোক্ষ্যন্ত আভিরিতি প্রোক্ষণ্য আপস্তা আসাদয় বেদ্যাং স্থাপয়॥ (কা০ ২।৬।৪২) দ্বিষতো বধ ইতি স্ফ্যমুদঞ্চং প্রহরতীতি। হে স্ফ্য ত্বং দ্বিষত॥ শত্রোর্ব্বধোঽসি হিংসকোঽসি॥ ২৮॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রের সঙ্গে একটী পৌরাণিক উপাখ্যানের সংশ্রব সূচনা করা হয়; এবং এ মন্ত্র কখনও বেদীকে এবং কখনও বা স্তোতৃবিশেষকে সম্বোধন করিয়া বিহিত হইয়াছে বলিয়া প্রখ্যাত হইতে দেখি। ভাষ্যে লিখিত আছে,—'পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধকালে দেবগণ ভীত হইয়া পৃথিবীর সারবস্তুকে এবং বেদকে চন্দ্রলোকে লুকাইয়া রাখেন। যুদ্ধে পরাজয় হইলে, ঐ অমূল্য বস্তু অসুরেরা অধিকার করিয়া লইবে,—ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা হয়। অসুরের সংগ্রামে পরাজিত হইলেও, ঐ দুই সামগ্রীর সাহায্যে পুনরায় তাঁহারা বলশালী হইতে পারিবেন,—ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বেদী মার্জ্জনা করিবার সময় প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হয়; তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'ক্রূর অসুরদিগের যুদ্ধের সময় পূর্ব্বকালে পৃথিবীর যে সারভাগ পরিগ্রহণপূর্ব্বক বেদের সহিত ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রলোকে রক্ষিত হইয়াছিল, হে যজ্ঞবেদী! তুমিই সেই সারসামগ্রী। তদনুসারে তোমাকেই উদ্দেশ করিয়া

মেধাবিগণ বন্দনা করিতেছে।' দ্বিতীয় মন্ত্র আগিধ্র নামক ঋত্বিককে যেন আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'প্রোক্ষণী স্থাপন কর।' তৃতীয় মন্ত্রে বেদীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'তুমি আমাদের শত্রু সংহারক হও।' এই মন্ত্রে 'স্ফ্য' বা বেদী-প্রস্তুতের খন্তাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কর্ম্ম-পদ্ধতি-বিষয়ে আমরা বিতর্ক করি না। তবে আমাদের মত এই যে, মন্ত্র তিনটী ভগবানকে—পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যেও সে আভাষ স্বতঃ-প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রস্থিত 'বিরপ্শিন্' পদের অর্থ ভাষ্যকারই 'পরমেশ্বর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যে কি বলা হইল এবং তাহার সহিত পরবর্ত্তী অংশেরই বা কি সম্বন্ধ রহিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পৃথিবীর সারভাগ যে কি, ভাষ্যে তাহাও প্রকটিত নহে। যাহা হউক, এই কণ্ডিকার আমরা যে অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্র কি ভাবে পূর্ণ, তদ্দ্বারা তাহা বোধগম্য হইতে পারে। মন্ত্রস্থিত 'পুরা' পদে আমরা 'নিত্যকাল' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'পুরাণপুরুষ' প্রভৃতি শব্দে নিত্যত্ব ভাব আসে। যখনই মন্ত্র উচ্চারিত হইবে, 'পুরা' তাহারই পূর্ব্বের ভাব দ্যোতনা করিবে। তাহাতে অনন্ত অতীত অর্থাৎ নিত্য ভাব স্বতঃই সংসূচিত হইয়া আসিবে। 'ক্রূরস্য' পদ সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। উহার অর্থ—'হিংস্রক রিপুশত্রুর'; 'বিসৃপো' পদের সহিত উহা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ঐ শব্দে ভীষণ সংগ্রাম বুঝায়। বিভক্তি ব্যত্যয়ে উহার অর্থ-'সংগ্রামে' আমনন করিলাম। 'জীবদানুং' পদে 'জীবদ অসু' অর্থাৎ 'জীবের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব' গ্রহণ করা যায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব ভিন্ন জীবের প্রাণধারণই বৃথা। 'পৃথিবীং' পদে 'পার্থিব পদার্থের সম্বন্ধ হইতে' অর্থাৎ 'মায়া ভ্রান্তি প্রভৃতি হইতে' ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে। 'উদাদায়' পদে ঊর্দ্ধ গ্রহণ করার—মূর্দ্ধ্নি-প্রদেশে সংরক্ষণের ভাব আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মন্ত্রের প্রথমাংশের অতি সমীচীন সুষ্ঠু অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রূর রিপুশত্রুর সহিত অহরহ মানুষের ভীষণ সংগ্রাম চলিয়াছে। সে সংগ্রামে জীবের প্রাণ-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বভাব স্বতঃই বিলুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হয়। প্রলোভনাদি পার্থিব পদার্থের সহিত তাহাদের সংস্রবই তাহাদের বিনাশ-হেতু-ভূত। মন্ত্রাংশে তাই প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! হিংস্রক রিপু-শত্রুর সেই ভীষণ সংগ্রাম-কালে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে মূর্দ্ধ্নদেশে জ্ঞানাধারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। তাহা হইলে শত্রু সে ধন কখনই লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবে না। আপনার অনুকম্পায় শত্রুসমরে আমি বিজয়লাভে সমর্থ হইব।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সম্বন্ধ বিচার করিয়া দেখুন। দেবগণের অর্থাৎ দেবভাবের দ্বারা 'জীবদানু' চন্দ্রলোকে অর্থাৎ মূর্দ্ধি-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবানের অনুগ্রহেই সে দেবানুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞ মেধাবিগণ তাই শুদ্ধসত্ত্বভাব-লাভের জন্য ভগবানের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকেন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন সেই জ্ঞানিগণের পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার অর্চ্চনায় শুদ্ধসত্ত্বভাব-পরিপোষণে সমর্থ হই।' 'চন্দ্রমসি' পদে আমরা 'স্নিগ্ধালোকময় মূর্দ্ধ্নি-প্রদেশ' অর্থ আমনন করিয়াছি। জ্ঞানের স্নিগ্ধ

আলোকে যে মূর্দ্ধদেশ আলোকিত, শুদ্ধসত্ত্বভাবের তাহাই আশ্রয়স্থান নহে কি? তাই 'চন্দ্রমসি' বলিয়া ঐ স্থানকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'যজন্তে' ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট 'দেবাঃ' কর্তৃপদ ভাষ্যকারও অধ্যাহার করিয়াছেন; আমরাও অধ্যাহার করিলাম।

উপসংহারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রের সামঞ্জস্য দেখুন। শত্রুকে দূর করিতে হইবে 'প্রোক্ষণী' প্রদান করুন। আমাদের সমীপে পাপাঙ্কুর প্রক্ষালনোপায় উপস্থিত হউক; আমরা পাপের মলিনতাকে মার্জ্জনা করিয়া দেই।' এ কেমন সঙ্গত অর্থ, আপনিই উপলব্ধ হইবে। শেষ মন্ত্রে শেষ কথা—'হে ভগবন্। আপনি শত্রু-সংহারক হউন।' ভগবান সহায় না হইলে, শত্রুনাশে কে সমর্থ হইতে পারে? তাই তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'যে শত্রুর সহিত চিরসংগ্রাম চলিয়াছে, আপনি সেই শত্রুকে সংহার করুন। আমার পরমধন—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব রক্ষিত হউক।' (১অ—২৮ক—১০ম)।

—— • ——

ঊনত্রিংশ কণ্ডিকা।

(ঊনত্রিংশ কণ্ডিকা। ষড়্‌মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ। (২) নিষ্টপ্তং রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ।* (৩) অনিশিতোঽসি সপত্নক্ষিদ্বাজিনং ত্বা বাজেধ্যায়ৈ সংমার্জ্মি। (৪) প্রত্যুষ্টং রক্ষঃ প্রত্যুষ্টা অরাতয়ঃ। (৫) নিষ্টপ্তং রক্ষো নিষ্টপ্তা অরাতয়ঃ। (৬) অনিশিতাসি সপত্নক্ষিদ্বাজিনীং ত্বা বাজেধ্যায়ৈ সংমার্জ্মি ॥ ২৯ ॥

* * *

* সপ্তম কণ্ডিকায় ছাপার ভুলে এই মন্ত্রটির "নিষ্টপ্তং" পদ "নষ্টপ্তং" এবং "নিষ্টপ্তা" পদ "নিষ্টপ্তো" হইয়া আছে। পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ, সৎপ্রতিবন্ধকঃ, দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টং' (দগ্ধং) ভবতু। 'অরাতয়ঃ' (সর্ব্বে শত্রবঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'উষ্টাঃ' (দগ্ধাঃ) ভবন্তু। দুর্ব্বুদ্ধয়স্তথা রিপুশত্রবঃ সমূলং নাশং যান্তু; ইতি ভাবঃ।

২। হে দেব! 'রক্ষঃ' (শত্রুঃ দুর্ব্বুদ্ধিরূপঃ) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'নিষ্টপ্তং' (নিঃশেষেণ তপ্তং, সন্তপ্তং) ভবতু; 'অরাতয়' (শত্রবঃ, রিপুশত্রুনিবহাঃ) 'নিষ্টপ্তাঃ' (নিঃশেষেণ তপ্তাঃ, সন্তপ্তাঃ) ভবন্তু। পূর্ব্ববদেব ভাবঃ।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'অনিশিতঃ' (অতীব্রঃ, শত্রোঃ প্রতি আসক্তিপরঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'সপত্নক্ষিৎ' (শত্রুনাশকঃ) ভব; 'বাজিনং' (সৎকর্ম্মপ্রাপণার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বাজেধ্যায়ৈ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'সংমার্জ্মি' (সংশোধয়ামি)।

৪। [প্রাগেব ব্যাখ্যাতং—প্রথমমন্ত্রং দ্রষ্টব্যং]।

৫। [প্রাগেব ব্যাখ্যাতং—দ্বিতীয়মন্ত্রং দ্রষ্টব্যং]।

৬। হে ধী! ত্বং 'অনিশিতা' (অতীব্রা, শত্রোঃ প্রতি আসক্তিসম্পন্না) 'অসি' (ভবসি); ত্ব 'সপত্নক্ষিৎ' (শত্রুনাশিকা) ভব; 'বাজিনী' (সৎকর্ম্মপ্রাপণার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বাজেধ্যায়ৈ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'সংমার্জ্মি' (সংশোধয়ামি)। (১অ—২৯ক—১ ৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র দেব-সম্বোধনসূচক; তৃতীয় ও ষষ্ঠ মন্ত্র মনকে ও ধী-শক্তিতে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত।]

১। হে দেব! সৎপ্রতিবন্ধক শত্রু (আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি) সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত হউক; আমাদের রিপুশত্রুগণ, প্রত্যেকে বিশিষ্টরূপে দগ্ধ হউক। অর্থাৎ—হে দেব! আপনি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধিকে এবং রিপুশত্রুসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করুন।

২। হে দেব! আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধিরূপ শত্রু, প্রত্যেকে সন্তপ্ত হউক; এবং আমাদের রিপুশত্রুগণ প্রত্যেকে বিশেষভাবে তাপযুক্ত (দগ্ধ) হউক। ভাবার্থ—পূর্ব্ব-মন্ত্রের ন্যায়।

৩। হে মন! তুমি শত্রুর প্রতি আসক্তিপর আছ। শত্রুনাশক হও। সৎকর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা তোমাকে সংশোধন করিতেছি।

৪। [এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা—প্রথম মন্ত্রে দ্রষ্টব্য]।

৫। [এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা—দ্বিতীয় মন্ত্রে দ্রষ্টব্য]।

৬। হে ধী! তুমি শত্রুর প্রতি আসক্তিসম্পন্না আছ। তুমি শত্রুনাশিকা হও। সৎকর্ম্ম-প্রাপ্তির জন্য সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা তোমাকে সংশোধন করিতেছি। (১অ—২৯ক—৬ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৬।৪৬) স্রুবং প্রতপ্য পূর্ব্ববদিতি। যথা শূর্পাগ্নিহোত্র হবণ্যোঃ প্রত্যুষ্টমিতি প্রতপনং কৃতং তথা স্রুবস্যাপি কার্য্যমিত্যর্থঃ। মন্ত্রে ব্যাখ্যাতঃ॥ (কা০ ২।৬৪৬) বেদাগ্রৈরস্তরতঃ প্রাকসংমার্ষ্টি নিশিত ইতীতি। হে স্রুবত্বমনিশিতোঽসি শোধনকরণে। নিতরাং শিতস্তীক্ষ্ণীকৃতো নিশিতস্তথা ন ভবতীত্যনিশিতঃ। অগ্র ভাগে তীক্ষ্ণ উপদ্রবকারী ন ভবসীত্যর্থঃ। যতঃ সপত্নক্ষিৎ ক্ষিণু হিংসায়াং সপত্নানস্মচ্ছত্রূণ্ ক্ষিণোতি হিনস্তীতি সপত্নক্ষিৎ। অতএব ত্বাং সংমার্জ্মি সম্যক্ শোধয়ামি। মৃজূ শুদ্ধৌ। কিম্ভূতং ত্বাং বাজিনং বাজোঽন্নমস্যাস্তীতি বাজিনং যজ্ঞদ্বারা অন্নহেতুত্বাদন্নবন্তং। যদ্বা বাজো যজ্ঞস্তদ্বন্তং যজ্ঞোহি দেবানামন্নমিতি শ্রুতেঃ (৫ ১ ১ ২)। বাজং যজ্ঞাখ্যমন্নমর্হতীতি বাজিনং। অর্হার্থে ইন্ প্রত্যয়ঃ। কিমর্থং সংমার্জ্মি। বাজেধ্যায়ৈ ঞিইন্ধী দীপ্তৌ। ইন্ধনং ইধ্যা দীপ্তিঃ। বাজস্যেধ্যা বাজেধ্যা তস্যৈ বাজেধ্যায়ৈ যজ্ঞস্য দীপ্ত্যৈ প্রকাশনার্থং। শোধিতেন স্রুবেণাজ্যে গৃহীতে হুতে চ সতি অগ্নির্দীপ্যতে। দীপ্ত্যাহুতিফলভূতমন্নং প্রকাশিতং ভবতীত্যর্থঃ॥ (কা০ ২ ৬।৪৭ ৪৮) প্রতপ্য প্রতপ্য প্রযচ্ছত্য নিশিতেতি স্রুচ ইতি অনিশিতেতি মন্ত্রেণ স্রুচস্তিস্রো জুহূপভৃদ্ধ্রুবাঃ সংমৃজ্য প্রত্যেকং প্রত্যুষ্টমিতি মন্ত্রেণ প্রতপ্য প্রতপ্য বেদ্যাং স্থাপনার্থমধ্বর্য্যবে প্রযচ্ছতীতি সূত্রার্থঃ। প্রত্যুষ্টমিতি ব্যাখ্যাতং। অনিশিতেত্যপি ব্যাখ্যাতং স্রুবস্য পুংস্ত্বাদাদৌ স্রুবসংমার্জনং। স্রুচাং স্ত্রীত্বাৎ পশ্চাৎ। যোষাবৈ স্রুগ্ বৃষা স্রুব ইত্যাদি-শ্রুতেঃ (১।৩।১৯) জুহ্বাদীনাং স্রুচাং স্ত্রীলিঙ্গত্বাত্তদ্বিশেষণয়োরনিশিতা ব্যাজিনীমিত্যনয়োঃ স্ত্রীত্বং বিশেষঃ॥ ২৯॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

———:•:———

হবনীয় দান-পত্র 'স্রুক' (স্রুব) উষ্ণ করিয়া প্রথম মন্ত্র-দুইটী উচ্চারিত হয়। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'এই স্রুকের তাপে শত্রু দগ্ধ বা বাধা দূর হউক—সকল শত্রু পুড়িয়া মরুক।' দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হয়, 'শত্রু প্রত্যেকে বিশেষরূপে সন্তপ্ত হউক, অরাতি সকল নিঃশেষে দগ্ধ হউক।' এ হিসাবে, তৃতীয় মন্ত্রটী স্রুক-মার্জ্জনোপলক্ষে উক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে অর্থ হয়,—তুমি অন্নধার বটে; কিন্তু তুমি শত্রুক্ষয়সমর্থ। বহু অন্নের কামনায় তোমাকে মার্জ্জন করিতেছি; তুমি অন্নবান হও।' চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে তিনটী স্রুক্কে উত্তপ্ত করা হয়। তাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থই অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, 'তোমাদের তাপে শত্রুসকল নষ্ট হউক,' এইরূপ ভাবই প্রকাশ পায়। ষষ্ঠ মন্ত্রও তৃতীয় মন্ত্রেরই অনুরূপ। প্রভেদ—কেবল তিনটী স্রুক-গ্রহণে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

এই কণ্ডিকার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ে সপ্তম কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ঐ চারিটী মন্ত্রই ইষ্টদেবকে বা ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বিনিযুক্ত। সেখানে ঐ মন্ত্র 'শূর্প' (কুলা) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, ভাষ্যকার কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। শূর্প উত্তপ্ত হওয়ায় রাক্ষস নিপাত যাইবে, এই ভাব সেখানে প্রকাশ পাইয়াছিল; এখানে 'স্রুক' উত্তপ্ত হওয়ায়, শত্রু বা বাধা নিরাকৃত হইবে, এই ভাব প্রকাশ পাইল। বিবিধ ক্ষেত্রে বিবিধ ভাবের দ্যোতনা হইল। কিন্তু আমরা মনে করি, উভয়ত্রই মন্ত্রার্থ এক; উভয়ত্রই মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতা এক; উভয়ত্রই প্রার্থনা অন্তঃশত্রু-নাশের।

তৃতীয় ও ষষ্ঠ মন্ত্র অভিন্ন ভাবদ্যোতক। তৃতীয় মন্ত্রটী মনকে বা চিত্তকে এবং ষষ্ঠ মন্ত্রটী ধী কে বা প্রজ্ঞাকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের 'অনিশিতঃ' পদ এবং ষষ্ঠ মন্ত্রের 'অনিশিতা' পদ—একই বস্তুকে, পুংলিঙ্গান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গান্ত, দুই ভাবে, ব্যক্ত করিতেছে। 'অনিশিতঃ' শব্দে যাহা শাণিত নহে অর্থাৎ অতীব্র, এই ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে 'শত্রুর প্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হওয়া' বুঝায়। কামক্রোধাদি রিপুশত্রুর প্রতি মন স্বতঃই আসক্তি-বিশিষ্ট হয় জানে—তাহারা শত্রু; বুঝিতে পারে—তাহারা শত্রু। কিন্তু শত্রুর প্রতি যে তীব্র কঠোর ব্যবহার প্রয়োজন, তাহাতে স্বতঃই বিরত থাকে; প্রকারান্তরে তাহাদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে। 'অনিশিতঃ' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। শত্রুর প্রতি সেইরূপ 'অনিশিত' যে মন, তাহাকেই শত্রুনাশক হইবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা হইতেছে। 'সপত্নক্ষৎ' পদ উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত করে। সাধনার স্তরে অগ্রসর হইবার পক্ষে এই উদ্বোধনাই প্রয়োজন। পরবর্তী অংশ এতদুক্তির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যসম্পন্ন। সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারা সৎকর্ম্ম-প্রাপ্তির উদ্দেশে চিত্তকে সংমার্জ্জিত ও সংশোধিত করিতে পারিলেই শত্রুনাশ-কার্য্য সমাহিত হয়। 'বাজিনং বাজেধ্যায়ৈ সংমার্জ্মি' বাক্যে সেই সাধনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। ষষ্ঠ মন্ত্রও এই ভাবেরই পরিপোষক'। 'ধী' (প্রজ্ঞা) শত্রুর প্রতি বিরূপ হইয়া, সৎকর্ম্ম-সাধনে নিয়োজিত হউক',—ইহাই মন্ত্রের ঐ অংশের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। (১অ—২৯ক—১৬ম)।

ত্রিংশ কণ্ডিকা।

(ত্রিংশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) আদিত্যৈ রাস্নাসি। (২) বিষ্ণোর্বেষ্যোঽসি। (৩) ঊর্জ্জে ত্বা।

(৪) অদব্ধেন ত্বা চক্ষুষাবপশ্যামি। অগ্নের্জ্জিহ্বাসি সুহূর্দেবেভ্যো

ধাম্নে ধাম্নে মে ভব যজুষে যজুষে ॥ ৩০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! ত্বং 'অদিত্যৈ' (অনন্তস্বরূপায়) 'রাস্না' (রশনা, অস্মাকং ভক্তি-সুধাস্বাদগ্রহণসমর্থঃ ইতি যাবৎ 'অসি' (ভবসি)।

২। হে ভগবন্! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (ব্যাপকরূপবশাৎ) 'বেষ্পঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ। 'অসি' (ভবসি)।

৩। হে ভগবন্। 'ঊর্জ্জে' (বলপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি।

৪। হে ভগবন্! 'অদব্ধেন' (অহিংসিতেন, বিভ্রমরাহিত্যেন ('চক্ষুষা' (নেত্রেণ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবপশ্যামি' (দর্শনসমর্থো ভবামি)। তব 'অগ্নেজিহ্বা' (অগ্নিরূপ রশনা) 'অসি' (বিদ্যতে)। 'মে' (মম) 'ধাম্নে ধাম্নে' (সর্ব্বাবস্থানে) 'যজুষে' (যাগাদি সর্ব্ব-সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানায়, সর্ব্বদেবভাব-প্রতিষ্ঠায়) 'সুহূঃ' (সুষ্ঠু আহ্বানকারী) 'ভব' (অসি) ত্বমিতি শেষঃ। (১অ—৩০ক—১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয় ভগবানের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে ভগবন্! আপনি অনন্তরূপে আমাদের ভক্তি সুধাস্বাদ-গ্রহণ-সমর্থ হইয়া রশনার ন্যায় বিদ্যমান আছেন।

২। হে ভগবন্! আপনি বিষ্ণু (ব্যাপক) রূপে সর্ব্বব্যাপক হইয়া আছেন।

৩। হে ভগবন্। আমি বল-প্রাণ পাইবার কামনায় আপনাকে আহ্বান করিতেছি।

৪। হে ভগবন্! আমার বিভ্রমরহিত (অদব্ধ) নেত্রের দ্বারা আমি যেন আপনাকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। আপনার অগ্নিরূপ রশনা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার সর্ব্বপ্রকার অবস্থিতির স্থানে, যাগাদি সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, সর্ব্বদেবাধিষ্ঠানার্থ (আমাতে সর্ব্বদেবভাব-বিকাশের নিমিত্ত) আপনি সুষ্ঠু আহ্বানকারী হউন। (১অ—৩০ক—১-৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৭।১০) পত্নীং সন্নহ্যতি প্রত্যগ্দক্ষিণত উপবিষ্টাং গার্হপত্যস্য যুক্তযোক্ত্রেণ ত্রিবৃতা পরিহরত্যদীবাসোঽদিত্যৈ রাস্নাসীতীতি। হে যোক্ত্র অদিত্যৈ অদিত্যা ভূম্যাঃ ত্বং রাস্নাসি রশনা ভবসি॥ কা০ (২।৭।২।৩) দক্ষিণং পাশমুত্তরে প্রতিমুচ্যোর্দ্ধমুদগ্রহতি বিষ্ণোর্বেষ্য ইতি ন গ্রন্থিং করোতীতি। হে দক্ষিণং পাশ ত্বং বিষ্ণোঃ যজ্ঞস্য বেষ্যোঽসি

ব্যাপকোঽসি॥ বিষ্ণুঃ ব্যাপ্তৌ॥ (কা০ ২।৭।৪) উর্জ্জেত্বেত্যাজ্যমুত্তাপয়তি। হে আজ্য ত্বামুত্তাপয়ামীতি শেষঃ। কিমর্থং। উর্জ্জে উত্তম রস লাভায়। বিলাপিতং ঘৃতং সুস্বাদু ভবতি॥ (কা০ ২।৭।৪) পত্নীমবেক্ষয়ত্যদব্ধেনেতীতি॥ দভ্নোতির্হিংসার্থঃ॥ হে আজ্য অদব্ধেন অনুপহিংসিতেন চক্ষুষা ত্বামবপশ্যামি। অবাচীনং যথা তথাধোমুখীসতী পশ্যামি। কিঞ্চ হে আজ্য ত্বমগ্নের্জিহ্বাসি। যদাজ্যমগ্নৌ হূয়তে তদা জিহ্বেব জ্বালোৎপদ্যতেঽতস্ত্বমগ্নে-র্জিহ্বা। কিন্তু ত্বং দেবেভ্যোঽর্থায় সুহূঃ সুষ্ঠু হূয়তে ইতি সুহূঃ পুংস্ত্বং ছান্দসং। যদ্বা জিহ্বাবিশেষণং সুষ্ঠু হূয়ন্তে দেবা আহূয়ন্তেঽনয়া সা সুহূর্জিহ্বা। অন্যাং দৃষ্ট্বা আয়ত্তী-ত্যর্থঃ। অতো মে মম ধাম্নে ধাম্নে ভব তথা যজুষে যজুষে চ ভব। ধাম স্থানং। ফলেন যুজ্যত ইতি যজুঃ শব্দো যাগবাচী। ধাম্নে ধাম্নে তত্তদ্ যাগফলোপভোগস্থানসিদ্ধ্যর্থং ভব। যজুষে যজুষে তত্তৎযাগসিদ্ধয়ে যোগ্যং ভবেত্যর্থঃ॥ ৩০॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকায় মন্ত্র-কয়টী যে কার্য্যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, প্রথমে তাহার আভাষ দিতেছি; তৎপরে মন্ত্রার্থ পরিগ্রহণ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলা যাইতেছে। বেদীর পার্শ্বে গার্হপত্যাগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজমান আপনার পত্নীকে উপবেশন করাইবেন। অতঃপর তাঁহার হস্তে মুঞ্জের 'যোক্ত্র' (ফাঁস বা অঙ্গুরীয়) পরাইতে হইবে। সেই সময় প্রথম মন্ত্রে যোক্ত্রকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হয়,—'হে যোক্ত্র, তুমিই পৃথিবীর জিহ্বা-স্বরূপ।' দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই যোক্ত্র উন্মোচন-পূর্ব্বক বলা হয়,—'হে যোক্ত্র, তুমি এই ব্যাপক যজ্ঞের ব্যাপক হইয়া আছ।' তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নির উত্তাপে ঘৃতকে দ্রব করিতে হইবে। তাহার ভাব এই যে, 'হে আজ্য, রস-লাভ-কামনায় তোমায় উত্তপ্ত করিতেছি।' চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ-কালে যজমান পত্নী অধোমুখী হইয়া ঘৃত দর্শন করিবেন। তাহাতে আজ্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'তোমাকে প্রীতির নেত্রে দর্শন করিতেছি। তুমি আমার গৃহে গৃহে যজ্ঞে যজ্ঞে দেবগণের সুষ্ঠু আহ্বানকারী হইয়া আছ।'

এখন আমরা মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মুঞ্জকে পৃথিবীর রসনা বলিয়া সম্বোধন করার কি তাৎপর্য্য, তাহা বুঝা যায় না। 'অদিতি' শব্দে আমরা 'অনন্ত' অর্থ গ্রহণ করি। রসনা কটুকষায়তিক্তমধুর সর্ব্বপ্রকার আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ। ভগবান্ অনন্তরূপে—অনন্ত রসনা রূপে—ইহসংসারে বিদ্যমান আছেন। আমরা কোন্ কার্য্যে কেমনভাবে তাঁহার প্রতি প্রীতি-ভক্তি উপহার প্রদান করিতেছি, তাঁহার সেই রসনা দ্বারা তিনি তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ভক্তিমান্, তাঁহার রসনায় তাহা পরীক্ষা হইয়া যাইতেছে। প্রথম মন্ত্রে পূজাঞ্জলি প্রদান-কালে সাধক যেন তাহাই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। আমরা মনে করি,

এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। দ্বিতীয় মন্ত্রে এ ভাব যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে বিষ্ণুরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছেন, সাধক তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্র—সেই অনুভাবনার ফলস্বরূপ ভগবানের করুণা-প্রার্থনা। মানুষ যখন বুঝিতে পারে, ভগবান কি ভাবে কোথায় বিদ্যমান আছেন, তখনই তাঁহাকে আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে। তৃতীয় মন্ত্র সেই প্রার্থনা ব্যক্ত করিতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'আমি যেন বিভ্রমরহিত চক্ষে তোমাকে দেখিতে পাই। চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে প্রলোভন—চারিদিকে মায়ামরীচিকা বিস্তার করিয়া আছে। তাই 'অহংক্রম' (অহিংসিতেন) অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদির হিংসা-পরিশূন্য হইয়া, যেন তোমাকে দেখিতে পারি',—এইরূপ প্রার্থনা জানান হইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশে ঐ উক্তির সার্থকতা দেখুন। বিভ্রমরহিত দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পারিলে মনে হয়,—অগ্নিরূপে যেন তাঁহার রসনা আছে। সেই রসনার দ্বারা তিনি সর্ব্বদেবগণকে (সর্ব্বদেবভাবকে) আহ্বান করিয়া থাকেন। আমার গৃহে গৃহে, আমার প্রতি কর্ম্মে, আমার প্রতি পদক্ষেপে, আপনি দেবভাবকে আহ্বান করিয়া আমাতে স্থাপন করুন,—ইহাই মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনা। প্রথম মন্ত্র হইতে চতুর্থ মন্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলে প্রতীত হয়,—যেন কি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে মন্ত্র কয়টী পরস্পর সংবদ্ধ রহিয়াছে। এমন সুষ্ঠু সুবোধ্য সুন্দর অর্থ থাকিতে কখনও মুষলবন্ধনকে, কখনও বা আজ্যকে, সম্বোধন করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে কেন মন্ত্রার্থের অধ্যাহার করিব? (১অ—১০ক—১-৪ম)॥

— • —

একত্রিংশ কণ্ডিকা।

(একত্রিংশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(২) সবিতুর্বঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

(৩) তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি।

(৪) ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥ ৩১ ॥

ইতি মাধ্যন্দিনীয়ায়াং বাজসনেয়সংহিতায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম কর্ম্ম! 'সবিতুঃ' (প্রেরকস্য, জ্ঞানপ্রদস্য দেবস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি, অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ছিদ্রশূন্যেন, দোষরাহিত্যেন) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন বায়ুরূপেণ) 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য জ্যোতির্নির্বহৈঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উৎপুনামি' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রো করোমি)।

২। হে কর্ম্মাণি। 'সবিতুঃ' (প্রেরকস্য, জ্ঞানপ্রদস্য দেবস্য) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি, অনুকম্পয়া ইতি যাবৎ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (ছিদ্রশূন্যেন, দোষরাহিত্যেন) 'পবিত্রেণ' (শোধকেন বায়ুরূপেণ) 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য জ্যোতির্নির্বহৈঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'উৎপুনামি' (উৎকর্ষসাধনেন পবিত্রো করোমি)।

৩। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! ত্বং 'তেজঃ' (দীপ্তিমান্) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'শুক্রং' (বিশুদ্ধং সত্ত্বরূপং) 'অসি' (ভবসি)। ত্বং 'অমৃতং' (বিনাশরহিতং) 'অসি' (ভবসি)।

৪। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মঃ। ত্বং 'ধামনাম' (দ্রব্যং তৎসংজ্ঞা চ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দেবানাং প্রিয়ং' (দেবভাবসংরক্ষকং) 'অনাধৃষ্টং' (অনভিভূতং, সর্ব্বত্রসাফল্যপ্রদং) 'দেবযজনং' (যাগসাধনং, সৎকর্ম্মসাধকং) 'অসি' (ভবসি)। (১ম—৩১ক—১৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মকে এবং সর্ব্ববিধ সাধারণ কর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে আমার কর্ম্ম! তুমি জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় (অনুকম্পায়) ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া আমাদিগের উৎকর্ষ সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর।

২। হে আমার সদসৎকর্ম্মনিবহ! তোমরা জ্ঞানপ্রদ সবিতৃদেবের প্রেরণায় (অনুকম্পায়) ত্রুটি-পরিশূন্য বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক এবং সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ হইয়া, আমাদিগের উৎকর্ষ-সাধনে আমাদিগকে পবিত্র কর।

৩। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমিই তেজঃ, তুমিই শুক্র, তুমিই অমৃত।

৪। হে ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম! তুমিই বস্তু, তুমিই বস্তুর সংজ্ঞা; তুমি দেবভাবের সংরক্ষক, তুমি সর্ব্বত্র সাফল্যপ্রদ, তুমি সকল সৎকর্ম্মের সাধক। (১ম—৩১ক—১-৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৭।৭) সবিতুস্ত্বেত্যাজ্যমুৎপুনাতীতি। সবিতুর্দ্দেবস্য প্রসবে আজ্ঞায়াং বর্ত্তমানঃ ত্বা'মুৎপুনামি শোধয়ামি। ব্যাখ্যাতমন্যৎ॥ (কা০ ২।৭।৮) প্রোক্ষণীশ্চ পূর্ব্ববদিতি। সবিতুর্ব্বঃ। বো যুষ্মানুৎপুনামীতি ব্যাখ্যাতং॥ (কা০ ২।৭।৯) আজ্যমবেক্ষতে তেজোঽসী-তীতি। হে আজ্য ত্বং তেজোঽসি। শরীরকান্তিহেতুত্বাত্তেজস্ত্বং। শুক্রমসি দীপ্তিমদসি। স্নিগ্ধরূপত্বা'দ্দীপ্তিমত্তং। অমৃতমসি বিনাশরহিতমসি। বহুদিবসাবস্থানেঽপ্যোদনাদিবৎ-পর্য্যুষিতত্বাদি দোষভাবাদবিনাশিত্বং॥ (কা০ ২।৭।১১।১২। স্রুবেণাজ্যগ্রহণং চতুর্জ্জুহ্বাং ধাম নামেতি সকৃন্মন্ত্র ইতি। হে আজ্য ত্বং ধাম স্থানম'সি ধীয়তে স্থাপ্যতে চিত্তবৃত্তির্দ্দেবৈ-রত্রে'তি ধাম। তথা নাম নাময়তি আত্মানং প্রতি সর্ব্বাণি ভূতানীতি নাম। আজ্যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বঽপ্যাকৃষ্টং নমন্তি। তথা দেবানাং প্রিয়'মিষ্টং অনভিভূতং। গতসারত্বদোষেণাতিরস্কৃতং চরুপুরোডাশাদীনি চিরস্থিত্যা গতসারাণি স্যুরিদং ন তথা। দেবযজনং দেবা ইজ্যন্তেঽনেনেতি যাগসাধনং ঈদৃশং ত্বমস্যতস্ত্বাং গৃহ্ণামীতি বাক্য শেষঃ॥ ৩১॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতে মন্ত্রদীপে মনোহরে। শাখাভাষ্য গ্রহান্তোঽয়মধ্যায়ঃ প্রথমোঽগমৎ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বাদশ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্র আর এই কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র প্রায় একই প্রকারের। এই কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের এবং দ্বাদশ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের সহিত এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের পার্থক্য অতি সামান্য। উক্ত দুই ক্ষেত্রে সম্বোধ্য বহুবচনান্ত পদ; আর এই প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—একবচনান্ত পদ। মূলে পার্থক্য কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাষ্যকার সেখানে সম্বোধনে এক সামগ্রীকে লক্ষ্য করিয়াছেন; এখানে আর এক সামগ্রীর প্রতি সম্বোধন প্রযুক্ত হইয়াছে। সেখানে সম্বোধ্য ছিল—জল; এখানকার সম্বোধ্য—আজ্য (ঘৃত) ও প্রোক্ষণী (মার্জ্জনের বা সেচনের পাত্র)। তাহাতে ভাষ্যকারের অর্থ দুই স্থলেই দুই রূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা মন্ত্র-সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থই পরিগ্রহণ করিলাম। মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ভাবার্থ, দ্বাদশ কণ্ডিকার মন্ত্রার্থ-আলোচনায় (৪৭ পৃষ্ঠায়) প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে, সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনে, একই মন্ত্র দুই বার উচ্চারণের একটা সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমে মানুষ মনে করে,—কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু তাহার কর্ম্ম যে বিভিন্ন বিপরীত পথে বিভিন্ন বিপরীত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, প্রথমে তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে না। তখন তাই সে বলে,—'হে ভগবন্! তোমার সাহায্যে আমি যেন আমার কর্ম্মকে পবিত্র করিতে পারি।' এই ভাব মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদসৎ উভয় প্রকার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সুতরাং তখন

তাহার প্রার্থনা দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আমার সদসৎ বিবিধ প্রকার কর্ম্ম-সমূহকে আপনি পবিত্রীকৃত করুন।' এখানকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রার্থনার চিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র, ঐ অবস্থারই উন্নত-স্তরের আবাহন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কর্ম্ম পবিত্র হইলে, ভগবানের সহিত সে কর্ম্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম যে স্বতঃদীপ্তিমান, স্বতঃবিশুদ্ধ এবং অমৃতত্বের প্রদানকারী হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় মন্ত্র সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ভগবৎ-সংযুত সেই কর্ম্মই দেবতাদের সংরক্ষক, সকল সৎকর্ম্মের সাধক, সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ হয়। সেই কর্ম্মকেই বলা হইয়াছে,—'হে কর্ম্ম! তুমিই বস্তু, তুমিই বস্তুর সংজ্ঞা।' সেই কর্ম্মই 'ধামনাম।' ইহাতেই বুঝা যায়, কর্ম্মরূপে ভগবান্ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। নামও তিনি, দ্রব্যও তিনি। নাম-রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভগবান বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। সৎসংযুত হইলে, কর্ম্মই সেই নামরূপের সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয়। চতুর্থ মন্ত্রে কর্ম্মের সহিত ভগবানের অভিন্নতা দ্যোতনা করিতেছে। ভগবানের সহিত কর্ম্ম যখন অভিন্ন হয়, তখন কি আর কর্ম্ম-মাহাত্ম্যের পরিসীমা থাকে? তখন, কর্ম্মেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এই দৃষ্টিতে কর্ম্মকে দর্শন করিয়াই সাধক ভক্ত দেবতাকে নমস্কার করিতেও বিরত হইয়াছেন, বিধিকেও নমস্কার করিতে বিরত হইয়াছেন; ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে কহিয়াছেন,—'দেবতারই বা কি ক্ষমতা আছে, আর বিধিরই বা কি ক্ষমতা আছে? তাঁহারাও তো কর্ম্মেরই বশীভূত! আমি যেমন কর্ম্ম করিব, সেইরূপ ফলই তো প্রাপ্ত হইব! সুতরাং কর্ম্মই একমাত্র নমস্য।' এই চিন্তার ফলেই ভক্ত সাধক কর্ম্মকে নমস্কার করিয়া কহিয়াছেন,—"নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" সেই কর্ম্মকেই নমস্কার, বিধিও যে কর্ম্মকে পরাভূত করিতে পারেন না।

মানুষ আপনার কর্ম্মফলের অধিকারী। সে কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুত হইলেই শ্রেয়ঃসাধক হয়। অধ্যায়ের শেষে, কণ্ডিকার উপসংহারে, সেই তত্ত্বই বিঘোষিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ কর্ম্মকাণ্ডমূলক। উহার প্রতি মন্ত্রই ভগবৎ-সংশ্রবযুত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, তাহা উপলব্ধি করিয়া, সেই জ্ঞানপ্রদ সবিতৃ-দেবের অনুকম্পায় ত্রুটিপরিশূন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনি পবিত্র হইয়া, কর্ম্মকে পবিত্র করিয়া, মানুষ কর্ম্মের মধ্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারে। কর্ম্মই তখন তাহার নিকট তেজঃস্বরূপ অমৃতস্বরূপ সর্ব্বদেবভাবের সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। কর্ম্মের দ্বারা সকলই সংসাধিত হইতে পারে। কর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধি আসে; কর্ম্মেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়; কর্ম্মেই ভগবান আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। ত্রুটিপরিশূন্য কর্ম্ম—বায়ুর ন্যায় পবিত্রকারক। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্ম—সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানপ্রদ। তাই মন্ত্র বলিতেছে,—'মানুষ, তুমি কর্ম্ম কর; ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।' (১অ—৩১ক—১৪ম)॥

—— • ——

কাণ্ব-শাখার পাঠ।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-সমূহ মধ্যন্দিন, কণ্ব ও জাবাল প্রভৃতি যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশ শিষ্য কর্ত্তৃক পঠিত হয়। মধ্যন্দিন, মাধ্যন্দিন-শাখার প্রবর্ত্তক; কণ্ব কর্ত্তৃক কাণ্ব শাখা প্রবর্ত্তিত হয়। মাধ্যন্দিন-শাখার পাঠ আমরা প্রকাশ করিতেছি। কাণ্ব-শাখার পাঠও প্রায়ই ঐরূপ; মাত্র দুই একস্থলে দুই একটী শব্দের বা বাক্যের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার যে প্রথম অধ্যায় প্রকাশ করা হইল; ঐ অধ্যায়ের কাণ্ব-শাখার পাঠ কিরূপ সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে, তাহাও নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি। তাহাতে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ পাঠক একাধারে কাণ্ব-মাধ্যন্দিন উভয় শাখাই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম।—প্রথম কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্র, উভয় শাখায়ই অভিন্ন। চতুর্থ মন্ত্রে 'কর্ম্মণ' স্থলে 'কর্ম্মণে' পাঠ আছে এবং উহাতেই অর্থাৎ ঐ 'কর্ম্মণে' শব্দ পর্য্যন্ত একটী মন্ত্র শেষ হইয়াছে। কাণ্ব-শাখার মতে, পরবর্ত্তী মন্ত্রের আরম্ভ—'আপ্যায়ধ্বং' হইতে। উহার পরিসমাপ্তি—'মাঘশংসঃ' শব্দে। উহার পর 'ধ্রুবা' হইতে 'বহ্বীঃ' পর্য্যন্ত আর একটী মন্ত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে। সে হিসাবে কাণ্ব-শাখায় প্রথম কণ্ডিকার মন্ত্রের সংখ্যা পাঁচটী না হইয়া সাতটী হইবে।

দ্বিতীয়।—দ্বিতীয় কণ্ডিকার মন্ত্রের পাঠ-বিষয়ে উভয় শাখার মধ্যে পার্থক্য নাই; তবে কাণ্ব-শাখার তৃতীয় মন্ত্রটী 'ধাম্না' পদে পরিসমাপ্ত; তাহার পর 'দৃংহস্ব' হইতে 'হ্বার্ষীৎ পর্য্যন্ত আর একটী মন্ত্র পরিকল্পিত। তদনুসারে দ্বিতীয় কণ্ডিকার মন্ত্র-সংখ্যা—কাণ্ব-শাখার মতে—চারিটী হয়।

তৃতীয়।—এই কণ্ডিকায় উভয় শাখার মধ্যে কোনও পাঠান্তর নাই।

চতুর্থ।—এই কণ্ডিকায় চতুর্থ মন্ত্রের "সোমেনাতনচ্ম" স্থলে "সোমেনাতনক্মি" পাঠ কাণ্ব শাখাধ্যায়িগণ গ্রহণ করেন।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম। এই তিন কণ্ডিকার পাঠ, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অভিন্ন।

অষ্টম।—এই কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে 'বহ্নিতমং সস্নিতমং পদদ্বয় পরিবর্ত্তভাবে 'সস্নিতমং বহ্নিতমং' রূপে পঠিত হয়।

নবম, দশম, একাদশ।—এই তিন কণ্ডিকার মধ্যে একাদশ কণ্ডিকার মন্ত্রের শেষ শব্দ 'রক্ষ' স্থলে কাণ্ব শাখায় 'রক্ষস্ব' পাঠ দৃষ্ট হয়।

দ্বাদশ।—এই কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে 'যজ্ঞং নয়তাগ্রে' হইতে 'যজ্ঞপতিং' পর্য্যন্ত যে পাঠ মাধ্যন্দিন-শাখায় প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে কাণ্ব-শাখার পাঠ—'যজ্ঞং নয়ত সুধাতুং যজ্ঞপতিং যজ্ঞপতিং দেবা যুবং।'

ত্রয়োদশ।—এই কণ্ডিকার মন্ত্রের 'যন্তোহশুদ্ধাঃ' হইতে 'বস্তচ্ছুন্ধামি' পর্য্যন্ত অংশ কাণ্ব-শাখায় 'যত্তোহশুদ্ধঃ পরাজঘানৈঃ তদ্দঃ' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ।—চতুর্দ্দশ কণ্ডিকার মন্ত্রে কোনও পরিবর্ত্তন নাই। পঞ্চদশ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে "বৃহদ্গ্রাবাসি" স্থলে 'বৃহদ্গ্রাবাসি', এবং 'হবিঃ শমীষ' স্থলে 'হব্যংশমীষ পাঠ আছে।

ষোড়শ।—এই কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রে 'পরাপূত অরাতয়ঃ' স্থলে প্রতিপূতা অরাতয়ঃ' এবং সপ্তম মন্ত্রের 'সবিতা হিরণ্যপাণি' হইতে 'পাণিনা' পর্য্যন্ত স্থলে 'সবিতা প্রতিগৃহ্ণাতু হিরণ্যপাণিশ্চিদ্রেণ পাণিনা' পদ দৃষ্ট হয়।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ।—সপ্তদশ কণ্ডিকার কোনও পাঠ পরিবর্ত্তন নাই। অষ্টাদশ কণ্ডিকায় 'উপদধামি' অংশের পর "দৃংহস্ব বধায়" অংশ সংযোজিত অতিরিক্ত পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ।—এই কণ্ডিকার পঞ্চম মন্ত্রে বিবস্কম্ভনিরসি' স্থলে 'বিবস্কম্ভসি' পাঠ কাণ্ব শাখায় পরিগৃহীত হয়।

বিংশ।—এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে 'ধাত্রমসি ধিনুহি দেবান' স্থলে—'বাজি মুচি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যং॥'—পাঠ দৃষ্ট হয়। সপ্তম মন্ত্রের 'মতীনা পয়োঽসি' স্থলে—'বেদোঽসি বেদ যেন ত্বং দেব বেদ-দেবেভ্যঃ বেদোঽভবঃ। তেন মহ্যং বেদো ভব॥'—এইরূপ পাঠ হইবে।

একবিংশ।—এই কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রের শেষাংশে 'জগতীভিঃ পৃচ্ছন্তাং সংমধুমতী" স্থলে "জগতীভিঃ সংমধুমতী" ইত্যাদি পাঠ কাণ্বশাখায় পরিদৃষ্ট হয়। 'পৃচ্ছন্তাং পদ ঐ শাখার পাঠে নাই।

দ্বাবিংশ।—এই কণ্ডিকার মন্ত্রাষ্টকের মধ্যে সপ্তম মন্ত্রের শেষে "সীদন্ত রিতন্ম্‌ রক্ষোহন্তরিতা অরাতয়ঃ" এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। মতান্তরে, পূর্ব্বোক্ত পাঠের পরিবর্ত্তে এই পাঠ প্রচলিত বলিয়া কথিত হয়।

ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ।—ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকায় পাঠের কোনই ব্যত্যয় দেখা যায় না। চতুর্ব্বিংশের প্রথম মন্ত্রের শেষে "পৃথিব্যৈ বর্ম্মাসি" পাঠ সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ।—পঞ্চবিংশে পাঠ-ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের "অপারুরুং" ও 'পৃথিব্যৈঃ' পদদ্বয়ের মধ্যে 'বধ্যাসং' পদ কাণ্বশাখার পাঠে সংযোজিত দেখিতে পাই।

সপ্তবিংশ, অষ্টাবিংশ, ঊনত্রিংশ।—ইহার মধ্যে অষ্টাবিংশের প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে "ত্বামু ধীরাসো" স্থলে 'ত্বাং ধীরাসো' পাঠ দৃষ্ট হয়। 'উ' সে স্থলে বিলুপ্ত হইয়াছে। সপ্তবিংশ কণ্ডিকায় কোনও ব্যতিক্রম নাই। ঊনত্রিংশ কণ্ডিকার ষষ্ঠমন্ত্রের শেষ পদ 'সংযাগ্নি' স্থলে 'সংযাগ্নি' পাঠ কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ত্রিংশ ও একত্রিংশ।—ত্রিংশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের 'রাস্নাসি' পদের স্থলে "রাস্নাসীন্দ্রাণ্যৈ সংনহনং" পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহার পর ঐ কণ্ডিকার অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে চতুর্থ মন্ত্রের শেষাংশের পাঠ এই,—"অগ্নের্জিহ্বাসি সু ভূর্দ্দেবেভ্যো ধাম্নে-ধাম্নে ভব যজুষে" পাঠ দৃষ্ট হয়। একত্রিংশ কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রের শেষ পদ 'বহ্নমসি' স্থলে কাণ্বশাখায় 'যজনং লিখিত আছে। তাহার পর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়; যথা,—"যদেৎপ্রাণঃ পশুষু প্রাবিষ্টো দেবানাং বিষ্ঠামনু যো বিতস্থে। আত্মন্‌ংস্তোম ধৃতবান্‌হি ভূত্বা দিবং গচ্ছ স্বর্যজমানায় বিন্দ॥ ৫॥ ৫০॥ দশানুবাকেষু পঞ্চাশৎ॥"

ইতি কাণ্বশাখায়াং সংহিতা পাঠে প্রথমাধ্যায়॥

যজুর্ব্বেদের প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

(০)

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়িসংহিতা।]

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠোঽগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।

(২) বেদিরসি বর্হিষে ত্বা জুষ্টাং প্রোক্ষামি।

(৩) বর্হিরসি স্রুগ্‌ভ্যস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'কৃষ্ণঃ' (কলঙ্ককলুষিতঃ) 'অসি' (ভবসি), ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (সৎকর্ম্মলক্ষ্যভূতঃ) ভব; 'অগ্নয়ে' (অগ্নিদেবায়) 'জুষ্টং' (প্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং করোমি)। অথবা, হে মনঃ! ত্বং 'আখরেষ্ঠঃ' (অঙ্গারসদৃশঃ) 'কৃষ্ণঃ' (কলঙ্ককলুষিতঃ) 'অসি' (ভবসি); 'জুষ্টং' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'অগ্নয়ে' (অগ্নিসংযোগায়, জ্ঞানাগ্নিনা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং করোমি)।

২। হে ধীঃ! ত্বং 'বেদিঃ' (যজ্ঞস্থানং, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা) 'অসি' (ভবসি); 'বর্হিষে' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'জুষ্টাং' (দেবপ্রিয়াং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতাং করোমি)।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'বর্হিঃ' (দর্ভরূপং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধনং) 'অসি' (ভব); 'স্রুগ্‌ভ্যঃ' (হবনীয়দানপাত্রেভ্যঃ, সৎকর্ম্মসাধনেভ্যঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'জুষ্টং' (দেবপ্রিয়ং) 'প্রোক্ষামি' (সুসংস্কৃতং করোমি)। (২অ—১ক—১-৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-তিনটী মনঃ-সম্বোধনবাচক বলিয়া মনে করি।]

১। হে মন। তুমি কলঙ্ক-কলুষিত হইয়া আছ, সৎকর্ম্মসহযুত হও। অগ্নিদেবের প্রীত্যর্থ তোমাকে সুসংস্কৃত করিতেছি। অথবা, হে মন! তুমি অঙ্গার-সদৃশ কলঙ্ক-কলুষিত হইয়া আছ। ভগবানের প্রীতিসাধন-নিমিত্ত অগ্নিসংযোগে (জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া) তোমাকে পবিত্র ও সুসংস্কৃত করিতেছি।

২। হে-ধী! তুমি দেবীস্বরূপা, সৎকর্ম্মাশ্রয়ভূতা হও। সৎকর্ম্ম-সাধনের জন্য (বর্হির ন্যায়) তোমাকে দেবপ্রিয় ও ও সুসংস্কৃত করিতেছি।

৩। হে মন! তুমি দর্ভরূপ যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসাধক হও। সৎকর্ম্ম-সাধনের নিমিত্ত তোমাকে দেবপ্রিয় ও সুসংস্কৃত করিতেছি। (তুমি ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হও)। (২অ—১ক—১-৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৫।১৯) ইধ্মং প্রোক্ষতি বিস্রংস্য বেদিং চ বর্হিঃ প্রতিগৃহ্য বেদ্যাং কৃত্বাপুরস্তাদ্ গ্রন্থি কৃষ্ণোঽসীতি প্রতিমন্ত্রমিতি॥ ইধ্মং বিস্রংস্য প্রোক্ষেৎ। বেদিং চ প্রোক্ষেৎ। বর্হিরাদায় বেদ্যাং পূর্ব্বগ্রন্থি কৃত্বা প্রোক্ষেৎক্রমাম্মন্ত্রত্রয়েণেতি সূত্রার্থঃ॥ কৃষ্ণোঽসি॥ হে ইধ্ম ত্বং কৃষ্ণোঽসি কৃষ্ণমৃগরূপো যজ্ঞোঽসি। ইধ্মপূলকস্য যজ্ঞসাধনত্বাদযজ্ঞত্বোপচারঃ। কিন্তুঃ॥ আখরেষ্ঠঃ॥ আসমন্তাৎখরে কঠিন বৃক্ষে তিষ্ঠতীতি আখরেষ্ঠঃ যদ্বা খং স্বর্গং রাতি দদাতীতি খরঃ আহবনীয়স্তত্রা সমন্তাত্তিষ্ঠতীত্যাখরেষ্ঠঃ। অন্তোদাত্তঃ কৃষ্ণ শব্দো বর্ণবাচী অয়ং তু কৃষ্ণশব্দ আদ্যুদাত্তত্বান্মৃগবাচী॥ যজ্ঞঃ কদাচিদ্দেবেভ্যোঽপক্রান্তঃ স্বগোপনায় কৃষ্ণমৃগো ভূত্বা বনে যজ্ঞিয়তরু মধ্যে প্রবিশ্য কুত্রচিৎ কঠিনে বৃক্ষে তস্থৌ। তদেতদভিপ্রেত্য কৃষ্ণ আখরেষ্ঠ ইতি সম্মুচ্যতে। যজ্ঞো হ দেবেভ্যোঽপচক্রাম স কৃষ্ণো ভূত্ব চচারেত্যাদি শ্রুতেঃ (১।১৪।১)॥ স্থে চ ভাষায়ামিতি স্থে পরপদে (পা০ ৬২২০)। ত্যাষ ষাং সপ্তম্যা অলুগিবেধাদ্বেদেঽলুক। পূর্ব্বপদাদিতি (পা০ ৮।৩।১০৬) যত্বং। আতাভগ্নে জুষ্টং প্রিয়ং ত্বাং প্রোক্ষামি শুদ্ধ্যর্থং জলেনেতি শেষঃ। বেদিরসীতি বেদিং প্রোক্ষতি। ত্বং বেদিরসি॥ বিন্ততে লভ্যত ইতি বেদিঃ। বিদল্ লাভে। দেবৈরসুরেভ্যো

লক্ষণাবেদিঃ। অতো বর্হিষ্ঠাং বর্হিষো ধারণোপযোগিতয়া প্রিয়াং ত্বাং প্রোক্ষামি। পৃথ্বীরূপায়া বেদেঃ প্রকারণত্ব বর্হিষো ধারকত্বং যুক্তং॥ বর্হিরসীতি বর্হিঃ প্রোক্ষণং। হে দর্ভ ত্বং বর্হিরসি প্রভূতত্বাদ্বেদিবৃংহণ সমর্থমসি। অতঃ স্রুগ্‌ভ্যো জুষ্টং স্রুচাং ধারণাৎ প্রিয়ং প্রোক্ষামি॥ ১॥ (২য়—১ক—১৩ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এ কণ্ডিকার মন্ত্র-তিনটীর সহিত একটী উপাখ্যানের সংস্রব দেখা যায়। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রটী হোমের কাষ্ঠকে সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্রটী বেদীকে সম্বোধনে এবং তৃতীয় মন্ত্রটী সম্বদ্ধ কুশগুলিকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে, নির্দিষ্ট হয়। সে পক্ষে, প্রথম মন্ত্র 'ইধ্ম' (যজ্ঞকাষ্ঠ) সম্বোধনে বলা হইতেছে,—'হে ইধ্ম! তুমি কৃষ্ণমৃগরূপ যজ্ঞ।' এখানে কৃষ্ণ শব্দে 'কৃষ্ণবর্ণ' বলা হইল না। ভাষ্যকার তাহার কারণ নির্দেশ করেন,—'অন্তোদাত্ত কৃষ্ণ শব্দ বর্ণবাচী; কিন্তু এই কৃষ্ণ শব্দ আদ্যুদাত্ত বলিয়া মৃগবাচী হইয়াছে। যজ্ঞকে 'কৃষ্ণমৃগ' বলা হইল কেন, তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকার নিম্নলিখিত উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন যথা;—একদা যজ্ঞ, উপক্রান্ত (শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত) হইয়া, আত্মগোপনের জন্য কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞীয় তরুর মধ্যে প্রবেশ করেন। একটী কঠিন বৃক্ষে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই 'আখরেষ্ঠঃ' পদ মন্ত্রে আছে এবং 'ইধ্মকে' আখরেষ্ঠ' বলা হইয়াছে। তাহা হইতে "কৃষ্ণোঽস্যাখরেষ্ঠঃ' বাক্যের অর্থ হয়,—'মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত হে যজ্ঞ' ইত্যাদি। 'অগ্নয়ে' হইতে 'প্রোক্ষামি' পর্য্যন্ত অংশের অর্থ—'তোমাকে অগ্নিতে সমর্পণ করিবার উদ্দেশে প্রীতি-সহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি।' দ্বিতীয় মন্ত্র যেন বেদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে,—'হে বেদি! তোমার উপরে কুশ বিস্তৃত করিব। তজ্জন্য তোমাকে প্রীতিসহকারে প্রোক্ষণ করিতেছি।' তৃতীয় মন্ত্রে কুশসম্বগুলিকে (কুশের আঁটিকে) সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'স্রুক ধারণের জন্য তোমাকে প্রীতি-পূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিতেছি।'

আমরা 'কৃষ্ণঃ পদে 'কলঙ্ককলুষিতঃ অর্থ গ্রহণ করিলাম। ঐ পদের সহিত আমরা কৃষ্ণমৃগের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম না। 'আখরেষ্ঠঃ' পদে আমরা দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এক অর্থ—'সৎকর্ম্মসংযুত'; 'খ' অর্থাৎ স্বর্গ দান করে—এই অর্থে 'খর' শব্দ 'আহবনীয়' অর্থ দ্যোতনা করে। সেই আহবনীয় যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আছে, তাহাই 'আখরেষ্ঠঃ।' ভাষ্যকারও পক্ষান্তরে এইরূপ ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। এই হইতে আমরা মনে করি, 'আখরেষ্ঠঃ' পদে সৎকর্ম্ম-সংযুত অর্থই সঙ্গত হয়। আর এক অর্থে ঐ পদে 'অঙ্গারসদৃশ' বুঝাইতেও পারে। 'অগ্নয়ে' পদে 'অগ্নিদেবায়' অথবা 'অগ্নি-সংযোগের দ্বারা' (বিভক্তি ব্যত্যয়ে) অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'অগ্নিদেবের প্রীত্যর্থ, অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি-সঞ্চারের জন্য, মন, তোমাকে সুসংস্কৃত করিতেছি'—এইরূপ উক্তিই সুসঙ্গত।

অঙ্গার-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ (কলুষিত) মন জ্ঞানের সাহায্যেই, অঙ্গারে অগ্নি প্রবেশের ন্যায়, উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। মনকে সুসংস্কৃত করার তাৎপর্য্য—জ্ঞানাগ্নির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত করা। মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রও ঐ মনঃসম্বন্ধসূচক। দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—'ধী'-পদ অধ্যাহার করিয়াছি। 'জুষ্টাং' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ-রক্ষাই লক্ষ্য। 'জুষ্টাং' পদকে, অর্থের সমন্বয়ে ছান্দসে 'জুষ্টং' রূপে গ্রহণ করিলে, সম্বোধনে 'মনঃ' পদ রাখিলেও চলিতে পারে। মনই বেদী, মনই যজ্ঞস্থল; মনই বর্হি, মনই যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসাধক। হবনীয়-দান-পাত্রের (স্রুকের) সহযোগে যেমন বর্হিকে হোমাগ্নিতে অর্পণ করা হয়, মনকে সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য ভগবানে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃত করার উদ্দেশ্য—মনকে ভগবানে সমর্পণ। তৃতীয় মন্ত্রে সেই ভাবই ব্যক্ত রহিয়াছে। (২অ—১ক—১-৩ম—)॥

—— • ——

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় কণ্ডিকা। ষণ্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অদিত্যৈ ব্যুন্দনমসি। (২) বিষ্ণো স্তুপোঽসি॥

(৩) ঊর্ণম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থাং দেবেভ্যঃ।

(৪) ভুবপতয়ে স্বাহা। (৫) ভুবনপতয়ে স্বাহা॥

(৬) ভূতানাং পতয়ে স্বাহা॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'অদিত্যৈ' (অনন্তস্বরূপায়, ভগবৎকর্ম্মসাধনায়) 'ব্যুন্দনং' (ভক্তিরসার্দ্রং) 'অসি' (ভবসি)।

২। হে মনঃ! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (ব্যাপকস্য পরমেশ্বরস্য, যাগাদিসৎকর্ম্মানুষ্ঠানস্য) 'স্তুপঃ' (ধারকঃ, শিখেব, চূড়া ইব) 'অসি' (ভব, ভবসি)।

৩। হে মনঃ! ত্বং 'ঊর্ণম্রদসং' (স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুতং) ভব; 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবভাবেভ্যঃ) 'স্বাসস্থাং' (সুখবাসস্বরূপং কর্ত্তুং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্তৃণামি' (আস্তীর্ণং করোমি) হে মন! ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতং তথা দেববাসযোগ্যং করোমীতি ভাবঃ॥

৪। হে মনঃ! ত্বাং 'ভূপতয়ে' (অন্তরিক্ষস্বামিনে) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সম্প্রদদামি)।

৫। হে মনঃ! ত্বাং 'ভুবনপতয়ে' (চতুর্দ্দশভুবনস্বামিনে) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সম্প্রদদামি)।

৬। হে মনঃ! ত্বাং 'ভূতানাং পতয়ে' (সর্ব্বসৃষ্টিস্বামিনে) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সম্প্রদদামি)। (২অ—২ক—১-৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী মনঃ-সম্বোধন-সূচক বলিয়া আমরা মনে করি।]

১। হে মন! সেই অনন্ত-স্বরূপ ভগবানে কার্য্যসম্পাদনের জন্য ভক্তিরসার্দ্র হও।

২। হে মন! তুমি বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের ধারক হও; অথবা তুমি যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের চূড়াস্বরূপ হও।

৩। হে মন! তুমি স্নিগ্ধ সত্ত্বভাবযুত হও, সর্ব্বদেবভাবের আবাসস্থান করিবার উদ্দেশে তোমাকে আসন-রূপে বিস্তৃত করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া ভূপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি।

৫। হে মন! তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া ভুবনপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি।

৬। হে মন! তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া সেই ভূতপতির—সেই বিশ্বস্রষ্টার—উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি। (২অ—২ক—১-৬ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৭।২০) শেষং মূলেষূপসিঞ্চত্যদিত্যৈ ব্যুন্দনমসীতি ॥ হে প্রোক্ষণশেষোদক অদিত্যৈ অদিত্যা ভূম্যাঃ ব্যুন্দনমসি বিশেষেণ ক্লেদনমসি ॥ (কা০ ২।৭।২১) বর্হির্বিস্রংস্য পুরস্তাৎ প্রস্তরগ্রহণং বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসীতি। হে প্রস্তর দর্ভমুষ্টিরূপ ত্বং বিষ্ণোর্যজ্ঞস্য স্তূপোঽসি। ষ্টৈ ষ্ট্যৈ শব্দসংঘাতয়োঃ। ঔণাদিকো ডুপপ্রত্যয়ঃ। দর্ভসংঘাতরূপত্বাৎ কেশসংঘাতরূপা শিখেব ভবসি ॥ (কা০ ২।৮) বেদিং স্তৃণাত্যূর্ণম্রদসমিতি। হে বেদে ত্বাং স্তৃণামি বর্হিষাচ্ছাদয়ামি। কিম্ভূতাং ত্বাং। ঊর্ণম্রদসমূর্ণমিব মৃদুতরামতিশয়েন মৃদুর্ম্রদীয়সি ঈয়-লোপশ্ছান্দসঃ। যথা প্রত্যেকপবেষ্টুং ভূমিঃ কম্বলাদিনাচ্ছাদ্যতে কাঠিন্যাভাবায় তথা দর্ভৈরাচ্ছাদিতা বেদির্মৃদুঃ স্যাৎ। পুনঃ কিম্ভূতাং ত্বাং দেবেভ্যঃ স্বাসস্থাং দেবোপকারার্থং সুখেনাসিতুং স্থানভূতাং। সুখেন আসেনাসনেন স্থীয়তে যস্যাং সা স্বাসস্থা তাং।

স্বগ্নমভিমৃশতি ভুবঃপতয়ে স্বাহেতি ॥ এতন্মন্ত্রত্রয়স্যাত্রোৎকর্ষঃ। ভুবপত্যাদয়স্ত্রয়োঽগ্নের্ভ্রাতরঃ। স্বাহাশব্দো নিপাতো দেবান্ প্রতিদানবাচী স্বাহাকারং চ বষট্কারং চ দেবা উপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ। হবিগ্রহণকালে পরিধিভ্যো হবির্যাদ্ধবিঃ স্কন্নং তদ্ভুবপত্যাদিভ্যোঽগ্নের্ভ্রাতৃভ্যো দত্তমিতি মন্ত্রার্থঃ। পুরাগ্নের্ভ্রাতরো বষট্কারভয়াদ্ভূমিং প্রাবিশংস্তদ্দুঃখেনাগ্নিরপি পলায়োদকে প্রাবিশত্তদা দেবৈরানীয় স্বাধিকারে স্থাপ্যমান এবমবদদ্যদ্যেতৈর্মদ্ভ্রাতৃভির্মাং পরিধত্তৈষাং চ যজ্ঞভাগঃ কল্পতামিতি। ততস্তেঽগ্নের্ভ্রাতরঃ পরিধয়ো জাতাস্তেষাং চ স্কন্নং হবির্ভাগঃ কৃত ইতি কথা। (২অ—২ক—১-৬ম)।

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী এক কৌতুকপ্রদ উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ব্যাখ্যাও, কখনও প্রোক্ষণীকে, কখনও কুশসমূহকে, কখনও যজ্ঞবেদিকে, কখনও বা উপাখ্যান-কল্পিত দেবত্রয়কে সম্বোধন করিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রথমে উপাখ্যানের কাহিনী কহিতেছি; পরিশেষে মন্ত্রার্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। সে কাহিনী,—কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রত্রয় উপলক্ষে কল্পিত হয়। দেবোদ্দেশে হবিঃ-প্রক্ষেপকালে মৃত্তিকাতে হবিরংশ পতিত হয়। সেই হবিরংশ উপলক্ষে উপাখ্যানটী কল্পিত। অগ্নিদেবের তিনটী ভাই ছিল; তাঁহারা যজ্ঞভাগ পাইবার জন্য বিবাদ উপস্থিত করেন। শেষে বষট্কারের ভয়ে মনঃক্ষোভে তাঁহারা ভূগর্ভে জলমধ্যে লুক্কায়িত হন। কিছুকাল পরে অগ্নিদেবের হৃদয়ে ভ্রাতৃশোক উথলিয়া উঠে। তিনি তখন ভ্রাতৃগণের অনুসরণে জলমধ্যে প্রবেশ করেন। তখন, ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়; ভ্রাতৃত্রয়ের ভয় দূরে যায়। তখন যজ্ঞের আর কোনও ভাগ অবশিষ্ট নাই দেখিয়া, সেই ভ্রাতৃগণের জন্য অগ্নিদেব, ভূপতিত হবিরংশ ঘৃত তাঁহাদিগের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কথিত হয়, সেই তিন ভাই ভুবপতি, ভুবনপতি, ভূতপতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। কণ্ডিকার শেষমন্ত্রত্রয় তাঁহাদেরই সম্বোধনে প্রযুক্ত।

অতঃপর ভাষ্যানুসারে মন্ত্র-ছয়টীর যে অর্থ হয়, তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে কর্ম্মবিশিষ্ট প্রোক্ষণি! বেদীর মূলদেশ সিক্ত করিবার জন্য তোমরা নিয়োজিত হও।' দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে সজ্জিত কুশ-সমূহ! তোমরা এই যজ্ঞরূপ মস্তকের শিখাস্থানীয়।' তৃতীয় মন্ত্রে বেদীর উপরে কুশ বিস্তারের পর বলা হইতেছে,—'হে বেদি! দেবতারা তোমাতে বসিবেন; তাই এই ঊর্ণাসন-সদৃশ কুশাসন বিস্তৃত হইল।' অতঃপর শেষ তিনটী মন্ত্রে অগ্নির ভ্রাতৃত্রয়কে একে একে বলা হইতেছে,—'এই তোমার উদ্দেশে আজ্য প্রদত্ত হইল।'

কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটীর শব্দের প্রতি ও ভাব-সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, অতি সমীচীন সুসঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অদিতি' শব্দে যে অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায়, তাহা পূর্ব্বেই সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। 'বৃষ্ণ্যং' শব্দে 'স্নিগ্ধতা-সঞ্চারের' ভাব

আসে। তাহা হইতে, বেদীকে সিক্ত করা অপেক্ষা মনকে সেই পরমেশ্বরের কার্য্য-সম্পাদনের জন্য ভক্তিরসে আর্দ্র করার ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় মন্ত্রে মনকে বলা হইতেছে,—'বিষ্ণোঃ স্তূপোঽসি।' বিষ্ণুর স্তূপ বলিতে কি বুঝি? এতদুক্তিতে দুই প্রকার ভাব মনে আসে। প্রথম—'স্তূপ' শব্দে 'ধারক' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি; দ্বিতীয়—স্তূপ শব্দে 'চূড়া' অর্থ অধ্যাহার করা যায়। প্রথম অর্থে—'মন, তুমি পরমেশ্বরকে ধারণ কর', এই ভাব আসে; দ্বিতীয় অর্থে—'বিষ্ণোঃ' পদে যদি 'যজ্ঞঃ' অর্থ গ্রহণ করি; তাহা হইলে বলিতে পারি,—মন, তুমি যজ্ঞের শিখা বা চূড়া হও।' যজ্ঞের শিখা বা চূড়া—মন কিরূপে হইতে পারে? শিখা বা চূড়া শব্দে যজ্ঞে প্রদত্ত আহবনীয় সামগ্রীর শ্রেষ্ঠত্ব ভাব আসে। যজ্ঞে যাহা কিছু উপহার প্রদান কর না কেন, আহবনীয়-রূপে যত কিছু মূল্যবান সামগ্রীই উৎসর্গ কর না কেন, মনই সকল সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ আহবনীয়। মন ভগবৎ-কর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হইলে, কোনও আহবনীয় সামগ্রীই তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে শ্রেষ্ঠ উপহারই বলা যায়। অতঃপর, তৃতীয় মন্ত্রের বিষয় অনুধাবন করুন। 'ঊর্ণম্রদসং' পদের অর্থ—ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ই প্রকাশ—কোমলতা-সম্পাদক। শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চারেই মন স্নিগ্ধ কোমলতা-সম্পন্ন হয়। মনকে কোমলতা-সম্পন্ন হইতে বলার অর্থ এই যে,—মন যেন স্নিগ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হয়। দেবগণের বা দেবভাবের আবাস-স্থানরূপে মনকে আসনভাবে বিস্তৃত করাই সুসঙ্গত উপমা। যত কিছু সুকোমল সুশুভ্র আসন বিস্তৃত কর না কেন, দেবতার উপবেশনের আসন—সুপবিত্র মন ভিন্ন অন্য আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। মন্ত্রের প্রথমে বলা হইল,—'মন, তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবপূর্ণ হও'। তার পর বলা হইল,—'তোমায় দেবতাদের সুখাবাসের জন্য বিস্তৃত করিতেছি।' পর পর বাক্যের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে। উপসংহারে লক্ষ্য করুন,—আসন বিস্তৃত করার পর বলা হইতেছে,—'মন, তোমাকে ভুবপতির উদ্দেশে সমর্পণ করিতেছি, তোমাকে ভুবনপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি, তোমাকে সর্ব্বভূতপতির উদ্দেশে বিনিযুক্ত করিতেছি।' এখানে তিনটি স্তর লক্ষ্য করিবার আছে। সাধক একে একে তাঁহার আরাধনার ধনকে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রথমে মনে হইল,—তিনি আকাশের অধিপতি, ঊর্দ্ধলোকে বিরাজ করিতেছেন। তাই কহিলেন,—'মন, তোমাকে আমি স্বাহা-মন্ত্রে পূত করিয়া, সেই অন্তরিক্ষপতির উদ্দেশে সম্প্রদান করিতেছি।' তৎপরে তিনি আরও উন্নত স্তরে উন্নীত হইলেন। তখন দেখিলেন,—তাঁহার আরাধ্য দেবতা তো কেবল আকাশের অধিপতি নহেন; তিনি যে ভুবনপতি—চতুর্দ্দশ ভুবন যে তাঁহারই আয়ত্তাধীন। তখনই তিনি কহিলেন,—'মন, এইবার তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পবিত্র করিয়া সেই ভুবনপতির উদ্দেশে সমর্পণ করিতেছি।' সঙ্গে সঙ্গে সাধনার চরম লক্ষ্যস্থল—সেই শ্রেষ্ঠতম স্তরের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সাধক তখন দেখিলেন—বুঝিলেন,—তিনি যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; তাই কহিলেন,—'মন, এইবার তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পবিত্রীকৃত করিয়া সেই সর্ব্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিতেছি।' ইহাই সাধনার চরম উৎকর্ষ। মন্ত্রে এই চিত্রই প্রকটিত। (২অ—২ক—১-৩ম)।

তৃতীয় কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। তৃতীয় কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) গন্ধর্ব্বস্ত্বা বিশ্বাবসুঃ পরিদধাতু বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য

পরিধিরস্যগ্নিরিড় ঈড়িতঃ।

(২) ইন্দ্রস্য বাহুরসি দক্ষিণো বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ যজমানস্য

পরিধিরস্যগ্নিরিড় ঈড়িতঃ।

(৩) মিত্রাবরুণৌ ত্বোত্তরতঃ পরিধত্তাং ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ

যজমানস্য পরিধিরস্যগ্নিরিড় ঈড়িতঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! 'বিশ্বাবসুঃ' (সর্ব্বব্যাপী) 'গন্ধর্ব্বঃ' (সর্ব্বগঃ) স ভগবান্ 'বিশ্বস্য অরিষ্ট্যৈ' (সর্ব্বশত্রুণাং, সর্ব্ববিধহিংসাপরিহারায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিদধাতু' (সর্ব্বতঃ সংরক্ষণং করোতু); ত্বমপি 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'অগ্নিঃ ইড়' (অগ্নিবৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রয়যুক্তং ভূত্বা) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিঃ' (সংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি)॥

২। হে মনঃ! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ) 'দক্ষিণ, বাহুঃ' (শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপং) 'অসি' (ভবসি); ত্বমপি 'বিশ্বস্য অরিষ্ট্যৈ' (সর্ব্বশত্রুণাং সর্ব্ববিধহিংসাপরিহারায়) 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'অগ্নিঃ ইড়' (অগ্নিবৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রয়যুক্তং ভূত্বা) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিঃ' (সংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি)॥

৩। হে মনঃ! 'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা' (তব সত্যধর্ম্মপালনফলেন) মিত্রাবরুণৌ' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ, ভগবদ্বিভূতিদ্বয়ৌ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (শ্রেষ্ঠলোকে) 'পরিধত্তাং' (সর্ব্বতোভাবেন স্থাপয়তাং); ত্বমপি 'বিশ্বস্য অরিষ্ট্যৈ' (সর্ব্বশত্রুণাং সর্ব্ববিধহিংসাপরিহারায়) 'ঈড়িতঃ' (স্তবনীয়ঃ) 'অগ্নিঃ ইড়' (অগ্নিবৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রয়যুক্তং ভূত্বা) 'যজমানস্য' (অর্চ্চকস্য) 'পরিধিঃ' (সংরক্ষকং) 'অসি' (ভবসি)। (২অ—৩ক—১০ম)।

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র তিনটী মনঃ-সম্বোধন-মূলক।]

১। হে মন! সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ সেই ভগবান, সর্ব্ববিধ হিংসকগণের হিংসা হইতে তোমাকে রক্ষা করুন। স্তবনীয় অগ্নির ন্যায় (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি-সংশ্রবযুত হইয়া) তুমি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও।

২। হে মন! তুমি ভগবানের দক্ষিণ-বাহুস্বরূপ (শ্রেষ্ঠ অঙ্গ) হও। স্তবনীয় অগ্নির ন্যায় (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি সংশ্রবযুত হইয়া) তুমি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও।

৩। হে মন! তোমার সত্যধর্ম্মপালন-ফলে, জ্ঞানভক্তিরূপ সেই মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় তোমাকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করুন। স্তবনীয় অগ্নির ন্যায় (অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিসংশ্রবযুত হইয়া) তুমি বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার শত্রু হইতে অর্চ্চকের সংরক্ষক হও। (২অ—৩ক—১-৩ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা° ২৷৮৷১) পরিধীন্ পরিদধাতি মধ্যমদক্ষিণোত্তরান্ গন্ধর্ব ইতি প্রতিমন্ত্রমিতি॥ আদৌ পশ্চাৎ। হে পরিধে বিশ্বাবসুনামা গন্ধর্ব্বঃ ত্বাং পরিদধাতু আহবনীয়স্য পশ্চাৎ সর্ব্বতঃ স্থাপয়তু। বিশ্বস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ প্রদেশে বসতীতি বিশ্বাবসুঃ। দ্যুলোকস্থং সোমং রক্ষিতং তৎপার্শ্বে সর্ব্বত্র গন্ধর্ব্বোঽবসদিতি শ্রুত্যন্তরকথা। কিমর্থং স্থাপয়তু। বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ। রিষ হিংসায়াং রেষণং রিষ্টিঃ ন রিষ্টিঃ অরিষ্টিস্তস্যৈ। আহবনীয়স্থানরূপস্য বিশ্বস্য হিংসাপরিহারায়। পরিধ্যভাবেঽসুরাঃ প্রবিশ্য হিংসন্তি। কিং চ ত্বং যজমানস্য পরিধিরসি। ন কেবলমগ্নেঃ পরিধিঃ যজমানমপ্যসুরেভ্যো রক্ষিতুং পশ্চিমদিশি স্থাপিতোঽসি। কিং চ অগ্নিরিড়ঃ ঈড়িতশ্চাসি। আহবনীয়স্য প্রথমো ভ্রাতা ভুবনপতিনামাগ্নিরূপস্ত্বমসি। ঈড্যতে স্তূয়তে ইতীড় স্তুতিযোগ্যঃ। অত এব ঈড়িতঃ স্তুতো স্তোত্রাদিভিঃ। ঈড় স্তুতৌ॥ দক্ষিণং পরিধিং পরিদধাতি ইন্দ্রস্য বাহুরসি। হে দ্বিতীয় পরিধে ত্বমিন্দ্রস্য দক্ষিণো বাহুরসি-রক্ষণসমর্থত্বাদিন্দ্রবাহুত্বোপচারঃ। বিশ্বস্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতং। অত্রাগ্নিশব্দেন ভুবনপতিনামা দ্বিতীয়ো ভ্রাতা॥ তৃতীয়মুত্তরং পরিধিং পরিদধাতি॥ মিত্রাবরুণৌ॥ হে তৃতীয়পরিধে। মিত্রাবরুণৌ বাযাদিত্যৌ ধ্রুবেণ স্থিরেণ ধর্ম্মণা ধারণেন উত্তরস্যাং দিশি ত্বাং পরিধত্তাং পরিতঃ স্থাপয়তাং। বিশ্বস্যেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অত্রাগ্নিঃ ভূতানাং পতিস্তৃতীয়ো ভ্রাতা। (২অ—৩ক—১-৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— :• : ——

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা হইতে ভাব পরিগ্রহণ করা বড়ই কঠিন। কথিত হয়,—বেদীর পশ্চিম, ও দক্ষিণ ও উত্তর তিন দিকে পরিধি নির্দ্দেশ করিয়া, সেই পরিধিত্রয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক এই মন্ত্রত্রয় বিহিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ হয়,—'হে পরিধি, সমস্ত বিঘ্ননিবারণের জন্য বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি যেমন অগ্নির পরিধি, তেমনি যজমানেরও পরিধি। সুতরাং তুমি অগ্নির ন্যায় স্তবনীয়।' ইহাই প্রথম মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ। দ্বিতীয় মন্ত্রে, দক্ষিণদিকের পরিধিকে সম্বোধন করিয়া এবং তৃতীয় মন্ত্রে উত্তরদিকের পরিধিকে লক্ষ্য করিয়া, ঐ এক ভাবেরই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। ভাষ্যকার এখানেও ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি নামক অগ্নির তিন ভাইকে আনয়ন করিয়াছেন।

আমরা মনে করি, মন্ত্র তিনটী গভীর ভাবদ্যোতক। প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনায় সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগ ভগবানকে আহ্বান করিয়া শত্রু-নাশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, —'মন। সেই ভগবান তোমাকে তোমার সকল প্রকার শত্রু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্ব্বোতোভাবে রক্ষা করুন।' কি শত্রু, কেমন প্রকার শত্রু, মন্ত্রের শেষাংশে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মন যখন অজ্ঞানতার আঁধারে আচ্ছন্ন হয়, প্রবল রিপুশত্রু তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের কবল হইতে মন যাহাতে পরিত্রাণ-লাভ করে, প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ পাইলে, সেই আলোকই তখন অর্চ্চনাকারীর সংরক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। চারিপার্শ্বে গতি-পথে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাখিলে শত্রু যেমন সম্মুখীন হইতে পারে না; সেইরূপ, জ্ঞান-পরিধি বিস্তৃত করিতে পারিলে, উপবর্গ আসিয়া কখনও চিত্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রথম মন্ত্রে এই দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবান জ্ঞানালোকরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, সাধকের চিত্ত আপনা আপনিই রক্ষাপ্রাপ্ত হউক। ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ ভাব অধিকতর পরিস্ফুট দেখি। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—'মন, তুমি ভগবানের শ্রেষ্ঠাঙ্গস্বরূপ হও।' তাঁহার শ্রেষ্ঠাঙ্গ কিরূপে হওয়া যায়? তিনি সৎস্বরূপ সত্বভাবময়। হৃদয়ে সত্বভাবের বিকাশই, তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থিতি। পরম শুদ্ধসত্বভাবের অধিকারী হইলেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হইতে পারা যায়। তাহা হইলেই, সে ভাব আসিলেই—বিশ্বের সকল শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রে আরও স্পষ্ট করিয়া ঐ কথাই বলা হইয়াছে। কি করিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়? উত্তর—'ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা।' অর্থাৎ,—সত্য-ধর্ম্ম-পালন দ্বারা জ্ঞান ভক্তিরূপ

লক্ষ্যে ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ মিত্রাবরুণ, অর্চ্চনাকারীকে শ্রেষ্ঠলোকে স্থাপন করেন। তাহাতে সকল প্রকার শত্রুর হিংসা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সত্যধর্ম্ম পালন করিতে পারিলে, হৃদয় জ্ঞানভক্তিতে পরিপূর্ণ হইলে, আপনিই শ্রেষ্ঠ লোক-প্রাপ্তি ঘটে। শত্রুর আগমনের পথে আপনা-আপনিই বাধা উপস্থিত হয়। ভগবান্ সাধককে রক্ষা করেন। (২অ—৩ক—১৩ম)।

— * —

চতুর্থ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্থ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি।

অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে।

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ত্রিকালজ্ঞ) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব), 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি, হৃদ্দেশে) 'বীতিহোত্রং' (অভিলাষপরিপূরণার্থং) 'সমিধীমহি' (সম্যক্ দীপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! ত্বং অস্মাকং হৃদয়ে প্রদীপ্তো ভব ইতি ভাবঃ॥ (২অ—৪ক—১ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! মহান্ এবং দীপ্তিমান্ আপনাকে আমার ইষ্টলাভের জন্য, এবং হিংসারহিত যজ্ঞে (আমার সৎকর্ম্ম-নিবহে—আমার হৃৎপ্রদেশে) প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। (অ—৪ক—১ম)।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের ঊনবিংশ অনুবাকের অন্তর্ভুক্ত। উহা ঐ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের তৃতীয় ঋক্। উহার প্রচলিত অর্থ,—'হে অগ্নি! তুমি জ্ঞানসম্পন্ন, হব্যভোজী, দীপ্তিমান ও মহৎ; আমরা যজ্ঞস্থলে তোমাকে প্রজ্বলিত করি।'

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৮।২) প্রথমং পরিধিং সমিধোপসমুঞ্চ্য' বীতিহোত্রমিত্যাদশাভীতিঃ। উষ্ণিক্ অগ্নিদেবতা গায়ত্রীস্তম্বস্থা। হে কবে! ক্রান্তদর্শিন্ হে অগ্নে অধ্বরে যাগে সমিন্ধে ত্বাং বয়ং সমিধীমহি অনেনেধ্মকাষ্ঠেন দীপয়ামঃ। অতীতানাগতদূরবর্ত্তিপদার্থানাং যস্য যুগপজ্জ্ঞানং স কবিঃ। কিম্ভূতং ত্বাং। বীতিহোত্রং। ইণ্ গতৌ। ইতির্গতিঃ ব্যাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্রপশুধনাদিভিঃ সমৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। বীতয়ে সমৃদ্ধ্যৈ, হোত্রং হোমো যস্য স বীতিহোত্রস্তং যত্র হোমে কৃতে সমৃদ্ধিপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা বীতিরভিলাষো হোত্রে দেবতৃকর্ম্মাণি যস্য তং। তথা দ্যুমন্তং দ্যৌঃ কান্তিরস্যাস্তীতি দ্যুমান্ তং অতএব দ্যুত্যুপেতং। তথা বৃহন্তং মহান্তং। ৪। (২অ ৪ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

———:*:———

এটী সমিধ-স্থাপনের মন্ত্র। ভাষ্যাভাসে প্রতীত হইবে, এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক প্রথম পরিধির (হোমকুণ্ড-বিভাগের) উপর প্রজ্বলিত সমিধ স্থাপন করিতে হয়। সে মতে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি এই যজ্ঞে তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি। তুমি কবি, তুমি বীতিহোত্র, তুমি দীপ্তিমান, তুমি মহান ইত্যাদি।

বহির্যজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ—যজ্ঞ দুই প্রকার। এক যজ্ঞে, সাক্ষাৎ জলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করা হয়; অন্য যজ্ঞে, এই চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য লোকলোচনের বহির্ভূত অন্তর্দৃষ্টির অন্তর্গত ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত, দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের সম্বোধন—স্থূল-বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত; পরিদৃশ্যমান স্থূলপদার্থসমূহই তাহাতে আহুতি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার যজ্ঞের সম্বোধ্য সেই লোকাতীত সূক্ষ্মতত্ত্ব; সুতরাং তাহার আহবনীয় সামগ্রীও সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সামগ্রী। মন্ত্রটী দুই যজ্ঞেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। উহার অভ্যন্তরে এমনই সার্ব্বজনীন অর্থ নিহিত হইয়াছে। 'হে অগ্নি, তোমাকে প্রজ্বলিত করিতেছি,—প্রজ্বলিত সমিধ-হস্তে এরূপভাবের উক্তিও এই মন্ত্রার্থে প্রকাশ পাইতে পারে; আবার, 'আমার এই অন্তর্যজ্ঞে, আমার এই সৎকর্ম্মনিবহের মধ্যে, আমার এই হৃৎপ্রদেশে, আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতেছি, মন্ত্রে এ ভাবও ব্যক্ত হইতে পারে। মন্ত্রের পদ-সমষ্টি এমন ভাবেই সম্বন্ধ যে, সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইবার উপযোগী হইয়া আছে। অতএব 'জলন্ত সমিধ্ দ্বারা তোমাকে জ্বালাইতেছি' মন্ত্রার্থ এরূপ না হইয়া, 'আমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির কামনায় আমার সর্ব্বকর্ম্মে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি' এরূপ হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রার্থনা এই যে, 'হে ভগবন্! আপনি আমার সৎকর্ম্মে জ্ঞানরূপে চিরদীপ্যমান্ হউন, (২অ—৪ক-১ম)।

——•——

পঞ্চম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। পঞ্চম কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সমিদসি। (২) সূর্য্যস্ত্বাপুরস্তাৎপাতু কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যৈ।

(৩) সবিতুর্ব্বাহূ স্থঃ। (৪) ঊর্ণম্রদসং ত্বা স্তৃণামি স্বাসস্থং দেবেভ্যঃ।

(৫) আ ত্বা বসবো রুদ্রা আদিত্যাঃ সদন্তু॥ ৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! ত্বং 'সমিদ্' (হবনীয়ঃ কাষ্ঠঃ, জ্ঞানাগ্নিদীপকঃ) 'অসি' (ভবসি)।

২। হে মনঃ! 'কস্যাশ্চিৎ' (সর্ব্বস্যাঃ, দেববিভূত্যাঃ) 'অভিশস্ত্যৈ' (সম্যক্ স্তুত্যর্থং, অর্চ্চনার্থং ত্বয়ি প্রতিষ্ঠার্থং) 'সূর্য্যঃ' (পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপো দেবঃ, জ্ঞানং) 'পুরস্তাৎ' (অগ্রতঃ, সর্ব্বতঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পাতু' (পালয়তু)।

৩। হে মনঃসম্বন্ধিনৌ কর্ম্মভক্তিযোগৌ! যুবাং 'সবিতুঃ' (জ্ঞানস্য, প্রেরকস্য) 'বাহূ' (হস্তদ্বয়স্বরূপৌ) 'স্থঃ' (ভবথঃ)।

৪। হে মনঃ! ত্বং 'ঊর্ণম্রদসং' (স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুতং) ভব; 'দেবেভ্যঃ' (সর্ব্বদেবতাভ্যঃ) 'স্বাসস্থং' (সুখবাসস্বরূপং কর্ত্তুং 'ত্বাং' (ত্বাং) 'স্তৃণামি' (আস্তীর্ণং করোমি)। হে মনঃ! ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতং দেবসংযোগাঙ্গং করোমীতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বসবঃ' (নিবাসভূতাঃ দেবাঃ) 'রুদ্রাঃ' (শাসকাঃ, ঘোররূপাঃ দেবতাঃ) 'আদিত্যাঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপাঃ জ্ঞানদাতারঃ দেবাশ্চ) 'আসদন্তু' (প্রসাদয়ন্তু)। হে মনঃ! তে নিবাসভূতশাসকজ্যোতিঃস্বরূপা দেবাঃ পর্য্যায়ক্রমেণ ত্বাং ভগবন্তং প্রাপয়ন্তু ইতি ভাবার্থঃ। (২অ—৫ক—১৫ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটী সাধারণভাবে মনঃ-সম্বোধন-সূচক; কেবল তৃতীয় মন্ত্রটীর সম্বোধ্য মনঃসম্বন্ধযুত কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ।]

১। হে মন! তুমি সমিধ্ অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নির দীপক হও।

২। হে মন! সকল দেববিভূতির সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনার জন্য

(প্রতিষ্ঠার জন্য) সেই পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানময়) সূর্য্যদেব, সর্ব্বতো-ভাবে তোমাকে পালন করুন।

৩। হে মনঃসম্বন্ধী কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ! তোমরা সেই সদ্‌জ্ঞান-প্রেরক সবিতৃ-দেবতার বাহুদ্বয়স্বরূপ হও।

৪। হে মন! তুমি স্নিগ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত হও। সর্ব্বদেবভাবের আবাস-স্থান করিবার জন্য তোমাকে আস্তীর্ণ করিতেছি।

৫। হে মন! আশ্রয়স্থানভূত দেবগণ, পালক স্থানীয় ঘোররূপ দেবগণ এবং জ্যোতিঃস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) দেবগণ তোমাকে প্রসারিত করুন। (২অ—৫ক—১-৫ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর কৃতং)।

(কা০ ২।৮।৩) অস্বর্পস্পৃশ্য দ্বিতীয়াং সমিধমাদধাতি। হে ইধ্মকাষ্ঠ ত্বং সমিদসি অগ্নেঃ সন্দীপনমসি। (কা০ ২।৮।৪) সূর্য্যাস্ত্বেতি জপত্যাহবনীয়মীক্ষমাণ ইতি। হে আহবনীয় সূর্য্যঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি কস্যাশ্চিদভিশস্ত্যৈ সকাশাৎ অভিশস্তির্হিংসায়াঃ সকাশাত্ত্বা ত্বাং পাতু রক্ষতু। চতুর্থী পঞ্চম্যর্থে। যা কাচিদ্ধিংসা প্রসক্তা তাং সর্ব্বাং পরিহরত্বিত্যর্থঃ। উত্তরদিক্‌ত্রয়ে পরিধিত্রয়ং রক্ষকং পূর্ব্বস্যাং তদভাবাৎ সূর্য্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ (১।৩।৪।৮)। গুপ্তৈ বা অভিতঃ পরিধয়ো ভবন্ত্যথৈতং সূর্য্যমেব পুরস্তাদ্গোপ্তারং করোতীতি। (কা০ ২।৮।৫) বর্হিষস্তৃণে তিরশ্চী নিদধাতি সবিতুরিতীতি। তৃণদ্বয়ং প্রস্তর-স্থাপনার্থং তির্য্যক্‌ নিদধ্যাৎ। হে তৃণে যুবাং যুক্তে সবিতুর্দেবস্য বাহূ স্থঃ। প্রস্তরধারণেন সূর্য্যস্য বাহূ ইব ভবথঃ। (কা০ ২।৮।১০) তয়োঃ প্রস্তরং স্তৃণাত্যূর্ণম্রদসমিতীতি ঊর্ণমিব মৃদুং দেবেভ্যো দেবানাং স্বাসস্থং সুখেনাসনেন স্থীয়তে যত্র তাদৃশং ত্বাং স্তৃণামি। (কা০ ২।৮।১১) অভিনিদধাত্যাভ্যা বসব ইতীতি। প্রস্তরং প্রতি পাণী নিদধাতি। বসবো রুদ্রা আদিত্যাঃ সবসত্রয়াভিমানিনস্ত্রয়ো দেবাঃ ত্বামাসদস্ত আসাদয়ন্তু সর্ব্বতঃ প্রসারয়ন্তু। ৫।

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

———:*:———

ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকার মন্ত্রকয়েকটীর যে অর্থ হয়, প্রথমে তাহার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। পরে আমাদের বক্তব্য বলা যাইবে।

প্রজ্বলিত প্রথম সমিৎ অর্পণ করিবার পর, আর বেদী স্পর্শ না করিয়া সেই সমিধকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'হে ইধ্ম কাষ্ঠ! তুমি সমিৎ হও অগ্নিকে দীপ্তিমান্‌ কর' অতঃপর আহবনীয়ের প্রতি লক্ষ্য

করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ,—'হে আহবনীয়! পুরোডাশের সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন।' তৃতীয় মন্ত্রে দুইটী কুশ তীর্য্যগ্ভাবে রাখিতে হইবে। উহার উপর প্রস্তর স্থাপন উদ্দেশ্য থাকিবে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইবে,—'হে তৃণদ্বয়! তোমরা সবিতৃদেবের বাহু হও।' অর্থাৎ, প্রস্তর-ধারণের জন্য তোমরাই সূর্য্যের বাহুস্বরূপ। চতুর্থ মন্ত্রে সেই কুশদ্বয়ের উপর প্রস্তর-সমনে দর্ভমুষ্টি স্থাপন-পূর্ব্বক বলা হইবে,—'হে প্রস্তর! দেবগণের উপবেশনের জন্য তোমাকে বিস্তৃত করিলাম। তুমি ঊর্ণাসনের ন্যায় কোমল হও।' পরিশেষে সেই আস্তরণে করস্পর্শ-পূর্ব্বক পঞ্চম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। উহার প্রচলিত অর্থ,—'বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ (সবনত্রয়াভিমানী দেবতাত্রয়) তোমাতে আসিয়া উপবেশন করুন।'

এখন আধ্যাত্মিক পক্ষে মন্ত্র কয়েকটীর কি অর্থ হয়, দেখা যাউক। আমরা বলি, মন্ত্রকয়টী মনঃসংশোধন-সূচক। মনই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারে। মন যদি সমিধ হয়, জ্ঞানাগ্নি অবশ্যই জ্বলিয়া উঠিবে। সমিধ যেমন অগ্নি সংযোগে আপনি প্রজ্বলিত হইয়া আপনাতেই আপনি আলোকিত হয়, মনও সেইরূপ জ্ঞানরশ্মি-সংযোগে আপনাকেই আপনি প্রজ্বলিত করিয়া উজ্জ্বলতা লাভ করে। এ পক্ষে মনের সহিত সমিধের সাদৃশ্য অতি সুসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। তদনুসারে দ্বিতীয় মন্ত্রটী যথাপ্রযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। মন সহসা জ্ঞান-পথের পথিক হইতে চাহে না। নানা প্রলোভন ও বিভীষিকা তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। সে ক্ষেত্রে জ্ঞানাধার ভগবানের করুণা-প্রার্থনাই স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানাধার সেই দেবতা; হৃদয়ে সকল দেব-বিভূতির বিকাশ-পক্ষে সহায় হউন, মনকে দেবভাবে উদ্বুদ্ধ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। দেবতার করুণা ভিন্ন যে দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই তত্ত্ব এখানে উদ্ঘাটিত। তৃতীয় মন্ত্র—ভগবদনুগ্রহ-প্রাপ্তির পন্থা প্রদর্শন করিতেছে। মন্ত্র ইঙ্গিতে বলিতেছে,—'সে অনুগ্রহ প্রাপ্তিরও অনেকটা তোমার নিজেরই কর্ম্মসাপেক্ষ। তোমার কর্ম্ম ও ভক্তি তোমার জ্ঞানার্জ্জনের সহায় হইতে পারে। তোমার কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ সেই জ্ঞান-দেবতার হস্তস্বরূপ হউক দেখি! তাহা যদি হইতে পারে, অবশ্যই তুমি জ্ঞানাধারের করুণা প্রাপ্ত হইবে।' চতুর্থ মন্ত্রে মনকে শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। প্রস্তর-স্থাপনের প্রসঙ্গ মনকেই লক্ষ্য করে। অসৎ-কর্ম্ম দ্বারা মন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। কিন্তু তাহাকে সৎ-কার্য্যে নিয়োজিত, সদ্ভাবে ভাবান্বিত করিতে পারিলে, সেই আবার কোমলতা প্রাপ্ত হয়। প্রস্তর-আসন হইয়াও ঊর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় কোমলাসন হইতে পারিবে, এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের আধার-স্বরূপ হইলে, এই মনই দেবগণের অভ্যর্থনার জন্য আসন-স্বরূপ বিস্তৃত হইতে পারে। তখন সর্ব্বদেবগণ, সর্ব্বদেবতাব সমূহ আপনিই আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইবেন। তখন তাঁহারাই আশ্রয়স্থানভূত হইবেন, তখন তাঁহারাই শাসকস্থানীয় হইয়া তোমার সকল বৃত্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন, তখন তাঁহারাই আসিয়া হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন। 'বসবো রুদ্রা আদিত্যাঃ'—এই যে তিনকালাভিমানী তিন দেবতার অধিষ্ঠান-কল্পনা,

তাহার মর্ম্ম এই যে, সকল কালে তিনিই আশ্রয় দিবেন, তিনিই শাসনদণ্ড পরিচালনায় কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন, তিনিই জ্ঞানরূপে উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয় আলোকিত করিবেন। শেষ মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। (২অ- ৫ক — ১০মং)।

ষষ্ঠ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ষষ্ঠ কণ্ডিকা। ষণ্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) ঘৃতাচ্যসি জুহূর্নাম্না সেদং প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ।

(২) ঘৃতাচ্যস্যুপভৃন্নাম্নাসীদ। (৩) ঘৃতাচ্যসি ধ্রুবা নাম্নাসীদ।

(৪) প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়ং সদ আসীদ।

(৫) ধ্রুবা অসদন্নৃতস্য যোনৌ তা বিষ্ণো পাহি।

পাহি যজ্ঞং। পাহি যজ্ঞপতিং। ( ) পাহি মাং যজ্ঞন্যং। ৬।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেবি! ত্বং 'ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণা, সত্ত্বভাবান্বিতা) 'অসি' (ভবসি); 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'জুহূ' (হবনপাত্রস্বরূপা ভব) 'সা' (এবং ভূতা ত্বং) 'প্রিয়েণ' (প্রেমবন্ধনা) 'ধাম্না' (আধারেণ, সত্ত্বভাবাদিনা সহেতি শেষঃ) 'ইদং' (মম হৃদয়রূপং) 'সদঃ' (আসনং) 'আসীদ' (অধিতিষ্ঠ)। হে দেবি! ত্বং সত্ত্বাবলম্বিতা সতী মম হৃদয়াসনং অধিকুরু ইতি ভাবঃ।—

২। হে দেবি! ত্বং 'ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণা সত্ত্বভাবান্বিতা) 'অসি' (ভবসি); 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'উপভৃৎ' (দেবসমীপে হবির্দ্ধারণকর্ত্রী, সত্ত্বভাবপোষকা সতী) 'আসীদ' (মম হৃদয়মধিতিষ্ঠ)।

৩। হে দেবি! ত্বং ঘৃতাচী' (হবিঃপূর্ণা, সত্ত্বভাবান্বিতা) 'অসি' (ভবসি); 'নাম্না' (অভিধেয়েন) 'ধ্রুবা' (স্থৈর্য্যশালিনী, নিত্যস্বরূপা সতী) 'আসীদ' (মম হৃদয়মধিতিষ্ঠ)।

৪। হে দেবি! ত্বং ইত্থং 'প্রিয়েণ' (প্রেমবন্ধনা) 'ধাম্না' (আধারেণ, সত্ত্বভাবাদিনা সহেতি শেষঃ) 'ইদং' (মম হৃদয়রূপং) 'সদঃ' (আসনং) 'আসীদ' (অধিতিষ্ঠ)।

৫। 'বিষ্ণো' (হে বিশ্বব্যাপক) 'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'যোনৌ' (উৎপত্তিস্থানস্বরূপে, মম হৃদয়ে) 'ধ্রুবাঃ' (নিত্যস্বরূপাঃ যে সত্ত্বভাবাদয়ঃ) 'অসদন্' (সন্তি) 'তা' (তান্) 'পাহি' (রক্ষ); 'যজ্ঞং' (সৎক্রিয়াং, সত্ত্বাদীনাং কার্য্যং) 'পাহি' (রক্ষ); 'যজ্ঞপতিং' (যজ্ঞপালকং সন্তানং) 'পাহি' (রক্ষ)।

৬। হে দেব! 'মাং যজ্ঞন্যং' (অর্চ্চনাকারকং মাং) 'পাহি' (প্রতিপালয়, সংসারপারাবারাৎ পরিত্রাহি ইত্যর্থঃ)। (২অ ৬ক—১-৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকায় প্রথম চারিটী মন্ত্র ধীকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত এবং শেষোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে বিষ্ণুদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে]

১। হে ধি! তুমি সত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক; নামে তুমি জুহূ হও (অর্থাৎ তোমার নাম জুহূ হউক); এইরূপ হইয়া তুমি, প্রিয়বস্তুর আধার সত্ত্বভাবের সহিত আমার হৃদয়রূপ আসনে অধিষ্ঠিত হও।

২। হে ধি! তুমি সত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক; নামে তুমি উপভৃৎ (সত্ত্বভাবপোষিকা) হইয়া, আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও।

৩। হে ধি! তুমি সত্ত্বভাবান্বিতা হইয়া থাক; নামে তুমি ধ্রুবা (নিত্যস্বরূপা) হইয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হও।

৪। হে ধি! তুমি, এইরূপে প্রিয়বস্তুর আধারস্বরূপ সত্ত্বভাবাদির সহিত আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও।

৫। হে বিষ্ণু (বিশ্বব্যাপক)! সত্যের উৎপত্তিস্থান আমার হৃদয়ে নিত্যস্বরূপ যে সত্ত্বভাবাদি বিদ্যমান আছে, সেই সকলকে আপনি রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞকে (সত্ত্বাদির কার্য্যকে) রক্ষা করুন; আমার যজ্ঞ-পালক সন্তানকে রক্ষা করুন।

৬। হে দেব! অর্চ্চনাকারী আমাকে (এই সংসার পারাবার হইতে) পরিত্রাণ করুন। (২অ—৬ক—১-৬ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ২।৮।১২।১৩) সব্যাসুক্তে জুহূং প্রতিগৃহ্য নিদধাতি ঘৃতাচীত্যোর্বমন্তরে উত্তরাভ্যাং প্রতি মন্ত্রমিতি। হে জুহু ত্বং ঘৃতাচী অসি। ঘৃতমঞ্চতি প্রাপ্নোতীতি ঘৃতাচী ঘৃতপূর্ণা ভবসি নাম্না চ জুহূঃ। হূয়তেঽনয়েতি জুহূঃ। কিপি হ্যাদীনাং দ্বিত্বং জুহোতে-

দীর্ঘশ্চেতি (পা০ সূ০ ৮।২।৭৮ বা০ ২৩) বিসর্গ দীর্ঘশ্চ। সা ত্বং প্রিয়েণ ধাম্না দেব-বল্লভেনাজ্যেন সহ ইদং প্রিয়ং সদঃ প্রস্তরলক্ষণমাসীদ অধিতিষ্ঠ। এতদ্বৈ দেবানাং প্রিয়তমং ধাম যদাজ্যমিতি শ্রুতেঃ (১৷৩৷২৷১৭) প্রিয়ধামশব্দেনাজ্যং। উপভৃতং সাদয়তি। উপ। সমীপে স্থিত্বা বিভর্ত্তি আজ্যং ধারয়তীত্যুপভৃৎ। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। ধ্রুবাং সাদয়তি। ধ্রুব স্থৈর্য্যে। যথা হোমার্থং জুহূপভৃতোশ্চলনং ধ্রুবস্যাশ্চলনাভাবেন স্থিরত্বান্নাম্না ধ্রুবা। অন্যদ্ব্যাখ্যাতং। (কা০ ২৷৮৷১৯) প্রিয়েণ ধাম্নেতি হবীংষি বেদ্যাং করোতি। হে হবিঃ! প্রিয়েণ ধাম্নাজ্যেন সহ প্রিয়ং সদ আসীদেত্যেকং হবিঃশেষোপা বচনং। (কা০ ২৷৮৷১৯) ধ্রুবা অসদন্নিতি সর্ব্বাঞ্জলিকৃত ঋতি ঋতস্য সত্যস্যাবিফলোপেতত্বেন সত্যস্য যজ্ঞস্য যোনৌ স্থানে ধ্রুবাণি স্থিরাণি হবীংষি অসদন্ স্থিতানি। হে বিষ্ণো ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ তা তানি হবীংষি পাহি রক্ষ যজ্ঞং চ পাহি যজ্ঞপতিং চ পাহি। (কা০ ২৷৮৷২০) পাহি মামিত্যাত্মানমিতি। যজ্ঞং নয়তীতি যজ্ঞনীঃ তং যজ্ঞন্যমধ্বর্য্যুং মাং পাহি। (২অ—৬ক ১৬ম)।

• • •

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

—— ০ ——

এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র কয়টির ভাষ্যকার যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অগ্রে তাহার আভাষ দিতেছি। তাঁহার মতে প্রথম মন্ত্রটী জুহুর (স্রুকের) উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। তদনুসারে অর্থ হয় এই,—'তোমার নাম জুহু তুমি ঘৃতপূর্ণ হইয়া থাক। সেই দেব-বল্লভ আজ্যের সহিত এই প্রস্তরলক্ষণ প্রিয় আসনে উপবেশন কর।' 'প্রিয়েণ ধাম্না' পদের অর্থপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার বেদের প্রমাণ তুলিয়া বলিয়াছেন—প্রিয়ধাম শব্দে আজ্যকেই বুঝাইয়া থাকে।' দ্বিতীয় মন্ত্রটীর দ্বারা উপভৃৎকে স্থাপন করিবে। 'উপভৃৎ' শব্দের অর্থ—যাহা সমীপে থাকিয়া আজ্যকে ধারণ করে। তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা "ধ্রুবা' নামক অন্য একটী পদার্থকে স্থাপন করিবে। 'ধ্রুবা' শব্দের অর্থ-বিষয়ে তাঁহার মত—যাহা স্থিরতাবিশিষ্ট। অর্থাৎ—হোমের জন্য যেমন জুহু ও উপভৃতের চলন (চাঞ্চল্য) আছে, ইহার তাহা নাই। স্থির বলিয়া ইহার নাম 'ধ্রুবা'। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ প্রথম মন্ত্রের ন্যায়। অর্থাৎ, 'তোমার নাম উপভৃৎ বা ধ্রুবা, তুমি ঘৃতপূর্ণ হইয়া থাক, তুমি উপবেশন কর।' 'প্রিয়েণ ধাম্না' এই চতুর্থ মন্ত্রটীর দ্বারা হবিকে বেদীতে নিক্ষেপ করিবে। ইহার অর্থ, 'হে হবিঃ! তুমি প্রিয়ধাম অর্থাৎ আজ্যের সহিত এই প্রিয় আসনে উপবেশন কর।' 'ধ্রুবা অসদন' এই পঞ্চম মন্ত্রের দ্বারা জুহু আদি সকল পাত্রস্থিত সমাক হবিকেই উদ্দেশ্য করিয়া প্রার্থনা করিবে। ইহার অর্থ,—'ঋত' অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ফলবিশিষ্ট বলিয়া সত্য যে যজ্ঞ, তাহার স্থানে যে সমস্ত হবিঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে; হে ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু! আপনি তৎসমুদয় হবিকে রক্ষা করুন; যজ্ঞকে রক্ষা করুন এবং যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন।' 'পাহি মাং' ইত্যাদি ষষ্ঠ মন্ত্রটী নিজের সম্বন্ধে প্রযুক্ত। ইহার অর্থ, '(হে দেব!) যজ্ঞনী অধ্বর্য্যু আমাকে রক্ষা করুন।' ভাষ্যভাবে মন্ত্রগুলির এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যায়।

আমরা বলি, প্রথম হইতে চতুর্থ মন্ত্রে ধীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে বলা হইতেছে; 'হে ধি! তোমার দ্বারাই দেবোদ্দেশে হবনীয় বস্তু আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব তুমিই প্রকৃত হবনপাত্রস্বরূপা। তুমি সর্ব্বদাই শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত হইয়া থাক। পুনরায় আবার শুদ্ধসত্ত্বাদি গুণ-সমূহের সহিত আসিয়া আমার হৃদয়-আসনে উপবেশন কর।' দ্বিতীয় মন্ত্রে ধীর আর একটী নামগুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাকে 'উপভৃৎ ও' বলা হইয়াছে। 'উপ' শব্দের অর্থ 'সমীপে' এবং 'ভৃ' ধাতুর অর্থ 'ধারণ ও পোষণ মূলক।' এখন বিবেচনা করিতে হইবে—এস্থলে ধী কাহার সমীপে কোন্ বস্তু ধারণ বা পোষণ করিবে? ইহাতে প্রতীত হয় যে, ধীই দেবসমীপে হবনীয় ধারণকর্ত্রী বা হৃদয়ে সদ্ভাব দেববিভূতি আদির পোষিকা। ধীর ন্যায় দেবতার নিকট হবনীয়ধারণকর্ত্রী বা হৃদয়ে সদ্ভাব পোষিকা আর কে আছে?

এক্ষণে তৃতীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইহাও ধীর অন্যতম নামগুণের পরিচায়ক মাত্র। এ মন্ত্রে ধীকে 'ধ্রুবা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সত্ত্বভাবান্বিতা ধী হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, সাধকের ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থাসকল করায়ত্ত হইয়া থাকে; তাহার পতনাশঙ্কা একেবারেই তিরোহিত হয়। উক্ত ধী একবার হৃদয়ে আসন না লাভ করিলে, আর বিচঞ্চল হয় না। তখন 'ধ্রুবা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাই ধীর তৃতীয় অবস্থা। 'জুহূ' 'উপভৃৎ' এবং 'ধ্রুবা' – ধীর এই তিন নামে বা অবস্থায়, সাধনার তিনটী স্তর পর্য্যায় প্রকাশ করিতেছে। 'ধী' যখন সদ্ভাবসমন্বিতা হইতে পারে, তখনও তাহাকে 'জুহূ' নামে অভিহিত করা যায়। তার পর, সেই সদ্ভাব যখন সে পোষণ করে, তখন তাহার নাম 'উপভৃৎ' অর্থাৎ সদ্ভাব-পোষিকা। তাহার উৎকর্ষের তৃতীয় অবস্থা 'ধ্রুবা'। তখন তাহার সদ্ভাব অটল অচঞ্চল ভাবে স্থিতিলাভ করে। চতুর্থ মন্ত্রে ঐ তিনের সমন্বয় সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ, ঐ ত্রিগুণযুক্ত ধীকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়,—সাধক ঐ ত্রিভাবান্বিত ধীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া, এই চতুর্থ মন্ত্রে যেন পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রত্রয়ের উপসংহার করিতেছেন। বলিতেছেন—'হে ধী! তুমি এইরূপে তোমার প্রিয় নিত্যসহচর শুদ্ধসত্ত্বাদির সহিত আমার হৃদয়রূপ আসনে অধিষ্ঠিত হও। এই আসন তোমার সখার ন্যায় প্রিয় হউক।' উপসংহারে সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা। কি জানি, মায়ার প্রভাবে সুমতি যদি প্রচ্ছন্ন হয়, তাহার অবার্থ কুহকে সুমতির প্রিয়সহচর শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাব-সমূহ যদি বিলুপ্ত হইতে বসে; তাই সাধক পঞ্চম মন্ত্রে কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতেছেন ও প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে বিষ্ণু! আপনি যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন! আপনি যে যজ্ঞপুরুষ! আপনি যে সত্ত্বের উৎপত্তি-স্থানস্বরূপ! আমার হৃদ্দেশে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষা করুন; সত্ত্বভাবাদির যজ্ঞরূপ আমার কার্য্যকে রক্ষা করুন; সত্ত্বভাবাদির কার্য্যপোষক যজ্ঞপতিরূপী সদ্ভাবকে রক্ষা করুন। হে দেব! আপনার অবার্থ রক্ষা প্রভাবে আমার চিরায়াস-লব্ধ সদ্ভাব যেন সহচরবর্গের সহিত সুরক্ষিত হইয়া থাকে।' পরিশেষে কণ্ডিকার শেষ মন্ত্রে সাধক ভগবানের নিকট আত্ম-

সমৃদ্ধির চরম প্রার্থনা জানাইতেছেন। এ মন্ত্রে সাধক, সাধনার চরমসীমা ভগবানে আত্ম-সমর্পণরূপ নববিধ ভক্তির চরমভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধক এখানে শ্রীভগবানে নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিজের চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন; বলিতেছেন—'হে ভগবন্! সর্ব্বতঃ আমাকে পরিত্রাণ করুন।' (২অ—৬ক—১-৬ম)।

সপ্তম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। সপ্তম কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নে বাজজিদ্বাজং ত্বা সরিষ্যন্তং বাজজিতং সম্মার্জ্মি।

(২) নমো দেবেভ্যঃ। (৩) স্বধা পিতৃভ্যঃ।

(৪) সুযমে মে ভূয়াস্তং। ১।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বাজজিৎ' (সত্ত্বভাববিশিষ্ট) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ) 'বাজং' (সত্ত্বং ভাবং) 'সরিষ্যন্তং' (গমিষ্যন্তং, শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পাদনোপযুক্তং) 'বাজজিতং' (সত্ত্বভাবপ্রতিবন্ধকনাশকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সম্মার্জ্মি' (সংশোধয়ামি, হৃদি সম্যক্ দীপয়ামি)।

২। 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবেভ্যঃ) 'নমঃ' (নমস্করোমি, তে মাং প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ)।

৩। 'পিতৃভ্যঃ' (পিতৃগণেভ্যঃ, পিতৃগণান্ উদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ) 'স্বধা' (স্বধা ব্রবীমি; তান্ আহ্বয়ামি; তেঽপি মাং প্রাপ্নুবন্তু ইতি ভাবঃ)।

৪। হে দেবপিতৃদেব! যুবাং 'মে' (মদর্থং) 'সুযমে' (সুষ্ঠু সংযতে) 'ভূয়াস্তং' (ভবতং) (২অ—৭ক—১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সত্ত্বভাববিশিষ্ট হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! সত্ত্বভাব-সম্পাদনের উপযুক্ত সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধকতানাশক আপনাকে আমি আমার হৃদ্দেশে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতেছি।

২। দেবভাব-সমূহকে নমস্কার করিতেছি (তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হউক)।

৩। পিতৃগণ-সমূহকে উদ্দেশ করিয়া 'স্বধা' উচ্চারণ করিতেছি। তদ্‌-গুণাবলীকে আহ্বান করিতেছি (সেই গুণসমূহ আমাতে সঞ্চারিত হউক)।

৪। হে দেবভাব ও পিতৃগণ, তোমরা উভয়ে আমার জন্য সুন্দররূপে সংযত হও। (২অ—৭ক—১০ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।১।১৩) ইধ্মসন্নহনৈরগ্নেঃ পরিধীন্ সম্মার্ষ্টি অগ্নে বাজজিদিতি ত্রিস্ত্রিঃ পরিক্রামমিতি। বাজমন্নং জয়তীতি বাজজিৎ তৎসম্বুদ্ধৌ হে বাজজিৎ হে অগ্নে ত্বামহং সম্মার্জ্মি শোধয়ামি। কিম্ভূতং ত্বাং। বাজং সরিষ্যন্তমন্নমুদ্দিশ্য গমিষ্যন্তমন্নসম্পাদনোপযুক্তং। তথা বাজজিতমন্নমুদ্দিশ্য জয়োপেতমন্নপ্রতিবন্ধনিবারকমিত্যর্থঃ। (কা০ ৩।১।১৫) অপরমাহবনীয়াদঞ্জলিং করোতি নমো দেবেভ্য ইতীতি। যে দেবা অনুষ্ঠানমনুগৃহ্নন্তি তেভ্যো নমস্করোতি। (কা০ ৩।১।১৫) স্বধা পিতৃভ্যঃ ইতি দক্ষিণত উত্তানমিতি। প্রাঙ্মুখেনাদৌ দেবানত্যর্থমঞ্জলিঃ কৃতঃ ইদানীং পিতৃনত্যর্থং দক্ষিণামুখ উত্তানমঞ্জলিং কুর্য্যাৎ। যে পিতরঃ পালকাঃ সন্তি তেভ্যঃ স্বধাহস্তু। স্বধাশব্দো নিপাতঃ পিতৃনুদ্দিশ্য দেয়দ্রব্যস্য দানে বর্ত্ততে। অতো যদ্দেয়ং তদ্দাস্যাম ইত্যর্থঃ। অনেন মন্ত্রদ্বয়েন দেবাঃ পিতরশ্চোপচর্য্যন্তে। (কা০ ৩।১।১৬) সুযমে য ইতি জুহূপভৃতা বাদয়েতি। হে জুহূপভৃতৌ মে মদর্থং সুযমে সুষ্ঠু নিয়তে যুবাং ভূয়াস্তং ভবতং। যথা যুবয়োঃ স্থিতমাজ্যং ন স্কন্দতি তথা ধারয়তমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার বলেন,—কণ্ডিকোক্ত 'অগ্নে বাজজিৎ' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা ইধ্মসংনহনের দ্বারা পরিধিকে সংশোধিত করিবে। তন্মতে মন্ত্রার্থ এই দাঁড়ায় যে,—'হে বাজজিৎ অগ্নি তোমাকে আমি সম্মার্জ্জিত করিতেছি। তুমি কিরূপ? না—অন্ন উদ্দেশ করিয়া গমনশীল অর্থাৎ অন্নসম্পাদনের উপযুক্ত এবং অন্ন উদ্দেশ করিয়া জয়যুক্ত অর্থাৎ অন্নের প্রতিবন্ধনিবারক।' 'নমো দেবেভ্যঃ' এই দ্বিতীয় মন্ত্রটী দ্বারা আহবনীয় হইতে অন্য অঞ্জলি করিবে। ইহার অর্থ,—'যে দেবগণ অনুষ্ঠানকে অনুগ্রহ করেন, সেই দেবতাদিগকে নমস্কার।' 'স্বধা পিতৃভ্যঃ' এই তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণদিকে উত্তান-হস্ত হইবে। প্রথমতঃ দেবতার নিমিত্ত পূর্ব্বমুখ হইয়া অঞ্জলি করা হইয়াছে। ইদানীং পিতৃগণের উদ্দেশে দক্ষিণ-মুখ হইয়া উত্তান অঞ্জলি করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ—'যে পিতৃগণ পালক হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের স্বধা হউক।' 'স্বধা' শব্দটি পিতৃগণের উদ্দেশে দেয়দ্রব্যের দানে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব 'যাহা দেয়, তাহা আমরা দান করিব'—এইরূপ বুঝাইতেছে। এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা দেবগণের ও পিতৃগণের উপচর্য্যা করিবে। অনন্তর 'সুযমে মে' এই চতুর্থ মন্ত্র

জুহূ ও উপভৃৎ গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিবে। ইহার অর্থ,—'হে জুহূ ও উপভৃৎ! তোমরা আমার নিমিত্ত সুন্দররূপে সংযত হও।' অর্থাৎ যাহাতে তোমাদের মধ্যস্থিত আজ্য পতিত না হয়, এইরূপভাবে সেই আজ্যকে ধারণ কর। ইহাই ভাষ্যের মর্ম্মার্থ।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রটীর যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহা বিবৃত করিতেছি। আমরা বলি, প্রথম মন্ত্রটী, জ্ঞানাগ্নির সম্বোধনসূচক। সাধক, জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে সত্ত্বভাবযুক্ত জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনাকে আমার হৃদ্দেশে প্রদীপ্ত করিতেছি। আপনি সত্ত্বভাব-সম্পাদনের উপযুক্ত; অর্থাৎ, আপনার অধিষ্ঠানে সত্ত্বভাব আপনিই হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আপনি অজ্ঞানাদিজনিত কামক্রোধাদিরূপ সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধকগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা দেববিভূতি লাভ করিবার জন্য সাধক, দেবভাবসমূহকে নমস্কার করিতেছেন এবং তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পিতৃলোকের গুণরাশি অধিকার-মানসে তিনি পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন এবং উপসংহারে চতুর্থ মন্ত্রে সাধক দেবভাব ও পিতৃগণ উভয়কেই সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে দেবভাব ও পিতৃগণ! তোমরা উভয়ে আমার ইষ্টলাভনিমিত্ত সুন্দররূপে সংযত (আমাতে সংগত) হও।' আমরা বলি, এই কণ্ডিকার মন্ত্র চতুষ্টয় এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। (২অ—৭ক—৪ম)।

—•—

অষ্টম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। অষ্টম কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অস্কন্নমদ্য দেবেভ্য আজ্যং সংভ্রিয়াসং।

(২) অঙ্ঘ্রিণা বিষ্ণো মা ত্বাবক্রমিষং।

(৩) বসুমতীমগ্নে তে চ্ছায়ামুপস্থেষং বিষ্ণো স্থানমসি।

(৪) ইত ইন্দ্রো বীর্য্যমকৃণোদূর্দ্ধোহধ্বর আস্থাৎ। ৮।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অদ্য' (ইদানীং) 'দেবেভ্যঃ' (দেববিভূতিভ্যঃ, দেবভাবং লব্ধুং) 'আজ্যং' (হবিঃস্বরূপং শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'সংভ্রিয়াসং' (সম্যক্ পোষণং ধারণং বা করোমি)।

২। 'বিষ্ণো' (হে বিশ্বব্যাপক দেব!) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবক্রমিষং' (অবক্রমণং করোমি, তব শরণাগতো ভবামি), ত্বং 'মা' (মাং) 'অঙ্ঘ্রিণা' (চরণাশ্রয়দানেন) পাহীতি শেষঃ।

অথবা

২। 'বিষ্ণো' (বিশ্বব্যাপক হে দেব!) 'অঙ্‌ঘ্রিণা' (পাদেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মা অপক্রমিষং (অবক্রমণং মা করোমি); তব বিশ্বব্যাপকত্বাৎ মম পাদস্পর্শদোষো ন ভবতি ইতি ভাবঃ।

৩। 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!) ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য দেবস্য) 'স্থানং' (আধাররূপঃ) 'অসি' (ভবসি); 'তে' (তব) 'বসুমতীং' (ধনান্বিতাং) 'ছায়াং' (আশ্রয়রূপং) 'উপস্থেষং' (আশ্রয়ামি, সেবে)।

৪। 'ইন্দ্র' (হে পরমেশ্বর!) ত্বম্ 'ইতঃ' (অস্মিন মম হৃদয়ে) 'বীর্য্যং' (শত্রুনাশ-রূপং সামর্থ্যং) 'অকরোঃ' (বিস্তারয়তু); এবং সতি 'অধ্বরঃ' (মম যজ্ঞঃ শত্রুকৃত হিংসারহিতঃ সন) 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ) 'আস্থাৎ' (ভবিতুং অর্হতি), তব সন্নিধৌ গমন-যোগ্যো ভবতীতি ভাবঃ। (২অ—৮ক—১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অদ্য আমি দেববিভূতিসমূহ লাভ করিবার নিমিত্ত, হবিঃস্বরূপ শুদ্ধ-সত্ত্বভাবকে সম্যক্‌রূপে ধারণ বা পোষণ করিতেছি।

১। বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি আপনার শরণাগত হইতেছি; আপনি, চরণাশ্রয়-দানে আমাকে রক্ষা করুন।

অথবা

২। বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি পদের দ্বারা আপনাকে আক্রমণ করিতেছি না (অর্থাৎ, আপনি বিশ্বব্যাপক বলিয়া আমার পাদস্পর্শ-জনিত দোষ হইবে না)।

৩। জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি বিষ্ণুর (বিশ্বব্যাপক দেবতার) আধারস্বরূপ হইয়া থাকেন; আপনার ধনযুক্ত আশ্রয়রূপ ছায়াকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

৪। হে পরমেশ্বর! আপনি, আমার এই হৃদয়ে শত্রুনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন; তাহা হইলে, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আমার যজ্ঞ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে (অর্থাৎ, রিপুশত্রু কর্তৃক প্রতিহত না হইয়া আপনার সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হইবে)। (২অ—৮ক—১-৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)

তথা সতি অস্মাভিরনুষ্ঠানদিনে দেবেভ্যো দেবোপকারায়াজ্যং যুবয়োঃ স্থিতং ঘৃতমস্কন্নং ভূমৌ যথা ন স্কন্দতি তথা সন্নিধানং সম্যক্‌পোষণং করোমি ধারণং বা। আশীর্লিঙি উত্তমে রূপং। (পা০ ৩।১।১৬) দক্ষিণাক্রিত্বামত্যাঙ্‌ঘ্রিণা বিক্রমিতীতি। হে বিষ্ণো, ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ

অভিত্বা পাদেন বা ত্বামহং মা অবক্রমিষমবক্রমণং মা কার্ষং পাদেনাতিক্রমণেন দোষো মে মাভূদিত্যর্থঃ। (কা০ ৩।১।১৯) বসুমতীমিত্যবস্থাপয়েতি। হে অগ্নে তব ছায়াং ছায়াবৎ সমীপবর্ত্তিনীং বসুমতীং ভূমিমহমুপস্থেয়মুপতিষ্ঠেয়ং সেবেয়। উপপূর্ব্বস্তিষ্ঠতি সেবার্থঃ। স এব সেবাপ্রকারঃ কথ্যতে। হে বসুমতি ত্বং বিষ্ণোর্যজ্ঞস্য স্থানমসি। অত্র স্থিত্বা যাগঃ কর্ত্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। আহবনীয়সমীপবর্ত্তিত্বাদস্যা ভূমের্যজ্ঞস্থানত্বং। যদ্বায়মর্থঃ। হে অগ্নে তে তব বসুমতীং ধনবতীং ধনপ্রাপ্তিকরীং ছায়ামাশ্রয়মুপস্থেয়ং সেবেয়। ছায়াশব্দ আশ্রয়বাচকঃ যুষ্মৎ পাদচ্ছায়ায়াং বসামীতি যদ্বৎ। যতস্ত্বং বিষ্ণোর্যজ্ঞস্য স্থানমসি॥ (কা০ ৩।২।১) ইত ইন্দ্র ইতি জুহোতীতি। পূর্ব্বমন্ত্রে যজ্ঞসম্বন্ধি যৎস্থানমুক্তং তদেব দেবানাং বিজয়হেতুত্বাদিতঃ শব্দেন পরামৃশ্যতে। দেবযজনব্যতিরিক্তভূমেরসুরাদীনত্বেন অত্র দেবানাং পরাজয়েঽপি যজ্ঞপ্রদেশঃ পরাজয়রহিতঃ। তদেবোচ্যতে মন্ত্রেণ। ইত ইন্দ্রঃ। ইন্দ্র ইতোঽস্মাদ্দেব-যজনস্থানাৎ উদ্যুক্তঃ সন্নিতি শেষঃ। বীর্য্যমকৃণোৎ বীরস্য কর্ম্ম বীর্য্যং। শত্রুবধরূপ-মকরোৎ। অত্র এবাধ্বরো যজ্ঞ ঊর্দ্ধমাস্থাৎ। উন্নতঃ স্থিতঃ। ইন্দ্রেণ বীর্য্যে কৃতে শত্রুকৃতবিঘ্নাভাবাদধ্বরস্যোন্নত্যং। (২অ—৮ক—১০ম)।

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রকয়টির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে, ভাষ্যকার পূর্ব্বকণ্ডিকোক্ত মন্ত্রকয়টির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছেন। তন্মতে প্রথমমন্ত্রের অর্থ হয়,—'তাহা হইলে (হে জুহূ ও উপভৃৎ! তোমাদের অভ্যন্তরস্থ আজ্য সুরক্ষিত হইলে); অদ্য অনুষ্ঠান-দিবসে দেবগণের উপকারের জন্য তোমাদের উপরিস্থিত ঘৃত যাহাতে ভূমিতে পতিত না হয়, সেইরূপে আমি তোমাদিগকে সম্যক্ পোষণ বা ধারণ করিতেছি।' 'অভিত্বা বিষ্ণো' এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিবে। সেই দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ, 'হে ব্যাপক যজ্ঞপুরুষ! আমি আপনাকে পাদের দ্বারা অবক্রমণ করিতেছি না অর্থাৎ—পাদের দ্বারা অতিক্রমণরূপ দোষ আমার হইবে না।' 'বসুমতীং' এই তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা অবস্থান করিবে। তাহার অর্থ এই,—'হে অগ্নিদেব! আপনার ছায়ার ন্যায় সমীপবর্ত্তিনী ভূমিকে আমি সেবা করিতেছি; হে বসুমতি (ভূমি)! আপনি বিষ্ণু অর্থাৎ যজ্ঞের স্থান হয়েন।' এস্থলে, ভাষ্যকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বিষ্ণুস্থান অর্থাৎ যেস্থলে স্থিত হইয়া যাগ করিতে পারা যায়। আহবনীয়ের নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই ভূমিকেও যজ্ঞস্থান বলা যাইতে পারে। তিনি এ মন্ত্রের অন্য আর একরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করেন,—'হে অগ্নিদেব! আপনার ধনবতী ধনপ্রাপ্তিকরী ছায়াকে অর্থাৎ আশ্রয়কে সেবা করিতেছি; যেহেতু তুমি বিষ্ণুর (যজ্ঞের) স্থান।' ছায়া শব্দে যে আশ্রয়কে বুঝায়, ভাষ্যকার যুক্তি দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন 'যুষ্মৎ পাদচ্ছায়ায়াং বসামি' ইত্যাদি। 'ইত ইন্দ্রঃ' এই চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। পূর্ব্ব মন্ত্রে যজ্ঞসম্বন্ধি যে স্থান কথিত হইয়াছে দেবতাদিগের বিজয়হেতু বলিয়া তাহাই 'ইতঃ' শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত

হইতেছে। দেবযজন ভিন্ন যে ভূমি, তাহা অসুরের অধীন বলিয়া, সেস্থলে দেবতাদিগের পরাজয় হইলেও, যজ্ঞস্থান পরাজয়রহিত। তাহাই 'ইতঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা কথিত হইতেছে। তাহার অর্থ এই,—'ইন্দ্রদেব এই দেবযজন স্থান হইতে উদ্যুক্ত হইয়া, শত্রুবধরূপ বীর্য্যের উচিত সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; অতএব যজ্ঞ উন্নত হইয়াছিল।' ইন্দ্রদেব, বীর্য্যপ্রকাশ করিলে, শত্রুকৃত বাধাবিঘ্ন নাশ হইয়াছিল, ইহাই যজ্ঞের উন্নতিলাভ। ভাষ্যদৃষ্টে এই প্রকার অর্থই অধিগত হওয়া যায়।

আমরা মন্ত্রটীকে আর এক দৃষ্টিতে অবলোকন করি। আমরা দেখিতেছি, সাধক যেন প্রথম মন্ত্রে আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চিত পরিপুষ্ট হইলে, দেবত্বলাভে সমর্থ হওয়া যায়। তজ্জন্য, প্রথম মন্ত্র দ্বারা তিনি বলিতেছেন,—'অধুনা আমি দেববিভূতিসমূহ লাভ করিবার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে সম্যক্‌রূপে ধারণ-পোষণ করিতেছি।' দ্বিতীয় মন্ত্রটী বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রযুক্ত। তাহার অর্থ-বিষয়ে আমরা বলি,—'বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি; আপনি চরণাশ্রয় দানে আমাকে রক্ষা করুন।' এ অর্থ সমনা-পক্ষে আমরা যে শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' দৃষ্টে সহজেই বোধগম্য হইবে। ভাষ্যানুমোদিত অর্থানুসারেও এ মন্ত্রটীর এক প্রকার অর্থ-সঙ্গতি সংরক্ষিত হইতে পারে। তাহাতে ইহার অর্থ হয়,—'বিশ্বব্যাপক হে দেব! আমি পদের দ্বারা আপনাকে আক্রমণ করিতেছি না (অর্থাৎ আপনি বিশ্বব্যাপক বলিয়া আমার পাদস্পর্শ-জনিত দোষ সঙ্ঘটিত হইবে না)।' যদিও এ প্রকার অর্থ একটু টানিয়া বুনিয়া আমনন করিতে হইতেছে, তথাচ ইহার ভাব উচ্চ বলিয়া আমরা এ অর্থেরও সমীচীনতা দেখিতে পাই।

তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে সম্বুদ্ধ করা হইতেছে। এ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নিকে বিষ্ণুর (বিশ্বব্যাপক দেবতার) আধার বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দেখিতে গেলে জ্ঞানাগ্নির তুল্য বিষ্ণুর আধার আর কে থাকিতে পারে? বিষ্ণুর বিশ্বব্যাপকতা শক্তির বোধমূলক যে জ্ঞান—যে জ্ঞান সম্যক সম্প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহাই—সেই হৃদয়ই একমাত্র বিষ্ণুর আধার। তাই সাধক এ মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি বিষ্ণুর আধারস্বরূপ হইয়া থাকেন; আপনার আশ্রয় চতুর্ব্বর্গ ধনপ্রদ, সেই আশ্রয়ে আমি আশ্রিত হইতেছি।' চতুর্থ মন্ত্রটী পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিতেছি। এ মন্ত্রের দ্বারা সাধক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহার অর্থ হয়,—'হে পরমেশ্বর! আপনি আমার হৃদয়ক্ষেত্রে শত্রুনাশক সামর্থ্য বিস্তার করুন (যে সামর্থ্য প্রভাবে শত্রুগণ বিনাশিত হইবে); তাহা হইলে, আমার যজ্ঞ, শত্রুকৃত হিংসারহিত হইয়া আপনাকে পাইতে পারিবে।' এই কণ্ডিকার মন্ত্রকয়টিও যেন পর পর করিয়া সাধনক্ষেত্রে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদর্শন করিতেছে। (২অ—৯ক-২-৪ম)।

নবম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। নবম কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নে বের্হোত্রং বের্দূত্যং (২) অবতাং ত্বাং দ্যাবাপৃথিবী।

(৩) অব ত্বং দ্যাবাপৃথিবী স্বিষ্টকৃদ্দেবেভ্যঃ ইন্দ্র আজ্যেন হবিষা ভূৎস্বাহা।

(৪) সং জ্যোতিষা জ্যোতিঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'হোত্রং' (হোতৃকর্ম্ম, হবনীয়ং চ) 'বেঃ' (বেৎসি, জানাসি, বিদ্ধি, জানীহি), 'দূত্যং' (দূতকর্ম্ম) 'বেঃ' (বেৎসি, জানাসি বিদ্ধি, জানীহি)।

২। হে জ্ঞানাগ্নে! 'ত্বাং' (ভবন্তং) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যাভিমানিদেবতে, তদ্ভাবৌ) 'অবতাং' (মম হৃদ্দেশে পালয়তাং)।

৩। হে জ্ঞানাগ্নে! 'ত্বং' (ভবান্) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যাভিমানিনৌ দেবতে, তয়োর্ভাবং) 'অব' (মম হৃদ্দেশে পালয়তু); 'ইন্দ্রঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'হবিষা' (হবনীয়েন) 'আজ্যেন' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন, অস্মাভির্দত্তেন প্রীতঃ সন্ ইতি শেষঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবেভ্যঃ, দেবভাবপ্রাপ্তয়ে) 'স্বিষ্টকৃৎ' (সুষ্ঠু ইষ্টকারী) 'ভূৎ' (ভবতু) 'স্বাহা' (অস্মাভিস্তু হুতং ভবতু)।

৪। 'জ্যোতিষা' (জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবেন) 'জ্যোতিঃ' (পরং জ্যোতিঃ) 'সং' (সম্যক্) প্রাপ্নোবীতি শেষঃ। (২অ—৯ক—১-৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি হোতৃকর্ম্ম ও হবনীয়বস্তু জানেন এবং দূতকর্ম্মও জ্ঞাত আছেন।

২। হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে আকাশ ও পৃথিবীস্থ দেবগণ (আমার হৃদয়ে) পালন করুন।

৩। হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি স্বর্গস্থ ও মর্ত্ত্যস্থ দেবভাবকে (আমার হৃদয়ে) পালন করুন; পরমেশ্বর, আমাদিগের দত্ত হবনীয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে প্রীত হইয়া আমাদিগের দেবভাবপ্রাপ্তির পক্ষে অতিশয় হিতকারী হউন; আমাদিগের দত্ত বস্তু সুন্দররূপে হুত হউক।

৪। জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে আমরা পরম জ্যোতিঃকে (পরব্রহ্মকে) সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই। (২অ—৯ক—১-৪ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

তস্মাৎ হে অগ্নে! ত্বং হোত্রং বেঃ। হোতুঃ কর্ম্ম বিদ্ধি। সন্তি অডভাবে রূপং। দূত্যং দূতকর্ম্ম চ বেঃ বিদ্ধি হোতৃত্বং দূতত্বং চাগ্নেঃ কর্ম্ম। তথা চ শ্রুতিঃ (কা০ ১।৪।৫।৪) উভয়ং বা এতদগ্নির্দ্দেবানাং হোতা চ দূতশ্চেতি। ঈদৃশং ত্বাং দ্যাবাপৃথিবী অবতাং পালয়তাং। হে অগ্নে ত্বমপি দ্যাবাপৃথিবী লোকদ্বয়দেবতে অব পালয় ইত্থমন্যোন্যপালনে সতি ইন্দ্র আজ্যেন হবিষা অভিঃর্দ্দত্তেন দেবেভ্যো দেবার্থং স্বিষ্টকৃৎ ভূৎ। সুষ্ঠু ইষ্টং করোতীতি স্বিষ্টকৃৎ তাদৃশো ভবতু। অডভাবশ্ছান্দসঃ। যদ্যদস্মাভিরজ্ঞাতে তত্তদিষ্টং সর্ব্বং বৈকল্যরহিতং করোত্বিত্যর্থঃ। স্বাহা সুহুতমস্তু। ইন্দ্রং দেবমুদ্দিশ্য ইদমাজ্যং দত্তমিত্যর্থঃ। স্বাহেতি নিপাতো দেবোদ্দেশেন দানে বর্ত্ততে। (কা০ ৩।২।২) জুহ্ব ধ্রুবাং সমনক্তি সং জ্যোতিষেতি। গচ্ছতামিত্যধ্যাহারঃ। জ্যোতিষা ধ্রুবাস্থিতাজ্যরূপজ্যোতিষা সহ জ্যোতির্জুহ্বাং সিচ্যমানরূপং জ্যোতিঃ সঙ্গচ্ছতাং ॥৯॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

—— • ——

ভাষ্যানুসারে প্রথম মন্ত্রে অগ্নিকে পুরোহিত ও দূত-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নিদেব! তুমি দেবগণের আহ্বানকারী, তুমি দেবগণের দূতস্বরূপ। পৃথিবীর দ্বারা তুমি রক্ষিত হও এবং তোমার দ্বারাও পৃথিবী রক্ষিত হয়।' দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ 'দেবতুষ্টিসম্পাদনার্থ আজ্যমিশ্রিত এই হবিঃ প্রস্তুত আছে। দেবগণ আমাদের ইষ্টসিদ্ধি করুন।' তৃতীয় মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, 'জুহু'র ঘৃত ধ্রুবাতে মাখাইতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ,—'ধ্রুবার আজ্যে জুহুর আজ্য জ্যোতিষ্মান্ হউক।' আমাদের অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদে' দৃষ্ট হইবে।

হোতৃকার্য্যই বা কি, আর হবনীয় সামগ্রীই বা কি, জ্ঞান-দ্বারা তাহা বোধগম্য হয়। আমরা বলি, প্রথম মন্ত্রের তাহাই মর্ম্মার্থ। জ্ঞানাগ্নি যাহাতে হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকে, তাহাই সাধকের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। সকল দেববিভূতি (দেবভাব) সে পক্ষে আমার সহায় হউন,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয় মন্ত্রে, জ্ঞানের সহিত সত্ত্বভাবাদির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। দেববিভূতির দ্বারা যেমন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনই আবার জ্ঞানের দ্বারা দেবভাব পুষ্ট হইয়া থাকে। পরিশেষে আবার জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। চতুর্থ মন্ত্রে তাহাই প্রকটিত দেখি। (২অ-৯ক-১-৩চা)।

—— • ——

দশম কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দশম কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ময়ীদমিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাত্বস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাং।

অস্মাকং সন্ত্বাশিষঃ সত্যা নঃ সন্ত্বাশিষঃ।

(২) উপহূতা পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা হ্বয়তাং।

অগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'ইদং' (মদন্তর্ভূতং) 'ইন্দ্রিয়ং' (ইন্দ্রিয়কর্ম্ম, বীর্য্যং) 'ময়ি' (মদভ্যন্তরে) 'দধাতু' (স্থাপয়তু ; স ভগবান্ মম ইন্দ্রিয়ৈশ্বর্য্যং সাধয়তু ইতি ভাবঃ ; 'মঘবানঃ' (পরমসুখসাধকানি) 'রায়ঃ' (ধনানি, মোক্ষাদীনি) 'অস্মান্' (উপাসকান্ মদীয়ান্ প্রতি) 'সচন্তাং' (সেবন্তাং, বর্দ্ধন্তাং), ভগবদনুগ্রহেণ পরমসুখলাভসমর্থো ভবামি ইতি প্রার্থনা। 'অস্মাকং' (প্রার্থিনাং) 'আশীষঃ' (অভীষ্টাঃ, মঙ্গলানি) 'সন্তু' (পূর্ণা ভবন্তু); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আশীষঃ' (মঙ্গলানি) 'সত্যাঃ' (অবিতথাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু); ভগবৎকৃপয়া বয়ং অনবিচ্ছিন্নানি মঙ্গলানি লভামহে — ইতি ভাবঃ।

২। 'উপহূতা' (সর্ব্বেষাং আরাধিতা) 'পৃথিবী' (দৃশ্যমানা পঞ্চভূতাত্মিকা জগতী) 'মাতা' (উৎপাদয়িত্রী, সর্ব্বেষাং স্থূলসূক্ষ্মান্ আহবনীয়ান্ ইতি শেষঃ) ভবতি ; 'মাতা' (সর্ব্বেষাং উৎপাদয়িত্রী) 'পৃথিবী' (জগতী) 'মাং' (প্রার্থনাকারিণে) 'উপ হ্বয়তাং' (হবনযোগ্যাং সামগ্রীং দদাতু) ; স্থূলসূক্ষ্মসর্ব্বভাবপোষয়িত্রী দেবী পৃথিবী মহ্যং সর্ব্ববিধান্ আহবনীয়ান্ প্রযচ্ছতু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। 'আগ্নীধ্রাৎ' (কর্ম্মাগ্নিপোষণকারিণঃ, মৎসকাশাৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানং) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু, যথা প্রযুক্তং ভবতু); মৎকর্ম্মসঞ্চিতং জ্ঞানং যথাস্থানং ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্তং ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ (২অ - ১০ক - ১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমার অন্তর্ভূত এই ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মকে (সমস্ত বীর্য্যকে) আমার অভ্যন্তরে স্থাপন করুন ; অর্থাৎ, ভগবদনুগ্রহে আমার ইন্দ্রিয়ৈশ্বর্য্য সংসাধিত হউক ; পরমসুখসাধক ধনসমূহ (মোক্ষাদি)

আমার প্রতি বর্দ্ধিত হউক; অর্থাৎ, ভগবদনুগ্রহে আমি যেন পরমসুখলাভে সমর্থ হই। প্রার্থনাকারী আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক; আমাদের মঙ্গল অবিচলিত হউক; অর্থাৎ, ভগবদনুকম্পায় আমাদের মঙ্গল অবিচ্ছিন্ন থাকুক।

২। সকলের উপাস্যা দৃশ্যমানা এই পৃথিবী (সকল হবনীয় সামগ্রীর) জননীস্থানীয়া; অর্থাৎ, স্থূল-সূক্ষ্ম সকল আহবনীয় তাঁহাতেই উৎপন্ন। মাতা পৃথিবী (সকল ভাবের উৎপাদয়িত্রী দেবী) এই প্রার্থনাকারী আমাকে (সর্ব্ববিধ) হবনীয়-সামগ্রী প্রদান করেন। কর্ম্মাগ্নিসম্পাদনকারী আমা হইতে উৎপন্ন জ্ঞান যথাপ্রযুক্ত হউক; অর্থাৎ, আমার কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞান, যথাপ্রযুক্ত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হউক। (২অ—১০ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩.৮।২১) আশাসানে ময়ীদমিতি যজমানো জপতীতি। প্রধানযাগানন্তরং পুরোডাশশেষপ্রাশনসময়ে হোতরি আশিষং প্রযুঞ্জানে সতি যজমানো জপতি। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বর ইদমিন্দ্রিয়ং ময়ি দধাতু। ইদং অস্মদপেক্ষিতং ইন্দ্রিয়ং বীর্যাং ময়ি যজমানে স্থাপয়তু। কিঞ্চ রায়ো ধনানি দৈবমানুষভেদেন দ্বিবিধানি মঘবানঃ ধনবন্তশ্চাস্মান্ যজমানান সচন্তাং সেবন্তাং। ষচ সেবনে। কিঞ্চ অস্মাকং যজমানানামাশিষঃ বাঞ্ছিতার্থপ্রার্থনানি সন্তু বিদ্যন্তাং। কিঞ্চ সোহস্মাকমাশিষঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সত্যাঃ অবিতথাঃ সন্তু। মঘমিতি ধননাম (নিঘ০ ২।১০) তদ্বিদ্যতে যেষাং তে মঘবানঃ। অস্ত্যর্থে বতুপ্রত্যয়ঃ পা০ ৫।২।১০৯)। (কা০ ৩।৪।৮।১৯।২০) একৈকমাহৃত্য স্বাহা পৃথিব্যোরুপহ্বানেঽগ্নীধ্রে ষড়বত্তং। প্রাশ্নাত্যুপহূতা পৃথিবীতীতি। যদা হোতা দ্যাবাপৃথিব্যোরুপহ্বানং করোতি তদেতয়োঃ পুরোডাশয়োরেকৈকমংশং ষড়বত্তে কৃত্বাগ্নীধ্রে দদাতি স চোপহূতেতি মন্ত্রেণ তৎ প্রাশ্নাতি চ সূত্রার্থঃ। উপহূতা যেয়ং পৃথিবী দৃশ্যতে সা জগতো মাতা নির্ম্মাত্রীময়োপহূতা অভ্যনুজ্ঞাতা সা চ পৃথিবী মাতা মাতৃত্বেনাভিমতা বিতা সতী মামুপহূয়তা মনুজানাতু কিঞ্চ শেষভক্ষণানুজ্ঞাং দদাতু। অহং চাগ্নীধ্রাৎ। অগ্নীধ্র ইদং কর্ম আগ্নীধ্রং তস্মাদগ্নীধ্রাঃ সন্ তং ভাগং প্রাশ্নামীতি শেষঃ। স্বাহা সুহুতমস্তু জাঠরেঽগ্নৌ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

—— • ——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী যে ভাবে প্রযুক্ত হয় প্রথমে তাহার আভাষ দেওয়া যাইতেছে। প্রধান যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, পুরোডাশ-ভোজনের ব্যবস্থা হয়। তখন যজমানকে হোতা আশীর্ব্বাদ করেন। সেই আশীর্ব্বাদের পর, পুরোডাশ-ভোজনের পূর্ব্বে, যজমান কর্ত্তৃক

প্রথম মন্ত্রটী উচ্চারিত হয়। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ,—'ইন্দ্রদেবতা আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলকে বীর্য্যযুক্ত করুন! আমাদিগকে ধনদানে ঐশ্বর্য্যবান্ করুন। আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! সেই আশীর্ব্বাদ অবিতথ থাকুক।' দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যজমান, পুরোডাশ ভক্ষণ করিবে। এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—পৃথিবী। তাহাতে বলা হইতেছে, 'পৃথিবী আমাদের মাতা! মাতা পৃথিবী আমাকে পুরোডাশ ভক্ষণে অনুমতি দেন।' এই বলিয়াই যজমান আপনার মুখে পুরোডাশ প্রদান করিবে। তখন মন্ত্রের শেষাংশ উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা,-'অগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা'। অর্থাৎ,—'আহুতি পূর্ণ হইল।' ভাষ্যে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

এখন, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি। 'ইন্দ্রঃ' পদে ভাষ্যকারই 'পরমেশ্বরঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর আমার অভ্যন্তরে স্থাপন করুন'- আমরা মনে করি, ইহাই এই মন্ত্রের প্রথম অংশের প্রকৃত অর্থ। আমার বহির্ম্মুখীন ইন্দ্রিয়গ্রামকে, হে ভগবন, অন্তর্ম্মুখীন করুন; বিচঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ স্থৈর্য্যভাব অবলম্বন করুক;- প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই তাৎপর্য্য। উহার দ্বিতীয় অংশে পরমসুখসাধক পরমধনের প্রার্থনা আছে। শেষাংশে ভগবানের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা এবং সে আশীর্ব্বাদ চিরস্থায়ী হওয়ার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের বাহ্যভাব যজমানের পুরোডাশ-ভক্ষণ। কিন্তু, বিশেষ অনুশীলন করিলে, বুঝিতে পারা যায়, এখানে পৃথ্বীমাতার নিকট অর্থাৎ প্রকৃতিদেবীর নিকট হবনীয় সামগ্রীর, প্রার্থনা করা হইতেছে। পৃথ্বীমাতা প্রকৃতিদেবী হইতেই সকল প্রকার হবনীয় উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই সকল হবনীয় অধিষ্ঠিত থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম সকল প্রকার ভাব-পদার্থের আশ্রয়-স্থান—এই পৃথিবী। তাই তাঁহাকে মাতৃভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে,-'পৃথিবী স্থূলভূতা; তাঁহাতে সূক্ষ্ম সামগ্রীর বিদ্যমানতা কি প্রকারে সম্ভবপর?' ইহার উত্তরে বলা যায়, স্থূল সূক্ষ্মেরই বাহ্য বিকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম - কারণরূপে, স্থূল- ফলরূপে (কার্য্য-রূপে) অভিব্যক্ত। দৃষ্টান্তান্তরেও বুঝান যায়,- এই যে স্থূলদেহধারী আমি, আমার মধ্যের যে সূক্ষ্ম ভাব, তাহাও তো এই পার্থিবেরই অন্তর্গত। অতএব, পৃথিবীকেই স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়েরই নিদান বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। এই বার এই প্রার্থনার তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। বলা হইতেছে,—'হে দেবি! আমার সর্ব্ববিধ আহবনীয় দিউন।' পরবর্ত্তী কামনা -'আমার জ্ঞানাগ্নি, সেই ভগবানে যথাপ্রযুক্ত হউক।' ইহাই প্রকৃত পূর্ণ-সমাধির লক্ষণ। 'আগ্নীধ্রাৎ অগ্নিঃ' পদদ্বয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে, 'কর্ম্ম দ্বারা যে জ্ঞানাগ্নি সমুদ্ভূত বা প্রজ্বলিত হয়।' তাহাই ভগবানকে প্রদান করা হইয়াছে। 'স্বাহা' পদ, সেই সমর্পণের ভাব দ্যোতনা করিতেছে। বলা হইতেছে,—'আমার কর্ম্মসঞ্চিত যে কিছু জ্ঞান, হে ভগবন্, তৎসমুদায় আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হউক। আমার নিজের জন্য আমি কিছুই কামনা করি না। আমার যাহা কিছু—এমন কি শ্রেষ্ঠ সম্পৎ আমার জ্ঞান পর্য্যন্ত—আপনাতেই ন্যস্ত হউক।' ইহাই কি চরম প্রার্থনা নহে? (২ম - ১০ক - ১২ম)।

———

একাদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। একাদশ কণ্ডিকা। চতুর্দ্দশ্রাম্বিকা)।

(১) উপহূতো দ্যৌষ্পিতোপ মাং দ্যৌষ্পিতা হ্বয়তামগ্নিরাগ্নীধ্রাৎ স্বাহা।

(২) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং।

(৩) প্রতিগৃহ্ণামি। (৪) অগ্নেষ্ট্বাস্যেন প্রাশ্নামি ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'উপহূতা' (সর্ব্বৈঃ আরাধিতঃ) 'দ্যৌঃ' (তেজঃস্বরূপঃ, পুরুষঃ) 'পিতা' (সত্ত্বভাবস্য জ্ঞানস্য চ পালকঃ) অস্তি; 'পিতা' (সত্ত্বভাবপালকঃ) 'দ্যৌঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'মাং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'উপহ্বয়তাং' (সত্ত্বভাবসমন্বিতং করোতু); হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! মম সত্ত্বভাবং সংরক্ষ ইতি ভাবঃ; আগ্নীধ্রাৎ' (কর্ম্মাগ্নিপোষণকারিণঃ, মৎসকাশাৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানং) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু, যথাপ্রযুক্তং ভবতু); অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

২। 'দেবস্য ত্বা' ইতি মন্ত্রস্য ব্যাখ্যা প্রথমাধ্যায়স্য একবিংশকণ্ডিকায়াং (৭৮ পৃষ্ঠায়াং) দ্রষ্টব্যা।

৩। হে হবিঃ (শুদ্ধসত্ত্বভাব)! ত্বাং 'প্রতিগৃহ্ণামি' (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপয়ামি)।

৪। হে হবিঃ (শুদ্ধসত্ত্বভাব)! 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য) 'আস্যেন' (মুখেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রাশ্নামি' (ভক্ষয়ামি); জ্ঞানসংযুতান্ অভীষ্টসম্পাৰ্থং সত্ত্বাবনিবহান্ হৃদয়ে ধারয়ামি ইতি ভাবঃ। (২অ—১১ক ১.৪ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সকলের উপাস্য তেজঃস্বরূপ (পুরুষ) সত্ত্বভাবের পোষক হয়েন। সত্ত্বভাবপোষক জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ প্রার্থনাকারী আমাকে সত্ত্বভাব-সমন্বিত করেন; (আমার সত্ত্বভাব সংরক্ষিত হউক)। কর্ম্মাগ্নি-পোষণকারী আমাতে উৎপন্ন জ্ঞান, যথাপ্রযুক্ত হউক।

২। ['দেবস্য ত্বা' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা একবিংশ কণ্ডিকায় (৮ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য।]

৩। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাব! তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

৪। হে আমার শুদ্ধসত্ত্বভাব! সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের মুখে তোমাকে ভক্ষণ করিতেছি, অর্থাৎ, জ্ঞানসংযুক্ত সদ্ভাবনিবহকেই হৃদয়ে ধারণ করিতেছি (২অ—১১ক—১-৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

দ্বিতীয়ং প্রাশ্নাতি। এবং তৌঃ পিতা জগৎপালক উপহ্বয়তামিত্যাদি সমানার্থং। দেবস্য ত্বা। ইতঃ প্রভৃতি ও প্রতিষ্ঠেত্যন্তং (খ০ ১৩) ব্রহ্মবং। তস্যাঙ্গিরসো বৃহস্পতির্ঋষিঃ। (কা০ ২।২।১৬) দেবস্য ত্বেতি প্রতিগৃহ্ণাতীতি। ব্রহ্মা দেবস্য ত্বেতি প্রাশিত্রং গৃহ্ণাতি। মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। প্রতিগৃহ্ণামি স্বীকরোমীতি শেষঃ। (কা০ ২।২।১৮) অগ্নেষ্ট্বেতি প্রাশ্নাতি দন্তৈরস্পৃশং স্পৃশন্নিতি। হে প্রাশিত্র অগ্নেঃ আস্যেন বহ্নিদেবতায়াঃ মুখেন ত্বা ত্বাং প্রাশ্নামি ভক্ষয়ামি। ১১॥

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটীতে পুরোডাশ-ভক্ষণের অনুমতি-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মর্ম্ম এই যে,—'পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে সমিধ প্রদান করিতে করিতে জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতএব, অনুমতি দেন—আমি ভক্ষণ করি!' এই বলিয়া প্রথম মন্ত্রে পুরোডাশ ভক্ষিত হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক প্রাশিত্র গ্রহণ করিয়া বলিবেন, -'সবিতৃদেবের প্রেরণায় অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহু দ্বারা এবং পূষাদেবের হস্তের দ্বারা প্রাশিত্রকে গ্রহণ করিলাম।' ইহার পর তৃতীয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রাশিত্র গলাধঃকরণ করিতে হইবে। তদনুসারে মন্ত্রার্থ এই যে,—'প্রাশিত্র। তোমার অগ্নির মুখে প্রদান করিলাম।' কর্ম্মকাণ্ডে এই ভাবেই মন্ত্র-কয়েকটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভাবের বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে উপলব্ধ হইবে। ফলতঃ হৃদয় যাহাতে সত্ত্বভাব পূর্ণ হয়, ভগবানের কৃপায় যাহাতে সদ্গুণের অধিকারী হওয়া যায়,—এখানে প্রার্থনায় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। (২অ ১১ক ১-৪ম)।

দ্বাদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বাদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) এতং তে দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রাহুর্বৃহস্পতয়ে ব্রহ্মণে।

তেন যজ্ঞমব তেন যজ্ঞপতিং তেন মামব ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'দেব' (দ্যোতমান) 'সবিতঃ' (সদ্ভাবপ্রেরক হে দেব!) 'বৃহস্পতয়ে' (মহৎ-কর্ম্মপালকায়) 'ব্রহ্মণে' (পরমাত্মনে) 'তে' (তুভ্যং, তবপ্রাপ্ত্যর্থং) 'এতং' (পরিদৃশ্যমানং) 'যজ্ঞং' (সদনুষ্ঠানং) 'প্রাহুঃ' (এবং সর্ব্বে কথয়ন্তি, সর্ব্ববাদিসম্মতমেতৎ ইতি শেষঃ)।

২। হে দেব! 'তেন' (তেন হেতুনা) 'যজ্ঞং' (সদনুষ্ঠানমিদং) 'অব' (রক্ষ); 'তেন' (তেন হেতুনা) 'যজ্ঞপতিং' (সদনুষ্ঠানপালকং সদ্ভাবং) রক্ষ; 'তেন' (তেন হেতুনা) 'মাং' (সাধকং, অর্চনাকারিণং) 'অব' (পাহি)। (২অ-১২ক ১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। দ্যোতমান্, সদ্ভাবপ্রেরক, হে দেব! মহৎকর্ম্মপালক পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে পাইবার জন্যই পরিদৃশ্যমান্ সদনুষ্ঠান। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

২। হে দেব! সেইজন্য এই সদনুষ্ঠানকে রক্ষা করুন; সেই নিমিত্ত সদনুষ্ঠানপালক সদ্ভাবকে রক্ষা করুন; সেই কারণ-বশতঃ অর্চনাকারী আমাকে রক্ষা করুন। (২অ—১২ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)

(কা০ ২।২।২১) এতন্তে ইতি সমিদামন্ত্রিতঃ প্রসৌতীতি। সমিদাধানুমনুজ্ঞাপ্রদানায় বোধিতো ব্রহ্মা মন্ত্রেণানুজানীয়াৎ। এতং ত ইত্যাদি ওং প্রতিষ্ঠেত্যন্তো মন্ত্রঃ। হে দেব দানাদিগুণযুক্ত হে সবিতঃ প্রসবিতঃ। এতং যজ্ঞমিদানীং ক্রিয়মাণমিমং যথঃ তে তুভ্যং স্বর্ধং প্রাহুর্যজমানাঃ কথয়ন্তি অনুজ্ঞাপয়ন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বয়া প্রেরিতো দেবানাং যজ্ঞে যো ব্রহ্মা তস্মৈ ব্রহ্মণে বৃহস্পতয়ে চ প্রাহুঃ। বৃহস্পতির্বৈ দেবানাং ব্রহ্মা। তদধিষ্ঠিত এবায়ং মানুষো ব্রহ্মত্বং করোতি। কিঞ্চ। তেন হেতুনা যদীয়ত্বেন যজ্ঞমব রক্ষ। তথা তেনৈব হেতুনা যজ্ঞপতিং যজমানং চাব রক্ষ। তথা তেনৈব হেতুনা মাং ব্রহ্মাণমব পালয়। ১২।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:*:———

এই মন্ত্রে ব্রহ্মনামক ঋত্বিক যজমানকে অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপের জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন। তদনুসারে সবিতৃদেবকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রটী প্রযুক্ত। ইহার ভাবার্থ,— 'হে দেব সবিতঃ! এই যজ্ঞের কার্য্যপ্রণালী বৃহস্পতি প্রথমে অবগত হইয়াছিলেন। তিনিই যজ্ঞের প্রথম ব্রহ্মা হন। তোমারই উপদেশ অনুসারে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। তুমি

যজ্ঞকে রক্ষা কর; যজ্ঞাধিপতি যজমানকে রক্ষা কর; এবং এই যজ্ঞের ব্রহ্মা আমাকেও রক্ষা কর।' ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারিত হইবে। ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমরা এই কণ্ডিকার কয়েকটী শব্দের অর্থ অন্যরূপ গ্রহণ করিতেছি। 'বৃহস্পতয়ে' পদে এখানে যে বৃহস্পতি নামক ঋষিকে বুঝাইতেছে, তাহা আমরা মনে করি না। আমাদের মতে, যিনি মহৎ কর্ম্মের পালক (বৃহতাং পতিঃ), তিনিই বৃহস্পতি। এখানে ঐ পদটী ঐ অর্থেই ব্রহ্মার গুণবাচক-রূপে প্রযুক্ত। এইরূপ, 'ব্রহ্মণে' পদে ব্রহ্মনামক ঋত্বিকের প্রতি যে লক্ষ্য আছে, তাহাও আমরা মনে করি না। ঐ পদ পরমাত্মার উদ্দেশেই প্রযুক্ত। 'এতং' পদ বিশেষ একটী যজ্ঞকে বুঝাইতেছে না। কোনও এক দিনের একটী যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া যে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। উহার অর্থ 'পরিদৃশ্যমানং'। তাহাতে সদনুষ্ঠান মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। 'প্রাহুঃ' পদের সাধারণ অর্থ 'বলিয়াছিল'। এই পদে আপনা হইতেই একটা আকাঙ্ক্ষা আসে,—'কে বলিয়াছিল, কাহাকে বলিয়াছিল অথবা কি বলিয়াছিল।'

এখানে, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ অভিপ্রায়ে, ভাষ্যকার 'যজমানগণ' এই কর্ত্তৃপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, যজমানগণ ব্রহ্মনামক ঋত্বিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে সবিতঃ! এই যজ্ঞ তোমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।' আমরা বলি, এখানে যজমান-ঋত্বিকের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; মন্ত্রে নিত্য সত্য ভাব প্রকটিত রহিয়াছে। 'হে ভগবন্! এ সংসারে (পরিদৃশ্যমান) যত কিছু সদনুষ্ঠান বর্ত্তমান আছে, সকলই আপনাকে পাওয়ার নিমিত্ত।'—এবম্বিধ বাক্য কাহার প্রতি কে প্রয়োগ করিতে পারে? এক—শাস্ত্র বলিতে পারেন; আর এক - সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবানই বলিতে পারেন। তাই 'প্রাহুঃ' পদের কর্ত্তা আমরা 'সর্ব্বে' পদ আমনন করিয়াছি। উহার ভাবার্থ—'সর্ব্ববাদিসম্মত'। সকলেই বলে—সকল শাস্ত্রেই প্রকাশ আছে, পরিদৃশ্যমান্ সৎকর্ম্মসমূহই ভগবৎ-প্রাপ্তির মূল। যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর না কেন, তাহা যদি অনুষ্ঠিত হয়, বিধিবিহিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই তুমি ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে।' প্রথম মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ।

অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অংশের 'যজ্ঞপতিং' এবং 'মাং' পদদ্বয়ের অর্থে আমরা ভাষ্যকারের অনুসরণ করিতে পারি নাই। 'যজ্ঞপতি' শব্দে যজমানকে বুঝাইবে কেন? যজ্ঞের পতি কি যজমান? যজমানের কি কর্ম্মসামর্থ্য আছে যে, সে যজ্ঞপতি হইতে পারিবে? যজ্ঞপতি বলিতে—এক কিছুকে বুঝায়। আর বুঝাইতে পারে—সদনুষ্ঠানপালক সত্ত্বাবকে। 'যজ্ঞপতিকে রক্ষা করুন'—এবম্বিধ প্রার্থনায় কি ভাব আসে? ভাব আসে না কি—'আমার সদনুষ্ঠানকে রক্ষা করুন, আমার সত্ত্বাবকে রক্ষা করুন।' এই প্রার্থনাই সমস্ত প্রার্থনা। অপিচ, 'মাং' পদে ব্রহ্মনামক ঋত্বিককে না বুঝাইয়া অর্চ্চনাকারী মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। তাহাতে, যিনিই প্রার্থনা করিবেন, তিনিই বলিতে পারিবেন—'আমাকে রক্ষা করুন।' রক্ষার প্রার্থনা সকলেই করিতে পারে। অতএব, 'মাং' পদ অর্চ্চনাকারী মাত্রেরই দ্যোতক। (২অ ১২ক—১-২ম)।

—•—

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) মনো জূতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু।

অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্প্রতিষ্ঠ। ১৩।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'জূতিঃ' (সর্ব্বত্রগামি) 'মনঃ' (হে চিত্ত!) ত্বং 'আজ্যস্য' (আজ্যং, সত্ত্বভাবং) 'জুষতাং' (সেবস্ব); 'বৃহস্পতিঃ' (মহৎকর্ম্মপালকঃ দেবঃ) 'ইমং' (পরিদৃশ্যমানং) 'যজ্ঞং' (তব সদনুষ্ঠানং) 'তনোতু' (বিস্তারয়তু); হে মনঃ! 'ইমং যজ্ঞং' (সদানুষ্ঠানমিদং) 'অরিষ্টং' (হিংসাশূন্যং কৃত্বা) 'সংদধাতু' (সম্যক্ পোষয়তু); 'বিশ্বেদেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'ইহ' (পরিদৃশ্যমানে সৎকর্ম্মণি) 'মাদয়ন্তাং' (তৃপ্যন্তাং); 'ওঁ' (হে পরমাত্মরূপিণ্ ব্রহ্মণ্!) 'প্রতিষ্ঠ' (অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভব)। (২অ—১৩ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। সর্ব্বত্রগতিশীল হে মন! তুমি সত্ত্বভাবকে সেবা কর; মহৎকর্ম্মের পালক দেবতা, পরিদৃশ্যমান্ তোমার সদনুষ্ঠানকে বিস্তারিত করুন; হে মন! এই সদনুষ্ঠানকে হিংসারহিত করিয়া সম্যক্‌রূপে পোষণ কর; সকল দেবতাই (তোমার) পরিদৃশ্যমান্ সৎকর্ম্মে তৃপ্ত হউন; হে পরমাত্মরূপি পরব্রহ্ম! আপনি এস্থলে প্রতিষ্ঠিত হউন। (২অ—১৩ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

কিং চ। মনো আজ্যস্য জুষতাং। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। মনঃ ঘৃতং সেবতাং। হে সবিতঃ-বদীয়ং চিত্তং যজ্ঞসম্বন্ধিত্বাজ্যে স্থাপয়েত্যর্থঃ। কিম্ভূতং মনঃ। জূতিঃ। জবতের্গতিকর্ম্মণো জূতিরিতি ক্তিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ। স্ত্রীত্বং ছান্দসং। অতীতানাগতবর্ত্তমানকালগত-পদার্থেষু গমনশীলং হি মনঃ। জবতে শীঘ্রং গচ্ছতীতি জূতিঃ। কিং চ বৃহস্পতিরিমং যজ্ঞং তনোতু বিস্তারয়তু। ব্রহ্মত্বাৎ। তত ইমং যজ্ঞমরিষ্টং হিংসারহিতং কৃত্বা সংদধাতু। ইষ্টা ভক্ষণেন হি মধ্যে যজ্ঞো বিচ্ছিন্ন ইত্যোবমুচ্যতে। কিং চ বিশ্বে দেবাসঃ সর্ব্বে দেবা ইহ

যজ্ঞকর্ম্মণি মাদয়ন্তাং। মদ তৃপ্তৌ চুরাদিঃ। তৃপ্যন্তাং। এবং প্রার্থিতঃ সবিতা দেবঃ ওম্প্রতিষ্ঠেত্যনুজ্ঞাং প্রযচ্ছতু। ওমিত্যঙ্গীকারার্থঃ। তথাস্তু। প্রতিষ্ঠ প্রস্থানং কুরু। সমিদাধানকালে যজমানপ্রার্থিতপ্রেরণং প্রয়াণমনগম্য সবিতা দেবোঽঙ্গীকৃত্য প্রয়াণে প্রেরয়তীত্যর্থঃ। ১৩।

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের মতে, এ মন্ত্রটীও যজমানকে সমিধ্‌ আধানের অনুজ্ঞামূলক। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ হয়,—'সবিতৃদেবতার সকামগতিশীল চিত্ত আজ্য ভক্ত হউক; বৃহস্পতি এই যজ্ঞকে প্রসারিত করুন।' ব্রহ্মনামক ঋত্বিক্‌, এই পর্য্যন্ত বলিয়া, যজমানের প্রতি সমিধ্‌ আধানের জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তাহাতে দ্বিতীয় অংশের অর্থ হয়,—'এই যজ্ঞকে হিংসারহিত করিয়া সম্যক্‌রূপে ধারণ করুন; দেবতাগণ এই যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করুন।' এই বলিয়া, পরিশেষে 'ওঁ প্রতিষ্ঠ' অংশে বলা হয়, 'হে সবিতৃদেব! ঐ সমিধ্‌ আধানে অনুমতি প্রদান করুন।' ঐ বাক্যেই আবার 'তথাস্তু' অর্থাৎ 'অনুমতি প্রদান করিলাম'—ভাব আসিয়া থাকে।

মন্ত্রটী যেমন সমিধ্‌ আধান কার্য্যে ব্যবহৃত হয় দেখিতেছি; তেমনই এই মন্ত্র আবার প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিষয়েও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্রের মধ্যে যে একটা নিত্য-সত্য সার্ব্বজনীন ভাব বিদ্যমান আছে, তাহা বুঝিতে হইবে। 'যজমান, তোমাকে অনুমতি দিলাম, তুমি সমিধ্‌ আধানে প্রবৃত্ত হও,'—এ প্রকার অর্থ সে পক্ষে সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যানুসরণেই আমরা এ মন্ত্রের পদার্থ প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়াছি ভাষ্যকার, একই মন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে সম্বোধন করিয়াছেন। আমরা মনে করি, একই সম্বোধনে মন্ত্রটী প্রযুক্ত; কেবল 'ওঁপ্রতিষ্ঠ' বাক্য ব্রহ্মবোধনমূলক। পরন্তু, ঐ বাক্যকেও মনঃসম্বোধন-রূপে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে। তাহাতে অর্থ হয়, 'হে মন! তুমি পরমব্রহ্মকে তোমাতে প্রতিষ্ঠিত কর।' 'বৃহস্পতি' পদের পূর্ব্বমন্ত্রেও যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এখানেও সেই অর্থ স্বীকার করিলাম।

এক্ষণে মন্ত্রের মধ্যে কি উচ্চভাব আছে, তাহা প্রণিধানপূর্ব্বক দেখা যাউক। মনই সকল কর্ম্মের নিয়ামক। অতীত অনাগত বর্ত্তমান—সকল কালের সকল অবস্থাই মনের বিষয়ীভূত। মন কুপথেও প্রধাবিত হইতে পারে, সুপথেও যাইতে সমর্থ হয়। মন সৎপথে বিচ্যুত হইতেও পারে, অসৎপথেও মনের গতি সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এইরূপ, হিংসাও মনের কার্য্য, অহিংসাও মনেরই বৃত্তি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ মন্ত্রের উপযোগিতা সম্যক্‌ উপলব্ধ হয়। এখানে মনকে বলা হইতেছে,—'মন! তুমি সদসৎ সকল কার্য্যেই লিপ্ত হইতে পার। সে সামর্থ্য তোমার আছে। কিন্তু তুমি যথেচ্ছাচারী হইও না। হও সত্বপরায়ণ। দেবতা তোমাকে সৎকর্ম্মে অনুরক্ত করুন। তোমা হইতে হিংসার মূল উচ্ছন্ন হউক। তোমাতে এমন ভাব আসুক, যাহাতে তোমার সৎকর্ম্মে সকল দেবতা পরিতুষ্ট হন,—সকল সদ্ভাব তোমাতে অবিচলিত থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সেই পরমব্রহ্ম তোমাতে প্রতিষ্ঠিত

হইবেন। পক্ষান্তরে আবার, তোমার সে অবস্থা অধিগত হইলে, তুমিই পরব্রহ্মকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে।' ভগবদনুগ্রহেই কর্ম্মশক্তি আসে; আবার সেইজন্ত শক্তি-প্রভাবেই ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ যেন পরস্পর অভেদ্য সম্বন্ধ, ইহাকেই বৈয়াকরণগণ 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন। (২অ -১৩ক—১ম)।

— — • — —

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) এষা তে অগ্নে সমিত্তয়া বর্দ্ধস্ব চা চ প্যায়স্ব।

বর্দ্ধিষীমহি চ বয়মা চ প্যাসিষীমহি।

(২) অগ্নে বাজজিদ্বাজং ত্বা সসৃবাংসং বাজজিতং সম্মার্জ্মি ॥ ১৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'এষা' (মম মতিঃ) 'তে' (তব) 'সমিৎ' (ইন্ধনস্বরূপা, জ্ঞানাগ্নিদীপিকা); 'তয়া' (মত্যা) 'বর্দ্ধস্ব' (বর্দ্ধিতো ভব); 'চ' (তথা) 'আপ্যায়স্ব চ' (অস্মানপি বৃদ্ধিং প্রাপয়); চ' (এবং সতি) 'বয়ং' (যাজ্ঞিকাঃ) 'বর্দ্ধিষীমহি' (বৃদ্ধিং প্রাপ্নুয়ামঃ) 'প্যাসিষীমহি চ' (সদ্ভাবাদীন বর্দ্ধয়ামশ্চ)।

২। 'বাজজিৎ' সত্ত্বভাববিনাশক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'বাজং' (সত্ত্বভাবং) 'সসৃবাংসং' (গচ্ছন্তং) 'বাজজিতং' (সত্ত্বভাবপ্রাপ্তবন্ধকনাশকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সম্মার্জ্মি' (সংশোধয়ামি, হৃদি সম্যক্ দীপয়ামি)। (২অ -১৪ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমার এই মন, তোমার ইন্ধনস্বরূপ (জ্ঞানাগ্নিদীপক) হউক; সেই (আমার) মনের দ্বারা (আমার মনোরূপ আহুতি পাইয়া) আপনি বর্দ্ধিত (প্রদীপ্ত) হউন; সঙ্গে সঙ্গে, আমাদিগকে পরিবর্দ্ধিত (দীপ্তিমন্ত) করুন; এইরূপ হইলে, আমরা বর্দ্ধিত (উচ্চস্তর প্রাপ্ত) হইব এবং সদ্ভাবাদিকেও বর্দ্ধিত করিতে পারিব।

২। সদ্ভাববিশিষ্ট হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! সদ্ভাব-সম্পাদনের উপযুক্ত সদ্ভাবের প্রতিবন্ধকতা-নাশক আপনাকে আমি আমার হৃদ্দেশে প্রদীপ্ত করিতেছি। (২অ—১৪ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৫।২) এষা ত ইতি হোতানুমন্ত্রয়ত ইতি। ব্রহ্মবং সমাপ্তং। অতঃ প্রাকৃতমার্ষং। ইয়মস্তুষ্টুবগ্নিদেবত্যা। হে অগ্নে এষা তে তব সমিৎ সমিন্ধনহেতুঃ কাষ্ঠবিশেষঃ তয়া সমিধা ত্বং বর্দ্ধস্ব বৃদ্ধিং গচ্ছ। আ প্যায়স্ব চ। অস্মানপি সর্ব্বতো বৃদ্ধিং প্রাপয়। তথা চ বয়মপি ত্বৎপ্রসাদাদ্বয়ং বর্দ্ধিষীমহি বৃদ্ধিং প্রাপ্নুয়াম প্যায়িষীমহি চ। অস্মদীয়পুত্রপশ্বাদীন সর্ব্বতো বৃদ্ধান করবাম। (কা০ ৩।৫।৪) সম্মার্ষ্টি পূর্ব্ববদপরিক্রামং সকৃৎ সকৃৎ সম্ববাংসমিতোতি; পূর্ব্বমন্ত্রে বাজজিদিতি (খ০ ৭) মন্ত্রেণ যথোক্তসংখ্যমনৈবং সম্মার্গঃ কৃতস্তথাত্রাপি সম্মার্ষ্টি। তত্র পরিক্রম্য ত্রিস্ত্রিঃ কৃতঃ। অত্র তু পরিক্রমণং বিনৈকৈকবারমিতি বিশেষ ইতি সূত্রার্থঃ মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ। ইয়াতি শেষঃ। হে অগ্নে ত্বাং সম্মার্জ্মি। কিম্ভূতং ত্বাং বাজং সম্ববাংস-মন্নমুদ্দিশ্য গতবন্তমন্নং সম্পাদিতবন্তমিত্যর্থঃ। অন্যৎ পূর্ব্বং। ১৪।

* * *

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

পূর্ব্বমন্ত্রে ব্রহ্মসাধক ঋত্বিকের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এ মন্ত্র হইতে হোতার কার্য্য আরম্ভ হইল। হোতা, 'এষা তে' এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে অনুমন্ত্রণ করিবেন। তখন, কতকগুলি সমিধ্ অগ্নিতে প্রদানপূর্ব্বক হোতা প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নি! তুমি এই সমিধ্ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও এবং আমাদিগকেও সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত কর। এরূপ হইলে, তোমার প্রসাদে আমরাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইব এবং আমাদের পুত্র ও পশু আদিকে বর্দ্ধিত করিতে পারিব।' ইহার পর দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা হোতা অগ্নিকে পরিক্রম করিয়া সম্মার্জ্জন করিবেন। তদনুসারে ঐ দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ,—'হে বাজজিৎ অগ্নি! অনেক বাজ (অন্ন) তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ; সুতরাং তোমাকে বাজজিৎ-মননে প্রদীপ্ত করিতেছি।'

আমরা এখানে সমিধ্ শব্দে জ্ঞানাগ্নিদীপক মনকে অভিহিত করিয়াছি। মন যদি ইন্ধন-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে হৃদয়-রূপ যজ্ঞকুণ্ডে জ্ঞানাগ্নি সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে আমরাও উন্নতি-লাভে সমর্থ হই। আত্মোন্নতির কামনা করিলে, মনকেই ভগবানের পূজায়, হোমাগ্নিতে, ইন্ধনরূপে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাই প্রথম মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় মন্ত্রে হৃদয়ে সদ্ভাব যাহাতে জাগরিত হয়, জ্ঞানাগ্নি যাহাতে বিস্তার লাভ করে, তদ্বিষয়ে আত্মোদ্বোধনের ভাব প্রকটিত হইয়াছে। (২অ—১৪ক—১-২ম)।

—— • ——

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। পঞ্চদশ কণ্ডিকা। চতুর্দ্দশাধিকা)।

(১) অগ্নীষোময়োরুজ্জিতিমনূজ্জেষং বাজস্য মা প্রসবেন প্রোহামি।

(২) অগ্নীষোমৌ তমপনুদতাং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং

দ্বিষ্মো বাজস্যৈনং প্রসবেনাপোহামি॥

(৩) ইন্দ্রাগ্ন্যোরুজ্জিতিমনূজ্জেষং বাজস্য মা প্রসবেন প্রোহামি॥

(৪) ইন্দ্রাগ্নী তমপনুদতাং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং

দ্বিষ্মো বাজস্যৈনং প্রসবেনাপোহামি॥ ১৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নীষোময়োঃ' (জ্ঞানভক্তিস্বরূপয়োর্দেবয়োঃ) 'উজ্জিতিং' (উৎকৃষ্টং জয়ং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'উজ্জেষং (উৎকৃষ্টং জয়ং প্রাপ্নোমি), 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন) 'মা' (মাং আত্মানমিত্যর্থঃ) 'প্রোহামি' (প্রোৎসাহয়ামি)।

২। 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ), 'অগ্নীষোমৌ' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'তং' (তথাবিধং শত্রুং) 'অপনুদতাং' (দূরীকুরুতাং); অহমপি, 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন) "এনং' (দ্বিবিধং শত্রুং) 'অপোহামি' (নিরাকরোমি)।

৩। 'ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ' (শক্তিজ্ঞানরূপয়োর্দেবয়োঃ) 'উজ্জিতিং' (উৎকৃষ্টং জয়ং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'উজ্জেষং' (উৎকৃষ্টং জয়ং প্রাপ্নোমি); 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন) 'মা' (মাং আত্মানমিত্যর্থঃ) 'প্রোহামি' (প্রোৎসাহয়ামি)।

৪। 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যং চ' (যং শত্রুং চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানস্বরূপৌ দেবৌ) 'তং' (তথাবিধং শত্রুং) 'অপনুদতাং' (দূরীকুরুতাং); অহমপি, 'বাজস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'প্রসবেন' (প্রেরণেন) 'এনং' (দ্বিবিধং শত্রুং) 'অপোহামি' (নিরাকরোমি)। (২অ—১৫ক—১-৪)।

বঙ্গানুবাদ।

১। জ্ঞান ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়ের প্রকৃষ্ট জয় অনুসরণ করিয়া আমি উৎকৃষ্ট জয় প্রাপ্ত হই; সৎকর্ম্মের প্রেরণার দ্বারা আমি আমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছি।

২। যে শত্রু আমাদিগের হিংসা করে, আমরা যে শত্রুর হিংসা করি, জ্ঞানভক্তিরূপ দেবদ্বয়, সেই উভয়বিধ শত্রুকে দূর করুন। আমিও সৎ-কর্ম্মের প্রেরণা দ্বারা সেই দ্বিবিধ শত্রুকে বিদূরিত করি।

৩। শক্তি এবং জ্ঞানরূপ দেবদ্বয়ের উৎকৃষ্ট জয় অনুসরণ করিয়া, আমি উৎকৃষ্ট জয় প্রাপ্ত হই; সৎকর্ম্মের প্রেরণার দ্বারা আমি আমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছি।

৪। যে শত্রু আমাদিগের হিংসা করে, আমরা যে শত্রুর হিংসা করি, শক্তি ও জ্ঞানস্বরূপ দেবদ্বয় সেই দ্বিবিধ শত্রুকে দূরীভূত করুন; আমিও সৎকর্ম্মের প্রেরণার দ্বারা সেই দ্বিবিধ শত্রুকে বিদূরিত করি। (২অ—১৫ক—১-২)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৫।১৭।১৮) জুহূপভৃতৌ ব্যূহত্যগ্নীষোময়োরিতীতি। তত্র জুহূং প্রাচীং প্রেরয়তি যজমানঃ। ব্যূহনং পরস্পরবিপরীতত্বেনাপনোদনং। অগ্নীষোময়োর্হবির্ভূতপুরোডাশদেবতয়োরুজ্জিতিমনু আবির্ভূতেন হবিঃস্বীকাররূপমুৎকৃষ্টং জয়মনুসৃত্য অহমুজ্জেষমুৎকৃষ্টং জয়ং প্রাপ্তবানস্মি। বাজস্যান্নস্য পুরোডাশাদেঃ প্রসবেনাভ্যনুজ্ঞয়া মাং প্রোহামি মাং যজমানং জুহূরূপধারিণং প্রোৎসাহয়ামি। যজ্ঞপুচ্ছে উপভৃতং প্রতীচীং প্রেরয়তি। যঃ শত্রুরস্মানদ্বেষ্টি অস্মদীয়যজ্ঞবিনাশায় দ্বেষং করোতি। যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। যমালক্ষ্য দ্বিদ্রূপমস্মদীয়ানুষ্ঠানবিরোধিনং শত্রুং দ্বিষ্মঃ বিনাশায়োদ্যোগং কুর্ম্মঃ। তমুভয়বিধং শত্রুমগ্নীষোমৌ দেবাবপনুদতাং নিরাকুরুতাম্। কিঞ্চ। অহমপ্যেনং দ্বিবিধং শত্রুমুপভৃদ্রূপং বাজস্য প্রসবেন পুরোডাশদেবতায়া অভ্যনুজ্ঞয়াপোহামি নিরাকরোমি। উত্তরৌ মন্ত্রৌ দর্শদেবতাবিষয়ৌ সমানার্থৌ। ১৫। (২অ-১৫ক-১-৪)।

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

যজ্ঞকর্ম্মে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয় যেভাবে প্রযুক্ত হয়, ভাষ্যে তাহার আভাষ দেখিতে পাই। এই মন্ত্র-কয়েকটী উচ্চারণের পূর্ব্বে জুহূ এবং উপভৃৎ দুটিকে পরস্পর বিপরীত দিকে স্থাপন করিতে হইবে; অর্থাৎ, পশ্চিমের জুহূকে পূর্ব্বদিকে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী

উপভৃৎকে পশ্চিমদেশে রক্ষা করিবে। তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'অগ্নি এবং সোম অর্থাৎ-দ্বিতীয় পুরোডাশের দেবতাদ্বয়ের উৎকৃষ্ট (বিঘ্নরহিত হইয়া হবিঃস্বীকাররূপ) জয়কে অনুসরণ করিয়া আমিও উৎকৃষ্ট জয় প্রাপ্ত হই। পুরোডাশাদি অন্নের অভ্যনুজ্ঞা (প্রেরণা) দ্বারা আমি জুহুরূপধারী যজমান আমাকে প্রোৎসাহিত করিতেছি।' এই মন্ত্রের দ্বারা জুহুকে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া, দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা উপভৃৎকে পশ্চিমে স্থাপন করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'যে অসুরাদি-রূপ শত্রু আমাদিগকে দ্বেষ করে (আমাদিগের যজ্ঞনাশের চেষ্টা করে), যে শত্রুকে আমরা হিংসা করি (আলস্যাদি-রূপ অস্মদীয় অনুষ্ঠান-বিরোধী শত্রুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করি), সেই উভয়বিধ শত্রুকে অগ্নীষোম দেবতাদ্বয় নিরাকৃত করুন; অপিচ, আমিও এই দ্বিবিধ শত্রুকে (উপভৃৎরূপ শত্রুকে) বাজ অর্থাৎ পুরোডাশ দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া দূরীকৃত করিতেছি।' পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয় দর্ভ দেবতা-বিষয়ক; তাহাদের অর্থও পূর্ব্বোক্ত প্রকার। ইহাই—ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

মন্ত্রের কোন্ শব্দে কিরূপ অর্থ স্বীকার করিয়া কোন্ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, ভাষ্য এবং আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দেখিলেই তাহা প্রতীত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নি এবং সোম দেবতার সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। ঐ দুই দেবতাকে আমরা জ্ঞান ও ভক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তৃতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধ আছে। ঐ দুই দেবতাকে আমরা শক্তির (কর্ম্মের) ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

অতঃপর একটী বিশেষ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। চারিটী মন্ত্রেই অগ্নিদেবতার সংশ্রব দেখিতে পাই। ইহাতে বুঝা যায়, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সংশ্রব উভয়ত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধনা-সাফল্যের পক্ষে সেরূপ থাকাই সুসঙ্গত। ভক্তির সঙ্গেও জ্ঞানের সংশ্রব যেরূপ প্রয়োজন; কর্ম্মের সঙ্গেও জ্ঞানের সংশ্রব সেইরূপ প্রয়োজন। জ্ঞানহীন কোনও কর্ম্মই ফলপ্রদ হইতে পারে না। জ্ঞানহীন ভক্তিও বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সেই তত্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়েই মন্ত্র-মধ্যে উভয়ত্রই অগ্নি-সম্বন্ধ স্থান পাইয়াছে। সে ভক্তি ভক্তিই নহে; সে কর্ম্মকে - কর্ম্মই বলিতে পারি না,—যেখানে জ্ঞানের সংশ্রব নাই। এই তত্ত্বই এখানে পরিস্ফুট দেখিতে পাই।

এখন, মন্ত্রের প্রতি অংশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম - জ্ঞান ও ভক্তির জয় হইলে আমি জয়যুক্ত হইব। এ উক্তি ধ্রুব সত্য। আমার মধ্যে জ্ঞান-ভক্তি জাগরূক হইলে, আমি যে বিশ্ববিজয়ী হইতে পারিব, তখন যে তুচ্ছ সংসার আমার পদানত হইবে, তাহার আর সংশয় কি? তখন (মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে) আমার সৎকর্ম্ম দ্বারাই আমাকে আমি উন্নত (প্রোৎসাহিত) করিতে পারিব। তখনই আমার সকল শত্রু নিরাকৃত হইবে। প্রথম দুইটী মন্ত্রের মধ্যে যে ভাব প্রত্যক্ষ করি, শেষ মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যেও সেই ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে—লক্ষ্য করুন। জ্ঞানই যে আত্মোন্নতিলাভের প্রধান উপাদান - মন্ত্র-কয়েকটীতে সে ভাবই পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (২অ—১৫ক—১৩ম)।

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ষোড়শ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বসুভ্যস্ত্বা। (২) রুদ্রেভ্যস্ত্বা। (৩) আদিত্যেভ্যস্ত্বা।

(৪) সঞ্জানাথাং দ্যাবাপৃথিবী। মিত্রাবরুণৌ ত্বা বৃষ্ট্যাবতাং।

(৫) ব্যন্তু বয়োঽক্তং রিহাণাঃ।

(৬) মরুতাং পৃষতীর্গচ্ছ বশা পৃশ্নির্ভূত্বা দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টিমাবহ।

(৭) চক্ষুষ্পা অগ্নেঽসি চক্ষুর্মে পাহি ॥ ১৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'বসুভ্যঃ' (নিবাসভূতদেবতাভ্যঃ, তেষাং তুষ্ট্যর্থং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

২। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'রুদ্রেভ্যঃ' (ঘোররূপেভ্যঃ পালকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং প্রীত্যর্থং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

৩। হে মনঃ! 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদিত্যেভ্যঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, তেষাং তুষ্টিসাধনার্থং) নিযোজয়ামি ইতি শেষঃ।

৪। হে মনঃ! ত্বাং 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিন্যৌ দেবতে) 'সংজানাথাং' (সম্যক্ অবগচ্ছতাং) তয়োর্জ্ঞানোপযুক্তং ভবেতি ভাবঃ।

৫। হে মনঃ! 'মিত্রাবরুণৌ' (অভীষ্টবর্ষিণৌ দেবৌ) 'বৃষ্ট্যা' (অভীষ্টবর্ষণেন) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবতাং' (পালয়তাং)।

৬। হে মনঃ! 'অক্তং' (শুদ্ধসত্ত্বান্বিতং ত্বাং) 'রিহাণাঃ' (লিহানাঃ, আস্বাদয়ন্তঃ) 'বয়ঃ' (দেবতাগণাঃ) 'ব্যন্তু' (কান্তিযুক্তাঃ ভবন্তু); মম হৃদয়ে দেবভাবাঃ প্রদীপ্যন্ত ইতি ভাবঃ।

৭। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'চক্ষুষ্পাঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শনেন্দ্রিয়পালকঃ) 'অসি' (ভবসি); 'মে' (মম) 'চক্ষুঃ' (দর্শনেন্দ্রিয়, সাক্ষাৎকারসাধনার্থং দূরদৃষ্টিং) 'পাহি' (রক্ষ)। (২অ—১৬ক—১০৭ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম ছয়টী মন্ত্র মনঃসম্বোধনসূচক ; শেষ মন্ত্রটী জ্ঞানাগ্নির সম্বোধনে প্রযুক্ত।]

১। হে মন! তোমাকে নিবাসস্থানীয় (সকলের আশ্রয় স্থানীয়) দেবতার তৃপ্তির জন্য নিয়োগ করিতেছি।

২। হে মন! তোমাকে ঘোররূপী শাসক দেবগণের প্রীতির জন্য নিয়োগ করিতেছি।

৩। হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ নিয়োগ করিতেছি।

৪। হে মন! তোমাকে আকাশ ও পৃথিবীর অভিমানিনী দেবতা সম্যক্‌রূপে অবগত হউন (অর্থাৎ, তুমি তাঁহাদের জ্ঞানের উপযোগী হও; তোমার কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারা তোমাকে জ্ঞাত হউন)।

৫। হে মন! অভীষ্টবর্ষী মিত্রাবরুণদেব, অভীষ্ট-বর্ষণ দ্বারা তোমাকে পালন করুন।

৬। হে মন! শুদ্ধসত্ত্বান্বিত তোমাকে আস্বাদন করিয়া (তোমাতে মিলিত হইয়া) দেবভাবসমূহ কান্তিযুক্ত হউক; (অর্থাৎ, আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া দেবভাবসমূহ অধিকতর প্রদীপ্ত হউক)।

৭। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সকলের চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়) রক্ষা করিয়া থাকেন; (আমার আত্মোৎকর্ষসাধন জন্য) আমার চক্ষুঃকে (দূরদৃষ্টিকে) রক্ষা করুন। (২অ—১৬ক—১-৭ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৫।৪) জুহ্বা পরিধীননক্তি যথাপূর্ব্বং বসুভ্য ইতি প্রতিমন্ত্রমিতি। হে মধ্যম পরিধে! বসুভ্যঃ বসুদেবতাপ্রীত্যর্থং ত্বা ত্বামনজ্মীতি শেষঃ। এবং দক্ষিণোত্তর পরিধি-মন্ত্রৌ ব্যাখ্যাত্যৌ। পরিধিত্রয়াঞ্জনেন সবনত্রয়দেবতাঃ প্রীয়ন্তে ইতি ভাবঃ॥ (কা০ ৩।৬।৩) সঞ্জানাথামিতি প্রস্তরাদানমিতি। হে দ্যাবাপৃথিবী দ্যুলোকভূলোকদেব্যৌ যুবাং সঞ্জানাথাং গৃহ্যমানং প্রস্তরং সম্যগবগচ্ছতং। কিঞ্চ হে প্রস্তর মিত্রাবরুণৌ প্রাণাপানবায়ূ বৃষ্ট্যা জলবর্ষণেন ত্বা ত্বামবতাং রক্ষতাং। বায়ুর্ব্বৈ বর্ষস্তেষ্টে (১।৮।৩।১২) ইত্যুক্তত্বাদ্বর্ষাধীনো বায়ুঃ স চাধ্যাত্মগতঃ প্রাণোদানরূপো মিত্রাবরুণশব্দাভ্যামুচ্যতে। স চ প্রস্তররূপং যজমানং বৃষ্ট্যাবতু। যজমানো বৈ প্রস্তর ইতি শ্রুতেঃ (১।৮।২ ৪৪)॥ (কা০ ৩।৬।৪।৭) অনক্ত্যে-নং ব্যন্ত বয় ইত্যগ্রং জুহ্বামুপভৃতি মধ্যং মূলমিতরস্যামিতি। ইতরস্যাং ধ্রুবায়াং॥ বয়ঃ

পক্ষিণঃ ব্যস্তু। গতিপ্রজননকান্ত্যসনখাদনেষু। পক্ষিরূপাপন্নানি গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি গচ্ছন্তু। প্রস্তরমাকারেতি শেষঃ। কিম্ভূতাঃ বয়ঃ। অক্তং রিহাণাঃ। অক্তং ঘৃতলিপ্তং প্রস্তরং লিহানাঃ আস্বাদয়ন্তঃ। রলয়োরৈক্যং। (৩৬৮) মরুতামিতি নীচৈর্ভুত্বা তৃণ-মাদায়াগ্নৌ প্রহরতীতি। এবং তৃণং প্রস্তরাৎ পৃথক্কৃত্য প্রস্তরং নীচৈর্ভূত্বাগ্নৌ প্রক্ষিপেদিতি সূত্রার্থঃ। মরুতামিতি প্রস্তরদেবত্যা বৃহতী কাণ্ডপৃষ্ঠা চতুর্থঃ পাদ আগ্নেয়ঃ। হে প্রস্তর ত্বং মরুতাং পৃষতীগচ্ছ মরুন্নামকানাং দেবানাং সম্বন্ধিনীঃ পৃষতীর্ব্বাহনরূপা অশ্বাশ্চিত্রবর্ণা গচ্ছ প্রাপ্নুহি। বায়ুবাহনবদ্বেগেন গচ্ছেত্যর্থঃ। অন্তরীক্ষং গচ্ছেত্যর্থঃ। বশা পৃশ্নির্ভূত্বা। বশা স্বাধীনা পৃশ্নিরল্পতনুর্গৌর্ভূত্বা দিবং গচ্ছ। কামধেনুবত্তৃপ্তিকারী ভূত্বা স্বর্গং গচ্ছেত্যর্থঃ। ততঃ স্বর্গপ্রাপ্তেরনন্তরং নোঽস্মদর্থং বৃষ্টিমাবহ ভূলোকে বৃষ্টিমানয়। যথা। ইয়ং বৈ বশা পৃশ্নির্যদিদমস্যাম্ মূলিচামূলং চান্নাদ্যং প্রতিষ্ঠিতং তেনেয়ং বশা পৃশ্নিরিতি শ্রুতের্ব্বশাপৃশ্নিশব্দেন ভূমিরুচ্যতে (১।৮।৩।১৫)। বশা পৃশ্নির্ভূত্বা পৃথিবী ভূত্বা দিবং গচ্ছ পৃথিবী সম্বন্ধিভাগানাদায় দ্যুলোকং তর্পয়েত্যর্থঃ। হে প্রস্তর ত্বমন্তরীক্ষং গত্বা তত্রাহাম্মরুতঃ সবাহনান্ সন্তর্প্য স্বর্গং গত্বা দেবাংশ্চ সন্তর্প্য পৃথিব্যাং বৃষ্টিং কুর্ব্বিত্যাহুতপরিণামঃ সূচিত ইতি ভাবঃ॥ (কা০ ৩,৬।১৫) চক্ষুষ্পা ইত্যাস্থানং জপতি ইতি হে অগ্নে ত্বং যতশ্চক্ষুষ্পা অসি। চক্ষুঃ পাতীতি চক্ষুষ্পাঃ। অববাধকা নির্বৃত্ত্য চক্ষুঃপালকোঽসি। অতো মে মম চক্ষুঃ পাহি পালয় প্রস্তর-প্রহরণপ্রসক্তং চক্ষুষ উপদ্রবং পরিহরেত্যর্থঃ॥ ১৬॥

* * *

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

—— * ——

ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র কয়েকটীর যে অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা বিবৃত করিতেছি। প্রথম মন্ত্রত্রয় পাঠ পূর্ব্বক পর পর পরিধিত্রয়কে জুহূ দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। তাহাতে মন্ত্রত্রয়ের অর্থ হয়,—'হে মধ্যম পরিধি, হে দক্ষিণ পরিধি, হে উত্তর পরিধি, বসু-দেবতার প্রীতির জন্য তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছি।' অর্থাৎ পরিধিত্রয়কে অভিষিক্ত করিলে সবনত্রয়াভিমানী দেবগণ প্রীত হয়েন। 'সংজ্ঞানাথাং' এই চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা প্রস্তর গ্রহণ করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ—'হে দ্যুলোক ভূলোক দেবীদ্বয়! তোমরা গৃহ্যমাণ এই প্রস্তরকে সম্যক্‌রূপে অবগত হও; এবং হে প্রস্তর, মিত্রাবরুণ অর্থাৎ প্রাণ অপান বায়ু, জলবর্ষণের দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুন।' এস্থলে, বায়ুই বর্ষণের অধিপতি। উহা প্রাণ এবং উদানরূপে অধ্যাত্মগত, মন্ত্রস্থিত 'মিত্রাবরুণ' পদদ্বয়ে তাহাই পরিব্যক্ত। সেই বায়ুই প্রস্তররূপ যজমানকে বৃষ্টি দ্বারা রক্ষা করুন। 'বযন্তবয়ঃ' এই পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা এই প্রস্তরের অগ্রভাগ জুহূতে, মধ্যভাগ উপভৃতে এবং মূলভাগ ধ্রুবাতে অভিষিক্ত করিবে। ইহার অর্থ,—'পক্ষীরূপপ্রাপ্ত গায়ত্রী আদি ছন্দঃ সমূহ, এই ঘৃতলিপ্ত প্রস্তর আস্বাদন পূর্ব্বক গমন করুন।' 'মরুতাং' এই ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা নীচঃস্থে প্রস্তর হইতে তৃণ গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। ইহার অর্থ হয়,—'হে প্রস্তর! তুমি, মরুদ্দেবতার সম্বন্ধী বাহনরূপ বিচিত্র অশ্বকে প্রাপ্ত হও

অর্থাৎ বায়ু বাহনের ন্যায় বেগে অন্তরীক্ষ প্রদেশে গমন কর। স্বাহীনা অন্নতন্তু গো হইয়া অর্থাৎ কামধেনুর ন্যায় তৃপ্তিকরী হইয়া স্বর্গে গমন কর। স্বর্গপ্রাপ্তির পর, আমাদিগের জন্য ভূলোকে বৃষ্টি আনয়ন কর। অথবা পৃথিবী হইয়া স্বর্গ যাও অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধী ভাগ সমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গের তর্পণ কর।' ভাবার্থ এই যে,—'হে প্রস্তর! তুমি অন্তরীক্ষে গমন করিয়া মেঘবাহন মরুদ্গণকে তর্পণ-পূর্ব্বক পৃথিবীতে বারিবর্ষণ কর।' 'চক্ষুষ্পা' এই সপ্তম মন্ত্র দ্বারা আত্মাকে স্পর্শ করিবে। তদনুসারে এই মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নিদেব! যেহেতু তুমি চক্ষুপালক, সেই জন্য আমার চক্ষুকে পালন কর। অর্থাৎ, প্রস্তর-প্রহরণজনিত চক্ষুর উপদ্রব পরিহরণ কর।'

ভাষ্যে যে মন্ত্র যে অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা উপরেই বিবৃত হইল। বলা বাহুল্য, ঐ অর্থ যেন নিতান্তই যজ্ঞ-ব্যাপারের অনুরোধে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে প্রযুক্ত পদটি 'বসুভ্যস্ত্বা' দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রযুক্ত পদ 'রুদ্রেভ্যস্ত্বা,' তৃতীয় মন্ত্রে প্রযুক্ত পদ 'আদিত্যেভ্যস্ত্বা'। মন্ত্রোক্ত এই তিনটী পদ হইতে ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন যে, তিনটী পরিধিকে জুহূ দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে। মন্ত্র মধ্যে কোথাও কিন্তু 'পরিধি' শব্দের নাম গন্ধ, বা তাহাকে জুহূ দ্বারা অভিষেক করিবার ভাব পাওয়া যায় না। এইরূপ চতুর্থ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—'সংজানাথাং দ্যাবাপৃথিবী। মিত্রাবরুণৌ ত্বা বৃষ্ট্যাবতাম্।' এই মন্ত্রে 'প্রস্তর' শব্দের কোনই উল্লেখ নাই, অথবা পাষাণ-ভাবে দ্যোতক কোন ভাবেরও প্রসঙ্গ নাই। তবে এ সকল শব্দকে বা ভাবকে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন—বহির্যজ্ঞের জন্য বাহ্য যজ্ঞের সম্ভাব সংস্থান নিমিত্ত। অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ভাব কণ্ডিকার অন্তর্গত সকল মন্ত্রই, এবং সকল মন্ত্রের এইরূপ বাহ্য ব্যাপার স্থূল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই, ভাষ্যকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও অধ্যাহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে মন্ত্রের যে ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর তাহারই একটু আলোচনা করিতেছি।

বিশেষ অনুধাবন করিলে, মন্ত্র কয়টীর মধ্যে এক নিগূঢ় ভাব পাওয়া যায়। মন্ত্রের প্রথম ছয়টি সূক্তে মনকে সম্বোধন করিয়া, তাহার উন্নতি উৎকর্ষ-সাধনের স্তর-পর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে মন! তুমি এখন, সকল সংসার-ব্যাপার ভুলিয়া, সকল ভ্রমছায়া ছাড়িয়া,—যিনি সকলের আশ্রয়-স্থানীয়, সর্ব্বভূতের আধার ও অধিপতি, একমাত্র তাঁহারই পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্য বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্র বিবেক বৈরাগ্য-মনুষ্যত্বের এই দুই শ্রেষ্ঠ ভাবকেই দ্যোতনা করিতেছে। তমোময় নিদ্রিত মনকে যেন অতি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়া বলা হইতেছে—'রে অবোধ অচেতন মন! সকলই তো অসার ক্ষণভঙ্গুর—চরাচর বিশ্ব-সংসার সকলই তো নিশার স্বপন—এই আছে এই নাই! তবে আর কেন? কেন আর সে তুচ্ছ অসারে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাও?' এই তো ব্যাকুল বৈরাগ্যের মহামন্ত্র। তৎপরে বলা হইতেছে;—'হে মন! সকল তুচ্ছ অসারকে সমূলে উৎপাটন করিয়া যিনি সারাৎসার—যিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র চরম আশ্রয়স্থান, তাঁহার তৃপ্তি-সাধনে আত্ম-নিয়োগ কর, তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই পাদপদ্মমূলে দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দাও।' ইহা অপেক্ষা বিবেকের শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কি হইতে পারে? মনের পক্ষে এমন উচ্চ উপদেশ

আর কিছুই নাই। কিন্তু মন তো তাহা শুনিবার পাত্র নহে। মন যে বড়ই অধীর—বড়ই চঞ্চল। তাহাকে বশে আনা বা তাহাকে আয়ত্তীকৃত করা তো বড়ই কঠিন! অতি অস্থির মনের ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য সম্পাদন যে বড়ই দুষ্কর! এই কথা মনে করিয়াই, নরনারায়ণ অর্জ্জুন, আকুল কণ্ঠে ভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছেলেন—"বায়োরিব সুদুষ্করম্।" সত্যই বটে! বায়ুকে বন্ধন করা যেমন সুকঠিন, মনকে বন্ধন করাও তদ্রূপ দুঃসাধ্য! মদমত্ত বারণ তুল্য এমন মনকে কে শাসন-দণ্ডে—পরিচালিত করিবে?—কে শান্তি-সংযমের নিগড় সংযত করিয়া রাখিবে? তাই দ্বিতীয় মন্ত্রে বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করা হইয়াছে—'রুদ্রেভ্যস্ত্বা'। অর্থাৎ,—'হে চঞ্চল অসংযত মন! এই স্তরে আসিয়া,—এই অবস্থায় পড়িয়া, তুমি ঘোররূপী শাসিকা যে দৈবী শক্তি, তুমি একবার তাহার প্রতি লক্ষ্য কর,—তুমি একবার তাহারই প্রীতির জন্য বিনিযুক্ত হও।' বলা হইতেছে,—'হে সাধক-আত্মা, অতঃপর তুমি শক্তি-সাধনার জন্য যোগ-যুক্ত হও। অতি স্থিরভাবে, অতি ধীরভাবে, অতি দৃঢ়ভাবে, সদাই অস্থির মনকে কঠোর-রূপে সুসংযত কর।' বিবেক-বৈরাগ্যের উদ্বোধনে তাহাদেরই প্রেরণা-বলে সাধনক্ষেত্রে উন্নতি-উৎকর্ষের উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। তখন সাধককে শক্তি-সাধন রূপ ঘোর আধ্যাত্ম-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন কঠোর শাসনদণ্ডধারী বিশ্বশাসক, দৃঢ় শাসন দণ্ডের বশে, পরিচালনা করিয়া সাধকের অস্থির চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিয়া দেন। এখানে সেই অবস্থারই আভাষ প্রাপ্ত হই।

এই অবস্থায় সংযত-চিত্ত শান্ত শুদ্ধ সাধক, ব্রহ্ম-জ্যোতি-সন্দর্শনের অধিকার লাভ করেন। তখন সাধক মনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন;—হে মন! তোমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণের তৃপ্তিসাধনের জন্য নিযুক্ত করিতেছি। অর্থাৎ, এমন তুমি অন্তরাত্মাকে পরমালোকে আলোকিত করিয়া, ব্রহ্মজ্যোতিঃ-স্বরূপে নিমজ্জিত হও।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যেভ্যস্ত্বা' সেই স্তবের বিষয় খ্যাপন করিতেছে।

সাধকের আত্মা ব্রহ্মালোকে আলোকিত হইলে, স্বতঃই তাহার বিশাল বিরাট্ ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে। অনন্ত আকাশ বিশাল বিশ্ব সেই বিশাল বিরাট ভাবেরই দ্যোতনা করিয়া থাকে। সেই বিরাট বিশাল ভাব লাভ করিয়া সাধক, মনকে বলিয়া থাকেন,—'মন, তোমার কর্ম্ম দ্বারা, তুমি এখনই ভূমা-ভাবে সুবিস্তৃত সম্প্রসারিত হও, যেন ক্ষিতিব্যোমাত্মিকা বিশাল বিরাট অনন্ত দেবতা তোমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তুমি যেন বিশাল বিরাট হৃদয় হওয়া, তাঁহাতে সংশ্রব-সম্মিত বা সম্মিলিত হইয়া যাইতে পার। চতুর্থ মন্ত্রে সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। অতঃপর পঞ্চম মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ-আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—হে মন! এখন তুমি, ভগবানে আশীর্ব্বাদ প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হইয়াছ—এখন ভগবান, তোমার প্রতি 'প্রেমা' রূপ পরমকরুণাধারা বর্ষণ করুন। অর্থাৎ, ভগবৎপ্রসাদে তুমি পরম ভক্ত ও প্রেমিক হইয়া, ভগবৎ সেবায় ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হও।' এই মন্ত্রের মিত্রা-বরুণ পদ ভগবানের সেই মৈত্রী-ভাব ও করুণা-ধারা-বর্ষণের ভাব দ্যোতনা করিবার জন্যই মিত্রাবরুণ বিভূতি-লক্ষণে ভগবানকে বিভূষিত করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ মন্ত্রে এই প্রেম-ভক্তিরূপ মহাভাবেরই বিশিষ্ট বিকাশ ও সেই ভাবের সম্যক প্রতিষ্ঠার

আকাঙ্ক্ষা প্রকটিত। তাই তখন বলা হইয়াছে,—'হে মন। কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি যে শুদ্ধ স্বভাব লাভ করিয়াছ, তোমার অন্তরাত্মায় নিহিত দেবভাব উদ্বেলিত হইয়া, তাহার সহিত সন্ধি লাভ হউক এবং সমধিক সমুজ্জ্বল ও সুপুষ্ট হইতে থাকুক।

অতঃপর কণ্ডিকার উপসংহার রূপ শেষ সপ্তম মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্। আপনি পরম জ্ঞানস্বরূপ। একমাত্র আপনি জীবের জ্ঞান-চক্ষুর পরিরক্ষক প্রতিপালক। আমার (সাধকের) তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ যে দিব্য-দৃষ্টি উন্মেষিত উদ্ভাসিত হইয়াছে আপনি তাহাকে সংরক্ষণ ও সুপুষ্ট করুন।" সাধন-ক্ষেত্রের এই এক স্তর-পর্য্যায় মনে করা যাইতে পারে। (২অ—১৬ক—১-৭ম)।

—— • ——

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। সপ্তদশ কণ্ডিকা। দ্বিসপ্ততিকা)।

(১) যং পরিধিং পর্য্যধত্থা অগ্নে দেব পণিভির্গুহ্যমানঃ।

তং তঽএতমনু জোষম্ভরাম্যেষ নেত্তদপচেতয়াতৈ ॥

(২) অগ্নেঃ প্রিয়ং পাথোঽপীতম্ ॥ ১৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) ত্বং 'পণিভিঃ' (রিপুশত্রুভিঃ) 'গুহ্যমানঃ' (সংরুদ্ধ্যমানঃ) 'যং পরিধিং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপং ব্যবধায়কং) 'পর্য্যধত্থা' (হৃদয়ে স্থাপয়সি); 'তে' (তব) 'জোষং' (প্রিয়ং) 'তমেতং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবং) 'অনুভরামি' (অনুগৃহ্নামি হৃদয়ে পোষয়ামি); 'এষঃ' (পরিধিঃ) 'ত্বং' (ত্বত্তঃ সকাশাৎ) 'নেৎ' (নৈব) 'অপচেতয়াতৈ' (অপচেতয়তি ত্বয্যেব তিষ্ঠতীতি ভাবঃ)।

২। হে মম কর্ম্মভক্তী যুবাং 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানস্বরূপদেবস্য) 'প্রিয়ং' (মনোহরং) 'পাথঃ' (তং সত্ত্বভাবং) 'অপীতং' (অপিগচ্ছতং প্রাপ্নুতং ইতি ভাবঃ)। (২অ—১৭ক—১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি রিপুশত্রুগণ কর্ত্তৃক সংরুদ্ধ্যমান হইয়া (আমার) হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ ব্যবধান স্থাপন করিয়া থাকেন; আপনার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে আমি হৃদয়ে পোষণ

করিতেছি ; এই শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ পরিধি, আপনার নিকট হইতে অপগত হইতে জানে না (অর্থাৎ আপনাতেই বিদ্যমান থাকে)।

২। হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি! তোমারা, জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও। (২অ—১৭ক—১-২ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৬।১৭) পরিধীনমুপ্রহরতি যং পরিধিমিতি প্রথমমিতি॥ একাদশিন্যামোক্তৈকস্তু বিরাড়্রূপঃ। প্রথমো যন্ত্রকঃ। যং পরিধিং। ত্রিষ্টুব্বিরাড়্রূপা আগ্নেয়ী যজুরন্তা। অগ্নেঃ প্রিয়মিতি যজুঃ। দেবলদৃষ্টা॥ হে অগ্নে দেব আহবনীয় পণিভিরসুরৈঃ গুহ্যমানঃ। গুহূ সংবরণে সংব্রিয়মাণঃ সংরুদ্ধমানঃ সন্ ত্বং যং পরিধিং পশ্চিমদিশি পর্য্যধথাঃ অসুরোপদ্রব-নিবারণায় পরিহিতবানসি স্থাপিতবানসি। তে তব জোষং প্রিয়ং তমেতং পরিধিমনুভরামি বহ্নৌ প্রক্ষিপামি। অনুক্রমক্রমঃ। হরতেহৃত ভঃ। এষ পরিধিঃ ত্বং ত্বত্তঃ সকাশাৎ ন। ইৎ এবার্থে নৈব অপচেতয়াতৈ মা আপচেতয়তু ত্বত্তোঽপগন্তুং মা জানাত্বিত্যর্থঃ। তথৈব ভিষ্ঠতু। চিতী সংজ্ঞানে ণিজন্তাল্লেট্। তস্মাত্মনেপদে প্রথমৈকবচনং তাস্তং। টিত আত্মনে-পদানামিতি (পা০ ৩।৪।৭৯) তস্যৈকারঃ। বৈতোঽন্যত্রেতি (পা০ ৩।৪।৯৬) লেটেকারস্য পাক্ষিক ঐ। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ (পা০ ৩।৪।৯৪) গুণায়াদেশৌ। অপপূর্ব্বঃ আপচেতয়াতৈ। অপচেতয়তু এষ পরিধিস্ত্বত্তোঽপগন্তুমিচ্ছেন্মা মাস্থিত্যর্থঃ। (কা০ ৩।৬।১৭) ইতরৌ চ যুগপদগ্নেঃ প্রিয়মিতি। দক্ষিণোত্তরৌ পরিধী যুগপৎ প্রক্ষিপেৎ। হে পরিধী অগ্নেঃ প্রিয়ং পাথঃ যুবামপীতমপিগচ্ছতং। পাথ ইত্যন্ননাম আহবনীয়স্য ভিপ্রেতমন্নমপিগচ্ছতং। অগ্নেরন্নং ভবন্তাং প্রাপ্যতামিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

—— • ——

এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকার বলেন,—এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা পরিধি সকল অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। 'যং পরিধিং' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা প্রথম পরিধি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়।' তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আহবনীয় অগ্নিদেব পণিনামক অসুরগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ অবরুদ্ধ হইয়া অসুরগণের উপদ্রবনাশের জন্য যে পরিধিকে পশ্চিম দিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনার প্রিয় সেই পরিধিকে আমি বহ্নিতে প্রক্ষেপ করিতেছি ; এই পরিধি, আপনার নিকট হইতে যেন অবগত হইতে না জানে (অর্থাৎ আপনাতেই অবস্থিত হউক, অনন্তর অপর পরিধিদ্বয় (দক্ষিণ ও উত্তর পরিধি), 'অগ্নেঃ প্রিয়ং' এই মন্ত্র দ্বারা একাকালীন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে মন্ত্রার্থ হয়,—'হে পরিধিদ্বয়, তোমরা অগ্নিদেবের অভিপ্রেত অন্নকে প্রাপ্ত হও।'

এই মন্ত্রের আলোচনায় যে নিগূঢ় ভাব পাওয়া যায়, তাহা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অগ্নি স্বরূপ দেবকে জ্ঞানাগ্নি বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি কখনই 'পণি' নামক বিশেষ কোনও অসুর কর্তৃক নিরুদ্ধ থাকিতে পারেন না। জ্ঞানাগ্নি রিপু শত্রু দ্বারাই অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং 'অগ্নিকে' জ্ঞানাগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া, 'পণি' পদকে রিপু শত্রু-রূপে ধারণা না করিলে, মন্ত্রের কোনই নিগূঢ় সুসঙ্গত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকার 'পরিধি' শব্দে স্থূল বস্তু বিষয়ক বেষ্টনীকে অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি, 'পরিধির' প্রকৃষ্ট অর্থ এখানে শুদ্ধসত্ত্বভাব-স্বরূপ ব্যবধায়ক ভিন্ন স্থূল জড়াত্মিকা বেষ্টনী কখনই সুসঙ্গতরূপে গ্রহণীয় হইতে পারে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের অর্থ হয় যে—হে জ্ঞানস্বরূপ দেব। আপনি রিপুশত্রুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া সাধক হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবরূপ ব্যবধান স্থাপন করেন, সাধক আপনার সেই প্রিয় সামগ্রীকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।' সাধক যখন বিবেক বহ্নিকে প্রজ্বলিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টান্বিত হন, রিপুকুল তখন তাহাতে নির্ব্বাপিত করিতে যত্নবান হয়,—কিছুতেই সেই জ্ঞান-বহ্নিকে উদ্ভাসিত হইতে দেয় না। তখন সাধক কাতর-কণ্ঠে ব্যাকুল হৃদয়ে জ্ঞানময় অগ্নিদেবকে ডাকিয়া বলেন,—'হে দেব! হে অন্তরাত্মার প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শক জ্যোতিস্বরূপ দেব! আপনি একবার আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন! দেখুন—যে শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনার পরম প্রিয় যাহা কেবলমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই পরম ভাবকে আমি প্রাণে পরিপোষণ করিতেছি। কিন্তু রিপু শত্রুকুল নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমায় রক্ষা করুন—ঘোর রিপুশত্রুগণের করাল হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।'

ভাষ্যকার দ্বিতীয় মন্ত্রে 'পাথঃ' শব্দ অন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'অন্ন' অর্থে শুদ্ধসত্ত্বভাবকে গ্রহণ করিলাম। দ্বিতীয় মন্ত্রের অভ্যন্তরে দ্বিবচনাত্মক 'অর্পিতং' ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে আমরা সাধন-ক্ষেত্রের এই দুই মুখ্য ভাবকে গ্রহণ করিলাম। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আমার কর্ম্ম ও ভক্তি, তোমরা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রিয় সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবকে প্রাপ্ত হও।

সাধন ও অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সাধক হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, যখন তাঁহার ভাগ্যে পরম জ্যোতির সন্দর্শন-সৌভাগ্য সংঘটিত হয়, তখন সাধক স্বীয় কর্ম্মকে ও ভক্তিভাবকে জ্ঞানমুখী করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। বাস্তবিক-পক্ষে কর্ম্ম ও ভক্তিকে জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করিতে না পারিলে, তাহাদের প্রতিষ্ঠা বা দৃঢ়তা সংস্থাপিত সংবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যে কর্ম্ম জ্ঞানমুখী নহে, সে কর্ম্ম কর্ম্মই নহে—অকর্ম্ম। যে ভক্তি জ্ঞানান্বিত নহে, সে ভক্তি অস্থায়ী তাই সাধক, হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, অন্তরের অন্তস্থল হইতে বলিয়া থাকেন,—'হে আমার কর্ম্ম, হে আমার ভক্তি ভাব, এখন তোমরা জ্ঞানময় জ্যোতিস্বরূপ দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হও। তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বভাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আপনাদিগকে সুদৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত কর।' (২ম—১৭ক—১-২ম)॥

* * *

অষ্টাদশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। অষ্টাদশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) সংস্রবভাগা স্থেষা বৃহন্তঃ প্রস্তরেষ্ঠাঃ পরিধেয়াশ্চ দেবাঃ।

ইমাং বাচমভি বিশ্বে গৃণন্ত আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বং ॥

(২) স্বাহা বাট্ ॥ ১৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' (প্রস্তরবৎস্থিরস্থানবাসিনঃ) 'পরিধেয়াশ্চ' (শুদ্ধসত্ত্বজাঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ) 'ইষা' (অন্নেন, ভক্তিসুধয়া, অভীষ্টবর্ষনেন) 'বৃহন্তঃ' (বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) 'সংস্রবভাগাঃ' সাধকানাং সংসর্গভাগিনঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বিশ্বে' (হে সর্ব্বদেবভাবা) 'ইমাং' (মদীয়াং) 'বাচং' (স্তুতিরূপাং বাণীং) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'গৃণন্তঃ' (কথয়ন্তঃ, আদরেণ শৃণ্বন্তঃ), 'অস্মিন্' (পরিদৃশ্যমানে) 'বর্হিষি' (যজ্ঞে, মম হৃদ্দেশে) 'আসদ্য' (উপবেশ্য) 'মাদয়ধ্বং' (তৃপ্যধ্বং)।

২। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে 'স্বাহাবাট্' (ইদং অনুষ্ঠানং সুহুতমস্তু, এতদবশ্যমেব সুহুতং ভবিতুমর্হতি)। (২অ—১৮ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রস্তরের ন্যায় স্থিরস্থাননিবাসী (রিপুশত্রুকৃত উপদ্রব শূন্য-হৃদয়-নিবাসী) শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাব সমূহ! আপনারা ভক্তি-সুধাতে বর্দ্ধিত হইয়া (সাধকদিগের) সংসর্গভাগী হয়েন; হে দেবভাব-সমূহ! (আপনারা) মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া পরিদৃশ্যমান্ যজ্ঞে (এই আমার হৃদ্দেশে) উপবেশনপূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করুন।

২। ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমার এই অনুষ্ঠান সুহুত হউক, ইহা অবশ্যই সুহুত হইবে। (২অ—১৮ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৬।১৮) সংস্রবভাগা ইতি সংস্রবান্ জুহোতীতি। বৈশ্বদেবী ত্রিষ্টুব্ যজুরন্তা। স্বাহাবাড়িতি যজুঃ। সোমশুষ্ম ঋষিঃ। হে বিশ্বে দেবা যূয়ং সংস্রবভাগাঃ স্থ। বিলীনমাজ্যং সংস্রবঃ। স এব ভাগো যেষাং তে সংস্রবভাগাঃ। তথাবিধা ভবথ। তথা ইষা সংস্রবলক্ষণেনান্নেন বৃহন্তো মহান্তঃ স্থ। কিঞ্চ যে প্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রস্তরে তিষ্ঠন্তীতি প্রস্তরেষ্ঠাঃ প্রস্তরস্থায়িনঃ। যে চ পরিধেয়া পরিধিভবাঃ সন্তি। তে বিশ্বে দেবা ইমাং মদীয়াং বাচমভিগৃণন্তঃ সর্ব্বত্র বর্ণয়ন্তঃ। অয়ং যজমানঃ সম্যক্ যজতীত্যেবং সর্ব্বেষাং দেবানাং মধ্যে কথয়ন্তো যূয়মস্মিন্ বর্হিষি যজ্ঞ আসত্যোপবিশ্য মাদয়ধ্বং তৃপ্যধ্বং মোদধ্বং বা। স্বাহেতি বাড়িতি চ শব্দৌ হবির্দ্দানার্থৌ। সর্ব্বথা দত্তমিত্যাদরং দর্শয়িতুং শব্দদ্বয়প্রয়োগঃ। যদ্যপি স্বাহাকারেণ বা বষট্‌কারেণ বেতি শ্রুতের্ব্বষট্‌কারো দানার্থঃ। তথাপি দেবানাং পরোক্ষপ্রিয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষত্বপরিহারায় বাড়িতিশব্দঃ প্রযুক্তঃ ॥ ১৮ ॥

* * *

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

ভাষ্যদৃষ্টে অবগত হওয়া যায়,—'সংস্রবভাগাঃ' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা সংস্রবগুলিকে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। এ মতে সংস্রব শব্দের অর্থ—বিলীন আজ্য। তাহাতে ঐ প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে বিশ্বেদেবগণ! আপনারা সংস্রবভাগী হউন, সেইরূপ সংস্রব-অন্নের দ্বারা মহৎ হউন। এবং যে দেবগণ প্রস্তরে বর্ত্তমান, যাঁহারা পরিধি হইতে উৎপন্ন—সেই বিশ্বেদেবগণ, মদীয় এই বাক্যকে সর্ব্বত্র বর্ণন করিতে করিতে (অর্থাৎ—'এই যজমান, সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিতেছে' এইরূপ বাক্য সকল দেবতার মধ্যে বলিতে বলিতে) এই যজ্ঞে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত অথবা হর্ষান্বিত হউন।' 'স্বাহা বাট্' এই দ্বিতীয় মন্ত্রে 'স্বাহা' শব্দ এবং 'বাট্' শব্দ এই উভয় শব্দই (দেবোদ্দেশ্যে) হবির্দ্দানরূপ অর্থ প্রকাশ করে। 'সম্যক্‌রূপে দত্ত' এইরূপ আদর দেখাইবার নিমিত্তই শব্দ দুইটীর প্রয়োগ হইয়াছে। যদিও, 'স্বাহাকারের দ্বারাই হউক অথবা বষট্‌কারের দ্বারাই হউক' এইরূপ শ্রুত্যুক্ত প্রমাণে বষট্‌কারও দানার্থ প্রকাশ করে; তথাপি দেবগণ, পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য 'বাট্' এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'ইহা সুহুত হউক, ইহা নিশ্চয়ই সুহুত হইবে। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এইরূপ অর্থই অধিগত হওয়া যায়। এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রটীর যেরূপে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

মন্ত্রস্থিত 'প্রস্তরেষ্ঠাঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রস্তরস্থিত দেবগণ'। আমরা লক্ষণাশক্তির সাহায্যে ভাষ্যানুসরণেই ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'প্রস্তরের ন্যায় স্থির স্থান-নিবাসী। অর্থাৎ, যে দেবগণ বা দেবভাবসমূহ, কামক্রোধাদি শত্রুকৃত উপদ্রবরহিত স্থির

দৃঢ় দুর্ভেদ্য হৃদয়ে বাস করেন। ইহাতে ঐ পদ, দেবগণের বা দেবভাবেরই সুসঙ্গত বিশেষণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। আমত, 'পরিধেয়াশ্চ' এই পদের চকারটীকে ভাষ্যকার ভেদসূচক বলিয়া অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—'প্রস্তরস্থিত দেবগণ এবং পরিধিজাত দেবগণ'। ইহাতে আমরা বলি, চ-কারটী যদি ভেদসূচক না হইয়া পাদপূরণজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের সুসঙ্গত অর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। অর্থাৎ প্রস্তরেষ্ঠাঃ' পদ, 'পরিধেয়াশ্চ' পদের গুণবাচক মাত্র। 'পরিধি' শব্দের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ অর্থের বিষয় পূর্ব্বমন্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই হৃদয়ে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব শুদ্ধসত্ত্বভাবই একরূপ ত্র দেবভাবের জনক।

'সংস্রব' পদের অর্থ আমরা 'দ্বিতীয় আজ্য' না ধরিয়া উহার প্রচলিতার্থ 'সংসর্গ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'প্রস্তরবৎ স্থিরস্থান নিবাসী শুদ্ধ-সত্ত্বোৎপন্ন হে দেবভাবনিবহ! আপনারা ভক্তিসুধাতে বর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকেন।' প্রথম মন্ত্রের অপরাংশের অর্থবিষয়ে ভাষ্যের সহিত প্রায়ই বিরোধ নাই, তবে গৃণন্তঃ' পদের ভাবার্থ—'সমাদরে শ্রবণ করিয়া' গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে এ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হে দেবভাবসমূহ! আপনারা মদীয় এই স্তুতিরূপ বাক্যকে সর্ব্বতোভাবে সমাদরে শ্রবণ করিয়া এই যজ্ঞে (আমার হৃদ্দেশে) উপবেশন পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করুন।' একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক প্রথম মন্ত্রের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়, হৃদয়ের কামক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তি সকল যখন দমিত হইয়া থাকে, হৃদয়ক্ষেত্রে যখন সেই কামক্রোধাদি রিপুবর্গের উপদ্রব পরিশূন্য হয়, তখনই শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয় হইয়া থাকে—তখনই দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। ক্রমশঃ সেই দেবভাবসমূহ, ভক্তিসুধা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধকের সংসর্গভাগী হইয়া থাকে। অথবা, আমাদের অভীষ্টপূরণ দ্বারা তাঁহারা বর্দ্ধিত হয়েন; অর্থাৎ, আমাদের অভীষ্টপূরণেই হৃদয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের সত্তা বর্দ্ধিত হ য়া থাকে। তাহাতে সাধকের সহিত দেবভাব-সমূহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। ইহাই হইল প্রথম মন্ত্রের প্রথমাংশের তাৎপর্য্য।

অতঃপর ঐ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমাংশে সাধক দেবভাবের গুণাদি বর্ণনা করিয়া এই দ্বিতীয়াংশের দ্বারা সেই দেবভাবের লাভাকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা জানাই-তেছেন। তিনি বলিতেছেন, -'হে দেবভাবসমূহ। আপনারা আমার এই (ভক্তি-সম্ভূত) বাক্য সমাদরে শ্রবণ করুন। আমার এই হৃদ্দেশে উপবেশন পূর্ব্বক (আমার সহিত সংসর্গভাগী হইয়া) তৃপ্ত হউন।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখিতেছি, ভগবানের প্রতি সাধকের স্থিরবিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি ভগবানের উদ্দেশে 'স্বাহা' ও 'বট্' এই একার্থ বোধক দুই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভক্তি সুধা অর্পণ পূর্ব্বক বলিতেছেন—'ইহা অবশ্য সুহুত হইবে। অর্থাৎ, আমার অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে।' এখানে ভগবানের প্রতি সাধকের স্থির-ভক্তি লাভ হইয়াছে। 'ইহা অবশ্য সুহুত হইবে'—এই বিশ্বাসই তো সাধনার শেষ পরিণতি। (২অ—১৮ক—১-২ম)।

—•—

ঊনবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ঊনবিংশ কণ্ডিকা। বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ঘৃতাচী স্থো ধুর্য্যৌ পাতং সুম্নে স্থঃ সুম্নে মা ধত্তং।

(২) যজ্ঞ নমশ্চ তউপ চ যজ্ঞস্য শিবে সংতিষ্ঠস্ব

স্বিষ্টে মে সংতিষ্ঠস্ব ॥ ১৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে জ্ঞানভক্তী, যুবাং 'ঘৃতাচী' (সদ্ভাবসহযুক্তে) 'স্থঃ' (ভবথঃ); হে জ্ঞানস্বরূপ-ভক্তিস্বরূপৌ দেবৌ যুবাং 'ধুর্য্যৌ' (সৎকর্ম্মনির্ব্বাহকৌ জ্ঞানভক্তিযোগৌ) 'পাতং' (রক্ষতং); 'সুম্নে' (সুখরূপে) 'স্থঃ' (ভবথঃ), 'মা' (মাং) 'সুম্নে' (সুখে) 'ধত্তং' (স্থাপয়তং)।

২। 'যজ্ঞ' (হে যাগাধিষ্ঠাতৃদেব!) 'তে' (তুভ্যং) নমশ্চ (নমোঽস্তু) 'উপচ' (তে বৃদ্ধিশ্চাস্তু); হে ভগবন্! ত্বং 'যজ্ঞস্য' (মম যাগাদিসৎকর্ম্মণঃ) 'শিবে' (কল্যাণে) সংতিষ্ঠস্ব' (সংস্থিতো ভব, যজ্ঞস্য কল্যাণং সম্পাদয়েতি ভাবঃ); তথা 'মে' (মম) 'স্বিষ্টে' (পরমকল্যাণে, নিঃশ্রেয়সে) 'সংতিষ্ঠস্ব' (সংস্থিতো ভব, মম নিঃশ্রেয়সস্বরূপং পরমকল্যাণং সাধয়েতি তাৎপর্য্যঃ)। (২অ—১৯ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা সদ্ভাবসহযুত হও। হে জ্ঞানস্বরূপ ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়, আপনারা (আমার) সৎকর্ম্মনির্ব্বাহক জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগকে রক্ষা করুন; আপনারা সুখস্বরূপ হয়েন, আমাকে সুখে রাখুন।

২। হে যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃদেব! আপনাকে নমস্কার, আপনার বৃদ্ধি হউক। হে ভগবন্! আপনি (আমার) যাগাদিসৎকর্ম্মের কল্যাণ-সাধন করুন, এবং আমার নিঃশ্রেয়সস্বরূপ পরম কল্যাণ সম্পাদিত করুন। (২অ—১৯ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩,৬।১৯) ঘৃতাচী ইতি ধুরি নিদধাতীতি। জুহূপভৃতৌ শকটধুরি নিদধ্যাৎ। হে জুহূপভৃতৌ যুবাং ঘৃতাচী স্থঃ। ঘৃতমঞ্চতঃ প্রাপ্নুতঃ ইতি ঘৃতাচ্যৌ। পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। তথাবিধে যুবাং ধূর্য্যাবনড়্বাহৌ পাতঃ রক্ষতং ধুরং বহতস্তৌ ধুর্য্যৌ। কিং চ যুবাং সুম্নে সুখরূপে স্থঃ ভবথঃ তস্মাৎ সুম্নে সুখে মা মাং ধত্তং স্থাপয়তং॥ (কাঃ ৩।৬ ২১) যজ্ঞনমশ্চ ভইতি বেদিমালভত ইতি। অস্ত মন্ত্রস্ত শূর্পং যবমান্ কৃষিরুদ্বালবান্ ধানান্তর্ব্বানিতি পঞ্চ ঋষয়ঃ। যজ্ঞো দেবতা। হে যজ্ঞ তে তুভ্যং নমঃ অস্তু উপ উপচয়ো বৃদ্ধশ্চ তেঽস্তু। চকারাবন্যোন্যসমুচ্চয়ার্থৌ। নম উপশব্দাভ্যাং যজ্ঞস্ত যদতিরিক্তং যচ্চ ন্যূনং জাতং তৎপূর্ণং জায়তে। তথা চ শ্রুতিঃ। স যদাতিরেচয়তি তন্নমস্কারেণ শময়তি অথ যদূনং করোত্যুপ চেতি তেন তদনূনং ভবতীতি। কিং চ। যজ্ঞস্ত শিবে সংতিষ্ঠস্ব অন্যূনাতিরিক্তং যজ্ঞং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যদ্বৈ যজ্ঞস্যান্যূনাতিরিক্তং তচ্ছিবং তেন তদুভয়ং শময়তীতি শ্রুতেঃ। মে মম স্বিষ্টে সংতিষ্ঠস্ব সাধু ইষ্টং স্বিষ্টং। শোভনে যাগে তিষ্ঠসি প্রাপ্তিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুশীলনে বুঝা যায়,—'ঘৃতাচী' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা জুহু এবং উপভৃৎকে শকটধুরে (বৃষের স্কন্ধসংলগ্ন কাষ্ঠে) স্থাপন করিবে। তাহাতে এ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে জুহু ও উপভৃৎ! তোমরা ঘৃতযুক্ত হইয়া শকটস্থ বৃষদ্বয়কে রক্ষা কর এবং তোমরা সুখস্বরূপ হইয়াছে, সেইজন্ত আমাকেও সুখে স্থাপন কর (সুখী কর)।' 'যজ্ঞনমশ্চ' এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা বেদী আলম্ভন করিবে। এ মতে এই দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে যজ্ঞ, তোমাকে নমস্কার; তোমার বৃদ্ধি হউক যজ্ঞের ন্যূনাতিরিক্ত দোষ নাশ কর; আমার যজ্ঞ শোভনরূপে সমাহিত কর।' ইহাই ভাষ্যের অনুমোদিত অর্থ।

এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থনিষ্কাশন পক্ষে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়। 'তোমরা ঘৃতাচী হও' এ বাক্য যে কাহার উদ্দেশে প্রযুক্ত, মন্ত্রমধ্যে তাহার কোনরূপ জ্ঞাপক পদ দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যকার, এস্থলে জুহু ও উপভৃৎকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা জ্ঞান ও ভক্তিকে উদ্দেশ করিয়া 'ঘৃতাচী' শব্দের 'সদ্‌ভাব সহযুত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইয়াছে। তারপর আর একটী পদ—'ধূর্য্যৌ পাতং'। অর্থাৎ 'হে দেবদ্বয়, তোমরা ধূর্য্যদ্বয়কে রক্ষা কর'। এখানেও দেবতার নাম নাই; ভাষ্যকার পূর্ব্ববৎ জুহু ও উপভৃৎকে টানিয়া 'ধূর্য্য' শব্দে শকটবাহী বৃষ অর্থ আমনন করিয়াছেন। অর্থাৎ—'হে জুহু ও উপভৃৎ! তোমরা ঘৃতযুক্ত হইয়াছ, শকটবাহী বৃষদ্বয়কে রক্ষা কর'। এবম্বিধ বাক্যে, জানিনা কোন্ সদর্থ দ্যোতনা করে? যাহাই হউক, আমরা কিন্তু 'ধূর্য্য' শব্দের প্রকৃতার্থ অনুসরণে 'কর্ম্মনির্ব্বাহক' অর্থই পরিগ্রহ করিলাম। সৎকর্ম্মের নির্ব্বাহক দুইজন; জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কে হইতে পারে? তাই এখানে

জ্ঞানস্বরূপ ও ভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা, সৎকর্ম্মের নির্ব্বাহক দুইজন, জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন।' প্রথম মন্ত্রের অপরাংশের অর্থ প্রায়শই ভাষ্যানুসারী।

অতঃপর লক্ষ্য করুন, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বন্ধ 'যজ্ঞ' পদ। এখানে যজ্ঞ কিরূপে যজ্ঞের কল্যাণ-সাধন করিবে? অতএব, এই 'যজ্ঞ' পদ যে, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা দেবকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহা আর বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে হইবে না। এস্থলে, যদি কাহারও সন্দেহ হয়, 'যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতার বৃদ্ধি হউক,'—এবম্বিধ প্রার্থনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? দেবতার আবার জয় পরাজয় ক্ষয় বৃদ্ধি কিরূপ? তদুত্তরে বলিতে পারি, 'হে দেব! আপনার জয় হউক বা বৃদ্ধি হউক, এ প্রার্থনা সঙ্গত হইতে পারে। পরন্তু, 'যজ্ঞদেবতার বৃদ্ধি হউক, প্রার্থনায়, সাধকের কর্ম্মময় জীবনে সৎকর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক—ভাবও আসিতে পারে। ইহাতে এই কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ হয় যে,—'হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা সান্ত্ব সহযুত হও, হে জ্ঞানভক্তিস্বরূপ দেবদ্বয়, আপনারা আমার সৎকর্ম্মনির্ব্বাহক জ্ঞান ও ভক্তিকে রক্ষা করুন; আপনারা সুখস্বরূপ হয়েন, আমাকে সুখে রাখুন। যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা যজ্ঞপুরুষ, আপনাকে নমস্কার; আপনার বৃদ্ধি হউক। আপনি, আমার সৎকর্ম্মের মঙ্গল বিধান করুন এবং আমারও 'নিঃশ্রেয়স-রূপ পরম কল্যাণ সংসাধিত করুন।'

মন্ত্র দুইটীতে সুন্দর ভাবে পর পর করিয়া স্তরোন্নতির প্রার্থনা পরিস্ফুট রহিয়াছে। এ মন্ত্রদ্বয়, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সাধককে সাধনার উচ্চ সোপান প্রদর্শন পূর্ব্বক, শেষে 'স্বিষ্টে মে সংতিষ্ঠস্ব'—সু+ইষ্ট—পরম মঙ্গল—নিঃশ্রেয়স প্রদান করিতেছে। আমরা বলি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (২অ—১৯ক—১-২ম)।

বিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। বিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নেঽদব্ধায়োঽশীতম পাহি মা দিদ্যোঃ। পাহি প্রসিত্যৈ।

পাহি দুরিষ্ট্যৈ। পাহি দুরদ্মন্যা অবিষং নঃ পিতুং কৃণু।

সুষদা যোনৌ স্বাহা বাট্।

(২) অগ্নয়ে সংবেশপতয়ে স্বাহা।

(৩) সরস্বত্যৈ যশোভগিন্যৈ স্বাহা॥ ২০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অদব্ধায়ো' (অর্চ্চকানাং মঙ্গলকারিন্) 'অশীতম' (সর্ব্বব্যাপক) 'অগ্নে' (হে দেব !) 'মা' (মাং) 'দিদ্যোঃ' (বজ্রাৎ, শত্রুপ্রযুক্তবজ্রতুল্যায়ুধাৎ) 'পাহি' (রক্ষ); 'প্রসিত্যৈ' (বন্ধনহেতুভূতাৎ মায়াপাশাৎ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'অরিষ্ট্যৈ' (অশাস্ত্রীয়যাগাৎ, অসদর্চ্চনায়াঃ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'দুরদ্মন্যৈ' (দুর্ভোজনাৎ) 'পাহি' (মাং রক্ষ); 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতুং' (পানীয়ং) 'অবিষং' (বিষশূন্যং) 'কৃধি' (বিধেহি); 'সুষদা' (সম্যক্ স্থিতিযোগ্যে) 'যোনৌ' (বিশ্বোৎপত্তিস্থানভূতে পরমাত্মনি মাং স্থাপয়েতি শেষঃ) 'স্বাহা বাট্' (সুহুতমস্তু; অবশ্যমেব সুহুতং ভবিতুমর্হতি)।

২। 'সংবেশপতয়ে' (কর্ম্মভক্তিমিলনপালকায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানস্বরূপায় দেবায়) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু)।

৩। 'যশোভগিন্যৈ' (যশসাং সহজাতারূপায়ৈ) 'সরস্বত্যৈ' (বাচামধিষ্ঠাত্র্যৈ দেব্যৈ); 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু)। (২অ—২০ক—১-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অর্চ্চনাকারিদিগের মঙ্গলবিধাতা সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! শত্রু-প্রযুক্ত বজ্রতুল্য আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; বন্ধনহেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন; অসৎ অর্চ্চনা হইতে আমাকে রক্ষা করুন; কুভোজন হইতে আমাকে রক্ষা করুন; আমাদিগের পানীয় বিষশূন্য করুন; সম্যকরূপে স্থিতিযোগ্য বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মে আমাকে স্থাপন করুন; (ইহা) সুন্দররূপে হুত হউক,—ইহা অবশ্যই সুন্দররূপে হুত হইবে।

২। কর্ম্ম এবং ভক্তির মিলনপালক, জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিমিত্ত (ইহা) সুন্দররূপে হুত হউক।

৩। যশের সহজাতা-স্বরূপা, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিমিত্ত (ইহা) সুহুত হউক। (২অ—২০ক—১-৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৭।১৭) স্রুক্স্রুবং প্রগৃহ্যাত্যগ্নেঽদব্ধায়বিতি। দভ্নোতিঃ হিংসাকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৯)। আয়ুরিতি মনুষ্যনাম (নিঘ০ ২।৩)। অদব্ধোঽহিংসিত আয়ুর্মনুষ্যো যজমানো যস্য সোঽদব্ধায়ুঃ। অশ ভোজনে। অশ্নাতি ভুঙ্‌ক্তে ইত্যশী। যদ্বা অশূ ব্যাপ্তৌ অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীত্যশী। অতিশয়েনাশী অশীতমঃ। দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। হে অদব্ধায়ো অহিংসিত

যজমান হে অগ্নীতম ভোক্তৃতম বহো ব্যাপকতম। হে অগ্নে গার্হপত্য মা মাং দিদ্যোঃ বজ্রাৎ পাহি। শত্রুপ্রযুক্তাবজ্রসমাদায়ুধাৎ পাহি। দিদ্যুরিতি বজ্রনাম। প্রসিত্যৈ প্রসিতে-র্বন্ধনহেতুভূতাজ্জালাৎ মাং পাহি। প্র'সিতিঃ প্রসয়নাত্তন্তুর্বা জালং বেতি যাস্কঃ (নিরু০ ৬।১২)। দুষ্টা ইষ্টির্দ্দিষ্টিঃ অশাস্ত্রীয়ো যাগঃ। তস্মাৎ মাং পাহি। দুরদ্মনী। অদনমদ্মনী দুষ্টা অদ্মনী দুরদ্মনী দুর্ভোজনং তস্মো মাং পাহি। চতুর্থী পঞ্চমার্থে। ভীত্রার্থানামিতি (পা০ ১।৪।২৫) পঞ্চমী। কিঞ্চ নোঽস্মাকং পিতুমন্নমবিষং কৃণু হবির্বিষরহিতং কুরু। যোনিরিতি গৃহনাম। (নিঘ০ ৩।৪) স্বস্তু সদ্ভে শীলতে স্বস্থাং সা সুষদা। তস্যাং সুষদা বিভক্তেরাকারঃ। সম্যগবস্থান যোগ্যে গৃহে মাং স্থাপয়েতি শেষঃ। যদ্বা গৃহে স্থিতানাং নোঽস্মাকং পিতুমবিষং কুরু স্বাহা বাড়িতি পদে ব্যাখ্যাতে॥ (কা০ ৩।৭।১৮) দক্ষিণাগ্নৌ জুহোত্যগ্নয় ইতি সরস্বত্যা ইতি চেতি। স্ত্রীপুংসয়োরভিলাষপূর্ব্বকমেকত্র শয়নং সংবেশঃ। তস্য পতির্যোঽগ্নি-স্তস্মৈ স্বাহা হবির্দ্দত্তং। জীবতঃ পুরুষস্য প্রশংসা যশঃ তস্য যশসো ভগিনী বাগ্রূপা সরস্বতী তস্যৈ হবির্দ্দত্তং॥ ২০॥ (২অ-২০ক—১ অ)।

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

স্রুক্ এবং স্রুককে, 'অগ্নে অদব্ধায়ো' এই মন্ত্র দ্বারা গ্রহণ করিবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ,— 'যজমানকে হিংসা হইতে রক্ষাকারী, অতিশয় ভোক্তা অথবা অতিশয় ব্যাপক, গার্হপত্য নামক হে অগ্নি! আমাকে বজ্র হইতে রক্ষা কর, অর্থাৎ শত্রুপ্রযুক্ত বজ্রসদৃশ আয়ুধ হইতে আমাকে রক্ষা কর; বন্ধনহেতুভূত জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর; অশাস্ত্রীয় যাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর; দুষ্ট ভোজন হইতে আমাকে রক্ষা কর; আমাদের হবিঃস্বরূপ অন্নকে বিষরহিত কর; সম্যক্ অবস্থানযোগ্য গৃহে আমাকে স্থাপন কর অথবা গৃহে স্থিত আমাদিগের অন্নকে বিষরহিত কর।' 'স্বাহাবাট্' এই পদদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অনন্তর, 'অগ্নয়ে' এই দ্বিতীয় মন্ত্র এবং 'সরস্বত্যৈ' এই তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। ঐ মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ,—'হে সংবেশপতি অগ্নি! (স্ত্রীপুরুষের অভিলাষপূর্ব্বক একত্র শয়নের নাম—সংবেশ) তোমার নিমিত্ত হবিঃ প্রদত্ত হইল (২)।' 'হে যশোভগিনী! (জীবৎপুরুষের প্রশংসাকে 'যশঃ' কহে) বাক্‌রূপা সরস্বতি! তোমার নিমিত্ত হবিঃ প্রদত্ত হইল (৩)।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রত্রিতয়ের এইরূপ অর্থই অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রের যেরূপে অর্থপরিগ্রহ করিলাম, নিম্নে তাহার আভাষ দিতেছি।

কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী প্রার্থনাবোধক। যে সকল রিপুশত্রু সাধনমার্গের প্রধান বিঘ্নকারী, তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এ মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। অপর মন্ত্রদ্বিতয়েও প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। প্রথম মন্ত্রে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে হিংসা হইতে রক্ষাকারী সর্ব্বব্যাপক দেব! আপনি আমাকে শত্রুর বজ্রতুল্য অস্ত্র হইতে রক্ষা করুন।' শত্রুর বজ্রবৎ অস্ত্র—কোন্ ভাব দ্যোতনা করে? আমরা

বলি, সাধককে সাধনা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্ত রিপুশত্রুগণের যে প্রবল চেষ্টা, তাহাই তাহাদিগের বজ্রবৎ কঠিনাস্ত্রপ্রয়োগ। অন্ত প্রার্থনা—'বন্ধন-হেতুভূত মায়াপাশ হইতে আমাকে রক্ষা করুন।' মায়া যে প্রবল শত্রু, তাহাতে আর সংশয় কি আছে! সাধক যখন মায়ার করাল-গ্রাস হইতে অব্যাহতি লাভে সমর্থ হয়, তখন তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধি করায়ত্ত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রধান মত—মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পারিলে, সহজেই ভগবৎসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে। এখানে সাধকের সেই প্রার্থনাই প্রকটীকৃত। এইরূপে মন্ত্রাভ্যন্তরস্থ এক একটী প্রার্থনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—'সাধক, অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে মানসচক্ষে যাহাদিগকে সাধনার প্রধান অন্তরায় বলিয়া দেখিতেছেন, তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সকলরূপ প্রার্থনার পর শেষ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'সুষদা যোনৌ।' আমরা এস্থলে, 'যোনি' শব্দের লক্ষ্য—সেই একমাত্র বিশ্বের উৎপত্তিস্থানভূত পরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করি। অর্থাৎ, সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব! আমার চরম প্রার্থনা—আমাকে পরব্রহ্মে লীন করুন।'

দ্বিতীয় মন্ত্রে সংবেশ-পতির ভাবার্থ এই যে, কর্ম্ম এবং ভক্তির পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্মিলনকেই 'সংবেশ' নামে অভিহিত করিতে পারি। একমাত্র জ্ঞানাগ্নিই এতদুভয়ের সদ্ভাবপ্রতিষ্ঠাতা। এখানেও প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনার অনুগ্রহে! যেন জ্ঞানভক্তির 'সংবেশ' চিরসম্বন্ধ হয়। আপনার উদ্দেশে আমার এই প্রার্থনা শুভ হউক।' পরিশেষে তৃতীয় মন্ত্রে বাগ্‌রূপা সরস্বতীর বিষয় প্রকটিত দেখি। ইনিই সকলের মূলাধার। জড়জগতে এই দেবীর কর্তৃত্ব না থাকিলে জগতের অস্তিত্বই লোপ পাইত। তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দেবী! আপনার উদ্দেশে আমার প্রার্থনা সাফল্য লাভ করুক।' (২অ—২০ক—১-৩ম)।

—•—

একবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। একবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বেদোঽসি যেন ত্বং দেব বেদ দেবেভ্যো

বেদোঽভবস্তেন মহ্যং বেদো ভূয়াঃ।

(২) দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং

দেব যজ্ঞং স্বাহা বাতে. ধাঃ॥ ২১॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে দেব। 'অসি' (ত্বং) 'বেদঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ); 'বেদ' (সর্ব্বজ্ঞ) 'দেব' (হে দ্যোতমান) 'যেন' (যেন হেতুনা) 'ত্বং' (ভবান্) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবানাং) 'বেদঃ' (জ্ঞাপকঃ) 'অভবঃ' (ভবসি), 'তেন' (তেন হেতুনা দেবানাং সমীপে) 'মহ্যং' (মম) 'বেদঃ' (জ্ঞাপকঃ) 'ভূয়াঃ' (ভব)।

২। 'গাতুবিদঃ' (যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মবেত্তারঃ) 'দেবাঃ' (হে দেবভাবাঃ যূয়ং) 'গাতুং, (অস্মাকং সৎকর্ম্মেচ্ছাং) 'বিত্বা' (বিজ্ঞায়) 'গাতু' (তৎ সৎকর্ম্ম) 'ইত' (প্রাপ্নুহি); 'দেব' (দ্যোতমান) 'মনসস্পতে' (মনসঃ অধিষ্ঠাতঃ হে দেব।) 'ইমং' (অনুষ্ঠিতঃ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'স্বাহা' (ত্বত্তাং সমর্পয়ামি), এতৎ কর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পিতং ভবতু ইতি ভাবঃ। ত্বচং 'বাতে' (প্রাণাদিবায়্বধিষ্ঠাতরি) 'দেবে' (পরমেশ্বরে) 'ধাঃ' (নিধেহি, হে দেব। এতৎকর্ম্মফলং বায়ুবৎ অনন্তং কুরু ইতি শেষঃ)। মমেদং সদনুষ্ঠানং মনঃপ্রাণাধিষ্ঠাতৃ-দেবয়োরৈক্যসম্বন্ধযুতং ভবতু ইত্যর্থঃ। (২অ—২১ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ হে দেব, যেহেতু আপনি দেবভাবসমূহের জ্ঞাপক হয়েন, (অর্থাৎ—অর্চ্চনাকারীকে দেবভাবসমূহ জ্ঞাত করিয়া থাকেন), সেই জন্য (দেবভাবের নিকট) আমারও জ্ঞাপক হউন।

২। যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মাভিজ্ঞ হে দেবভাবনিবহ! আপনারা আমাদিগের সৎকর্ম্মেচ্ছা বিজ্ঞাত হইয়া, সেই সৎকর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন। দ্যোতমান, মনের অধিষ্ঠাতা হে দেব! এই অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম (সৎকর্ম্মের ফল) আপনাকে সমর্পণ করিতেছি; আপনি সেই কর্ম্মকে (কর্ম্মফলকে) প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর অধিষ্ঠাতৃদেবতাতে নিহিত করুন (বায়ুবৎ অনন্ত করুন)। (অর্থাৎ, আমার সদনুষ্ঠান যেন মনঃপ্রাণের একতাতেই অনুষ্ঠিত হয়।) (২অ—২১ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।১) পত্নী বেদং প্রমুঞ্চতি বেদোঽসীতি॥ হে কুশমুষ্টিনির্ম্মিতপদার্থ ত্বং বেদোঽসি। ওগাত্মাত্মকোঽসি। যদ্বা বেত্তীতি বেদঃ জ্ঞাতাসি। হে দেব কোঽসি। যদ্বা দেবোঽপি দেবানাং। হে বেদ যেন কারণেন ত্বং দেবেভ্যো স্বাহা বাড়িতি শব্দাভ্যাং বেদোঽভবঃ জ্ঞাপকোঽভূঃ॥ দেবতা বিহৃতি। গৈ শব্দে। গীয়তে নানাবিধৈর্বৈদিক-

শব্দৈঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি গাতুর্যজ্ঞঃ তং বিদন্তি জানন্তীতি গাতুবিদঃ। হে গাতুবিদঃ যজ্ঞবেত্তারো দেবাঃ গাতুং বিত্বা বিদিত্বা। বিদ জ্ঞানে। অস্মদীয়ো যজ্ঞঃ প্রবৃত্ত ইতি জ্ঞাত্বা। গাতুমিত যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছত। যদ্বা গাতুর্গন্তব্যোঃ মার্গঃ তং গচ্ছত। অস্মদীয়-যজ্ঞেন তুষ্টাঃ সন্তঃ স্বর্গমার্গং গচ্ছত। এবং দেবান্ বিসৃজ্য চন্দ্রং প্রত্যাহ। হে মনসস্পতে। মনোঽধিপশ্চন্দ্রঃ। যদ্বা দেবানুষ্ঠেঃ মনসঃ প্রবর্ত্তকঃ পরমেশ্বরঃ। তং প্রত্যুচ্যতে। হে মনসস্পতে পরমেশ্বর হে দেব ইমমনুষ্ঠিতং যজ্ঞং স্বাহা স্বহস্তে দদামি। ত্বং চ তং যজ্ঞং বাতে বায়ুরূপে দেবে ধাঃ স্থাপয়। বাতেহি যজ্ঞোঽবতিষ্ঠতে। তদুক্তং শ্রুত্যা। বায়ুরেবাগ্নি-স্তস্মাদ্যে দৈবাধ্বর্য্যুস্ত্বমং কর্ম্ম করোত্যথৈতমেবাপ্যেতীতি ॥ ২১ ॥

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকার বলেন,—'বেদোঽসি' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা যজমানের পত্নী, বেদ (কুশমুষ্টি-নির্ম্মিত পদার্থ-বিশেষ) পরিত্যাগ করিবেন। তাহাতে এ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে কুশমুষ্টি-নির্ম্মিত পদার্থ! তুমি ঋগাদি বেদমন্ত্রস্বরূপ অথবা সর্ব্বজ্ঞ। জ্ঞানবান হে বেদ! যে কারণ বশতঃ তুমি দেবতাদিগের জ্ঞাপক হও, সেই কারণ বশতঃ আমার জ্ঞাপক হও।' দ্বিতীয় 'দেবা গাতুবিদঃ' এই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা, যজ্ঞীয় দেবগণকে বিসর্জ্জন করিবে। এ মতে ঐ অংশের অর্থ নিষ্কর্ষ হয়,—'হে যজ্ঞবিদ্ দেবগণ! আপনারা, আস্মদীয় যজ্ঞ প্রবৃত্ত (আরব্ধ) হইয়াছে' এই জানিয়া যজ্ঞের প্রতি আগমন করুন। অথবা 'গাতু'—গন্তব্য মার্গে গমন করুন অর্থাৎ আমাদের যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করুন।' এইরূপে মন্ত্রার্দ্ধে দেবগণকে বিসর্জ্জন করিয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধ দ্বারা চন্দ্রের প্রতি বলিবে,—'হে মনের অধিপতি চন্দ্রদেব! অথবা দেবযজন-বিষয়ে মনের-প্রবর্ত্তক হে মনস্পতি পরমেশ্বর! এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি এই যজ্ঞকে বায়ুরূপ দেবতাতে স্থাপন করুন।' ইহাই ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

এ কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয় অতিশয় উচ্চভাবদ্যোতক। প্রথম মন্ত্রে সাধক জ্ঞানস্বরূপ-দেবের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দেবতাকে বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। (সাধক, আপনার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারিলে) আপনি, সাধকে দেবভাব সমূহ জ্ঞাত করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, সেই সাধককে তত্তৎ দেবভাবের অধিকারী করিয়া থাকেন। অতএব, আমাকে দেবভাবের নিকট জ্ঞাত করুন অর্থাৎ দেবভাবের সহিত আমার চির-বন্ধুত্ব সংস্থাপাপিত করুন।' এরূপ প্রার্থনা অপেক্ষা আর উচ্চ প্রার্থনা কি হইতে পারে? বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থ-কল্পনা পক্ষে মন্ত্রস্থিত কোনও পদেরই ভাষ্যকার-প্রদর্শিত অর্থের বিরোধ ঘটে নাই। মন্ত্রটী সরল অথচ উচ্চভাবদ্যোতক। ভাষ্যকার, 'দেবেভ্যঃ' ও 'যজ্ঞং' পদে ষষ্ঠীর অর্থে চতুর্থী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আমরাও ঐ মতেরই অনুসরণ করিয়াছি।

অতঃপর কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। একটু স্থির-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে, দেখিতে পাইবেন—এ মন্ত্রের মধ্যে কি এক গম্ভীর মহান উদার-ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাধক, প্রথমতঃ দেবতাবনিবহকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—'হে দেবতাব নিবহ! আপনারা যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মাভিজ্ঞ আমাদের সৎকর্ম্মেচ্ছা বিদিত হইয়া তাহাকে প্রাপ্ত হউন।' ইহাতে দুই ভাব আসিতে পারে। কোনও সাধক যদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা যেরূপ প্রচ্ছন্ন-ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন—আপনারা অবগত হইয়া থাকেন। অথবা আপনারাই যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিষয় অবগত আছেন। আপনারা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাই দ্বিতীয় মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের বিষয়। শেষাংশে সাধকের ভগবানে ঐকান্তিকতা কর্ম্মফলত্যাগ প্রভৃতি নিষ্কাম ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক বলিতেছেন,—'হে দেব! আমার কর্ম্ম যেন প্রাণ-মনের একতা অবস্থায় সংসাধিত হয়। আমি কর্ম্মফল আপনাতে সমর্পিত করিতেছি, আপনি তাহাকে বায়ুতে মিশাইয়া দেন।' বায়ুতে মিশাইয়া দেন—ইহাতে কি ভাব প্রকাশ পায়? বায়ু—বিশ্বপ্রাণ সর্ব্বত্রগ। বায়ু—বিশ্বের হিতের নিমিত্তই সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মিলিত হইলে—আপনি আমার এই ক্ষুদ্র কর্ম্মফলকে বায়ুতে মিশাইলে, সেই কর্ম্মফল বায়ুর সহিত বিশ্বের অণু পরমাণুতে মিশাইয়া যাইবে। সেই কর্ম্মফল বিশ্বের কল্যাণ সাধনেই প্রযুক্ত হইবে। আমি কর্ম্মফল ইচ্ছা করি না। 'হে দেব! আপনি এই কর্ম্মফলকে বায়ুর ন্যায় অনন্ত করিয়া অনন্ত বিশ্বের হিতসাধনে প্রযুক্ত করুন।' এ অপেক্ষা আর উদার নিষ্কাম মহৎ প্রার্থনা কি হইতে পারে? আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে সাধক—"কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং" ভগবানে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া এই পরা শান্তি লাভে সমর্থ হইয়াছে। গীতা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, কর্ম্মফল-ত্যাগই প্রধান ধর্ম্ম। কর্ম্মফল ত্যাগই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান হেতুভূত। তাই অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।" সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর। (২অ—২১ক—১-২ম)।

———

দ্বাবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(২) সম্বর্হিরঙ্ক্তাং হবিষা ঘৃতেন সমাদিত্যৈর্ব্বসুভিঃ সম্মরুদ্ভিঃ।

সমিন্দ্রো বিশ্বদেবেভিরঙ্ক্তাং দিব্যং নভো গচ্ছতু যৎ স্বাহা ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ইন্দ্রঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'আদিত্যৈঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপৈঃ দেবৈঃ) 'বসুভিঃ' (নিবাসহেতুভূতদেবৈঃ) 'মরুদ্ভিঃ' (সর্ব্বত্রগামিদেবৈঃ) 'বিশ্বেদেবেভিঃ' (সর্ব্বদেবভাবৈঃ) সহ 'হবিষা' (হবনীয়েন) 'ঘৃতেন' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন) 'বর্হিঃ' (সদনুষ্ঠানানাং আধারস্বরূপং হৃদয়মিদং) 'সমক্তাং' (সম্যক্ সিঞ্চনং করোতু); মর্ম্মানুষ্ঠানমিদং 'স্বং দিব্যং নভঃ' (দিব্যং জ্যোতিঃ) তৎ 'গচ্ছতু' (প্রাপ্নোতু); 'স্বাহা' (সুহুতমস্ত)। (২অ—২২ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। পরমেশ্বর, জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতার সহিত, নিবাসহেতুভূত দেবতার সহিত, সর্ব্বগ দেবের সহিত এবং সকল দেবভাবের সহিত, হবনীয় শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা সদনুষ্ঠানের আধারস্বরূপ এই হৃদয়কে সম্যক্‌রূপে সিঞ্চন করুন। এই অনুষ্ঠান দিব্যজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হউক। (ইহা) সুহুত হউক। (২অ—২২ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।৫) বর্হিরিদং বর্হিরিতীতি। বর্হির্জুহোতি। ইয়মৃক্ ত্রিষ্টুপ্ বিরাড়্‌রূপা বর্হির্দেবত্যা। ইন্দ্রো হবিষা হবিঃসংস্কারযুক্তেন ঘৃতেন বর্হির্দর্ভং সমঙ্‌ক্তাম্। সম্যগঞ্জনো-পেতং করোতু স চেন্দ্রঃ কেবলো ন। কিন্তু আদিত্যৈর্ব্বসুভির্ম্মরুদ্ভিঃ। বিশ্বদেবেভির্ব্বিশ্ব-নামকৈশ্চ গণদেবৈঃ সহিতঃ সমঙ্‌ক্তাম্। সমিত্যস্যোপসর্গস্যাবৃত্ত্যা অঙ্‌ক্তামিত্যস্য ক্রিয়া-পদস্যাপ্যাবৃত্তির্ব্বোদ্ধব্যা। বস্বাদিসহিতেনেন্দ্রেণ সমঙ্‌ক্তাং তদ্বর্হির্দ্দিব্যং নভো আদিত্য-লক্ষণং জ্যোতিঃ উদ্গচ্ছতু আদিত্যং প্রাপ্নোতু। স্বাহা ইদং বর্হির্দ্দেবোদ্দেশেন দত্তং। নভ ইত্যাদিত্যনামসু (নিঘ০ ১।৪) পঠিতং দিবিভবং দিব্যং ॥ ২২ ॥

* * *

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, এ মন্ত্রে দর্ভ দ্বারা হোম করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,— ইন্দ্রদেব, হবিঃসংস্কারযুক্ত দর্ভকে সম্যক্ অঞ্জনযুক্ত (ঘৃত দ্বারা লিপ্ত) করুন। কেবল একা ইন্দ্রদেব নহেন; তিনি, আদিত্যগণ বসুগণ মরুদ্গণ ও বিশ্বেদেব নামক গণদেবসমূহের সহিত (কুশকে) ঘৃতাক্ত করুন। বসু আদির সহিত বর্ত্তমান ইন্দ্রদেব কর্তৃক ঘৃতাক্ত, সেই কুশসমূহ আদিত্যস্বরূপ যে দিব্যজ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিকে প্রাপ্ত হউক। এই বর্হি (কুশ) দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইল। এ মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ইহাই ভাষ্য-কর্ত্তার অভিমত।

আমরা এ মন্ত্রের অর্থকল্পনা পক্ষে যে শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা ভাষ্যকারেরই অনুসারী। কেবল, বর্হিঃ শব্দের মর্ম্মার্থ—'সদনুষ্ঠানের আধার স্বরূপ হৃদয়' বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। 'বর্হিঃ' শব্দটী, বৃদ্ধ্যর্থমূলক 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাহাতে ঐ পদের অর্থ হয়,—যাহাতে সদনুষ্ঠানাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।' ইহা এক হৃদয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যদিও উক্ত বর্হিঃ শব্দের প্রচলিতার্থ, যজ্ঞ, কুশ ইত্যাদি বহুপ্রকার হইতে পারে; তথাপি, আমরা এস্থলে হৃদয়' অর্থ ব্যতীত অন্যার্থের সার্থকতা উপলব্ধি করি না। পরন্তু, ঐ 'বর্হিঃ' শব্দের 'সৎকর্ম্মের আধারস্বরূপ হৃদয়' অর্থ ধরিলে এক্ষেত্রে ভাবেরও একটু উচ্চতা প্রকাশ পায়। 'ইন্দ্রদেব, আদিত্য আদি দেবগণের সহিত কুশকে ঘৃতাক্ত করুন, সেই কুশ দিব্যজ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হউক' এবম্বিধ উক্তির কি সার্থকতা আছে? অতএব, আমরা ভাষ্য-প্রদিষ্ট 'বর্হিঃ' শব্দের কুশার্থ গ্রহণ না করিয়া হৃদয়ার্থই গ্রহণ করিলাম। এমতে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই হয়,—'ভগবান, আদিত্যাদি স্বকীয় বিভূতির সহিত শুদ্ধসত্ত্বভাবে 'আমার হৃদয় পূর্ণ করুন।' সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কেমন? সে শুদ্ধসত্ত্বভাব—হবনীয়। তাহা আমার সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই হবনোপযোগী। 'এই শুদ্ধসত্ত্বের ফলে হৃদয়ে যে মহান্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে, তাহা সেই দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হউক।' মাত্র একটী শব্দের অর্থ-বিপর্য্যয়ে ভাষ্য হইতে এ অর্থ এরূপ উচ্চ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছে। পরিশেষে মন্ত্রের উৎসংহার রূপে 'স্বাহা' পদ, এই প্রার্থনাকে আরও দৃঢ় করিতেছে। মর্ম্ম—'আমার এই প্রার্থনা ভগবানকে প্রাপ্ত হউক'। (২অ—২২ক—২ম।

ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিরাত্মিকা)।

(১) কস্ত্বা বিমুঞ্চতি স ত্বা বিমুঞ্চতি কস্মৈ ত্বা বিমুঞ্চতি তস্মৈ ত্বা বিমুঞ্চতি পোষায়।

(.) রক্ষসাম্ভাগোঽসি ॥ ২৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'কঃ' (পুরুষঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিমুঞ্চতি' (জন্মজরাব্যাধিমুক্তং করোতি?) ইতি স্বগতপ্রশ্নঃ। 'সঃ' (পরমেশ্বরঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিমুঞ্চাত' (জন্মজরাদিমুক্তং করোতি) ইতি স্বগতোত্তরং। 'কস্মৈ' (মহদুদ্দেশ্যসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিমুঞ্চতি' (বিমুক্তং করোতি?)

ইত্যাপি স্বগতপ্রশ্নঃ। 'তস্মৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'পোষায়' (ধর্ম্মপোষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিমুঞ্চতি' (বিমুক্তং করোতি) ইতি স্বগতোত্তরং।

২। সৎকর্ম্মবিরোধিন্ হে শত্রো! 'অসি' ('ত্বং') 'রক্ষসাং' (দেবভাববিরোধিনাং) 'ভাগঃ' (অংশস্বরূপঃ)। ভবসীতি শেষঃ। (২অ—২৩ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এ কণ্ডিকায় প্রথম মন্ত্র প্রশ্নোত্তরসূচক]

১। [প্রশ্ন] কোন পুরুষ, তোমাকে জন্মজরাব্যাধিমুক্ত করিয়া থাকেন?

[উত্তর] সেই পরমেশ্বরই তোমাকে জন্মজরাব্যাধিমুক্ত করিয়া থাকেন।

[প্রশ্ন] কোন মহদুদ্দেশ্য-সাধন জন্য তোমাকে বিমুক্ত করেন?

[উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপোষণের নিমিত্ত তোমাকে বিমুক্ত করেন।

[দ্বিতীয় মন্ত্র সৎকর্ম্মবিরোধী শত্রুর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত]

২। সৎকর্ম্মবিরোধী হে শত্রু! তুমি দেবভাববিরোধী, রাক্ষসগণের অংশস্বরূপ হইয়া থাকো। (২অ—২৩ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।৬) বেদ্যাং প্রণীতা নিনয়তি পরীত্য কশ্চেতি। ব্যাখ্যাতো (অধ্যা০ ১।৬)। মন্ত্রঃ প্রজাপতিদৈবতঃ তত্র যজ্ঞরাগে নিযুক্ত অক্রতু যজ্ঞবিমোকে। পোষায় যজমানং পুত্রাদিভিঃ পোষয়িতুং ত্বাং নিনয়ামীতি শেষঃ। যজ্ঞং প্রযুজ্যাবিমোকে যজমানস্যাপ্রতিষ্ঠা-পত্তের্ব্বিমোকঃ কার্য্যঃ। যো বৈ যজ্ঞং প্রযুজ্য ন বিমুঞ্চত্যপ্রতিষ্ঠানো বৈ স ভবতীতি শ্রুত্যন্তরবচনাৎ॥ (কা০ ৩।৮।৭) পুরোডাশকপালেন কপালপাংসূন্যধঃ কৃষ্ণাজিনং রক্ষসামিতীতি। হে কপালমূহ ত্বং রক্ষসাং ভাগোঽসি তেষাং নীচজাতিস্ময়িত্বৈকপরপো ভাগো যুক্তঃ॥ ২৩॥ (২অ—২৩ক—১-২ম)।

• • •

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

—•—

ভাষ্যের আলোচনায় প্রকাশ—কণ্ডিকোক্ত প্রথম মন্ত্র দ্বারা বেদী হইতে প্রণীতাপাত্র বিসর্জ্জন দিবে। প্রশ্নোত্তরমূলক এইরূপ একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ের ষষ্ঠ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র এবং এই মন্ত্র উভয়ই প্রজাপতি-

দৈবত। এতদুভয়ের পার্থক্য এই যে, ষষ্ঠ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র, যজ্ঞযোগে এবং এই মন্ত্র যজ্ঞ-বিয়োকে বিনিযুক্ত। প্রথম মন্ত্রের শেষাংশ-স্থিত 'পোষায়' পদের অর্থপক্ষে ভাষ্যকার বলেন,—'যজমানকে পুত্রাদি দ্বারা পোষণ করিবার জন্য তোমাকে বিসর্জ্জিত করিতেছি'। যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিয়োক (বিসর্জ্জিত) না করিলে যজমানের অপ্রতিষ্ঠাপত্তিরূপ দোষ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভাষ্যকার শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'রক্ষসাং ভাগোঽসি' এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা পুরোডাশকপালের সহিত তণ্ডুলকণাসমূহকে কৃষ্ণাজিনের অধোদেশে নিঃক্ষেপ করিবে। এমতে ঐ মন্ত্রের অর্থ,—'হে তণ্ডুলকণাসমূহ! তোমরা রাক্ষসের ভাগ হও'। রাক্ষসেরা নীচজাতি বলিয়া তুণ্ডুল কণারূপ নিকৃষ্ট ভাগ তাহাদিগের উপযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে এ মন্ত্রদ্বয় এই অর্থে এইরূপ ভাবেই প্রচলিত।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রদ্বয়ের যেরূপ অর্থ আমনন করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথমাধ্যায়োক্ত ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রায়ই এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আমরা বলি, প্রথম মন্ত্রটী স্বগত প্রশ্নোত্তরমূলক। এখানে সাধক, বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াছেন। তিনি যেন স্বগত সেই বিবেককে প্রশ্ন করিতেছেন এবং তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছে। প্রথম মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট দেখি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে সুধীগণ এই অর্থের সমীচীনতা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। দ্বিতীয় মন্ত্রটীর দ্বারা সৎকর্ম্মের প্রতিকূল রিপুশত্রুকে সাধক সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে শত্রু! তুমি রাক্ষসের অংশস্বরূপ।' যদিও মন্ত্র মধ্যে সম্বোধ্য কেহই নাই, তথাপি মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে, এভাব সহজেই উপলব্ধ হওয়া যায়। রাক্ষস, যজ্ঞবিরোধী—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, দেবভাবের একান্ত প্রতিকূলতা আচরণ করিয়া থাকে। এ মন্ত্রে 'তুমি রাক্ষসের অংশস্বরূপ হও' বলিতে কামক্রোধাদি শত্রু ব্যতীত আর কাহাকে অভিহিত করিতে পারি? সাধক যেন এই দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বারা সেই শত্রুর প্রতি যুগপৎ রোষ ও ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিতেছেন। (২অ—২৩—১-২ম)।

—•—

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) সং বর্চ্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন।

ত্বষ্টা সুদত্রো বিদধাতু রায়োঽনুমার্ষ্টু তন্বো যদ্বিলিষ্টং ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। বয়ং 'বর্চ্চসা' (ব্রহ্মতেজসা) 'সমগন্মহি' (সঙ্গতা ভবামঃ); তথা 'পয়সা' (অমৃতেন) 'সং' (সমগন্মহি, সংযুক্তা ভবামঃ); 'শিবেন মনসা', শান্তেন, কল্যাণাস্পদেন (মনসা) 'সং' (সমগন্মহি সংযুক্তা ভবামঃ)। 'সুদত্রঃ' (শোভনদানশীলঃ) 'ত্বষ্টা' (স ভগবান) 'রায়ঃ' (পরমধনানি, চতুর্ব্বর্গরূপাণি) 'বিদধতু' (অস্মভ্যং বিতরতু); 'তন্বঃ' (অস্মদীয়-শরীরস্য) 'যৎ বিলিষ্টং' (বিশেষণ সৎকর্ম্মাক্ষমং ন্যূনংবা অঙ্গং) তৎ 'অনুমার্ষ্টু' (সৎকর্ম্ম-সাধনানুকূলং কৃত্বা শোধয়তু)। ভগবদনুগ্রহেণৈব বয়ং ব্রহ্মজ্যোতিরমৃত্যাদিযুক্তা ভবামঃ। অতো ভগবন্তং প্রার্থনামহে, স ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং বিতুরতু অস্মাকং শরীরাবয়বমপি সৎকর্ম্মসাধনক্ষমং করোতু ইত্যেবং তাৎপর্য্যার্থঃ। (২অ—২৪ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। (ভগবানের অনুগ্রহেই) আমরা ব্রহ্মতেজের সহিত সংযুক্ত হইব; সেইরূপ, অমৃতের সহিত, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানক্ষম শরীরের অবয়ব-সমূহের সহিত এবং কল্যাণাস্পদ মনের সহিত সংযুক্ত হইব। শোভন-দানশীল সেই ভগবান্, আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন বিতরণ করুন এবং আমাদের শরীরের মধ্যে যে অঙ্গ সৎকর্ম্মসাধনে অক্ষম, তাহাকে সৎকর্ম্ম-সাধনানুকূল করিয়া শোষণ করুন। (২অ—২৪ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ত্বষ্টৃদেবত্যা ত্রিষ্টুপ্। ইতঃ পরং যজমানং (কা০ ৩,৮৷৮৷১০) পূর্ণপাত্রং নিনয়তি পরীত্য সম্ভতং যজমানোঽঞ্জলিনা প্রতিগৃহ্লাতি সং বর্চ্চসেতি মুখং বিমৃষ্ট ইতি॥ সমিত্যুপ-সর্গোঽগন্মহীত্যেন সম্বন্ধঃ প্রত্যেকং। বর্চ্চসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন বয়ং সমগন্মহি সঙ্গতা ভবামঃ। পয়সা ক্ষীরাদিরসেন সমগন্মহি। তনূভিরনুষ্ঠানক্ষমৈঃ শরীরাবয়বৈঃ যদ্বা তনূভির্ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সমগন্মহি। শিবেন শান্তেন কর্ম্মশ্রদ্ধাযুক্তেন মনসা সমগন্মহি। যজ্ঞমুপগচ্ছতো মমস্য বর্চ্চস্বাহ্যাদৈপেতি তদনেন পুনরাপ্যায়য়তি। কিঞ্চ সুদত্রঃ শোভনদানঃ ত্বষ্টা রায়ো ধনানি বিদধাতু করোতু। তন্বঃ শরীরস্য মদীয়স্য যৎ বিলিষ্টং বিশেষেণ ন্যূনমঙ্গং তদনুমার্ষ্টু॥ ন্যূনত্বপরিহারেণানুকূলং কৃত্বা শোধয়তু। ধনস্য শরীরস্য পুষ্টিং করোত্বিত্যর্থঃ। সুষ্ঠু দদাতীতি সুদত্রঃ। সুপূর্ব্বাদ্দদাতেঃ ত্রন্। সর্ব্বধাতুভ্য ইতি (উ০ ৮৷১৬০) ত্রন্। বাহুলকত্বাদ্গুণঃ॥ ২৪॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রে যজমান অঞ্জলি দ্বারা পূর্ণপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিসর্জ্জন দিবে। 'সংবর্চ্চসা' এই মন্ত্র দ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে। তাহাতে মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের অর্থ হয়,—'ব্রহ্মবর্চ্চের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি; ক্ষীরাদি রসের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি; অনুষ্ঠানক্ষম শরীরাবয়বের সহিত অথবা ভার্য্যাপুত্রাদির সহিত আমরা সংযুক্ত হইতেছি এবং শান্ত কর্ম্মপ্রভাযুক্ত মনের সহিত আমরা সঙ্গত হইতেছি।' দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ এই যে,—'ত্বষ্টৃদেব, ধনসমূহ বিহিত করুন এবং মদীয় শরীরের যে অঙ্গ বিশেষরূপে ন্যূন, তাহাকে সেই ন্যূনত্ব নাশপূর্ব্বক সৎকর্ম্মানুকূল করিয়া শোধন করুন অর্থাৎ ধনের এবং শরীরের পুষ্টিসাধন করুন।' প্রচলিত ভাষ্যে এ মন্ত্রের অর্থাদি এইরূপে অবগত হওয়া যায়। কোনও ব্যাখ্যাকার আবার এ মন্ত্রটীর অর্থ করেন,—'আমি অদ্য প্রচুর অন্নের সহিত সঙ্গত হইতেছি, প্রচুর পানীয়ের সহিত সঙ্গত হইতেছি, স্বীয় শরীরের সৌন্দর্য্য, বল, তেজঃ প্রভৃতির উন্নতি লাভ করিতেছি, অদ্য আমার মনে সুন্দর শান্তি স্থাপিত হইল, বিখ্যাত বদান্য ত্বষ্টদেবতা আমাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন; পরং আমার শরীরে যে সকল দোষ আছে, তাহা সংশোধন করুন।'

আমরা বলি, এ মন্ত্রটীর প্রথমার্দ্ধে সাধকের ভগবানের প্রতি স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি যেন স্বগতঃ চিন্তা করিতেছেন,—'সাধনমার্গে আমরা যাহা কিছু উন্নতিলাভে সমর্থ হই, তাহা কেবল একমাত্র সেই পরমেশ্বরেরই অনুকম্পায়। অতএব ভগবান্ যদি আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইবে; অমৃতের অধিকারী হইব। আমাদিগের শরীরাবয়ব-সমূহ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সক্ষম হইবে এবং আমাদের মন, শান্ত শুদ্ধসত্ত্বান্বিত হইবে।' তাই তিনি, মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের সমীপে প্রার্থনার ভাব জ্ঞাপন করিতেছেন,—'ত্বষ্টৃরূপী শোভনদানশীল সেই ভগবান্ আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গধন প্রদান করুন, এবং আমাদিগের যে অঙ্গ সৎকর্ম্মসাধনে অপটু, তাহাকে সৎকর্ম্মসাধনক্ষম করুন।' এস্থলে 'রায়ঃ' পদ যে একমাত্র পরমধন—চতুর্ব্বর্গকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা ভগবানের 'সুদত্রঃ' বিশেষণই দ্যোতনা করিতেছে। তিনি যে সুদানশীল—তাঁহার দানীয় ধন, কখনও তো অনিত্য স্বর্ণরত্নাদিরূপ হইতে পারে না। এ ধন সেই, শোভন পরমধন—যে ধন নিত্য—ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ। তাই আমরা এস্থলে 'রায়ঃ' পদের অর্থ—চতুর্ব্বর্গরূপ পরমধন বলিয়া স্বীকার করিলাম। অন্যান্য শব্দের আলোচনা আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। (২অ—২৪ক-১ম)।

পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দিবি বিষ্ণুর্ব্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা ততো নির্ভক্তো

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

(২) অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা ততো নির্ভক্তো

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

(৩) পৃথিব্যা বিষ্ণুর্ব্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা ততো নির্ভক্তো

যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

(৪) অস্মাদন্নাৎ। (৫) অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ। (৬) অগন্ম স্বঃ।

(৭) সং জ্যোতিষা ভূম॥ ২৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকো দেবঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে, সহস্রারে) 'জাগতেন ছন্দসা' (জগতীচ্ছন্দোরূপেণ পাদেন) 'ব্যক্রংস্ত' (বিশেষণ ক্রমণং কৃতবান্, স্বীয়সত্ত্বং দর্শিতবান্) 'ততঃ' (তস্মাৎ প্রদেশাৎ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (সাধনাকারিণঃ) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি), 'যঞ্চ' (যং শত্রুঞ্চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্ম্মঃ) তদুভয়বিধ আধ্যাত্মিকশত্রুঃ 'নির্ভক্তঃ' (ভাগরহিতঃ সন্ বিষ্ণুক্রমণবশেন পলায়িতঃ)।

২। 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকো দেবঃ) 'অন্তরীক্ষে' (অন্তরীক্ষলোকে, হৃৎপ্রদেশে 'ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা' (ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোরূপেণ পাদেন) 'ব্যক্রংস্ত' (বিশেষণ ক্রমণং কৃতবান, স্বীয়সত্তাং

দর্শিতবান্), 'ততঃ' (তস্মাৎ প্রদেশাৎ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চকান্) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যঞ্চ' (যং শত্রুঞ্চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্মঃ) তদুভয়বিধ আধিদৈবিকশত্রুঃ 'নির্ভক্তঃ' (ভাগরহিতঃ সন বিষ্ণুক্রমণবশেন পলায়িতঃ)।

৩। 'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপকো দেবঃ) 'পৃথিব্যাং' (পৃথিবীলোকে নাভিপ্রদেশে) 'গায়ত্রেণ ছন্দসা' (গায়ত্রীচ্ছন্দোরূপেণ পাদেন) 'ব্যক্রংস্ত' (বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান, স্বীয়সত্তাং দর্শিতবান্), 'ততঃ' (তস্মাৎ প্রদেশাৎ) 'যঃ' (শত্রুঃ) 'অস্মান্' (অর্চ্চকান্) 'দ্বেষ্টি' (দ্বেষং করোতি) 'যঞ্চ' (যং শত্রুঞ্চ) 'বয়ং' (অর্চ্চকাঃ) 'দ্বিষ্মঃ' (দ্বেষং কুর্মঃ) তদুভয়বিধ আধিভৌতিকশত্রুঃ 'নির্ভক্তঃ' (ভাগরহিতঃ সন্ পলায়িতঃ)।

৪। শত্রুঃ 'অস্মাদন্নাৎ' (অস্মাৎ তদ্রূপস্বরূপহবনীয়াৎ ভাগরহিতঃ সন্ পলায়িত ইতি শেষঃ)।

৫। 'অস্যৈ' (অস্যাঃ) 'প্রতিষ্ঠায়ৈ' (প্রতিষ্ঠায়াঃ, দেবযজনস্থানাৎ, হৃৎপ্রদেশাৎ ভাগরহিতঃ সন্ পলায়িতঃ ইতি শেষঃ)।

৬। ইত্থং শত্রুহীনা বয়ং 'স্বঃ' (স্বর্গং) 'অগন্ম' (প্রাপ্তা ভবামঃ)।

৭। 'জ্যোতিষ' (জ্যোতিঃস্বরূপেণ পরব্রহ্মণা সহ) 'সং অভূম' (সম্মিলিতা ভবামো বয়মিতি শেষঃ)। (২য—২৫ক—১-৭ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। বিশ্বব্যাপক দেব, দ্যুলোকে (সহস্রারে) জগতীচ্ছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা বিশেষরূপে পরিভ্রমণ করেন (স্বীয়সত্তা দেখাইয়া থাকেন); সেই দ্যুলোক (সহস্রার) স্থান হইতে—যে শত্রু আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করিয়া থাকি এই উভয়বিধ (আধ্যাত্মিক) শত্রু ভাগরহিত হইয়া (বিষ্ণুক্রমণহেতু) পলাইয়া থাকে।

২। বিশ্বব্যাপক দেব, অন্তরীক্ষলোকে (হৃৎপ্রদেশে) ত্রিষ্টুপ্-ছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা বিশেষরূপে পরিভ্রমণ করেন (স্বীয়সত্তা দেখাইয়া থাকেন); সেই অন্তরীক্ষ (হৃদয়) প্রদেশ হইতে,—যে শত্রু আমাদিগকে দ্বেষ করে, আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করিয়া থাকি, এই উভয়বিধ (আধিদৈবিক) শত্রু, ভাগরহিত হইয়া (বিষ্ণুক্রমণ হেতু) পলাইয়া থাকে।

৩। বিশ্বব্যাপক দেব, পৃথিবীলোকে (নাভিপ্রদেশে) গায়ত্রীচ্ছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা বিশেষরূপে পরিভ্রমণ করেন (স্বীয়সত্তা দেখাইয়া থাকেন); সেই পৃথিবী (নাভি) প্রদেশ হইতে,—যে শত্রু আমাদিগকে

দ্বেষ করে আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করিয়া থাকি, এই উভয়বিধ (আধি-ভৌতিক) শত্রু, ভাগরহিত হইয়া (বিষ্ণুক্রমণ-হেতু) পলাইয়া থাকে।

৪। উক্ত শত্রু এই শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবনীয় অন্ন হইতে ভাগরহিত হইয়া পলায়ন করে।

৫। উক্ত শত্রু, এই দেবযজনস্থান (হৃদয়) রূপ প্রতিষ্ঠা হইতে ভাগরহিত হইয়া পলায়ন করে।

৬। (এইরূপে আমরা শত্রুহীন হইয়া) স্বর্গকে প্রাপ্ত হই।

৭। (এবং) জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকি। (২অ—২৫ক—১-৭ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩৮।১১). বিষ্ণুক্রমান ক্রমতে দিবি বিষ্ণুরিতি প্রতিমন্ত্রমিতি। বিষ্ণুপাদবুদ্ধ্যা স্বপাদস্য ভূমৌ প্রক্ষেপা বিষ্ণুক্রমাঃ। বিষ্ণুর্যজ্ঞপুরুষঃ জাগতেন ছন্দসা জগতীচ্ছন্দোরূপেণ স্বকীয়পাদেন দিবি দ্যুলোকং ব্যক্রংস্ত বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্। তথা সতি ততো দ্যুলোকাৎ নির্ভক্তো ভাগরহিতঃ কৃত্বা নিঃসারিতঃ। কঃ। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। যোঽস্মান্ দৃষ্ট্বা ন প্রীয়তে যং চ দৃষ্ট্বা বয়ং ন প্রীয়ামহে স দ্বিবিধোঽপি শত্রুর্দিবো নিঃসারিতঃ এবমুত্তরাবপি বিষ্ণুক্রমমন্ত্রৌ ব্যাখ্যেয়ৌ॥ (কা০ ৩৮।১৩) অস্মাদন্নাদিতি ভাগমবেক্ষত ইতি। যোঽযজ্ঞভাগোঽবেক্ষ্যতে অস্মাদন্নাদ্যজমানভাগান্নির্ভক্ত০ ইতি বাক্যশেষোঽনুবর্ত্তনীয়ঃ॥ (কা০ ৩৮ ১৪) অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়া ইতি ভূমিমিতি॥ অবেক্ষত ইতি চতুর্থ মন্ত্রবিনিয়োগেঽনুবর্ত্ততে। অস্যৈ অস্যাঃ পুরতো দৃশ্যমানায়াঃ প্রতিষ্ঠাহেতোর্যজ্ঞীয়ভূমেঃ নির্ভক্ত ইত্যাদ পূর্ব্ববৎ॥ (কা০ ৩।৮১৫) অগন্ম স্বরিতি প্রাগিতি। পূর্ব্বস্যাং দিশি স্থিতং স্বঃ স্বর্গং সূর্য্যং বা বয়মগন্ম প্রাপ্তাঃ। যজ্ঞানুষ্ঠানেন॥ (কা০ ৩৮।১৬) সং জ্যোতিষেত্যাহবনীয়মিতি। জ্যোতিষা হবনীয়লক্ষণেন বয়ং সমভূম সঙ্গতা অভূম॥ ২৫॥

* * *

মর্ম্মার্থ আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রকয়েকটীর অর্থ ও প্রয়োগ বিষয়ে ভাষ্যকার বলেন,—"দিবিবিষ্ণুঃ" এই মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুক্রম-ক্রমণ (পরিভ্রমণ) করিবে। "বিষ্ণুক্রম" শব্দের অর্থ—স্বীয় পাদকে বিষ্ণুর পাদ মনে করিয়া ভূমিতে প্রক্ষেপ। অর্থাৎ, যজ্ঞস্থলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, বিষ্ণুই পরিভ্রমণ করিতেছেন। এমতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—"বিষ্ণু অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ, জগতীছন্দোরূপ স্বীয় পাদের দ্বারা দ্যুলোককে বিশেষরূপে ক্রমণ করিয়া ছিলেন।" এইরূপ হইলে সেই দ্যুলোক হইতে,—যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে, আমরা যে শত্রুর দ্বেষ করি অর্থাৎ যে

শত্রু আমাদিগকে দেখিয়া প্রীত হয় না, আমরা শত্রুকে দেখিয়া প্রীত হই না, সেই দ্বিবিধ শত্রু, ভাগরহিত হইয়া নিঃসারিত হইয়াছিল।" দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ এই প্রথম মন্ত্রের ন্যায়।

'অস্মাদন্নাৎ' এই চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা ভাগের (অন্নের) প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ,—এই যে ভাগ অন্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে, এই যজমানভাগরূপ অন্ন হইতে ভাগহীন হইয়া শত্রু নিঃসারিত হইয়াছে।' 'অস্যৈ প্রতিষ্ঠায়ৈ' এই পঞ্চম মন্ত্রের দ্বারা ভূমির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। ইহার অর্থ,—'এই সম্মুখে পরিদৃশ্যমান প্রতিষ্ঠার হেতুভূত যজ্ঞীয় ভূমি হইতে ভাগহীন হইয়া শত্রু নিঃসারিত হইয়াছে।' 'অগন্ম স্বঃ' এই ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বদিক্‌স্থিত স্বর্গ অথবা সূর্য্যকে অবলোকন করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ,—'পূর্ব্ব দিক্ স্থিত স্বর্গ অথবা সূর্য্যকে আমরা যজ্ঞের ফলে প্রাপ্ত হই।' 'সং জ্যোতিষা' এই সপ্তম মন্ত্র দ্বারা আহবনীয় দর্শন করিবে। ইহার অর্থ হয়,—'আমরা এই হবনীয়লক্ষণ জ্যোতির সহিত সঙ্গত হইয়াছি'। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে মন্ত্রের অর্থ ও প্রয়োগবিষয় এইরূপ অধিগত হওয়া যায়। এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রকয়েকটীর অর্থ যেরূপে পরিগ্রহ করিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র কয়েকটীর পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভাষ্যানুসারে ভাব পরিগ্রহ করা বড়ই সুকঠিন। ভাষ্যকারের মত পূর্ব্বেই উক্ত হইল। আমরা তাই, এ মন্ত্রগুলির অন্তর্গত শব্দ কয়েকটীর ভাষ্যপ্রদর্শিত অর্থ ব্যতীত অন্যরূপ ভাবার্থ গ্রহণে বাধ্য হইলাম। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিলে সুধিগণ সহজেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। কণ্ডিকার—বিষ্ণুক্রম—প্রথম মন্ত্রত্রয় একই মন্ত্র। পার্থক্য কেবল, 'দিবি' 'অন্তরিক্ষে' ও 'পৃথিব্যাং'। এই পদত্রয় একই মন্ত্রকে ত্রিধা-বিভক্ত করিয়াছে। আমরা এ পদত্রয়ের ভাবার্থ 'সহস্রার', 'হৃদয়' ও 'নাভিপ্রদেশ' বলিয়া গ্রহণ করিলাম। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর সত্তা যখন ঐ ঐ প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয়, তখন সাধকের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শত্রু নিরাকৃত হয়। মন্ত্রত্রয়ে এই ত্রিবিধ শত্রুর ভাবই যেন প্রকটিত রহিয়াছে। জগতী, ত্রিষ্টুপ্ ও গায়ত্রীরূপ ভগবানের ত্রিবিধ পাদ, তাঁহার রজঃসত্ত্ব তমোরূপ ত্রিগুণের বিষয় বর্ণনা করিতেছে—এভাবও আমনন করা যাইতে পারে। তাহাতে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বররূপে তিনি সর্ব্বদাই সাধকের ললাট হৃদয় নাভিদেশে ক্রমণ করিতেছেন, এই ভাব উপলব্ধ হয়। (ঋগ্বেদ সংহিতার "ত্রীণি পদা বিচক্রমে" এই ঋকে ভগবানের ত্রিপাদের, বিষয় বিশেষরূপে পরিবর্ণিত হইয়াছে)।

"অস্মাদন্নাৎ" প্রভৃতি চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রদ্বয়ে, শত্রু কিরূপে, কোথা হইতে, কোনভাগ হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। শত্রু, কোন অন্ন হইতে ভাগরহিত হইয়া নিরাকৃত হইয়াছিল? উত্তরে চতুর্থ মন্ত্রে কথিত হইতেছে—'অস্মাদন্নাৎ'। এই পরিদৃশ্যমান দেবোদ্দেশে হবনীয় অন্ন—আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব হইতে। কোন স্থান হইতে শত্রু পলায়িত হইয়াছিল? পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা কথিত হইতেছে—এই-প্রতিষ্ঠার হেতুভূত আমাদের হৃদয়রূপ দেবযজনস্থল হইতে। অতঃপর ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে সাধক যেন এই কণ্ডিকার উপসংহার করিতেছেন। এ মন্ত্রদ্বয়ে তিনি বলিতেছেন—এইরূপে বিষ্ণুদেব, দ্যুলোক অন্তরীক্ষ

লোক পৃথিবীলোক-তুল্য আমাদের সহস্রার হৃদয় ও নাভিতে ভ্রমণ করিলে—আমাদিগের ত্রিবিধ তা রূপ ত্রিবিধ শত্রুর উপদ্রব দূরীকৃত হইলে, আমাদিগের মহদ্‌যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে আমরা স্বর্গ প্রাপ্ত হই,—তাহার ফলে আমরা পরমব্রহ্মের পরম জ্যোতিতে লীন হই। আমরা মনে করি, কণ্ডিকায় এই ভাবই ব্যক্ত রহিয়াছে। (২অ—২৫ক—১-৭ম)।

—•—

ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চোদা অসি বর্চো মে দেহি।

(২) সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে ॥ ২৬ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্য! ত্বং 'স্বয়ম্ভূঃ' (স্বয়ং সিদ্ধঃ) 'শ্রেষ্ঠঃ' (প্রশস্ততমঃ) 'রশ্মিঃ' (কিরণঃ) 'অসি' (ভবসি); 'অসি' (ত্বং) 'বর্চোদাঃ' (কিরণস্য দাতা) 'মে' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (কিরণং) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

২। অহং 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্বরূপদেবস্য) 'আবৃতং' (আবর্ত্তকং, সর্ব্বপ্রকাশকং জ্যোতিঃ) 'অন্বাবর্ত্তে' (অনুসৃত্য আবর্ত্তে, সৎকর্ম্মাণি সাধয়িতুং প্রবৃত্তো ভবামি ইতি ভাবঃ)। (২অ—২৬ক—১-২)।

•.•

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেব! আপনি স্বয়ংসিদ্ধ; আপনি শ্রেষ্ঠ কিরণস্বরূপ হয়েন। আপনি কিরণদাতা, আমাকে কিরণ দান করুন।

২। আমি জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবতার সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া সৎকর্ম্ম-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। (২অ—২৬ক—১-২ম)।

•.•

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।১৭) স্বয়ম্ভূরসীতি সূর্য্যমিক্ষিত। হে সূর্য্য ত্বং স্বয়ম্ভূরকর্ত্তৃকঃ স্বয়ং সিদ্ধোঽসি। শ্রেষ্ঠো প্রশস্ততমো রশ্মিঃ মণ্ডলশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভাখ্যোঽসি। সূর্য্যস্য সপ্তরশ্ময়ঃ সন্তি। চতুর্দিক্ষু চত্বারঃ। এক উপর্য্যেকোঽধস্তাৎ সপ্তমো মণ্ডলাভিমানী হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষঃ স

শ্রেষ্ঠঃ স ত্বমসি। যতস্ত্বং বর্চোদা অসি তেজসো দাতাসি অতো মে বর্চঃ ব্রহ্মবর্চসং দেহি॥ (কা০ ৩৮।১৯) সূর্য্যস্যেত্যাবর্ত্ততে প্রদক্ষিণমিতি। আবর্ত্তনমাবৃৎ। সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনীমাবৃত-মাবর্ত্তনমনুস্থত্যাহমপি আবর্ত্তে প্রাদক্ষিণ্যেনাবর্ত্তং করোমি॥ ২৮॥

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকারের মত, এই কণ্ডিকোক্ত 'স্বয়ম্ভুরসি' এই প্রথম মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যকে দর্শন করিবে। তন্মতে এই প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সূর্য্যদেব। আপনি স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ। এবং আপনি শ্রেষ্ঠরশ্মি অর্থাৎ মণ্ডলাভিমানী হিরণ্যগর্ভনামক দেবতা। যেহেতু আপনি তেজের দাতা, এজন্য আমাকে ব্রহ্মতেজ প্রদান করুন।' এস্থলে তিনি বলেন, সূর্য্যের সাতটী রশ্মি আছে। তাঁহার চারিদিকে চারিটী রশ্মি, ঊর্দ্ধদেশে একটী, অধোদেশে একটী এবং মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সপ্তম সংখ্যক হিরণ্যগর্ভ পুরুষ নামক একটি শ্রেষ্ঠ রশ্মি। সেই শ্রেষ্ঠ রশ্মিই তুমি। 'সূর্য্যস্যাবৃতং' এই দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিবে। ইহার অর্থ,—'সূর্য্যদেবতার সম্বন্ধী আবর্ত্তনকে অনুসরণ করিয়া আমিও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিতেছি।' ভাষ্যাভাসে এইরূপ অর্থ অবভাসিত হয়।

আমরা বলি, এ মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণজ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যদেবের নিকট সাধকের প্রার্থনার ভাব পরিস্ফুট। প্রথম মন্ত্রে তিনি দেবতার নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে দেব। আপনি নিত্য সত্য—স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ কেহই আপনার স্রষ্টা নাই। আপনি জ্যোতির শ্রেষ্ঠ; আপনি জ্যোতির্দ্দাতা, আমাকে আপনার দিব্যকিরণ প্রদান করুন।' এমন্ত্রে সাধকের ধ্রুব বিশ্বাস, জ্ঞান-সূর্য্য, নিত্য সত্য—তাঁহার জন্মোৎপত্তি নাই। পবিত্র জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবের কিরণের তুলনায় অন্য কিরণ কি স্থান পাইতে পারে? তাঁহাকে সূর্য্যস্বরূপেই চিন্তা কর বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়াই ভাবনা কর, যে দৃষ্টিতেই দেখিবে—দেখিতে পাইবে, তিনি জ্যোতিষ্মানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি কিরণদাতা। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে, তাঁহার তুল্য কিরণ-প্রদাতা আর কে আছে? জগৎপ্রাণ সূর্য্যমূর্ত্তিতে তিনি জ্যোতিঃপ্রদানে সমগ্র বিশ্বের প্রগাঢ় অন্ধকাররাশি দূর করিতেছেন। আবার অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, তিনি জ্ঞান-সূর্য্যরূপে হৃদাকাশে সমুদিত হইয়া কিরূপে কিরণ প্রদান করিতেছেন। দেখিবে, তাঁহার সেই নিত্যপূত দিব্য জ্যোতিতে তোমার হৃদয়-কন্দরের সূচী-ভেদ্য অন্ধকার কিরূপে অপগত হইয়াছে—পুণ্যালোক প্রোদ্ভাসিত হইয়াছে। তাই সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন—'হে দেব! আমাকে কিরণ প্রদান করুন।' এ প্রার্থনা, জ্ঞানসূর্য্যের নিকট যতদূর সুসঙ্গত, ততদূর বাহ্যসূর্য্যের নিকট সমীচীন হয় না। সূর্য্যালোক-প্রোদ্ভাসিত জগতের শীর্ষদেশে দণ্ডায়-মান হইয়া 'সূর্য্যদেব আমাকে কিরণ প্রদান করুন' এ প্রার্থনা কি সঙ্গত? তাই আমরা জ্ঞান সূর্য্য পক্ষে ভাবার্থ-গ্রহণে প্রযত্নপর হইয়াছি।

। দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা সাধক যেন জ্ঞানসূর্য্যের কিরণ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা যেন ফলবতী হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—'আমি জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবের সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তপর হই।' জ্ঞানাগ্নির অনুসরণ করিয়া' এবাক্য কোনভাব দ্যোতনা করিতেছে? ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয়,—'জ্ঞানাগ্নি যখন যে ভাবে যে কর্ম্মে আমাকে বিনিযুক্ত করিবে, আমি সেই কর্ম্মই সাধনা করিব। আমরা বলি, মন্ত্র এই তত্ত্বই পরিব্যক্ত করিতেছে। (২অ—২৬ক - ১২ম)।

—•—

সপ্তবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। সপ্তবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে গৃহপতে সুগৃহপতিস্ত্বয়াগ্নেঽহং গৃহপতিনা ভূয়াসং

সুগৃহপতিস্ত্বং ময়াগ্নে গৃহপতিনা ভূয়াঃ। অস্থূরি ণৌ গার্হপত্যানি

সন্তু শতং হিমাঃ।

(২) সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে ॥ ২৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'গৃহপতে' (মম হৃদয়গৃহস্বামিন্) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) ত্বং 'সুগৃহপতিঃ' (শোভনহৃদয়পালকঃ ভবসীত্যর্থঃ); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'ত্বয়া' (ভবতা) 'গৃহপতিনা (হৃদয়াধীশেন) 'অহং' (সাধকঃ সুগৃহপতিঃ) 'ভূয়াসং' (ভবেয়ং); 'অগ্নে' (হে দেব!) 'ময়া' (সাধকেন) 'গৃহপতিনা' (গৃহস্বামিনা, সত্ত্বভাবাধিকারিণা) 'ত্বং' (ভবান্) 'সুগৃহপতিঃ' (শোভনহৃদয়স্বামী) 'ভূয়াঃ' (ভব); 'নৌ' (আবয়োঃ) 'গার্হপত্যানি' (গৃহপতিসম্বন্ধীয়, কর্ম্মাণি সত্ত্বস্বরূপাণি) 'শতং হিমাঃ' (শতবর্ষপর্য্যন্তং, বহুদিনং যাবৎ, চিরং ইতি ভাবঃ) 'অস্থূরি' (অব্যবহিতানি) 'সন্তু' (ভবন্তু)।

২। অহং 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্বরূপদেবস্য) 'আবৃতং' (আবর্ত্তকং, সর্ব্বপ্রকাশকং জ্যোতিঃ) 'অন্বাবর্ত্তে' (অনুসৃত্য, সৎকর্ম্মাণি সাধয়িতুং প্রবৃত্তো ভবামি ইতি ভাবঃ। (২অ—২৬ক—১-২ম।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। আমার হৃদয়ের অধীশ্বর, জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! আপনি গৃহপতি (সদ্ভাবপরিপূর্ণ হৃদয়ের পালক) হয়েন; হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! হৃদয়াধীশ আপনার দ্বারা আমি যেন সুগৃহপতি (হৃদয়রূপ গৃহের সদ্ভাবপোষক) হইতে পারি; হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমার গৃহপতিত্বে (সত্ত্বভাবাদির প্রভাবে) আপনি আমার সুগৃহপতি (হৃদয়-রূপ গৃহের সত্ত্বভাবপালক) হউন; আপনার ও আমার গৃহপতি-সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহ (সত্ত্বভাবনিবহ) বহুদিন যাবৎ (চিরকাল) অব্যাহত (অচঞ্চল) হউক।

২। আমি যেন জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবতার সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতিঃ অনুসরণ করিয়া সৎকর্ম্ম-সমূহ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। (২অ—২৭ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।২১) গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতেঽগ্নে গৃহপত ইতি। হে গৃহপতেঽস্মদীয়গৃহস্য পালক হে অগ্নে ত্বয়া গৃহপতিনা গৃহপালকেন কৃত্বা ত্বৎপ্রসাদেনেত্যর্থঃ। অহং সুগৃহপতিঃ শোভনো গৃহপতিঃ ভূয়াসং ভবেয়ং। তথা হে অগ্নে ত্বমপি ময়া গৃহপতিনা মদীয়সেবয়েত্যর্থঃ। সুগৃহপতিঃ শোভনো গৃহপালকো ভূয়াঃ ভব। অগ্নে পদস্যাবৃত্তিরাদরার্থা। এবং সতি আবয়োর্গার্হপত্যানি গৃহপতিভ্যাং স্ত্রীপুরুষাভ্যাং নিষ্পাদ্যানি কর্ম্মাণি শতং হিমাঃ বর্ষাণি অস্থূরিস্থূরীব সন্তু। নিরন্তরমব্যবহিতানি প্রবর্ত্তন্তাং। একপার্শ্বে বলীবর্দ্দদ্বয়যুক্তং স্থূরি ন স্থূরি অস্থূরি। লুপ্তোপমানং। বলীবর্দ্দদ্বয়যুক্তং শকটং যথা নিরন্তরং অব্যবহিতং প্রসরতি। তথাস্মাকং গার্হপত্যানি সন্তু। গৃহপতিসংযুক্তে ঞ্যঃ (পা০ ৪।৪।৯০) ঞ্যপ্রত্যয়ঃ॥ (কা০ ৩।৮।২৩) সূর্য্যস্যেত্যাবর্ত্ততে প্রদক্ষিণমিতি। ব্যাখ্যাতং॥ ১৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—•—

ভাষ্যকার বলেন,—এই সপ্তবিংশতি কণ্ডিকোক্ত 'অগ্নে গৃহপতে' এই প্রথম মন্ত্র দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির উপাসনা করিবে।' সে মতে এই মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—'হে গৃহপতি! অর্থাৎ আমাদের গৃহের পালক অগ্নিদেব! আপনাকে গৃহপালক করিয়া আপনার অনুগ্রহে আমি শোভন গৃহপতি হইব; হে অগ্নিদেব! আপনিও সেইরূপ, গৃহপতিরূপ আমার সেবায় শোভন গৃহপালক (অগ্নিপদের বার বার আবৃত্তি—আদরার্থ) হউন। তাহা হইলে

আমাদিগের গার্হপত্য (গৃহপতিরূপ স্ত্রীপুরুষ-নিষ্পাদ্য) কর্ম্মসমূহ শত বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর অব্যবহিত (অব্যাহত) হইবে। একপার্শ্বে (শকটের অগ্রভাগস্থিত যূপকাষ্ঠে) সংযোজিত বলীবর্দ্দ (বৃষ) দ্বয়যুক্ত শকট যেমন নিরন্তর অব্যবহিতরূপে গমনশীল হয়; সেইরূপ, আমাদিগের গার্হপত্য কর্ম্মসমূহ অব্যবহিত হউক।" দ্বিতীয় 'সূর্য্যস্যাবৃতং' এই মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করতঃ আবর্ত্তন করিবে। ইহার অর্থ,—'সূর্য্যদেবতার সম্বন্ধী আবর্ত্তনকে অনুসরণ করিয়া আমিও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিতেছি। ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে সাধারণতঃ এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের এইরূপ অর্থই অবভাসিত হয়।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবতার উদ্দেশে প্রযুক্ত। প্রথমেই জ্ঞানাগ্নিকে বলা হইয়াছে,—'হে জ্ঞানাগ্নি। আপনি সুগৃহপতি অর্থাৎ সুগৃহের পালক। এখানে 'সুগৃহ' পদের তাৎপর্য্য কি? সুগৃহ বলিতে কি বুঝাইয়া থাকে? বুঝায় না কি—কামক্রোধাদি রিপুশত্রুকৃত উপদ্রবরহিত সদ্ভাবপরিপূরিত সাধকের হৃৎপ্রদেশ। তাহা অপেক্ষা সুগৃহ আর কি হইতে পারে? সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে, ভাষ্যের মতে অগ্নিদেব উত্তম গৃহপতি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। কিন্তু, একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝা যায়,—তিনি যে সদ্ভাব-পরিপূরিত সাধকের হৃদ্-প্রদেশরূপ সুগৃহের অধিপতি। এই দৃষ্টিতে জ্ঞানাগ্নির সুগৃহপতিত্ব দেখিতে পাইয়াই সাধক সেই জ্ঞানাগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের দ্বারা বলিতেছেন, —'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি আমার সদ্ভাবান্বিত হৃদয়রূপ সুগৃহের অধিপতি হইলে, আপনার অনুকম্পায় আমিও হৃদয়-মধ্যে সদ্ভাব-সংরক্ষণে সমর্থ হইব।' তাহার পর, তৃতীয় অংশের দ্বারা সাধক জ্ঞানাগ্নিকে বলিতেছেন,—'হে দেব! আমি সদ্ভাবাদিকে সংরক্ষিত করিতে পারিলে, আপনিও আমার হৃদয়ে নিশ্চয়ই সদ্ভাবাদি রক্ষা করিবেন।' শেষাংশে সাধক বলিতেছেন—'এইরূপে আমাদের (আপনার ও আমার) গৃহপতি সম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ হৃদয়ে সদ্ভাব-সংরক্ষণ চিরকাল অবিচ্ছিন্নভাবে নির্ব্বাহিত হউক।' কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য ইহার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রেই সমালোচিত হইয়াছে। আমাদের মতে, মন্ত্র এই উচ্চ মহত্ত্বই পরিব্যক্ত করিতেছে। (২অ—২১ক—১-২ম)।

—•—

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তদশকং তন্মেঽরাধি।

(২) ইদমহং য এবাস্মি সোঽস্মি ॥ ২৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ব্রতপতে' (সৎকর্ম্মপালক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) 'ব্রতং' (সৎকর্ম্ম) 'অচারিষং' (অনুষ্ঠিতবানস্মি); 'তৎ' (অনুষ্ঠানং) 'অশকং' (শক্তিমান, তৎপ্রসাদা-

দনুষ্ঠানসমর্থোঽভূবং)। 'মে' (মম) 'তৎ' (অনুষ্ঠানং) 'অরাধি' (ত্বয়ৈব সম্যক্ সাধিতং)। হে দেব! তৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বাণি সৎকর্ম্মাণ্যহমনুতিষ্ঠং ইতি ভাবঃ।

২। হে জ্ঞানাগ্নে! 'ইদং' (অনুষ্ঠানানন্তরং) 'য এবাস্মি' (যো ব্রহ্মস্বরূপঃ অস্মি) 'সোঽস্মি' (স এব পরব্রহ্মরূপঃ শিবোঽস্মি)। জ্ঞানসাহায্যেন সোঽহমস্মীতি জ্ঞানং সুলভমিতি তাৎপর্য্যঃ। (১অ—২৮ক—১-২য)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সৎকর্ম্মপালক হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। আপনার অনুগ্রহেই আমি সেই সদনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছি। আমার সেই অনুষ্ঠান আপনিই সুসিদ্ধ করিয়াছেন।

২। হে জ্ঞানাগ্নি! এই অনুষ্ঠানের ফলে (কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে) আমি যে ব্রহ্মাংশস্বরূপ (অবস্থিত ছিলাম, কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও আমি) সেই শিবস্বরূপ রহিয়াছি (অর্থাৎ এই অনুষ্ঠানের ফলে 'সোঽহমস্মি' ইত্যাকার জ্ঞানলাভে আমি সমর্থ হইয়াছি)। (১অ—২৮—১—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৩।৮।২৯) ব্রতং বিসৃজতে যেনোপেয়াদিতি। ব্রতগ্রহণে মন্ত্রদ্বয়মুক্তং তয়োর্ম্মধ্যে যেন ব্রতাদানং কৃতং প্রথমেন দ্বিতীয়েন বা। অত্রাপি তদনুসারেণ ব্রতং বিসৃজেৎ। হে অগ্নে। হে ব্রতপতে। কর্ম্মপালক অহং ব্রতমচারিষং কর্ম্মানুষ্ঠিতবানস্মি তদশকং শকিতবান। তৎপ্রসাদাত্তৎকর্ম্মশক্তোঽভূবম্। ত্বয়া চ তন্মে মদীয়ং কর্ম্ম অরাধি সাধিতং। দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ। হে অগ্নে ইদং কর্ম্ম সমাপ্য যোঽহং কর্ম্মণঃ পূর্ব্বা অস্মি স এব মনুষ্যোঽস্মি ॥ ২৮ ॥

ইতি দর্শপূর্ণমাসেষ্টিমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥

অতঃপরং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞমন্ত্রাস্তেষাং প্রজাপতির্ঋষিঃ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকর্ত্তার ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়,—ব্রতকালীন যে মন্ত্রদ্বয় কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা ব্রতগ্রহণ করা হইয়াছে; এস্থলেও তদনুসারে ব্রতকে বিসর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ, প্রথম মন্ত্রের দ্বারা ব্রতগ্রহণ করা হইলে, প্রথম মন্ত্রানুসারে ব্রত বিসর্জ্জন করিবে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা ব্রতগ্রহণ করা হইলে, দ্বিতীয় মন্ত্রানু-

সারে ব্রত বিসর্জ্জন করিবে।' তদনুসারে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ব্রত (কর্ম্ম) পালক অগ্নি দেব। আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি, আপনার অনুগ্রহে আমি সেই কর্ম্মে সমর্থ হইয়াছি; আপনিই আমার সেই কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়াছেন।' ভাষ্যমতে দ্বিতীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যা এইরূপ প্রচলিত আছে; যথা,—'হে অগ্নিদেব! এই কর্ম্ম সমাপন করিয়া, কর্ম্মের পূর্ব্বে আমি যে মনুষ্য ছিলাম, সেই মনুষ্যই রহিয়াছি।' ভাষ্যে এই মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

এক্ষণে, আমরা এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ যেরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা সাধক জ্ঞানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রথম মন্ত্রের দ্বারা তিনি আনন্দ-সহকারে জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে জানাইতেছেন,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনি সৎকর্ম্মপালক। আমি যে সদনুষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছি, তাহা কেবল আপনারই অনুগ্রহে। আমার সেই অনুষ্ঠান, আপনার দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়াছে।' এই প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের শব্দগত কোনরূপ বৈষম্য সংঘটিত হয় নাই। ভাবপক্ষে, ভাষ্যকর্ত্তার অভিপ্রায়—বহির্যজ্ঞীয় অগ্নি। অর্থাৎ, অগ্নি ব্রতপালক; ব্রতগ্রহণ কালীন অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইয়াছিল এবং বিসর্জ্জনের সময়ও অগ্নি সুসংস্কৃত করিয়া প্রজ্বালিত করা হইয়াছে। সেই অগ্নিকেই সম্বোধন করিয়া যজমান এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করেন। বহির্যজ্ঞ বিষয়ে এই মন্ত্রটীর এ প্রকার অর্থেরও সমীচীনতা বেশ উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এ মতে দ্বিতীয় মন্ত্রটীর অর্থ, ভাবার্থ-পক্ষে বেশ সদর্থ প্রকাশ করে না। আমরা পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এস্থলে জ্ঞানাগ্নিরই অনুসরণ করিয়াছি। তাহাতে দ্বিতীয় মন্ত্রটীরও বেশ সুসঙ্গত অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'হে অগ্নি! কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে আমি যে মনুষ্য ছিলাম, কর্ম্মানুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়াও সেই মনুষ্যই রহিয়াছি' এ অর্থে কোন্ ভাব দ্যোতনা করে? কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে আমি যাহা ছিলাম, এখনও তাহাই রহিয়াছি—তবে আমার কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল কি হইল? অথবা, এবম্বিধ উক্তির সার্থকতা কোথায়? আমরা বলি, সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া সাধক, তাহার ফলস্বরূপ আত্মাতে পরব্রহ্মের পূর্ণজ্যোতিঃ অবলোকন করিতেছেন—এই দ্বিতীয় মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। তিনি কর্ম্মপ্রভাবে—সাধনাপ্রভাবে জানিয়াছেন—'শিবোঽহং'। ইহাই তো সাধনার চরম পরিণতি! ইহাই তো ভগবৎ-সাযুজ্যলাভ। জ্ঞানাগ্নির সাহায্যে সৎপথে পরিচালিত হইয়া অশেষ সৎকর্ম্ম কর্ম্মময় জীবনে সমাহিত করতঃ সাধনার শেষ স্তরে সমুন্নীত হইতে পারিলে, আত্মাই যে সৎ—আত্মাই যে শিব—এই জ্ঞান উপলব্ধ হইয়া থাকে। এখানে সাধক সেই জ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছেন,—জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে অভিন্ন,—কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় এখন আমি বুঝিয়াছি,—জীবাত্মায় ও পরমাত্মায়, আমাতে ও পরব্রহ্মে, কোনই পার্থক্য নাই। এখানে, এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয় সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। গীতা-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' ইত্যাদি। জীবলোকে জীবভাবে আমিই বর্ত্তমান। এ মতে ঐ দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ হয়—'হে দেব! হে

পরমপথপ্রদর্শক জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্! আপনার অনুগ্রহে আমার কর্ম্মানুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। তাহার ফলে আমি 'সোঽহমস্মি' জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছি। আমরা বলি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১অ—২৮ক—১-২ম)।

ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা।

(২) সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।

(৩) অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'কব্যবাহনায়' (পিতৃপূজোপকরণবহনকর্ত্রে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানস্বরূপায় দেবায়) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু)।

২। 'পিতৃমতে' (পিতৃগুণবিশিষ্টায় অর্চ্চকায়, তৎপূর্ব্বপুরুষগণপ্রদানকারিণে ইত্যর্থঃ) "সোমায়" (সত্ত্বভাবস্বরূপায় দেবায়) 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু)। পিতৃগুণান্ লব্ধুং জ্ঞানদেবস্য সত্ত্বভাবস্য চ শরণাপন্নো ভবামি ইতি ভাবঃ।

৩। 'বেদিষদঃ' (মম হৃদয়রূপবেদিনিবাসিনঃ) 'অসুরাঃ' (অসুরভাবাপন্নাঃ) 'রক্ষাংসি' (রক্ষঃস্বভাবাশ্চ সদ্ভাববিরোধিকামক্রোধাদয়ঃ) 'অপহতাঃ' (মম হৃৎপ্রদেশাৎ অপগতা ভবন্তু)। মম হৃৎপ্রদেশঃ কামক্রোধাদিরূপাসুররাক্ষসকৃতোপদ্রবরহিতো ভবতু। তেনৈবাহং শ্রেয়োঽনুপশ্যামি ইতি ভাবঃ। (২অ—২৯ক—১-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১) পিতৃপূজার উপকরণ-বহনকারী জ্ঞানস্বরূপ দেবতার নিমিত্ত (ইহা) সুহুত হউক।

(২) পিতৃগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ সাধককে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ-প্রদানকর্ত্তা সত্ত্বভাবস্বরূপ দেবের নিমিত্ত (ইহা) সুহুত হউক (অর্থাৎ, আমি পিতৃগুণলাভার্থ জ্ঞান ও সদ্ ভাবের আরাধনা করিতেছি)।

(৩) আমার হৃদয়রূপ বেদীনিবাসী অসুরভাবাপন্ন রাক্ষস-প্রকৃতি কামক্রোধাদি (শত্রু-সমূহ) আমার হৃৎপ্রদেশ হইতে অপগত (অপসারিত) হউক। (২অ—২৯ক—১-৩ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।৭) সারতণ্ডুলমপূর্ণং স্রুপরিষ্বাক্তিমার্ব্বোর্বামেক্ষণেন জুহোত্যগ্নয় ইতি সোমায়েতি চ॥ কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ পিতরস্তেষাং সম্বন্ধি কব্যং হবিঃ। তদ্বোঢ়ুমধিকারো যস্যাস্তি স কব্যবাহনঃ। তস্মৈ অগ্নয়ে স্বাহা হবির্দ্দত্তং। পিতৃমান্ পিতৃসংযুক্তঃ তস্মৈ সোমনামকায় দেবায় স্বাহা হবির্দ্দত্তং। স্বাহাকারেণ বষট্‌কারেণ বা দেবেভ্যোঽন্নদানশ্রুতের্দ্দৈবাবিমৌ মন্ত্রৌ॥ (কা০ ৪।১.৮) দক্ষিণেনোল্লিখিত্যপহতাঃ ইতীতি। বেদ্যাং সীদন্তি বেদিষদঃ তাদৃশা অসুরাঃ অপহতা বেদিসকাশাদপগতাঃ। তথা রক্ষাংসি বেদ্যা অপকৃতানি। অসুরত্বং রক্ষস্ত্বং চেতি জাতিবিশেষো দেববিরোধিনৌ॥ ২৯॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—— * ——

ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—কণ্ডিকোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সারতণ্ডুল পাক করিয়া মেক্ষণ (যজ্ঞীয় হাতা) দ্বারা হোম করিবে। তন্মতে এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হয়,—'কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী পিতৃগণের হবনীয়ের নাম কব্য। সেই কব্যকে বহন করিতে যাঁহার অধিকার আছে, তাঁহাকেই 'কব্যবাহন' বলে। সেই কব্যবাহন অগ্নিকে হবিঃ প্রদত্ত হইল।' পিতৃসংযুক্ত সোম-নামক দেবতাকে হবিঃ প্রদত্ত হইল।' স্বাহাকারের দ্বারা কিম্বা বষট্‌কারের দ্বারা দেবগণকে অন্ন প্রদত্ত হয়, এইরূপ শ্রুতিবশতঃ এই মন্ত্রদ্বয় দেবতার সম্বন্ধীয়। অনন্তর, তৃতীয় মন্ত্র দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেদীতে রেখা করিবে। এ মন্ত্রের অর্থ,—'বেদীতে যাহারা বাস করে, তাহাকে 'বেদিষদঃ' কহে। তাদৃশ অসুরগণ, বেদীর নিকট হইতে অপগত হউক। সেইরূপ, বেদীর অপকারক রাক্ষসগণ, বেদী হইতে অপসৃত হউক।' অসুরজাতি ও রাক্ষসজাতি দেববিরোধী। ইহাই ভাষ্যের মর্ম্ম।

এক্ষণে আমরা এই মন্ত্রত্রয়ের মধ্যে যে ভাব প্রাপ্ত হইলাম, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। আমরা বলি, এ মন্ত্রত্রয়ে সাধনার প্রথম অবস্থার বিষয় পরিস্ফুট রহিয়াছে। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে হৃদয়কে শুদ্ধসত্ত্বভাবে পরিপূর্ণ ও জ্ঞানবিমণ্ডিত করিতে হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বভাব ও জ্ঞান অধিকার করিবার নিমিত্তই সাধককে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন-যজ্ঞে যত কিছু কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। ইহা অধিগত হইলে, আর কোনও কিছুই আবশ্যক করে না। অতএব যাগ, যজ্ঞ, দেবারাধনা ও ব্রতাদি যত কিছু সদনুষ্ঠান, তাহা কেবল এই জ্ঞান ও সদ্ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত। এখানে সাধক প্রথমে

দেখিলেন, তাঁহার সাধন-পথে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য তো আর কিছুই নহে। কেবলমাত্র হৃদয়ে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্বপোষণ ও হৃদয়কে জ্ঞানবিমণ্ডিত করা। তখনই তাঁহার আর একটী ভাবনা মানসক্ষেত্রে যুগপৎ উপস্থিত হইল,—কিসে ইহা লাভ করা যায়?—না, শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কোন্ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইবে? ইহাদিগকে লাভ করিতে হইলে, হৃদয়ের শত্রুকৃত উপদ্রব-সমূহ নাশ করিতে হইবে। তাহা হইলে চাই—জিতেন্দ্রিয়তা; চাই—পিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণ। ইন্দ্রিয়জয়ই একমাত্র জ্ঞান লাভের ও হৃদয়ে সদ্ভাবপোষণের প্রকৃষ্ট উপায়। পিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহাদের সদ্গুণাবলীর আদর্শ গ্রহণ—পরমার্থ-প্রাপ্তির সোপান-স্বরূপ। কণ্ডিকার শেষ মন্ত্র, সেই বিষয়ই পরিব্যক্ত করিতেছে।

প্রথম মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানলাভের জন্য সাধক, জ্ঞানদেবতার আরাধনা করিতেছেন। এখানে জ্ঞানদেবতার একটী বিশেষণ দেখা যায়—'কব্যবাহনায়'। পিতৃগণের পূজোপকরণের নাম—কব্য। সেই কব্যকে জ্ঞানদেবতাই পিতৃগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ভাবার্থ এই যে—পূর্ব্বপিতৃগণ যে গুণে মুক্তিপথানুসারী, জ্ঞানসাহায্যে সেই গুণ অধিগত করা যায়। এ মতে এই প্রথম মন্ত্রের মর্ম্মার্থ,—'আমি পূর্ব্বপিতৃগণের গুণরাশি অধিকার করিবার মানসে জ্ঞানদেবতার শরণাপন্ন হইলাম।' দ্বিতীয় মন্ত্র—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। এখানেও একটী বিশেষণ—'পিতৃমতে' পিতৃগুণবিশিষ্ট; অর্থাৎ, যে শুদ্ধসত্ত্বভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে পিতৃগুণসকল সহজেই লাভ করিতে পারা যায়। ইহার ভাবার্থ পিতৃগুণবিশিষ্ট শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সোমদেবতার আমি শরণাগত হইলাম। অতঃপর তৃতীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করুন। এখানে সাধকের জিতেন্দ্রিয় হইবার চেষ্টা বলবতী হইয়াছে। এ মন্ত্রে তাই তিনি, কাম ক্রোধাদি অসৎচিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'আমার হৃদিস্থিত অসুরভাবাপন্ন রাক্ষসস্বভাব দেববিরোধী রিপুশত্রুগণ হৃদয় হইতে নিরাকৃত হউক।' (২অ—২৯ক—১-৩ম)।

—•—

ত্রিংশ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ত্রিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অসুরাঃ সন্তঃ স্বধয়া চরন্তি।

পরাপুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টাল্লোকাৎপ্রণুদাত্যস্মাৎ॥ ৩০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'অসুরাঃ' (অসুরভাবাপন্নাঃ কামাদয়ঃ) 'রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানাঃ সন্তঃ' (আকারবিহীনা অপি ভবন্তঃ) 'স্বধয়া' (শুদ্ধসত্ত্বনিমিত্তেন, শুদ্ধসত্ত্ববিনাশহেতোঃ),

'চরন্তি' (হৃদ্দেশে বিচরন্তি), 'যে' (কামাদয়ঃ) 'পরাপুরঃ' (স্থূলপাপান্) 'নিপুরঃ' (সূক্ষ্ম-পাপাংশ্চ) 'ভরন্তি' (দধতি, পুষ্ণাতি বা) 'তান্' (সর্ব্বান্) 'অস্মাৎ' পরিদৃশ্যমানাৎ) 'লোকাৎ' (মম হৃদয়াৎ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপদেবঃ) 'প্রণুদাতি' (প্রেরয়তু, দূরে অপসারয়তু)। (২অ—৩০ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রানুবাদ।

১। যে প্রসিদ্ধ অসুরভাবাপন্ন কামাদি শত্রুগণ আকারহীন হইয়াও শুদ্ধসত্ত্ববিনাশের নিমিত্ত হৃদ্দেশে বিচরণ করে; যে কামাদি, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ পাপকে ধারণ অথবা পোষণ করে; সেই সকলকে আমার হৃৎপ্রদেশ হইতে জ্ঞানদেবতা দূরে অপসৃত করুন। (২অ—৩০ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।৯) উল্মুকং পুরস্তাৎ করোতি যে রূপাণীতি। ইয়ং ত্রিষ্টুপ্ কব্যবাহনাগ্নি দেবত্যা। স্বধয়া পৈতৃকান্নেন নিমিত্তেন পিতৄণামন্নমস্মাভির্ভক্ষণীয়মিতি হেতোঃ স্বীয়রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানাঃ পিতৃসমানরূপাণি স্বীকুর্ব্বন্তঃ সন্তো যে অসুরা দেববিরোধিনশ্চরন্তি পিতৃযজ্ঞ-স্থানে প্রসরন্তি। তথা যে অসুরাঃ পরাপুরঃ নিপুরশ্চ ভরন্তি। পরাক্রান্তাঃ পুরঃ পরাপুরাঃ স্থূলদেহান্। নিকৃষ্টাঃ পুরঃ নিপুরঃ সূক্ষ্মদেহান্ যে ধারয়ন্তি স্বমসুরত্বং প্রচ্ছাদয়িতুং যে স্থূলসূক্ষ্মশরীরাণি বিভ্রতি। অগ্নিরুল্মুকরূপঃ। অস্মাল্লোকাৎ পিতৃযজ্ঞস্থানাত্তানসুরান্ প্রণুদাতি প্রণুদতু প্রেরয়তু প্রকর্ষেণাপসারয়ত্বিত্যর্থঃ॥ (২অ—৩০ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

——:•:——

ভাষ্যকর্ত্তা এই মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। তিনি বলেন,—'যে রূপাণি, এই মন্ত্র দ্বারা উল্মুকরূপ অগ্নি সম্মুখে ধারণ করিবে। তাঁহার মতে এ মন্ত্রের অর্থ এইরূপ,—পিতৃ-সম্বন্ধীয় অন্ন নিমিত্ত অর্থাৎ 'পিতৃগণের অন্ন আমরা ভক্ষণ করিব' এই হেতু স্বকীয় রূপকে ত্যাগ করিয়া পিতৃগণের সমান রূপ ধারণ পূর্ব্বক যে দেববিরোধী অসুরগণ, পিতৃযজ্ঞ স্থানে বিচরণ করে অর্থাৎ স্বকীয় অসুরত্বকে গোপন করিবার নিমিত্ত স্থূলসূক্ষ্ম নানা শরীর ধারণ করে, উল্মুকরূপ এই অগ্নি, পিতৃযজ্ঞস্থান হইতে সেই অসুর-সকলকে প্রকৃষ্টরূপে অপসৃত করুন। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে এইরূপ অবগত হওয়া যায়। অবশ্য, পিণ্ড-পিতৃযজ্ঞ পক্ষে মন্ত্রটীর এরূপ অর্থ সুসঙ্গত। আমরা কিন্তু

পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি রক্ষার বিষয়ে প্রযত্নপর হইয়া এ মন্ত্রটীর ভাবার্থ যেরূপ গ্রহণ করিলাম, নিম্নে তাহার আভাষ দিতেছি। অধিকারিভেদে যাঁহার যেরূপ অর্থ রুচিসিদ্ধ, তিনি সেই অর্থেরই অনুসরণ করিবেন।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী পূর্ব্বকণ্ডিকার শেষ মন্ত্রের অনুসৃতি মাত্র। সে মন্ত্রে যে কামাদি রিপুশত্রু-নাশের জন্য সাধক প্রযত্নপর, এখানে কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা সেই রিপুশত্রুরই গুণ পরিবর্ণিত। রিপুশত্রু কেমন?—না, তাহারা আকারহীন, শুদ্ধসত্ত্বনাশক। স্থূল-সূক্ষ্ম উভয়বিধ পাপই তাহাদের স্বরূপ। তাহারা অলক্ষিতে সাধক-হৃদয়ে বিচরণ করে। এখানের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনার নিবাস-স্থল আমার হৃৎপ্রদেশ হইতে সেই শত্রুদিগকে দূরে অপসৃত করুন। (২অ—৩০ক—১ম)।

—— • ——

একত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। একত্রিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্।

(২) অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ॥ ৩১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'পিতরঃ' (পিতৃগুণাঃ) 'অত্র' (মম হৃদ্দেশে) 'যথাভাগং' (ভাগং অনতিক্রম্য, যথোপযুক্তাং ভক্তিসুধাং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ) 'মাদয়ধ্বং' (হৃষ্টা ভবত); অতঃ 'আবৃষায়ধ্বং' (পুরুষার্থরূপং অভীষ্টং সম্যক্ বর্ষয়ত)।

২। 'পিতরঃ' (পিতৃগুণাঃ) 'যথাভাগং' (যথোক্তাং ভক্তিসুধাং প্রাপ্য) 'অমীমদন্ত' (হৃষ্টা অভবন্); আবৃষায়িষত (সাধকাভীষ্টঞ্চ সর্ব্বতোভাবেন অপূরয়ত)। (২অ—৩১ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। পিতৃগুণসমূহ, আমার হৃদ্দেশে যথোপযুক্ত ভক্তি-সুধা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষযুক্ত হউক। তদনন্তর, পুরুষার্থরূপ অভীষ্ট সম্যক্‌প্রকারে বর্ষণ করুক।

২। পিতৃগুণসমূহ যথোক্ত ভক্তিসুধা প্রাপ্ত হইলে হর্ষান্বিত হয়, এবং সাধকের অভীষ্ট সম্যক্‌রূপে পূরণ করে। (২অ—৩১ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৪।১।১৩।১৪) অত্র পিতর ইত্যুক্ত্বোদঙ্ ভান্ত আত্মনাদাবৃত্যামীমদন্তেতি জপতীতি। আত্মনাৎ শ্বাসনিরোধেন গ্লানিপর্য্যন্তমুদঙ্মুখ আস্ত ইতি সূত্রার্থঃ। হে পিতরো যূয়মত্রাস্মিন্‌ বর্হিষি মাদয়ধ্বং হৃষ্টা ভবত। ততো হবিঃষি যথাভাগং স্বং স্বং ভাগমনতিক্রম্যঃ আবৃষায়ধ্বং সমন্তাদ্বৃষবদাচরত। যথা বৃষঃ স্বাভীষ্টং ঘাসং প্রাপ্য তৃপ্তিপর্য্যন্তং স্বীকরোতি তদ্বৎ স্বীকুরুত। আঙ্‌পূর্ব্বাদ্বৃষশব্দাৎ কর্ত্তুঃ ক্যঙ্‌ সলোপশ্চেতি (পা০ ৩।১।১১) ক্যঙ্‌ ততো লোট্‌। পিতরঃ অমীমদন্ত। যান্‌ পিতৄন্‌ প্রতি মাদয়ধ্বমিত্যুক্তং তে পিতরোঽমীমদন্ত হৃষ্টাঃ। যথাভাগমাবৃষায়িষত স্বং ভাগমনতিক্রম্য বৃষবৎ স্বীচক্রুঃ। লুঙি রূপং। যথাভাগমাশিষুরিত্যেবৈতদাহেতি শ্রুতিঃ (২।৪।২।২৩) ভাগং স্বং জক্ষুরিত্যর্থঃ॥ ৩১॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পিণ্ডপিতৃযজ্ঞপক্ষে ভাষ্যকর্ত্তা এই একত্রিংশৎ-কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যকার বলেন,—'অত্র পিতরো' এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তরাস্যে গ্লানি পর্য্যন্ত (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট অনুভব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত) শ্বাসাদিরোধপূর্ব্বক 'অমীমদন্ত' এই দ্বিতীয় মন্ত্র জপ করিবে। তন্মতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে পিতৃগণ! আপনারা এই কুশের উপর (উপবেশন করিয়া) হৃষ্ট হউন। তৎপরে হবনীয় অন্নে নিজ নিজ ভাগ অতিক্রম না করিয়া সর্ব্বতোভাবে বৃষের ন্যায় আচরণ করুন। বৃষ যেমন স্বীয় অভীষ্টরূপ ঘাসকে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ পর্য্যন্ত স্বীকার (ভক্ষণ) করে, তদ্রূপ আপনারাও স্ব স্ব ভাগকে প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করুন।' এস্থলে 'আবৃষায়ধ্বং' এই পদটী, আঙ্‌ পূর্ব্বক বৃষ শব্দের উত্তর 'কর্ত্তুঃ ক্যঙ্‌ সলোপশ্চ' (পা০ ৩।১।১১) এই সূত্র দ্বারা ক্যঙ্‌ প্রত্যয় করিয়া লোট বিভক্তিতে নিষ্পন্ন। দ্বিতীয় 'অমীমদন্ত'। এই মন্ত্রের অর্থ,—'যে পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া 'মাদয়ধ্বং' এইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই পিতৃগণ হৃষ্ট হইয়া, স্বীয় ভাগকে অতিক্রম না করিয়া, বৃষবৎ স্বীকার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, স্বকীয় ভাগ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।' শ্রুতিতে দেখা যায়,—'যথাভাগমাশিষুরিত্যেবৈতদাহেতি' (২।৪।২।৩২)। ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

মন্ত্রে আছে,—'পিতৃগণ এস্থলে হৃষ্ট হউন।' পিণ্ডপিতৃযজ্ঞপক্ষে 'এস্থলে' এই পদ কুশকে লক্ষ্য করিতেছে। আমাদের অর্থে ঐ 'এস্থলে' পদ সাধকের হৃৎপ্রদেশবাচী। তৎপরে আমরা 'যথাভাগং' পদের অর্থ করিয়াছি—'যথোপযুক্ত ভক্তিসুধা প্রাপ্ত হইয়া'। 'আবৃষায়ধ্বং' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বৃষের ন্যায় আচরণ করুন।' আমরা, 'বৃষ' ধাতুর বর্ষণ অর্থ স্বীকার করিয়া অর্থ করিয়াছি—'সম্যক্‌রূপে' অভীষ্ট বর্ষণ করুন।' তাহা হইলে মর্ম্মার্থ হয় এই যে, পতার গুণ-সমূহকে উদ্দেশ করিয়া সাধক বলিতেছেন,—'হে পিতৃগুণসমূহ! তোমরা

যথোপযুক্ত ভক্তিসুধা প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক হর্ষান্বিত হও।' ভাবার্থ এই —'আমি যেন সেইরূপ ভক্তিমান হইতে পারি, আমার হৃৎপ্রদেশ যেন সেইরূপ সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, যাহাতে আমি বা আমার হৃদয়ক্ষেত্র তোমাদের হর্ষের কারণ হইতে পারে।' এরূপ স্পর্দ্ধা কেন করিতেছি? তাহাই মন্ত্রটীর দ্বিরুক্তি-ভাবে, দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা, কথিত হইয়াছে। সাধকের প্রতি তোমরা এরূপ অনুগ্রহ স্বতঃই বর্ষণ করিয়া থাক। যখনই সাধক-হৃদয় সদ্ভাবপূর্ণ ভক্তিরসাপ্লুত হয়, তখনই তোমরা আগ্রহসহকারে সেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হও; এবং তৎপরে সেই সাধকের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ বর্ষণ করিয়া থাক।' ইহাই হইল—দ্বিতীয় মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (২অ—৩১ক—১-২ম)।

দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা। অষ্টমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) নমো বঃ পিতরো রসায়। (২) নমো বঃ পিতরঃ শোষায়।

(৩) নমো বঃ পিতরো জীবায়। (৪) নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ।

(৫) নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। (৬) নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ।

(৭) গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো দেষ্ম।

(৮) এতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥ ৩২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগণাঃ!) 'রসায়' (ভক্তিরসলাভার্থং) 'বঃ' (যুষ্মাভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

২। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগণাঃ!) 'শোষায়' (অন্তঃশত্রুশোষণার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৩। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'জীবায়' (সাধনক্ষমদীর্ঘজীবনলাভার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৪। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'স্বধায়ৈ' (শুদ্ধসত্ত্বলাভার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৫। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'ঘোরায়' (কামনারূপঘোরশত্রুজয়ার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৬। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'মন্যবে' (ক্রোধশত্রুজয়ার্থং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি); 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ) 'ব' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্করোমি)।

৭। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'গৃহান্' (দেবাশ্রয়স্থানভূতান্ ভক্তিরসাদীন) 'দত্ত' (প্রযচ্ছত); 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'সতঃ' (সদ্ভাবান্) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'দেষ্ম' (প্রযচ্ছাম)। অস্মভ্যমেবং ভক্ত্যাদীন্ প্রযচ্ছ যদ্দ্বারা সাধনাকারিণো বয়ং যুষ্মানর্চ্চিতুং শক্নুয়ামেতি ভাবার্থঃ।

৮। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ!) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'এতৎ' (পরিদৃশ্যমানং) 'বাসঃ' (আচ্ছাদনস্বরূপং মমহৃৎপ্রদেশং) 'আধত্ত' (পরিধত্ত, স্বীকুরুত)। (২অ—৩২ক—১-৮ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে পিতৃগুণসমূহ! ভক্তিরস লাভ করিবার জন্য আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

২। হে পিতৃগুণসমূহ! অন্তঃশত্রু শোষণ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৩। হে পিতৃগুণসমূহ! সাধনক্ষম দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৪। হে পিতৃগুণসমূহ! শুদ্ধসত্ত্ব ভাব লাভ করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৫। হে পিতৃগুণসমূহ! কামনারূপ ঘোর শত্রু জয় করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৬। হে পিতৃগুণসমূহ! ক্রোধরূপ শত্রু জয় করিবার জন্য আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি। হে পিতৃগুণসমূহ! আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি। হে পিতৃগুণসমূহ! আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

৭। হে পিতৃগুণসমূহ! আমাদিগকে দেবতার আশ্রয়স্থানভূত ভক্তি-

রসাদি প্রদান করুন। হে পিতৃগুণসমূহ! আমরা আপনাদিগকে সদ্ভাব প্রদান করি; অর্থাৎ, আপনারা আমাদিগকে এরূপ ভক্তি প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা আপনাদের অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হই।

৮। হে পিতৃগুণসমূহ! আপনাদিগের, পরিদৃশ্যমান্ আচ্ছাদন-স্বরূপ আমার এই হৃৎপ্রদেশ, আপনারা স্বীকার করুন অর্থাৎ আমার হৃদয়ে আপনারা অনবচ্ছিন্নভাবে বাস করুন। (২অ—৩২ক—১-৮ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।১৫) নমোবঃ ইত্যঞ্জলিং করোতীতি। ষট্‌কৃত্বো নমস্করোতি। ষড়্বা ঋতবঃ পিতরঃ ইতি শ্রুতে রসাদিশব্দেন বসন্তাদিষড়্‌তব উচ্যন্তে। তে চ পিতৄণাং স্বরূপভূতা ঋতবস্তেভ্যো নমস্করোতি। হে পিতরো বো যুষ্মাকং রসায় রসভূতায় বসন্তায় নমঃ। যতো মধ্বাদয়ো রসা বৃক্ষেষু জায়ন্তেঽতো রসশব্দেন বসন্তঃ। যুষ্মদ্রূপায় বসন্তায় নম ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেতনা মন্ত্রা ব্যাখ্যেয়াঃ॥ শোষায়॥ শুষ্যন্ত্যোবিধয়ো যত্রেতি শোষো গ্রীষ্মঃ॥ জীবায়॥ জীবনহেতুভূতায় জলায় বর্ষর্ত্তবে॥ স্বধায়ৈ॥ শরদে। স্বধা বৈ শরৎ স্বধা বৈ পিতৃর্ণামন্ন-মিতি শ্রুতেঃ। শরদি হি প্রায়শোঽন্নানি ভবন্তি॥ ঘোরায়॥ বিষমায় হেমন্তায়। হেমন্তঃ শীতপ্রচুরত্বেন দুঃখদত্বাৎ ঘোরঃ॥ মন্যবে॥ মন্যুঃ ক্রোধঃ। তদ্রূপায় শিশিরায়। শিশিরস্তু ইবৌষধীর্দহতি। হে পিতর এবংবিধ ঋতুরূপেভ্যো বো যুষ্মভ্যং নমঃ। হে পিতরো বো নম ইত্যাভাস আদরাতিশয়ার্থঃ। হে পিতরো নোঽস্মভ্যং গৃহান্ দত্ত। ভার্য্যাপুত্রপৌত্রাদয়ো গৃহাঃ। হে পিতরো বো যুষ্মভ্যং সতঃ বিদ্যমানাৎ দেষ্ম দদামঃ। সতো ধনাত যুষ্মভ্য-মস্মাভির্দাতব্যং। দদতামস্মাকং কদাচিদ্দ্রব্যক্ষয়োমাস্ত্বিত্যর্থঃ॥ (কা০ ৪।৭।১ ৬১৮) এতদ্ব ইত্যুপাস্যতি সূত্রাণি প্রতিপিণ্ডমূর্ণা দশা বা বয়স্যুত্তরে যজমানলোমানি বেতি। হে পিতরঃ বো যুষ্মভ্যমেতদ্বাসঃ সূত্রমেব পরিধানমস্তু॥ ৩২। (২অ—৩২ক—১-৮ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:*:——

এই দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র-কয়েকটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকার বলেন,—'নমোবঃ' ইত্যাদি ছয়টী মন্ত্র দ্বারা অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া নমস্কার করিবে। 'ছয়টি ঋতু পিতা' এই শ্রুতিবশতঃ রসাদি শব্দের দ্বারা বসন্তাদি ষড় ঋতু অভিহিত হইয়াছে। সেই ঋতুসমূহ পিতৃগণের স্বরূপ বলিয়া ঋতুসমূহকেই নমস্কার করিবে। এ মতে মন্ত্র-কয়টীর অর্থ হয়,—'হে পিতৃগণ। আপনাদিগের মধ্যে রসভূত বসন্তকে প্রণাম করিতেছি।' মধু আদি রস-সমূহ (ঐ সময়) বৃক্ষে উৎপন্ন হয় বলিয়া, এস্থলে রস-শব্দে বসন্ত বুঝাইতেছে। অর্থাৎ—'হে

পিতৃগণ, আপনাদের স্বরূপ বসন্তকে প্রণাম করি। এইরূপ পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহেরও ব্যাখ্যা হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'শোষায়' পদ আছে। ইহার অর্থ—'ওষধিগণ যে কালে শুষ্ক হয়, সেই কালকে শোষ অর্থাৎ গ্রীষ্ম বলে।' তৃতীয় মন্ত্রে 'জীবায়' পদে জীবনের হেতুভূত জলস্বরূপ বর্ষা ঋতু বুঝাইতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে 'স্বধায়ৈ' পদ আছে। স্বধা অর্থে শরৎ বুঝায়। স্বধাই পিতৃগণের অন্ন, এইরূপ শ্রুতি আছে। শরৎকালে প্রায়ই অন্নসমূহ উৎপন্ন হয়। পঞ্চম মন্ত্রের 'ঘোরায়' পদে—হেমন্ত ঋতু শীতপ্রচুর বলিয়া বিষম দুঃখদাতা অতএব ঘোরনামধারী অর্থ উপলব্ধ হয়। ষষ্ঠ মন্ত্রে 'মন্যবে' পদ আছে। মন্যু শব্দের অর্থ—ক্রোধ। শিশির ঋতু সেই ক্রোধরূপী; কারণ, এই কালে ওষধিসমূহ নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'হে পিতৃগণ! এবম্বিধ ঋতুরূপধারী আপনাদিগকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি।' এখানে দুই বার প্রণাম—আদর-প্রদর্শন নিমিত্ত। সপ্তম মন্ত্রের অর্থ,—'হে পিতৃগণ! আপনারা আমাদিগকে গৃহসমূহ দান করুন।' এস্থলে, গৃহ শব্দের অর্থ—ভার্য্যা-পুত্র-পৌত্রাদি। 'হে পিতৃগণ! যে ধন আমাদের আছে, সেই ধন হইতে আপনাদিগকে প্রদান করিব। দানকর্ত্তা আমাদিগের দ্রব্য যেন কদাচ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়।' 'এতদ্বঃ' এই অষ্টম মন্ত্র দ্বারা সূত্র-সমূহ কিম্বা উর্ণাদশা অথবা যজমানের স্বকীয় গাত্রলোম প্রত্যেক পিণ্ডে প্রদান করিবে। তাহাতে এই মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে পিতৃগণ! আপনাদিগকে এই বাস-স্বরূপ সূত্র প্রদান করিতেছি; আপনারা ইহা পরিধান করুন।' ভাষ্যকর্ত্তা মন্ত্র-কয়টীর এইরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন।

আমরা বলি, কণ্ডিকোক্ত প্রথম মন্ত্র ছয়টীতে পিতৃগুণসমূহকে উদ্দেশ করিয়া সাধকের ছয় প্রকার সাধনার উন্নতিকর ছয়টী প্রার্থনা পরিস্ফুট আছে। ভাষ্যকার, মন্ত্র-ছয়টীর অভ্যন্তরস্থিত 'রসায়' 'শোষায়' প্রভৃতি পদ-কয়টীকে পিতৃগণের বিশেষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি-রক্ষা-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত পদ কয়টীতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। 'পিতৃগুণ-সমূহকে নমস্কার করিতেছি, বাক্যের মর্ম্ম,—পিতার গুণসমূহের আরাধনা করিতেছে। অর্থাৎ—সেই পিতৃগুণ-সমূহ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক; তাহা হইলেই সাধনার একান্ত আবশ্যকীয় এই ছয়টী বস্তু আমি লাভ করিতে সমর্থ হইব। প্রথমতঃ সাধনমার্গের, প্রধান সহায়—ভক্তি; প্রথম মন্ত্রে তাই সেই প্রার্থনা দেখিতে পাই। মন্ত্রে আছে—'রসায়'। ভাষ্যকার, ঐ পদের অর্থ 'রসবিশিষ্ট বসন্তরূপী পিতৃগণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মতে 'রস' শব্দ ভক্তি-রসের পরিচায়ক। পিতৃগুণানুসারী হইয়া তৎপ্রসাদে ভক্তির অধিকারী হইতে পরিলে পরবর্ত্তী পাঁচটী মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় সহজেই উপলব্ধ হইবে। দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'শোষায়'। ভাষ্যকার ঐ পদের গ্রীষ্ম ঋতু অর্থ করিয়াছেন। আমরা বলি, অন্তঃশত্রু-শোষণের (নাশের) প্রার্থনাই এখানে পরিব্যক্ত। তৃতীয় মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'জীবায়'। ভাষ্যকার ঐ পদে জীবন-রূপী জল অর্থাৎ বর্ষা-ঋতু বলিয়া অর্থ কল্পনা করেন। আমরা এস্থলে সাধনক্ষম দীর্ঘজীবন-লাভের প্রার্থনাই পরিস্ফুট দেখি। চতুর্থ মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'স্বধায়ৈ'। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ শরৎ-ঋতু বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি, শ্রুতির প্রমাণ 'স্বধা বৈ পিতৄণামন্নং' উদ্ধৃত করিয়া, অন্নশরৎকালে উৎপন্ন হয়—এইরূপ যুক্তি সমর্থন করিয়াছেন

আমরা বলি, পিতৃগণের অন্ন—একমাত্র সাধকের হৃদ্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব। এ মন্ত্রে আমরা ঐ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তিই প্রার্থনার লক্ষ্য করি। পঞ্চম মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—'ঘোরায়'। ভাষ্যকার এই পদের অর্থ করিয়াছেন—ঘোররূপী হেমন্ত ঋতু। আমরা এস্থলে 'কামনারূপী ঘোর শত্রুনাশের প্রার্থনা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কামনানাশই সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য—কামনাই জীবের ঘোর শত্রু। কামনার কুহকে পড়িয়া মানুষ বহুবিধ কুক্রিয়াসাধনে তৎপর হয়। যে সাধক কামনা-নাশে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার সাধন-সিদ্ধি স্থির-নিশ্চয়। ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়—মন্যবে। মন্যু শব্দের অর্থ ক্রোধ। ভাষ্যকর্ত্তা এস্থলে 'ক্রোধরূপী শরৎ-ঋতু' অর্থ আমনন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে, ক্রোধনাশের প্রার্থনাই পরিস্ফুট দেখিতেছি।

অতঃপর সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। এখানে ভাষ্যকার যেরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমাদের মতে এস্থলে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, সাধক বলিতেছেন,—'হে পিতৃগুণসমূহ! আপনারা আমাদিগকে দেবতাদিগের গৃহ (আবাস) স্বরূপ ভক্তিসম্পদ্ প্রদান করুন; অর্থাৎ, ভক্তিতেই আপনাদিগের স্থিতি হউক। ভক্তির অধিকারী হইতে পারিলেই আমরা আপনাদিগের আরাধনা করিতে সমর্থ হইব অর্থাৎ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইব।' ইহাই হইল—সপ্তম মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম। অষ্টম মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয়, সাধক নিজের হৃদয়কে পিতৃগুণসমূহের বস্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছেন,—'হে পিতৃগুণসমূহ! আপনাদের বাসস্বরূপ এই আমার হৃৎপ্রদেশ স্বীকার করুন।' তাৎপর্য্য এই যে—'বস্ত্রের সহিত যেমন দেহের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেইরূপ আমার এই হৃদয়ের সহিত আপনাদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হউক।' আমরা বলি, এই মন্ত্র-কয়টীর অভ্যন্তরে এইরূপ মহৎ উচ্চ ভাবই পরিস্ফুট রহিয়াছে। (২অ—৩২ক—১৮ম)।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজং।

যথেহপুরুষোঽসৎ ॥ ৩৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'পিতরঃ' (হে পিতৃগুণাঃ)। 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'ইহ' (মম হৃদ্দেশে) 'পুরুষঃ' (পরব্রহ্ম স ভগবান্) 'অসৎ' অবস্থানং করোতি) 'তথা' (তদ্রূপং) 'পুষ্করস্রজং' (পদ্মমাল্যবৎ ভগবতঃ প্রীতিদায়কং) 'কুমারং' (নবং) 'গর্ভং' (ভক্তিজনকং সদ্ভাবং) 'আধত্ত' (পোষয়ত)। ভক্তির্হি ভগবতঃ পরমপ্রীতিপ্রদং বস্তু। হে পিতৃগুণাঃ! মম হৃদ্দেশে তস্যা ভক্তের্গর্ভত্বং পোষয়। তেনৈবাহং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়ামিতি তাৎপর্য্যঃ। (২অ—৩৩ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। হে পিতৃগুণসমূহ! আমার হৃদ্দেশে যাহাতে পরম পুরুষ সেই ভগবান্ অবস্থান করেন; আপনারা সেইরূপ, পদ্মমালার ন্যায় ভগবানের প্রীতিপ্রদ, নূতন ভক্তিজনক সদ্‌ভাব আমার হৃদয়ে পোষণ করুন। (ভক্তিপ্রসূ সদ্‌ভাব হৃদয়ে পুষ্ট হইলে, ভক্তিপ্রিয় ভগবান নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ে অবস্থান করিবেন,—ইহাই মর্ম্মার্থ)। (২অ—৩৩ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।২২) আধত্তেতি মধ্যমং পিণ্ডং পত্নী প্রাশ্নাতি পুত্রকামেতি। গায়ত্রী পিতৃ'দবত্যা। হে পিতর। যথা ইহাস্মিন্নেব গর্ভে পুরুষঃ অসৎ পুরুষঃ দেবপিতৃমনুষ্যাণাম-পেক্ষিতার্থস্য পূরয়িতা ভূয়াৎ তথা কুমারং গর্ভং পুত্ররূপং গর্ভং যূয়মাধত্ত সম্পাদয়ত। কিম্ভূতং কুমারং। যেন প্রকারণেহ পুষ্করস্রজং পুষ্করাণাং পদ্মানাং স্রক্ মালা যয়োস্তৌ পুষ্করস্রজৌ। অশ্বিনৌ। অশ্বিনীকুমারৌ পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবানাং ভিষজৌ। তত্তুল্যঃ কুমারঃ পুষ্করস্রক্ তং। অশ্বিসাম্যকথনেন রোগহীনং সুন্দরং চ পুত্রমাধত্তেতি সূচিতং॥ (২অ—৩৩ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার বলেন,—পুত্রকামা যজমানপত্নী 'আধত্ত' এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া মধ্যম পিণ্ড ভোজন করিবে। তন্মতে এই মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—হে পিতৃগণ! যাহাতে দেবতা পিতৃ ও মনুষ্যদিগের অপেক্ষিতার্থের (যে অর্থ তাঁহাদের ভোগ করিতে অপেক্ষিত অর্থাৎ অবশিষ্ট আছে, তাহার) পূরণকর্ত্তা পুরুষ উৎপন্ন হয়, আপনারা সেইরূপ বিধান করুন। সে পুরুষ কিরূপ? না—'পুষ্করস্রক্' অর্থাৎ পদ্মমাল্য-বিশিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য! অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত সাম্যকথন-হেতু রোগহীন সুন্দর পুত্রকে প্রদান করুন,—এই ভাব সূচিত হইয়াছে। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ মন্ত্রটীর প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রটীর যেরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। আমরা বলি, এ মন্ত্রটীও পিতৃগুণসমূহের নিকট প্রার্থনাদ্যোতক। মন্ত্রে একটী পদ আছে—'পুরুষঃ'। ঐ 'পুরুষঃ' পদ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে? একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, ঐ পুরুষ পদ একমাত্র সেই পরব্রহ্ম ভগবানের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ইহ' পদের অর্থ—এখানে। কোন্ খানে? মন্ত্রে তাহার জ্ঞাপক পদ দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—এই গর্ভে। আমরা বলি,—সাধকের হৃদ্দেশে। তবে একটী সমস্যার কথা—গর্ভং। সাধারণতঃ ইহার অর্থ—ভ্রূণাধার! পরন্তু, 'কুমারং' পদ থাকায়, ইহা যে সাধারণ গর্ভবাচী, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। পিতৃযজ্ঞপক্ষে ভাষ্যকার, ঐ লৌকিক অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু,

'পুষ্করস্রজং' পদটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, ভাব আবার উল্টাইয়া যায়। পুষ্করস্রর অর্থাৎ পদ্মমাল্যবৎ ভগবানের একান্ত প্রিয়। কুমার অর্থাৎ সদ্যোজাত। গর্ভ অর্থাৎ ভক্তিজনক সদ্ভাব। সদ্ভাবই ভক্তির জনক। সদ্ভাবের অভ্যন্তরেই ভক্তি বিলীন আছে। তাই তাহা নূতন, তাই তাঁহা পদ্মমাল্যবৎ ভগবানের প্রিয়, তাই তাহা ভক্তির আধার বা গর্ভ স্বরূপ। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এ মন্ত্রটীর মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে পিতৃগুণ-সমূহ! আপনারা, ভগবানের প্রিয়, ভক্তিজনক সদ্ভাব আমার হৃদয়ে পোষণ করুন; তাহা হইলে ভক্তিপ্রিয় ভগবান নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন।' (২অ—৩৩ক—১ম)।

——— * ———

চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং।

স্বধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্ ॥ ৩৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'অমৃতং' (অক্ষয়ং) 'ঘৃতং' (পিতৃপ্রীতিদায়কং) 'পয়ঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং) 'কীলালং' (সর্ব্ববিঘ্ননিবারকং) 'ঊর্জ্জং' (বলং ভক্তিরূপং) 'বহন্তীঃ' (বহন্ত্যঃ, প্রাপয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) 'স্বধাস্থ' (পিতৃপূজোপকরণস্বরূপা ভবথ); 'মে' (মম) 'পিতৄন্' (পিতৃলোকান্, পূর্ব্বপিতৃগুণান্) 'তর্পয়ত' (প্রীণয়ত, মম হৃদ্দেশে তদ্গুণান্ প্রতিষ্ঠাপয়ত)। (২অ—৩৪ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ। তোররা, অক্ষয় পিতৃগণের প্রীতি-প্রদ শুদ্ধসত্ত্বরূপ এবং সকলবিঘ্নবিনাশক ভক্তিরূপ বল পিতৃগণের নিকট বহন করিয়া তাঁহাদের পূজোপকরণস্বরূপ হও। পিতৃলোককে (পূর্ব্বে-পিতৃগণের গুণসমূহকে) তৃপ্ত কর (আমার হৃদ্দেশে সেই পিতৃগুণসমূহ প্রতিষ্ঠিত কর)। (২অ—৩৪ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১।১৯) ঊর্জ্জমিত্যপো নিষিঞ্চতীতি। অন্বেবত্যা বিরাট্। হে আপঃ যূয়ং স্বধা স্থ পিত্র্যাহবিস্বরূপা ভবথ অতো মে পিতৄংস্তর্পয়ত। কথম্ভূতা আপঃ পরিস্রুতং বহন্তীঃ। পুষ্পেভ্যো নিঃসৃতং সারং বহন্ত্যঃ। তচ্চ সারং ত্রিবিধং ঊর্জ্জশব্দেন ঘৃতশব্দেন

পয়ঃশব্দেন চাভিধেয়ং। তত্রোর্জ্জশব্দোহন্বগতং স্বাদুত্বমভিধত্তে। ঘৃতপয়সী প্রসিদ্ধে তচ্চ ত্রিবিধমপি কীদৃশমমৃতং সর্ব্বরোগবিনাশকং মৃত্যুনাশকং চ। নাস্তি মৃতং যস্মাত্তৎ। পুনঃ কীদৃশং কীলালং কীলবন্ধনে। কীলনং কীলো বন্ধঃ। তমলতি বারয়তীতি কীলালং। অলঞ বারণপর্য্যাপ্ত্যোরিতি ধাতুঃ (ধা০ ২৫৮) সর্ব্ববন্ধনিবর্ত্তকং। ঈদৃশস্ত *ত্রিবিধস্ত সারস্ত বহনাদপাং পিতৃতর্পকত্বমুপপন্নং ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতবেদদীপে মনোহরে।
ইষ্ণ্রোক্তাদিপিত্র্যান্তো দ্বিতীয়োহধ্যায় ঈড়িতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——০:*:০——

ভাষ্যকর্ত্তা বলেন,—'উর্জ্জং' এই মন্ত্র দ্বারা পিণ্ডে জলসেচন করিবে। তন্মতে মন্ত্রটির অর্থ হয়,—'হে জলসমূহ। তোমরা পিতৃসম্পর্কীয় হবিঃস্বরূপ। এই নিমিত্ত আমার পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত কর। জলসমূহ কিরূপ?—না, পরিস্রুত অর্থাৎ পুষ্প হইতে নিঃসৃত সার-বহনকারী। সেই সার ত্রিবিধ; তাহা 'উর্জ্জ' শব্দের দ্বারা, 'ঘৃত' শব্দের দ্বারা এবং 'পয়ঃ' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। তন্মধ্যে উর্জ্জ শব্দে অন্বগত স্বাদুত্ব বুঝাইয়া থাকে। ঘৃত এবং পয়ঃ শব্দের অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত। সেই সার ত্রিবিধ হইলেও কিরূপ?—না, অমৃত অর্থাৎ সর্ব্বরোগ-বিনাশক এবং মৃত্যুনাশক। পুনরায় কিরূপ?—না, কীলাল অর্থাৎ সর্ব্ব-বন্ধনিবারক। ঈদৃশ ত্রিবিধ সারকে বহন করেন বলিয়া জলসমূহ পিতৃতর্পক নামে অভিহিত হন।' ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে এইরূপই অবগত হওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতির সামঞ্জস্যবিধানকল্পে এ মন্ত্রটির যেরূপ অর্থ নিষ্কাষণ করিলাম, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। মন্ত্রের মধ্যে জলের পরিচায়ক কোনও শব্দই দৃষ্ট হয় না। ভাষ্যকর্ত্তা কিন্তু এখানে 'হে আপঃ' সম্বোধন অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা বলি, এ মন্ত্রের দ্বারা সাধক নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিতেছেন। 'উর্জ্জং' পদে আমরা বরাবরই ধাত্বর্থানুসরণে বল অর্থ আমনন করিয়া আসিতেছি। এখানে কোন্ বলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে? একটু অভিনিবেশ সহকারে মন্ত্রটীর বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এখানে ভক্তি-বলই অভিপ্রেত। এই ভক্তি কিরূপ?—না, ইহা অমৃত, ইহা ঘৃতের ন্যায় অর্থাৎ অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, ইহা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ এবং সকল প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি-নিবারক। ভক্তি সঞ্জাত হইলে, সাধন-পথে কোনরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি আসিয়া সাধককে আর বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে পারে না। ভক্ত সাধকের নিকট তখন সকলেই পরাজিত হয়। তাই এখানে সাধক বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমরা আমার পিতৃপূজার প্রধান উপকরণ। তোমরা পিতৃগণের নিকট ভক্তি উপহার বহন করিয়া লইয়া যাও।' ইহার ভাবার্থ এই যে,—'হে চিত্তবৃত্তিসকল, তোমরা ভক্তিবল দ্বারা আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃগণের গুণসমূহ প্রতিষ্ঠিত কর। আমি যেন সেই পূর্ব্বপিতৃগণের পদাঙ্কানুসরণে পিতৃলোকস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হই।' (২অ—৩৪ক—১ম)।

কাণ্ব-শাখার বিশেষ পাঠ।

——§ * §——

মাধ্যন্দিন-শাখার পাঠের সহিত কাণ্ব-শাখার পাঠের সামান্য একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রথম অধ্যায়ে সে পার্থক্যের আভাষ (১১৪ পৃষ্ঠা দেখুন) দিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে পার্থক্য কিরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে। মাধ্যন্দিন শাখার কোনও কণ্ডিকায় চারিটী মন্ত্র আছে। কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ কখনও সেই চারিটী মন্ত্রকে একটী মন্ত্র ধরিয়া লন। আবার, মাধ্যন্দিন-শাখার একটী মন্ত্রকে সময় সময় তাঁহারা একাধিক ভাগেও বিভক্ত করিয়া থাকেন। অপিচ, উভয় সম্প্রদায়ের পাঠে কোথাও অতিরিক্ত পাঠ এবং কোথাও পাঠান্তরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর সংক্ষেপে উভয় সম্প্রদায়ের সেই বিশেষ বিশেষ পাঠের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম।—এই কণ্ডিকার মাধ্যন্দিন শাখায় তিনটী মন্ত্র দৃষ্ট হয়। কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ উহাকে এক মন্ত্রাত্মকরূপে পাঠ করেন।

দ্বিতীয়।—এই কণ্ডিকার ছয়টী মন্ত্র উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অভিন্নরূপে পঠিত হয়। তবে, কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের কেহ কেহ, চতুর্থ মন্ত্রে "ভুবতপতয়ে স্বাহা" রূপ একটী অতিরিক্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়।—এই কণ্ডিকা উভয় সম্প্রদায়ই ত্রিমন্ত্রাত্মিকা বলিয়া স্বীকার করেন বটে; তবে, কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ প্রথম মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। তদনুসারে "গন্ধর্ব্বস্ত্বা" হইতে "বিশ্বস্যারিষ্ট্যৈ" পর্য্যন্ত এক ভাগ এবং "যজমানস্য পরিধিরস্যাগ্নির্ ইলিতঃ" এক ভাগ বিহিত হয়।

চতুর্থ।—এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী উভয় সম্প্রদায়েই অভিন্নভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

পঞ্চম।—এই কণ্ডিকার মধ্যেও কোনরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না।

ষষ্ঠ।—এই কণ্ডিকার চতর্থ মন্ত্রে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের মধ্যে একটী অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। সে পাঠ; যথা,—

"—নাম প্রিয়ে সদসি সীদ।"

সপ্তম।—এই কণ্ডিকায় কোনরূপ পার্থক্য নাই। তবে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের কেহ কেহ কণ্ডিকাকে এক-মন্ত্রাত্মিকা-রূপে পাঠ করিয়া থাকেন।

অষ্টম।—এই কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রের একটী অতিরিক্ত পাঠ কাণ্ব-শাখায় পঠিত হয়। সে পাঠ; যথা,—

"অক্ষন্নমপ্রাজ্যং দেবেভ্যঃ সম্প্রিয়াসং।"

নবম।—এই কণ্ডিকার কাণ্বশাখায় নিম্নরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; যথা,—

"অগ্নে বের্হোত্রং বৈদূ্র্ত্যং অবতাং ত্বা দ্যাবাপৃথিবী অব ত্বং দ্যাবাপৃথিবী। স্বিষ্টকৃদ্দেবেভ্যঃ ইন্দ্র আজ্যেন হবিষা ভূৎস্বাহা সং জ্যোতিষা জ্যোতিঃ॥
অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং। অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত॥"

দশম ও একাদশ।—এই দুই কণ্ডিকায় পাঠের ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

দ্বাদশ।—এই কণ্ডিকায় কাণ্বশাখায় আটটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। প্রথম মন্ত্রটী উভয় শাখায় অভিন্ন। দ্বিতীয় হইতে অষ্টম মন্ত্র, কাণ্ব-শাখায় অতিরিক্ত দৃষ্ট হয়। তাহার পাঠ; যথা,—

তা দেব সবিতরেতং ত্বাং বৃণতে বৃহস্পতিং ব্রহ্মাণং। তদহং মনসে প্রব্রবীমি॥ ১॥

মনো গায়ত্র্যৈ গায়ত্রী ত্রিষ্টুভে ত্রিষ্টুব্জগত্যৈ জগত্যনুষ্টুভে। অনুষ্টুপ্ প্রজাপতয়ে প্রজাপতির্ব্বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ॥ ২॥

বৃহস্পতির্দ্দেবানাং ব্রহ্মাহং মনুষ্যানাং। ভূর্ভুবঃস্বর্নিরস্তঃ পাপ্মেদমহং বৃহস্পতেঃ সদসি সীদামি॥ ৩॥

মিত্রস্য ত্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং। প্রতিগৃহ্ণামি পৃথিব্যাস্ত্বা নাভৌ সাদয়াম্যদিত্যা উপস্থে। দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং॥ ৪॥

আদদেঽগ্নেষ্ট্বাস্যেন প্রাশ্নামি বৃহস্পতের্ম্মুখেন। যা অপ্স্বন্তর্দ্দেবতাস্তা ইদং শময়ন্তু॥ ৫॥

স্বাহাকৃতং জঠরমিন্দ্রস্য গচ্ছ। ঘসিনা মে মা সংপৃক্থা ঊর্দ্ধং মে নাভেঃ সীদ॥ ৬॥

ইন্দ্রস্য ত্বা জঠরে সাদয়ামি। প্রজাপতের্ভাগোঽস্যূর্জ্জস্বান্ পয়স্বান্॥ ৭॥

প্রাণাপানৌ মে পাহি সমানব্যানৌ মে পাহ্যুদানব্যানৌ মে পাহি। উর্গস্যূর্জ্জং ময়ি ধেহ্যক্ষিতিরসি মা মে ক্ষেষ্ঠা অমুত্রা-মুষ্মিংলোকঽইহ চ॥ ৮॥

ত্রয়োদশ।—এই কণ্ডিকায় "মনোজ্যোতির্জ্জুষতামাজ্যস্য" স্থলে, "মনোজ্যোতির্জ্জুষতামাজ্যস্য" এইরূপ পাঠ কাণ্ব-শাখায় কখনও কখনও গৃহীত হয়।

চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ।—এই দুই কণ্ডিকায় পাঠ-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

ষোড়শ। এই কণ্ডিকার পঞ্চম মন্ত্রে "বয়োহন্তুং" স্থলে কোথাও "রয়োরিপ্রো" পাঠ দৃষ্ট হয়; এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে পৃষতীর্গচ্ছ" স্থলে "পৃষতীং গচ্ছ" পাঠ কোথাও প্রচলিত আছে। "বৃষ্টির্ম্মাবাহ" স্থলে "বৃষ্টিঃ আবহ" * পাঠ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়। সপ্তম মন্ত্রের পাঠ কাণ্বশাখায় এইরূপ দেখা যায়; যথা,—

"চক্ষুষ্পা অসি চক্ষুর্মে পাহি।"

ষোড়শ হইতে উনবিংশ।—এই চারি কণ্ডিকার মন্ত্রে বিশেষ কোনও পাঠান্তর দেখা যায় না। কেবল অষ্টাদশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের "পরিধেয়াশ্চ" স্থলে কাণ্ব-শাখায় "পরিধেয়শ্চ" পাঠ আছে।

বিংশ।—এই কণ্ডিকায় কয়েকটী অতিরিক্ত মন্ত্র দৃষ্ট হয়। সে মন্ত্র কয়টী; যথা,—

উলুখলে মুষলে যশ্চ শূর্পেঽআশিশ্লেষ দৃষদি যৎ কপালে ॥ ২ ॥

উৎপূষো (উৎপ্রুষো ?) বিপ্রুষঃ সংজুহোমি সত্যাঃ সন্তু যজমানস্য কামাঃ স্বাহা। আপ্যায়তাং ধ্রুবা হবিষা ঘৃতেন যজ্ঞং যজ্ঞং প্রতি দেবযদ্ভ্যঃ। সূর্য্যায়া উধোঽঅদিত্যা উপস্থঽ উরুধারা পৃথিবী যজ্ঞেঽঅস্মিন্ ॥ ৩ ॥

একবিংশ।—এই কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের "গাতুংবিত্ত্বা" স্থলে "গাতুমিত্বা" পাঠ কাণ্ব-শাখায় দৃষ্ট হয়।

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ।—এই দুই কণ্ডিকার শেষ কণ্ডিকার সহিত নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটী কাণ্ব-শাখায় অতিরিক্ত পাঠ আছে; যথা,—

বেষোঽস্যপবেষো দ্বিষতো গ্রীবা উপ বেবিঢ্ঢি। বেশাংঽঅগ্নে সুভ্যা ধারয়েহ ॥ ৭ ॥

---

* এই ষোড়শ কণ্ডিকায় ষষ্ঠ সংখ্যক মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। অতএব, তাহার মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল। যথা—

মন্ত্র।—(৬) মরুতাং পৃষতীর্গচ্ছ বশা পৃশ্নির্ভূত্বা দিবং গচ্ছ ততো নো বৃষ্টির্ম্মাবহ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা। (৬) হে মনঃ ত্বং 'মরুতাং' (মরুদ্দেবানাং) 'পৃষতীঃ' (বিচিত্রা গতীঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি) বায়ুবৎ শীঘ্রগামী ভবেতি শেষঃ; 'বশা পৃশ্নির্ভূত্বা' (সদ্ভাবসমূহযুতং সৎ) 'দিবং' (ভগবন্তং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি); 'ততঃ' (তদনন্তরং) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'বৃষ্টিঃ' (অভীষ্টবর্ষণং) 'আবহ' (আনয়, অস্মাকং অভীষ্টং সাধয়েত্যর্থঃ)।

বঙ্গানুবাদ। (৬) হে মনঃ! তুমি মরুদ্গণের বিচিত্রগতিকে প্রাপ্ত হও (অর্থাৎ— বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী হও)। সদ্ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হও। তার পর, আমাদিগের অভীষ্ট সাধন কর।

ঋদ্ধাঃ কর্ম্মণ্যা অনপায়িনো যথাসন্। জুহোমি ত্বাসুভগ সৌভগায় পুরূতমং পুরুহূত অবস্যন্ ॥ ৮ ॥

চতুর্ব্বিংশ।—এই কণ্ডিকার নিম্নলিখিত অতিরিক্ত মন্ত্রটী কাণ্বশাখায় পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

যজ্ঞ শং চ তহউপ চ। শিবে মে সংতিষ্ঠস্বারিষ্টে মে সংতিষ্ঠস্ব স্বিষ্টে মে সংতিষ্ঠস্ব ॥ ২ ॥

পঞ্চবিংশ।—এই কণ্ডিকায় কোনও পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না।

ষড়্‌বিংশ।—এই কণ্ডিকার কয়েকটী মন্ত্র কাণ্বশাখায় অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"অগ্নে গৃহপতে সুগৃহপতিরহং ত্বয়া গৃহপত্যা ভূয়াসং। সুগৃহপতিস্ত্বং ময়া গৃহপত্যা ভূয়াঃ ॥ ৬ ॥

অস্থুরি (অস্থূরি জটাপাঠে) নো গার্হপত্যানি সন্তু শতং হিমাস্তিগ্মেন নস্তেজসা সংশিশাধি সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে ॥ ৭ ॥

উরু বিষ্ণো বিক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি। ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্রপ্রযজ্ঞপতিং তির ॥ ৮ ॥

ততোহসি তন্তুরস্যনু মা তনুহি। অস্মিন্ যজ্ঞেহস্যাং সাধুকৃত্যাযামস্মি ন্নেহস্মিংল্লোকে ॥ ৯ ॥

"ইদং মে কর্ম্মেদং বীর্য্যং পুত্রোহনুসংতনোতু।"

সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ।—এই দুই কণ্ডিকার কোনও পাঠ-পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকায়—"এবাস্মি স এবাস্মি"— এইটুকু পাঠান্তর কেহ কেহ গ্রহণ করেন।

ঊনত্রিংশৎ হইতে একত্রিংশৎ কণ্ডিকার শেষ কণ্ডিকায় এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ ও পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা,—

"নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায় নমো বঃ পিতরস্তপসে নমোবঃ পিতরো যজ্জীবং তস্মৈ নমোবঃ পিতরো রসায় নমোবঃ পিতরো ঘোরায় মন্যবে স্বধায়ৈ বঃ পিতরো নমঃ। এতদ্বঃ পিতরো বাসো যুষ্মাসঃ পিতরো দত্ত ॥ ৪ ॥

উদায়ুষা স্বায়ুষোৎপর্জ্জন্যস্য ধামভিঃ। উদস্থামমৃতাং অনু ॥ ৫ ॥

দ্বাত্রিংশৎ হইতে চতুস্ত্রিংশৎ। এই তিন কণ্ডিকায় প্রায় পাঠান্তর নাই।

সপ্তানুবাকেষু ষষ্টিঃ ॥ ৬ ॥

ইতি কাণ্বশাখায়াং সংহিতাপাঠে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

* * *

যজুর্বেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

অ।

আ।

ই।

প।

ব।

ভ।

ম।

য।

র।

স।

মন্ত্রার্থ-বিষয়ে বক্তব্য।

অনেক স্থলে আমাদের অর্থ ভাষ্যকারের অর্থ হইতে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ, মন্ত্রসকল যে কার্য্যে যেরূপভাবে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎপক্ষে আমাদের অন্যমত নাই। মন্ত্রার্থ আলোচনায় এই সমস্যার বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রসঙ্গতঃ এতদ্বিষয়ে দুই এক কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

আমরা যে চারি বেদ প্রকাশ করিতেছি, চারি বেদেই—বিশেষতঃ এই যজুর্ব্বেদে—আমরা দেখিতে পাই, একই মন্ত্র বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং সেই বিভিন্ন স্থানে ভাষ্যকার মন্ত্রের ও মন্ত্রান্তর্গত পদের অর্থ একরূপ রাখিতে সমর্থ হন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের (যজুর্ব্বেদের) সূচীপত্রের অনুসরণ করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন, একই মন্ত্রের অর্থ-প্রকাশে ভাষ্যে কত মতান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যায় আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মন্ত্রের প্রয়োগ বিভিন্নরূপে সাধিত হইলেও মন্ত্রের অর্থ সর্ব্বত্র অভিন্ন। একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। এই যজুর্ব্বেদের প্রথম কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র—"ইষে ত্বা।" আবার দ্বাবিংশ কণ্ডিকারও চতুর্থ মন্ত্র—"ইষে ত্বা।" ভাষ্যকার ঐ দুই স্থলে দুই প্রকার অর্থ লিখিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"হে শাখে ইষে বৃষ্ট্যৈ ত্বা ত্বাং ছিনদ্মি।" দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"হে আজ্য ইষে ইষ্যমানবৃষ্ট্যর্থং ত্বামধিশ্রয়ামিতি শেষঃ।" প্রথম ক্ষেত্রে সম্বোধন করিলেন—'বৃক্ষশাখাকে'; ক্রিয়াপদ অধ্যাহৃত হইল—'ছিনদ্মি'। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্বোধন হইল—'আজ্যকে'; ক্রিয়াপদ আসিল—'অধিশ্রয়াৎ'। দেখিয়া মনে হয়, প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই যেন এখানে অর্থ ঐরূপ করিতে হইয়াছে। এইরূপ, দশ স্থলে দশ প্রকার কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে, মন্ত্রের যদি দশ প্রকার অর্থ অধ্যাহার করার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শব্দের ও পদের কোনই অর্থ-সার্থকতা থাকে না; পরন্তু যে কোনও শব্দের ও যে কোনও পদের যখন তখন যে-সে অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহাই কি শব্দশাস্ত্রের রীতি? কখনও তাহা মনে করা যায় না। আমরা মনে করি, শব্দের বা পদের অর্থ সর্ব্বত্রই অক্ষুণ্ণ আছে। "ইষে ত্বা" মন্ত্র প্রথমে আমরা যে অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি, শেষেও সেই অর্থেই প্রয়োগ করা যায়। আমরা বলি, ঐ মন্ত্রের অর্থ,—"হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইষে' (অভীষ্টবর্ষণায় আহ্বয়ামি।" উভয়ত্রই ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে—এই ভাব প্রকাশ পায়। যেখানেই ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত হউক, সর্ব্বত্রই ঐ অর্থ অটুট দেখুন। এই দৃষ্টিতেই আমরা মন্ত্রার্থের অনুসন্ধান করিতেছি। সুতরাং কোথাও কোনরূপ মতদ্বৈধতা ঘটার আশঙ্কা নাই।

মন্ত্র—নিত্যসত্য। উহার ভাব—নিত্যসত্য। সত্যের পরিবর্ত্তন নাই। সুতরাং মন্ত্রার্থও অপরিবর্ত্তিত। ধর্ম্মপথের পথিক যাঁহারা বেদ-পাঠে প্রবৃত্ত হন, এই দৃষ্টিতেই তাঁহাদের বেদ পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিধর্ম্মী অন্যদৃষ্টিতেই তো দেখিবেন!

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়িসংহিতা।]

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্ব্বোধয়তাতিথিং

আস্মিন্ হব্যা জুহোতন ॥ ১ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'সমিধা' (ভক্তিভাবেন) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দুবস্যত' (পরিচরত); 'ঘৃতৈঃ' (সত্ত্বাবাদিভিঃ) 'অতিথিং' (অতিথিরূপং অধুনা আগতং ং দেবং) 'বোধয়ত' (প্রবর্দ্ধয়ত); 'অস্মিন্' (এবং বর্দ্ধিতে জ্ঞানাগ্নৌ) 'হব্যা' (হব্যানি, বনীয়ানি) 'আজুহোতন' (সর্ব্বতোভাবেন দেবোদ্দেশে জুহুত)। (৩অ—১ক—১ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভক্তিভাবের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার সেবা কর। অতিথিস্বরূপ (অর্থাৎ অধুনা আগত) সেই জ্ঞানাগ্নিকে সত্ত্বভাবাদির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর। এইরূপ প্রবর্দ্ধিত জ্ঞানাগ্নিতে হবনীয় সমূহ দেবোদ্দেশে প্রদান কর। (৩অ—১ক—১ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

অধ্যায়দ্বয়ে দর্শপৌর্ণমাসেষ্টিবিষয়া মন্ত্রা উক্তাঃ। অথাধানমন্ত্রা উচ্যন্তে. প্রাগগ্নিহোত্রাদি-রিত্যন্তেভ্যঃ (খ ৯) দেবানাং প্রজাপতেরগ্নের্গন্ধর্ব্বাণাং বার্ষং। আগ্নেয্যশ্চতস্রো গায়ত্র্যঃ। তত্র কাত্যায়নঃ (৪।৭।১) অমাবাস্যায়ামগ্ন্যাধেয়মিত্যাদিনা কালবিশেষাদীনি ব্রহ্মৌদনপাক-পর্য্যন্তানি কার্য্যানুক্ত্যা পশ্চাদিদমাহ। (৪।৮।৪৫) তং চাতুর্প্রাশ্যং পচত্যুদ্ধাস্যাসেবনং মধ্যে কৃত্বা সর্পিরাসিচ্য অশ্বত্থীস্তিস্রঃ সমিধো ঘৃতাক্তা আদধাতি সমিধাগ্নিমিতি প্রত্যূচমিতি॥ অস্যার্থঃ। চতুর্ভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রাসিতুং যোগ্যমোদনং পক্ত্বা বহিরুদ্বাস্য তস্যৌদনস্য মধ্যে ঘৃতাসেচনায় নিম্নং স্থানং কৃত্বা তৎসর্পিষাপূর্য্য তিস্রঃসমিধস্তস্মিনৎসর্পিষ্যক্ত্বা তিসৃভির্ঋগ্‌ভি-রগ্নাবভ্যাদধাতীতি॥ সমিধাগ্নিং। হে ঋত্বিজঃ যূয়ং সমিধা কৃত্বা অগ্নিং দুবস্যত পরিচরত। দুবস্যতিঃ পরিচরণার্থ। সমাগিধ্যতে দীপ্যতে বহ্নির্য়য়া কাষ্ঠরূপয়া সা সমিত্তয়া। ঘৃতৈঃ হোষ্যমাণৈঃ পূর্ণাহুতিসম্বন্ধিভিরতিথিমাতিথ্যকর্ম্মণা পূজনীয়মগ্নিং বোধয়ত প্রজ্বলয়ত অস্মিন্ প্রজ্বলিতেঽগ্নৌ হব্যা নানাবিধানি হবীংষি আ জুহোতন সর্ব্বতো জুহুত। তপ্ত নপ্তনথনাশ্চেতি (পা০ ৭।১।৪৬) তনবাদেশঃ। ১॥

* • *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—•:•:•—

ভাষ্যকার বলেন,—চারি জন ঋত্বিকের ভোজনোপযোগী অন্ন পাক করিয়া বহির্দ্দেশে উদ্বাসনানন্তর (নামাইয়া) সেই অন্নের মধ্যে ঘৃতসিঞ্চনের নিমিত্ত একটী গর্ত্ত করিবে এবং তাহা ঘৃতের দ্বারা পূরণ করিবে। তৎপরে তিনটী অশ্বত্থ সমিধ্ সেই অন্নমধ্যস্থ ঘৃতে ডুবাইয়া তিন জন ঋত্বিক্ অগ্নিতে প্রদান (হোম) করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা সমিধের দ্বারা অগ্নির পরিচর্য্যা কর।' এস্থলে 'দুবস্যত' ধাতু পরিচরণার্থ-মূলক। বহ্নি সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হয় যদ্দ্বারা, তাহাকে সমিধ্ কহে। 'হে ঋত্বিক্‌গণ! পূর্ণাহুতির নিমিত্ত যে ঘৃত সংরক্ষিত আছে, সেই ঘৃতের দ্বারা আতিথ্য কর্ম্মে পূজনীয় অগ্নিদেবকে প্রজ্বালিত কর। এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে নানাবিধ হবনীয় দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে হোম কর।' এস্থলে 'জুহোতন' পদটিতে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' (পা০ ৭।১ ৪৫) এই সূত্র দ্বারা তনপ্ আদেশ হইয়াছে। এ মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকর্ত্তার অভিমত প্রকাশিত হইল। আমরা এ মন্ত্রটির যেরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, নিম্নে তাহার আভাষ দিতেছি।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী সাধকের চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম—'সমিধা' হইতে 'দুবস্যত' পর্য্যন্ত। দ্বিতীয়—'ঘৃতৈঃ' হইতে 'বোধয়ত' পর্য্যন্ত। তৃতীয়—'অস্মিন্ হইতে 'জুহোতন' পর্য্যন্ত। প্রথম অংশের মর্ম্ম—সাধক, স্বীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভক্তিভাবের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ দেবতার পরিচর্য্যা কর। অর্থাৎ, ভক্তির দ্বারা জ্ঞান-

স্বরূপ ভগবানের নিকট জ্ঞানাধিকারী হইতে চেষ্টা কর। তার পর, দ্বিতীয় অংশের মর্ম— 'অতিথিস্বরূপ অর্থাৎ নবাগত সেই জ্ঞানকে শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত কর।' এখানে একটী লক্ষ্য করিবার পদ আছে—অতিথিং। ভাষ্যকর্তা এই পদের অর্থ করিয়াছেন—আতিথ্য কর্ম্ম দ্বারা পূজনীয় অগ্নি। কিন্তু, এই বিশেষণ-পদটী বাহ্য অগ্নি অপেক্ষা জ্ঞানাগ্নিরই সুসঙ্গত বিশেষণ বলিতে পারি। ভাষ্য-প্রদর্শিত অর্থে অগ্নিদেবে বিশেষণ পক্ষে—আতিথ্য কর্ম্ম দ্বারা পূজনীয় অগ্নি বলিতে কি ভাব উপলব্ধ হয়? এক্ষণে আমাদের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথমে বলা হইয়াছে—'হে চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভক্তির দ্বারা জ্ঞান দেবতার আরাধনা কর।' এখানে বলা হইল,—'সেই অতিথিস্বরূপ নবাগত জ্ঞানাগ্নিকে সত্ত্বভাব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত কর।' ইহার ভাবার্থ—জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তোমায় জ্ঞানদান করিলেন; অতঃপর তুমি এরূপ সদ্ভাবসংযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যদ্দ্বারা তোমার এই জ্ঞানাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয়। তৎপরে আরও অন্যাংশের সহিত এ অর্থের কিরূপ সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করুন। প্রথমে জ্ঞানাধিকারী হও, দ্বিতীয়ে—সেই জ্ঞানকে সদনুষ্ঠান দ্বারা বর্দ্ধিত কর এবং তৃতীয়ে— এইরূপে প্রবর্দ্ধিত জ্ঞানরূপ অগ্নিতে দেবোদ্দেশে হবনীয় প্রদান কর।' তাহা হইলেই তোমার সাধন-সিদ্ধি স্থির-নিশ্চয়। এরূপ অর্থ-কল্পনাপক্ষে আমরা যে শব্দের যে অর্থ ও যে ভাব যেরূপে গ্রহণ করিলাম, তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। এই শব্দগুলির ভাবার্থের-বিষয় বহু বার আলোচিত হইয়াছে। অতএব, এস্থলে তদ্বিষয় আর পুনরুল্লেখ করা হইল না। (৩অ—১ক—১ম)।

— • —

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন।
অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! যূয়ং 'সুসমিদ্ধায়' (সুষ্ঠু সম্যক্ দীপ্তায়, প্রবর্দ্ধিতায়) শোচিষে (দীপ্তিবিশিষ্টায়) জাতবেদসে (জাতপ্রজ্ঞায়, সর্ব্বজ্ঞায়) অগ্নয়ে (জ্ঞানস্বরূপায় দেবায়) তীব্রং (অত্যুগ্রং) ঘৃতং (শুদ্ধসত্ত্বং) জুহোতন (জুহুত, প্রযচ্ছত)। জ্ঞানবৃদ্ধিকামনয়া জ্ঞানাগ্নৌ শুদ্ধসত্ত্বরূপাং সমিধং জুহুত ইত্যর্থঃ। (৩অ—২ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা, সুন্দররূপে দীপ্ত অর্থাৎ প্রবর্দ্ধিত, দীপ্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ (সেই) জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে অতিশয়রূপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান কর; (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা তাঁহার পূজা কর)। (৩অ—২ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে ঋত্বিজঃ অগ্নয়ে যূয়ং ঘৃতেন জুহোতন জুহুত। জুহোতেঃ পরস্য লোটি মধ্যমবহুবচনস্য তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি (পা০ ৭।১।৪৫) তনবাদেশে গুণে জুহোতনেতি রূপং। কিম্ভূতায়াগ্নয়ে সুসমিদ্ধায় শোভনতয়া সম্যগ্দীপ্তায়। অত এব শোচিষে শোচিষ্মতে দীপ্তিমতে জলিতায়। জাতং বেত্তি বেদয়তি বা জাতবেদাস্তস্মৈ। জাতপ্রজ্ঞানায় বা। কিম্ভূতং ঘৃতং তীব্রং স্বাদুতমং সমগ্রং বা পটুতরং বা। গ্রহণোৎবাসনাধিশ্রয়ণাবেক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রটীর অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকর্তার অভিপ্রায়;—'হে ঋত্বিক্‌গণ। তোমরা অগ্নিকে ঘৃতের দ্বারা হোম কর।' এস্থলে 'জুহোতন' পদটীতে দানার্থ হু ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বহুবচন 'ত' এর স্থানে তপ্তনপ্তনথনাশ্চ (পা০ ৭।১।৪৫) এই সূত্র দ্বারা 'তনপ' আদেশ হইয়াছে। অনন্তর ধাতুর গুণ হইয়া ঐ জুহোতন পদটী নিষ্পন্ন। অগ্নিদেব কিরূপ?—না, শোভনরূপে সম্যক্ দীপ্ত অতএব দীপ্তিমান অর্থাৎ প্রজ্বলিত। জাতপ্রাণীকে জানে অথবা জানান্। ঘৃত কিরূপ?—না, অতিশয় স্বাদু কিম্বা সমগ্র অথবা অতিশয় পটু। অর্থাৎ গ্রহণ উত্বাসন অধিশ্রয়ণ এবং অবেক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ মন্ত্রটীর অর্থ বিষয়ে এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রেরই অনুসারক। মন্ত্রটী, সরল অথচ সদ্ভাবদ্যোতক; ইহার অভ্যন্তরে জ্ঞানাগ্নির কয়েকটী বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানাগ্নি কেমন?—না, তিনি সুন্দররূপে দীপ্তিমান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার অভ্যুদয়ে হৃদয়ক্ষেত্র সুন্দররূপে আলোকিত হয়—অজ্ঞানতমঃ আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না; এবং সাধক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া যান। পূর্ব্বমন্ত্রে বলা হইয়াছে—তিনি শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হয়েন। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে—সেই জ্ঞানাগ্নিকে অতিশয়রূপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান কর।' এখানে যেন এই ভাব অবলোকন করিয়া সাধকের জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে। তাই তিনি বলিতেছেন—হে চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমরা অধিকতর শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদানে জ্ঞানাগ্নিকে আরও অধিকতররূপে পরিবর্দ্ধিত কর। আমরা বলি, ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (৩অ—২ক—১ম)।

তৃতীয় কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। তৃতীয় কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

তং ত্বা সমিদ্ভিরঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি।
বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অঙ্গিরঃ' (হে সর্ব্বত্রগ জ্ঞানাগ্নে!) 'তং' (প্রখ্যাতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিদ্ভিঃ' (ভক্তিভাবাদিভিঃ) 'ঘৃতেন' (শুদ্ধসত্ত্বভাবেন চ) 'বর্দ্ধয়ামসি' (বয়ং সাধকা বর্দ্ধয়ামঃ); 'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, সম্পূর্ণাবয়ব, প্রবর্দ্ধিত হে জ্ঞানাগ্নে) ত্বং 'বৃহৎ' (বৃহতা, মহতা) 'শোচা' (শোচিষা, কিরণেন) মম হৃদয়ে দীপ্যস্ব ইতি শেষঃ। (৩অ—৩ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। সর্ব্বত্রগতিশীল হে জ্ঞানাগ্নি! সেই প্রখ্যাত আপনাকে ভক্তি-ভাবাদির দ্বারা এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা (সাধকগণ) বর্দ্ধিত করিতেছি। প্রবর্দ্ধিত হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি বৃহৎ কিরণের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন। (৩অ—৩ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে অঙ্গিরঃ অঙ্গতির্গত্যর্থঃ। অঙ্গগতিরস্যাস্তীতি অঙ্গিরাঃ। রস্ প্রত্যয়ো মত্বর্থীয়ঃ। তত্তদ্যাগেষু গমনবন্নগ্নে। অঙ্গিরা উত্থগ্নিরিতি শ্রুতেঃ (১.৪.১.২৫) তং স উক্তগুণ-তথাবিধং ত্বা ত্বাং সমিদ্ভির্যজ্ঞসম্বন্ধিকাষ্ঠৈর্ঘৃতেন সংস্কৃতাজ্যেন চ বর্দ্ধয়ামসি বর্দ্ধয়ামঃ। প্রবৃদ্ধং কুর্ম্মঃ। ইদন্তোমসীতি (পা০ ৭১৪৬) ইকারশ্ছান্দসঃ। হে যবিষ্ঠ্য যুবতম কদাচিদপি স্থবিরত্বরহিত ইত্যর্থঃ তথাবিধাগ্নে বৃহৎ মহৎ প্রবৃদ্ধং যথা তথা শোচা দীপ্যস্ব। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি (পা০ ৬৩১৩৫) সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। অতিশয়েন যুবা যবিষ্ঠঃ। ইষ্ঠনি পরে স্থূলদূরযুবেত্যাদিনা (পা০ ৬৪১৫৬) বাদিলোপে গুণে চ রূপং। যবিষ্ঠ এব যবিষ্ঠ্যঃ। স্বার্থে তদ্ধিতযকারঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

এই তৃতীয় কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রটীর ভাষ্যপ্রণোদিত অর্থ এই,—'হে অঙ্গিরঃ! (অগি-অঙ্গ ধাতু গত্যর্থমূলক। 'গতি ইহার আছে' এই অর্থে মত্বর্থীয় রস্ প্রত্যয় করিয়া 'অঙ্গিরাঃ' শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে।) অর্থাৎ, সেই সেই যাগে গমনশীল হে অগ্নে! ('অঙ্গিরা উ হ্যগ্নি অর্থাৎ —অগ্নিই অঙ্গিরাঃ এরূপ শ্রুতি আছে (১৪।১।২৭)। উক্ত গুণবিশিষ্ট আপনাকে যজ্ঞসম্বন্ধী কাষ্ঠসমূহ এবং সংস্কৃত ঘৃতের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি। (বর্দ্ধয়ামসি—এস্থলে 'ইদন্তো মসি' (পা॰ ৭।১।৪৬) এই সূত্র দ্বারা ছান্দস হেতু মস্ বিভক্তির পর ইকারাগম হইয়াছে)। হে যুবতম অর্থাৎ স্থবিরত্বরহিত অগ্নিদেব! মহৎ (প্রবৃদ্ধ) দীপ্তির দ্বারা আপনি প্রদীপ্ত হউন।' 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' (পা॰ ৬৪।১৫৫) এই সূত্রদ্বারা সংহিতাতে 'শোচা' পদের দীর্ঘ হইয়াছে। যুবতম অর্থাৎ স্থবিরত্বরহিত অগ্নিদেব! মহৎ (প্রবৃদ্ধ) দীপ্তির দ্বারা আপনি প্রদীপ্ত হউন।' 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' (পা॰ ৬।৪।১৩৫) এই সূত্রদ্বারা সংহিতাতে 'শোচা' পদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'অতিশয় যুবা' এই অর্থে 'যবিষ্ঠ' এই পদটী, 'যুবন শব্দের উত্তর 'ইষ্ঠন' প্রত্যয় করিয়া 'স্থূলদূরযুবা' (পা॰ ৬।৪।১৫৬) এই সূত্র দ্বারা ঐ 'যুবন' শব্দের অন্তস্থিত বন্ ভাগের লোপ এবং অবশিষ্ট যু'এর উকারের গুণ ওকার, ওকারের স্থানে অবাদেশ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনন্তর 'যবিষ্ঠ এব' এই অর্থে উক্ত 'যবিষ্ঠ' শব্দের উত্তর স্বার্থে তদ্ধিতের য প্রত্যয় করিয়া 'যবিষ্ঠ্য' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ মন্ত্রের অর্থ ও পদসাধন-প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ অবগত হওয়া যায়।

আমরা বলি, এ মন্ত্রটীতে পূর্ব্ব-মন্ত্রদ্বয়ের বিষয় আরও বিশদভাবে পরিস্ফুট আছে। এ মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নির দুইটী বিশেষণ পদ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী 'অঙ্গিরঃ' ও আর একটী 'যবিষ্ঠ'। 'অঙ্গিরঃ' পদের সর্ব্বত্র গতিশীল অর্থ আমরা বহু স্থানে গ্রহণ করিয়াছি। এখানে ভাষ্যকারও সেই অর্থ ই প্রমাণ-প্রয়োগাদির দ্বারা দৃঢ়তর করিয়াছেন। 'যবিষ্ঠ্য' পদের অর্থ যুবতম, অর্থাৎ—যুবকশ্রেষ্ঠ। এ মন্ত্রের এই বিশেষণ-পদটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়,—জ্ঞানাগ্নি যেন সাধকের হৃদয়ে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-মন্ত্রে যাহা জ্ঞানাগ্নিকে ভক্তিভাব দ্বারা ও শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা বর্দ্ধিত কর' বলা হইয়াছিল, এস্থলে তদ্বিষয়ে সাধক যেন কৃতকার্য্য হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার চিত্তবৃত্তিসকল সংযত হইয়া জ্ঞানাগ্নির আরাধনায় তাঁহার নিয়োগমত সফলকাম হইয়াছেন। পূর্ব্ব-মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য—চিত্তবৃত্তি-সমূহ। অর্থাৎ, তিনি চিত্তবৃত্তিনিবহকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে তাহা-দিগকে সম্বোধন করিয়াছেন। এখানে তাহাদের সম্বোধন না থাকাতে বুঝা যায়—সাধকের চিত্তবৃত্তিনিবহ কার্য্যকরী হইয়াছে। জ্ঞানদেবতাকে তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাই তিনি নিজেই বলিতেছেন,—'সর্ব্বত্রগ হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে ভক্তিভাব ও শুদ্ধসত্ত্বভাব দ্বারা আমি বর্দ্ধিত করিতেছি। প্রবর্দ্ধিত হে জ্ঞানাগ্নি! আপনি জ্যোতিশ্মান শিখা বিস্তার পূর্ব্বক আমার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হউন।' (৩অ—৩ক—১ম)।

—•—

চতুর্থ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

উপ ত্বাগ্নে হবিষ্মতীর্ঘৃতাচীর্যন্তু হর্য্যত।
জুষস্ব সমিধো মম ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'হর্য্যত' (অভীষ্টপূরক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব !) 'হবিষ্মতীঃ' (হবনীয়-বিশিষ্টাঃ) 'ঘৃতাচীঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিতাঃ সমিধ-রূপা মে চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপযন্তু' (উপগচ্ছন্তু, প্রাপ্নুবন্তু) ; 'মম' (সাধকস্য) 'সমিধঃ' (সমিৎস্বরূপাঃ তাঃ চিত্তবৃত্তিঃ) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, অনুগৃহাণ ইতি শেষঃ)। (৩অ—৪ক—১ম) ॥

বঙ্গানুবাদ।

১। অভীষ্টপূরক হে জ্ঞানাগ্নিঃ ! হবনীয়বিশিষ্ট ও শুদ্ধসত্ত্বভাবযুক্ত সমিৎরূপ আমার চিত্তবৃত্তিনিবহকে আপনি অনুগ্রহ করুন (তাহারা সৎপথাবলম্বী হউক)। (৩অ—৪ক—১ম) ॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৪।৮।৬) উপ ত্বেতি জপতীতি। হে অগ্নে হবিষ্মতীর্হবিষ্মত্যঃ হবির্যুক্তা ঘৃতাচীঃ ঘৃতাচ্যো ঘৃতাক্তা এতাঃ সমিধস্ত্বা ত্বামুপযন্তু। প্রত্যুপগচ্ছন্তু। হে হর্য্যত প্রেপ্স্য কন্। হর্য্যতঃ আচক ইতি কান্তিকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ (নিঘ০ ২।৬)। তথাবিধ হে অগ্নে মম মদীয়াঃ সমিধঃ ত্বং জুষস্ব সেবস্ব ত্বামুপযতীরঙ্গীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। ছন্দসি পরেঽপি ব্যবহিতাশ্চেতি (পা০ ১।৪।৮১।৮২) উপযন্তু ইত্যুপসর্গক্রিয়াপদয়োর্ব্যবহিতত্বং। হবিষ্মতীরিত্যাদৌ বা ছন্দসীতি (পা০ ৬।১।১০৬) পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং ॥ ৪ ॥ (৩অ—৪ক—১ম) ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ • §—

ভাষ্যের প্রতি অনুধাবন করিলে বুঝা যায়,—'উপ ত্বা' এই মন্ত্রটী যজমান জপ করিবে। তন্মতে মন্ত্রটীর অর্থ হয়—'হে অগ্নিদেব ! হবির্যুক্ত ঘৃতাক্ত এই সমিৎসমূহ আপনাকে প্রাপ্ত হউক। পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা-বিশিষ্ট হে অগ্নি! (নিঘণ্টুতে 'হর্য্যতঃ' 'আচকঃ'

এইরূপ কান্তি বা কামনা-কর্ম্মের মধ্যে পঠিত হইয়াছে) মদীয় সেই সমিৎ-সকলকে আপনি সেবা করুন অর্থাৎ স্বীকার করুন।' এস্থলে 'ছন্দসি পরেঽপি ব্যবহিতাশ্চ' (পা০ ১।৪।৮১।৮২) এই সূত্র দ্বারা 'উপযন্তু' এই উপসর্গ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহিত প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ, মন্ত্রের প্রথমেই 'উপ' উপসর্গ এবং 'ঘৃতাচীঃ' পদের পরে 'যন্তু' এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। 'হবিষ্মতী.' ও 'ঘৃতাচীঃ' পদদ্বয়ে 'বা ছন্দসি' (পা০ ৬।১।১০৬) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব হইয়াছে। এস্থলে মন্ত্রটীর পদসাধন-প্রণালী ও অর্থ বিষয়ে এইরূপই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

মন্ত্রের শেষাংশে 'সমিধঃ' একটী পদ আছে। ঐ পদের বিশেষণ—'হবিষ্মতীঃ' ও 'ঘৃতাচীঃ'। ভাষ্যকার উক্ত 'সমিধঃ' পদের অর্থ—বহির্যজ্ঞীয় কাষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'হবিষ্মতীঃ' ও ঘৃতাচীঃ' এই বিশেষণ পদদ্বয়ের অর্থ হবির্যুক্ত ও ঘৃতাক্ত বলিয়া আমনন করিয়াছেন। এস্থলে হবির্যুক্ত পদের অর্থ—হবনীয়-বস্তুবিশিষ্ট। বহির্যজ্ঞীয় অগ্নি-পক্ষে এ অর্থ সমীচীন হইতে পারে। কিন্তু অন্তর্যজ্ঞীয় জ্ঞানাগ্নি-পক্ষে সমিধ্ কে? সমিধ্ শব্দের অর্থ—যাহা দ্বারা সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হয়। জ্ঞানাগ্নি কোন্ বস্তু দ্বারা সম্যক্‌রূপে দীপ্ত হয়? একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে বুঝা যায়,—চিত্তবৃত্তিসমূহ যখন সদ্‌ভাব-সংযুত হয়, তাহাদের উন্মার্গগামিনী শক্তি যখন তিরোহিত হইয়া যায় এবং সেই চিত্তবৃত্তিতে যখন দেবতার উদ্দেশে দীয়মান হবনীয় সংযুক্ত হয়, তখন সেই চিত্তবৃত্তিই জ্ঞানরূপ অগ্নির সমিৎস্বরূপ হইয়া থাকে। তাই, আমরা বলি, এ মন্ত্র দ্বারা সাধক জ্ঞানদেবতার নিকট প্রার্থনার ভাবে জানাইতেছেন,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আপনার সমিৎস্বরূপ সদ্‌ভাবসমূহযুত হবনীয়বিশিষ্ট আমার চিত্তবৃত্তি-সমুদয়, আপনাকে প্রাপ্ত হউক। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদ্দেশে অধিকতর প্রদীপ্ত হউন।' আমরা বলি, মন্ত্রে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট রহিয়াছে। (৩অ—৪ক—১ম)।

—— ০ ——

পঞ্চম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চম কণ্ডিকা। দ্বি-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

(২) দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীব বরিম্ণা।

তস্যাস্তে পৃথিবি দেবযজনি পৃষ্ঠেঽগ্নিমন্নাদমন্নাদ্যায়াদধে ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। ভূঃ (ভূর্লোকস্থিতদেবভাবাঃ) 'ভুবঃ' (ভুবর্লোকস্থিতদেবভাবাঃ) 'স্বঃ' (স্বর্লোকস্থিতদেবভাবাঃ) মম হৃদয়মধিতিষ্ঠন্তু ইতি শেষঃ।

২। 'দেবযজনি' (দেবযজনস্থানভূতে) 'পৃথিবি' (পৃথ্বীস্বরূপে হে মম চিত্তবৃত্তে!) 'ভূম্না' (বহুত্বেন) 'দ্যৌরিব' (অন্তরীক্ষমিব) 'বরিম্না' (শ্রেষ্ঠত্বেন) 'পৃথিবীব' (অন্তরীক্ষ-প্রদেশো যথানন্ততয়া বহুঃ পৃথিবী যথা সর্ব্বেষাং আধারভূতয়া শ্রেষ্ঠা) 'তস্যাঃ' (তথাবিধায়াঃ) 'তে' (তব) 'পৃষ্ঠে' (উপরিদেশে) 'অন্নাদং' (শুদ্ধসত্ত্বভাবপোষকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞান-স্বরূপং দেবং) 'অন্নাদ্যায়' (শুদ্ধসত্ত্বভক্তিরসাদীন লব্ধুং) 'আদধে' (সম্যক্ স্থাপয়ামি)। হে মম দেবযজনি চিত্তবৃত্তে। আকাশবদনন্তস্বরূপায়াং পৃথিবীব সর্ব্বাধারভূতায়াঞ্চ ত্বয়ি সদ্ভাবাদিলাভায় সদ্ভাবাদিপোষকং জ্ঞানাগ্নিং সন্দীপয়ামীতি ভাবঃ। (৩অ—৫ক—১-২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। ভূলোকস্থ দেবভাবসমূহ, ভুবনলোকস্থ দেবভাবসমূহ, এবং স্বর্গস্থিত দেবভাবসমূহ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

২। দেবার্চ্চনার স্থানভূত, পৃথিবীর তুল্য হে আমার চিত্তবৃত্তি! তুমি আকাশের ন্যায় অনন্ত ও পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ। এবম্ভূত তোমাতে, শুদ্ধ-সত্ত্বভাব এবং ভক্তিরসাদি লাভ করিবার নিমিত্ত, শুদ্ধসত্ত্বভাবপোষক জ্ঞান-স্বরূপ দেবতাকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিতেছি। (৩অ—৫ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।৯।১) দারুভির্জ্জ্বলন্তমাদধাতি ভূর্ভুব ইতি প্রতিদিশি। (৪।৯।১৬) ভূর্ভুবঃ স্বরিতি পূর্ব্ববদিতি চেতি। অস্যার্থঃ। আপো হিরণ্যমূষাশ্বৎকরঃ শর্করেতি পঞ্চসম্ভারান্-সম্পাদ্য স্ফোনোল্লিখিতায়াং শুদ্ধায়াং ভূমৌ তান্ সম্ভারানবস্থাপ্য তেষু শুষ্ককাষ্ঠৈর্জ্জ্বলন্তমগ্নিং ভূর্ভুবঃ ইত্যক্ষরত্রয়মুচ্চারয়ন্নাদধ্যাৎ। ইদমাহবনীয়াধানং। এবমষ্টাক্ষরত্বাদয়ের্গায়ত্রত্বং শ্রুত্যোক্তং। গায়ত্রীপতিত্বস্যাগ্নেঃ প্রজাপতিমুখাদুৎপন্নত্বাৎ॥ অথ মন্ত্রার্থঃ। এতেষ্বাধান-মন্ত্রেষু ভূরিতি প্রথমা ব্যাহৃতিঃ। ভুব ইতি দ্বিতীয়া। স্বরিতি তৃতীয়া। এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ পৃথিব্যাদিলোকত্রয়নামানি। এতদুচ্চারণপূর্ব্বকং প্রজাপতিনা লোকত্রয়স্য সৃষ্টত্বাৎ। অত এতাভিঃ স্থাপয়ন্ লোকত্রয়নানেন স্মরেৎ। এতাসাং ব্যাহৃতীনাং মহিমা ভূয়াদিতি। ভূর্ভুবঃ স্বঃ শব্দেন ব্রহ্মক্ষত্রবিশো বা আত্মপ্রজাপশবো বা। সর্ব্বেষন্ধশগা ভূয়াস্মুরিতি প্রার্থয়ন্নগ্নীনাদধ্যাদিত্যর্থঃ॥ (কা০ ৪।৯।১৭) ইধ্মপূর্ব্বার্দ্ধং গৃহীত্বা দ্যৌরিব ভূম্নেত্যাহেতি। দেবা ইজ্যন্তে যস্যাং পৃথিব্যাং সা দেবযজনী তথাবিধে হে পৃথিবি তস্যাস্তে তব পৃষ্ঠে দেবযজনযোগ্যায়াস্তবোপরি। অন্নাদমন্নস্য হুতস্যাত্তারমগ্নিং গার্হপত্যাদিরূপমাদধে

স্থাপয়ামি। কিমর্থময়ম্। অন্নং চ তদাত্তং চ তস্মৈ আত্মস্থায়স্থাত্তুং যোগ্যস্থায়স্থ সিদ্ধার্থং। আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ (পা০ ২।২।৩৭)। যদ্বায়স্থাস্থায় ভক্ষণায়। যস্যাঃ পৃষ্ঠেঽগ্নিমাধায় ভূম্না দ্যৌরিব ভূয়াসমিতি শেষঃ। বহোর্ভাবো ভূমা তেন। যথা দ্যৌর্নক্ষত্রবহুত্বেন বহ্বী। এবং পুত্রপশ্বাদিভির্ব্বহুর্ভূযাসং। বরিম্না পৃথিবীব ভূয়াসং। উরোর্ভাবো বরিমা তেন। যথা পৃথিবী কৃৎস্নেন সর্ব্বপ্রাণিনামাশ্রয়ভূতো ভূয়াসং। যদ্বা পূর্ব্বার্দ্ধস্যায়মর্থঃ। কিম্ভূতমগ্নিং ভূম্না দ্যৌরিব বর্ত্তমানং। যথা দ্যৌর্নক্ষত্রাদিবহুত্বেন যুক্তা তথা জ্বালাবহুত্বেন যুক্তং। কিং চ। বরিম্না পৃথিবীব স্থিতং। যথা পৃথিবী সর্ব্বপ্রাণ্যাশ্রয়ত্ব-রূপেণ শ্রেষ্ঠত্বেনোপেতা। তথা সর্ব্ববস্তুশোধকত্বরূপেণ শ্রেষ্ঠত্বেনোপেতং। অতএব কচিদ্বিধিবাক্যে অগ্নয়ে পাবকায়েত্যাম্নাতং ॥ ৫ ॥ (৩অ—৫ক—১-২ম) ॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকোক্ত প্রথম মন্ত্রে সাধক সমস্ত দেবভাবকে আবাহন করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা, যত প্রকার দেবভাব আছে—কি স্বর্গে কি অন্তরীক্ষে কি পৃথিবীতে—সকলই আমি যেন অধিকার করিতে পারি। সাধনার তো শেষ নাই। সাধনার পথে যতই অগ্রসর হইব, ততই দেবভাবসমূহ হৃদয় অধিকার করিবে। ততই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হইবে। ততই ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হইব। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, অর্চ্চনাকারী তাই প্রথম মন্ত্র দ্বারা বলিতেছেন,—'স্বর্গে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে যত দেবভাব আছে, যতগুলি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ শুদ্ধভাব আছে, সমস্তই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক।'

অনন্তর দ্বিতীয় মন্ত্রে তিনি নিজের চিত্তবৃত্তিকে সম্বোধন করিতেছেন। এ মন্ত্রে চিত্তবৃত্তির দুইটী বিশেষণ দেখিতে পাই—'দেবযজনি' ও 'পৃথিবি'। ভাষ্যকার ইহার অর্থ-প্রসঙ্গে পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া, 'দেবযজনি' পদকে তাহার বিশেষণ বলিয়াছেন। আমরা ঐ দুইটী পদকেই চিত্তবৃত্তির বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। 'দেবযজনি' পদের অর্থ—দেবগণ ইহাদের দ্বারা পূজিত হয়েন। মানস-পূজনে আধ্যাত্মিক-যজ্ঞে দেবগণের পূজার প্রধান উপকরণ—চিত্তবৃত্তি। ইহাকে পৃথিবী বলিবার কারণ—চিত্তবৃত্তি পৃথ্বীস্বরূপা। পৃথ্বী শব্দে এখানে স্থানকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, চিত্তবৃত্তি দ্বারাই দেবার্চ্চনা হয় এবং চিত্তবৃত্তিই দেবপূজনের স্থান। তাহার পর চিত্তবৃত্তির আরও দুইটী বিশেষণ—'দ্যৌরিব ভূম্না' এবং 'পৃথিবীব বরিম্না'। ভাষ্যকার এস্থলে অন্বয়মুখে এ মন্ত্রটীর অন্য প্রকারে অর্থ আমনন করিয়া গিয়াছেন। তাহা পরে আলোচিত হইবে। 'দ্যৌরিব ভূম্না' পদের অর্থ—আকাশের ন্যায় বহু অনন্ত। 'পৃথিবীব বরিম্না' পদের অর্থ—পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ। আকাশ যেমন অনন্ত—আদি মধ্য ও অন্ত রহিত, চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ। ইহারও আদি নাই, মধ্য নাই এবং অন্ত নাই। 'পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ' এ উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—পৃথিবী যেমন সকলের আধার, পৃথিবী যেমন পুণ্যাত্মা পাপাত্মা সৎ অসৎ সকল বস্তুকেই ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিও পাপপুণ্য সদ্ভাব অসদ্ভাব

সকলের আশ্রয়। অতএব, পৃথিবী যেমন সকলের ধারণকর্ত্রী বলিয়া সকল হইতে শ্রেষ্ঠ; তদ্রূপ অন্তর্জগতে আবার, বহুভাবকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া, চিত্তবৃত্তি সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, এই দ্বিতীয় মন্ত্রটীর ভাবার্থ হয়—'হে আমার চিত্তবৃত্তি! তুমি আকাশের ন্যায় অনন্ত এবং পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ। আমি শুদ্ধসত্ত্বভাব ও ভক্তিভাবাদি লাভ করিবার জন্য, শুদ্ধসত্ত্বভাবাদির পোষক জ্ঞানাগ্নিকে তোমাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।' আমাদের মতে এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিস্ফুট আছে।

অনন্তর এই মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ ও প্রয়োগ বিষয়ে ভাষ্যকর্তার যেরূপ অভিপ্রায়, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। ভাষ্যকার বলেন—জল, সুবর্ণ, মৃদা, আখুৎকর এবং চিনি এই পাঁচটী যজ্ঞীয় উপকরণ আহরণ করিবে। অনন্তর স্ফ্য নামক অস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত বেদীতে সেই উপকরণগুলি রাখিবে। তাহার মধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নিকে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অক্ষরত্রয় উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্থাপন করিবে। ইহাই হইল—আহবনীয় অগ্ন্যাধান। এইরূপ অষ্টাক্ষর বলিয়া অগ্নিদেবতাই গায়ত্রী নামে শ্রুতিতে অভিহিত আছেন। কারণ, প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রী সহিত এককালীন অগ্নিদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতঃপর মন্ত্রার্থ কথিত হইতেছে। আধানমন্ত্রসমূহের মধ্যে 'ভূঃ'—প্রথমা ব্যাহৃতি, ভুবঃ—দ্বিতীয়া ব্যাহৃতি এবং 'স্বঃ'—তৃতীয়া ব্যাহৃতি। এই ব্যাহৃতি-ত্রয়ই পৃথিবী আদি তিনটী লোকের নাম। অর্থাৎ, 'ভূঃ'—পৃথিবীলোক, 'ভুবঃ' অন্তরীক্ষলোক এবং 'স্বঃ' স্বর্গলোক। ইহার কারণ এই যে, প্রজাপতি যখন পৃথিব্যাদি তিনটী লোকের সৃষ্টি করেন, তখন যথাক্রমে এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি 'ভূঃ' এই প্রথম ব্যাহৃতি উচ্চারণ-পূর্ব্বক ভূর্লোক সৃষ্টি করেন, 'ভুবঃ' এই ব্যাহৃতি উচ্চারণে মধ্যলোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ সৃজন করেন, এবং 'স্বঃ' এই অন্ত্য ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিয়া স্বর্লোক সৃজন করিয়াছিলেন। অতএব এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণে ভূলোক অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোক স্মরণ করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে। এই ব্যাহৃতি-ত্রয়ের অনন্ত মহিমা। মতান্তরে এই 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' শব্দের অর্থ যথাক্রমে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা আত্মা প্রজা অর্থাৎ পুত্রপরিজনাদি ও পশুসমূহ। এ পক্ষে 'ইহারা সকলেই আমার বশীভূত হউক' এইরূপ প্রার্থনাপূর্ব্বক অগ্ন্যাধান করিবে। ইহাই হইল—প্রথম মন্ত্রের অর্থ।

অনন্তর দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধির প্রতি লক্ষ্য করুন। জ্বলন্ত কাষ্ঠের পূর্ব্বার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া 'দ্যৌরিব ভূম্না' এই দ্বিতীয় মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তাহাতে এই মন্ত্রের অর্থ হয়—দেবযজনের স্থলস্বরূপা হে পৃথিবি। সেইরূপ দেবযজনযোগ্যা তোমার উপরিদেশে হুত-ভোজনকারী গার্হপত্য নামক অগ্নিকে স্থাপন করিতেছি। কি নিমিত্ত স্থাপন করিতেছি? না, প্রথম অন্ন-ভোজন ও উপযুক্ত অন্নলাভ করিবার নিমিত্ত। (এস্থলে 'অন্নাদ্য' পদের আদ্য পদটীর আহিতাগ্নি আদি শব্দের অন্তঃপাতী বলিয়া পরনিপাত হইয়াছে (পাঃ ২।২।৩৭)। পক্ষান্তরে ঐ 'অন্নাদ্যায়' পদের অর্থ হইতেছে,—অন্ন ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত। পৃথিবী কিরূপ?—না, যাহার উপরিভাগে অগ্ন্যাধান করিয়া আকাশের ন্যায় বহু হইব; অর্থাৎ আকাশে যেমন বহু নক্ষত্র আছে বলিয়া ঐ আকাশ বহু অনন্ত, সেইরূপ আমিও পুত্র পশু আদির দ্বারা বহু হইব। পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইব; অর্থাৎ পৃথিবী যেমন সকল প্রাণীর

আশ্রয়স্বরূপা বলিয়া শ্রেষ্ঠা, আমিও সেইরূপ সকলের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া শ্রেষ্ঠ হইব। পক্ষান্তরে এই পদ কয়েকটীকে অগ্নিদেবের বিশেষণ বলিয়া অর্থ করা হইতেছে। অগ্নিদেব কিরূপ?—না, আকাশের ন্যায় বহু, অর্থাৎ আকাশ যেমন বহুনক্ষত্রবিশিষ্ট, সেইরূপ অগ্নিদেবও বহুশিখাবিশিষ্ট। আরও, অগ্নিদেব পৃথিবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইয়া অবস্থিত; অর্থাৎ, পৃথিবী যেমন সকল প্রাণীর আশ্রয় বলিয়া শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সকল বস্তুর শোধক বলিয়া অগ্নিদেবও শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্ত কোনও বিধিবাক্যে 'অগ্নয়ে পাবকায়' অর্থাৎ অগ্নিদেব সকলের শোধক, এইরূপ আম্নাত হইয়াছে। ইহাই ভাষ্যের অর্থ। (৩অ—৫ক—১-২ম)।

—— * ——

ষষ্ঠ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষোড়শ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরং পুরঃ।

পিতরং চ প্রয়ন্‌ৎস্বঃ ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) গৌঃ' (সর্ব্বত্রগঃ, জ্ঞানকিরণঃ) 'পৃশ্নিঃ' (বিচিত্র-কর্ম্মোপেতঃ, জ্ঞানজ্যোতিঃ) 'স্বঃ' (সূর্য্যদেবঃ, জ্ঞানসূর্য্যঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অক্রমীৎ' (ক্রমণং কৃতবান্); 'পুরঃ' (অগ্রে) 'মাতরং' (অস্মাকং উৎপত্তিভূতাং মাতৃস্থানীয়াং পৃথিবীং) 'অসদৎ' (আসীদৎ, প্রাপ্তবান); 'চ' (এবং) 'প্রয়ন' (স্বর্গে সঞ্চরণ) 'পিতরং' (পিতৃলোকং, অস্মাকং পরমাশ্রয়স্থানরূপং) প্রাপ্তবান ইতি শেষঃ। জ্ঞানরূপেণ স ভগবান্ ইহলোকে পরলোকে চ বিরাজতে। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৬ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। প্রসিদ্ধ সর্ব্বত্রগ বিচিত্রকর্ম্মোপেত জ্ঞানসূর্য্য সর্ব্বতোভাবে (সকল স্থানে) পরিক্রমণ করেন; আমাদের মাতৃস্থানীয়া এই পৃথিবীকে তিনি প্রথমেই প্রাপ্ত হন, এবং স্বর্গে সঞ্চরণ করিয়া আমাদের পরম আশ্রয়স্থান পিতৃলোকেও তিনি প্রাপ্ত হন। (৩অ—৬ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৪।৯।১৮।১৯) আয়ং গৌরিতি চোপতিষ্ঠতে সার্পরাজ্ঞীভির্দক্ষিণাগ্নিমাদধাতীতি। আয়ং গৌরিত্যাদিনাং তিসৃণামৃচাং সার্পরাজ্ঞীতি নামধেয়ং। সর্পরাজ্ঞী কদ্রূঃ পৃথিব্যভি-মানী। তয়া দৃষ্টত্বাৎ তাভি ঋগ্‌ভিরাহবনীয়মুপতিষ্ঠতে ততো দক্ষিণাগ্নিমাদধ্যাদিতি

কুত্রার্থঃ। গায়ত্র্যস্তুচঃ। অগ্নিঃ পরাবররূপেন স্তূয়তে। অয়ং দৃশ্যমানোঽগ্নিঃ আ অক্রমীৎ সর্ব্বত আহবনীয়গার্হপত্যদাক্ষিণাগ্নিস্থানেষু সর্ব্বতঃ ক্রমণং পাদবিক্ষেপং কৃতবান্। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ। গচ্ছতীতি গৌঃ। যজ্ঞনিষ্পত্ত্যয়ে তত্তদ্‌যজমানগৃহেষু গন্তা। গমের্ডো-প্রত্যয়ঃ (উ০ ২।৬৬)। তথা পৃশ্নি মিত্রবর্ণঃ। লোহিতশুক্লাদিবহুবিধজ্বালোপেতঃ। আক্রমণমেবাহ। পুরঃ প্রাচ্যাং দিশি মাতরং পৃথিবীমসদৎ আসীদৎ। আহবনীয়রূপেণ প্রাপ্তবান্। তথা স্বঃ প্রয়ন্ আদিত্যরূপেন স্বর্গে সঞ্চরণ্ পিতরং চ দ্যুলোকমপি অসদত প্রাপ্তবান্। স্বঃ শব্দের সূর্য্য (নিঘ০ ১।৪)। দ্যুলোকভূলোকয়োর্মাতাপিতৃত্বমন্যত্রাপি শ্রূয়তে। দ্যৌঃ পিতা পৃথিবীমাতেতি॥ ৬॥ (৩অ—৬ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ০ ০ঃ§——

পূর্ব্বানুসৃতি-ক্রমে, অগ্নি-দেবতাই এ মন্ত্রের সম্বোধ্য। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—দৃশ্যমান্ অগ্নি আহবনীয় গার্হপত্য দক্ষিণাগ্নি স্থানে সর্ব্বতঃ পাদবিক্ষেপ করেন। তিনি যজমান-গৃহে গমন করেন বলিয়াই তাঁহাকে 'গৌঃ' বলা হইয়াছে; এবং লোহিত-শুক্লাদি বহুবিধজ্বালাবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি 'পৃশ্নি' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। 'পুরঃ' অর্থাৎ প্রাচীদেশে তিনি 'মাতরং' অর্থাৎ পৃথিবীকে আক্রমণ করেন (আহবনীয়-রূপে প্রাপ্ত হন); এবং আদিত্য-রূপে স্বর্গে সঞ্চরণ করিয়া তিনি 'পিতরং' অর্থাৎ দ্যুলোককে প্রাপ্ত হন। 'স্বঃ' শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়; দ্যুলোক ও ভূলোক পিতামাতা-পর্য্যায়ে শ্রুত্যন্তরে গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে আরও প্রকাশ,—এই মন্ত্রটি এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্র 'সর্পরাজ্ঞী' নামে অভিহিত হয়; সর্পরাজ্ঞী 'কদ্রু' পৃথিব্যাভিমানিনী দেবতা। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই মন্ত্র প্রযুক্ত।

এ পক্ষে ভাব-পরিগ্রহ করা বড়ই কঠিন। একজন ব্যাখ্যাকার লিখিয়াছেন,—এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্র-দুইটী—যথাক্রমে গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয়-স্থাপনে প্রযুক্ত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'সর্ব্বত্রগামী পৃশ্নিবর্ণ অগ্নিই সূর্য্যরূপে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পৃথিবীকে কিরণ দেন, এবং দ্যুলোককে প্রকাশ করেন।' অগ্নি বা তেজঃ সূর্য্যরূপে বিকাশমান এবং তাঁহার উদরে ভূলোক দ্যুলোক প্রকাশ পায়,—এ পক্ষে ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

এক্ষণে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য একটু বিচার করা যাউক। 'গৌঃ' 'পৃশ্নি' 'স্বঃ' এই তিনটী পদই জ্ঞান-কিরণের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। গত্যর্থক 'গম্' ধাতু 'গৌঃ' পদের উৎপত্তিমূল। তদ্দ্বারা জ্ঞানের অবাধগতির ভাব বুঝায়। 'স্পৃশ' ধাতু 'পৃশ্নি' পদের মূল। তাহাতে বৈচিত্র্যের ভাব আসে। জ্ঞান যে বিচিত্র-কর্ম্মোপেত, জ্ঞান যে সকল বৈচিত্র্যকেই স্পর্শ করিয়া আছে, ঐ পদ তাহাই প্রকাশ

করিতেছে। 'স্বঃ' শব্দে 'প্রভা' বুঝায়—সূর্য্য বুঝায়। জ্ঞানরূপ সূর্য্যের প্রভা যে সর্ব্বত্র-সঞ্চরণশীল, ঐ পদে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। 'প্রয়ন্' পদ তাঁহার সেই সঞ্চরণশীলতা ব্যক্ত করিতেছে। পিতৃলোক (পরম পদ) আমাদের চরম আশ্রয়-স্থান; এখান হইতে সেখানে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

জগৎপিতা জগদীশ্বর জ্ঞানসূর্য্য-রূপে সর্ব্বত্র—দ্যুলোকে ও ভূলোকে—সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি লক্ষ্য থাকে—পিতৃলোকে যাইবে—তাঁহার চরণে আশ্রয় লইবে; তাঁহার শরণাগত হইবে। এখানে ও সেখানে—সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রভাব। এ মন্ত্রে সেই দুই লোকে বিচরণের উপায় ইঙ্গিতে কথিত হইয়াছে। (৩অ—৬ক—১ম)।

—∘—

সপ্তম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তম কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী।

ব্যখ্যন্মহিষো দিবং ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (জ্ঞানস্বরূপস্য অগ্নেঃ) 'রোচনা' (দীপ্তিঃ) 'প্রাণাপানতী' (প্রাণাপানয়োর্ব্বায়ুবিশেষয়োঃ প্রযোজকঃ সতি) 'অন্তশ্চরতি' (দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যে শরীরমধ্যে বা বিচরতি, প্রাণব্যাপারং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ); 'মহিষঃ' (কর্ম্মফলদাতা স জ্ঞানাগ্নিঃ) 'দিবং' (দ্যুলোকং, তৎস্বরূপতত্ত্বং) 'ব্যখ্যৎ' (প্রকাশিতবান্)। যোঽগ্নি জ্ঞানরূপেণ বিশ্বতে, প্রাণাপানবায়ুরূপেণ স এব সর্ব্বত্র বিচরতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৭ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

এই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবের দীপ্তি, প্রাণাপান-বায়ুর প্রযোজক হইয়া, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে (শরীরের মধ্যে) বিচরণ করিতেছে (প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিতেছে); কর্ম্মফলদাতা সেই অগ্নি, দ্যুলোককে (স্বর্গের স্বরূপতত্ত্ব) প্রকাশ করেন। (৩অ—৭ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

এবমাদিত্যরূপেণাগ্নিং স্তুত্বা বায়ুরূপেণ স্তৌতি। অস্যাগ্নে রোচনা রুচ দীপ্তৌ দীপ্তিঃ কাচিচ্ছক্তিঃ বায্বাখ্যা অন্তশ্চরতি দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে শরীরমধ্যে চরতি। অন্তরীক্ষেঽয়ং তির্য্যঙ্‌বায়ুঃ পবত ইতি শ্রুতিঃ। কিং কুর্ব্বতী। প্রাণাদপানতী সর্ব্বশরীরেষু প্রাণব্যাপারা দনন্তরমপানব্যাপারং কুর্ব্বতী। অপানাদনন্তরং প্রাণতীত্যপ্যর্থো লভ্যতে সামর্থ্যাৎ প্রাণাপানয়োর্ব্বায়ুবিশেষয়োঃ প্রেরকেত্যর্থঃ। সতি হি জঠরাগ্নৌ জীবনহেতোরোষ্মস্য শরীরে সদ্ভাবাৎ প্রাণাপানৌ প্রবর্ত্তেতে। তস্মাদগ্নিঃ প্রাণাপানরূপ ইত্যর্থঃ। এবং বায্বাদিত্যাভ্যাং স্বশক্তিভূতাভ্যামিদং জগদনুগৃহ্য য এনমুপতিষ্ঠতে তস্য কিং করোতীত্যাহ। ব্যখ্যদিতি। মহিষোঽগ্নি দিবং ব্যখ্যৎ। দ্যুলোকং ভোগস্থানমনুষ্ঠাতৃভ্যো বিশেষেণ প্রকাশিতবান্ প্রকাশয়তি চ। মহি মাহাত্ম্যং যাগকর্ত্তৃস্বরূপং সনোতি দদাতি স মহিষঃ। অগ্নির্ব্বৈ মহিষঃ স ইদং জাতো মহানিতি শ্রুতেঃ। ব্যখ্যৎ বিপূর্ব্বস্য খ্যা প্রকথন ইত্যস্যাস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙিতি (পা০ ৩।১।৫২) চ্লেরঙ্। আলোপঃ। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট্ ইতি (পা০ ৩।৪।৬) সর্ব্বকালেষু লঙ্। অপান ইবাচরতীত্যপানতী কিবন্তাদপানশব্দাচ্ছতৃপ্রত্যয়ঃ। উগিতশ্চেতি (পা০ ৬।৪।১৬) ঙীপ্॥ ৭॥ (৩অ—৭ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যে প্রকাশ,—পূর্ব্ব-মন্ত্রে আদিত্যরূপে প্রকাশমান্ অগ্নিদেবের স্তুতি হইয়াছিল। এই মন্ত্রে বায়ুরূপে প্রকাশমান্ অগ্নিদেবের স্তব করা হইতেছে। ভাষ্যকারের এবংবিধ নির্দ্দেশেই বুঝা যায়,—অগ্নি-শব্দে তাঁহার লক্ষ্য কি? যে ভগবান্ তেজোরূপে (সূর্য্যস্বরূপে) বিদ্যমান্ আছেন, তিনিই আবার বায়ুরূপে (প্রাণাপানাদি নামে অভিহিত হইয়া) সংসারে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান করিতেছেন। এখানে তাঁহার সেই বায়ু-মূর্ত্তিরই উপাসনা প্রকাশমান্।

বায়ুরূপে তিনি কোথায় নাই? বায়ুরূপে তিনি দ্যুলোকেও আছেন; আবার বায়ুরূপে তিনি ভূলোকেও আছেন! দেহের অভ্যন্তরে তিনি; দেহের বহির্ভাগে তিনি; তিনি কোথায় নাই? তেজোরূপে যেমন তিনি সর্ব্বত্র আছেন, বায়ু-রূপেও তিনি সেইরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। এ মন্ত্র তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপকতার-ভাব প্রকাশ করিতেছে; মানুষকে কহিতেছে,—'কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছ? ঐ দেখ, বায়ুরূপে তিনি তোমার মধ্যেই বিচরণ করিতেছেন। এই বুঝিয়া, স্বরূপ জানিয়া, তাঁহার পূজা-পরায়ণ হও।' ইহাই এ মন্ত্রের উপদেশ।

এ মন্ত্রের অন্তর্গত 'মহিষঃ' এবং 'প্রাণাদপানতী' পদদ্বয় অনুধাবনার বিষয়। 'মহিষঃ' পদে অগ্নিকে বুঝায়। কেহ বা, ঐ পদে 'বিদ্যুৎ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মফল দান করেন; তাই তাঁহার নাম—'মহিষঃ'। প্রাণবায়ু সংরক্ষণ এবং অপান-বায়ু নিঃসারণ—ইহাই জীবনরক্ষার মূল। যোগিগণ যোগ-প্রভাবে যথেচ্ছভাবে প্রাণবায়ু ধারণ ও অপান-বায়ু নিঃসারণ করিতে পারেন। তাই তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ ও শক্তিমান্ হন। অগ্নিদেবের রোচনা

(দীপ্তি বা জ্ঞান), বায়ুর ধারণায় ও পরিত্যাগে সমর্থ হন। তদ্দ্বারা দ্যুলোকের তত্ত্ব অধিগত হয়। সেই জ্ঞান অর্জ্জন কর। এই উপদেশ এখানে গ্রহণ করা যায়। (৩অ—৭ক—১ম)।

—•—

অষ্টম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টম কণ্ডিকা। এক-মন্ত্রাত্মিকা।)

ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে।

প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

স ভগবান্ 'বাক্পতঙ্গায়' (শব্দরূপায় গতিরূপায় চ, যদ্বা—সর্ব্বত্রগায় শব্দরূপায়) 'ধীয়তে' (মন্যতে সাধকৈরিতি শেষঃ) 'ত্রিংশৎ' (ত্রিংশৎসু মুহূর্ত্তাখ্যেষু, সর্ব্বেষু কালেষু ইতি যাবৎ) 'ধাম' (ধামেষু, সর্ব্বেষু স্থানেষু) 'বিরাজতি' (বিদ্যতে); তস্য 'দ্যুভিঃ' (জ্যোতির্ভিঃ) 'প্রতি বস্তোরহঃ' (প্রতিগৃহং প্রতিদিনং) উদ্ভাস্যতে ইতি শেষঃ। শব্দরূপেণ স ভগবান্ সর্ব্বকালং সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান্ অস্তি ইতি ভাব। (৩অ—৮ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ কর্ত্তৃক শব্দ-রূপে ও গতি-রূপে (অথবা—সর্ব্বত্র-গতিশীল শব্দের ন্যায়) ধ্যেয়, সেই ভগবান্ সকল কালে সকল স্থানে বিদ্যমান্ আছেন; তাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা প্রতি গৃহ প্রতি দিন উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। (৩অ—৮ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সুপাং সুলুগিত্যাদিনা (পা॰ ৭।১।৩২) ত্রিংশচ্ছব্দাদ্ধামশব্দাচ্চ সুপো লুক্। ধামানি ত্রয়াণি ভবন্তি স্থানানি নামানি জন্মানীতি (নিরু॰ ৯।২৮।২৯)। অত্র ধামশব্দেন স্থানমুচ্যতে। অহোরাত্রস্য ত্রিংশন্মুহূর্ত্তা ধামশব্দেনাভিপ্রেতাঃ। ত্রিংশৎসু ধামসু মুহূর্ত্তাখ্যেষু স্থানেষু যা বাক্ বিরাজতি শোভয়তে স্তূয়মানা সা বাক্পতঙ্গায় ধীয়তে অগ্ন্যর্থমুচ্চার্য্যতে। পতন্ গচ্ছতি পতঙ্গঃ। অগ্নিঃ। সঞ্চরণোঃ পতন্ গার্হপত্যাত্তাবং গচ্ছতি গার্হপত্যাৎপতন্নাহবনীয়তা-মিত্যাদি। সর্ব্বদেবসম্বন্ধিনীভিঃ স্তুতিভিরগ্নিরেব সর্ব্বাৎ সর্ব্বাৎ স্তূয়তে ইত্যর্থঃ। ন কেবলং

ত্রিংশৎস্থু ধামসু বাগ্বিরাজতি সৈব পতঙ্গায় ধীয়তে কিং তর্হি প্রতিবস্তোঃ প্রত্যহং যা স্তুতিলক্ষণা বাক্ যা চ দ্যুভিঃ অহোভিঃ যাগপারায়ণাত্মৎসবভূতৈঃ স্তুতিলক্ষণা বাগ্বিরাজতি সা পতঙ্গায়ৈব ধীয়তে। নাস্তস্মৈ দেবতায়ৈ। বস্তোঃ দ্যুঃ ভানুরিত্যহর্নামসু পঠিতং। (নিঘ০ ১।৯)। অহেতি নিপাতো বিনিগ্রহে। সর্ব্বকালং সর্ব্বাস্তুতিবাগগ্ন্যৈর্থৈবেত্যর্থঃ ৩ যথাস্থা ঋচোঽয়মর্থঃ। ধাম স্থানং তচ্চত্রিংশৎ ত্রিংশৎসংখ্যাকং মাসগতদিনভেদেন। তদ্বিরাজতি বিশেষেণ দীপ্যতে। আলস্যরহিতানাং যজমানানামনুষ্ঠানেনাহবনীয়াগ্নীনাং স্থানং মাসগতেষু ত্রিংশৎ সংখ্যাকেষু দিনেষু বিশেষেণ শোভত ইত্যর্থঃ। বাক্স্তুতিরূপা পতঙ্গায়াগ্নয়ে ধীয়তে উচ্চার্য্যতে পতঙ্গঃ পক্ষী। তৎসদৃশত্বাদগ্নিঃ পতঙ্গঃ। যথাকশ্চিৎ-পক্ষী একস্মাৎ স্থানাৎ স্থানান্তরং গচ্ছতি তদ্বদগ্নিরপি গার্হপত্যস্থানাদাহবনীয়স্থানং গচ্ছতীত্যগ্নেঃ পক্ষিসাদৃশ্যং। অহেতি নিপাতঃ পূর্ব্বোক্ত নিষেধার্থঃ॥ অস্যা ঋচঃ পূর্ব্বার্দ্ধেঽগ্নি-মাহাত্ম্যজ্ঞাপকং বাক্যদ্বয়েনার্থদ্বয়ং যদুক্তং তাবদেব ন ভবতি কিংত্বন্যদপ্যূহ্যম ইত্যর্থঃ। বস্তোরিত্যহর্নামসু পঠিতং। প্রতি বস্তোঃ প্রত্যহং দ্যুভিঃ স্তোত্রৈরয়মগ্নিঃ স্তূয়ত ইত্যধ্যাহারঃ। দ্যুর্দ্যোতনং দীপ্যতেঃ প্রয়োগঃ॥ ৮॥ (৩ম—৮ক—১ম)।

ইত্যাধ্যাধের মন্ত্রা॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§‡•○•‡§——

এই মন্ত্রের মর্ম্মানুসরণ-পক্ষে প্রথমতঃ মন্ত্রান্তর্গত শব্দ কয়েকটির আলোচনা বিশেষ-ভাবে আবশ্যক মনে করি।

মন্ত্রের প্রথম শব্দ—'ত্রিংশৎ'। উহার অর্থ ভাষ্যকার নানারূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন। ঐ শব্দে অহোরাত্রের ত্রিশ মুহূর্ত বুঝাইতে পারে, ঐ শব্দে মাস-পরিমাপক ত্রিশসংখ্যক দিনকে বুঝাইতে পারে; আবার ঐ শব্দ, ধামের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য হইয়া, ত্রিশটী স্থান-বিশেষকেও বুঝাইতেছে মনে করা যায়। নানারূপ আলোচনার পর, কাল-সম্বন্ধেই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয়। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিলাম। দিবারাত্রি ত্রিশ ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার এক এক ভাগকে মুহূর্ত কহে। সেই সকল মুহূর্ত—সকল কাল—ঐ শব্দে দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের অভিমত। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সর্ব্বেষু কালেষু' পদ প্রয়োগ করিয়াছি। 'ধাম' বলিতেও ঐরূপ সকল স্থানের ভাব আসে। "ধামানি ত্রয়াণি" এই নিরুক্ত-বাক্যই এ পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। আমরা 'ধাম' পদে 'সর্ব্বেষু স্থানেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ পক্ষে, "ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি" বাক্যের অর্থ পরিগ্রহে আর কোনই সংশয় থাকে না। ঐ অংশের অর্থ হয়,—"তিনি (যেই হউন—পরে বুঝা যাইতেছে) সকল কালে সকল স্থানে বিদ্যমান্ আছেন।"

মন্ত্রের আর এক আলোচ্য পদ—"বাক্পতঙ্গায়।" 'বাক্' পদে বুঝিলাম,—'শব্দ, বাণী';

কিন্তু 'পতঙ্গ' পদে কি বুঝিব? ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিলেন—'পতঙ্গঃ' (পতন্ গচ্ছতি পতঙ্গঃ) পদে অগ্নিকে বুঝায়। অগ্নি গতিশীল, এই জন্যই উঁহার নাম—পতঙ্গ। এখানে পৌরাণিক উপাখ্যান আসিয়া যোগ দিল। প্রথম অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল। তার পর সেই অগ্নি 'গার্হপত্য অগ্নি' রূপে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে আহবনীয় ও দক্ষিণ রূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে অগ্নির গমন, এই হইল—তাঁহার 'পতঙ্গ' নামের সার্থকতা। যাহা হউক, এই হইতে আমরা তাঁহার গতি-রূপের ভাব—সর্ব্বগের ভাব—গ্রহণ করিতে পারি। 'বাক্' পদে তাঁহার শব্দ-রূপত্ব এবং 'পতঙ্গ'-পদে তাঁহার গতি রূপত্ব প্রকাশ পায়। এইরূপে 'বাক্‌পতঙ্গায়' পদের প্রতিবাক্যে "সর্ব্বত্রগায় শব্দরূপায়" পদ ব্যবহার করিতে পারি। এখানে 'ধীয়তে' পদ আছে। তাহাতে অর্থ পাই,—তিনি যে 'বাক্‌পতঙ্গায়', তাহা 'ধীয়তে'—ধ্যান-ধারণায় আসে। কিন্তু কে ধ্যান করিল? কে বুঝিল? কে সে সন্ধান পাইল? উত্তরে 'সাধকের' ভাবই মনে আসে। সাধক ভিন্ন কে আর বুঝিবে—তিনি 'বাক্-পতঙ্গ'—সর্ব্বাগত শব্দরূপ! সুতরাং এ পক্ষে আমরা 'সাধকৈঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি।

এইবার মন্ত্রের প্রথম পংক্তির বিশদ সমীচীন ও সঙ্গত অর্থ অধ্যাহৃত হইল কিনা, অনুধাবন করিয়া দেখুন। মন্ত্রাংশ;—

"ত্রিংশদ্ধাম বিরাজতি বাক্‌পতঙ্গায় ধীয়তে।"

অর্থ হইল;—'সাধকগণ যাঁহাকে সর্ব্বগ শব্দব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া ধ্যান করেন, তিনি সকল কালে সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন।'

এখন বুঝা গেল না কি—তিনি কে? এখন বুঝা যায় না কি—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হইল? আমরা তাই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে—'সেই ভগবান সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান্'—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি।

অতঃপর, মন্ত্রের শেষাংশ—"প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ"—কি ভাব প্রকাশ করে, বুঝিয়া দেখুন। ভাষ্যকার 'বস্তঃ' ও 'অহঃ' দুই পদেই 'দিন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'প্রতি বস্তোরহঃ' পদে 'প্রত্যহ' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ নিঘণ্টু উদ্ধৃত করিয়াছেন—'বস্তোঃ দ্যুঃ ভানুরিত্যাহর্নামসু পঠিতং।' কিন্তু আমরা এখানে নিবাসার্থক 'বস্' ধাতু 'বস্ত' পদের মূল ধরিয়া অর্থ করিলাম। তাহাতে "প্রতি বস্তোরহঃ" বাক্যের অর্থ হইল—"প্রতিগৃহং প্রতিদিনং"। অবশিষ্ট রহিল—"দ্যুভিঃ।" উহার অর্থ—"জ্যোতির দ্বারা"। এখানে ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় ঘটাইয়া অর্থ করিয়াছেন—"দ্যুভিঃ স্তোত্রৈরয়মগ্নিঃ স্তূয়ত ইত্যধ্যাহারঃ।" এইরূপ, তাঁহার মতে, মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে,—"প্রতিদিন তোমরা স্তোতমান অগ্নিকে স্তব কর।" কতটা টানিয়া আনিয়া ঐ অর্থ করিতে হইল, সহজেই বোধগম্য হইবে। কিন্তু আমরা এখানে একটী 'উদ্ভাসতে' ক্রিয়া মাত্র অধ্যাহার করিলাম। তাহাতে অর্থ হইল,— 'সেই ভগবান্ সকল কালে সকল স্থানে আপনার জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আছেন।' 'দ্যুভিঃ' পদের সার্থকতা তাহাতে উপলব্ধ হইবে। 'দ্যুভিঃ'—জ্যোতিঃ দ্বারাই তিনি উদ্ভাসিত নহেন কি? বুঝিয়া, যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সুধীগণ তাহাই গ্রহণ করিবেন।

মন্ত্র—ভগবদ্‌মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক। ভগবান্ শব্দ-রূপে গতি-রূপে ব্যাপ্তি-রূপে সর্ব্বত্র সদাকাল বিদ্যমান্ আছেন। ইহাই মন্ত্রের শিক্ষা বা মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ব দুইটী মন্ত্রের সম্বন্ধ পরিখ্যাপিত হয়। তিনটী মন্ত্রই একই কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে পক্ষে, এই তিনটী মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় অনুধ্যান করিলে, বুঝা যায় পর পর তিনটী মাত্র বিশেষণে বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'জ্যোতিঃ তাঁহার প্রকাশরূপ'। বলা হইয়াছে—'বায়ুঃ তাঁহার ব্যাপ্তিরূপ'। বলা হইয়াছে—'বাক্য তাঁহার শব্দরূপ'। প্রকাশ-রূপে, ব্যাপ্তি রূপে, শব্দ-রূপে তিনি এই বিশ্বে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। চক্ষু উন্মীলন কর; দেখিতে পাইবে। (৩অ—৮ক—১ম)।

—:০:০:—

নবম কণ্ডিকা।

(১) অগ্নির্জ্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা।

(২) সূর্য্যো জ্যোতির্জ্জ্যোতিঃ সূর্য্য স্বাহা।

(৩) অগ্নির্ব্বর্চ্চো জ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা।

(৪) সূর্য্যো বর্চ্চো জ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা।

(৫) জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। যঃ 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃস্বরূপঃ), যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতিরূপঃ) স এব 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ); তস্মৈ স্বাহা' (স্বাহা মন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)।

২। যঃ সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ), যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ); তস্মৈ স্বাহা ('স্বাহামন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)।

৩। যঃ 'অগ্নিঃ' (অগ্নিদেবঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ) যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ); তস্মৈ 'স্বাহা' ('স্বাহা'-মন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু)

৪। যঃ 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ), যঃ চ 'জ্যোতিঃ' (প্রকাশমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ); তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু)।

৫। যঃ 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ) স এব 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ), যঃ চ 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) স এব 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ); তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি, সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)। (৩অ—৯ক—১-৫ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। যিনিই অগ্নিদেব, তিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃ, তিনিই অগ্নিদেব; স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

২। যিনিই সূর্য্যদেব, তিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতিঃ, তিনিই সূর্য্যদেব; স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

৩। যিনি অগ্নিদেব, তিনিই তেজঃ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ, তিনিই তেজঃ; স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

৪। যিনিই সূর্য্যদেব, তিনিই তেজঃ; আবার যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতিরূপ. তিনিই তেজ; স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক।

৫। যিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ, তিনিই সূর্য্যদেব; আবার যিনিই সূর্য্যদেব, তিনিই দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ; স্বাহা-মন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ) হউক। (৩অ—৯ক—১-৫ ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অথাগ্নিহোত্রহোমমন্ত্রাঃ॥ অগ্নির্জ্জ্যোতিরিত্যারভ্য উপপ্রয়ন্ত (খ° ১১) ইত্যতঃ প্রাক্। তন্মন্ত্রাণাং প্রজাপতির্ঋষিঃ সামান্যতঃ। যত্র ঋষিবিশেষোঽভিধীয়তেঽনুক্রমণীকারৈস্তত্র তাবদ্‌গ্রাহ্যঃ॥ যথাগ্নির্ব্বর্চ্চো যে তস্যাপশ্যৎ পরাং জীবলশ্চৈলকিরিতি (অনু° ১।১১)॥ সপ্ত-লিঙ্গোক্তদেবতা গায়ত্র্যঃ আদ্যাঃ পঞ্চৈকপদাঃ। অগ্নির্জ্যোতিঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ এতে দ্বে একপদে গায়ত্র্যৌ তস্যা মুনিরপশ্যৎ। পরাং জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ ইমাং চৈলকস্য পুত্রো জীবল ঋষিরপশ্যদিত্যর্থঃ॥ অথ (কা° ৩।৪।১৪) প্রদীপ্তামভিজুহোত্যগ্নির্জ্জ্যোতিরিতীতি। যা

সমিৎপ্রদীপ্তা তামভিলক্ষ্য জুহুয়াৎ। অগ্নির্জ্যোতিষমিতি (অধ্যা ৩।২।১) কাত্যায়নোক্ত-মন্ত্রেণ সমিৎপ্রক্ষেপঃ। মন্ত্রার্থস্তু। যোঽয়মগ্নির্দেবঃ স এব জ্যোতির্দৃশ্যমানজ্যোতিঃস্বরূপং। যচ্চেদং দৃশ্যমানং জ্যোতিঃ তদেবাগ্নির্দেবঃ। দেবস্য জ্যোতিষশ্চ কদাচিদপ্যবিয়োগাদেকত্বেন প্রতিপাদনং। স্বাহা জ্যোতিরূপায়াগ্নয়ে হবিঃ প্রদত্তং। অয়ং সায়ংকালীনোঽগ্নিহোত্র-হোমমন্ত্রঃ॥ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্য স্বাহেতি প্রাতর্হোমমন্ত্রঃ॥ সায়ংহোমমন্ত্রব্যাখ্যেয়ঃ। সূর্য্যসম্বন্ধি তেজো রাত্রাবগ্নিং প্রবিশতীতি সায়মগ্নির্জ্যোতিরিতি মন্ত্রো যুক্তঃ। উদয়কালেঽগ্নি-সম্বন্ধি জ্যোতি সূর্য্যং প্রবিশতি। তস্মাৎ প্রাতঃসূর্য্যোজ্যোতিরিতি মন্ত্রঃ। অগ্নিমাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি তস্মাদগ্নির্দূরান্নক্তং দদৃশে। উভেহি তেজসী সম্পশ্যেতে উদ্যন্তং বাদিত্য-মগ্নিরনুসমারোহতি। তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দ্দিবা দদৃশ ইতি তিত্তিরিশ্রুতেঃ॥ (কা০ ৪।১৪।১৫) অগ্নির্বর্চ্চ ইতি ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তেতি। ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্ত অগ্নির্বর্চ্চঃ অগ্নির্বর্চ্চঃ সূর্য্যোবর্চ্চ ইতি সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ। যোঽগ্নির্ব্বর্চ্চোঽনন্তভূতঃ। যস্য তজ্জ্যোতির্ব্বর্চ্চোঽনন্তভূতং। তস্মৈ সুহুতমস্তু। এবং সূর্য্যো বর্চ্চ ইতি॥ (কা০ ৪।১৫।১১) জ্যোতি সূর্য্য ইতি বা প্রাতরিতি। প্রাতর্হোমমন্ত্রঃ জ্যোতি সূর্য্য ইতি। যৎ জ্যোতিঃ স সূর্য্য এব। যঃ সূর্য্য স জ্যোতিরেব তস্মৈ স্বাহা॥ ৯॥ (৩অ—৯ক—১-৫ম)।

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-পাঁচটি অগ্নিহোত্র হোমের মন্ত্র। ইহার প্রথম মন্ত্রটী সায়ংকালীন হোমে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী প্রাতঃকালীন হোমে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় মন্ত্রে ও চতুর্থ মন্ত্রে ব্রহ্মবর্চ্চসকামী অর্চ্চনাকারী যথাক্রমে সায়ংকালীন হোম এবং প্রাতঃকালীন হোম সম্পন্ন করিবেন। পঞ্চম মন্ত্রটী দ্বিতীয় মন্ত্রের বিকল্পে ব্যবহৃত হয়।

এই পাঁচটী মন্ত্রেরই মর্ম্মার্থ অভিন্ন। যাঁহাকে আমরা সূর্য্যদেব বলিয়া উপাসনা করি, যাঁহাকে আমরা অগ্নিদেব বলিয়া পূজা করি, যাঁহাকে আমরা জ্যোতিঃ বলিয়া অথবা তেজঃ বলিয়া ধারণা করি, তাঁহারা ভিন্ন নহেন—অভিন্ন ও এক। এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটি সেই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। যিনিই জ্যোতীরূপে প্রকাশমান্, তিনিই অগ্নিদেব; তেজঃ যাঁহার অভিব্যক্তি, তিনিই অগ্নিদেব; আবার, তিনিই সূর্য্য, তিনিই বর্চ্চঃ, তিনিই জ্যোতিঃ। একই বস্তু—ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশমান্ মাত্র। যাঁহারা হিন্দুদিগকে জড়ের উপাসক বলিয়া বিদ্রূপ করেন, তাঁহারা এই মন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন—চৈতন্যের কি জড়ের, কাহার উপাসনার বিষয় বেদে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনিই জড়, তিনিই চৈতন্য, আবার তিনি জড়-চৈতন্যের অতীত। অধিকারিভেদে সাধকের ধ্যান-ধারণার যোগ্যতা অনুসারে, তিনি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকট আছেন। ইহাই এ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্র-পাঁচটী অগ্নিদেবের ও সূর্য্যদেবের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে অর্থ হইয়া থাকে,—'অগ্নিই জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিঃই অগ্নি। অগ্নিদেবতার

উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হউক।' এইরূপ,—'সূর্য্যই জ্যোতিঃ। জ্যোতিই সূর্য্য।' 'সূর্য্যদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সুহুত হউক।' ইত্যাদি। যাহা হউক, মূল লক্ষ্য উভয়ত্রই যে অভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। (৩অ—৯ক—১-৫ম)।

—•—

দশম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দশম কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) সজূর্দ্দেবেন সবিত্রা সজূ রাত্র্যেন্দ্রবত্যা।
জুষাণোঽঅগ্নির্ব্বেতু স্বাহা ॥

(২) সজূর্দ্দেবেন সবিত্রা সজূরুষসেন্দ্রবত্যা।
জুষাণঃ সূর্য্যোবেতু স্বাহা ॥ ১০ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নি' (অগ্নিদেবঃ) 'সবিত্রা দেবেন' (জ্ঞানপ্রেরকেন দেবেন সহ) 'সজূঃ' (প্রীতঃ ভবতু ইতি শেষঃ); 'রাত্র্যেন্দ্রবত্যা' (ঐশ্বর্য্যশালিন্যা রাত্রিদেবতয়া সহ) 'সজূ' (প্রীতঃ ভবতু ইতি শেষঃ); 'জুষাণ' (অস্মাসু প্রীতিযুক্তঃ) 'অগ্নিঃ' (স অগ্নিদেবঃ) 'বেতু' (অস্মদীয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতু); তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহা-মন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি—সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা)।

২। 'সূর্য্যঃ' (সূর্য্যদেবঃ) 'সবিত্রা দেবেন' (জ্ঞানপ্রেরকেণ দেবেন সহ) 'সজূঃ' (প্রীতঃ ভবতু); 'উষসেন্দ্রবত্যা' (ঐশ্বর্য্যশালিন্যা উষোদেবতয়া সহ) 'সজূঃ' (প্রীতঃ ভবতু); 'জুষাণঃ' (অস্মাসু প্রীতিযুক্তঃ) 'সূর্য্যঃ' (স সূর্য্যদেবঃ) 'বেতু' (অস্মাদীয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতু) তস্মৈ 'স্বাহা' (স্বাহা-মন্ত্রেণ হবির্দ্দদামি—সুহুতমস্তু)। (১অ—১০ক—১-২ম)।

•.•

বঙ্গানুবাদ।

১। জ্ঞানপ্রদাতা সবিতা দেবতার সহিত অগ্নিদেব প্রীত হউন; ঐশ্বর্য্যশালিনী রাত্রিদেবতার সহিত অগ্নিদেব প্রীত হউন; আমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত অগ্নিদেব আমাদিগের কর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন; স্বাহা-মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহাকে হবিঃ অর্পণ করিতেছি—সুহুত (শুভ) হউক।

২। জ্ঞানপ্রদাতা সবিতা দেবতার সহিত সূর্য্যদেব প্রীত হউন; ঐশ্বর্য্যশালিনী উষা-দেবতার সহিত সূর্য্যদেব প্রীত হউন; আমাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত অগ্নিদেব আমাদিগের কর্ম্মকে প্রাপ্ত হউন; স্বাহা-মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহাকে হবিঃ অর্পণ (পূজা) করিতেছি—সুহুত (কর্ম্মানুষ্ঠান শুভ) হউক। (৩য়—১০ক—১-২য়)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১৪।৯) সজূরিতি বেতি। জুহোতীত্যনুবর্ত্ততে। পূর্ব্বোক্তমন্ত্রৈঃ সহ সজূরিত্যাদিমন্ত্রদ্বয়ং বিকল্পিতং। সজূর্দ্দেবেন। অগ্নির্ব্বেতু। অস্মদীয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতু। যদ্বা বেতু আহুতিং ভক্ষয়তু। বী প্রজননকান্ত্যাসনখাদনেষ্বিতি ধাতোঃ (ধা০ ২।৪।৩৯) প্রয়োগঃ। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ? সবিত্রা দেবেন প্রেরকেণ পরমেশ্বরেণ সহ সজূঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। জোষণং জূঃ প্রীতির্যস্যাসৌ সজূঃ। তথা ইন্দ্রবত্যা রাত্র্যা ইন্দ্রেণ দেবেনোপেতয়া রাত্রিদেবতয়া সজূঃ সমানপ্রীতিঃ। তথা জুষাণোঽস্মাসু প্রীতিযুক্তঃ। য উক্তগুণবানগ্নিদেবতস্মৈ স্বাহা হূয়মাণমিদং দ্রব্যং দত্তং। প্রাতঃ সূর্য্য উচ্যতে। অগ্নিমন্ত্রবদয়ং সূর্য্যমন্ত্রো ব্যাখ্যেয়ঃ। পূর্ব্বার্দ্ধে রাত্রিদেবতায়াঃ স্থানে উষোদেবতা যোজনীয়া॥ ১০॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্ব-কণ্ডিকার মন্ত্রের পরিবর্ত্তে এই কণ্ডিকার মন্ত্র দ্বারাও সায়ংকালীন ও প্রাতঃকালীন হোম-কর্ম্মের (অগ্নিহোত্রের পক্ষে) বিধি আছে। সায়ং হোমে প্রথম মন্ত্র এবং প্রাতঃকালের হোমে দ্বিতীয় মন্ত্র প্রযুক্ত হয়।

অগ্নি-দেবতা ও সূর্য্য-দেবতা প্রীত হউন—আমাদের আহুতি সুহুত হউক—মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা আছে। ঐ প্রার্থনার মধ্যে দুই দেবতাকেই বলা হইয়াছে—'আপনি সবিতা দেবতার সহিত প্রীত হউন।' তার পর, অগ্নিদেবতাকে বলা হইয়াছে—'আপনি ঐশ্বর্য্যবতী রাত্রিদেবতার সহিত প্রীত হউন।' এবং সূর্য্যদেবতাকে বলা হইয়াছে—'আপনি উষাদেবতার সহিত প্রীত হউন।' এই যে উক্তি—এই যে প্রার্থনা, ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার মধ্যে কি কোনও নিগূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন নাই?

একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বমন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে—অগ্নিও তিনি, সূর্য্যও তিনি। কিন্তু তাহা জানিবার ও বুঝিবার উপায় কি? উপায়—জ্ঞান। জ্ঞানদেবতার প্রেরণা ভিন্ন সে তত্ত্ব অধিগত হয় না। তাই জ্ঞানদেবতার তুষ্টি—জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহ আবশ্যক।

'জ্ঞানপ্রেরক সবিতা দেবতার সহিত আপনি প্রীত হউন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম, আপনার কৃপায় আমাতে জ্ঞানসঞ্চার হউক ;—জ্ঞানের পূজায়—জ্ঞানের অনুসরণে আমি যেন আপনার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করি। জ্ঞানের সহিত অগ্নিদেবতার ও সূর্য্যদেবতার সম্বন্ধ—এই ভাবেই পরিগৃহীত হয়। জ্ঞানোদয়েই তাঁহারা প্রীত হন। জ্ঞানোদয়ে সূর্য্যদেবের প্রীতিসম্পাদন-রূপ স্বরূপ-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদয়ে অগ্নিদেবের প্রীতিসম্পাদন-রূপ স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানের প্রীতির সহিত তাঁহাদের প্রীতির তাই অভিন্নতা কীর্ত্তিত হইল।

কিন্তু রাত্রিদেবতার ও উষাদেবতার সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ? এখানে ইহলোকের ও পরলোকের সম্বন্ধের বিষয় সূচিত আছে—মনে করা যায়। উষা—উদয়। রাত্রি—অস্ত। একে—অভ্যুদয়; অপরে—বিলয়। প্রাতে সূর্য্যের উপাসনায়, উষার সম্বন্ধ—অভ্যুদয়-ভাব ; সন্ধ্যায় অগ্নির উপাসনায়, রাত্রির সম্বন্ধ—লয়ের ভাব। এখানে জীবন-গতির বিষয় মনে পড়ে। উদয় ও অস্তের মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন চলিয়াছে। একবার অন্ধকারে বিলীন হইতেছি; একবার আলোকে প্রকাশ পাইতেছি। গতাগতিই জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রকাশ-কালে উষার সঙ্গে, জীবনের অভ্যুদয়-দিনে, সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হই। বুঝিতে পারি, দেখিতে পাই, সূর্য্য-রূপে দিক্ আলো করিয়া দিনমণি দেখা দিতেছেন। কিন্তু সন্ধ্যাকাল, জীবনের অস্তগমন-সময়ে, সূর্য্যের আলোক সরিয়া যায়। সে অন্ধকারে আমার গন্তব্য পথ কে দেখাইবে? সে আঁধারে অগ্নির আলোক-বর্ত্তিকাই একমাত্র ভরসাস্থল। উপমায় তাই যেন বলা হইয়াছে,- যখন দিবার আলোক নিবিয়া যাইবে, যখন তাঁহার প্রকাশ-রূপ লুপ্ত হইবে, তখন জ্ঞান-রূপ অগ্নিকে হৃদয়ে ধারণ করিবে। দিবা-সূর্য্য অস্তগত হইলে, অগ্নির আলোক পথ দেখাইবার পক্ষে যেমন কার্য্যকরী হয় ; তোমার বাহ্যজ্ঞান যখন লোপ পাইবে, অন্তরে যেন তখন জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত থাকে। অন্তরে বাহিরে ভগবানকে বাঁধিয়া রাখ। নশ্বর দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে তাঁহার সম্বন্ধ হয় তো বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের ভিতর—আত্মায় আত্মায়—সম্মিলন হইলে, সে সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বহির্জগতে তিনি—উষা-সহ সমুদিত ; তাঁহার প্রকাশ-রূপ অভ্যুত্থিত। অন্তর্জগতে তিনি—রাত্রি-সহ সম্মিলিত ; তাঁহার বিলয়-রূপ সংসূচিত। সেই বুঝিয়া, দৃশ্যমান্ ইহলৌকিক কর্ম্মে এবং অদৃশ্যমান্ পারলৌকিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। দৃশ্যমান্ ইহলৌকিক কার্য্য বলিতে, "ইষ্ট-পূর্ত্তের" অন্তর্গত "পূর্ত্ত" কার্য্য (জলাশয় খনন, দান, পরোপকার প্রভৃতি) বুঝাইতে পারে; এবং অপরিদৃষ্ট পারলৌকিক কার্য্য বলিতে, "ইষ্ট" রূপ কার্য্য (ভগবদ্ধ্যানাদি) দ্যোতনা করে।

হাতে মুখে সংকাজ কর; অন্তরে অন্তরে সৎসঙ্গ লও। ইহাই দুই দিকের দুই কার্য্য। রাত্রিদেবতার ও উষা দেবতার সহিত অগ্নিদেবতার ও সূর্য্য-দেবতার প্রীতি—তাহাতেই সাধিত হইবে। স্বাহা-মন্ত্রে আহুতি-দানে তাহাই লক্ষ্য হউক—তাহাতেই সুসিদ্ধি আসিবে। (৩অ—১০ক—১০ম)।

—•—

একাদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একাদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

উপপ্রয়ন্তোঽঅধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে।

আরেঽঅস্মে চ শৃণ্বতে॥ ১১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরং' (হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিতং কর্ম্ম) 'উপপ্রয়ন্তঃ' (উপগচ্ছন্তঃ, সমাগনুষ্ঠিতবন্তঃ) বয়ং যদা 'অগ্নয়ে' (অগ্ন্যার্থং, জ্ঞানলাভায়) 'মন্ত্রং' (পরিত্রাণকারকং শব্দব্রহ্ম) 'বোচেম' (উচ্যাম), তদা, 'আরে অস্মে চ' (দূরে বা সমীপে যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বত্র চ) জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ তৎ 'শৃণ্বতে' (শৃণোতি)। কর্ম্মশক্তিমন্ত্রশক্তী দ্বে অমিতপ্রভাবশালিন্যৌ। তয়োঃ প্রভাবেন জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সদা অস্মাকং সর্ব্বাঃ প্রার্থনাঃ শৃণোতি। (৩অ—১১ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিত কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া, আমরা যখন জ্ঞানলাভের জন্য পরিত্রাণকারক মন্ত্র-রূপ শব্দব্রহ্ম উচ্চারণ করি, দূরে বা নিকটে যেখানেই থাকুন, জ্ঞানস্বরূপ দেবতা তাহা শ্রবণ করেন। (ভাব এই যে, কর্ম্মফল ও মন্ত্রফল অবশ্যম্ভাবী)। (৩অ—১১ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।১৩) সায়মাহুত্যাং হুতায়াং যজমানোঽগ্নী উপতিষ্ঠতে বাৎসপ্রেণন বা তস্রাস্ত্ররূপপ্রয়ন্তো (১১) হস্থ প্রত্নাং (১৬) পরি তে (৩৬) চিত্রাবসবিতি (১৮, খ) চেতি। আহবনীয়গার্হপত্যাবগ্নী উপপ্রয়ন্তো অধ্বরমিত্যারভ্য সুপোষঃ পোষৈরিত্যন্তং (৩৭ ক) বৃহদুপস্থানং দেবদৃষ্টং। তত্রাদ্যে দ্বে আগ্নেয্যৌ গায়ত্র্যৌ ক্রমেণ গোতমাবন্ধুপাভ্যা-মপি দৃষ্টে॥ আহবনীয়োপস্থানমন্ত্রা আদৌ। বয়মনুষ্ঠাতারোঽগ্নয়েঽগ্ন্যর্থং মন্ত্রং মননেন ত্রাণকরং শব্দসমূহং বোচেম। উচ্যাম। কিম্ভূতা বয়ং? অধ্বরং যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ উপগচ্ছন্তঃ। কিম্ভূতায়াগ্নয়ে আরে দূরে অস্মে অস্মাকং সমীপে ইতি শেষঃ শৃণ্বতে দূরে সমীপে চাস্মদীয়ং বাক্যং শ্রোতুমুদ্যুক্তায়॥ বোচেমেতি বক্তেরাশীর্লিঙি পরস্মৈপদোত্তমবহুবচনেন পরে লিঙ্যাশিষ্যঙিত্যঙ্ (পা০ ৩।১।৮৬) অঙ্। যাসুট্ অতো যেয়ঃ (পা০ ৭।২।৮০) বচ উম্ (পা০ ৭।৪।২০) ছন্দস্যুভয়থেতি (পা০ ৩।৪।১১৭) সার্ব্বধাতুকত্বাল্লিঙঃ সলোপোঽনন্ত্যা-

স্তেতি (পা০ ৭।১।৭৯) সলোপঃ। য লোপঃ বোঢব্য॥ অষ্টমে সুপাং সুলুগিতি। ((৭।১।৩৯) শে-আদেশ আপ্তঃ॥ (৩অ—১১ক—১ম)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§•§——

আশা-আশ্বাসের অভয়বাণীপূর্ণ বড় সুশিক্ষাপ্রদ মন্ত্র এইটী। সংসার-সমরে নিত্য-বিধ্বস্ত মানুষ, কেবলই হতাশে প্রমাদ গণনা করিতেছে। পথ দেখিতে পাইতেছে না। উপায় কি হইবে, কিছুই স্থির ক'রতে পারিতেছে না। এ মন্ত্র—তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতেছে।

এই মন্ত্রটী—সাধকের ঐকান্তিকী সাধনার ফল। মন্ত্রদ্রষ্টা সাধক, এই ভগবদ্বাণী হৃদয়ে প্রাপ্ত হইয়া, লোকহিত-কামনায় সংসারে নিত্য নিত্য প্রকাশ করিতেছেন। মানুষের রুচি-প্রবৃত্তি-প্রকৃতি মানুষকে সহসা বুঝিতে দেয় না যে,—ভগবান্ কেমনভাবে কোথায় আছেন বা কি প্রকারে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনিতে পাইবেন! তিনি এই চর্ম্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান্ নহেন, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বই অনেক সময় অঙ্গীকৃত হয় না। আমাদের প্রার্থনা যে তিনি শুনিতে পান বা শুনিয়া থাকেন, সে পক্ষে সে প্রসঙ্গ ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া হয়। এই মন্ত্র সেই সংশয় দূর করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—কে বলে—তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনিতে পান না? কৈ—একবার ডাকিয়া দেখ দেখি! বুঝিবে—নিশ্চয় তিনি সে ডাক শুনিতে পাইবেন।'

কিন্তু সে ডাকা—কেমন-ভাবে ডাকা, সে আহ্বান—কেমন আহ্বান, তাহার বিশেষত্ব-টুকু এইখানে প্রকাশ করা হইতেছে। তুমি সদা-কুকর্ম্মকারী কদাচারী; তুমি পরীক্ষার জন্য একবার তোমার ইচ্ছামত সম্ভাষণে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলে; আর, তাহার কোনও প্রত্যুত্তর পাইলে না। অমনি তোমার ধারণা হইল,—তিনি নাই অথবা তিনি কিছুই শুনিতে পান না। কিন্তু তাহা বলিলে তো চলিবে না! তিনি শুনিতে পান—এমন ভাবে কি তাঁহাকে ডাকিয়াছ? কৈ—কখনও না! এখনও জিজ্ঞাসা করিতে পার—সে ভাব কিরূপ? মন্ত্র তাহাই উপদেশ দিতেছে। প্রথমতঃ, তোমাকে সৎকর্ম্মশীল হইতে হইবে,—তোমাকে হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিত যজ্ঞের বা সৎকর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠান করিতে হইবে; তার পর, পরিত্রাণকারক শব্দব্রহ্মরূপ বেদমন্ত্র উচ্চারণে তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইবে। আর, সে আহ্বানে লক্ষ্য থাকিবে—জ্ঞান-লাভ—জ্ঞান-স্বরূপ তাঁহার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি। মন্ত্র বলিতেছেন,—'তাহা হইলেই তোমার প্রার্থনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে। তিনি দূরেই থাকুন, আর নিকটেই থাকুন—সে ভাবনা তোমার আর ভাবিবার আবশ্যক হইবে না। তোমার প্রার্থনা—তোমার মন্ত্র—তখন তিনি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন।'

একবার এই ভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখ দেখি! ডাকিয়া তো সাড়া পাও না? কিন্তু দেখ দেখি—সাড়া পাওয়া যায় কি না! দেখ দেখি—তিনি তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তোমার সে প্রার্থনা পূরণ করেন কি না! দেখ দেখি—মন্ত্রের বাণী সফল হয় কি না! মন্ত্র

এই মর্ম্ম এই উদ্বোধনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জনহিত-সাধন-উদ্দেশ্যে জগতে প্রকটিত আছে। 'মন্ত্রের লক্ষ্য অনুধ্যান কর;—মন্ত্রোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।' ইহাই এখানকার উপদেশ।

এক্ষণে এই মন্ত্রের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যাদি-বিষয়ে সংক্ষেপে একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। এই মন্ত্র (এই একাদশ কণ্ডিকা) হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি, আহবনীয় ও গার্হপত্য অগ্নিস্থাপনে প্রযুক্ত হয়। এই সমস্ত মন্ত্র তিন বার করিয়া পাঠ করিয়া তিন বার আহুতি প্রদানের বিধি আছে। সায়ংকালীন আহুতির পর, এই মন্ত্রগুলির দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হয়। • অগ্নিহোত্র-হবনে অগ্নিহোত্রী এই মন্ত্রের যথাপ্রয়োগ অবগত হইয়া কার্য্য করেন। এই মন্ত্রের অন্তর্গত "অধ্বরং উপপ্রয়ন্তঃ" পদদ্বয় বিশেষ অনুধাবনার বিষয়। 'অধ্বরং' পদে 'হিংসারহিত প্রত্যবায়-পরিশূন্য কর্ম্ম' বুঝাইয়া থাকে। সায়ণের ভাষ্যে ঐরূপ অর্থেরই আভাষ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"অধ্বরং হিংসাপ্রত্যবায়রহিতমগ্নিষ্টোমাদিযাগং" 'উপপ্রয়ন্তঃ' পদের অর্থে তাঁহার ভাষ্য,—"উপপ্রয়ন্ত উপেত্য প্রকর্ষেণ যন্তো গচ্ছন্তঃ। প্রাপ্য অবিচ্ছেদেন সম্যগনুতিষ্ঠন্ত ইত্যর্থঃ।" উহা হইতে কি ভাব আসে, বুঝিয়া দেখুন। 'মন্ত্রং' পদের অর্থে—পরিত্রাণকারক শব্দ। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"মননসাধনমেতৎ সূক্তরূপং স্তোত্রং" এই মন্ত্রের পরবর্ত্তী মন্ত্রসকল এই মন্ত্রেরই অনুসারী। (৩অ—১১ক—১ম)।

—— • ——

দ্বাদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বাদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অগ্নির্মূর্দ্ধা। দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ং।

অপাং রেতাংসি জিন্বতি ॥ ১২ ॥

• এই মন্ত্রটী, ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে (প্রথম মণ্ডলের ৭৪ম সূক্তের প্রথম ঋক) কর্ম্মান্তরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রথম একটী ব্যাখ্যা,—"প্রথমতঃ আহবনীয়োপস্থান অগ্নি দূরে বা নিকটে থাকুন, তাঁহার প্রীতিসাধনার্থ যাগকার্য্যে প্রবৃত্ত আমরা কতিপয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি, তিনি সমস্তই শ্রবণ করুন।" আর এক অনুবাদ,—"যে অগ্নি দূরে থাকিয়াও আমাদের স্তুতি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে আমরা যজ্ঞে আগমনপূর্ব্বক স্তুতি করি।" একটী ইংরাজী অনুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল;—
"Going forward to the sacrifice let us repeat a prayer to A gni who hears us, may he be afar or with us."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ মূর্দ্ধা' (দ্যুলোকস্য শিরঃসমানঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য) 'ককুৎপতিঃ' (শ্রেষ্ঠ-পালকঃ) 'অয়ং' (সর্ব্বব্যাপী) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিদেবঃ) 'অপাং' (বর্ষণানাং, ত্বদীয় করুণাপ্রাপ্তিরূপাণাং) 'রেতাংসি' (সারাণি, কারণানি) 'জিন্বতি' (পুষ্ণাতি, বর্দ্ধয়তি)। দ্যুলোকস্য ভূলোকস্য চ নেতৃস্থানীয়ঃ সর্ব্বলোকপালকো জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিদেবঃ লোকানাং শ্রেয়ঃসাধনার্থাং অশেষপন্থানং প্রদর্শিতবান্। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১২ক—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তক-স্থানীয়, ভূলোকের শ্রেষ্ঠপালক, সর্ব্বব্যাপী সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আপনার করুণা-ধারা-বর্ষণের কারণ-পরম্পরা বৃদ্ধি করিতেছেন। (বহু কারণে বহু প্রকারে তিনি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ)। (৩অ—১২ক—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অয়মগ্নি অপাং রেতাংসি জিন্বতি দ্যুলোকাদ্বৃষ্টিরূপেণ পতন্তীনামপাং রেতাংসি সারাণি ব্রীহিযবাদিরূপেণ পরিণতানি জিন্বতি। জিন্বতিঃ প্রীতিকর্ম্মা প্রীণাতি বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ। যদ্বা অপাং রেতাংসি কারণানি জিন্বতি পুষ্ণাতি। আহুতিপরিমাণেন বৃষ্টিং জনয়তীত্যর্থঃ। তে বা এতে আহুতী উৎক্রামত ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ? দিবো মূর্দ্ধা দ্যুলোকস্য শিরঃসমানঃ। যথা শিরঃ শরীরস্যোপরি বর্ত্ততে তথায়মগ্নিরহনি স্বতেজসা আদিত্যে প্রবিষ্টত্বা-দাদিত্যরূপেণ দ্যুলোকস্যোপরি বর্ত্ততে। তথা ককুৎ। ককুচ্ছব্দো গোপৃষ্ঠোন্নতাবয়ববাচী তদ্বদাদিত্যরূপেণ সর্ব্বোপরিস্থত্বাৎ ককুৎসদৃশঃ যদ্বা ককুদমিতি মহন্নাম (নিঘ০ ৩।৩) তস্যাস্য-লোপ আর্ষঃ। মহৎ জগৎকারণমিত্যর্থঃ। তথা পৃথিব্যাঃ পতিঃ পালকঃ। দাহপাক-প্রকাশৈর্ভূলোকস্থানামুপকারকত্বাৎ॥ (৩অ—১২ক—১ম)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

ভগবানের নিকট হইতে মানুষ যতই দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে প্রয়াণ করিবার জন্য যতই তাহারা ব্যগ্র হইতেছে; করুণাময়ের করুণার ধারা ততই বিস্তৃতভাবে বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ষিত হইতে চলিয়াছে। তিনি যে যুগে যুগে অবতার-রূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন, তিনি যে সাধু-মহাত্মাদিগের অমৃতবাণীর মধ্যে নিত্য-প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি যে প্রতি সৎকর্ম্ম-সদনুষ্ঠানের মধ্যে সৎস্বরূপে বিরাজমান্

রহিতেছেন, তিনি যে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমায় সতর্ক করিবার জন্য তোমার কর্ণকুহরে বিবেক-বাণী-রূপে উপস্থিত হইতেছেন;—এ সকল কি তাঁহার করুণাবর্ষণ নহে? তুমিও যতই উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতেছ, তাঁহার করুণা-বিতরণের কারণ-পরম্পরাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

পিতামাতা যেমন, পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, নানাপ্রকারে পুত্রকে সুপথে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পান; এক প্রকারে না হইলে, অন্য প্রকারের চেষ্টায় যেমন তাহাকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করেন; করুণাময় জগদীশ্বরও সেইভাবে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে সুপথে আনিবার প্রয়াস পাইতেছেন। 'পুত্র বিপথগামী হইয়াছে! বোধ হয় তাহার কারণ এই হইবে,' যৎক্ষণাৎ সেই কারণের বিষয়টী মনে উদয় হইল, অমনি স্নেহময় জনকজননী সে কারণটী দূর করিবার পক্ষে প্রযত্নপর হইলেন। কারণের জন্য কর্ম্ম সৃষ্ট হইল। সংসারের এই দৃষ্টান্তের বিষয় স্মরণ করিয়া, ভগবানের করুণার প্রতি লক্ষ্য করা যায়। অনুগ্রহ-প্রকাশের কত কারণই না তিনি পরিগ্রহ করিতেছেন! দেখিতেছেন,—দিন দিন সন্তান অল্প-আয়ু অল্পবুদ্ধি হইতেছে; সেই কারণে, তিনিও তদনুযায়ী প্রতিকার-উপায়-সকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তানের গন্তব্য পথে মোহের অন্ধকার ঘেরিয়া আছে; সেই কারণে, তিনিও অমনি জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন। দেখিতেছেন—সন্তান কুকর্ম্মী কদাচারী হইতে বসিয়াছে, মদমত্ত বারণ ইঙ্গিত মানিতেছে না; সেই কারণে, তিনিও অমনি মস্তকে অঙ্কুশাঘাত আরম্ভ করিতেছেন! বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন কারণ উৎপত্তিতে, তাঁহার করুণা-ধারাও নানা আকারে বিসৃত হইয়া পড়িতেছে। গর্জ্জন, বর্ষণ, বজ্রপাত—সে ধারার মধ্যে সকলই আছে। লক্ষ্য কিন্তু সেই একই—সন্তানকে সুপথে পরিচালন।

তবে তুমি শুনিবে না, তিনি কি করিবেন? কোন্ পুত্রের জনক-জননী, পুত্রকে সৎপথাবলম্বী দেখিতে না চাহেন এবং তজ্জন্য চেষ্টা না করেন? কিন্তু পুত্র যদি একান্তই বিপথগামী হয়, বারণ না শুনে, স্বখাদসলিলে আপনিই যদি ডুবিয়া মরিতে যায়, উপায় কি আছে? তখন, 'তাহার অদৃষ্ট লইয়া সে মরিবে, আমরা কি করিব?'—এই প্রবোধ-বাক্যের দীর্ঘশ্বাসে পিতামাতার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। এক্ষেত্রেও সেই ভাব পরিগ্রহণ কর। কারণের উপর কারণ সৃষ্টি করিয়া, অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া, ভগবান্ যখন তোমাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না; তখন, 'তোমাদের অদৃষ্ট তোমাদের জন্য সঞ্চিত রহিল'—ইহাই তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে না কি? তিনি তো তাঁহার করুণা-নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন! সেদিকে না অগ্রসর হইয়া, প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায়, তুমি নরকের অনলের দিকে ছুটিলে; তোমার পরিণাম—আর কি হইবে? যে অনলে পুড়িবার, সেই অনলেই তুমি পুড়িতে থাকিবে। ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল। এ মন্ত্রে, ভগবানের অজস্র করুণা-বিতরণ-প্রসঙ্গে, তোমার সেই ভাবী ফলের ইঙ্গিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাইতেছ না কি?

এ প্রসঙ্গে দুই একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংশয়ী চিত্ত চিরদিনই তদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহিতে পারেন,—'ভগবান্ যদি এত করুণাময়, জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তিনি যখন করুণা-বিতরণের কারণের পর কারণ অনুসন্ধান

করেন; তখন কেন তিনি, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, একেবারেই সকলকে সৎপথে টানিয়া লন না? পরীক্ষার মধ্যে আর খেলা হয় কেন?'

এ প্রকার প্রশ্ন চিরকাল উঠিয়া থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিরকালই উঠিবে। মীমাংসা-পক্ষেও একটু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে দুই এক কথায় এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। তথাপি, যতটুকু পারা যায়, এই একটী দৃষ্টান্তে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধ করি। মনে করুন—রাজা ও রাজ-প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান। প্রজার যত প্রকারে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, রাজ্যে যত প্রকারে শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর, নানা রূপ বিচার-বিতর্ক মীমাংসার দ্বারা, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিবর্গ তদ্রূপ বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করেন। অনেক সময়, অনেক কারণে, অনেক বিধির প্রবর্ত্তনা আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল প্রকার বিধি-বিধান-প্রবর্ত্তনারই লক্ষ্য—রাজ্যে শান্তি-স্থাপন, প্রজার হিত-সাধন। অথচ, সেই সকল বিধি-বিধানের ফলে অধিক-সংখ্যক লোকের সুখ-শান্তি অধিগত হইলেও, উচ্ছৃঙ্খল কতকগুলি লোক, সে বিধি-বিধান উল্লঙ্ঘন-হেতু দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে, বিধান-কর্ত্তার করুণা—কাহারও কাহারও পক্ষে বিপরীত-ফলপ্রদ হইবে না কি? এ ক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ বলেন,—'ভগবান্ ইচ্ছা করিলে সকলকেই তো এইরূপ মতিগতি প্রদান করিতে পারিতেন!' তাহার এক উত্তর—বৈচিত্র্যই তাঁহার সৃষ্টি। আর এক উত্তর—পরীক্ষাই তাঁহার লক্ষ্য! সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে জন তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে, সেই রণজয়ী হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তরগত উচ্চাবচ বিবিধ পরীক্ষার প্রণালী আছে। যে বালক ঐকান্তিকতা ও মেধা প্রভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই জয়-মাল্য প্রাপ্ত হয়। যে অগ্রসর হইতে পারে না, সে পিছাইয়াই থাকে। এখানেও সেই ভাব গ্রহণীয়। কতকগুলি নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া জগদীশ্বর মানুষকে এই সংসার-রূপ পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জন, নিয়ম-পরিপালনে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, সেই মুক্তির অধিকারী হইবে; যে তাহা না পারিবে, পরন্তু পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাকে নির্য্যাতন-ভাগী হইতেই হইবে।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা প্রসঙ্গে, অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সুতরাং প্রসঙ্গান্তরে বিরত হইয়া, উপসংহারে মন্ত্রের মর্ম্ম-মাত্র খ্যাপন করিতেছি। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'কি পৃথিবীর, কি স্বর্গের, সর্ব্বলোকের অধিপতি সেই ভগবান্, মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য, অশেষ প্রকার করুণার নির্ঝর-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ'—বুঝ'—অনুসরণ কর,—সে নির্ঝর-ধারায় পরিস্নাত হও, সকল জ্বালামালার শান্তি পাইবে। * (৩অ—১২ক—১ম)।

---

* এই মন্ত্রের শব্দ-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। ভাষ্যেই শব্দগুলির ব্যাখ্যা আছে। সেই অনুসরণেই আমরা আমাদের ব্যাখ্যার উপযোগী অর্থে আসিতে পারিয়াছি। তবে তাহানুসারে মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ হইয়াছে। সে অর্থ,—'অগ্নি দ্যুলোকের মস্তকস্বরূপ, পৃথিবীর ককুৎসদৃশ অর্থাৎ উন্নত পালক এবং অন্তরিক্ষে মেঘের পোষণকারী।' এই অর্থই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। আমরা অন্যপথাবলম্বী।

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

উভা বামিন্দ্রাগ্নীঽআহুবধ্যাঽউভা রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈ।
উভা দাতারা বিষাং রয়ীণামুভা বাজস্য সাতয়ে হুবে বাং॥ ১৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ হে দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) 'উভা' (উভৌ) 'আহুবধ্যা' (আহুবধ্যৈ, আহ্বাতুমিচ্ছামীতি শেষঃ) ; 'উভা' (যুবাং উভৌ) 'রাধসঃ সহ' (ধনাদ্ধবিলক্ষণাৎ সহ, অস্মাকং আরাধনয়া সহ) 'মাদয়ধ্যৈ' (মাদয়িতুং হর্ষয়িতুং বা সঙ্কল্পে ইতি শেষঃ) ; যত 'উভা' (উভৌ যুবাং) 'ইষাং' (ইহলোকে প্রাণশক্তিপ্রদানানাং অন্নানাং) 'রয়ীণাং' (পরলোকে পরমার্থপ্রদানাং ধনানাং) 'দাতারা' (দাতারৌ, বিতরণকারিণৌ) ভবথ ইতি শেষঃ ; অত 'উভা' উভৌ 'বাং' (যুবাং) 'বাজস্য' (অন্নস্য, ইহলোকে শক্তিপ্রাণপ্রদস্য পরলোকে পরমার্থপ্রদস্য) 'সাতয়ে' (দানায়) 'হুবে' (আহ্বয়ামি)। শক্তিজ্ঞানপ্রদায়কৌ ইন্দ্রাগ্নিরূপৌ দেবৌ পরিতৃপ্তৌ ভবতং, শক্তিজ্ঞানঞ্চ অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১৩ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি-জ্ঞান-প্রদায়ক হে ইন্দ্রাগ্নিদেবতা! আপনাদের উভয়কে আহ্বান করিতে (পূজা করিতে) ইচ্ছা করিয়াছি ; অপনাদিগের অরাধনা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাদিগেকে আনন্দিত করিব—সঙ্কল্প করিয়াছি ; আপনারা উভয়ে (ইহলোকে) প্রাণশক্তিপ্রদ অন্নের এবং (পরলোকে) পরমার্থপ্রদ ধনের দাতা হয়েন ; অতএব, আপনাদের উভয়কেই, অন্ন-দানের জন্য, আহ্বান (পূজা) করিতেছি। (৩অ—১৩ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

ভরদ্বাজদৃষ্টা ঐন্দ্রাগ্নীত্রিষ্টুপ্ ত্বনা। ইন্দ্রশব্দেনাত্রাহবনীয়ঃ। তস্য যজ্ঞসাধকত্বরূপৈশ্বর্য্য-যুক্তত্বাৎ। অগ্নিশব্দেন গার্হপত্যঃ। অগ্রে নীয়ত ইত্যগ্নিরিতি যাস্কব্যুৎপত্তেঃ। স হি প্রথমমাধীয়তে। হে ইন্দ্রাগ্নী, বাং যুবামুভা আহুবধ্যৈ আহ্বাতুমিচ্ছামীতি শেষঃ। হুবয়তেস্তুমর্থে

কথ্যৈ প্রত্যয়ঃ। কিংচ রাধসঃ ধনাত্মবিল'ক্ষণাৎ সহ মাদয়ধ্যৈ যুগপদেককর্ম্মণি উভৌ যুবাং মাদয়িতুং হর্ষয়িতুং বা ইচ্ছামীতি শেষঃ। মদী হর্ষে মদ তৃপ্তাবিতি ধাতোর্ব্বা নিজন্তাত্ত-মর্থে শধ্যৈ প্রত্যয়ঃ। গুণঃ। যত উভৌ যুবামিষামন্নানাং রয়ীণাং ধনানাং দাতারৌ অত উভৌ বাং যুবাং বাজন্নায়স্থ সাতয়ে দানায় হুবে আহ্বয়ামি॥ উভা উভশব্দস্থ বিভক্তেরাকারঃ॥ সাতয়ে ষণু দানে অস্থ ধাতোরক্তিযুতীতি (পা০ ৩৷৩৷৯৭) ক্তিন্নন্তী নিপাতঃ॥ হুবে বহুলং ছন্দসীতি (পা০ ৬৷১৷৩৪) হ্বয়তেঃ শপি সম্প্রসারণে উবঙ্॥ (৩অ—১৩ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার প্রয়োগ-বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গার্হপত্য অগ্নিস্থাপনে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এখানে ইন্দ্র-পদে ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং অগ্নি-পদে গার্হপত্য অর্থ ভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবোদ্দেশে যাহা কিছু অর্পিত হয়, আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দ্বারা তাহা প্রদান করা হইয়া থাকে। এই জন্য আহবনীয় অগ্নিকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ কিন্তু সে ভাবে অধ্যাহৃত হয় না। ইন্দ্র ও অগ্নি দুই দেবতার আহ্বানে মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহাই ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! তোমাদের উভয়কে এক সঙ্গে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি; তোমরা উভয়ে আমাদের হবিঃরূপ অন্ন গ্রহণ করিয়া হর্ষান্বিত হও; তোমরা উভয়ে অন্ন ও ধন দানে (কেহ আবার অর্থ করিয়াছেন—অন্ন ও পানীয় দানে) সমর্থ; অতএব, তোমাদিগকে অন্ন-লাভের জন্য আহ্বান করিতেছি।'

আমাদের ব্যাখ্যাও ঐ অর্থেরই অনুসারী বটে; তবে আমরা শব্দ-পক্ষে ও ভাব-পক্ষে উহার মধ্যে অন্য সামগ্রী আছে লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের সে অর্থ মন্ত্রের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' এবং 'বঙ্গানুবাদেই' প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিতেছি। 'ইন্দ্রাগ্নী' পদে ভগবানের শক্তিরূপ ও জ্ঞানরূপ বিভূতি অর্থ প্রকাশ পায়। ইন্দ্র—দেবরাজ; সকল শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত। অগ্নি—প্রকাশ-রূপ; তাই তিনি জ্ঞানাধার বলিয়া পরিকল্পিত। 'আহুবধ্যৈ' (আহুবধ্যা) পদে আহুতির দ্বারা—ভক্তি প্রাণ বা দ্রব্যাদির দ্বারা—আহ্বানের ভাব প্রকাশ পায়। তাহাতে 'আপনাদের পূজা করিতে ইচ্ছা করিতেছি' —এই অর্থই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সেই ইচ্ছার ভাবই একটু স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে—"রাধসঃ সহ মাদয়ধ্যৈঃ।" প্রচলিত অর্থে,—'রাধসঃ' পদে ধন বুঝায় বটে; কিন্তু সে ধন কোন্ ধন? 'আরাধনা' অর্থ-মূলক 'রাধ্' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। সুতরাং 'আরাধনা-রূপ পূজা-রূপ ধনের দ্বারা আপনাকে হর্ষান্বিত পরিতৃপ্ত করিব, এই ভাবই এখানে ব্যক্ত দেখি। এবংবিধ সঙ্কল্পের পর, সেই দেবতাদ্বয়ের স্বরূপ—অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ কোন্ সামগ্রী দান করেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে 'যুবাং' ও

'রয়ীণাং' পদ দুইটী লক্ষ্য করিবার আছে। 'ইষাং' পদের সাধারণ অর্থ অন্ন, 'রয়ীণাং' পদেরও প্রচলিত অর্থ—ধন। কিন্তু সে অন্নই বা কেমন, আর সে ধনই বা কেমন, তাহা বুঝা প্রয়োজন। যাহা ইহলোকে প্রাণশক্তি প্রদান করে, তাহাই অন্ন। শক্তিদাতা যে দেবতা, তিনি ইহলোকে প্রাণশক্তি প্রদান করুন, 'ইষাং' পদে সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'রয়ীণাং' পদ আরাধনা-অর্থ-মূলক ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে পরলোকে পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ ধনের কামনা প্রকাশ পায়। তবেই বুঝা গেল—সেই দুই দেবতা কিরূপ ধনের অধিকারী। বলা হইল—ইহলোকে প্রাণশক্তিদাতা এবং পরলোকে পরমধন-প্রদাতা। উপসংহারে প্রার্থনা। তাঁহাদের উভয়কে আহ্বান করিতেছি—কেন? "বাজস্য সাতয়ে।" 'বাজ' শব্দে 'অন্ন' ও 'জয়' বুঝায়। তাহাতে 'জয়' অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত দুই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহলোকেও জয় চাই—পরলোকেও জয় চাই। ঐ দুই পদে এই ভাব ব্যক্ত করে। ইহলোকে শক্তি-প্রাণ-লাভ-রূপ জয়, পরলোকে পরম-ধন-লাভ-রূপ জয়। এই দুই প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকটিত দেখি। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে ভগবন্! আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধন করুন।' (৩অ—১৩ক—১ম)।

—•—

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা)।

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতোঽরোচথাঃ।

তং জানন্নগ্ন আরোহাথা নো বর্দ্ধয়া রয়িং॥ ১৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'অয়ং' (হৃদয়রূপগুহঃ, ভক্তিরূপগুহঃ) 'ঋত্বিয়ঃ' (কর্ম্ম-প্রভাবেন দীপ্তিযুক্তঃ সন্) 'তে' (তব) 'যোনিঃ' (উৎপত্তিস্থানং) ভবতীতি শেষঃ; 'যতঃ' (যস্মাৎ হৃদয়াৎ) 'জাতঃ' (উৎপন্নঃ) ত্বমেব 'রোচথাঃ' (দীপ্তো ভবসি); 'তং' (তদ্গুহরূপং) 'জানন্' (অবগচ্ছন্) 'আরোহ' (তদ্গুহং প্রাপয়, হৃদয়সিংহাসনে অধিরোহণং কুরু); 'অথ' (তথা, এবং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'রয়িং' (ধনং, পরমার্থপ্রাপ্তিরূপং ভগবদর্চ্চন-মূলকং ইতি শেষঃ) 'আ বর্দ্ধয়' (সমৃদ্ধং কুরু)। হৃদয়মেব জ্ঞানোৎপত্তিস্থানং; তস্মাৎ নিঃসৃতং জ্ঞানং সর্ব্বত্র দীপ্যতে। তৎ অনুভূত্বা, হে জীব, হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ং কুরু। তেন শ্রেয়ো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১৪ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! এই হৃদয়-রূপ গৃহই (কর্ম্ম প্রভাবে) দীপ্তিযুক্ত হইয়া, আপনার উৎপত্তি-স্থান হয়। তথা হইতে উৎপন্ন হইয়াই, আপনি দীপ্তিমান্ হয়েন। সেই স্থানের স্বরূপ জানিয়া, আপনি আমাদিগের এই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; এবং আমাদিগের পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ ধনকে পরিবর্দ্ধিত করুন। (৩অ—১৪ক—১ম)।

* • *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

তিস্র আগ্নেয্যঃ। আস্থানুষ্টুপ্ দেবশ্রবোদেবরাতদৃষ্টা। হে অগ্নে আহবনীয় স্তে তবায়ং গার্হপত্যো যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং। কিম্ভূত ঋত্বিয়ঃ। উৎপাদনযোগ্যঃ কাল ঋতুরুচ্যতে। ঋতুঃ প্রাপ্তোহস্যেতি ঋত্বিয়ঃ। ছন্দসি ঘমিতি (পা॰ ৫।১।১০৬) ঋতু-শব্দাত্তদস্য প্রাপ্তমিত্যর্থে ঘস্। তস্য ইয়াদেশঃ। সায়ং প্রাতঃকালে উৎপাদনযোগ্যা যোনিঃ। যতো যস্মাদৃতুকালোপেতাদ্গার্হপত্যাজ্জাত উৎপন্নস্ত্বমরোচথাঃ কর্ম্মকালে দীপ্তোহভূঃ। হে অগ্নে তং গার্হপত্যং জানন্ স্বজনকমবগচ্ছন্ আরোহ। পুনরুদ্ধরণায় কর্ম্মান্তে প্রবিশ। অথানন্তরং নোহস্মদর্থং রয়িং ধনং বর্দ্ধয় পুনর্যাগায় সমৃদ্ধং কুরু। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি (পা॰ ৬।৩।১৩৭) সংহিতায়াং বর্দ্ধয়েতি দীর্ঘঃ। (৩অ—১৪ক—১ম)।

* • *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

যেদিক হইতে যে ভাবে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহার করিলাম, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। তার পর, কোন্ সূত্রে কোথায় কিরূপ অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার আভাষ প্রদান করিতেছি।

আমরা মনে করি, এখানে 'অগ্নে' সম্বোধনে জ্ঞানদেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। প্রথম লক্ষ্য করিবেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সে পক্ষে কিরূপ অর্থ-সঙ্গতি থাকিতেছে। তার পর বুঝিয়া দেখুন,—জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থান কোথায়? হৃদয়-রূপ গৃহ বা মস্তিষ্ক-রূপ গৃহ এই দুইয়ের একতে জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থান বলা যায়। হৃদয়ই জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থান ধরিয়া লইলাম। এখন, লক্ষ্য করুন, আর কোনও অংশেরই অর্থোদ্ধারে সংশয় ঘটিবে না। হৃদয় হইতে তাঁহার উৎপত্তি,—হৃদয় হইতে উৎপন্ন হওয়ার পর তাঁহার প্রকাশ বা দীপ্তি। মন্ত্রের প্রথম পংক্তির অর্থ এ পক্ষে বেশ সঙ্গত হইল বলিয়াই বুঝা যায় না কি? দ্বিতীয় পংক্তির একটী সংশয়-মূলক পদ—'জানন্'। উহার ভাব—অবগত হইয়া। 'আপনার জন্মস্থান যে এই হৃদয়—ইহা জানিয়া, আপনি এই হৃদয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউন।' মানুষ, মানুষকে এমন ভাবের কথা কহিতে

পারে। কিন্তু দেব-সম্বন্ধে 'জানিয়া আসুন' এবংবিধ উক্তিতে প্রার্থনাকারীর একটু জোরের ও একটু স্পর্দ্ধার ভাব প্রকাশ পায়। সাধন-ক্ষেত্রে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা সে স্পর্দ্ধা করিলেও করিতে পারেন। সে তাঁহাদের 'প্রেমের শক্তি প্রকাশ' বলিয়া মনে করিতে পারি। পক্ষান্তরে, 'তিনি জানুন' বাক্যে, 'আমি যেন জানি—আমি যেন তাহা বুঝি এবং বুঝিয়া তাঁহাকে তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে চেষ্টান্বিত হই,—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। হৃদয়-সিংহাসন আমার অধিকারে; আমি যদি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনি, তবে তো তিনি আসিবেন! সে পক্ষে 'জানন্' পদে বিনীত ভাবও প্রকাশ পায়। 'আমি কেমন, কত দূর ভাগবৎ-নির্ভর-পরায়ণ,—তাহা অবশ্যই তিনি বুঝিতে পারিবেন। তাহা হইতেই ভাব আসে,—' এই আপনার জন্মভূমি—এই আপনার উৎপত্তি-স্থান—ইহা জানিয়া আপনি আগমন করুন।' ইহাতে এক প্রার্থনার ভাবই প্রকাশ পায়। পরিশেষে যে ধন-বৃদ্ধির জন্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা যে পরমার্থ-লাভ-রূপ ধন, 'রয়িং' পদই তাহা দ্যোতনা করিতেছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা মন্ত্রের মর্ম্ম এইরূপ নির্দ্দেশ করি;—'হে জ্ঞানময়! এই হৃদয়ই আপনার উৎপত্তিস্থান। এই হৃদয় হইতেই আপনার বিকাশ। এই হৃদয়ে আসিয়াই আপনি বিরাজমান্ হউন। আপনার সমাগমে আমার পরম ধন লাভ হউক,—আমার পরমার্থ-প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসুক।' আমরা মনে করি, এ মন্ত্র এই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

এখন, এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার একটু আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যকারগণের এবং ব্যাখ্যাকারগণের মত এই যে, এখানে আহবনীয় অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সে পক্ষে দুই রূপ অর্থ দেখা যায়। এক পক্ষে বলেন,—এখানে 'যোনিঃ' পদে অরণি-কাষ্ঠকে লক্ষ্য আছে; অপর পক্ষ কহেন—ঋতুবিশেষে উৎপন্ন গার্হপত্য অগ্নিই ঐ 'যোনিঃ' পদের বাচ্য। যাহা হউক, এ পক্ষে দুইটী বঙ্গানুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সকল মত উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(১) "হে অগ্নি! ঋতুকাষ্ঠনিষ্পন্ন এই (অরণি) তোমার উৎপত্তি-স্থান। ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি শোভা পাও। তুমি তাহা জানিয়া উপবেশন কর, আমাদের স্তুতি বর্দ্ধিত কর।"

(২) "হে আহবনীয় অগ্নে! এই ঋতুবিশেষে লব্ধ গার্হপত্যাগ্নি তোমার উৎপত্তিস্থান, যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি এক্ষণে ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইয়াছ, হে আহবনীয়াগ্নে তাহা জানিয়া কর্ম্মান্তর-সাধনার্থ দক্ষিণ-কুণ্ডে আরোহণ কর। আমাদের ধনবর্দ্ধক হও।"

(3) "This is thy birth-place in due time whence born thou shonest forth; knowing it, O Agni, sit down on it, and make our prayers prosper."

ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই 'ঋত্বিয়ঃ' পদে ঋতু-সম্বন্ধীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'ঋতু' শব্দে এখানে 'দীপ্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'ঋত্বিয়ঃ' পদে 'জ্ঞানযুক্তঃ'

অর্থ হইয়াছে। এখানে জ্ঞানের ভাবও একটু প্রচ্ছন্ন আছে। 'জ্ঞানগত কর্ম্মপ্রভাবে দীপ্তিযুক্ত,—এই ভাব উহার অন্তর্নিহিত দেখি। জ্ঞানোৎপত্তি-পক্ষে কর্ম্মের সহায়তা যে প্রয়োজন, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। সেই তত্ত্বই—কর্ম্মলব্ধ জ্ঞানের বিষয়ই—'ঋষিয়ঃ' পদ ব্যক্ত করে। ইহাই আমাদের বক্তব্য। (৩অ—১৪ক—১ম)।

—— * ——

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অয়মিহ প্রথমো ধায়ি ধাতৃভির্হোতা যজিষ্ঠোঽঅধ্বরেষ্বীড্যঃ।

যমপ্নবানো ভৃগবো বিরুরুচুর্ব্বনেষু চিত্রং বিভ্বং বিশেবিশে ॥ ১৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'ইহ' (অস্মাকং সর্ব্বেষু কর্ম্মেষু) 'প্রথমঃ' (মুখ্যস্থানীয়ঃ) ভবতু; 'হোতা' (অস্মাসু দেবভাবানাং আহ্বাতা) 'যজিষ্ঠঃ' (অস্মাভিঃ শ্রেষ্ঠকর্ম্মসম্পাদকঃ) 'অধ্বরেষু' (হিংসাপ্রত্যবায়শূন্যেষু কর্ম্মেষু) 'ঈড্যঃ' (সম্পূজিতঃ) স দেবঃ 'ধাতৃভিঃ' (জ্ঞানিভিঃ) 'ধায়ি' (অধায়ি, চিত্তে ধৃতবান্); 'চিত্রং' (বিচিত্রকর্ম্মোপেতং) 'বিভ্বং' (বিভুং, অশেষশক্তিযুতং) 'যং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অপ্নবানঃ' (এতন্নামক ঋষি, আত্মোৎ-কর্ষসম্পন্নাঃ) 'ভৃগবঃ' (ভৃগুবংশীয় ঋষয়ঃ, সাধবঃ) 'বিশেবিশে' (জনহিতসাধনায়) 'বনেষু' (অরণ্যসদৃশেষু হৃদয়েষু, যদ্বা—হৃদয়রূপেষু আলয়েষু)। 'বিরুরুচুঃ' (দীপয়ন্তি স্ম)। জ্ঞানং সকলমঙ্গলহেতুভূতং। তস্মাৎ সাধবঃ সদা জ্ঞানানুশীলনপরায়ণাঃ সন্তি। তেষাং আদর্শেন হে নরাঃ যূয়ং সর্ব্বে জ্ঞানাধিকারিণো ভবত। ইতি আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৩অ—১৫ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

এই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা, আমাদিগের সকল কর্ম্মে মুখ্যস্থানীয় হউন (অর্থাৎ, আমাদের সকল কর্ম্মেই জ্ঞানের প্রাধান্য থাকুক); আমাদিগের মধ্যে দেবভাবের আহ্বাতা, আমাদিগের দ্বারা শ্রেষ্ঠকর্ম্মের সম্পাদক, আমাদিগের হিংসাপ্রত্যবায়াদিরহিত সকল কর্ম্মে সম্পূজিত, সেই দেবতা জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক চিত্তে ধৃত আছেন (অর্থাৎ, জ্ঞানিগণ জ্ঞানদেবতাকে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন)। বিচিত্রকর্ম্মোপেত

অশেষশক্তিযুত, সেই জ্ঞান-দেবতাকে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ (অথবা, অপ্নবান ঋষি ও ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ), জনহিতসাধনের জন্য, হৃদয়-রূপ গৃহে দীপ্তিমান্ রাখিয়াছেন (জ্ঞানসঞ্চয়ে জনহিত-সাধনই সাধকগণের একমাত্র লক্ষ্য)। (৩অ—১৫ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

জগতী বামদেবদৃষ্টা। দ্বাদশাক্ষরাশ্চত্বারঃ পাদা জগত্যাঃ দ্বিতীয়োঽত্রব্যূহেনৈকাদশঃ চতুর্থো ব্যূহেন দ্বাদশকস্তেনৈকোনা জগতী। অয়মাহবনীয় ইহ কর্ম্মানুষ্ঠানস্থানে প্রথমো মুখ্যঃ সন্ ধাতৃভির্দ্ধারি। অধায়ি আধানকর্ত্তৃভিরাহিতোঽভূৎ। বহুলং ছন্দস্য মাঙ্‌যোগেঽপীত্যাডভাবঃ (পা০ ৬।৪।৭৫) দক্ষিণাগ্ন্যপেক্ষং প্রাথম্যং। কিম্ভূতঃ। হোতা দেবানামাহ্বাতা। যজিষ্ঠঃ অতিশয়েন যষ্টা। অতিশায়নেতমবিষ্ঠনাবিতীষ্ঠনি পরে (পা০ ৫।৩।৫৫) তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি (পা০ ৬।৪।১৫৪) তৃচো লোপঃ। তথা অধ্বরেষু সোমযাগাদিষু ঈড্যঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ স্তুত্যঃ। অপ্নবানো ভৃগবো বিশেবিশে যমাহবনীয়ং বনেষু বিরুরুচুঃ।। অন্তর্ভূতো ণিচ্ রোচয়ামাসুঃ দীপিতবন্তঃ। অপ্নশব্দোঽপত্যনামসু পঠিতঃ (নিঘ০ ২।২) অপ্নবানঃ পুত্রবন্তো ভৃগুবংশোৎপন্না মুনয়ঃ। যদ্বা অপ্নবানৃষিঃ অপ্নবানস্তৎপ্রভৃতয়ো ভৃগবশ্চ মুনয়ঃ। বিশেবিশে বিড়িতি মনুষ্যনাম (নিঘ০ ২।৩) যজমানরূপায় তস্মৈ তস্মৈ মনুষ্যায় তদুপকারায়। বনেষু গ্রামাদ্বহির্বিজনাখ্যোষ্বরণ্যপ্রদেশেষু যমগ্নিং বিরুরুচুঃ দীপয়ন্তি স্ম। কিম্ভূতং যং। চিত্রং বিবিধকর্ম্মোপযোগিত্বেন আশ্চর্য্যকারিণং। অতএব বিভ্বং বিভুং বিভুত্বশক্তিযুতং যথাদেশঃ॥ ১৫॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ঃ০○০ঃ§—

এই মন্ত্রটী বড়ই জটিল। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে ইহার যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমাদের ব্যাখ্যা হইতে তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ভাব-প্রকাশক। এই আলোচনায়, প্রথমে আমরা প্রচলিত সেই সকল অর্থের আভাষ প্রদান করিতেছি। অগ্নি-পূজার প্রবর্ত্তন অথবা অগ্নির উৎপাদনে কৃতিত্ব-প্রদর্শন উপলক্ষে এই মন্ত্র রচিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল, ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হয়। ভাষ্য তো উপরেই প্রকাশিত হইল। অধিকন্তু নিম্নে এই মন্ত্রের দুইটী বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ; যথা,—

(১) "ভৃগুবংশোপন্ন অপ্নবান প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহুব্যাপী বিচিত্ররূপ অগ্নিকে প্রতি যাগে প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞের মধ্যে প্রধান হোতা—যিনি সকল প্রকার যজ্ঞেই স্তবনীয়, সেই এই আহবনীয় নামক প্রধান অগ্নি, ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন।"

(২) "অপ্নবান আদি ভৃগুবংশীয়গণ বনমধ্যে বিচিত্র দর্শন এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর, যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই হোতা, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, স্তুতিভাজন ও দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি যজ্ঞকারিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছেন।"

(3) "This (Agni) has been established here as the first by the establishers, the Hortri, the best sacrificer who should be magnified at the sacrifices, whom Apnavana and the Bhrigus have made shine, brilliant in the woods spreading to every house."

মন্ত্রটী ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গের (চতুর্থ মণ্ডল, সপ্তম সূক্ত, প্রথম ঋক্) অন্তর্ভুক্ত। সেখানে সায়ণের ভাষ্যেও ঐ মর্ম্মই দেখিতে পাই। অরণি-কাষ্ঠ-সংঘর্ষে উৎপন্ন অগ্নিকে ঋষিগণ সংসারে আনয়ন করেন, অগ্নির ব্যবহার-বিষয়ে মানুষ প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, অথবা অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় দেখিয়া লোকে অগ্নিপূজায় প্রবৃত্ত হন, এইরূপ নানা ভাব নানা কথা এই মন্ত্রে আধুনিক পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এখন, আমরা যে পথ অনুসরণে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার পরিচয় দিতেছি। দুই মত সমালোচনা করিলে, মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। মন্ত্রের প্রথম পদ—'অয়ং'। ঐ পদে সকলেই 'অগ্নিকে' লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদেরও সেই লক্ষ্য। তবে আমরা 'অগ্নি' বলিতে 'জ্ঞানাগ্নি' অর্থ আমনন করি। কেন—তাহার কারণ উপলব্ধি করুন। 'হোতা,' 'যজিষ্ঠঃ,' 'অধ্বরেষু ঈড্যঃ'—এই তিনটী বিশেষণের দ্বারা তাহা প্রতীত হয়। ঐ যে প্রজ্বলিত অগ্নি আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান্, ঐ অগ্নিকে 'হোতা' (হোমকারী) বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানাগ্নিকে 'হোতা' বলা যায়। কেন-না, জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা হোতৃকার্য্যে—ভগবানে আহবনীয় দানে—প্রবৃদ্ধ হই। 'হোতা' পদে 'আহ্বান' বুঝাইলে, জ্ঞানই যে আমাদের হৃদয়ে দেবভাবের আহ্বাতা—তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। এইরূপ, 'যজিষ্ঠঃ' পদে যে 'শ্রেষ্ঠকর্ম্ম-সম্পাদক' ভাব বুঝায়, তাহাও জ্ঞানাগ্নি দ্বারাই সম্ভবপর। জ্ঞানই আমাদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া লন। অধ্বরে অর্থাৎ হিংসা-প্রত্যবায়াদিশূন্য কর্ম্মে যেমন দৃশ্যমান্ জলন্ত অগ্নি সম্পূজিত হন, সেইরূপ মুখ্য-পক্ষে জ্ঞানাগ্নিই সে পূজার পাত্র। জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা হিংসা-প্রত্যবায়াদিপরিশূন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে জ্ঞানাগ্নিকেই লক্ষ্য আছে—বুঝা যায়। এখন 'ধাতৃভিঃ ধারি (অধারি)" পদদ্বয়ে কি ভাব ব্যক্ত করে, বুঝিয়া দেখুন। 'ধা' ধাতু 'ধৃতি'র বা 'ধারণা'র ভাব আনয়ন করে। যিনি ধাতা, যিনি ধারণা-শক্তিসম্পন্ন, যিনি জ্ঞানকে ধারণা করিতে পারেন; ধারণাশীল সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। 'ধাতৃভিঃ ধারিঃ' পদদ্বয়ে সেই ভাব ব্যক্ত করে। জ্ঞান যে 'চিত্রং' (বিচিত্রকর্ম্মোপেতং), জ্ঞান যে 'বিভ্বং' (অশেষশক্তিযুতং), জ্ঞান-সাহায্যে যে বিচিত্র কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, জ্ঞানই যে অশেষ-শক্তির-হেতুভূত হইয়া থাকেন, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। সে পক্ষেও জ্ঞানাগ্নির প্রতিষ্ঠাই সপ্রমাণ হয়। 'বিশেবিশে' পদের ভাষ্যানুসারেই 'জনহিত-

সাধনের নিমিত্ত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন সমস্যামূলক পদ রহিল—তিনটী; 'অপ্নবানঃ,' 'ভৃগবঃ' ও 'বনেষু'। প্রথম দুইটী পদ দেখিলে, সহসা মনে হয় বটে—অপ্নবান ও ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ বনমধ্যে যাঁহাকে (যং অগ্নিং বিররুচুঃ) জ্বালাইয়াছিলেন—এই অর্থই সঙ্গত। বোধ হয়, এই অংশ দেখিয়া, এই ভাব গ্রহণ করিয়াই, প্রথমাংশের অর্থ সাধারণতঃ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অরণ্যে অরণি-কাষ্ঠ-ঘর্ষণে হঠাৎ অগ্নি উৎপন্ন হয়; সেই পদ্ধতি ঋষিরা গ্রামে আসিয়া প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোক্ত ভাব হইতে, এতদূর পর্য্যন্ত অর্থ গড়াইয়া থাকে। যাহা হউক, ঐ তিনটী পদে কি সূত্রে আমরা কি অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি, সন্ধান করিয়া দেখি। এ পক্ষে প্রথম আলোচ্য—'বনেষু' পদ। ঐ পদে কেবল যে অরণ্য বুঝায়, তাহা নহে। ঐ পদে 'আলয়' 'গৃহ' 'কুঞ্জ' প্রভৃতি নানা অর্থ গৃহীত হয়। এখানে আলয় বা গৃহ অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি। 'বনেষু' পদ প্রয়োগের বিশেষ কারণ এই যে, জ্ঞানের অভাবে হৃদয় অরণ্যের সমান হয়। জ্ঞানালোক যে হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই, অরণ্য ভিন্ন তাহাকে আর কি বলা যায়? অরণ্যে যেমন হিংস্র জন্তুর বাস, জ্ঞানশূন্য হৃদয়েও সেইরূপ রিপু-রূপ হিংস্রজন্তু বসতি করে। সেই জন্যই 'বনেষু' পদের সার্থক প্রয়োগ। এখানে বলা হইতেছে,—সেই যে অরণ্যসদৃশ হৃদয়, অথবা সেই যে হৃদয়রূপ আলয়, সেখানে তাঁহারা (সেই ঋষিগণ বা জ্ঞানিগণ) জ্ঞানালোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের হৃদয়-রূপ অরণ্যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়—সে কাহাদের করুণায়? সেই পুণ্যপূত আর্য্য-ঋষিগণই আমাদের জ্ঞান-প্রকাশক নহেন কি? এখানে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। বনে আগুন জ্বালিলে, জনহিতসাধনার ('বিশেবিশে' পদের) কি সাফল্য হয়—বুঝা যায় না। কিন্তু অরণ্যসদৃশ হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিতে পারিলে যে পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। 'বিশেবিশে' পদের সার্থকতা বুঝিতে গেলে, এই অর্থ—এই ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এখন অবশিষ্ট রহিল—'অপ্নবান্' ও 'ভৃগবঃ' পদ। ঐ দুই পদের অর্থ-বিষয়ে, ভাষ্যকারগণের এবং ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যেও মত-বিরোধ দেখা যায়। ঐ দুই পদে, কোথাও 'ভৃগুবংশীয় অপ্নবান্' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে; কোথাও বা 'অপ্নবান এবং ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ' অর্থ দেখিতে পাই। এক প্রকার ব্যাখ্যায় 'ভৃগবঃ' পদ বিশেষণ, অন্য প্রকার ব্যাখ্যায় বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত। আমাদের মতে, ঐ দুই পদে 'আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকদিগকে' বুঝাইতেছে। তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজের হিতের জন্য হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করেন। ঋষি-পক্ষেও ঐ ভাবই আসে। তাঁহারা কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে আত্মা-রূপে চিরবিদ্যমান্ থাকিয়া সংসারে জ্ঞানকিরণ প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষতঃ, 'অপ্নবান্' ও 'ভৃগবঃ' পদদ্বয়ের মৌলিক অর্থ কি, তাহা অনুধাবন করিলে, আমাদের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়। 'অপ্নবান' পদে—কর্ম্মভাবে যাঁহারা সদ্গতিলাভ করেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূলে দেখি—'অপ্নসা কর্ম্মণা বানং সদ্গা ভর্যস্য।' এই 'অপ্নস' শব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। নিরুক্তে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব, কর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা সদ্গতিলাভ করেন, সেই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধককেই ঐ পদে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ "ভৃগবঃ" পদেরও

ব্যুৎপত্তি দেখুন ঃ—"ভৃগবো ভৃজ্জাতে পক্কতপাদিভির্বেতি ভ্রস্জ ইতি কু।" ইহাই ভৃগু-পদের উৎপত্তিমূল। তাহাতে 'ভৃগবঃ' (ভৃগুগণ) বলিতে সাধকগণকে বুঝায় কি না, অনুধাবন করুন। অভিধানে 'ভৃগবাণ' পদের 'দীপ্যমান্' অর্থ দেখা যায়। 'ভৃগবঃ' পদ সেই সম্বন্ধবিশিষ্ট, মনে করা যায়। ফলতঃ, যেমন ভাবেই বিচার করা যাউক, ঐ দুই পদে "আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ" অর্থই অধ্যাহৃত হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। আমাদের মতে, এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—'জ্ঞান যেন আমাদের সকল কর্ম্মে প্রধান-স্থান গ্রহণ করেন। জ্ঞান যেন আমাদিগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। জ্ঞান যেন আমাদের প্রতি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে পূজনীয় হন। সেই বিচিত্র-কর্ম্মসাধনকারী অসীম-শক্তি-শালী জ্ঞানকে, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ (ঋষিগণ) আমাদের হৃদয়-রূপ অরণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হৃদয়কে আলোকিত পুলকিত করিয়াছেন।' (৩অ—১৫ক—১ম)।

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষোড়শ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অস্য প্রত্নামনু দ্যুতꣳ শুক্রং দুদুহ্রেঽঅহ্রয়ঃ।
পয়ঃ সহস্রসামৃষিং ॥ ১৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (অগ্নেঃ, জ্ঞানদেবস্য) 'প্রত্নাং' (চিরন্তনকালভবাং, অবিনশ্বরাং) 'দ্যুতং' (দীপ্তিং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'অহ্রয়ঃ' (মলিনতাশূন্যাঃ, পাপকর্ম্মক্লেদবিমুক্তাঃ, উজ্জ্বলাঃ) 'সহস্রসামৃষিং' (সহস্রসাঃ ঋষয়ঃ, সর্ব্বত্যাগিনঃ জ্ঞানিনঃ) 'শুক্রং' (শুভ্রং, সত্ত্বং, শুদ্ধসত্ত্বরূপং) 'পয়ঃ' (অমৃতং, অমৃতত্বং) দুদুহ্রে' (দুহন্তি, লভন্তে)। জ্ঞানানুসারিণঃ সাধবঃ পরামুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১৬ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতার অবিনশ্বর দীপ্তির অনুসরণ করিয়া, পাপ-ক্লেদবিমুক্ত সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ অমৃতকে লাভ করেন। (জ্ঞানের অনুসরণেই সাধকগণ মোক্ষলাভে সমর্থ হন)। (৩অ—১৬ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

গায়ত্র্যাবৎসারদৃষ্টা গোঽগ্নিপয়োদেবত্যা। অস্যাগ্নেঃ প্রত্নাং চিরন্তনকালভবাং দ্যুতমনু দীপ্তিমনুসৃত্য। অহ্রয়ঃ নাস্তি হ্রীর্যেষামীদৃশা লজ্জারহিতা দোগ্ধারঃ ঋষিং গাং শুক্রং শুদ্ধং পয়ো দুদুহ্রে দুদুহিরে। দুহের্লিটি ইরয়ো রে ইতি (পা০ ৬।৪।৭৬০) রে আদেশে রূপং। ঋষ গতৌ। অর্ষতি দোহনস্থানে গচ্ছতীতি ঋষির্গৌঃ। তাং হোমার্থং দুগ্ধবন্তঃ। সায়ং-দোহনকালেঽগ্নিপ্রকাশাভাবে দুহ্যমানং পয়ো ভূমৌ পতিষ্যতীতি শঙ্কয়া দোগ্ধৃণাং লজ্জা ভবতি। সত্যামগ্নিদীপ্তৌ স্কন্দশঙ্কানুদয়াল্লজ্জাভাবাদহ্রয়ো দোগ্ধারঃ। কিম্ভূতামৃষিং সহস্রসাং। যোঽস্ত-কর্ম্মণি। সহস্রসঙ্খ্যাকানি কর্ম্মাণি স্যতি সমাপয়তি ক্ষীরদধ্যাজ্যহবিঃ প্রদানেনেতি সহস্রসা-স্তাং। স্যতেঃ ক্বিপ্ ॥ তদাস্যা ঋচোঽর্থান্তরং। গাম্প্রকৃত্যাগ্নিহোত্রব্রাহ্মণে শ্রূয়তে (২।২।৪।১৫)। তামুহাগ্নিরভিদধ্যৌ মিথুন্যেনয়া স্যামিতি তাং সম্ভূব তস্যাং রেতঃ প্রাসিঞ্চত্তৎপয়োঽভব-দিত্যাদি। তদভিপ্রায়মেষা ঋগ্বদতি। অহ্রয়ঃ গাবঃ নাস্তি হ্রীর্লজ্জা যাসাং তা অহ্রয়ঃ অলজ্জা উদ্ধগাঃ প্রশস্তা ইত্যর্থঃ। মলিনো হি লজ্জতে। অহ্রয়ো গাবোঽস্যাগ্নেঃ প্রত্নাং চিরন্তনী-মাত্মানুষক্তাং দ্যুতং দীপ্তিং শুক্রং শুক্ররূপাপন্নাং দ্যুতমেব পয়ো দুগ্ধে দুদুহ্রে দুহন্তি ক্ষরন্তি। অগ্নিনা শুক্ররূপেণ সিক্তাং স্বকান্তিমেব গাবো দুগ্ধরূপেণ ক্ষরন্তীত্যর্থঃ। সহস্রসামৃষিং ইতি বিশেষণদ্বয়ং পয়সঃ। সহস্রং সনোতি সহস্রসাস্তং। চাতুর্ম্মাস্যপশুসোমানাং সম্ভক্তারং। পুংস্ত্বমার্ষং। জনসনখনক্রমগমোবিড়িতি (পা০ ৩।২।৬৭) বিট্প্রত্যয়ে বিড্‌বোরনুনাসিক-স্যাদিত্যাকারে (পা০ ৬।৪।৪১) বের্লোপে (পা০ ৬।১।৩৭) সহস্রসা ইতি রূপং। তথা ঋষিং দ্রষ্টারং। গবি বর্ত্তমানং দ্রষ্টৃত্বং পরস্থাপচর্য্যতে। সা হৈনামুদীক্ষ্য হিঙ্ককারেত্যুপক্রম্য তে দেবা বিদাং চক্রুরেষ সাম্নো হিঙ্কার ইত্যাদিনা গ্রন্থেন গোভির্হিঙ্কারো দৃষ্ট ইতি প্রত্যপাদি। যদ্বা সহস্রসামৃষিমিতি বিভক্তিলিঙ্গবচনব্যত্যয়েন অহ্রয়ঃ ইত্যস্য বিশেষণদ্বয়ং। কিম্ভূতা অহ্রয়ঃ সহস্রসাঃ ঋষয়ঃ। পূর্ব্ববদর্থো বা ॥ (৩অ—১৬ক—১ম) ॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— • ——

এই মন্ত্রটীর বিভিন্ন বিপরীত অর্থ প্রচারিত আছে। ভাষ্যকারই দুই তিন প্রকার অর্থ আমনন করিয়াছেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত "অস্য" পদটী যে কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, তদ্বিষয়েও মতান্তর দেখি। এখানে ভাষ্যকার ঐ পদে অগ্নির সম্বন্ধ সূচনা করেন। আবার ঋগ্বেদে (নবম মণ্ডলের ৭৪ম সূক্তের ১ম ঋকের ব্যাখ্যা অনুসারে) ঐ পদটী 'পবমান সোম' সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কীর্ত্তিত দেখি।

যজুর্ব্বেদের বঙ্গানুবাদে মন্ত্রটীর অনুবাদ এক প্রকার দৃষ্ট হয়; ঋগ্বেদের অনুবাদে আর এক প্রকার দেখিতে পাই। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"এই অগ্নিরই চিরন্তন দ্যুতি অনুসরণ করতঃ লজ্জাশূন্য ঋত্বিক্‌গণ গাভী হইতে সহস্র সহস্র কার্য্যের উপযোগী পবিত্র দুগ্ধ

দোহন করিয়া থাকেন।" * অপর ব্যাখ্যা ; যথা,—"পণ্ডিতগণ এই সোমের চিরপরিচিত জ্যোতিঃ দেখিয়া শুভ্রবর্ণ দুগ্ধ দোহন করিলেন। সেই দুগ্ধ অপরিমিত বলের আধারক।" ভাষ্যে যে দুই তিন প্রকার অর্থ আমনন করা হইয়াছে, প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা তাহারই অনুসরণ মাত্র। দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যারও আভাষ ভাষ্যেই পাওয়া যায়। ভাষ্যের আর এক ভাব এই যে,—অগ্নির দ্বারাই শুক্ররূপে সিক্ত হইয়া গাভীসমূহে দুগ্ধের ক্ষরণ হইয়া থাকে। কিন্তু সে ভাব বড়ই জটিল। অপিচ, ভাষ্যকার আবার অর্থান্তরে 'ঋষিং' পদে গাভী প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত বিসদৃশ ভাব—ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন আমরা যে পথে যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। সে পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর ভাব-পরিগ্রহ প্রথম প্রয়োজন। পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষায়, "অস্য" পদে আমরা "জ্ঞানদেবস্য" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানদেবতার বিষয়ই পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে। "প্রত্নাং" পদে এখানে ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'চিরন্তন'-ভাবমূলক যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই "অবিনশ্বরাং" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। 'দ্যুতং' পদের অর্থ-বিষয়ে কোনও মতান্তর নাই। "শুক্রং" পদে "শুভ্রং" প্রতিবাক্য ভাষ্যাদিতে দেখি। আমরা ঃ পদে 'শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ' ভাব গ্রহণ করি। "দুদুহ্রে" পদ দোহনার্থক 'দুহ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহাতে কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার ভাব আসে। আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যেরই অনুসরণে 'দুহন্তি লভন্তে' পদ প্রয়োগ করিয়াছি। অতঃপর, "অহ্রয়ঃ" পদ। এই পদটী একটু সমস্যামূলক। ঐ পদে 'গাবঃ' শব্দকে লক্ষ্য করিতেছে, এ ভাবও ভাষ্যে প্রকাশ পায়। অপিচ, ঐ পদ যে ঋষিকে বিশেষিত করিতেছে, তাহাই সংসূচিত হয়। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায়, শেষোক্ত ভাবই প্রকট দেখি। তবে ঐ পদের অর্থে কেহ 'লজ্জাশূন্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা 'উজ্জ্বল' 'প্রশংসনীয়' ভাব পরিগ্রহ করেন। আমরা ঐ পদে পাপক্লেদশূন্য উজ্জ্বল ভাবই গ্রহণ করি ; সে পক্ষে, ঐ পদ ঋষিগণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। 'পয়ঃ' পদের সাধারণ অর্থ —দুগ্ধ ; আমরা বলি—'অমৃত'। উপসংহারে—"সহস্রসামৃষিং।" এই দুই পদ সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা আনয়ন করে। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণকে ঐ দুই পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। হয় বিভক্তি-ব্যত্যয়—নয় লিঙ্গ-ব্যত্যয় স্বীকার না করিলে, ঐ দুই পদের অন্বয়-পক্ষে অন্তরায় ঘটে। ভাষ্যকার, ঐ দুই পদের লিঙ্গ-ব্যত্যয় ধরিয়াও অর্থ করিয়াছেন, এবং বিভক্তি-ব্যত্যয় ধরিয়াও অর্থ করিয়াছেন। লিঙ্গ-ব্যত্যয়ে ঐ দুই পদ "পয়ঃ" পদের বিশেষণ দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে ভাব আসে এই যে,—'পয়ঃ' (দুগ্ধ) কেমন? 'সহস্রসা ইতি রূপং ; তথা ঋষিং দ্রষ্টারং।' দুগ্ধ হইতে যে ক্ষীর, ছানা, নবনী, মাখন প্রভৃতি

* এই ব্যাখ্যার পোষকতায় আরও কথিত হয়,—"সায়ংকালে গো-দোহন-সময়ে আলোক না থাকিলে দুগ্ধধারা ভূমিতে পড়িতে পারে, তজ্জন্য দোগ্ধা লজ্জিত হন; আলোক থাকিলে দুগ্ধ ভূমিতে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং লজ্জারও কারণ আসে না ; অতএব লজ্জাশূন্য বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।"

নানারূপ সামগ্রী প্রস্তুত (পরিদৃষ্ট) হয়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। সেই প্রকার যে দুগ্ধ, তাহা অগ্নি হইতেই ক্ষরিত হয় ;—এ পক্ষে ইহাই অর্থ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বচন ও বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ দুই পদে ('সহস্রসাং ঋষিং' পদদ্বয়ে) "সহস্রসাঃ ঋষয়ঃ" পদ স্বীকার করা হয় ; এবং 'অদ্রুহঃ' পদও ঐ সঙ্গে অন্বিত হইয়া থাকে। ভাষ্যাদির উদ্ভাবিত ঐরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় ও বচন-ব্যত্যয় আমরাও ধরিয়া লইলাম। তবে আমাদের অর্থে তাহাতেও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পাইল।

'সহস্রসাং ঋষিং' পদ ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত হই। সেখানে 'সহস্রদানশীল' 'অশেষ-সৎকর্ম্মশীল' 'পরমত্যাগশীল' অর্থ ঐ পদে পাওয়া গিয়াছে। এখানেও সেই অর্থ অব্যাহত বলিয়া মনে করি। 'অদ্রুহঃ' পদ সে পক্ষে সঙ্গত বিশেষণ হয়। 'অদ্রুহঃ সহস্রাসৃষিং' বাক্যের অর্থ, তাহা হইলে 'পাপকর্ম্মসংস্রবশূন্য সংসারত্যাগী ঋষিগণ' হইতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিলে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদের বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। পাপ-কর্ম্মের সহিত যাঁহাদের সংস্রব নাই, সংসারের মায়ামোহ যাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, সহস্রসৎকর্ম্মশীল সেই জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গের অনুসরণে শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া পরা-মুক্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই এখানকার ভাবার্থ। (৩অ—১৬ক—১ম)॥

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তদশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) তনূপা অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহি।

(২) আয়ুর্দ্দা অগ্নেঽস্যায়ুর্মে দেহি।

(৩) বর্চ্চোদা অগ্নেঽসি বর্চ্চো মে দেহি।

(৪) অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্মঽআপৃণ॥ ১৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! ত্বং 'তনূপাঃ' (দেহস্য পালকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মম) 'তন্বং' (শরীরং) 'পাহি' (পালয়)।

২। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! ত্বং 'আয়ুর্দ্দাঃ' (আয়ুষোদাতা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মহ্যং) 'আয়ুঃ' (অকালমৃত্যুপরিহারেণ পূর্ণায়ুষ্কালং) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

৩। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! ত্বং 'বর্চ্চোদাঃ' (তেজসো দাতা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'মে' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (তেজঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)।

৪। অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! 'মে' (মম) 'তন্বাঃ' (শরীরস্য) 'যৎ' (অঙ্গং, চক্ষুরাদিকং) 'ঊনং' (হীনবলং, শক্তিহীনং) 'মে' (মম) 'তৎ' (অঙ্গং) 'আপৃণ' (সর্ব্বতঃ পূরয়)। (৩অ—১৭ক—১-৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি এই দেহের পালক হয়েন; অতএব, আপনি আমার এই দেহকে রক্ষা করুন।

২। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি আয়ুর্দ্দাতা হয়েন; অতএব, আপনি অকালমরণ পরিহার করিয়া, আমায় পূর্ণ-আয়ুস্কাল প্রদান করুন।

৩। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি তেজের (শক্তির) দাতা হয়েন; অতএব, আমায় তেজঃ (শক্তি) প্রদান করুন।

৪। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আমার দেহের যে অঙ্গ (চক্ষুরাদি) হীনবল (শক্তিরহিত), আমার সেই অঙ্গকে আপনি সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ করুন। (আমি যেন অন্ধ খঞ্জ বধির বা কোনরূপ বিকলাঙ্গ হইয়া না থাকি)। (৩অ—১৭ক—১-৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অথ যজূংসি চত্বার্য্যগ্নিদেবত্যানি। হে অগ্নে! ত্বং স্বভাবত এব তনূপা অসি। অগ্নির্হোত্রি-শরীরাণাং পালকোঽসি। তনূং পাতি পালয়তীতি তনূপাঃ। উদরাগ্নৌ সত্যন্নে জীর্ণে শরীর-পালনমতো মে মম তন্বং শরীরং পাহি পালয়। তন্বং বা ছন্দসীত্যমি (পা০ ৬।১।১০৬।১০৭) পূর্ব্বরূপাভাবে যণাদেশ ইত্যুক্তং ॥ হে অগ্নে! ত্বমায়ুর্দ্দা অসি। আয়ুষোদাতা ভবসি। অতো মে মমায়ুর্দ্দেহি। অপমৃত্যুপরিহারেণ। যাবৎকালং বপুষ্যুদরাগ্নেরৌষ্ণমুপলভ্যতে তাবন্ন ম্রিয়ত ইতি প্রসিদ্ধং ॥ হে অগ্নে ত্বং বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চসো দাতাসি। অতো মে বর্চ্চো দেহি। বৈদিকা-নুষ্ঠানপ্রযুক্তং তেজো বর্চ্চঃ। যদ্দর্শনাদেব মহানয়ং ব্রাহ্মণো বিদ্যাতপসাগ্নিরিব জ্বলতীতি বুদ্ধির্নৃণাম্ভবতি॥ কিঞ্চ হে অগ্নে! মে মম তন্বা মদীয় শরীরস্য যদঙ্গং চক্ষুরাদিরূপমূনং দৃষ্টিপাটবাদিরহিতং তদঙ্গং মে আপৃণ সর্ব্বতঃ পূরয় ॥ (৩অ—১৭ক—১-৪ম) ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:•○•:§—

এই মন্ত্র-চতুষ্টয়ে সরল স্বাভাবিক প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু এই কণ্ডিকায় প্রার্থনা-চতুষ্টয়ের মধ্যেই অগ্নিদেবতার স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রথম দেখুন,—অগ্নিকে 'তনূপাঃ' অর্থাৎ দেহের রক্ষক বলা হইয়াছে। এইখানেই বুঝা যায়, ঐ দৃশ্যমান্ জলন্ত অগ্নিকে এখানে সম্বোধন করা হয় নাই। সাধারণতঃ ঐ অগ্নি তো দেহকে ভস্মসাৎ করে—ইহাই দেখিতে পাই। অতএব, এখানে ঐ অগ্নির অতীত অগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে, বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার বলেন,—এখানে জটরাগ্নির প্রতি লক্ষ্য আছে। কেন-না, জঠরাগ্নি খাদ্যাদিকে পরিপাক করাইয়া দেহকে রক্ষা করেন। কিন্তু তার পর, যখন তাঁহাকে অয়ুর্দ্দাতা শক্তিদাতা এবং সকল অঙ্গের পূর্ণতাসাধক বলিয়া বুঝা গেল; তখন আর তাঁহাকে 'জঠরাগ্নি' বলিয়া পার পাওয়া যায় কি? তখন অগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত টান পড়িয়া যায়। যখন তিনি পালক, যখন তিনি রক্ষক, যখন তিনি আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক, যখন তিনি তেজঃ ও শক্তিসঞ্চারক, যখন তিনি সর্ব্বাঙ্গের পূর্ণতাবিধায়ক—তখন কি আর তাঁহাকে ঐ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়? তখন 'অগ্নি' নামে যে ভগবানকেই আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমরা তাই মনে করি, জ্ঞানময় ভগবানই এখানকার এই মন্ত্রের আরাধ্য। (৩অ—১২ক—১-৪ম)।

— • —

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ইন্ধানস্ত্বা শতঁ হিমা দ্যুমন্তঁ সমিধীমহি।

বয়স্বন্তো বয়স্কৃতঁ সহস্বন্তঃ সহস্কৃতং।

অগ্নে সপত্নদম্ভনমদব্ধাসোঽঅদাভ্যং।

(২) চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমশীয় ॥ ১৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! 'দ্যুমন্তং' (দীপ্তিমন্তং) 'বয়স্কৃতং' (অন্নকর্ত্তারং) 'সহস্কৃতং' (শক্তি-প্রদাতারং) 'সপত্নদম্ভনং' (শত্রূণাং হিংসিতারং) 'অদাভ্যং' (কেনাপি হিংসিতুমযোগ্যং, হিংসাতীতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শতং হিমাঃ' (শতং বর্ষাণি অস্মদায়ুষি বর্ত্তমানান্ শতসংবৎসরান্, নৈরন্তর্য্যেণ ইতি যাবৎ) 'সমিধীমহি' (দীপয়ামঃ, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ); অতঃ বয়ং 'ইন্ধানাঃ' (দীপ্যমানাঃ) 'বয়স্বন্তঃ' (অন্নবন্তঃ) 'সহস্বন্তঃ' (শক্তিমন্তঃ) 'অদব্ধাসঃ' (অন্যৈরপি অহিংসিতাঃ) ভবামঃ ইতি শেষঃ। দেবারাধনায়ৈঃ দেবস্য গুণং শক্তিঞ্চ লভামহে ইতি ভাবঃ।

২। 'চিত্রাবসো" (বৈচিত্র্যবিশিষ্টাঃ দেবতাঃ, রাত্রিদেবতা ইতি যাবৎ) অস্মাকং কর্ম্মাণি 'তে' (তব) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলরূপং) 'পারং' (সমাপ্তিং, সর্ব্বতোভাবেন ইতি যাবৎ) 'অশীয়' (ব্যাপ্নবানি)। (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানদেব! দীপ্তিমন্ত, অন্নদাতা, শক্তিপ্রদ, শত্রুসংহার-কারী, হিংসার অতীত, আপনাকে নিরন্তর পূজা করি (হৃদয়ে যেন প্রতি-ষ্ঠিত রাখি); তাহাতে আমরা দীপ্তিমান্, অন্নবন্ত, শক্তিযুক্ত এবং (শত্রু কর্ত্তৃক) অহিংসিত হই। দেবতার আরাধনায় দেবতার গুণশক্তি লাভ হয়—ইহাই ভাবার্থ।

২। বৈচিত্র্যবিশিষ্ট হে দেবীগণ (রাত্রিদেবতা)! আমাদিগের কর্ম্মসমূহে আপনাদিগের মঙ্গল-রূপ সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হউক (আপনারা মঙ্গলরূপে ব্যাপ্ত হউন)। (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

অগ্নিদেবত্যা মহাপঙ্‌ক্তিঃ। যস্যাঃ ষট্‌পাদা অষ্টাক্ষরা সা মহাপঙ্‌ক্তিঃ। অত্র ষষ্ঠঃ সপ্তাক্ষরঃ॥ হে অগ্নে! শতং হিমাঃ শতং বর্ষাণি অস্মদায়ুষি বর্ত্তমানান্ শতং সংবৎসরান্ ত্বাং সমিধীমহি নৈরন্তর্য্যেণ বয়ং দীপয়ামঃ। কিম্ভূতা বয়ং। ইন্ধানাঃ ত্বদনুগ্রহেণ দীপ্যমানঃ তথা বয়স্বন্তঃ। বয় ইতি অন্ননাম (নি০ ২।৭৭) অন্নবন্তঃ সহস্বন্তঃ বলবন্তঃ। সহ ইতি বলনাম (নি০ ২।৯।২৭)। অদব্ধাসঃ অদব্ধাঃ অনুপহিংসিতাঃ কেনাপি। দম্ভোতির্হিংসাকর্ম্মা। আজ্জসেরসুগিতি (পা০ ৭।১।৫০) অসুক। কিম্ভূতং ত্বাং। দ্যুমন্তং দীপ্তিমন্তং। বয়স্কৃতং বয়োঽন্নং করোতীতি বয়স্কৃৎ তং। সহস্কৃতং সহো বলং করোতীতি সহস্কৃৎ তং। সপত্নদম্ভনং সপত্নানাং শত্রূণাং হিংসিতারং। অদাভ্যং কেনাপি হিংসিতুমযোগ্যং॥ চিত্রাবসো রাত্রিদেবত্যং যজুর্ঋষিদৃষ্টং। রাত্রির্বৈ চিত্রাবসুঃ সা হীমং সংগৃহ্যেব চিত্রাণি বসতীতি (২৩।৪।২২) শ্রুতেশ্চিত্রাবসুশব্দেন রাত্রিঃ। চিত্রাণি বিবিধানি চন্দ্রনক্ষত্রান্ধকাররূপা

যসন্নি যস্যাং রাত্রৌ সা চিত্রাবসুঃ। হে চিত্রাবসো রাত্রে স্বস্তি ক্ষেমং যথা তথা তে তব পারং সমাপ্তিমশীয় ব্যাপ্নবানি। অস্মুত্তের্ব্বহুলং ছন্দসীতি (পা০ ২।৪।৭৩) শপো লুকি লিঙ্‌-ত্তমৈকবচনে রূপং। যথা লোকে মনুষ্যেষু সুপ্তেষু চৌরা গৃহে প্রবিশন্তি তদ্বদত্র দেবযজনে রক্ষাংসি প্রবিশন্তীতি শঙ্কয়া তন্নিবারণায় রাত্রিপ্রার্থনং ॥ (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকায় প্রথমাংশে দেবতার স্বরূপ-শক্তি পরিবর্ণিত হইয়াছে। দেবতা যে অন্নদাতা শক্তিদাতা শত্রুনাশক এবং সকলের হিংসা-দ্বেষের অতীত, তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত কয়েকটী বিশেষণে তাহাই প্রকটিত রহিয়াছে। জ্ঞানদেবতার বা জ্ঞানের শক্তি যে অসীম, সে শক্তির যে পার নাই, ঐ কয়টী বিশেষণে তাহাই বুঝা যায়। সেই যে জ্ঞানদেবতা, প্রার্থী এখানে তাঁহার নিকট সেই অন্ন, সেই শক্তি, সেই শত্রুনাশসামর্থ্য, সেই হিংসার অতীত অবস্থা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথম মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশমান্। দেবারাধনায় দেবতার গুণশক্তি লাভ হউক,—ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে দেবতাকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে ব্যাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এখানে দেবতা 'চিত্রবসো' সম্বোধনে আহূত হইয়াছেন। রাত্রি নক্ষত্রাদি-বিচিত্র-ভূষণে ভূষিতা বলিয়া, ঐ সম্বোধন রাত্রিদেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ভাষ্যকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এখানে রাত্রিদেবতা অর্থ পরিগ্রহ করিলে, একটী ভাব মনে আসিতে পারে। অন্ধকার রাত্রির দ্যোতক। অন্ধকারের ব্যাপ্তি যেমন অবিচ্ছিন্ন, হে দেবতা, সেই ভাবে আপনি আমাতে ব্যাপ্ত হউন—ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দেবভাবের আরাধনার পর দেবীভাবে আরাধনারও এক নিগূঢ় লক্ষ্য আছে। স্নেহকরুণা মাতৃভাবে (দেবীভাবে) সম্যক্ প্রকটিত হয়। দেবীগণ—মাতৃগণ—বিচিত্র অভিনব মাতৃত্বশক্তি-সম্পন্না। তাই তাঁহাদিগকেই আহ্বান করা হইয়াছে। (৩অ—১৮ক—১-২ম)।

ঊনবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ঊনবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

সং ত্বমগ্নে সূর্য্যস্য বর্চ্চসাগথাঃ সমৃষীণাᳬ স্তুতেন।

সং প্রিয়েণ ধাম্না সমহমায়ুষা সং বর্চ্চসা সং প্রজয়া

সᳬ রায়স্পোষেণ গ্মিষীয় ॥ ১৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব)! 'ত্বং সূর্য্যস্য' (সূর্য্যদেবস্য, জ্যোতিরাধারস্য) 'বর্চ্চসা' (তেজসা) 'সং গথাঃ' (সংগতোঽসি), 'ঋষিণাং' (জ্ঞানিনাং) 'স্তুতেন' (স্তোত্রেণ, মন্ত্রেণ সহ) 'সং' (সংগতোঽসি), 'প্রিয়েণ ধাম্নাঃ' (প্রিয়াভিরাহুতিভিঃ, অন্তরস্থৈঃ আহবনীয়ৈঃ, ভক্তি-ভিরিতি যাবৎ) 'সং' (সংগতোঽসি); ভবৎপ্রসাদাৎ 'অহং আয়ুষা' (অহমপি অপমৃত্যুদোষ-রহিতেন, পূর্ণায়ুস্কালেন) 'সং গ্মিষীয়' (সংগতো ভূয়াসং), তথা 'বর্চ্চসা' (বিদ্যৈশ্বর্য্যাদিপ্রযুক্ত-তেজসা, জ্যোতিষা) 'সং' (সংগতো ভূয়াসং), তথা 'প্রজয়া' (পুত্রাদিকয়া, লোকানুরাগিতয়া) 'সং' (সংগতো ভূয়াসং), তথা 'রায়স্পোষেণ' (পরমার্থরূপস্য ধনস্য পুষ্ট্যা) 'সং' (সংগতো ভূয়াসং)। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ তেজসা স্তোত্রেণ ভক্তিভিশ্চ সহ সংগতোঽস্তি; স দেব মহ্যং আয়ুঃ বর্চ্চঃ প্রজাং রয়িং চ প্রযচ্ছতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—১৯ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি জ্যোতিরাধার সূর্য্যদেবের তেজের সহিত সঙ্গত আছেন, জ্ঞানিগণের স্তুতিমন্ত্রের সহিত আপনি সঙ্গত আছেন, অন্তরস্থ অতি-প্রিয় আহবনীয়ের (ভক্তির) সহিত আপনি সঙ্গত আছেন; আপনার অনুগ্রহে অকালমৃত্যুরহিত পূর্ণআয়ুস্কালের সহিত আমার সঙ্গতি হউক (আপনার অনুগ্রহে আমি যেন পূর্ণআয়ুঃকাল প্রাপ্ত হই), বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি তেজের সহিত আমার সঙ্গতি হউক (আমি যেন বিদ্যা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির তেজঃ প্রাপ্ত হই), পুত্রাদির (লোকানুরাগি-তার) সহিত আমার সঙ্গতি হউক (আমি যেন উপযুক্ত সন্তান-সন্ততি লাভ করি, অথবা আমার যেন লোকানুরাগ বৃদ্ধি পায়), আর পরমার্থ-রূপ ধনের পুষ্টির সহিত যেন আমি সঙ্গত হই (আমাতে যেন পরমার্থ-রূপ ধন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়)। (৩অ—১৯ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।৪) সং ত্বমিত্যুপারিশ্রেতি॥ উপপ্রয়ন্ত ইত্যাদিভিস্তিস্রাবসো ইত্য-ন্তৈর্মন্ত্রৈরুক্থারোপস্থানমত্র উপবিশ্যেতি বিশেষঃ। হে অগ্নে! ত্বং সূর্য্যস্য বর্চ্চসা তেজসা সমগথাঃ রাত্রৌ সংগতোঽসি। তদ্যদস্তং যন্নাদিত্য আহবনীয়ং প্রবিশতি তেনৈতদাহেতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।২৪)। ঋষীণাং মন্ত্রাণাং স্তুতেন স্তোত্রেণ সমগথাঃ। বহবো মন্ত্রা অগ্নিং স্তুবন্তি। তদ্যদুপতিষ্ঠতে তেনৈতদাহেতি (২।৩।৪।২৪) শ্রুতেঃ। প্রিয়েণ ধাম্না প্রিয়াভিরাহুতিভিঃ সমগথাঃ। আহুতয়ো বা অস্য প্রিয়ং ধামেতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।২৪)। যথা ত্বমেতৈস্ত্রিভিঃ

সঙ্গতঃ। এবমহমপি ত্বৎপ্রসাদাদায়ুষা অপমৃত্যুদোষরহিতেন সংগ্মিষীয় সঙ্গতো ভূয়াসং। তথা বর্চ্চসা বিদ্যৈশ্বর্য্যাদিপ্রযুক্ততেজসা সংগ্মিষীয়। তথা প্রজয়া পুত্রাদিকয়া সংগ্মিষীয়। তথা রায়স্পোষেণ ধনস্ত পুষ্ট্যা সংগ্মিষীয়। আয়ুরাদীনি মম সন্তিত্বার্থঃ। সমগথাঃ। গমেঃ সমো গম্যৃচ্ছীত্যাদিনা (পা০ ১।৩।২৯) তঙ্‌মধ্যমৈকবচনে লুঙি সিচি গমশ্চেতি (পা০ ১।২।১৯) সিচঃ। কিত্ত্বেঽনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা (পা০ ৬।৪।৩৭) মলোপে হ্রস্বাদঙ্গাদিতি (পা০ ৮।২।২৭) সিচো লোপে রূপং॥ গ্মিষীয় গমেরাশির্লিঙি উত্তমৈকবচনে ইটোঽদিত্যকারে (পা০ ৩।৪।১০৬) পরে সীয়ুটি কৃতে ছান্দসে ইড়াগমে গমহনেত্যুপধালোপে (পা০ ৬।৪।৯৮) রূপং॥ ১৯॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:০:০:০:——

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দেবতা কোন্ ভাবের মধ্যে কোথায় অবস্থিতি করেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন বিষয়ে দেবতার করুণার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে ঐ দুই অংশেই প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে দুই রূপ ভাব বিকাশ পায়। প্রথমতঃ, দেবতা যে ভাবের মধ্যে যেখানে সঙ্গত হয়েন, তাহা বুঝিতে পারিলে, আপনাতে সেই ভাবের বিকাশ-পক্ষে প্রয়াস আসে। যখন বুঝিতে পারি,—জ্যোতির মধ্যে তিনি সংগত হন, তখন হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির সঞ্চারে প্রযত্ন হয়। যখন বুঝিতে পারি—জ্ঞানিগণের স্তোত্রের মধ্যে তিনি সঙ্গত হন, তখন জ্ঞানিজনোচিত স্তোত্রমন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্তি আসে। আবার যখন বুঝিতে পারি—তাঁহার প্রিয়ধামের সহিত তিনি সঙ্গত হন, হৃদিনিঃসৃত আহবনীয়ের মধ্যে—অন্তরস্থ ভক্তিভাবের মধ্যে—তিনি বিরাজ করেন; তখন সেই ধাম প্রস্তুতের জন্ম—সেই আহবনীয় সঞ্চয়ের জন্ম—সেই ভক্তিভাবের উন্মেষ-পক্ষে প্রচেষ্টা হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে সেই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কি প্রকারে তোমার মধ্যে সেই দেবতা সঙ্গত হন, উহাতে তাহার পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। তোমাতে ঐ সকল ভাবের সমাবেশ করাইয়া তুমি তাঁহাকে লাভ কর—ইহাই প্রথমাংশের উপদেশ।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের প্রার্থনায়, মানুষের কি প্রয়োজন—তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রার্থনায় কেমন সুন্দর একটী স্তর-নির্দ্দেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম—আয়ুর প্রার্থনা। ভগবানের উপাসনার পক্ষে নীরোগ দীর্ঘ আয়ুর প্রয়োজন। যেখানে আয়ুঃলাভের কামনা আছে, শাস্ত্রে সেইখানেই 'ভগবানের উপাসনার জন্যই যে সে আয়ুর প্রয়োজন'—এই ভাব ব্যক্ত আছে। ভোগের জন্ম প্রার্থনায় আয়ুঃ কখনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু, ভগবানের সেবায় বিনিযুক্ত থাকিবার সঙ্কল্পে আয়ুঃকাল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এখানে আয়ুঃলাভের কামনায় সেই লক্ষ্যই প্রতীত হয়। দ্বিতীয় প্রার্থনা—'বর্চ্চসা'। ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যাদিজনিত তেজ' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে; আয়ুঃলাভের প্রার্থনার পর, এই প্রার্থনাই সঙ্গত হয়। আয়ুঃ হউক—জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের

জয়। ইহাই ভো চাই! অবশ্য ঐশ্বর্য্য বলিতে, এখানে ভগবদ্বিভূতির ভাবই মনে আসে। তৃতীয় প্রার্থনা—চাই 'প্রজা।' ঐ 'প্রজা' পদে পুত্রাদি বুঝায়; জনসাধারণকেও বুঝায়। এখানে পুত্রবৎ সকলের প্রতি দৃষ্টির—লোকানুরাগের ভাব আসে। শেষ প্রার্থনা—'রায়-স্পোষেণ সং গ্মিষীয়'। কি ধনের সহিত সংগতি হউক, 'রয়ি' পদেই তাহা উপলব্ধ হয়। সে ধন যে পরমার্থ-রূপ ধন, তাহা আর পুনঃপুনঃ বুঝাইবার আবশ্যক করে না। আয়ুলোভ-প্রার্থনার চরম লক্ষ্য এইখানেই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩অ—১৯ক—১ম)।

—— • ——

বিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। বিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অন্ধ স্থান্ধো বো ভক্ষীয় মহ স্থ মহো বো ভক্ষীয়োর্জ্জ

স্থোর্জ্জং বো ভক্ষীয় রায়স্পোষ স্থ

রায়স্পোষং বো ভক্ষীয় ॥ ২০ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্যোতীরূপাঃ দেবাঃ! যূয়ং 'অন্ধ' (অন্নরূপাঃ, প্রাণপ্রদাঃ, আয়ুর্ব্বর্দ্ধকাঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধি) 'অন্ধঃ' (অন্নং, আয়ুঃ, শক্তিং) অহং 'ভক্ষীয়' (সেবেয়); তথা যূয়ং 'মহ' (পূজারূপাঃ, শ্রেষ্ঠস্থানীয়াঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধি) 'মহঃ' (পূজাত্বং, শ্রেষ্ঠত্বং) অহং 'ভক্ষীয়' (সেবেয়); তথা যূয়ং উর্জ্জ' (বলপ্রাণরূপাঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধি) 'উর্জ্জ' (বলং) 'ভক্ষীয়' (সেবেয়); তথা যূয়ং 'রায়স্পোষ' (পরমধনস্য পুষ্টিরূপাঃ) 'স্থ' (ভবথ); 'বঃ' (যুষ্মৎ-সম্বন্ধি) 'রায়স্পোষং' (পরমধনস্য পুষ্টিং) 'ভক্ষীয়' (সেবেয়)। দেবাঃ আয়ুরূপাঃ পূজনীয়াঃ বলপ্রাণদাতা পরমধনস্বরূপাঃ; তেষাং কৃপয়া অহং পূর্ণায়ুঃ শ্রেষ্ঠত্বং বলং পরমধনং চ লভামি। (৩অ—২০ক—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ! আপনারা অন্নস্বরূপ (আয়ুর্ব্বর্দ্ধক) হয়েন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় আয়ুঃ আমার সেব্য হউক (উপভোগে আসুক অর্থাৎ আমি যেন আপনাদিগের কৃপায় দীর্ঘায়ুঃ ও সৎকর্ম্মশীল হই); আপনারা পূজনীয় (শ্রেষ্ঠস্থানীয়) হয়েন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠত্ব

আমার সেব্য হউক (আপনাদিগের কৃপায় আমি যেন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হই ; আপনারা বল-প্রাণ-স্বরূপ হয়েন ; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় বল-প্রাণ আমার সেব্য হউক (অর্থাৎ আপনাদের কৃপায় আমি যেন বল-প্রাণ প্রাপ্ত হই) ; আপনারা পরম ধনের পুষ্টিস্বরূপ (পুষ্টিসাধক) হয়েন ; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় পরমধনের পুষ্টি আমার সেব্য হউক (অর্থাৎ আপনাদিগের কৃপায় আমি যেন পরমধনের অধিকারী হই)। (৩অ—২০ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

(কা০ ৪।১২।৫) গাং গচ্ছতান্ধ স্থেতি। অন্ধ স্থ রেবতীর-মধ্বমিতি যজুর্দ্বয়েন গাং গচ্ছতি। গৌর্দ্দেবতা। হে গাবো যূয়মন্ধ স্থ অন্নরূপাঃ স্থ। ক্ষীরাজ্যাদিরূপস্যান্নস্য জনকত্বা-দন্নত্বোপচারঃ। অতো ভবৎপ্রসাদাদ্বো যুষ্মৎসম্বন্ধি অন্ধঃ ক্ষীরাজ্যাদিরূপমন্নমহং ভক্ষীয় সেবেয়। ভজ সেবায়ামিত্যস্যাশীর্লিঙ্ উত্তমৈকবচনে রূপং॥ তথা যূয়ং মহ স্থ পূজ্যরূপাং স্থ। মহ পূজায়াং। অতো বো যুষ্মাকং পূজ্যানাং প্রসাদাদহমপি মহো ভক্ষীয় পূজ্যত্বং সেবেয়। গোন´ পদাস্প্রষ্টব্যেত্যাদিস্মৃতের্গবাং পূজাত্ব প্রসিদ্ধিঃ। যদ্বা মহঃশব্দেন দশবীর্য্যাণ্যুচ্যন্তেতানি। যথা গৌর্বৈ প্রতিধুক্ তস্যৈ শৃতং তস্যৈ শরস্তস্যৈ দধিতস্যৈ মস্তু তস্যা আতঞ্চনং তস্যৈ নবনীতং তস্যৈ ঘৃতং তস্যা আমিক্ষা তস্যৈ বাজিনমিতি শ্রুত্যুক্তানি। প্রতিধুক্ তৎকাল-দুগ্ধং শৃতমুষ্ণং তৎ। শরো দুগ্ধমণ্ডঃ। মস্তু দধিরসঃ। আতঞ্চনং দধিপিণ্ডঃ। আমিক্ষা স্ফুটিতং দুগ্ধং। বাজিনমামিক্ষাজলমিতি। শ্রুত্যর্থঃ॥ এতদ্দশবীর্যারূপা যূয়ং স্থ। অতো বো মহো বীর্য্যমহং সেবেয়েত্যর্থঃ॥ তথা যূয়মূর্জ্জ স্থ বলরূপাঃ স্থ গোক্ষীরাদের্ব্বল-হেতুত্বাৎ বলরূপত্বোপচারঃ। ঊর্জ্জ বলপ্রাণনয়োঃ। বো যুষ্মাকং প্রসাদাদূর্জ্জং ভক্ষীয় বলং সেবেয়॥ তথা রায়স্পোষ স্থ ধনপুষ্টিরূপাঃ স্থ। বৈশ্যা হি ক্ষীরাজ্যাদিবিক্রয়েণ ধনং পুষ্যন্তি। অতো ধনপুষ্টিত্বোপচারঃ। বো যুষ্মাকং প্রসাদাদ্রায়স্পোষং ধনপুষ্টিং ভক্ষীয় সেবেয়। অদ্ধ-স্বেত্যাদৌ খর্পরে শরীতি (পা০ ক০ ৮।৩।৩৬ বা০ ১) বিসর্গলোপঃ॥ ২০॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

মন্ত্রের সম্বোধ্য দেবতার বিষয় ভাষ্যে যাহা লিখিত আছে এবং তদনুসারে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার সহিত আমাদের পরিগৃহীত অর্থের কোনই সঙ্গতি ছিল না। ভাষ্যকারের ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, এই মন্ত্র গাভীগণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে গাভীগণ, আপনারা অন্নরূপা হয়েন ; কেন-না, ক্ষীর ঘৃত প্রভৃতি-রূপ অন্নসমূহ আপনাদিগ হইতে উৎপন্ন হয় ;

অতএব, আপনাদের প্রসাদে ক্ষীরাজ্যাদি-রূপ অন্ন আমাদিগের ভক্ষণীয় হউক। আপনারা মহ (শৃত, শর, দধি, আতঞ্চন, নবনীত, ঘৃত প্রভৃতি দশবিধ পুষ্টিসাধন খাদ্যের জনয়িতা বলিয়া) অর্থাৎ বীর্য্যসম্পন্না; আপনাদিগের সেই বীর্য্যপ্রদ সামগ্রী দ্বারা আমাদিগের বীর্য্যবৃদ্ধি হউক। এইরূপ আজ্যক্ষীরাদির দ্বারা আপনার 'উর্জ্জ' অর্থ বলপ্রাণরূপা; ঐ সকল সামগ্রীর দ্বারা আমাদিগের বলপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত হউক। আপনারা 'রায়স্পোষ' অর্থাৎ ধনদাতা; কেন-না, আপনাদিগ হইতে উৎপন্ন দুগ্ধাদি বিক্রয়ে বৈশ্য-গণের অর্থলাভ হয়; আমাদিগেরও সেই প্রকারে ধনপুষ্টি হউক।' গাভীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণে এইরূপ প্রার্থনা করা হইবে,—মন্ত্রের ইহাই প্রচলিত অর্থ।

এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত কণ্ডিকা-সমূহে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণেরই সম্বোধন ছিল। হঠাৎ এখানে গাভীসকলকে টানিয়া আনার কোনই প্রয়োজন নাই। প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যজ্ঞে গাভী সম্বন্ধে বিহিত থাকে, থাকুক; তাহাতে আপত্তি করি না। কিন্তু মন্ত্রার্থে কেন গাভীসকলকে লক্ষ্য থাকিবে? গাভীসকলকে টানিয়া আনিয়া, ক্ষীর দুধ ঘৃতকে টানিয়া আনারই বা কি কারণ আছে? আয়ুঃ বৃদ্ধি কেবল ক্ষীর-দুধেই হয় না। শ্রেষ্ঠত্বও কেবল ক্ষীর-দুধেই হয় না। বল-প্রাণও কেবল ক্ষীর-দুধের উপর নির্ভর করে না। 'রয়ি' যে পরম ধন, তাহাও ক্ষীর-দুধের অধিগত নহে। তার পর, গাভী সকলের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিলেই যে তাহারা ঐ সকল সামগ্রী প্রদান করিবে বা প্রদান করিতে পারে, তাহাও মনে করা যায় না। বিশেষতঃ, মন্ত্রটীকে যখন সরলভাবে দেবগণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, মন্ত্রার্থ সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন কেন অবান্তর ভাব অধ্যাহার করিয়া আনি? ফলতঃ, আমাদের মত এই যে, এই মন্ত্রে দ্যোতমান দেবগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে; তাঁহাদের গুণশক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে সেই গুণ-শক্তি পাইবার প্রার্থনা জানান হইয়াছে।

পূর্ব্ব-কণ্ডিকায় এক দেবতার আহ্বানে যে প্রার্থনা যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, এখানে জ্যোতিমান বহু দেবতার আহ্বানে সেই প্রার্থনা সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা' ও 'বঙ্গানুবাদ' সেই তথ্যই প্রদান করিবে। (৩অ—২০ক—১ম)।

—•—

একবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

রেবতী রমধ্বমস্মিন্‌যোনাবস্মিন্‌গোষ্ঠেঽস্মিঁল্লোকেঽস্মিন্‌ক্ষয়ে।

ইহৈব স্ত মাপগাত॥ ২১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রেবতীঃ' (হে রেবত্যঃ, হে পরমার্থযুক্তাঃ দেবতাঃ) 'অস্মিন্' (দৃশ্যমানে, আরব্ধমানে) 'যোনৌ' (যজ্ঞে, কর্ম্মে) যূয়ং 'রমধ্বং' (ক্রীড়ত, আনন্দরূপেণ বিরাজত); অস্মিন্, (লক্ষীভূতে) 'গোষ্ঠে' (জ্ঞানকিরণাধারে হৃদয়ে) 'অস্মিন্' (পরিদৃশ্যমানে) 'লোকে' (সংসারে, সর্ব্বত্র) 'অস্মিন্' (অস্মাকং লক্ষীভূতে) 'ক্ষয়ে' (মোক্ষরূপে নিবাসস্থানে) রমধ্বং ইতি শেষঃ ; 'ইহ ইব (অস্মিন্ লোকে গোষ্ঠে বা ক্ষয়ে ইব) 'স্ত' (ভবত), মা অপগাত' (অন্যত্র মা গচ্ছত)। পরমধনাধিকারিণো দেবাঃ সদা আনন্দরূপেণ অস্মাসু বিভ্রমন্তো ভবত। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৩অ—২১ক—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পরমার্থবিশিষ্ট হে দেবতা। আমাদিগের এই আরব্ধ কর্ম্মে (অনুষ্ঠিত যজ্ঞে) আপনারা আনন্দ-রূপে বিরাজমান্ হউন ; জ্ঞানকিরণাধার (আমাদিগের) এই হৃদয়ে, পরিদৃশ্যমান্ এই সংসারে, আমাদিগের লক্ষীভূত মোক্ষরূপ সেই নিবাসস্থানে, আপনারা আনন্দরূপে চির-বিদ্যমান্ হউন ; এখানেই (হৃদয়ে, সংসারে বা মোক্ষস্থানেই) আপনারা (আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে) থাকুন ; অন্য আর কোথাও যাইবেন না। (৩অ—২১ক—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে রেবতীঃ রেবত্যঃ ধনবত্যো গাবঃ। ধনহেতুত্বেন ধনবত্ত্বং গবাং। রয়িরিচ্ছিতত্বে যাসাং তা রেবত্যঃ। রয়িশব্দাৎ মতুপ্ রয়ের্ম্মতৌ বহুলমিতি (পা০ বা০ ৬।১।৩৭ বা০ ৮) রয়ের্ম্মতৌ পরে সংপ্রসারণং। সংপ্রসারণাচ্চেতি (পা০ ৬।১।১০৮) পররূপমাদ্গুণঃ (পা০ ৬।১।৮৭)। পশবো বৈ রেবন্ত ইতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।২৬)। হে রেবত্যঃ অস্মিন্ যোনৌ দৃশ্যমানেঽগ্নিহোত্রহবির্দোহনস্থানে যূয়ং রমধ্বং ক্রীড়ত দোহনাদূর্ধ্বমস্মিন্ গোষ্ঠে যজমান-সম্বন্ধি গোবাটে রমধ্বং। গোষ্ঠশব্দেন গৃহাদ্বহির্ব্বিস্রম্ভেণ সঞ্চারপ্রদেশঃ। সর্ব্বদাস্মিন্ লোকে। লোকদর্শনে। যজমানদৃষ্টিবিষয়ে রমধ্বং। রাত্রৌ অস্মিন্ ক্ষয়ে যজমানগৃহে রমধ্বং। ক্ষয়ো নিবাস (পা০ ৬।১।২০১) ইত্যাদ্যুদাত্তঃ ক্ষয়শব্দো নিবাসবাচী। কিংচ। ইহৈব স্ত যজমান-গৃহে এব ভবত। মা অপগাত। অন্যত্র মা গচ্ছত। ইণো গা লুঙীতি (পা০ ২।৪।৪৫) এতের্লুঙি গাদেশে রূপং॥ (৩অ—২১ক—১ম)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:•○•:§—

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ, পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রও গাভীসকলকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। সে পক্ষে এ মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে ধনবতী গাভীসকল! দৃশ্যমান এই যজ্ঞযোনিতে অর্থাৎ অগ্নিহোত্র-হবির্দ্দোহন-স্থানে তোমরা ক্রীড়া কর; (কেন-না এখনই দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে); তার পর, যজমানের যে গোষ্ঠ অর্থাৎ গোচারণ স্থান আছে, সেখানে গিয়া তোমরা বিচরণ কর (চাড়য়া বেড়াও); সর্ব্বদা যজমানের দৃষ্টির মধ্যে থাক; রাত্রিতে তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আইস। যজমানের ঘরেই থাক; অন্যত্র কোথাও আর গমন করিও না।' এই তো মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ!

এখন, কোন্ পদে কি অর্থ পরিগৃহীত হয়, এবং আমরাই বা কেন তাহার অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেছি; তাহা বিচার করিয়া দেখুন। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ। ঐ পদে ভাষ্যকার 'গাভীসকল' অর্থ আমনন করিয়াছেন। আমরা অর্থ করিয়াছি—'পরমার্থযুক্ত দেবতা'। ঐ পদের উৎপত্তি-মূল—'রয়ি'। 'রয়ি' শব্দে 'ধন' (পরমধন) বুঝায়। 'রয়ি আছে'—এই অর্থে 'মতুপ্' প্রত্যয়ে 'রেবতী' পদ নিষ্পন্ন হয়। এখন, ইহা হইতে 'গাভী-সকল' অর্থ কি করিয়া আসিয়া থাকে, বুঝিয়া দেখুন। গাভী-সকল হইতে দুগ্ধ ক্ষীর ঘৃত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; সুতরাং গাভীরাই 'রেবতী' অর্থাৎ ধনবিশিষ্ট হইল। হায় বেদ! এই তোমার ব্যাখ্যা! আমরা ঋগ্বেদেও এই শব্দ বিভিন্ন স্থানে পাইয়াছি; এবং সে সকল স্থলে 'পরমার্থবিশিষ্ট' দেব-সম্বন্ধেই ঐ পদের প্রয়োগ দেখিয়াছি।* 'রমধ্বং' পদে 'আনন্দরূপে বিদ্যমান্ বা ক্রীড়মান্ হউন, ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'রেবতী রমধ্বং' পদদ্বয়ে তাহাতে ভাব আসে,—'হে পরমার্থ বিশিষ্ট দেবগণ (দেবীগণ) আপনারা আমাদিগের মধ্যে আনন্দরূপে ক্রীড়া করুন।' দেবগণ পরম ধনের অধিকারী; সে ধন আনন্দের নিদান; তাঁহারা সেই ধন সহ আমাদিগের মধ্যে বিচরণ করুন—প্রতিষ্ঠিত রহুন—ইহাই ঐ দুই পদের ভাবার্থ।

অতঃপর, 'অস্মিন্ যোনৌ' 'অস্মিন্ গোষ্ঠে' 'অস্মিন্ লোকে' এবং 'অস্মিন্ ক্ষয়ে'—এই বাক্যাংশ-চতুষ্টয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝা যাউক। উৎপত্তি-স্থানকে 'যোনি' কহে। কর্ম্মই উৎপত্তি-স্থান। কর্ম্ম দ্বারাই মানুষকে জন্ম-জরা-মরণের পথে গতিবিধি করিতে হয়। সুতরাং 'যোনি' পদ জন্মমূল কর্ম্মকেই বুঝাইতেছে। তাহা হইলে 'অস্মিন্ যোনৌ' বাক্যাংশে 'আমাদিগের আরব্ধমান্ কর্ম্মে' অর্থাৎ 'আমরা যে সকল কর্ম্ম করি তাহাতে' এই ভাব আসে। এই বার 'গোষ্ঠে' পদে কি ভাব আমনন করা যায়, উপলব্ধ করুন। 'গো' শব্দে বেদে প্রায় সর্ব্বত্রই জ্ঞান-কিরণ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়ে বহু আলোচনা

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশৎ সূক্তের ১৩ ঋকের বিশদার্থে এই 'রেবতীঃ' পদের আলোচনা দেখুন।

করা হইয়াছে। এ পক্ষে এখানে 'গোষ্ঠে' পদের 'গোচারণ-ক্ষেত্র' অর্থ কখনই সঙ্গত হয় না। আমরা বলি, ঐ পদে এখানে হৃদয়কে বুঝাইতেছে। হৃদয়ই জ্ঞান-কিরণের আধার। 'অস্মিন্ গোষ্ঠে' পদে 'আমাদিগের এই হৃদয়ে' অর্থই প্রতিপন্ন হয়। 'অস্মিন্ লোকে' পদদ্বয়ে 'এই সংসারে' অর্থ আসে। তাহাতে 'আমাদের সকলের মধ্যে', 'সংসারের সকলের মধ্যে' এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ, কেহ যেন আপনাদিগের করুণায় বঞ্চিত না হয়—এবম্বিধ বিশ্বহিতাকাঙ্ক্ষা ঐ বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষয়ে' পদের অর্থ—'নিবাসস্থান'। 'ক্ষয়' বলিতে কিরূপ নিবাস-স্থানকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষয়—বাসনাক্ষয়মূলক পাপ-ক্ষয়মূলক নিবাস-স্থান—মোক্ষ। এ পক্ষে, 'অস্মিন্ ক্ষয়ে' পদদ্বয়ে, আমাদিগের জীবনের যে লক্ষ্যস্থল পরমসুখধাম মোক্ষধাম প্রাপ্তি, তাহাকেই বুঝাইতেছে। 'ইহ' পদে ঐ তিন স্থানকেই যথাক্রমে বুঝাইয়া থাকে। ঐ তিন স্থানে দেবীগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদিগের সহায় হউন, সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। সে তিন স্থান কি কি, তাহাও বলা হইতেছে। প্রথম—উৎপত্তি-স্থান কর্ম্মে, দ্বিতীয়—জ্ঞানাধার হৃদয়ে, তৃতীয়—সর্ব্বব্যাপী-রূপে লোকসকলে সর্ব্বত্র, চতুর্থ—লক্ষ্যস্থল মোক্ষ-স্থানে। পর্য্যায়ক্রমে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরমার্থপ্রদাতা দেবতা আনন্দ-স্বরূপে অবস্থিতি করুন; এবং তিনি যেন কোনও কালে কোনও অবস্থায় আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন; এখানে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—'হে পরমার্থধনপ্রদাত্রী দেবীগণ (দেবতাসকল)! আপনারা আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মে, আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে, সকল লোকের আবাস-স্থানে এবং মোক্ষপ্রাপ্তি-পক্ষে, ওতঃপ্রোতঃ বিদ্যমান থাকুন। কখনও আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না। আপনাদিগের আনন্দ-রূপ আমাদিগের মধ্যে চির-উদ্ভাসিত হউক।' দেবীভাবে অর্চ্চনা করার উদ্দেশ্য—স্নেহকরুণার প্রাধান্য-খ্যাপন। সংসারে দেবীমূর্ত্তিতে—মাতৃমূর্ত্তিতেই—স্নেহ-করুণা সম্যক্ বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সেই ভাবই এখানে উক্তরূপ সম্বোধনে প্রকাশ পাইয়াছে। (৩অ—২১ক—১ম)।

—•—

দ্বাবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সꣳহিতাসি বিশ্বরূপ্যূর্জ্জা মাবিশ গৌপত্যেন।

(২) উপ ত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।

নমো ভরন্ত এমসি ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেবতে! ত্বং 'সংহিতা' (সংযুক্তা, সৎকর্ম্মমধ্যে বিরাজিতা) 'অসি' (ভবসি); 'বিশ্বরূপী' (বহুরূপৈর্যুক্তা, সর্ব্বময়ী) সা ত্বং 'উর্জ্জা' (বলপ্রাণদানেন) 'গৌপত্যেন' (জ্ঞানকিরণবিতরণেন, জ্ঞানাধিপত্যদানেন চ) 'মা' (মাং) 'আবিশ' (সর্ব্বতঃ প্রবিশ)। হে দেবি! জ্ঞানং শক্তিঞ্চ মহ্যং প্রযচ্ছ; ময়া সহ চিরবিদ্যমানা ভব। ইত্যেবং প্রার্থনা।

২। 'অগ্নে' (হে দেব)! 'দিবেদিবে' (প্রত্যহং) 'দোষাবস্তঃ' (রাত্রৌ দিবা চ প্রকাশমানং, রাত্রৌ প্রকাশমানং) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, সঙ্কল্পবিরহিতচিত্তেন) 'নমঃ' (নমস্কারং, প্রণামং) 'ভরন্তঃ' (কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) 'বয়ং' (যাজ্ঞিকাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (সমীপে) 'এমসি' (আগচ্ছামঃ, প্রাপ্নুমো বা)। 'ত্বমেকঃ পরাৎপরঃ' ইতি বুদ্ধ্যা যে সদা ত্বন্নিবিষ্টচিত্তা ভবন্তি, তে খলু তব সন্নিহিতা এব ইতি ভাবঃ। (৩অ—২২ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে দেবীকে—স্নেহকরুণাদানকর্ত্রীকে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে সম্বোধন করা হইয়াছে।]

১। হে দেবী! আপনি সৎকর্ম্ম-মধ্যে বিরাজিত হয়েন; সর্ব্বময়ী (বিশ্বরূপা) আপনি বলপ্রাণপ্রদানে এবং জ্ঞানাধিপত্যদানে আমাতে অধিষ্ঠিত হউন। (প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—হে দেবি! আমায় জ্ঞান-শক্তি প্রদান করুন, আমার মধ্যে চিরবিদ্যমান্ রহুন।)

২। হে অগ্নিদেব! আমরা প্রতিদিন দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ (অথবা রাত্রিতে প্রকাশমান্) আপনাকে অন্তরের সহিত (অথবা সঙ্কল্প-বিরহিতচিত্তে) অর্চ্চনা করিতে করিতে আপনার সমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হই (অর্থাৎ, আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৩অ—২২ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।৬) সংহিতেত্যালভতইতি। গামিত্যনুবর্ত্ততে। হে গৌঃ! ত্বং সংহিতাসি ক্ষীরাজ্যরূপহবির্দ্দানায় যজ্ঞকর্ম্মভিঃ সংযুক্তাসি। কিম্ভূতা? বিশ্বরূপী বিশ্বং রূপং যস্যাঃ সা। শুক্লকৃষ্ণাদিবহুরূপৈর্যুক্তা। সা ত্বমূর্জ্জা ক্ষীরাদিরসেন গোপত্যেন গোস্বামিত্বেন মা মামাবিশ সর্ব্বতঃ প্রবিশ। ত্বৎপ্রসাদাম্মম বহুবিধো রসো বহুবিধং গোস্বামিত্বং চ সম্পদ্যতামিত্যর্থঃ। (কা০ ৪।১১।৭) গার্হপত্যং গত্বোপতিষ্ঠতেউপত্বেতীতি॥ উপ ত্বা॥ ত্রিস্রো গায়ত্র্য আগ্নেয্যো মধুচ্ছন্দো দৃষ্টাঃ। হে দোষাবস্তঃ! হে অগ্নে দোষা রাত্রিস্তস্যামপি বসতি অজস্রং ধার্যা-মাণত্বাত্রোপশাম্যতীতি দোষাবস্তা। যদ্বা অগ্নৌ হে দেবা! ইত্যুপক্রম্য তৈঃ সংগৃহ্য রাত্রিং প্রবিবেশেতীতিহাসেন অগ্নে রাত্রৌ প্রবেশ উক্তস্তময়ং মন্ত্র আহ। হে দোষাবস্তঃ রাত্রৌ

বসনশীলঃ গার্হপত্য ! দিবেদিবে প্রতিদিনং বয়ং যজমানাঃ ত্বা ত্বামুপ এমসি ত্বাং প্রত্যা-গচ্ছামঃ। ইদন্তোমসি। কিম্ভূতা বয়ং। ধিয়া শ্রদ্ধাযুক্তয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তঃ নমস্কারং সংপাদয়ন্তঃ। যদ্বা নম ইত্যন্ননাম (নি০ ২।৭।২১) অন্নং হবির্বিভ্রতঃ॥ (৩অ—২২ক—১-২ম) ॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ • §——

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী গাভীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে এই যে,—'হে গৌ (গাভী)! ক্ষীরাজ্যরূপ হবির্দ্দান-নিমিত্ত তুমি যজ্ঞকর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হও। তুমি বিশ্বব্যাপী; অর্থাৎ শুক্ল-কৃষ্ণাদি বহুরূপযুক্তা। সেই তুমি 'উর্জ্জা' অর্থাৎ ক্ষীরাদি রসের দ্বারা এবং 'গৌপত্যেন' অর্থাৎ গোস্বামিত্বের দ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার প্রসাদে বহু-বিধ রস ও বহুবিধ গোস্বামিত্ব সম্পাদিত হউক। গাভীকে স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—ইহাই বিধি আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী সম্বন্ধে ভাষ্যের মত এই যে,—ঐ মন্ত্রটী গার্হপত্য-অগ্নি সমীপে উপস্থিত হইয়া উচ্চারণ করিতে হয়। সে পক্ষে উহার ভাব এই যে,—'রাত্রিকালে দীপ্যমান্ হে গার্হপত্যাগ্নে! আমরা যেন প্রতিদিন শ্রদ্ধা-বুদ্ধির সহিত হবিঃ লইয়া নমস্কার করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হই।'

এখন, আমরা যে অর্থে উপনীত হইলাম, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করিতেছি। প্রথম মন্ত্রটীতে গাভীর সম্বোধন সঙ্গত হয় না। এক 'বিশ্বরূপাঃ' বিশেষণ-পদই তাহার অন্তরায়-সাধক। পূর্ব্ব-মন্ত্রে দেবীগণকে আহ্বান আছে। সেই 'দেবী' (স্নেহকারুণা-রূপিণী দেবী) কোথায় অবস্থিতি করেন? মন্ত্রে তাহারই আভাষ পাই। তিনি সৎকর্ম্মের সহিত (যজ্ঞাদির সহিত) সঙ্গত আছেন। 'সংহিতাসি' পদে তাহাই বুঝিতে পারি। এই বাক্য বলায়, আমরা যেন সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া তাঁহাদিগকে লাভ করি—এই ভাব প্রকাশ পায়। তার পর, বিশ্বরূপা সেই দেবী বল-প্রাণ-দানের সহিত এবং জ্ঞান-দানের সহিত আমাতে সংবিষ্ট হউন—ইহাই প্রার্থনা। মন্ত্রে এই অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে। 'গৌপত্যেন' পদে দুই দশটী গরুর অধিপতি হওয়ার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত। কিন্তু আমরা তাহা অনুমোদন করি না। জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কামনাই এখানে পরিব্যক্ত দেখি।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের সপ্তম ঋক্। সেখানে উহার ব্যাখ্যায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করিয়াছি, এখানেও সেই ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

দিবারাত্রি অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, তাঁহার বন্দনা তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে, তাঁহার সামীপ্য-লাভ যে সুনিশ্চিত, তাহা আর পুনঃপুনঃ বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ইহাই সার সত্য যে, তৎক্রিয়ায়, তদ্ধ্যানে, তদ্বিষয়চিত্ত থাকিতে

থাকিতে, ক্রমে ক্রমে তৎসালোক্য, তৎসাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে। এই মন্ত্রে এই নিত্যানত্য তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের কয়েকটী বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলে, জ্ঞান-রাজ্যের এক অভিনব তথ্য অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রে 'দোষাবস্তঃ' শব্দ আছে। ঐ শব্দে সাধারণতঃ 'দিবারাত্রি' (দোষা রাত্রি, বস্তঃ দিন) এই অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সূক্ত-সমূহ অনুশীলন করিলে 'দোষা' শব্দে 'রাত্রি' এবং 'বস্তঃ' শব্দে 'প্রকাশমান্' অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তদর্থে, যিনি রাত্রিতে প্রকাশমান্ অর্থাৎ অন্ধকারনাশক, তিনিই 'দোষাবস্তঃ'। কে তিনি?—যিনি অন্ধকার নাশ করেন! সে অন্ধকারই বা কি?—যে অন্ধকার নাশ করিবার জন্য সারা-সংসার আকুলি-ব্যাকুলি হইয়া ফিরিতেছে! সে দোষা, সে রাত্রি, সে অন্ধকার—সে তো আমার সাধারণ-দৃষ্টি-অবরোধকারী অন্ধকার নয়! সে যে আমার-অন্তর্দৃষ্টি-অবরোধকারী অজ্ঞান-অন্ধকার! আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে সেই অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে জ্যোতির্ম্ময়! তুমি জ্যোতিরূপে বিকাশ পাইয়া আমার এই অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের নিবিড় অন্ধকার অপসারণ কর। তুমি যে 'দোষাবস্তঃ'! তুমি যে অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী! তুমি ভিন্ন অন্য আর কে আছে যে, আমার এ হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিবে! সাধারণ অন্ধকার দূর করিতে হইলে, ক্ষুদ্র দীপালোকেও সে অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। কিন্তু এ যে হৃদয়ের আঁধার! এ আঁধার তো সে পার্থিব দীপালোকে দূরীভূত হইবার নহে! তুমি এস দেব!—একবার আমার হৃদয়ে উদয় হও! আমার অজ্ঞান আঁধার দূর হউক। জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত কর।' মন্ত্রে যেন সেই প্রার্থনাই প্রধানতঃ জানান হইতেছে,—'আঁধার হৃদয়ে প্রকাশমান্ আপনার অর্চ্চনা করিতে করিতে আমরা যেন আপনাতেই বিলীন হই।'

তার পর, অনুধাবন করিয়া দেখুন,—মন্ত্রের 'ধিয়া' পদ। 'ধিয়া' পদের সাধারণ অর্থ—'জানিয়া' বা 'ধ্যান করিয়া' বা 'বুঝিয়া' বলা যাইতে পারে। তদনুসারে, 'দোষাবস্তঃ' তুমি, তোমাকে যেন জানিতে পারি, তোমাকে যেন বুঝিতে পারি,—এই ভাব, এই অর্থ, সাধারণতঃ উপলব্ধ হয়। কিন্তু সে জানা—কেমন জানা? সে অনুভাবনা—কিরূপ অনুভাবনা? তুমি যে সেই বস্তু, তুমি যে সদ্বস্তু,—এমনভাবে জানাকেই প্রকৃত জানা বলে। কিন্তু সে জানা কিরূপভাবে সম্ভবপর? সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত-চিত্তে ভগবদারাধনাই সেই জানার বা সেই জ্ঞানের মূলীভূত। যে জ্ঞানে আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার বিত্ত ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়, আর সেই পুত্রকলত্রবিত্তের কামনায় ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্তি আসে; সে জ্ঞান ভ্রান্তজ্ঞান,—সে জ্ঞান কদাচ শুভকর জ্ঞান নহে। সে অবস্থা—জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ আদিম অবস্থা। সে স্তর—সে পর্য্যায় আরোহণীর প্রথম সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রকৃষ্ট জ্ঞান তাহাকেই বলে,—যে জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা নাই, কামনা নাই, পুত্রকলত্র-বিত্তাদির জন্য আকুলি-ব্যাকুলি নাই। আছে কেবল,—তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই জ্ঞান,—জগন্ময়রূপে যিনি অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমান্! সে নিরাকাঙ্ক্ষ, নির্ম্মল, প্রশান্ত অবস্থা—যে সঙ্কল্প-বিরহিত ভগবদুদ্দেশ্যে-প্রযুক্ত তৎকর্ম্মফল-তাঁহাতেই-সমর্পিত উপাসনা-রূপ কর্ম্ম, গীতায়

যাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে,—'ধিয়া' সেই অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

"ভরন্তঃ বয়ং ত্বা এমসি"—মন্ত্রের এই কয়টী শব্দে আর সকল ভাবই পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। তোমাকে অর্চনা করিতে করিতে,—তোমার অর্চনে, তোমার শরণে, তোমার বন্দনে, তোমার অনুধ্যানে, তন্ময় হইতে হইতে,—যেন তোমার সমীপে গমন করিতে পারি, তোমাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। আমায় সেই সামর্থ্য দেও,—আমার পূজা-পদ্ধতি যেন সেইরূপ-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়; আর সে অনুষ্ঠানে যেন, তোমাকে সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞানাধার জানিয়া তোমাতেই লীন হইতে পারি। (৩অ—২২ক—১-২ম)।

—— • ——

ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানꣳ স্বে দমে ॥ ২৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'রাজন্তং' (দীপ্যমানং, রাজানং) 'ঋতস্য' (সত্যধর্ম্মস্য) 'দীদিবিং' (স্বপ্রকাশং, দীপ্তিমন্তং) 'গোপাং' (রক্ষকং, রক্ষাকর্ত্তারং) 'স্বে' (স্বকীয়ে) 'দমে' (গৃহে, যজ্ঞশালায়াং, হৃদয়ে) 'বর্দ্ধমানং' (হবির্দানহেতুকং উত্তরোত্তরপ্রজ্বলিতং, ক্রমবৃদ্ধিকরং জ্ঞানঞ্চ) ত্বাং উপ এমসি ইতি শেষঃ। পূর্ব্বেণ অধ্যাহৃতঃ সম্বন্ধঃ। অত্র প্রার্থিনঃ জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৩ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যজ্ঞের রাজা, সত্যের রক্ষাকর্ত্তা, দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, আত্মগৃহে (হৃদয়ে) ক্রমবর্দ্ধমান্, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি! আমরা যেন আপনার সমীপস্থ হইতে পারি; অর্থাৎ, আপনার সামীপ্য লাভ করি। (৩অ—২৩ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ক্রিয়াপদমনুবর্ত্ততে। বয়মীদৃশমগ্নিমুপৈমঃ। কীদৃশং। রাজন্তং দীপ্যমানমধ্বরাণাং গোপাং। গোপায়তীতি গোপাস্তং। যজ্ঞানাং গোপ্তারং। ঋতস্য সত্যবচনলক্ষণস্য ব্রতস্য দীদিবিং দীপয়িতারং। অগ্নিসমীপে ব্রতং গৃহীত্বা সত্যং বদতীত্যাশয়ঃ। স্বে দমে স্বকীয়ে

গৃহে বর্দ্ধমানং চাতুর্ম্মাস্যসোমপশ্বাদিভিরভিবৃদ্ধিং গচ্ছন্তং। দামান্তি গৃহস্থা যস্মেতি দমো গৃহং॥ দিবেঃ কি-প্রত্যয়ো বাহুলকাৎ। লিড্‌বদ্ভাবাদ্দ্বিত্বং। তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্যেতি (পা০ ৬।১।৭) অভ্যাসদীর্ঘঃ। দেবয়তীতি দীদিবিঃ॥ (৩অ—২৩ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:০:§—

এই মন্ত্রে অগ্নিদেবকে যজ্ঞের রাজা বলা হইয়াছে। 'রাজা' শব্দে নানা ভাব প্রকাশ করে। ঐ শব্দের সাধারণ ভাব—আধিপত্য; যিনি আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ, তিনিই অধিপতি বা রাজা। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে,—অগ্নিদেব যজ্ঞের রাজা অর্থাৎ যজ্ঞের অধিপতি। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাবেই অগ্নিদেবের রাজ-ভাব—আধিপত্য-ভাব প্রকাশ পায়। অগ্নিতে যে তেজের বিকাশ, সে তেজ—সে শক্তি, পদার্থমাত্রকেই অধিকার করিয়া আছে। চেতন অচেতন জড় অজড় সমস্ত পদার্থের উপরই তেজের আধিপত্য। পক্ষান্তরে অগ্নি-রূপে জ্ঞানাগ্নির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। হবির্দ্দানে, যজ্ঞাহুতি-প্রদানে, যজ্ঞাদি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়, বাহ্যনেত্রে তাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ অন্তরের যজ্ঞক্ষেত্রে যদি জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পার, আর তাহাতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে যদি আহুতি-প্রদানে সমর্থ হও; তোমার জ্ঞানাগ্নি ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। সে প্রভুত্ব ভিন্ন—অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার না করিলে, সত্যধর্ম্ম রক্ষা হইবে না,—আমরাও তোমার সমীপস্থ হইতে পারিব না।

এ মন্ত্রের লৌকিক অর্থ এই যে,—'প্রজ্বলিত দীপ্তিমান্ যে অগ্নি, সেই অগ্নিতে আহুতি দ্বারাই সত্যধর্ম্ম রক্ষা হয়। অগ্নিকে তাই যজ্ঞের দীপ্যমান্ রাজা এবং সত্যধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে হবির্দ্দান করিলে, তাঁহার দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। আর তাঁহার সেই দীপ্তি ও তেজ দেখিয়া আমরা প্রত্যহ তাঁহার নিকটে পূজার জন্য যেন উপস্থিত হই।' এই সাধারণ লৌকিক অর্থ অনুসারে অগ্নিদেবের অর্চ্চনায় অগ্নিতে আহুতিদানে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করা হইয়াছে। এই ভাবে অগ্নিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাতে আহুতি দান করিতে করিতে, তন্ময়চিত্ত হইতে হইতে, অন্তরে যখন জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখন বহির্যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে। তখন অগ্নিদেব মনোরাজ্যের রাজা হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। তিনি বর্দ্ধমান হইলে, জ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে অল্প অল্প প্রজ্বলিত হইতে হইতে ক্রমশঃ হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে, তখনই তাঁহার সমীপস্থ হইতে হইবে। তাঁহার সমীপস্থ হইবার জন্যই, তাঁহার সমীপস্থ হইতে পারিলে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে বলিয়াই, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যেও মানুষ এক এক বার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়। যজ্ঞাদি কর্ম্ম-পদ্ধতি—অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা। তদ্দ্বারাই হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে, পথ দেখিবে কি প্রকারে? আলোক-বর্ত্তিকা না থাকিলে, অন্ধকারে কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি?

এ যেমন যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আছে দেখিয়া যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞাহুতি প্রদানের জন্য অগ্নির সমীপবর্ত্তী হন, এবং যাঁহার যেমন সামর্থ্য, তিনি তদ্রূপ উপচার-সহযোগে যজ্ঞাহুতি প্রদান করেন; আর সেই সকল যজ্ঞাহুতির ফলে, অগ্নিদেব ক্রমশঃই যেমন বর্দ্ধমান্ হইয়া উঠেন; অন্তরে যজ্ঞাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে, সাধক ভক্ত সেইরূপ যজ্ঞাহুতির উপচার-সমূহ ডালি দিয়া আনন্দে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হন। সে আহুতির ফলে, জ্ঞানাগ্নি বৃদ্ধি পায়; তদ্দ্বারা মানুষ মুক্তির সমীপস্থ হয়। (৩অ—২৩ক—১ম)।

—— * ——

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ২৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে দেব)! 'স' (স ত্বং) 'সূনবে' (পুত্রায়) 'পিতা ইব' (জনকবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সূপায়নঃ' (অনায়াসলভ্যঃ, সুগমঃ) 'ভব' (এধি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তয়ে' (কল্যাণার্থং) 'সচস্ব' (সমবেতো ভব)। অস্মদনুগ্রহার্থং যজ্ঞস্থলং ভূয়ং বা আগচ্ছ; পিতা ইব জ্ঞানদাতা ভব। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৪ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পিতা যেমন পুত্রের অনায়াসলভ্য, হে অগ্নিদেব, আপনি সেইরূপ আমাদের অনায়াস-লভ্য হউন; সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য (পিতার ন্যায় জ্ঞানদাতা হইয়া) উপস্থিত থাকুন। (১ম—২৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হেঅগ্নে! গার্হপত্য! স পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তস্ত্বং নোঽস্মাকং সূপায়নো ভব। সুখেনোপৈতুং শক্যঃ সূপায়নঃ সুষ্ঠূপপ্রাপ্তুং শক্যো ভব। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সূনবে পিতেব যথা পুত্রায় পিতা শ্রমং বিনা সুখেন প্রাপ্তুং শক্যঃ। কিং চ নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে ক্ষেমায় সচস্বাবেন কর্ম্মণা সমবেতো ভব। ষচ সমবায়ে ইতি ধাতুঃ (ধা০ ১১।৬।২৩।২৮) যদ্বা সচস্ব সেবস্ব। ষচ সেবনে (ধা০ ৬।২)॥ (৩অ—২৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ-সূচনায় এই মন্ত্রটীতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-সমূহের সকল ভাবের পূর্ণ পরিস্ফুটন হইয়াছে। বিচ্ছেদ-ব্যবধানের যে সঙ্কোচ—দূরত্বের যে অন্তরায়—সাধনার প্রথম স্তরে বিদ্যমান্ থাকে, এখানে সে সঙ্কোচ—সে অন্তরায়—দূরে গিয়াছে।

পুত্রের আপদে-বিপদে পুত্রের আকুল আহ্বানে, পিতা কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পিতার স্নেহ-দৃষ্টি সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গলের প্রতি ন্যস্ত থাকে। পিতা যেমন পুত্রের আনন্দে আনন্দ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রমে গৌরবান্বিত হন; আবার পিতা যেমন পুত্রের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, পিতা যেমন পুত্রের অসম্ভ্রমে অনুতপ্ত হন; সুখে দুঃখে তেমন সমানুভূতি সংসারে আর কাহার আছে! তিনি নমস্য, অথচ স্নেহময়; তিনি পূজার্হ, অথচ স্নেহের তনয়কে মস্তকে ধারণ করেন।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে দর্শন—এ এক উচ্চ আদর্শ—এ এক অতি মহান্ লক্ষ্য!

এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—পিতা যে পুত্রের নিকট অনায়াস-লভ্য হন। এ মন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, তেমন পুত্র হইতে হইবে—যাহার মঙ্গল-বিধান-জন্য পিতা সর্ব্বদা নিকটে উপস্থিত থাকেন। সে কেমন পুত্র? দুর্ব্বিনীত দুরাচার পুত্র পিতার নিকট পৌছিতে স্বতঃই সঙ্কোচ বোধ করে। পিতাও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যে পুত্র সরল ও সুধীর সত্যপরায়ণ, পিতার নিকট পৌছিতে তাহার সঙ্কোচ নাই। পিতাও সেই পুত্রের নিকট উপস্থিত থাকিতে আনন্দ অনুভব করেন।

যখন মনে করিব,—'অগ্নিদেব, তুমি স্বর্গের দেবতা'; তখন তুমি দূরে—অতি দূরে রহিলে! যখন মনে করিব,—'অগ্নি, তুমি দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন, তোমার নিকট উপস্থিত হইলেই আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইব; তখন তুমি দূরে—আরও দূরে রহিলে না কি?' যাঁহারা সাধারণ দেবভাবে অগ্নির উপাসনা করেন, তাঁহারা তো দূরেই আছেন! যাঁহারা জড়ভাবে জ্বালাময় অগ্নিকে দর্শন করেন, তাঁহারা তো আরও দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার সহিত পিতাপুত্রের নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তো আর দূরের বস্তু নহেন! তখন তিনি নিকটে—অতি নিকটেই বিদ্যমান নহেন কি?

এ মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করিলে, অগ্নি নামে কাহাকে যে আহ্বান করা হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপ বোধগম্য হয়। তোমার সম্মুখে ঐ যে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অগ্নি—সে অগ্নি নয়। অগ্নিদেব নাম দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিয়া তোমরা তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা করিতেছ, এ অগ্নি—সে অগ্নিও নহেন। পরন্তু, এ অগ্নি যাঁহার রূপ-কণা, এ অগ্নি যাঁহার বিভূতির বিকাশ-মাত্র; এ অগ্নি যাঁহার নাম-রূপ বা গুণের অংশীভূত, এখানে সেই তাঁহাকেই মনে করা হইয়াছে। এ অগ্নি—সেই অগ্নি, যিনি বিশ্বরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজমান আছেন। এই

অগ্নি—সেই অগ্নি,—যিনি পিতা, যিনি পালনকর্ত্তা, যিনি পরমেশ্বর,—এ অগ্নি নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে। এ অগ্নি তাঁহারই বিভূতি-বিকাশ মাত্র।

এ অগ্নি,—সেই অগ্নি, যিনি জ্ঞান-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এ মন্ত্রে এই বুঝাইতেছে,—'তুমি পুত্রের মত হও, তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখ; তবে তিনি তোমার সমীপস্থ হইয়া তোমার মঙ্গল-বিধান করিবেন। হও গুণময়, হও সচ্চরিত্র, হও সদাচারসম্পন্ন, হও সত্তায় বিভূষিত। পিতা তিনি, স্নেহময় তিনি, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন, তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবেন। জ্ঞান-পক্ষে অর্থ হয়,—'জ্ঞানময়ের অঙ্গীভূত জ্ঞান-বিভূতি আমাতে পিতার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হউক। আমি তাহাতে আশ্রয় পাইয়া তরিয়া যাই।' (৩অ—২৪ক—১ম)।

—•—

পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে ত্বং নোঽঅন্তম উত ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ।

(২) বসুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি দ্যুমত্তমꣳ রয়িং দাঃ ॥ ২৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'অন্তমঃ' (অন্তিকতমঃ, সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তী) 'ভব' (এধি); 'উত' (অপিচ) 'ত্রাতা' (পালয়িতা, পরিত্রাণকর্ত্তা) 'শিবঃ' (মঙ্গলপ্রদঃ) 'বরূথ্যঃ' (হিতসাধকঃ) ভব ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ সর্ব্ববিধান্ মঙ্গলান্ সাধয়। ইতি ভাবঃ।

২। স 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ দেবঃ) 'বসুঃ' (আবাসস্থানপ্রদঃ, আশ্রয়দাতা), 'বসুশ্রবাঃ' (প্রসিদ্ধধনদাতা, দাতৃত্বপ্রসিদ্ধিসম্পন্নঃ) অসি ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং 'অচ্ছা নক্ষি' (অভিব্যাপ্নুহি অস্মান্); 'দ্যুমত্তমং' (অতিদীপ্তিযুক্তং) 'রয়িং' (পরমার্থ-রূপং ধনং) 'দাঃ' (দেহি)। স দেবঃ অস্মান্ পরিব্যাপ্তঃ সন্ অস্মভ্যং পরমধনং দদাতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৫ক—২ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি সর্ব্বদা আমাদিগের সমীপবর্ত্তী হউন (অর্থাৎ, আমরা যেন সর্ব্বদা জ্ঞান-সান্নিধ্য লাভ করি); এবং আমাদিগের পরিত্রাণকর্ত্তা, মঙ্গলদাতা ও হিতসাধক হউন (আপনার কৃপায় আমাদিগের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হউক)।

২। জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেবতা আমাদিগের আশ্রয়দাতা এবং ধনদানে প্রসিদ্ধ হন। হে জ্ঞানদেবতা! আপনি আমাদিগের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হউন; এবং আমাদিগকে অতি দীপ্তিপ্রদ সেই পরমধন প্রদান করুন। (৩অ—২৫ক—১-২ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

চতস্রো দ্বিপদা বিরাজ আগ্নেয্যঃ। দশার্ণপাদা বিরাট্। বন্ধ্বাদিদৃষ্টাঃ। হে অগ্নে! গার্হপত্য! ত্বং নোঽস্মাকমন্তমঃ অন্তিকতমঃ সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তী ভব। অম্ গতৌ ভজনে শব্দে অমতি সমীপং প্রাপ্নোতীত্যং ক্বিপ্ অতিশয়িতোঽং অন্তমঃ অংশব্দাত্তমপ্। যদ্বান্তিকশব্দাত্তমপি পৃষোদরাদিত্বেন (পা০ ৬।৩।১০৯) সাধুঃ। উতাপিচ ত্রাতা পালয়িতা। শিবঃ শান্তঃ। বরূথ্যঃ বরূথায় হিতো বরূথ্যঃ তাদৃশশ্চ ভব। পুত্রাদিসমূহো বরূথঃ। যদ্বা বরূথং গৃহং (নিঘ০ ৩।৪)। তস্মৈ হিতো ভব। কিম্ভূতঃ ত্বং? বসুঃ বাসয়তীতি বসুঃ। জনানাং বাসয়িতা। তথা অগ্নিঃ। অঙ্গতীত্যগ্নিঃ। অগি গতৌ। আহবনীয়াদিরূপেণ গমনশীলঃ। তথা বসুশ্রবাঃ বসুনা ধনেন শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্যাসৌ বসুশ্রবাঃ। ধনপ্রদোঽয়মিতি যস্য কীর্ত্তিরিত্যর্থঃ। কিং চ হে অগ্নে! ত্বমচ্ছা নক্ষি। অভিব্যাপ্নুহি অস্মান্। অচ্ছাভেরাপ্তুমিতি শাকপূণিঃ (নিরু ৫।২৮) নশিরাপ্নোতিকর্ম্মা। যদ্বা হে অচ্ছ নির্ম্মলস্বভাব অগ্নে! নক্ষি অস্মদ্ধোমস্থানং গচ্ছ। নক্ষ গতৌ। যদা যদা বয়ং জুহুয়ামস্তদা সমাগচ্ছেত্যর্থঃ। কিঞ্চ দ্যুমত্তমং রয়িং দাঃ অতিদীপ্তিযুক্তং রয়িং ধনং দেহি। দদাতের্লুঙি রূপং। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ (পা০ ৬।৪।৭৫)॥ (৩অ—২৫ক—১-২ম)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §‡•○•‡§ ——

ভাষ্য-সমূহে এবং ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—গার্হপত্যাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে গার্হপত্যাগ্নে! তুমি আমাদিগের নিকট এস এবং আমাদিগের ত্রাতা ও কল্যাণকর হও।' দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ অগ্নিকেই বসু-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সে পক্ষে প্রার্থনা এই যে,—'হে বসু, আপনি আমাদিগের পক্ষে ধনের বর্ষণকারী হউন এবং আমাদিগকে দ্যুতিমান্ ধন দান করুন।'

এখানেও এ মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার সম্বোধন প্রতিপন্ন হয়। তাঁহাকে ভিন্ন সমীপস্থ হইবার জন্য আর কাহাকে আহ্বান করা সঙ্গত হয়? পরমধনই বা অন্য আর কে দিতে পারেন? আমাতে ব্যাপ্ত হউন; আমাকে দান করুন; আপনার কৃপায় আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই;— জ্ঞানদেবতা-পক্ষেই এরূপ প্রার্থনার সঙ্গতি দেখি। (৩অ—২৬ক—১-২ম)।

——○——

ষড়বিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষড়বিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায় নূনমীমহে সখিভ্যঃ।

(২) স নো বোধি শ্রুধী হবমুরুষ্যা ণোঽঅঘায়তঃ সমস্মাৎ ॥ ২৬ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'শোচিষ্ঠ' (হে দীপ্তিমান্) 'ত্বং' 'দীদিবঃ' (সর্ব্বস্য দীপয়িতঃ) ; 'তং' (পূর্ব্বোক্ত-গুণযুক্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুম্নায়' (সুখার্থং) 'সখিভ্যঃ' (সখ্যভাবসমূহরক্ষার্থং) 'নূনং' (নিশ্চয়েন, ইদানীং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে)।

২। 'স' ত্বং 'অস্মান্' (ভবৎসেবকান্) 'বোধি' (বুধ্যস্ব সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ), 'হবং' (অস্মদীয়মাহ্বানং) 'শ্রুধী' (শৃণু) ; 'সমস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অঘায়তঃ' (শত্রোঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'উরুষ্য' (রক্ষ)। স দেবঃ অস্মাকং প্রার্থনাঃ শ্রুত্বা অস্মান্ রক্ষতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৬ক—২ম।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দীপ্তিমন্ (জ্ঞানদেব)! আপনি সকলকে দীপ্তিদান করেন; দীপ্তিদানগুণবিশিষ্ট আপনাকে আমাদিগের সুখের জন্য এবং আমাদিগের সহিত আপনার সখ্যভাবসমূহ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

২। সেই আপনি আপনাদিগের এই সেবকদিগকে (সৎকর্ম্মে) প্রবুদ্ধ করুন, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন ; এবং সকল প্রকার শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। (৩অ—২৬ক—২ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে শোচিষ্ঠ দীপ্তিমত্তং ! হে দীদিবঃ ! সর্ব্বস্য দীপয়িতঃ। তং পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তং ত্বা ত্বাং সখিভ্যোঽর্থায় সুম্নায় দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী সুম্নং সুখং নূনং নিশ্চয়েন ঈমহে যাচামহে। যদ্বা সুম্নায় সুখার্থং সখিভ্যোঽস্মৎসখীনামুপকারায় চ যামীমহে। স ত্বং নোঽস্মান্ ভবৎসেবকান্-বোধি বুধ্যস্ব হবমস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধী শৃণু। সমস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অঘায়তঃ শত্রোর্নোঽস্মানুরুষ্য

রক্ষ। সমশব্দঃ সর্ব্বপর্য্যায়ঃ॥ শোচিরিতিজ্বালানাম (নিঘ০ ১।১৭।৬) শোচিরস্যাস্তীতি শোচিষ্মান্ মতুপ্। অতিশয়েন শোচিষ্মান্ শোচিষ্ঠঃ। অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ (পা০ ৫।৩।৫৫)। বিন্মতোর্লুগিতীষ্ঠনি (পা০ ৫।৩।৬৫) মতুপো লুক্॥ দীদিবঃ দিবেজ্বর্লনার্থস্য লিড়াদেশক্বসন্তস্য রূপং। মন্তুবসো রু সম্বুদ্ধৌ চ্ছন্দসীতি (পা০ ৮।৩।১) রুত্বং॥ বোধি। বুধ জ্ঞানে লোণ্মধ্যমৈকবচনে সেহ্যপিচ্চেতি (পা০ ৩।৪।৮৭) হিঃ। বহুলং চ্ছন্দসীতি শপো লুক্ (পা০ ২।৪।৭৩)। হুঝল্ভ্যোহের্ধিঃ (পা০ ৬।৪।১০১)। ছন্দসি গুণধলোপৌ শ্রুণী। শ্রুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিঃ। সংহিতায়ামন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি দীর্ঘঃ (পা০ ৬।৩।১৩৭)॥ উরুষ্য উরুষ্যতীতি রক্ষণকর্ম্মা। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা (পা০ ৬।৩।১৩৩) দীর্ঘঃ। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি (পা০ ৮।৪।২৭) ন ইত্যস্য ণত্বং॥ অঘায়তঃ। অঘং পরস্যেচ্ছতি অঘায়তি। সুপ আত্মনঃ ক্যজিত্যত্র (পা০ ৩।১।৮) চ্ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি ব্যক্তব্যমিতি ক্যচ্। অশ্বাঘস্যাদিত্যাকারঃ (পা০ ৬।৪।৩৭) অঘায়তীত্যঘায়ন্। তস্মাৎ। অঘায়তেঃ শতৃপ্রত্যয়ে রূপং। (৩অ—২৬ক—১-২ম)॥

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•◌•:§——

এখানেও ভাষ্যাদিতে গার্হপত্যাগ্নিকে সম্বোধন দেখিতে পাই। তদনুসারে বুঝা যায়,—প্রথম মন্ত্রে যজমান যেন ঋত্বিকগণের জন্য সুখ প্রার্থনা করিতেছেন; এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নিকে যেন বলা হইতেছে,—'হে অগ্নি! তুমি আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর এবং সকল পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।'

অগ্নি-পক্ষে অগ্নি-সম্বোধন এবং জ্ঞান-পক্ষে জ্ঞানাগ্নি-সম্বোধন,—পূর্ব্বাপর এই কয়েকটী মন্ত্রেই প্রত্যক্ষ হয়। অগ্নিকে উপাসনা করিতে করিতে জ্ঞানাগ্নিতে উপনীত হওয়া যায়। অগ্নিও 'শোচিষ্ঠ' (দীপ্তিমান্); জ্ঞানও 'শোচিষ্ঠ' (দীপ্তিমান); অগ্নিও অন্যকে দীপ্যমান্ অর্থাৎ প্রকাশ করেন; জ্ঞানও অন্যকে দীপ্যমান্ অর্থাৎ প্রকাশ করেন। অতএব, দুই পক্ষেই অর্থ সঙ্গত হয়। তবে সুখের জন্য (সুম্নায়) বা সখিত্বের জন্য (সখিভ্যঃ) আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি,—এই যে বাক্য, এ পক্ষে একটু অসঙ্গতি-ভাব আসে। জ্ঞানের সখিত্ব সুখপ্রদ—ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং জ্ঞান-দেবতার নিকট প্রার্থনাই ভাব-পক্ষে সঙ্গত হয়। 'সখিভ্যঃ' বহুবচনান্ত থাকায় বিবিধ পথে জ্ঞানদেবতার সখিত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীও সমান-ভাব প্রকাশ করে। আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করুন, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন, শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন,—এবংবিধ প্রার্থনাও জ্ঞান-দেবতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। তবে অগ্নির আহুতি-দানের সময় ঐরূপ আহ্বানের কারণ এই যে, ঐ অগ্নির উপাসনার দ্বারাই স্তরে স্তরে জ্ঞানাগ্নির নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ইহাই তাৎপর্য্য। (৩অ—২৬ক—১-২ম)।

—— ০ ——

সপ্তবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ইডহএহ্যদিতহএহি ॥

(২) কাম্যা এত। ময়ি বঃ কামধরণং ভূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ইডে' (হে স্তবনীয়ে) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ); 'অদিতে' (অনন্তস্বরূপে) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ)।

২। 'কাম্যাঃ' (সর্ব্বৈঃ কাময়িতব্যাঃ) যূয়ং 'এত' (আ ইত, আগচ্ছত); 'বঃ' (যুষ্মাকং) কামধরণং' (অভীষ্টফলপ্রদায়কত্বং) 'ময়ি' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'ভূয়াৎ' (অভীষ্টফলস্য ধারয়িতা ভূয়াসং)। দেবানুগ্রহেণ মম অভীষ্টসিদ্ধি ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৭ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে স্তবনীয়! এখানে (আমার হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। হে অনন্তস্বরূপ! এখানে (আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন।

২। হে সকলের কাময়িতব্য (কামনার ধন)! আপনারা এখানে (আমার হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। অপনাদিগের অভীষ্টফল-প্রদায়কত্ব এই প্রার্থনাকারীর অভীষ্টফলের ধারক হউক (আপনারা অভীষ্টফলদাতা, আমায় অভীস্ট-ফল দান করুন)। (৩অ—২৭ক—১-২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।৮) গাং গচ্ছন্তীডহএহীতি। হে যজুষি গব্যে। হে ইডে। এহি। হে অদিতে এহি আগচ্ছ হোমস্থানং। ইডা মনোর্দুহিতা। অদিতির্দেবমাতা। ইডা মনুমিবাস্মানেহি। অদিতিরাদিত্যানি বাস্মানেহি। অস্মিংস্তৃচ্ছন্দঃশুম্বদতিদেশার্থঃ॥ (কা০ ৪।১২।৯) কাম্যাঃ এতেত্যু-লভত ইতি। গামালভতে। মনুষ্যাণাং হেতাসু কামাঃ প্রবিষ্টা ইতি কাম্যঃ। হে কাম্যাঃ! সর্ব্বৈঃ কাময়িতব্যাঃ! যূয়মেত আ ইত আগচ্ছত। বো যুষ্মাকং কামধরণং কামানাং ধরণং অপেক্ষিত-ফলধারকত্বং যদস্তি তৎ ময়ি অনুষ্ঠাতরি ভূয়াৎ যুষ্মৎপ্রসাদাদহমভীষ্টফলস্য ধারয়িতা ভূয়াস-মিত্যর্থঃ। অহং বঃ প্রিয়ো ভূয়াসমিতি শ্রুতির্ব্বাচষ্টে (২।৩।৪।৩৪)॥ (৩অ—২৭ক—১-২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——‡•‡——

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে করিতে একটী গাভীর নিকট গমন করিতে হইবে; এবং মন্ত্রে মনুর কন্যা ইলাকে (ইড়া) এবং দেবমাতা অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ইলা! তুমি এস; হে অদিতি! তুমি এস।' দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে ভাষ্যাভাষে প্রকাশ—'ঐ মন্ত্র একটী গাভীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।' সে পক্ষে, দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে গাভী (গাভীসকল)! তোমরা সকলের কামনার সামগ্রী। অতএব, তোমরা এখানে এস। আমাদিগকে প্রদানের জন্য যে ফল তোমরা ধারণ করিয়া আছ, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।' ফলতঃ, গোরুর পূজা ও গোরুর নিকট কাম্য-ফল প্রার্থনা—ইহাই এ মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ।

এখন, আমরা যে পক্ষে যে ভাব পরিগ্রহ করিয়াছি, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। প্রথম—'ইড়ে' পদ। 'ইড়া' বা 'ইলা' শব্দ স্তুত্যর্থক 'ইড়্' (ইল) ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদে নানা-স্থানে ঐ পদ ব্যবহৃত ও সম্বোধনে প্রযুক্ত দেখি। তাহাতে ঐ পদে স্তবনীয় যাহা, যিনি বা যাঁহারা স্তুতিযোগ্য) অর্থই সর্ব্বত্র সঙ্গত বুঝিয়াছি। এ বিষয় একাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। 'অদিতি' পদও যে 'অনন্তকে' বুঝায়, তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সুতরাং 'ইড়ে' ও 'অদিতে' সম্বোধনে স্তুতিযোগ্যকে এবং অনন্ত-স্বরূপ দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে—তাহাই বুঝিতে পারি।

দ্বিতীয় মন্ত্রেই বা, কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ, গাভীসকলকে সম্বোধন আছে—কেন মনে করিব? 'কাম্যাঃ' পদে সকলের কামনীয়া সকলের আরাধনীয়া দেবীগণকে (ভগবদ্বি-ভূতিসমূহকে) আহ্বান করা হইয়াছে—প্রতিপন্ন হয়। কাম্যফল গাভীসকল কদাচ দান করিতে পারে না; দেবতাগণই (ভগবদ্বিভূতি দেবভাব-সমূহই) সে ফল প্রদান করেন প্রার্থনা তাঁহাদিগকেই করা হইয়াছে। ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। (৩অ—২৭ক—১-২ম)।

—— • ——

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।

কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ ॥ ২৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে 'ব্রহ্মণস্পতে' (ব্রহ্মণস্পতিনামকদেব) 'সোমানং' (যজ্ঞানুষ্ঠাতারং, প্রার্থনাকারিণং মাং) স্বরণং (দেবেষু প্রকাশবন্তং, দেবানুগ্রহপ্রাপকং) 'কৃণুহি' (কুরু), 'কক্ষীবন্তং' (পাপযুক্তং জনং, পাপাত্মানং ইব) 'যঃ' (কক্ষীবান্) 'ঔশিজঃ' (অগ্নিসংস্কারজাতঃ, জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ)। পাপাত্মা যথা জ্ঞানাগ্নিনা বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ দেবসন্নিকর্ষং লভতে তদ্বৎ, হে দেব, মাং পাপিনমপি দেবেষু প্রকাশবন্তং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। (৩অ—২৮ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইলে পাপাত্মা যেমন দেবসন্নিকর্ষ লাভ করে, আমার ন্যায় (পাপী) প্রার্থনাকারীকেও (যজ্ঞানুষ্ঠাতাকেও) সেইরূপ (জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া) দেবানুগ্রহ-লাভের অধিকারী (উপযুক্ত) করুন। (৩অ—২৮ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৪।১২।১০) সোমানমিত্যনুদকং ব্রতোপায়নবৎ। ব্রতেতাপরেণাহবনীয়ং প্রাঙ্তিষ্ঠন্ন-বর্চ্চং জপতীতি সূত্রার্থঃ॥ সোমানং স্বরণং তৃচো গায়ত্র্যো ব্রহ্মণস্পতিদেবতাস্তেনৈব দৃষ্টাঃ। অগ্নিমীক্ষমানস্য যজমানস্য জপে বিনিযুক্তাঃ। হে ব্রহ্মণস্পতে বেদস্য পালক! সোমানং সোমানামভিষোতারং। স্বরণং স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ শব্দয়িতারং। কৃণুহি কুরু। মামিতি শেষঃ। সুনোতীতি সোমা তং। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি (পা০ ৩।২।৭৫) মনিন্। স্বরতীতি স্বরণঃ নন্দ্যাদিত্বাৎ (পা০ ৩।১।১৩৪) ল্যুঃ। সোমযাগকর্ত্তারং স্তুতিরূপশব্দযুক্তং চ ধনপ্রদানৈর্মাং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তত্রোপমানমুচ্যতে। কক্ষীবন্তং কক্ষীবন্নামকমৃষিং দীর্ঘতমসং পুত্রং যথা সোমযাগযুক্তং স্তুতিযুক্তং চ কৃতবানসি তথা মাং কুরু। উপমানদ্যোতক ইবশব্দোঽত্র লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ। কোঽসৌ কক্ষীবান্। য ঔশিজঃ উশিজঃ পুত্রঃ উশিক্ কক্ষীবতো মাতা॥ ২৮॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:০:§——

ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী আটটী মন্ত্র, অগ্নি দর্শন করিতে করিতে, পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। ঐ মন্ত্র-কয়েকটী আহবনীয়োপস্থানের মন্ত্র।

ঋগ্বেদেও এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। আর তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখিয়া দেবতা-সম্বন্ধে এবং আমাদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সংশয়ীর চিত্তে সংশয়-সন্দেহ ঘনীভূত হয়। মন্ত্রের

অন্তর্গত "কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ" বাক্য সেই সংশয়-সন্দেহ বৃদ্ধির হেতুভূত। ঐ বাক্যের প্রচলিত অর্থ এই যে, 'উশিকের পুত্র, কক্ষীবানের মত।' তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,— 'কলিঙ্গরাজমহিষীর দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরষে যে কক্ষীবান্ জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যেমন (নীচ-বংশজ হইয়াও) দেবগণের নিকট প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, হে ব্রহ্মণস্পতি দেব, প্রার্থনাকারী আমায়, সেইরূপ দেবগণ-সমীপে প্রতিষ্ঠান্বিত করিয়া দেন।'

এখন বুঝিয়া দেখুন, মন্ত্রের এইরূপ অর্থ যদি নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাতে কতগুলি দোষ আসিয়া পড়ে। প্রথমতঃ, অনিত্য বস্তুর (উশিকের ও তাহার পুত্র কক্ষীবানের সহিত) সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায়, বেদবাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যভিচারের প্রশ্রয় প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ, বেদের মধ্যে অসভ্য-সমাজের কথা লিখিতে আছে, প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বেদবিরোধিগণের তখন আর আহ্লাদের সীমা থাকে না। বেদ যে কিছুই নয়, বেদ যে অসার অনিত্য বস্তু, বেদ যে সত্যসত্যই 'চাষার গান', তখন এই প্রতিধ্বনিই গগন বিদীর্ণ করিতে থাকে।

অথচ, বলা বাহুল্য, মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ভ্রান্তিই পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থের সূচনা করিয়াছে মাত্র। 'কক্ষীবান' শব্দে কক্ষীবান্ নামক কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না। ঐ শব্দের অর্থ—'পাপাত্মা'। 'হিংসা'-অর্থমূলক 'কস্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। ব্যাকরণানুসারে 'কক্ষীবান্' পদ সিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া, সায়ণাচার্য্যও উহাকে 'নিপাতনসিদ্ধ পদ' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'কক্ষ' অর্থাৎ 'হিংসা' বা পাপ যাহার আছে বা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই কক্ষীবান্। 'কক্ষীবান্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন—'কক্ষীবন্তং'। 'কক্ষীবান্' শব্দের অর্থ—পাপী, পাপাত্মা। আর 'ঔশিজঃ' শব্দের অর্থ,—অগ্নিসংস্কারজাত অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত। তাহাতে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'ভগবানের অনুগ্রহ হইলে পাপাত্মা যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, হে দেব, আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ কর। আমি যেন (আপনাদের অনুগ্রহে) দেবগণকে প্রাপ্ত হই।'

মনুষ্য-মাত্রই পাপের সহিত সংশ্রবযুক্ত; মানুষকে পাপে ঘেরিয়া আছে; মনুষ্য-জন্মই পাপহেতুভূত। ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, ক্রমশঃ সেই পাপের ক্ষয় হয়; এবং পাপক্ষয়নিবন্ধন ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভ সম্ভবপর হইয়া আসে। এখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার করুণায় কত পাপী কত প্রকারে উদ্ধার পাইয়াছে! জানি, আমি ঘোর নারকী; জানি, আমি ঘোর পাতকী; কিন্তু আপনি যে পাপিত্রাতা, দুষ্কৃতজনের প্রতি একবার আপনি করুণা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করুন। আমি যেন দেবসকাশে প্রকাশ পাই,—আমি যেন দেবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হই। আমার কর্ম্ম, আমার অনুভাবনা, আমায় যেন দেবত্বে পৌঁছাইয়া দেয়।' এ মন্ত্র এতাদৃশ শিষ্ট, সৎ ও উচ্চভাবপূর্ণ। (৩অ—২৮ক—১ম)।

— • —

ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।

স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ২৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ব্রহ্মণস্পতিঃ) 'রেবান্' (ধনবান্) 'অমীবহা' (রোগাণাং হন্তাঃ) 'বসুবিৎ' (ধনদাতা) 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' (পুষ্টের্বর্দ্ধয়িতা) 'যঃ' 'তুরঃ' (শীঘ্রফলদশ্চ) সঃ 'নঃ' (অস্মান্) 'সিষক্তু' (সেবতাং, অনুগৃহ্লাতু)। হে ধনদ শান্তিপ্রদ ব্রহ্মণস্পতিদেব। অস্মাকং প্রতি ত্বরয়া প্রসন্নো ভব। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—২৯ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

যিনি (যে ব্রহ্মণস্পতি দেবতা) ধনবান, রোগশান্তিকারক, ধনদাতা, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং যিনি শীঘ্রফলদাতা, তিনি (সেই দেবতা) আমাদিগকে (সত্বর) অনুগ্রহ করুন। (৩অ—২৯ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

যে ব্রহ্মণস্পতিঃ রেবান্ ধনবান্। যশ্চামীবহা অমীবস্য রোগস্য হন্তা। অম রোগে। অমেরীবঃ। বসুবিৎ বসু ধনং বেত্তীতি যশ্চ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পোষণস্য বর্দ্ধয়িতা যশ্চ তুরঃ। তুর বেগে ইগুপধেতি (পা০ ৩।১।১৩৫)। যঃ বেগবান্ অবিলম্বেন কারী। স ব্রহ্মণস্পতির্নোঽস্মান্ সিষক্তু সেবতাং সিষক্তি সচতইতি সেবমানস্য (নি০ ৩।২১) যদ্বানযর্চ্চা পুত্রঃ প্রার্থ্যতে। যঃ পুত্রো রেবান্ ধনবান্ যশ্চ ব্যাধের্হন্তা অপাদনা যো ধনস্য লব্ধা পুষ্টেশ্চ বর্দ্ধয়িতা যঃ তুরঃ শীঘ্রকারী তাদৃশঃ পুত্রোঽগ্নেঃ প্রসাদান্নোঽস্মান্ সিষক্তু সেবতাং। (৩অ—২৯ক—২ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§•§—

এই মন্ত্রটি, ইহার পূর্ব্বের মন্ত্রটি এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটী—এই তিনটী মন্ত্র ঋগ্বেদে (১ম—১৮সূ—১।২।৩ ঋ) আছে। সুতরাং এই তিনটি মন্ত্রের সায়ণ-কৃত ভাষ্যও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুই ভাষ্য তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখি, মন্ত্রার্থ-নিষ্কাষণে দুই ভাষ্যকার দুই পথে প্রয়াণ করিয়াছেন। প্রথম মন্ত্রটীতে (অষ্টাবিংশ কণ্ডিকায় "সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ") উভয়েই 'কক্ষীবন্তং' পদে ঊশিকের

গর্ভসঞ্জাত দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবনকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে সায়ণের ভাষ্যে নূতন কথা এই আছে যে, কলিঙ্গরাজের দাসী উশিকের গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে কক্ষীবন্ জন্মগ্রহণ করেন। মহীধরে সে উপাখ্যান নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মত, তাহা মন্ত্রার্থ-আলোচনার পূর্ব্বেই (২৮৭—২৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন) প্রকাশ করিয়াছি।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে দুই ভাষ্যকারের মধ্যে বিশেষ মত-পার্থক্য না থাকিলেও, এই কণ্ডিকার এই মন্ত্রটির অর্থ-সম্বন্ধে এবং ইহার পরবর্ত্তী কণ্ডিকার (ত্রিংশ কণ্ডিকার) অর্থ-বিষয়ে বিশেষ মতান্তর দেখিতে পাই। যজুর্ব্বেদের ভাষ্যে দেখি,—এই মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার নিকট পুত্র-লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'যে পুত্র ধনবান, যে পুত্র ব্যাধির নাশক, যে পুত্র জপাদির দ্বারা ধনলাভে পুষ্টিবর্দ্ধনসমর্থ, যে পুত্র শীঘ্রকর্ম্মা, অগ্নিদেবের প্রসাদে তাদৃশ পুত্র আমাদিগকে সেবা করুক।' মহীধর-ভাষ্যে এই ভাব প্রকাশমান বটে; কিন্তু সায়ণ-ভাষ্যে এ ভাবের উক্তি কিছুই নাই।*

যাহা হউক, এই মন্ত্রটীর প্রার্থনা কি এবং যে দেবতার উদ্দেশে সে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে,—সেই দেবতাই বা কি গুণসম্পন্ন, মন্ত্রে তাহার কি পরিচয় পাই? প্রথমতঃ, ইহসংসারে মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন, এই মন্ত্রটিতে ব্রহ্মণস্পতির বিশেষণে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে—দেখিতে পাই। তিনি ধনবান এবং ধনদাতা; তিনি রোগনাশক এবং পুষ্টিবর্দ্ধন-কারী; আবার তিনি শীঘ্র ফল প্রদান করেন, তাঁহার নিকট শীঘ্র অনুগ্রহ পাওয়া যায়। এমন ভাবে ভগবানকে দেখিতে না পারিলে, মানুষের চিত্ত সহসা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। মানুষ যাহাতে ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হয়, তজ্জন্যই এই মন্ত্রের সার্থকতা। এ মন্ত্র মানুষকে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদিগকে সেই অনুগ্রহ করুন,—আমাদিগের চিত্ত যেন আপনাতে সর্ব্বথা ন্যস্ত হয়।' (৩অ—২৯ক—১ম)।

—•—

ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

মা নঃ শꣳসোঽঅররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্তস্য।
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩০ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মর্ত্তস্য' (জনস্য প্রকৃতিগতস্য, জনমূলভস্য) 'অররুষঃ' (শত্রুরূপস্য) 'ধূর্ত্তিঃ' (হিংসা) 'শংসঃ' (অধিক্ষেপঃ, শাপবাক্যঞ্চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা প্রণক্' (মা পৃণক্তু, মা স্পৃশতু); 'ব্রহ্মণস্পতে' (হে দেব) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষ' (তাভ্যাং হি নির্লিপ্তান কুরু অস্মান্ হিংসাদ্বেষাদিরহিতান্ কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৩০ক—১ম)।

* আমাদের 'ঋগ্বেদ-সংহিতায়' ৯১২ ও ৯১৩ পৃষ্ঠায় সায়ণের ভাষ্য দেখুন।

বঙ্গানুবাদ।

মানুষের স্বাভাবিক (মনুষ্য-সুলভ) শত্রু-স্বরূপ হিংসা অভিশাপাদি আমাদিগকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে (আমরা যেন হিংসাদ্বেষ-পরায়ণ না হই)। হে ব্রহ্মণস্পতি দেব! আমাদিগকে (সেই সকল শত্রু হইতে) রক্ষা কর (নির্লিপ্ত রাখ)। (৩অ—৩০ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

রা দানে ইতি ধাতোঃ ক্বসু নঞস্য ষষ্ঠ্যেকবচনে ররুষ ইতি রূপং। ররৌ ইতি ররিবাং-স্তস্য ররুষঃ। দানং কৃতবত ইত্যর্থঃ। তস্য নিষেধাদররুষ ইতি। কদাচিদপি হবির্দ্দান-মকৃতবত ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্য মর্ত্ত্যস্য মনুষ্যস্য শংসো ধূর্ত্তিশ্চ নোঽস্মান্মা প্রণক্ প্রকর্ষেণ ব্যাপ্নোতু। নশির্ব্ব্যাপ্ত্যর্থঃ। যদ্বা নশ অদর্শনে। মা প্রণক্ প্রকর্ষেণ মা নাশযুত। শংসনং শংসোঽনিষ্টচিন্তনং। ধূর্ত্তি হিংসা। ধ্বরতি ধূর্ব্বতীতি বধকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ (নি০ ২।১৯)। শত্রুকৃত অনিষ্টচিন্তনং শত্রুকৃতা হিংসা চাস্মান্মা ব্যাপ্নোত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে ব্রহ্মণস্পতে বেদস্যপালকাগ্নে নোঽস্মান্ রক্ষ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি (পা০ ৬।৩।১৩৫) সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। ণত্বং পূর্ব্ববৎ॥ (৩অ—৩০ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:•◌•:§ ——

সায়ণ-ভাষ্যে এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত, তাহাতে সাধারণ মানুষ-শত্রুকে লক্ষ্য আছে। কিন্তু যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার বলেন,—'যাহারা যজ্ঞকর্ম্ম করে না, তাহাদিগকেই এখানে শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।' মন্ত্রের দুইরূপ দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে দুই ভাষ্যকারের অনুমোদিত মন্ত্রের প্রচলিত দুই প্রকার অর্থের স্বরূপ উপলব্ধ হইতে পারিবে। মন্ত্রের দুই প্রকার বঙ্গানুবাদ ; যথা,—

(১) "উপদ্রবকারী মানুষ্যের হিংসাযুক্ত নিন্দা আমাদিগকে স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতি! আমাদিগকে রক্ষা কর।"

(২) "যাহারা যাগবিমুখ—কখনই দেবোদ্দেশে বা পিতৃগণোদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয় করে না, সেই নাস্তিক মনুষ্যের নৃশংস বুদ্ধি ও ধূর্ত্ততা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে! হে ব্রহ্মণস্পতে! আমাদিগকে রক্ষা কর।'

আর যে অর্থ প্রচলিত, তাহা হইতে বুঝা যায়, এখানে এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'মানুষই মানুষের পরম শত্রু। মানুষ-রূপ সেই পরম শত্রু আমাদিগের চারিদিকে ঘেরিয়া আছে ; তাহাদের হিংসাদ্বেষে আমরা দারুণ জর্জ্জরিত ; তাহাদের শাপবাক্যে কুৎসা-রটনায় আমরা বিষম বিব্রত।' সুতরাং প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্, এমন করুন, তাহারা যেন

হীনবল হয়, আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে; এবং তাহাদের উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' এই অর্থ উপলক্ষে কেহ বা ভারতবর্ষে আর্য্যের ও অনার্য্যের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন; তাঁহারা বলেন,—'অনার্য্যগণের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া মধ্য-এসিয়া হইতে আগত আর্য্যগণকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।'

আমরা কিন্তু ঋকের ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমাদের ধারণা, কোনও মন্ত্রই ঐরূপ সঙ্কীর্ণ-ভাবপূর্ণ নহে। আমরা পরস্পর ভাই-ভাই বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া একে অন্যের বিনাশ-সাধনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের বিনাশ-রূপ প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু ন্যায়স্বরূপ সত্য-স্বরূপ ভগবান কখনও সেরূপ প্রার্থনার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাঁহা হইতে নিঃসৃত যে বেদবাক্য, তাহাও ঐরূপ একদেশদর্শিতা-দোষ-দুষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। যাহা সাম্য, যাহা সকলের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য, দেববাক্যের অর্থ সেইরূপই হইয়া থাকে। এ মন্ত্রও সেই সাম্যভাব-পূর্ণ। এ মন্ত্রের প্রার্থনা সকল শ্রেণীর সকলেরই উপযোগী। অর্থাৎ, এখানে মনুষ্য-রূপ শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থনা করা হয় নাই। আমাদের যে রিপু-শত্রু—যে শত্রুর অধীন মনুষ্যমাত্রই—এখানে সেই শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার পাইবারই কামনা হইয়াছে। প্রার্থনা হইয়াছে,—'হে ভগবন্, হিংসাদ্বেষাদি রিপুগণ যেন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে না পারে। আমরা যেন বাক্যে বা ব্যবহারে কাহাকেও কোনরূপ মর্ম্মপীড়া প্রদান না করি। মনুষ্য সাধারণতঃ যে সকল অসদ্বৃত্তির অধীন হয়, হে দেব, আমাদিগকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করুন।' ঋকের লক্ষ্য—মানব-সমাজকে শত্রুভাবে দর্শন নহে; পরন্তু, হিংসাদ্বেষাদিরহিত হইয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শনের—সকলেরই উপকারের—প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (৩অ—৩০ক—১ম)॥

একত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

মহি ত্রীণামবোঽস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ।
দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ ৩১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মিত্রস্য' (মিত্রস্থানীয়স্য দেবস্য) 'অর্য্যম্ণঃ' (গতিকারকস্য দেবস্য) 'বরুণস্য' (অভীষ্ট-বর্ষণশীলস্য দেবস্য) 'ত্রীণাং' (ত্রয়াণাং দেবানাং সম্বন্ধি, সত্ত্বরজস্তমগুণসাম্যসাধনসম্বন্ধি) 'মহি' (মহৎ) 'দ্যুক্ষং' (দ্যোতমানং) 'দুরাধর্ষং' (তিরস্কর্ত্তুমশক্যং, করুণাপূর্ণং ইতি

যাবৎ) 'অবঃ' (রক্ষণং, পালনং) 'অস্তু' (অস্মৎসম্বন্ধে ফলপ্রদং ভবতু)। দেবানুগ্রহেণ অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৩১ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রস্থানীয় মিত্রদেবের, গতিকারক অর্য্যমা দেবের, অভীষ্টবর্ষণশীল বরুণদেবের—এই তিন দেবতার সম্বন্ধীয় (অথবা সত্ত্বরজস্তমত্রিগুণসাম্য-বিধায়ক) মহৎ দ্যোতমান্ অ-তিস্করণীয় (করুণাপূর্ণ) রক্ষা আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (৩অ—৩১ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

সত্যধৃতিদৃষ্ট আদিত্যদেবত্যস্তৃচো গায়ত্রীজপে বিনিযুক্তঃ। পথি জপ্ত উপদ্রবনাশকশ্চ। মিত্রস্যার্য্যম্ণো বরুণস্যেতি ত্রীণাং ত্রয়াণাং দেবানাং সম্বন্ধি অবঃ পালনমস্তু। কিম্ভূতমবঃ। মহি মহৎ তথা দ্যুক্ষং দ্যামন্তি সুবর্ণাদিদ্রব্যানি ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি যস্মিন্ পালনে তথাবিধং। দুরাধর্ষং তিরস্কর্ত্তুমশক্যং। ত্রীণাং ত্রিশব্দস্যামিচ্ছন্দসি ত্রয়াদেশো বেতি (পা০ ৭।১।৫৩) বাচ্যঃ॥ (৩অ—৩১ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের ঋষি—সত্যধৃতি। দেবতা—আদিত্য। এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্র-দুইটী গায়ত্রী-জপে বিনিযুক্ত হয়। পথে দূরদূরান্তরে গমন-কালে এই তিনটী মন্ত্র জপ করিলে, শত্রুর উপদ্রব বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধারণভাবে মন্ত্রটীর মর্ম্ম এই যে, মিত্র অর্য্যমা ও বরুণ দেবতা-ত্রয় আমাদিগকে রক্ষা (পালন) করুন। কিরূপ পালন? 'মহি', 'দ্যুক্ষং', 'দুরাধর্ষং' পদত্রয়ে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। 'মহি' পদের 'মহৎ' অর্থ ভাষ্যে আছে। 'দ্যুক্ষং' পদে সুবর্ণাদি দ্রব্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'দুরাধর্ষং' পদে তিরস্কার না করিয়া পালন করার প্রার্থনা আছে। ভাষ্যে মন্ত্রার্থ এইরূপ প্রাপ্ত হই। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৫ম সূক্তের প্রথম ঋক্। সেখানে, সায়ণভাষ্যেও এই ভাবই প্রকাশমান্।

মিত্রাদি তিন দেবতার আশ্রয়-প্রার্থনাই এই মন্ত্রের রক্ষস্থল। কিন্তু ঐ তিন দেবতার কি ভাব পরিস্ফুট—তাহার বিষয় অনুধাবন করিলে, এবং যে আশ্রয় বা রক্ষা প্রার্থনা করা হইয়াছে—তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হইলে, এখানে যে সাধারণ গমনের পথে দস্যুতস্করাদির বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আশ্রয় যাচ্ঞা করা হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যায়। মনে হয়,—জীবন-সন্ধ্যায় যখন পরপারে যাইবার প্রয়োজন-বোধ জন্মে, এই প্রার্থনা সেই সময়েরই উপযোগী। এখানে দেবতাকে বলা হইতেছে,—'হে দেব, আপনি আমার

মিত্ররূপে আসুন; হে দেব! আপনি আমার গতিকারক অর্য্যমা দেবতারূপে আসুন; হে দেব! আপনি আমার অভীষ্টপূরণ জন্য অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণ-দেবতা হইয়া আসুন।' এই তিন দেবতার নিকট এইরূপ ত্রিবিধ প্রার্থনা—সাধারণ পথ চলিবার সময় প্রয়োজন হয় না। তখন ঐ তিন দেবতার যে কোনও এক দেবতাই রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু শেষের সে দিনে মানুষ তিন ভাবেই তিন দেবতার সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করে। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত। তিন দেবতার নাম করিয়া তার পর 'ত্রীণাং' পদের প্রয়োগে ত্রিগুণসাম্যবিষয়ক প্রার্থনার ভাব মনে আসিতে পারে। 'অবঃ' অর্থাৎ পালন বা রক্ষার যে বিশেষণ তিনটী দেখি, তাহা পরমার্থ-প্রাপ্তি-সম্বন্ধ-মূলক বলিয়াই বুঝা যায়। রক্ষা—'দ্যুক্ষং' অর্থাৎ দীপ্তিমান্; রক্ষা,—'দুরাধর্ষং' অর্থাৎ তিরস্কার করিতে অশক্য; রক্ষা—মহৎ;—এ সকলে, কোন্ অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করে? মহাপ্রস্থানের পথে, পাপের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, দিব্যদ্যুতি প্রকাশ পাউক,—যমদূতেরা তিরস্কারে অসক্ত হউক,—আমি পরাগতি লাভ করি;—এখানে এই ভাবই প্রকাশমান নহে কি? (৩অ—৩১ক—১ম)।

—— • ——

দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ন হি তেষামমা চন নাধ্বসু বারণেষু।

ঈশে রিপুরঘশꣳসঃ ॥ ৩২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তেষাং' (দেবানুগ্রহপ্রাপ্তানাং জনানাং) 'অমাচন' (গৃহে অপি, দেহরূপগৃহাভ্যন্তরে ইতি ভাবঃ) 'অঘশংসঃ' (পাপস্য প্রশংসকঃ, পাপপ্রবর্দ্ধকঃ) 'রিপুঃ' (কামাদিশত্রুঃ) 'নহি ঈশে' (উপদ্রবায় সমর্থো ন ভবতি); তথা 'বারণেষু' (চৌরব্যাঘ্রভয়সঙ্কুলেষু, রিপুশত্রুপরিপূর্ণেষু, দুর্গমেষু স্থানেষু) 'অধ্বসু' (মার্গেষু, সংসারযাত্রাকালেষু) রিপুঃ ন ঈশে ইতি শেষঃ। দেবানুগ্রহপ্রাপ্তানাং সাধকানাং ভয়কারণং ন বিদ্যতে ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩২ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মিত্রাদি দেবগণের অনুগ্রহপ্রাপ্ত জনগণের দেহরূপ গৃহাভ্যন্তরে, পাপপ্রবর্দ্ধক কামাদি রিপুশত্রুগণ উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় না; বারণে (দুর্গমস্থানে) কিম্বা গতি-পথে (জীবন-যাত্রা-মধ্যে) শত্রু তাঁহাদিগকে কখনও হিংসা করিতে পারে না। (৩অ—৩২ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অমা শব্দো গৃহনামসু পঠিতঃ (নি০ ৪।৪)। চনশব্দোঽপ্যর্থে। অমাচন গৃহেঽপি বর্ত্তমানানাং তেষাং তথা বারণেষু চোরব্যাঘ্রাদয়ো যত্র স্থিতা নিবারয়ন্তি পথিকাংস্তে বারণা-স্তেষু চোরব্যাঘ্রভয়াঢ্যেষু অধ্বসু মার্গেষু বর্ত্তমানানাং তেষাং মিত্রার্য্যমবরুণৈস্ত্রিভির্দ্দেবৈঃ পালিতা তাং যজমানানাং উপদ্রবায়েতি শেষঃ। অঘশংসঃ সর্ব্বদা পাপস্য প্রশংসকো রিপুঃ শত্রুঃ ন হি ঈশে। সমর্থো ন ভবতি। লোপস্ত আ ইতি তেষামিত ষষ্ঠী। মিত্রাদিভিঃ পালিতানামস্মাকং গৃহেঽরণ্যে বা নাস্তি শত্রুবধা ইত্যর্থঃ॥ (৩অ—৩২ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের সাধারণ অর্থ এই যে,—'মিত্রাদি-দেবতার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত জনের, কিবা গৃহে, কিবা দুর্গম গহন কাননে, কিবা পথে, হিংসাকারী কোনও শত্রু কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।'

ইহসংসারে বিচরণ করিতে, পথে নানা বিঘ্ন আছে। গৃহে অবস্থিত থাকিয়াও মানুষ নিঃশঙ্ক নিরুপদ্রব নহে;—কত বিপদই তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। পথ চলিতে—বিদেশে যাইতে—আশঙ্কার অন্ত নাই। দস্যু-তস্করের বিভীষিকা আছে; হিংস্র ব্যাঘ্রাদি বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সাধারণতঃ বুঝা যায়, এ মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে, মিত্রাদি তিন দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, সে সকল কোনও ভয়ে ভীত হইতে হইবে না।

সংসারের সাধারণ লোক, এইরূপ সংসারিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, মিত্রাদি দেবগণের উপাসনা করুন। মন্ত্রের এও এক লক্ষ্য মনে করা যাইতে পারে। আর এক লক্ষ্য,—জীবন-পথে রিপুশত্রুগণের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভ। হৃদয়-রূপ গৃহেই ঐ শত্রুগণ প্রধানতঃ প্রাধান্য বিস্তার করে,—সেই গৃহই তাহাদিগের আশ্রয়-স্থল। এখানে প্রথমেই তাই বলা হইতেছে,—'তাহাদের সে গৃহেও তাহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না,—যদি দেবতার অনুকম্পা লাভ করিতে পার!' দ্বিতীয়তঃ—বারণে। ঐ পদে সাধারণতঃ শত্রুসঙ্কুল কানন-কান্তারকে বুঝায়। তাহাতে 'ইহ-সংসার' ভাব প্রাপ্ত হই। সংসারে নানা শত্রু নানারূপে বিরাজ করিতেছে, পাপের কত প্রলোভন মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু মিত্রাদি দেবতার অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে, এ সংসার-রূপ ভীষণ-শত্রুপূর্ণ স্থানে থাকিয়াও ভয়ের কারণ নাই, দেবতার অনুগ্রহে সকল ভয় দূর হইবে। তৃতীয়তঃ—'অধ্বসু'। এই পদে আমরা মনে করি, মহাপ্রয়াণের পথের বিষয় লক্ষ্য করিতেছে। বলা হইতেছে,—সে পথে চলিবার সময়ও আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। 'হে মানব! তোমরা মিত্রাদি দেবতার অনুকম্পা-লাভে প্রয়াসী হও।'—ইহাই এ মন্ত্রের উপদেশ। এক পক্ষে মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক, পক্ষান্তরে প্রার্থনা-সূচক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা করুণাপরায়ণ হউন;—পথের বিপদ বিদূরিত হউক।' (৩অ—৩২ক—১ম)।

ত্রয়ঃস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রয়ঃস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

তে হি পুত্রাসোঽঅদিতেঃ প্র জীবসে মর্ত্ত্যায়।

জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রং ॥ ৩৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদিতেঃ' (অনন্তস্য) 'পুত্রাসঃ' (পুত্রস্থানীয়াঃ, অঙ্গীভূতাঃ) 'তে' (পূর্ব্বোক্তাঃ মিত্রার্যম-বরুণাঃ দেবাঃ) 'মর্ত্ত্যায়' (মনুষ্যায়, উপাসকায়) 'জীবসে' (জীবনরক্ষার্থং, পারিত্রাণার্থং) 'অজস্রং' (অনুপক্ষীণং, চিরবিদ্যমানং) 'জ্যোতিঃ' (তেজঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'প্র-যচ্ছন্তি' (বিতরণং কুর্ব্বন্তি, দদতি)। দেবভাবপ্রাপ্ত্যধিকারী জনঃ দেবানুগ্রহেণ নিতরাং পরাগতিং লভতে ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩৩ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তের অঙ্গীভূত সেই মিত্রাবরুণাদি দেবগণ, মনুষ্যের জীবনরক্ষার্থ (উপাসকের পরিত্রাণার্থ), অক্ষয় জ্যোতিঃ (দিব্যকিরণ) নিশ্চয় বিতরণ করেন। (দেবভাবের অধিকারী জন দেবানুগ্রহে নিশ্চিত পরাগতি লাভ করিয়া থাকেন)। (৩অ—৩৩ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

কথং তদ্রক্ষিতানাং শত্রুভয়াভাবস্তদাহ। হি যতস্তে অদিতেঃ অখণ্ডিতশক্তের্দেবমাতুঃ পুত্রাসঃ পুত্রাঃ পূর্ব্বোক্তা মিত্রার্যমবরুণা মর্ত্ত্যায় মনুষ্যায় যজমানায়াজস্রং নিরন্তরমনুপক্ষীণং জ্যোতিঃ তেজঃ প্রযচ্ছন্তি। কিমর্থং। জীবসে জীবিতং যথা চিরং জীবনং ভবতি তথা তদুপায়জ্ঞানং প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ (৩অ—৩৩ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র দুইটী—এই তিনটী মন্ত্র লইয়া, ঋগ্বেদের একটী সূক্ত সংগ্রথিত আছে। সূক্তটি—ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৫ সূক্ত। এটী সেই সূক্তের তৃতীয়া ঋক্। কিন্তু এখানে মন্ত্রটীর সামান্য একটু পাঠান্তর দেখিতেছি। এখানে আছে—"তে হি পুত্রাসো" ইত্যাদি। সেখানকার মন্ত্র—"যস্মৈ পুত্রাসো" ইত্যাদি। এ পাঠান্তর কি প্রকারে কোন সময়ে ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা আপাততঃ সম্ভবপর নহে। তবে দুইরূপ

পাঠেই মন্ত্রার্থে একই ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। ইহাই মনঃপ্রবোধ। 'যস্মৈ' পাঠ স্বীকার করিলে, ঐ পদ 'মর্ত্ত্যায়' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর, 'তে' পাঠ স্বীকার করিলে, ঐ পদ 'পুত্রাসঃ' পদের সহিত অন্বিত হয়। এক পক্ষে অর্থ হয়,—'অদিতির পুত্রগণ সেই মর্ত্ত্যগণকে তাঁহাদিগের জীবন-বৃদ্ধির জন্য অজস্র জ্যোতিঃ দান করেন।' অন্য পক্ষে অর্থ হয়,—'অদিতির সেই পুত্রগণ মর্ত্ত্যগণকে তাঁহাদিগের জীবন-বৃদ্ধির জন্য অজস্র জ্যোতিঃ দান করেন।'

এখন, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার একটু বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পাইতেছি। প্রথম—"অদিতেঃ পুত্রাসঃ" পদদ্বয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হই, বুঝিয়া দেখুন। 'অদিতি' পদে যে অনন্ত-স্বরূপ ভগবানকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। † শুদ্ধসত্ত্ব-সমষ্টির অংশ অর্থাৎ পূর্ণসত্ত্বের অঙ্গীভূত যে সত্ত্বভাব, তাহাই 'অদিতেঃ পুত্রাসঃ' পদে পরিকল্পনা করা যায়। সে পক্ষে এখানে বলা হইতেছে,—'সেই যে শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বভাব, তদ্দ্বারা মরণধর্ম্মশীল মানুষের অমৃতত্ব-প্রাপ্তি হয়।' সে কেমন? 'অজস্রং' অর্থাৎ অনুপক্ষীণ (চিরবিদ্যমান্)। অক্ষয় অনন্ত যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ, তাহাই সেই অমৃতত্ব-প্রাপ্তির হেতুভূত। যাহাতে চিরকাল জীবন স্থায়ী হয়, সেই উপায়-জ্ঞান তাঁহারা (দেবভাবসমূহ) প্রদান করেন (যথা চিরং জীবনং ভবতি তথা তদুপায়জ্ঞানং প্রযচ্ছন্তি); অর্থাৎ, মরণরহিত অমৃত-অবস্থায় যে জ্যোতির বা দেবভাবসমূহের সাহায্যে উপনীত হওয়া যায়, এখানে সেই দেবভাব-প্রাপ্তির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে জ্যোতিঃ—জ্ঞান-জ্যোতিঃ। সে 'অজস্রং' পদ—অবিচ্ছিন্ন ভাবদ্যোতক। অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রভাবে, মানুষ অমর-পদ প্রাপ্ত হয়; আর, দেবভাবের প্রভাবে সেই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। ইহাই এই মন্ত্রের শিক্ষা। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আমাতে যেন সেই অমৃতত্বপ্রদ দেবভাবের সমাবেশ হয়।' (৩অ—৩২ক—১ম)।

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত দুইটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য ও সে পার্থক্যের কারণ, মিলাইয়া পাঠ করিলে, স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। একটী অনুবাদ, যথা—"ঐ তিন অদিতি-সন্তান যে মানুষকে নিরন্তর জ্যোতিঃ দান করেন, তাহার জীবন রক্ষা হয়, কোনও শত্রুর ক্ষমতা তাহার উপর চলে না।" অন্য অনুবাদ;—'সেই অদিতি-পুত্র (অখণ্ড শক্তি) দেবত্রয় আশ্রিত ব্যক্তির জীবন-রক্ষার্থ তাহার প্রতি অজস্র জ্যোতিঃ বিতরণ করিতে থাকেন।"

† আমাদের ঋগ্বেদ-সংহিতায় এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। 'ঋগ্বেদ-সংহিতায়' বিভিন্ন স্থানে দেখুন। ম্যাক্সমূলার অদিতি-সম্বন্ধে বিবিধ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারও একটী অর্থ—'অদিতি' শব্দে 'অনন্ত' বুঝায়। তাঁহার ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে (২৪১ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে,—"Aditi,......, is in reality the earliest name invented to express to Infinite." তাঁহার অন্য গ্রন্থেও (India : what can it teach us) এই ভাব ব্যক্ত দেখি।

চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে।
উপোপেন্নু মঘবন্ ভূয়ইন্নু তে দানং দেবস্য পৃচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত দেব) 'কদাচন' (কদাপি) ত্বং 'স্তরীঃ' (কুপিতঃ—উপাসকস্য প্রতি, যদ্বা—মম প্রতি ইতি যাবৎ) 'ন অসি' (ন ভবসি, যদ্বা—মা ভব); পরন্তু 'দাশুষে' (দাশ্বাংসং, উপসকং, যদ্বা—মামেতি শেষঃ) 'সশ্চসি' (সেবসে, যদ্বা—সংশোধনং কুরু); 'মঘবন্' (হে ঐশ্বর্য্যাবন্ !) 'দেবস্য' (স্বপ্রকাশস্য) 'তে' (তব) 'ভূয়ঃ ইৎ' (বহুতরমেব) 'দানং' (কৃপা-বিতরণং) 'নু ইৎ' (ক্ষিপ্রমেব) 'উপ-পৃচ্যতে' (দাশ্বাংসং প্রাপ্নোতি, যদ্বা—মহ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। হে ভগবন ! মাং প্রতি সদয়ো ভব ; যেন অহং ত্বদনুগ্রহং লভামি, তৎ বিধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩৪ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত হে দেব ! আপনি কদাচ আপনার উপাসকের প্রতি কুপিত হন না; (প্রার্থনা এই,—আমার প্রতি কুপিত হইবেন না); পরন্তু আপনার উপাসককে অনুগ্রহ করেন,—সংশোধন করিয়া দেন; (আমাকে সংশোধন করিয়া দিবেন ; অর্থাৎ আমার কৃত অপকর্ম্মাদির জন্য আমার প্রতি ক্রোধান্বিত না হইয়া, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া লইবেন—এই প্রার্থনা)। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ! স্বপ্রকাশ আপনার বহু প্রকারের কৃপা-বিতরণ শীঘ্রই উপাসককে প্রাপ্ত হয় ; (সে অনুগ্রহ আমাকে শীঘ্র প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা)। (৩অ—৩৪ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ঐন্দ্রী পথ্যা বৃহতী মধুচ্ছন্দো দৃষ্টা জপে বিনিযুক্তা। যস্যাস্তৃতীয়ঃ পাদো দ্বাদশাক্ষরোঽন্যে ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ সা পথ্যা বৃহতী। হে ইন্দ্র ! পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত ! কদাচন কদাপি ত্বং স্তরীর্নাসি। স্তৃঞ্ হিংসায়াং স্তৃণাতীতি স্তরীঃ হিংসকো নাসি কিং তর্হি দাশুষে সশ্চসি। দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী। দাশ্বাংসং হবির্দ্দত্তবন্তং যজমানং সেবসে। সশ্চতিঃ সেবনকর্ম্মা। কিঞ্চ। হে মঘবন্ ধনবন্!

দেবস্য প্রকাশমানস্য তে তব ভূর ইৎ বহুতরমেব দানং নু ইৎ ক্ষিপ্রমেব দাশ্বাংসমুপপৃচ্যতে। পৃচী সম্পর্কে যজমানেন সহ সম্পর্কং প্রাপ্নোতি। প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে (পা০ ৮।১।৬) ইত্যেক উপশব্দঃ পাদপূরণে। ইচ্ছব্দাঃ এবার্থে। নু ক্ষিপ্রার্থঃ। ন কদাচিৎ যজমানং প্রতি ক্রুধ্যসি সেবসে চ তং ত্বদীয়ং ভূয়ো ধনং দাশ্বাংসমুপপৃচ্যতে ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৩৪ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের ঋষি মধুচ্ছন্দা। ছন্দঃ—ঐন্দ্রীপথ্যা বৃহতী। এ মন্ত্রে ইন্দ্র সম্বোধনে ভগবানের নিকট পরমমঙ্গল লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমরা স্বভাবতঃ পাপপথে প্রলুব্ধ হই। আর, তজ্জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। এখানে প্রার্থীর মনে হইয়াছে,—আমাদের সে যন্ত্রণা-ভোগের কারণ দেবরোষ; দেবতা কুপিত হইয়া আমাদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করেন। তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে ভগবন! আমাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া আমাদিগেকে পরিত্যাগ করিবেন না। পরন্তু আমরা যাহাতে সংশোধিত হই, আমাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহাতে বিদূরিত হয়, আমাদিগের প্রতি সেই অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।' মন্ত্রের একটী প্রার্থনা—এইরূপ। অন্য প্রার্থনা—'হে ভগবন্। আপনার যে করুণা সর্ব্বদা উপাসকগণ প্রাপ্ত হন, এই অধম অভাজন উপাসকের প্রতি ত্বরায় সেই করুণা প্রকাশ করুন। আপনার বহু প্রকারে প্রদত্ত দান, আপনার উপাসকগণ সর্ব্বদা প্রাপ্ত হন। আমার প্রতি করুণকটাক্ষপাতে আমায় সেই দান—সেই অনুগ্রহ প্রদান করুন।' (৩অ—৩৪ক—১ম)।

পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (জ্ঞানস্য প্রেরকো যঃ সবিতৃদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়ঃ' (বুদ্ধীঃ, কর্ম্মাণি) 'প্রচোদয়াৎ' (প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় নিযোজয়তি ইতি যাবৎ), তস্য 'দেবস্য' (দ্যোতমানাত্মকস্য) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য ব্রহ্মণো) 'বরেণ্যং' (শ্রেষ্ঠং, সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং, জগদ্ব্যাপ্যং) 'ভর্গঃ' (সর্ব্বপাপানাং ভর্জ্জনসমর্থং তেজো-

মণ্ডলং, দুরিতনাশকং জ্যোতিঃ) বয়ং 'ধীমহি' (ধ্যায়ামঃ)। সর্ব্বপাপানাং নাশকং সদ্বুদ্ধিপ্রদাতা সৎকর্ম্মণি প্রবৃত্তিবর্দ্ধকো যঃ সবিতৃদেবঃ তস্য পরমং তেজঃ সদা বয়ং হৃদি প্রত্যক্ষীকরামঃ। ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৩অ—৩৫ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যিনি (জ্ঞানের উন্মেষকারী যে সবিতৃদেব) আমাদিগের বুদ্ধিকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রকৃষ্টরূপে নিয়োগ করেন, সেই দ্যোতমান্ জ্ঞান-প্রেরক সবিতৃদেবের (পরব্রহ্মের) শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপনাশক জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি। (ব্রহ্মের অনুচিন্তনে যেন আমাদিগের চিত্ত নিয়ত নিরত হয়)। (৩অ—৩৫ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

বিশ্বামিত্রদৃষ্টা সাবিত্রী গায়ত্রী জপে বিনিয়োগঃ। তাদিতি ষষ্ঠ্যর্থে তস্য দেবস্য দ্যোতনাত্মকস্য সবিতুঃ প্রেরকস্যান্তর্যামিণো বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য হিরণ্যগর্ভোপাধ্যবচ্ছিন্নস্য বা আদিত্যান্তরপুরুষস্য বা ব্রহ্মণো বরেণ্যং বরণীয়ং সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং ভর্গো সর্ব্বপাপানাং সর্ব্ব-সংসারস্য চ ভর্জ্জনসমর্থং তেজঃ সত্যজ্ঞানানন্দাদিবেদান্তপ্রতিপাদ্যং বয়ং ধীমহি ধ্যায়ামঃ। যদ্বা মণ্ডলং পুরুষো রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গঃ শব্দবাচ্যং। ভর্গো ছান্দসং সম্প্রসারণং। বীর্য্যং বা। বরুণোত্তবা অভিষিষিচানাদ্ভর্গোঽপচক্রাম বীর্য্যং বৈ ভর্গ ইতি শ্রুতেঃ (৫।৪।৫।১)। তস্য কস্য। যঃ সবিতা নোঽস্মাকং ধিয়ঃ বুদ্ধীঃ কর্ম্মাণি বা প্রচোদয়াৎ প্রকর্ষেণ চোদয়তি প্রেরয়তি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়। যদ্বা বাক্যভেদেন যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধ্যায়ামঃ। যশ্চ নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি তং চ ধ্যায়ামঃ স সবিতৈব। লিঙ্গব্যত্যয়েন বা যোজনা। সবিতুর্দ্দেবস্য তৎ ভর্গো ধীমহি যো যং ভর্গো নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি॥ (৩অ—৩৫ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:০⁀০:§ ——

এই মন্ত্রটী—ব্রাহ্মণ-মাত্রের নিত্য-উচ্চারিত গায়ত্রী মন্ত্র। মন্ত্রটী—পরব্রহ্মের অনুধ্যান-মূলক। পরব্রহ্মের দিব্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ জন্য সাধক এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতেছেন,—'আমরা যেন ভগবানের ধ্যানে নিরত থাকি।' মুখ্যতঃ এই মন্ত্রে এই ভাবই প্রাপ্ত হই।

কিবা প্রাচ্যে, কিবা পাশ্চাত্যে, এই মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে, বহু পণ্ডিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে; পুরাণ গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত রহিয়াছেন; স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা, মহীধরের ব্যাখ্যা—

এ সকল ব্যাখ্যা তো আছেই! পরন্তু পাশ্চাত্যদেশের যে পণ্ডিত যখনই হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যার প্রতি তখনই তিনি প্রলুব্ধ হইয়াছেন।

এই গায়ত্রী-মন্ত্র জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই মন্ত্র মানুষকে দেবত্বের পথে অগ্রসর করে। সুতরাং এ মন্ত্রের মর্ম্ম বিশেষভাবে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তজ্জন্য আমরা এই গায়ত্রী-মন্ত্রের কয়েকটী প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম।—যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যা;—"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ। পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থাশ্চ ভূতানাঞ্চৈব পঞ্চকম্॥ মনো বুদ্ধিস্তথাত্মা চ অব্যক্তঞ্চ যদুত্তমম্। চতুর্ব্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরাণি তু। প্রণবং পুরুষং বিদ্ধি সর্ব্বগং পঞ্চবিংশকম্॥"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম;—"পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, মন বুদ্ধি আত্মা আর অব্যক্ত—এই চতুর্ব্বিংশতি গায়ত্রীর অক্ষর। পরম পুরুষ প্রণব লইয়া পঞ্চবিংশ।"

দ্বিতীয়।—তন্ত্রের ব্যাখ্যা। গায়ত্রী তন্ত্রে আছে,—"অগ্নিবায়ুসূর্য্যবিদ্যুৎযমবরুণ এব চ। বৃহস্পতিঃ পর্জ্জন্য ইন্দ্রো গন্ধর্ব্ব এব চ। পূষা মিত্রশ্চ ত্বষ্টা চ বাসবশ্চ মরুত্তথা। সোমাঙ্গিরা বিশ্বেদেবা অশ্বিনী চ প্রজাপতিঃ। সর্ব্বদেবশ্চ রুদ্রশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তু দেবতাঃ। জপকালে চিন্তনীয়াস্তাসাং সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥"

ঐ ব্যাখ্যার মর্ম্ম,—"গায়ত্রীর ১ম অক্ষর অগ্নি দেবতা, ২য় অক্ষর বায়ুদেবতা, ৩য় সূর্য্যদেবতা, ৪র্থ বিদ্যুৎ দেবতা, ৫ম যম দেবতা, ৬ষ্ঠ বরুণ, ৭ম বৃহস্পতি, ৮ম পর্জ্জন্য, ৯ম ইন্দ্র, ১০ম গন্ধর্ব্ব, ১১শ পূষা, ১২শ মিত্রাবরুণ, ১৩শ ত্বষ্টা, ১৪শ বাসব, ১৫শ মরুত, ১৬শ সোম, ১৭শ আঙ্গিরস, ১৮শ বিশ্বদেব, ১৯শ অশ্বিনীকুমার, ২০শ প্রজাপতি, ২১শ সর্ব্বদেবতা, ২২শ রুদ্র, ২৩শ ব্রহ্মা, ২৪শ বিষ্ণু।"

তৃতীয়।—বিষ্ণু কর্ত্তৃক গায়ত্রীর গুণ-ব্যাখ্যা;—"যস্তথাভূত ভর্গোঽস্মান্ প্রেরয়তি স জগজ্জ্যোতীরসামৃতভূরাদি লোকত্রয়াত্মক-সকল-চরাচরস্বরূপ-ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর-সূর্য্যাদি-নানাদেবতাময়-পরব্রহ্মস্বরূপো ভূরাদি-সপ্তলোকান্ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্ মদীয় জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং সত্যাখ্যং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্থানং নীত্বা আত্মন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ।"

চতুর্থ।—তন্ত্র-সম্মত অপর ব্যাখ্যা,—"যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং। সবিতুর্দ্দেবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং। বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিনং বিভুং। যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং। এবমর্থযুতং মন্ত্রং ত্রয়ং নিত্যং জপেন্নরং। দিবাঽহস্ত্রিনিয়মাদৈঃ সর্ব্বাসন্তীশ্বরো ভবেৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং। মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥"

পঞ্চম।—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ব্যাখ্যা,—"ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ (ওঁকারেণ) পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে। পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। অসৌ দেবাস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিভুবনং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্মবাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ। তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যাঃ জ্ঞেয় এব সঃ। জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীপ্যতে বিভোঃ। অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং

যত্তাত্মভিঃ। ধ্যায়েমঃ তৎপরং সত্যং সর্ব্বব্যাপিসনাতনম্॥ যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ॥"

ষষ্ঠ।—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের ব্যাখ্যা, (সংক্ষেপে)—"দেবস্য সবিতুস্তৎভর্গরূপং অন্তর্য্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভিরুভিঃ তদ্বিনাশায়োপাসনীয়ং ধীমহি। পূর্ব্বোক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং শরীরিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি।"

তাঁহার ব্যাখ্যা—আহ্নিক-তত্বে; যথা,—"গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুনঃ। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপিচৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্য্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথা চ ভগবদ্গীতায়াং। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষাৎ চেতঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

সপ্তম।—সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য;—"যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ প্রসবিতুর্দ্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎসর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃ সংভজনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি।"

অষ্টম।—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা,—

(1) "Let us adore the supremacy of that divine sun, the godhead who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, to whom we invoke to direct our understandings aright in our progress towards his holy seat."—Sir William Jones.

(2) "Let us meditate on the adorable sight of the divine ruler Savitri; may it guide our intellects."—Colebrooke.

(3) "We meditate on that desirable light of the divine Savitri who influences our pious rites"—Wilson.

(4) "We contemplate the excellent splendour of the brilliant Savitri that he may inspire our devotions."—বেন্‌ফি।

(5) "May we attain that excellent glory of Savitar the God : So may we stimulate our prayers."—Griffith.

নবম।—বঙ্গদেশের অনুবাদকগণের ব্যাখ্যা,—

(৬) "আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।"—সত্যব্রত সামশ্রমী।

(৭)"সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি অমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৮) "যিনি আমাদিগের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি।"—রমেশচন্দ্র দত্ত।

(৯) "সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।"—রমানাথ সরস্বতী।

মহীধরের ভাষ্য, মন্ত্রার্থ-আলোচনার পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিনি নানা প্রকারে অর্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সবিতা দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাখ্যায় নানা প্রতিবাক্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরঃ', যিনি বাক্যের অতীত, মনের অগোচর, ভাষায় তাঁহার কি কোনও পরিচয় দেওয়া যায়? সুতরাং সবিতা দেবতা বলিতে, কাহার প্রতি লক্ষ্য আছে—তাহা বুঝাইতে গিয়া, সকল ব্যাখ্যাকারেরই গবেষণা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। যিনি নাম-রূপের অতীত, অথচ যাঁহার নাম-রূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সবিতা-দেবতা নামে এখানে তিনিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে পরব্রহ্মই বলুন, হিরণ্যগর্ভই বলুন, আর সবিতা দেবতাই বলুন—বিশ্বরূপে বিদ্যমান্ বিশ্বনাথই এখানকার লক্ষ্য। সবিতা-দেবতা পদে, কেহ বা সূর্য্যদেব অর্থ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জ্যোতিঃ বলিতে, সূর্য্যের রশ্মি মাত্র তাঁহাদিগের কল্পনায় আসে। ইহাতে সূর্য্যের জ্যোতিঃধারক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেই জ্যোতির মধ্য দিয়াই তাঁহারা যে পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবেন, রূপের অনুধ্যানেই যে রূপময়ের কৃপা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহারই আশা করা যায়। সদ্ভাব-সম্পন্ন হইয়া, সদ্বুদ্ধির পরিচালনায়, তাঁহার সন্ধানে ফিরিলেই রূপের মধ্যেই অরূপের সাক্ষাৎকার মিলিবে। গায়ত্রীমন্ত্র সেই সন্ধানে অগ্রসর হইবার জন্য তোমায় উদ্বুদ্ধ করিতেছে। (৩অ—৩৫ক—১ম)।

—•—

ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

পরি তে দূড্‌ভো রথোঽস্মাঁ২অশ্নোতু বিশ্বতঃ।

যেন রক্ষসি দাশুষঃ ॥ ৩৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যেন' (রথেন, দিব্যজ্যোতির্দ্দানরূপেণ) 'দাশুষঃ' (উপাসকান্) 'রক্ষসি' (পালয়সি, পরিত্রাণং করোষি), 'তে' (তব) 'দূড্ভঃ' (অপ্রতিহতগতিবিশিষ্টঃ) 'রথঃ' (যানং, জ্ঞানজ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'অস্মান্' (সাধনাবিমুখান্ জনান্) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, সর্ব্বতোভাবেন) 'পরি অশ্নোতু' (পরিতো ব্যাপ্নোতু, অস্মদ্রক্ষণায় সর্ব্বতস্তিষ্ঠতু)। হে দেব! তব জ্ঞানকিরণোঽস্মান্ পরিব্যাপ্তো ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৩৬ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব (অগ্নে)! দিব্যজ্যোতির্দ্দান-রূপ যে রথে আপনি আপনার উপাসকগণকে পরিত্রাণ করেন, আপনার সেই অপ্রতিহত-গতিবিশিষ্ট জ্ঞানজ্যোতিঃ (রথ) এই সাধনাবিমুখ আমাদিগের পরিত্রাণ-কল্পে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদিকে অবস্থিত হউক। (৩অ—৩৬ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

আগ্নেয়ী গায়ত্রী বামদেবদৃষ্টা জপে বিনিয়োগঃ। হে অগ্নে তে তব রথোঽস্মান্ যজমানান্ বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পর্য্যশ্নোতু পরিতো ব্যাপ্নোতু অস্মদ্রক্ষণায় সর্ব্বতস্তিষ্ঠতু। কিম্ভূতো রথঃ? দূড্ভঃ দম্ভোতির্ব্বধকর্ম্মা। দুঃখেন দভ্যতে দূড্ভঃ। কেনাপি সহসা হিংসিতুমশক্যঃ। উকারং দূর্দ্দহইতি প্রাতিশাখ্যসূত্রেণ (প্রা০ কা০ ৩।৩।৪) দূরো রেফস্য উকারঃ অগ্রিমদস্য ডঃ (পা০ ৬।৩।১০৯ বা০ ৬)। যেন রথেন ত্বং দাশুষো যজমানান্ রক্ষসি। পালয়সি। যজমানা বৈ দাশ্বাংস ইতি শ্রুতেঃ (২।৩।৪।৩৮)॥ বৃহদুপস্থানং সমাপ্তং। (৩অ—৩৬ক—১-২ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথঃ' পদে, সকল ব্যাখ্যাকারগণই সাধারণ রথ বা যান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'হে অগ্নে! যে রথে তুমি যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, সেই রথে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা কর।' * এ পক্ষে অগ্নিকে ঋষি বা মানুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার রথকে শকট-বিশেষ বলিতে পারা যায়।

* একটী বাঙ্গালা এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে রথের প্রচলিত অর্থ বেশ উপলব্ধ হইবে। যথা,—"তুমি যে রথ দ্বারা সমস্ত (দিকে গমন করিয়া) হব্যপ্রদাতাকে রক্ষা কর, তোমার সেই অহিংসনীয় রথ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হউক।" ইংরাজী; যথা,—"May the unerring chariot, by which thou protectest the worshippers, encompass us from every side."

কিন্তু রথের এই যে বিশেষণ—'মন্দ্রভূতঃ' এবং রথের এই যে কার্য্য—"যেন দাশুষঃ রক্ষসি" তাহা হইতে কি রথের একটু স্বরূপ উপলব্ধ হয় না? সে রথের গতি—অবাধ; সে রথের প্রতি হিংসা করিতে কেহ সমর্থ হয় না (কেনাপি সহসা হিংসিতুমশক্যঃ); ইহাতে কি ভাব মনে আসে? বিশেষতঃ, পূর্ব্বমন্ত্রের বিষয় স্মরণ করিলে, তাহার পরই এই মন্ত্রটী কেন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহা অনুধাবন করিলে, এখানকার 'রথঃ' পদে যে জ্ঞানজ্যোতির প্রতি লক্ষ্য আছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। ভগবান্ দিব্যজ্ঞানদানে সাধকগণকে পরিত্রাণ করেন; দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তি-রূপ রথারোহণে সাধকগণ মুক্তিলাভে সমর্থ হন। এখানে প্রার্থনার এই ভাবই প্রস্ফুট।

প্রার্থনায় ভগবানকে জানান হইতেছে,—'হে ভগবন! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে জ্ঞান-কিরণ বিতরণ করুন। জ্ঞান-রূপ রথে আমরা এই সংসার-সঙ্কটে যেন পরিত্রাণ লাভ করি।' (৩অ—৩৬ক—১ম)।

সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) ভূর্ভুবঃ স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাং সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ।

(২) নর্য প্রজাং মে পাহি। (৩) শংস্য পশূন্মে পাহি।

(৪) অথর্য্য পিতুং মে পাহি ॥ ৩৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! ত্বং 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' (ত্রিলোকাত্মকঃ); অতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ অহং 'প্রজাভিঃ' (বন্ধুভৃত্যাদিরূপাভিঃ কৃত্বা) 'সুপ্রজাঃ' (অনুকূলত্বেন শোভনাঃ প্রজা যস্য তাদৃশঃ, সৎকর্ম্ম-সমন্বিতঃ প্রশংসনীয় আত্মীয়স্বজনবিশিষ্টঃ) 'স্যাং' (ভবেয়ং), তথা 'বীরৈঃ' (পুত্রৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যৈঃ) 'সুবীরঃ (সন্মার্গাবলম্বিশোভনপুত্রযুতঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্নঃ) ভবেয়ং, তথা 'পোষৈঃ (সর্ব্বেষাং পালনকার্য্যৈঃ) 'সুপোষঃ' (শ্রেষ্ঠলোকপালকঃ) 'ভবেয়ং' ইতি শেষঃ)। 'হে দেবঃ! মাং সুপ্রজাং সুবীরং সুপোষং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা।

২। 'নর্য্য' (হে নরহিতসাধক দেব!) 'মে' (মম) 'প্রজাং' (স্বজনং, আশ্রিত-জনং) 'পাহি' (পালয়, পরিত্রাণং কুরু)।

(৩৭) যজুর্ব্বেদ—১০ম—৩

৩। 'শংস্য' (হে সর্ব্বজনপ্রশংসিত দেব!) 'মে' (মম) 'পশূন' (আশ্রিতান্ জন্তূন্)
'পাহি' (রক্ষ); যদ্বা—পশুভাবাৎ মাং ত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ।

৪। 'অথর্য্য' (হে সততগমনশীল দেব! সর্ব্বব্যাপিন্ ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম)
'পিতুং' (অন্নং, সৎকর্ম্মসাধনশীলজীবনং) 'পাহি' (রক্ষ)। (৩অ—৩৭ক—১-৪ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রচতুষ্টয়ের সম্বোধ্য—জ্ঞানদেবতা—যিনি
অগ্নিদেব নামে অভিহিত হন]

১। হে দেব! আপনি ত্রিলোকাত্মক (ভূর্ল্লোক, ভুবর্ল্লোক,
স্বর্ল্লোক সকলই আপনাতে অধিষ্ঠিত); আপনার প্রসাদে বন্ধুভৃত্যাদি-
আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রশংসনীয় আত্মীয়-
স্বজন-বিশিষ্ট হই (অর্থাৎ, আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই সৎকর্ম্মশীল
হউন; তাঁহাদের সৎকর্ম্মের জন্য আমার মুখ উজ্জ্বল হউক)। আর
পুত্রের দ্বারা (অথবা, বীরত্বের দ্বারা) আমি যেন সন্মার্গগামী শোভনপুত্র-
যুত (অথবা, সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্যসম্পন্ন) হই; আর, সংসারের লোক-
সকলের পালন-কার্য্যে আমি যেন শ্রেষ্ঠ লোকপালক হই (অর্থাৎ,
লোক-পালন জনহিতসাধনই যেন আমার জীবনের ব্রত হয়)।

২। হে নরহিতসাধক দেব! আমার আত্মীয়-স্বজনকে (আশ্রিত
জনকে) আপনি পালন করুন (পরিত্রাণ করুন)।

৩। হে সর্ব্বজন-প্রশংসিত দেব! আমার আশ্রিত জীবজন্তুকে
আপনি রক্ষা করুন; অথবা,—আমার পশুভাব হইতে আমাকে
পরিত্রাণ করুন।

৪। হে সততগমনশীল (সর্ব্বব্যাপিন্) দেব! আমার অন্ন
(সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবন) রক্ষা করুন। (৩অ—৩৭ক—১-৪ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

অথ ক্ষুল্লকোপস্থানমাহুরি দৃষ্টং ॥ (কা০ ৪ ১২।১২) ভূর্ভুবঃ স্বরিতি বোভাবিতি। বা
শব্দো বিকল্পার্থঃ। পূর্ব্বোক্তেনোপপ্রয়ন্ত ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণেন ভূর্ভুবঃস্বরিত্যাদিনা বোভাবগ্নী
উপতিষ্ঠেতোভয়োপস্থানং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে অগ্নে! ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্বং ব্যাহৃত্যাদিত্রয়াত্মকঃ
তদর্থভূতলোকত্রয়াত্মিকো বা। অতস্ত্বংপ্রসাদাদহং প্রজাভিঃ বন্ধুভৃত্যাদিরূপাভিঃ কৃত্বা
সুপ্রজাঃ স্যামনুকূলত্বেন শোভনাঃ প্রজা যস্য তাদৃশো ভবেয়ং তথা বীরৈঃ পুত্রৈঃ সুবীরঃ স্যাং

শাস্ত্রীয়মার্গবর্ত্তী শোভনপুত্রযুক্তো ভবেয়ং তথা পোষৈঃ হিরণ্যাদিপোষণৈঃ সুপোষঃ স্যাৎ বহুমূল্যার্হহিরণ্যাদিযুক্তো ভবেয়ং ॥ প্রবৎসুচ্চুপস্থানমাগত্যোপস্থানং চান্দিত্যাদৃষ্টং। (কা০ ৪।১২।১৩) প্রবৎস্যন্ সর্ব্বাগ্নয়েতি প্রতিমন্ত্রমিতি। যদা যজমানো গ্রামান্তরং গন্তুমিচ্ছতি তদানীং সর্ব্বানগ্নীন্নর্য্যেত্যাদিমন্ত্রৈরুপতিষ্ঠেত। অথ মন্ত্রার্থঃ। নর্য্য নরেভ্যো হিত গার্হপত্য মে প্রজাং পাহি। আহবনীয়মুপতিষ্ঠতে হে শংস্য অনুষ্ঠাতৃভিঃ শংসিতুং যোগ্যাহবনীয়ং! মে মম পশূন্ পাহি রক্ষঃ। দক্ষিণাগ্নিমুপতিষ্ঠতে। হে অথর্য্য দক্ষিণাগ্নে! মে পিতুমন্নং পাহি। অতনবানথর্য্যঃ। অত সাতত্যগমনে। সততং গার্হপত্যাৎ স্বস্থানং দক্ষিণাগ্নির্গচ্ছতি তেনাথর্য্যঃ নিপাতোহয়ং ॥ (৩য়—৩৭ক—১০৪ম)

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্ববর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহে 'বৃহদুপস্থান' যাগকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী সংক্ষিপ্ত উপস্থান-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। অগ্নিস্থাপন-পূর্ব্বক এই মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হয়,—'ভূলোক ভুবর্লোক ও দ্যুলোক, সম্বন্ধীয় হে অগ্নে! আমি যেন আপনার কৃপায় এমন বন্ধুভৃত্যাদি লাভ করি, যাহার জন্য সুপ্রজাবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হই; আমি যেন এমন পুত্র লাভ করি, যাহার জন্য সুপুত্রবান বলিয়া পরিচিত হই; আর আমি যেন সুবর্ণাদি এমন উৎকৃষ্ট ধন লাভ করি, যাহার জন্য প্রসিদ্ধধনশালী বলিয়া পরিচিত হই।' মন্ত্রার্থে এইরূপ প্রার্থনার বিষয়ই পরিকল্পিত হয়।

এই মন্ত্রটির মুখ্য অর্থ বিষয়ে আমাদের মতান্তর নাই। তবে আমরা 'বীরৈঃ' পদে কেবল 'পুত্র' অর্থ গ্রহণ করিলাম না। ঐ পদে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ আপনার বীরত্বের ভাব গ্রহণ করিলে, বেশ সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে মনে হয়, প্রার্থী যেন বলিতেছেন,—'আমায় সৎকর্ম্মসাধনে শক্তি দেও। আমার বীরত্ব সৎকর্ম্মসাধনে প্রকাশ পাউক। মানুষের শ্রেষ্ঠ বীরত্ব বা সুবীর্য্য ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? তার পর, 'পোষৈঃ' পদে সুবর্ণাদি ধন পরিকল্পনা করিয়া, 'সুপোষঃ' পদে প্রকৃষ্টধনশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—বলা হয়। কিন্তু আমরা বলি, 'পোষৈঃ' পদ্ পালনার্থ-জ্ঞাপক। সত্ত্বভাবসম্পন্ন সাধকের প্রার্থনা এই যে—'হে ভগবন্! আমায় লোক-প্রতিপালনের শক্তি দেও,—আমি যেন জনহিতসাধনে জনপালক হইতে পারি।' জনহিতসাধন মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। এখানে সেই কর্ম্মে সাফল্য-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে, স্বজনবর্গকে—যে কোনও জনের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগের সকলকে—পরিত্রাণের প্রার্থনা আছে। ভাব এই যে,—আমার পারিপার্শ্বিক সকলেই সত্ত্ব-ভাবসম্পন্ন হউন,—সকলেই উদ্ধার পাউন।' তৃতীয় মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ,—'হে দেব! আপনি আমার পশুদিগকে পালন করুন।' দেবতার নিকট এরূপ প্রার্থনা বড়ই কৌতুকপ্রদ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আমরা এখানে দ্বিবিধ ভাব আমনন করি। সাধারণতঃ

আশ্রিত জীবজন্তুকে রক্ষা করুন—প্রার্থনা প্রকাশ পায়। সংসারের জীবজন্তু কোনরূপ কষ্ট না পায়—তাহারাও সুখে থাকুক ; কিবা মনুষ্যের কিবা পশ্বাদির সকলেরই সুখশান্তি বৃদ্ধি পাউক ; এই এক ভাব এখানে পরিব্যক্ত। অপর ভাব (দুই একটী পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকারে পাওয়া যায়)—'আমার পশুভাব হইতে আমার পরিত্রাণ কর।' মানুষ পশুচিত কার্য্যে নিরত উদ্বুদ্ধ হয়। এখানে প্রার্থনা—'তেমন কার্য্যে যেন আমার মতি না আসে।' চতুর্থ মন্ত্রে অন্নের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মশীল জীবন যেন আমি প্রাপ্ত হই।

মন্ত্র চারিটির প্রয়োগ-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যে,—প্রথম মন্ত্রটীর দ্বারা 'ক্ষুল্লক' অর্থাৎ ক্ষুদ্র উপস্থান সম্পন্ন হইবে ; দ্বিতীয় মন্ত্রে, গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে, যাঁহারা নিত্যাগ্নিহোত্রী, তাঁহারা গ্রামান্তর গমন-সময়ে এই দ্বিতীয় মন্ত্রে গার্হপত্যোপস্থান করিবেন। কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে, আহবনীয় অগ্নির এবং চতুর্থ মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নির উপস্থান হইবে। (৩অ—৩৭ক—১-৪ম)।

—— (•) ——

অষ্টত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

আ গন্ম বিশ্ববেদসমস্মভ্যং বসুবিত্তমং।
অগ্নে সম্রাড্‌ভি দ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব ॥ ৩৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সম্রাট্' (সম্যগ্‌দীপ্যমান্, স্বপ্রকাশ) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'বসুবিত্তমং' (শ্রেষ্ঠধনযুতং, পরমধনস্য লব্ধারং) ত্বাং 'অভি' (অভিলক্ষ্য, তব কৃপয়া ইতি যাবৎ) বয়ং 'আ গন্ম' (প্রত্যাগতাঃ, অসন্মার্গাৎ প্রতিনিবৃত্তাঃ) ; হে দেব ! ত্বং 'দ্যুম্নং' (জ্ঞানকিরণং, পরমং ধনং) 'সহঃ' চ (সামর্থ্যঞ্চ, সৎকর্ম্মসম্পাদনায় ইতি যাবৎ) 'আযচ্ছস্ব' (আগময়, অস্মাসু প্রাপয়)। হে দেব ! তব কৃপয়া জ্ঞানোন্মেষেণ সহ অসন্মার্গাৎ প্রতিনিবৃত্তাঃ সন্তঃ বয়ং পরমং ধনং প্রার্থয়ামঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৩৮ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সম্যগ্‌দীপ্যমান্ (স্বপ্রকাশ) হে জ্ঞানদেব (অগ্নে) ! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমধনপ্রদাতা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া (আপনার কৃপা লাভ করিয়া)

আমরা অসৎপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। হে দেব! পরমধন (জ্ঞানকিরণ) এবং সৎকর্ম্মসম্পাদনে সামর্থ্য আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন। (৩অ—৩৮কং—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৪।১২।১৮) সমিৎপাণিরনুপেত্য কঞ্চিদুপতিষ্ঠত্য আহবনীয় গার্হপত্য দক্ষিণাগ্নীনাগন্মেতি প্রতিমন্ত্রমিতি। সমিধং হস্তে আদায় কঞ্চিদপি জনং গত্বৈব প্রথমমেবাগ্ন্যাগারং প্রাপ্যাগন্মেত্যাদিমন্ত্রত্রয়েনাহবনীয়াদীনুপতিষ্ঠত ইতি সূত্রার্থঃ॥ অনুষ্টুবাহবনীয়দেবতা। হে অগ্নে সম্রাট্! সম্যক্ রাজতে দীপ্যতে সম্রাট্ তথাবিধাগ্নে আহবনীয়! বয়ং ত্বামাগন্ম ত্বামুদ্দিশ্য গ্রামান্তরাৎ প্রত্যাগতাঃ। কিম্ভূতং ত্বাং। বিশ্ববেদসং বিশ্বং বেত্তি বেদয়তীতি বা বিশ্ববেদাস্তং। বিশ্বং বেদো ধনং যস্তেতি বা। সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বধনং বা। পুনঃ কিম্ভূতং। অস্মভ্যং বসুবিত্তমমত্যন্তর্বমতিশয়েন বসুনো ধনস্য বেদিতারং লব্ধারং। কিঞ্চ হে অগ্নে দ্যুম্নং সহশ্চ অস্মভ্যমভি আযচ্ছস্ব। দাণ্ দানে। পাঘ্রেত্যাদিনা (পা০ ৭।৩।১৮) যচ্ছাদেশঃ। যশো বলং চাস্মভ্যং দেহি। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বাম্নং বা (নি০ ৫।৫)। সহ ইতি বলনাম (নিঘ০ ২।৯)। যচ্ছস্বেতি যমে রূপং বা। আযচ্ছস্ব আগময়। যচ্ছতিঃ স্থাপনার্থো বা। অস্মাসু যশো বলং চ স্থাপয়॥ (৩অ—৩৮ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:•:——

ভাষ্যে প্রকাশ,—যাঁহারা নিত্য-অগ্নিহোত্রী, তাঁহারা প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে, প্রথমেই সমিধ-হস্তে অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিবেন; এবং এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি-দান করিবেন। সে পক্ষে মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'হে অগ্নে! আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রামান্তর হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি। আপনি বিশ্ববেদ; সুতরাং আপনি আমার অবস্থা সকলই অবগত আছেন; আপনি প্রভূত ধনের অধিকারী; আমায় অন্ন ও বল প্রদান করুন।' ফলতঃ, এখানে আপন দৈন্য জানাইয়া অর্থের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—ভাষ্যাদিতে এই ভাবই পরিব্যক্ত।

আমাদের অর্থ এই যে,—ভগবৎকৃপায় মানুষ যখন একটু জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়, তখন অসৎপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে থাকে। আর, সে সময় ভগবানের অনুকম্পার বিষয় তাহার স্মরণ হয়, তাঁহার স্বরূপ-শক্তি উপলব্ধ হইতে থাকে। জ্ঞান-রূপে অধিষ্ঠিত দেবতা যে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ও পরমধনপ্রদাতা, তখন মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। সেই বুঝিয়া, সে তখন ভগবানের কৃপার প্রার্থী হয়। তাঁহার নিকট পরমার্থের এবং সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের বাঞ্ছা করে। এ মন্ত্রে সেই অবস্থার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩অ—৩৮ক—১ম)।

—— * ——

ঊনচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ঊনচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অয়মগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজায়া বসুবিত্তমঃ।

অগ্নে গৃহপতেঽভি দ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব ॥ ৩৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (স্বপ্রকাশঃ) 'গার্হপত্য' (গৃহপতিরূপেণ অবস্থিতঃ, সাধকানাং হৃদয়রূপগৃহস্য পালকরূপেণ বিদ্যমান) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'গৃহপতিঃ' (মদীয়স্য হৃদয়রূপগৃহস্য অধিপতিঃ ভবতু ইতি শেষঃ) ; স দেবঃ 'প্রজায়াঃ' (পুত্রপৌত্রাদিকায়াঃ, জনসাধারণায় অনুগ্রহার্থং ইতি যাবৎ) 'বসুবিত্তমঃ' (অতিশয়েন ধনস্য প্রদাতা ভবতু ইতি শেষঃ) ; 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব !) 'ত্বং দ্যুম্নং' (জ্ঞানকিরণং, পরমং ধনং) 'সহঃ' চ (সামর্থ্যঞ্চ—সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ) 'আযচ্ছস্ব' (আগময়, অস্মাসু প্রাপয়)। হে জ্ঞানদেব ! ত্বং মম হৃদি অধিষ্ঠিতো ভব ; সর্ব্বান্ লোকান্ অনুগ্রহং কুরু ; পরমং ধনং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যঞ্চ মাং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রর্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৩৯ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই স্বপ্রকাশ, সাধকগণের হৃদয়-রূপ গৃহের অধিপতি-রূপে অবস্থিত, জ্ঞানদেবতা (অগ্নিদেব) আমার এই হৃদয়-রূপ গৃহের অধিপতি হউন ; সেই দেবতা, আমার পুত্রপৌত্রাদিকে (সংসারের সকল লোককে) অনুগ্রহের জন্য পরমধনপ্রদাতা হউন। হে জ্ঞানদেব (অগ্নে !) পরমধন (জ্ঞানকিরণ) এবং সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য আপনি আমাকে প্রদান করুন। (৩অ—৩৯ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে। ন্যঙ্কুসারিণী বৃহতী। যস্যা দ্বিতীয়ঃ পাদো দ্বাদশাক্ষরোঽন্যে ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ সা ন্যঙ্কুসারিণী। অত্র তৃতীয়ো নবাক্ষরস্তেনৈকাধিকা। অয়ং পুরোঽবস্থিতো গার্হপত্য এতন্নামকোঽগ্নির্গৃহস্য পতিঃ পালকঃ। প্রজায়াঃ পুত্রপৌত্রাদিকায়াঃ অনুগ্রহার্থং বসুবিত্তমঃ অতিশয়েন ধনস্য লব্ধা। হে অগ্নে ! স ত্বং দ্যুম্নং সহশ্চাভ্যাযচ্ছস্ব দেহি ॥ (৩অ—৩৯ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•○•:§——

এই মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নি স্থাপন করা হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের অর্থ এই যে,—'অগ্নি গৃহের অধিপতি, তিনি অশেষ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। হে অগ্নে! আমার পুত্রপৌত্রাদিকে রক্ষার জন্য আমার যশঃ (অন্ন) এবং বল প্রদান করুন।' এ ক্ষেত্রে অগ্নিকে কি ভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি মানুষ, কি জ্বলন্ত অগ্নি, কি অন্য কিছু—কি ভাব পরিগৃহীত হইবে?

আমরা মনে করি, এখানে অগ্নি-সম্বোধনে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। 'গার্হপত্যঃ' পদে সাধকগণের হৃদয়স্থিত জ্ঞান-জ্যোতিকে লক্ষ্য করিতেছে। 'যিনি সাধকগণের হৃদয়ে গার্হপত্য-রূপে অবস্থিত আছেন, তিনি আমার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন, আমার হৃদয়ের অধীশ্বর-রূপে বিরাজ করুন';—এখানকার এই এক প্রার্থনা। আর এক প্রার্থনা,—'তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞানকিরণ-প্রভাবে আমার পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজন-সমন্বিত এই সংসার সমুন্নত সদ্ভাবপূর্ণ হউক।' শেষ প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আমায় সেই জ্ঞানকিরণদানে (পরমধনপ্রদানে) এবং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-প্রদানে রক্ষা করুন।' আমরা মনে করি, মন্ত্র এইরূপ উদার ভাবপূর্ণ। (৩অ—৩৯ক—১ম)।

—— • ——

চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যো রয়িমান্ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।

অগ্নে পুরীষ্যাভি দ্যুম্নমভি সহ আযচ্ছস্ব ॥ ৪০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (স্বপ্রকাশঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'পুরীষ্যঃ' (পশব্যং, পশুভাবাপন্নস্য নির্ব্বোধস্য জনস্য হিতসাধকঃ) 'রয়িমান্' (জ্ঞানধনদাতা, সাধনপ্রবৃত্তেরুন্মেষকঃ) 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' (সত্ত্বভাববর্দ্ধকঃ) অসি ইতি শেষঃ; 'পুরীষ্য' (অজ্ঞানজনস্য হিতসাধক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) অস্মান্ 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'দ্যুম্নং' (জ্ঞানকিরণং, পরমং ধনং) 'সহঃ চ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যঞ্চ) 'আযচ্ছস্ব' (প্রাপয়)। হে দেব! বয়ং জ্ঞানহীনাঃ, ত্বং হি জ্ঞানদাতা। অস্মান্ জ্ঞান বিতরণেন পরিত্রাণং কুরু। ইতি ভাবঃ। (৩অ-৪০ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব পশুভাবাপন্ন অজ্ঞজনের হিতসাধক, জ্ঞানধনদাতা (সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষকারী) এবং সত্ত্বভাববর্দ্ধক হয়েন। অজ্ঞান-জনের হিতসাধক হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে আপনি জ্ঞানকিরণ ও সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। (৩অ—৪০ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

দক্ষিণাগ্নিমুপতিষ্ঠতে। অনুষ্টুপ্। যোঽয়মগ্নিঃ পুরীষ্যঃ পশব্যঃ। পশবো বৈ পুরীষমিতি শ্রুতেঃ। রয়িমান্ ধনবান্ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পোষস্য বর্দ্ধয়িতা। তং যাচে। হে অগ্নে পুরীষ্য পশুহিত দ্যুম্নং সহস্বাভ্যাযচ্ছস্ব দেহি॥ (৩অ—৪০ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§:০:§—

এই মন্ত্রে দক্ষিণা অগ্নির উপস্থান করা হয়। ভাষ্যে প্রকাশ—'পুরীষ্যঃ' পদে 'পশুগণের হিতকারী' অর্থ হয়। সে পক্ষে মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'এই অগ্নি পশুদিগের হিতকারী, ধনবান ও পুষ্টিবর্দ্ধনকারী।' প্রার্থনা জানান হইয়াছে—'হে পশুহিতসাধক অগ্নে! পশুদিগের রক্ষণার্থ আমায় যশঃ (অন্ন) ও বল দেও।'

আমাদিগের অর্থে এই 'পুরীষ্যঃ' পদে পশুভাবাপন্ন অজ্ঞান জনের প্রতি লক্ষ্য আসে। অজ্ঞান জন, ভগবৎকৃপায় জ্ঞানকিরণ-লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। জ্ঞান-প্রভাবে সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, সত্ত্বভাব পরিপুষ্টি লাভ করে। সেই জ্ঞান-দেবতা জ্ঞান-বিতরণে অজ্ঞান আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন;—ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব। (৩অ—৪০ক—১ম)।

—০—

একচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

গৃহা মা বিভীত মা বেপধ্বমূর্জ্জং বিভ্রত এমসি।

ঊর্জ্জং বিভ্রদ্বঃ সুমনাঃ সুমেধা গৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ॥ ৪১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গৃহাঃ' (সদসদ্ভাবানাং আশ্রয়স্থানীয়াঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'মা বিভীত' (ভয়ং মা কুরুত), 'মা চ বেপধ্বং' (শত্রুভয়েন বিকম্পিতা মা ভবত), যতঃ স জ্ঞানদেবো যুষ্মাকং রক্ষকো ভবেৎ; যূয়ং 'উর্জ্জং' (বলপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'বিভ্রতঃ' (বিচঞ্চলাঃ) 'এমসি' (আগতাঃ স্মঃ); 'যুষ্মাকং পরিরক্ষকোঽহমপি উর্জ্জং' (বলপ্রাণপ্রাপণার্থং) 'বিভ্রৎ' (বিভ্রমপ্রবৃত্তঃ সন নানামার্গে বিচরণং কৃত্বা পরিশেষে জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া ইতি যাবৎ) 'সুমনাঃ' (সুবুদ্ধিযুতঃ) 'সুমেধাঃ' (সুপ্রজ্ঞাসম্পন্নঃ) 'মনসা' (দুঃখরহিতেন অন্তরেণ সহ) 'মোদমানঃ' (হর্ষযুক্তঃ সন্) 'গৃহান্' (সদ্ভাবানাং আশ্রয়স্বরূপান্) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'এমি' (আগচ্ছামি, প্রাপ্নোমি)। 'কঃ পন্থাঃ' ইতি নির্দ্ধারণাসমর্থং চিত্তং বিচঞ্চলং ভবতি। ভগবৎকৃপয়া সন্মার্গপ্রাপ্তি সম্ভবতি। যদাহং ভগবৎপদাঙ্কানুসারী ভবামি, তদা সর্ব্বে বিভ্রমা বিদূরয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪১ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

সদসদ্ভাবসমূহের আশ্রয়স্থানীয় হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা ভীত হইও না, শত্রুভয়ে বিকম্পিত হইও না; (যেহেতু, সেই জ্ঞানদেবতা তোমাদিগের রক্ষক আছেন); তোমরা বলপ্রাণ-প্রাপণার্থ বিচঞ্চল হইয়াছিলে; আমিও (তোমাদিগের পরিচালক পরিরক্ষক-স্থানীয় আমিও) বলপ্রাণ-প্রাপণার্থ বিচঞ্চল হইয়া, নানা মার্গে বিচরণ করিয়া, পরিশেষে সেই জ্ঞানদেবের কৃপায়, সুবুদ্ধিযুক্ত পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন দুঃখরহিত অন্তরের সহিত, হর্ষযুক্ত অবস্থায়, সদ্ভাবের আশ্রয়-স্বরূপ তোমাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতেছি। (৩অ—৪১ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

কা০ (৪।১২।২২) গৃহা মা বিভীতেতি গৃহানুপৈতীতি। গ্রামান্তরাদাগতো গৃহামেত্যাদি মন্ত্রত্রয়েন গৃহং প্রাপ্নুয়াৎ। তিস্রোঽপি বাস্তুদেবত্যাঃ শংযুষ্টাঃ। ত্রিষ্টুব্বিরাড়্রূপা। যস্যা একাদশার্ণাস্ত্রয়ঃ পাদা একোঽষ্টার্ণঃ সা বিরাড়্রূপা। অত্র প্রথমো দশার্ণস্তেনৈকোনা। হে গৃহাঃ। যূয়ং মা বিভীত। পালকো যজমানো গত ইতি ভয়ং মা কুরুত। মা চ বেপধ্বং। কোঽপি শত্রুরাগত্য বিনাশয়িষ্যতীতি বুদ্ধ্যা কম্পং মা কার্ষ্ট। যতো বয়মূর্জ্জং বিভ্রতো ধারয়মানানক্ষীনাম্নানেব যুষ্মানেমসি। আ ইমঃ আগতাঃ স্মঃ। যথা যূয়মূর্জ্জং বিভ্রতঃ তথাহমপি উর্জ্জং বিভ্রৎ ধারয়ন্ সুমনাঃ শোভনমনস্কঃ সুমেধাঃ শোভনধারণপ্রজ্ঞোপেতঃ মনসা দুঃখরহিতেন মোদমানঃ হৃষ্যন্ বো যুষ্মান্ গৃহানেমি আগচ্ছামি। এমঃ ঐমীত্যাত্মনি বিকল্পেন বহুবচনমস্মদোদ্বয়োশ্চেত্যুক্তেঃ (পা০ ১।২।৫৯)। (৩অ—৪১ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——:§•()•:§——

এই মন্ত্রটি বিশেষ জটিল-ভাবাপন্ন। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত অগ্নিহোত্রী এই মন্ত্র
উচ্চারণ-পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবেন। এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, ভাষ্যে
এই মন্ত্রের যে অর্থের আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে গৃহ-সকলকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রটী
প্রযুক্ত হইয়াছে—বুঝিতে পারি। সে পক্ষে মন্ত্রের অর্থ,—"হে গৃহসকল! তোমরা ভীত
বা কম্পিত হইও না। ক্ষীণবলসম্পন্ন (ক্ষীণশক্তি-ধারণশীল) তোমাদিগের নিকট আমি
আসিয়াছি। তোমরা যেমন শক্তি ধারণ করিয়া আছ, আমিও সেইরূপ শক্তিধারণ-পূর্ব্বক
শোভনমনস্ক শোভনধারণপ্রজ্ঞোপেত দুঃখরহিত অন্তরের সহিত হর্ষান্বিত হইয়া তোমাদিগের
নিকট গৃহসকলে আসিতেছি।" ভাষ্যের ভাব প্রায় এইরূপ। ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ বোধগম্য
হওয়া সুকঠিন। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে
আবার অন্য ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের সেই অনুবাদটী এই; যথা,—"হে গৃহসকল!
তোমাদের অধিবাসী উপস্থিত নাই বিবেচনায় ভীত হইও না। আমি প্রবাস হইতে সমধিক
তেজস্বী হইয়া প্রত্যাগত হইলাম। আমি যেন তোমাদিগকেও তেজস্বী করতঃ প্রবেশ
করিতেছি। এ সময় আমার মন বিশুদ্ধ আছে এবং মেধাও সচেত রহিয়াছে। আমি
আন্তরিক আনন্দসহকারে এই গৃহসকলে প্রবেশ করিতেছি।" ইহাতে যে ভাব উপলব্ধ হয়,
পাঠক বুঝিয়া দেখুন। এই মন্ত্রের দেবতা—বাস্তুদেবতা। ছন্দঃ—বিরাট্‌রূপা ত্রিষ্টুপ্।

এখন, আমরা যে দিক হইতে যে ভাবে অর্থ (আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দেখুন)
নিষ্কাষণ করিলাম, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। আমরা মন্ত্রটীকে তিনি অংশে বিভক্ত
করিয়াছি। প্রথম—"গৃহা............বেপধ্বং।' দ্বিতীয়—"যূয়ং উর্জ্জং.........এমসি।'
তৃতীয়—"যুষ্মাকং পরিরক্ষকোঽহমপি উর্জ্জং.......এমি॥" ইহার প্রথমাংশের প্রথম—
পদ—'গৃহাঃ'। আমরা মনে করি, ঐ পদে সদসদ্ভাবের আশ্রয়স্থানীয় চিত্তবৃত্তিসমূহকে
বুঝাইতেছে। সে পক্ষে "গৃহাঃ" হইতে "বেপধ্বং" অংশের ভাব এই যে,—'জ্ঞান-সাহায্যে
সৎপথ প্রাপ্ত হইবে—ভয় পাইও না'; অর্থাৎ—'আমি এখন জ্ঞানান্বেষী হইয়াছি, সদসৎ
পথ দেখাইতে সমর্থ হইব।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের "বিভ্রতঃ" পদে "ধারয়মানান্" অর্থ গ্রহণ করা হয়; তাহাতে
"আগতাঃ স্ম" ক্রিয়াপদের কর্ত্তা "বয়ং" পদ অধ্যাহার করার আবশ্যক হইয়া পড়ে
কিন্তু মন্ত্র-শেষে "এমি" একবচনের ক্রিয়া পদ আছে। সুতরাং কোথাও "আমরা
এবং কোথাও "আমি" এ ভাব পরিগ্রহণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তার পর 'উর্জ্জং' প
'বল' ও 'শক্তি' অর্থ বুঝায়। সে পক্ষে, 'বল ও শক্তির ধারণকারী তোমাদিগের নি
আমরা আসিয়াছি' এই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বল ও শক্তি যদি গৃহসক
রহিল, তাহা হইলে তাহাদিগকে 'মা বিভীত' এবং 'মা চ বেপধ্বং' বলিয়া অ

প্রদানেরই বা সার্থকতা কি আছে? এই সকল কারণে, আমরা 'বিভ্রতঃ' পদে (বিভক্তি-ব্যত্যয়ে) 'বিচঞ্চলাঃ' অর্থ গ্রহণ করিলাম। তাহাতেই ভাব পরিস্ফুট হয়। চিত্তবৃত্তিসমূহ সদ্ভাবধারণে অসমর্থ হইয়া বিচঞ্চল অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই অবস্থাই তাহাদিগের ভয়ের কারণ। সেই অবস্থাই মানুষকে পতনের পথে আনয়ন করে। সেই অবস্থাতেই, জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিলে, মানুষ আত্মোদ্বোধনায় সমর্থ হয়। আমরা তাই মনে করি, এখানকার ভাব এই,—'হে চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা বিচঞ্চল হইয়াছিলে! কিন্তু আর ভয় নাই। আমি (তোমাদিগের পরিচালক গৃহস্বামী) আসিয়াছি।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ-সঙ্গতি উপলব্ধি করুন। এখানে, জ্ঞান-মার্গের সন্ধান পাইয়া, একটু উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া, সাধক কহিতেছেন,—"আর ভয় নাই! আমাতে সুবুদ্ধি আসিয়াছে, আমি জ্ঞানদেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, আর তোমাদিগকে চঞ্চল হইতে হইবে না। বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া নানা পথে বিচরণ করিয়া, পরিশেষে আমি সৎপথ দেখিয়াছি। অতএব, তোমাদিগকেও সৎপথে চালাইতে সমর্থ হইব।' এইরূপে বুঝিতে পারি, সমগ্র মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'আপনার গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া চিত্ত বিচঞ্চল হয়। ভগবৎকৃপায় সন্মার্গ-লাভ সম্ভবপর। যখন আমরা ভগবৎপদাঙ্কানুসারী হইতে পারি, তখনই সকল বিভ্রম দূরীভূত হয়।' (৩অ—৪১ক—১ম)॥

—— • ——

দ্বিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেষু সৌমনসো বহুঃ।

গৃহানুপহ্বয়ামহে তে নো জানন্তু জানতঃ॥ ৪২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রবসন্' (দেশান্তরং গচ্ছন্, স্বগৃহং স্বধর্ম্মং পরিত্যাগকারী, অসন্মার্গগমনশীলো জনঃ) 'যেষাং' (যান্ গৃহান্, আদিভূতান্ জন্মসহজাতান্ সদ্ভাবান্) কশ্চিৎ 'অধ্যেতি' (স্মরতি), তথা 'যেষু' (প্রবৃত্তিষু, সদ্ভাবেষু), বহুঃ সৌমনসো' (অতিশয়ঃ সুমনসো ভাবঃ, প্রীত্যতিশয়ঃ) ভবতি; অসন্মার্গগামিনো বয়ং 'তান্' (আদিভূতান্ জন্মসহজাতান্ সদ্ভাবান্) 'উপ' (সমীপে, হৃদি) সাম্প্রতং 'হ্বয়ামহে' (আহ্বয়ামঃ); 'তে' (সদ্ভাবনিবহাঃ) 'জানতঃ' (তান্ বিজ্ঞাতান্) 'নঃ' (অস্মান্) 'জানন্তু' (প্রাপ্নুবন্তু)। নরো মোহবশাৎ জন্মসহজাতান্ সদ্ভাবান্ পরিত্যজতি। হে ভগবন্! অসন্মার্গগামিনো বয়ং যেন তদ্ভাবান্ পুনঃ প্রাপ্নুমঃ তদ্বিধেহি। (৩অ—৪২ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

স্বগৃহ-স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগকারী অসন্মার্গগমনশীল জন, জন্মসহজাত সদ্ভাবসমূহকে কখনও কখনও স্মরণ করে; আর, সেই সদ্ভাব-সমূহের প্রতি সময়ে সময়ে প্রীতিযুক্ত হয়। অসন্মার্গগামী আমরা, আদিভূত জন্মসহজাত সদ্ভাব-সমূহকে এক্ষণে হৃদয়ে আহ্বান করিতেছি; সেই সদ্ভাবনিবহ, তাঁহাদিগের বিজ্ঞাতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন (আমরা বিপথগামী হইয়াছি—বুঝিতে পারিয়া, এখন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি; তাঁহারা আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন)। (৩অ—৪২ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অনুষ্টুপ্। প্রবসন্দেশান্তরং গচ্ছন্ যজমানো যেষামধ্যেতি। ইক্ স্মরণে। যান্ গৃহান্ স্মরতি। অধিগর্থদয়িষাং কর্ম্মণীতি (পা০ ২।৩।৫২) ষষ্ঠী। গৃহবিষয়ং ক্ষেমং সদা চিন্তয়তীতার্থঃ। তথা যেষু গৃহেষু যজমানস্য বহুঃ সৌমনসো সুমনসো ভাবঃ প্রীত্যতিশয়ঃ। বয়ং তান্ গৃহানুপহ্বয়ামহে আহ্বয়ামঃ। গৃহাভিমানী দেবোঽস্মৎসমীপমাগচ্ছত্বিত্যর্থঃ॥ তে গৃহদেবা আহূতাঃ সন্তঃ জানতঃ উপকারাভিজ্ঞান্নোঽস্মান্ জানন্তু। এতে কৃতঘ্না ন ভবন্তীত্যবগচ্ছন্তু॥ (৩অ—৪২ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীও বড়ই জটিলভাবাপন্ন। ভাষ্যে প্রকাশ, প্রবাস হইতে প্রত্যাগত অগ্নিহোত্রী এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবেন। ভাষ্যের ভাব বিচ্ছিন্ন। প্রথম,—'প্রবসন্ যেষামধ্যেতি' বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে,—'দেশান্তর-গামী যজমান যে গৃহসকলকে বা যে গৃহসকলের মঙ্গলের বিষয় চিন্তা করেন।' দ্বিতীয়,—'যেষু বহুঃ সৌমনসো।' এই বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে,—'যে গৃহসকলে যজমান অতিশয় প্রীতিযুক্ত।' তৃতীয়,—'গৃহানুপহ্বয়ামহে'। এই বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে,—'সেই গৃহসকলকে আমরা আহ্বান করি।' তাহা হইতে ভাব আনা হইয়াছে,—'সেই সকল গৃহাভিমানী দেবতা আমাদিগের সমীপে আগমন করুন।' চতুর্থ,—'তে নো জানন্তু জানতঃ'। এই বাক্যের অর্থে বলা হইয়াছে,—'সেই গৃহদেবগণ আমাদিগের কর্তৃক আহূত হইয়া জানুন যে, আমরা উপকারীর বিষয় স্মরণ করি, আমরা কৃতঘ্ন নহি।' এই ভাষ্যানুসারেই একজন প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা আবার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন যে গৃহসকলকে স্মরণ করিতাম, যে গৃহগুলিতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতাম, সেই গৃহসকলকে অদ্য আহ্বান করিতেছি। আমি কৃতঘ্ন নহি—ইহা তাঁহারা অবগত হউন।"

এখন, আমরা যেদিক দিয়া যে অর্থ নিষ্কাষণ করিলাম, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। আমাদিগের 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' দেখুন, আমরা মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশ—"প্রবসন্" হইতে "বহুঃ সৌমনসো ভবতি" পর্য্যন্ত লক্ষ্য করুন। ঐ অংশে উপমার ছলে একটী নিত্যসত্যতত্ত্ব বিবৃত আছে। আমরা মনে করি, ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—'স্বগৃহ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিধর্ম্মের আশ্রয় লয়, সৎপথ ত্যাগ করিয়া যাহারা অসৎপথে প্রধাবিত হয়, সময়ে সময়ে তাহাদিগের মনে আত্মগ্লানি আসে; তখন, তাহারা আপনাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থার বিষয় স্মরণ করে; তখন তাহাদিগের প্রাণে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে; তখন, তাহারা জন্মসহজাত সদ্ভাবসমূহের প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন হয়।' ইহাই স্বাভাবিক। ইহাকে অসন্মার্গগামীর অনুশোচনার ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অতঃপর মন্ত্রের (আমাদের ব্যাখ্যার অনুসরণে) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। দ্বিতীয় অংশ—"অসন্মার্গগামিনো বয়ং 'তান্ উপ হ্বয়ামহে'।" এখানে প্রার্থনাকারীর মনে আপনার পদস্খলনের বিষয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি এখন জন্মসহজাত সদ্ভাবসমূহকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন;—তাহাদিগকে হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই উচ্ছৃঙ্খলা পরিহারে মানুষ এই ভাবে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"তে জানন্তঃ নঃ আয়ন্ত"—কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, বুঝিয়া দেখুন। এখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে সদ্ভাবনিবহ! এখন এতদিন পরে আপনাদিগকে জানিতে পারিয়াছি,—এখন এতকাল পরে আপনাদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। আপনারা এখন আমাদিগকে কৃপা করুন,—আমাদিগের হৃদয় আপনাদিগের দ্বারা সদ্ভাবে পূর্ণ হউক।' আমরা মনে করি, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা—এইরূপ ভাবই এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত। (৩অ—৪২ক—১ম)॥

—— • ——

ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

উপহূতা ইহ গাব উপহূতা অজাবয়ঃ॥

অথোঽঅন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষু নঃ।

ক্ষেমায় বঃ শান্ত্যৈ প্রপদ্যে শিবꣳ শগ্মꣳ শয্যোঃ শয্যোঃ॥ ৪৩॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইহ' (সংসারে, অস্মাকং হৃদি) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণনিবহাঃ) 'উপহূতাঃ' (আরাধিতাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ ; 'অজাবয়ঃ' (জন্মরহিতস্য অনন্তস্য সম্বন্ধিনঃ সত্ত্বভাবাদয়ঃ) 'উপহূতাঃ' আরাধিতাঃ—অস্মাভিরিতি যাবৎ) সন্তু ; 'অথঃ' (অপি চ) 'অন্নস্য' (অস্মাকং অন্নসম্বন্ধিনঃ, জীবনরক্ষকস্য, পরিত্রাণকারকস্য) 'কীলালঃ' (রসবিশেষঃ, ব্রহ্ম ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গৃহেষু' (হৃদয়েষু) 'উপহূতঃ' (আরাধিতঃ) ভবতু ; হে দেবা!' 'ক্ষেমায়' (মঙ্গলায়, মদীয় রক্ষণার্থং) 'শান্ত্যৈ' (সর্ব্বানিষ্টশমনায়, শান্তিকরণার্থং) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'প্রপদ্যে' (প্রাপ্নোমি, আরাধয়ামি) ; 'শিবং' (মঙ্গলং, ঐহিকং সুখং) 'শগ্মং' (মঙ্গলং, পারত্রিকং সুখং) 'শয্যোঃ শয্যোঃ' (মঙ্গলং ভবতু—অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু, তেষাং কৃপয়া ইতি শেষঃ)। হে ভগবন্! জ্ঞানকিরণং সত্ত্বভাবনিবহঞ্চ অস্মান্ প্রাপয় ; ততঃ অস্মাকং পরমং মঙ্গলং ভবতু। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪৩ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ইহসংসারে (আমাদিগের হৃদয়ে) জ্ঞানকিরণসমূহ আরাধিত (প্রতিষ্ঠিত) হউক ; সেই 'অজ' অর্থাৎ অনন্তের সম্বন্ধীয় সত্ত্বভাবসমূহ আমাদিগের কর্তৃক আরাধিত (সংসারে প্রতিষ্ঠিত) হউক। আর, আমাদিগের পরিত্রাণকারক ব্রহ্মস্বরূপ রস আমাদিগের হৃদয়ে আরাধিত (প্রতিষ্ঠিত) হউক। হে দেবগণ (সত্ত্বভাবনিবহ)! আমাদিগের রক্ষার (পরিত্রাণের) এবং সর্ব্ববিধ অনিষ্ট-প্রশমনের জন্য আপনাদিগকে আরাধনা করিতেছি। (আপনাদিগের কৃপায়) আমাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হউক। (৩অ—৪৩ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

ত্র্যবসানা মহাপঙ্ক্তিঃ। যস্যাঃ অষ্টার্ণাঃ ষট্পাদা সা মহাপঙ্ক্তিঃ। পঞ্চমো নবার্ণস্তেনৈকা-ধিকা। ইহ গৃহেষু গাব উপহূতাঃ ধেনবো বলীবর্দ্দাশ্চ সুখেন তিষ্ঠন্ত্বিত্যেবমনুজ্ঞাতাঃ। তথা ইহ গৃহেষু অজাবয়ঃ উপহূতাঃ। অজাত্বাবিত্বজাতিদ্বয়যুক্তাঃ পশবঃ উপহূতাঃ সুখেন বর্ত্তস্বা-মিত্যস্মাভিরনুজ্ঞাতাঃ। অথো অপি চ অন্নস্য কীলালঃ অন্নসম্বন্ধী রসবিশেষো নোঽস্মদীয়েষু গৃহেষু উপহূতঃ সমৃদ্ধো ভবত্বিত্যেবমস্মাভিরনুজ্ঞাতঃ॥ (কা০ ৪।১২।২৩) ক্ষেমায় ব ইতি প্রবিশতীতি। হে গৃহাঃ। বো যুষ্মান্ প্রপদ্যে প্রাপ্নোমি। কিমর্থং। ক্ষেমায় বিদ্যমানস্য বস্তুনো রক্ষণং ক্ষেমস্তদর্থং। শান্ত্যৈ মম সর্ব্বানিষ্টশমনায়। শংযুঃ শমিতি সুখনাম (নি০ ৩।৬।১০) তৎকাময়তে ইতি শংযুঃ। ইদংযুরিদং কাময়মান ইতি (নি০ ৬।৩১) যাস্কো-

কেবাং তাদৃশস্য মম শিবং শগ্মমিতি যে সুখনামনী (নি০ ৩৬) তত্রাত্তমৈহিকং দ্বিতীয়মামুষ্মিকং। উভয়বিধং সুখং ভূয়াদিতি শেষঃ। শমোরিত্যভ্যাসোঽভ্যাদরার্থঃ ॥ ইত্যুপস্থানমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥ (৩অ—৪৩ক—১ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী অগ্নি উপস্থানের শেষ মন্ত্র। এ মন্ত্রের ছন্দঃ—মহাপঙক্তি। প্রতি অষ্টাক্ষরে এক পাদ—সেইরূপ ছয় পদে (কেবল পঞ্চম পাদে নয়টী অক্ষর আছে) এই মন্ত্র গ্রথিত। এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে, প্রবাস হইতে প্রত্যাগত অগ্নিহোত্রী অগ্নিতে আহুতি-প্রদান-সময়ে যেন বলিতেছেন,—'আমি যখন প্রবাসে যাই, তখন, আমার গরুগুলি সুখে থাকুক—এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, আমার ছাগাদি পশুসকল সুখে থাকুক—এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আমার অন্নসম্বন্ধীয় রস আমার গৃহে সমৃদ্ধ হউক—এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। হে গৃহসকল! এখন আমি কল্যাণকামনায় তোমাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। আমার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ হউক। ভাষ্যার্থে এই ভাব প্রকাশমান্। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

অতঃপর, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের প্রথম পদ—'উপহূতাঃ'। এই পদের অর্থ এখানে ভাষ্যে প্রকাশ—'সুখেন তিষ্ঠন্তিত্যেবমনুজ্ঞাতাঃ'। কিন্তু 'উপহূতঃ' পদদ্বয় দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম ও একাদশ কণ্ডিকায় প্রযুক্ত দেখিয়াছি। সেখানে যথাক্রমে পৃথিবীকে ও দ্যুলোককে ঐ পদদ্বয়ে বিশেষিত করা হইয়াছে। সেখানে ঐ পদদ্বয়ের অর্থ 'আরাধিতা' ও 'আরাধিত' দেখিয়াছি। সেই অর্থই এখানেও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'গাবঃ' পদে যে জ্ঞান-কিরণ-সমূহকে বুঝায়, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং "ইহ গাবঃ উপহূতাঃ'—এই বাক্যাংশে, 'এই সংসারে অথবা আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ আরাধিত হউক—এই ভাবই প্রাপ্ত হই। 'অজাবয়' পদে, সাধারণ দৃষ্টিতে 'ছাগাদি পশু' অর্থ আমনন করা যায় বটে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে অর্থের সঙ্গতি দেখি না। ছাগাদি আবার আরাধিত হইবে কি? বিশেষতঃ, 'অজ' পদে জন্মরহিত অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায়। সে পক্ষে—'অজাবয়ঃ' বলিতে ভগবানের সম্বন্ধযুত সত্ত্বভাবাদিকেই লক্ষ্য করে। কেন-না, ভগবান্ সত্ত্বভাবের সমষ্টি। সুতরাং 'অজাবয়ঃ উপহূতাঃ' বলিতে, সেই সত্ত্বভাব-সমূহকে আরাধনার ভাব প্রাপ্ত হই। পরন্তু, বচন-ব্যত্যয় ঘটিলেও, তাহাতে ভাবের ব্যত্যয় ঘটে না। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির অর্থসঙ্গতি দেখি।

অতঃপর, আমাদিগের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার' তৃতীয় অংশ—"অথো অন্নস্য কীলালঃ নঃ গৃহেষু উপহূতো ভব"—লক্ষ্য করুন। "অন্নস্য কীলালঃ" পদে 'অন্নের রসবিশেষ' অর্থ পরিগৃহীত হয়। "রস বৈ ব্রহ্ম" শ্রুতিতে আছে। 'রস' বলিতে ব্রহ্মকে বুঝায়। অন্ন—জীবনধারণের উপাদান। শ্রেষ্ঠ জীবন-ধারণ—পরিত্রাণমূলক মোক্ষসাধক। এ পক্ষে মন্ত্রাংশের

মর্ম্ম এই যে,—'মোক্ষসাধক পরিত্রাণকারক ব্রহ্মরূপ রস, আমাদিগের গৃহে (হৃদয়ে) আরাধিত (ব্যাপ্ত) হউক।' আমরা মনে করি, ইহাই সঙ্গত অর্থ। মন্ত্রের চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে, দেবগণকে—দেবভাবসমূহকে আরাধনার (হৃদয়ে ধারণার) সঙ্কল্প আছে। সেই সঙ্কল্প করিয়া, প্রার্থনাকারী আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন; কহিতেছেন,—'হে দেবগণ। আমার জ্ঞানকিরণ ও সত্ত্বভাব দান করুন। ফলে, আমার পরমমঙ্গল সাধিত হউক।' (৩অ—৪৩ক—১ম)।

—•—

চতুশ্চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুশ্চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

প্রঘাসিনো হবামহে মরুতশ্চ রিশাদসঃ।
করম্ভেন সজোষসঃ॥ ৪৪॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রঘাসিনঃ' (পাপগ্রাসকান্, জ্যোতীরূপান্) 'রিশাদসঃ' (বৈরীকৃতাং হিংসাং ক্ষয়কারিণঃ, মঙ্গলসাধকান্) 'করম্ভেন' (সত্ত্বভাব-বাহকেন—সহেতি যাবৎ) 'সজোষসঃ' (সমানপ্রীতিমন্তান্, সত্ত্বভাবাবলম্বিনঃ প্রীতিসম্পন্নান্) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবান্—বিবেকরূপান্ জ্ঞানোন্মেষকান্) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ। যে দেবাঃ পাপনাশকা মঙ্গলসাধকাঃ সাত্ত্বিকজনস্য প্রতি প্রীতিসম্পন্নাঃ, তে দেবাঃ অস্মাকং পরিত্রাণং কুর্ব্বন্তু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪৪ক—১ম)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পাপগ্রাসক, মঙ্গলসাধক (শত্রুকৃত-হিংসাক্ষয়কারক), সত্ত্বভাবাবলম্বী জনের প্রতি পরমপ্রীতিসম্পন্ন, মরুদ্দেবগণকে আমরা আহ্বান করিতেছি। পাপনাশক শুভপ্রদ সত্ত্বভাবপোষক সেই দেবগণ (আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন—এই প্রার্থনা)। (৩অ—৪৪ক—১ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অথ চাতুর্ম্মাস্যমন্ত্রাঃ। প্রজাপতিদৃষ্টাঃ। চাতুর্ম্মাস্যাখ্যো যাগঃ। স পর্ব্বচতুষ্টয়াত্মকঃ। বৈশ্বদেববরুণপ্রঘাসসাকমেধশুনাসীরীয়াখ্যানি চত্বারি পর্ব্বাণি। তত্র বরুণপ্রঘাসাখ্যে দ্বিতীয়ে পর্ব্বণি দক্ষিণোত্তরয়োর্ব্বেদ্যোর্ব্বেদ্যোর্হবিঃষাঘাদিভ্যো্যমু প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীমুদানয়ং

ভূমীয়ং জারং পৃচ্ছেৎ কেন চরসীতি। সাপি তং ব্রূয়াৎ। (কা॰ ৫।৫।১০) আখ্যাতে প্রঘাসিন ইত্যেনাং বাচয়তি'নয়ন্নিতি। পত্ন্যা জারে কথিতে সতি এনাং পত্নীং নয়ন্ প্রতিপ্রস্থাতা প্রঘাসিন ইতি মন্ত্রং বাচয়তি॥ মারুতী গায়ত্রী। বয়ং মরুতো হবামহে। চকারেণ তদীয় পরিচারকাঃ সমুচ্চীয়ন্তে। কিম্ভূতান্মরুতান্? প্রঘাসিনঃ। ঘসল্ অদনে। প্রকর্ষেণ ঘস্যতে ভক্ষ্যতে ইতি প্রঘাসো হবির্ব্বিশেষঃ। স এষামস্তীতি তান্ প্রঘাসিনঃ। এতন্নামকান্। শুক্র-জ্যোতিরিত্যাদয়ঃ সপ্ত সপ্তকা মারুতা গণাঃ। তত্র স্বতবাংশ্চ প্রঘাসী চেতি পঠ্যতে (অ॰ ১৭।৮৫)। প্রঘাসোপলক্ষিতান্মরুতঃ আহ্বয়ামঃ। পুনঃ কিম্ভূতান্? রিশাদসঃ। রিশতি-হিংসার্থঃ। রিশাং বৈরিকৃতাং হিংসাং দস্যন্তি উপক্ষয়ন্তীতি রিশাদসঃ। দসু উপক্ষয়ে কিপ্। যদ্বা রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ ইগুপধেতি কঃ (পা॰ ৩।১।১৩৫)। রিশান্ হিংসকানদস্যন্তীতি রিশাদসঃ। যদ্বা রিশন্তী। শত্রবি দীর্ঘচ্ছান্দসঃ। রিশতো'হংসন্তি ক্ষিপন্তি তে রিশাদসঃ। অসুতের্ক্বিচ্। তথা করম্ভেণ সজোষসঃ। যবময়ো হবির্ব্বিশেষঃ করম্ভঃ। তেন সজোষসঃ সমানপ্রীতয়স্তান্ তথাবিধান্মরুতো হবামহে॥ (৩অ—৪৪ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— • ——

এই মন্ত্রটী চাতুর্ম্মাস্য যাগের প্রথম মন্ত্র। মন্ত্রের দেবতা—মরুৎ। ছন্দঃ—গায়ত্রী। ভাষ্যে প্রকাশ—এই কণ্ডিকার এবং ইহার পরবর্ত্তী কণ্ডিকা-সমূহের মন্ত্রগুলি চাতুর্ম্মাস্য-যাগে প্রযুক্ত হয়। চাতুর্ম্মাস্য যাগ—চারি পর্ব্বে বিভক্ত। সেই চারি পর্ব্বের নাম—বৈশ্বদেব, বরুণ-প্রঘাস, সাকমেধ এবং শুনাসীরীয়। তন্মধ্যে প্রথমে বরুণ-প্রঘাস নামক দ্বিতীয় পর্ব্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই পর্ব্বের অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ও উত্তর উত্তর বেদীতে হবিঃ আহুতি দিবার বিধি আছে। এতদুপলক্ষে প্রতিপ্রস্থাতা অর্থাৎ ঋত্বিক্, যজমান-পত্নীকে বেদীর সম্মুখে আনয়ন করাইয়া তাহার ব্যভিচার-দোষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। যজমান-পত্নী যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে, ঋত্বিক্ তাঁহাকে অগ্নির সম্মুখে আনিয়া 'প্রঘাসিনঃ' প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ করাইবেন। ইহাই হইল—মন্ত্র-প্রয়োগের বিধি। এতদ্বিধির অনুসরণেই কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভাষ্য অনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'আমরা মরুদ্দেবগণকে আহ্বান করি। সেই মরুদ্দেবগণ প্রঘাস নামক হবিঃ ভক্ষণ করেন। তাঁহারা বৈরিকৃত হিংসা ক্ষয় করেন অর্থাৎ শত্রুনাশ করেন। সেই মরুদ্গণ যবাক্তু (যবের ছাতু) মিশ্রিত হবির্ভক্ষণে প্রীত হন জানিয়া, আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাব পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় অনুধাবন করুন। মন্ত্রের প্রথম পদ—'প্রঘাসিনঃ'। ভাষ্য মতে উহার অর্থ হইয়াছে—'প্রকর্ষেণ ঘস্যতে ভক্ষ্যতে ইতি প্রঘাসঃ। স এষামস্তী তি তান প্রঘাসিনঃ।' অর্থাৎ, যিনি প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষণ বা গ্রাস করেন। ইহাতে, কি

সামগ্রী গ্রাস করুন—এরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। কর্ম্মী যিনি, তিনি দেবগণকে হবিঃ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। তাঁহার পক্ষে এখানকার 'প্রঘাসিনঃ' পদের অর্থ 'হবির্ভক্ষ্যাঃ'; কিন্তু অন্তর্যাজ্ঞিক যিনি, মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন যিনি, তিনি কেবল হবিরাহুতি প্রদান করিয়াই সন্তুষ্ট হন না; পরন্তু, তিনি দেবতার প্রভাবে পাপসংশ্রব হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্যই উদ্‌বুদ্ধ হন। সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই এবং মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগের বিষয় ভাষ্যে উপলব্ধ করিয়াই, আমরা 'প্রঘাসিনঃ পদে 'পাপগ্রাসকান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রঘাসিনঃ' পদের দ্বিতীয় অর্থ, আমাদের মতে,—'জ্যোতীরূপান্'। মরুদ্দেবগণকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হইয়াছে। মরুদ্দেবগণ যখন হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন,—হৃদয়ে যখন জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়; তখনই তাঁহারা পাপ-সমূহকে গ্রাস করেন, তখনই জ্ঞানালোকে পাপ-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়—তখনই রিপুশত্রু বিদূরিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পদ—'রিশাদসঃ।' এই পদের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমরা ভিন্নমত পোষণ করি না। যিনি বৈরিকৃত হিংসাকে ক্ষয় করেন, তিনিই 'রিশাদসঃ'—তিনিই মঙ্গলসাধক। শত্রুকৃত অনিষ্ট নিবারিত হইলেই কল্যাণ সাধিত হয়। হৃদয়ের শত্রুসমূহ মানুষকে নিরন্তর বিপথে পরিচালিত করিতেছে। সংসারে অশেষ প্রলোভনে পড়িয়া, কামনা-বাসনাদি বিজড়িত হইয়া মানুষ সংসার-বন্ধনকে ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর দৃঢ়তম করিয়া তুলিয়াছে। সেই সকল শত্রুর হিংসা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলে তো সুফল-লাভের আশা? সেই সকল শত্রুকে দমন করিতে পারিলে তো পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতা সেই সকল শত্রুকে বিনাশ করেন, তাহাতে জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এখানকার ভাব এই যে,—শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত হৃদয়ে প্রজ্ঞানরূপী মঙ্গলময় ভগবানকে ধারণ কর। তাহা হইলেই তুমি শ্রেয়ঃ-লাভে সমর্থ হইবে;—তাহা হইলেই তোমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

মন্ত্রের আর দুইটী পদ 'করম্ভেন' এবং 'সজোষসঃ'। 'করম্ভেন' পদের অর্থ—ভাষ্যমতে—"যবময়ো হবির্বিশেষঃ তেন।" আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'সত্ত্বভাব-বাহকেন সহ'; আর 'সজোষসঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'ভাষ্যের অনুসরণে—সমানপ্রীতিযুক্তান'। তাহা হইতে আমরা ঐ দুই পদের ভাব গ্রহণ করিয়াছি,—'সাত্ত্বিকজনস্য প্রতি প্রীতিসম্পন্নাঃ।' অর্থাৎ যিনি বা যাঁহারা সত্ত্বভাব-সম্পন্ন জনগণের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন,—ঐ পদদ্বয়ে সেই বিবেকরূপী দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবান্—সত্ত্বভাবের সমষ্টি। তিনি সত্ত্বভাবের সহিত ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। যেখানে সত্ত্বভাব সেইখানেই তিনি অধিষ্ঠিত। তিনি সৎ—সৎস্বরূপ। সতেই—সত্ত্বেই তাঁহার মিলন—সত্ত্বই তাঁহার প্রীতি। তাই, যাঁহারা সত্ত্বভাব সমন্বিত, তাঁহারাই তাঁহার প্রিয়; আবার তিনিও সাত্ত্বিক জনেরই প্রিয়। ভাব এই যে,—'আমার কর্ম্মের ফলে দেবতা আমায় মিত্ররূপে অনুগ্রহ করুন; আমার কর্ম্মের ফলে দেবতা আমায় প্রীতির নেত্রে দর্শন করুন।'

প্রার্থনা পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমরা পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়াছি। হে দেব।

আপনি পাপনাশক। আপনি আমাদিগের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া আমাদিগের উদ্ধার-সাধন করুন। আপনি সদ্ভাব-সম্পন্ন জনের মিত্রভূত। সাত্ত্বিক জন আপনার প্রিয়স্থানীয়। বিবেক-রূপী আপনি। আমাদের হৃদয়ে বিবেকের উন্মেষ করিয়া দিউন। হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হউক। সদ্ভাবের উদয়ে, সত্ত্বস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া, আমরা পরিত্রাণ লাভ করি।' (৩অ—৪৪ক—১ম)॥

—— • ——

পঞ্চচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যদ্ গ্রামে যদরণ্যে যৎ সভায়াং যদিন্দ্রিয়ে।

যদেনশ্চকৃমা বয়মিদং তদবয়জামহে স্বাহা॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'গ্রামে' (গ্রামে বসন্তঃ) 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ) তথা 'অরণ্যে' (অরণ্যে বসন্তঃ) 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ) তথা 'সভায়াং' (সভায়াং স্থিতাঃ) 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ), 'ইন্দ্রিয়ে' ইন্দ্রিয়-প্রাবল্যে) 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ) তথা 'যৎ এনঃ' (যৎ পাপং) অন্যত্রাপি 'চকৃম' (কৃতবন্তঃ), 'তদিদং' (তৎ ইদং সর্ব্বং পাপং) 'অবয়জামহে' (বিনাশয়ামঃ); 'স্বাহা' (সুহুতমস্তু ইতি প্রার্থনা, যদ্বা—স্বাহামন্ত্রেণ সর্ব্বপাপং বিনাশয়ামঃ ইতি ভাবঃ)। পাপনাশকং ভগবন্তং আরাধয়ন্ বয়ং সর্ব্বপাপেভ্যোঃ বিমুক্তো ভবামঃ। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অর্চ্চনাকারী আমরা গ্রামমধ্যে বাসকালে সর্ব্বতোভাবে যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, অরণ্যবাস-কালে আমরা সর্ব্বতোভাবে যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, সভায় অবস্থিতি-সময়ে আমরা সর্ব্বতোভাবে যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য-হেতু আমরা সর্ব্বতোভাবে যে পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, অথবা অন্যত্র যে কোনও স্থানে অবস্থিতি-কালে আমাদের

দ্বারা যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে; আমরা (আহুতির দ্বারা) সে সকল পাপই বিনষ্ট করিতেছি। আমাদের অনুষ্ঠান সুহুত (শুভ বা সুসম্পন্ন) হউক। (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

মরুতাষ্টুপ্। (কাং ৫।৫।১১) করম্ভপাত্রাণি জুহোতি শূর্পেণ মূর্দ্ধনি কৃত্বা দক্ষিণেঽগ্নৌ প্রত্যঙ্মুখৌ জায়াপতি বা দক্ষিণেনাহৃত্য তীর্থেন পূর্ব্বেণ বেদিমপরেণ বা যদ্গ্রাম ইতীতি। যবপিষ্টৈন নির্ম্মিতানি সন্তানপরিমিতান্যেকাধিকানি বর্ত্তুলাদিরূপাণি করম্ভপাত্রাণি। তানি শূর্পেণ পত্নী দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াদিত্যেকঃ পক্ষঃ। দম্পতী দ্বৌ বা জুহুয়াতামিত্যপরঃ পক্ষঃ। তৌ চ দক্ষিণেন মার্গেণ তানি পাত্রাণ্যাহৃত্য বেদেঃ পূর্ব্বদিশি পশ্চমাদিশি বা স্থিত্বা জুহুয়াতাম। অথৈষ মন্ত্রার্থঃ। গ্রামে বসন্তো বয়ং যদেনঃ পাপং গ্রামোপদ্রবরূপং চকৃম কৃতবন্তঃ। তথাঽরণ্যে বসন্তো যদেনো মৃগোপদ্রবরূপং চকৃম। তথা সভায়াং স্থিতা যদেনো মহাজনতিরস্কারাদিকং চকৃম। তথেন্দ্রিয়ে শিশ্নোপস্থরূপে প্রীতিমন্তো বয়ং যদেনঃ তাড়নাবজ্ঞাদিকং চকৃম তদিদং সর্ব্বং পাপমবযজামহে বিনাশয়ামঃ। অবপূর্ব্বো যজির্নাশনার্থঃ। স্বাহা এতদ্ধবির্দ্দেবতাভ্যঃ পাপবিনাশিভ্যঃ দত্তম্॥ (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যের আলোচনায়, পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। কর্ম্মকাণ্ডানুসারে মন্ত্র যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ভাষ্যে তাহার আভাষ আছে। পূর্ব্বমন্ত্রে কেবলমাত্র যজমান-পত্নীকে বেদীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহার পাপাচারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বিধি আছে। কিন্তু এ মন্ত্রে যজমান এবং যজমান-পত্নী উভয়েরই দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিবার বিধি বর্ত্তমান। সে পক্ষে যে প্রণালী অবলম্বিত হয়, তৎসম্বন্ধে ভাষ্যে এইরূপ উল্লেখ আছে; যথা,—যজমান ও যজমান-পত্নী উভয়ে একত্রে করম্ভপূর্ণ যবচূর্ণনির্ম্মিত সন্তানপরিমিত বর্ত্তুলাদিরূপ কতকগুলি করম্ভ-পাত্র গ্রহণ করিয়া শূর্পোপরি মস্তকে ধারণ করিবে। তার পর, বেদীর পূর্ব্বে বা পশ্চিমে দণ্ডায়মান হইয়া, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।

ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—'গ্রাম-মধ্যে, অরণ্যে, সভাস্থলে, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে, অথবা অন্য কোনও স্থানে আমরা যে সকল পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অদ্য এই দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া, আমরা সে সকল পাপই বিনষ্ট করিতেছি।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

আমাদের অর্থও এখানে ভাষ্যের অনুসারী হইয়াছে। মন্ত্রে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন—

'যেখানে যে ভাবে আমরা যে পাপেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি, আহুতি-প্রদানে আমাদের সে সকল পাপই বিধ্বংস হউক। অর্থাৎ, আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাব এমন হউক, যাহাতে আমাদের সকল পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হয়।'

অগ্নিতে আহুতি দিবার তাৎপর্য্য এই যে,—আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হউক; আর সেই জ্ঞানাগ্নিতে আমাদিগের সকল পাপ প্রবৃত্তি ভস্মীভূত হউক। সুতরাং, জ্ঞানসাহায্যে সত্‌জ্ঞানলাভে, আমাদের হৃদয়ের পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া আমরা ভগবদনুসারী হই,—মন্ত্রে এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

—— • ——

ষট্‌চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষট্‌চত্বারিংশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

মো ষূ ণ ইন্দ্রাত্র পৃৎসু দেবৈরস্তি হি ষ্মা তে

শুষ্মিন্নবয়াঃ। মহশ্চিদ্যস্য মীঢুষো যব্যা

হবিষ্মতো মরুতো বন্দতে গীঃ॥ ৪৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব।) 'অত্র' (অস্মিন্, আরভ্যমানে ইতি যাবৎ) 'পৃৎসু' (সংগ্রামেষু, সদসদ্‌বৃত্ত্যোর্দ্বন্দ্বে ইতি ভাবঃ) 'দেবৈঃ' (দেবভাবৈঃ—সহ ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মো ষূ' (মা বিনাশয়েতি শেষঃ, মা পরিত্যজেতি ভাবঃ); অপিচ, 'শুষ্মিন্' (হে অশেষবীর্য্যসম্পন্ন, শত্রুবীর্য্যশোষক ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'অবয়াঃ' (রক্ষা) 'হি' (নিশ্চিতং খলু) 'অস্তি স্ম' (বিস্তৃত এব অস্মদর্থমিতি ভাবঃ); হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব! সদসদ্‌বৃত্ত্যোর্দ্বন্দ্বে অস্মান্ রক্ষ ইত্যেবং প্রার্থনা। 'মীঢুষঃ' (অভীষ্টপ্রদস্য) 'হবিষ্মতঃ' (সত্ত্বপ্রবর্দ্ধকস্য) 'তব' (তৎসম্বন্ধি) 'যব্যা' (করুণা, সদ্ভাবজননসামর্থ্যঞ্চ) 'মহশ্চিৎ' (সুপ্রতিষ্ঠিতঃ, সর্ব্ববিদিতো বা ভবতি ইতি শেষঃ); অতঃ তব করুণালাভার্থং 'গীঃ' (অস্মদীয়া স্তুতি) 'মরুতঃ' (তব সখীভূতান্ প্রীতিদায়কং বিবেকরূপান্ জ্ঞানোন্মেষকান্ দেবান্) 'বন্দতে' (নমস্করোতি, স্তূয়তে হি)। ভগবত্তত্ত্ব প্রাপ্তি-কামনায় বয়ং জ্ঞানোন্মেষ

বান সত্ত্বাহকান্ সন্তুজয়ামঃ। হে দেব। অস্মান্ পাপাৎ পরিত্রাণং কুরু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৪৫ক—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব! আরব্ধমান এই সংগ্রামে সদসদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্বে) আপনি দেবভাব সমূহকে লইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। অপিচ, হে অশেষবীর্য্যসম্পন্ন (শত্রুবীর্য্যশোষক) ইন্দ্রদেব! আপনার রক্ষা আমাদিগের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিদ্যমান্ আছে; (অর্থাৎ, সদসদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্বে আমাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া আপনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন)। অভীষ্টপ্রদ সত্ত্ব-প্রবর্দ্ধক আপনার করুণা সুপ্রতিষ্ঠিত (সর্ব্ববিদিত); অতএব, আপনার করুণা লাভের জন্য আপনার সখীভূত প্রীতিদায়ক বিবেকরূপী দেবগণকে স্তুতি-দ্বারা বন্দনা করিতেছি॥ (৪অ—৪৫ক—১সূ)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ঐন্দ্রমরুদ্দেবত্যা বিরাট্। যস্যা দশাক্ষরাশ্চত্বারঃ পাদাঃ সা বিরাট্। চতুর্থ একাধিকোঽত্র (কাঃ ৫৫১২) মো ষু ণ ইতি যজমানো জপতীতি পৃৎস্বিতি সংগ্রামনাম [নিঘ০ ২।১১।২১] হে ইন্দ্র। অত্র পৃৎসু এষু সংগ্রামেষু বর্তমানঃ দেবৈস্ত্বয়া সহ সখ্যং প্রাপ্তৈর্ম্মরুন্নামকৈর্দ্দেবৈঃ সহিতস্ত্বং নোঽস্মান্মো বিনাশয়েতি শেষঃ। মো শব্দো নিষেধার্থঃ। সুশব্দো বিনাশাভাবস্য সৌষ্ঠবং ব্রূতে। তথা সতি বিনাশলেশো মা ভূদিত্যর্থঃ সংপদ্যতে। ক উপকার ইতি চেৎ। শুষ্মেতি বলনাম। (নিঘ০ ২৯১১) হে শুষ্মিন বলবন্নিন্দ্র। তে তব অবয়াঃ অবযুতো যাগঃ পৃথগ্ভাগোঽস্তি হি স্ম নিশ্চিত এব খলু। অবপূর্ব্বস্য যজতেরেতদ্রূপম্। মিহ সেচনে ধাতুঃ। মীঢুষো বৃষ্টিপ্রদত্বেন সেক্তুঃ। হবিষ্মতো হাবির্যোগ্যস্য তব যব্যা যবময়ৈঃ করম্ভপাত্রৈর্নিষ্পন্না হোমক্রিয়া মহশ্চিৎ পূজা খলু। তস্য যথোক্ত পূজোপেতস্য তবাস্মাসু কৃপালু ত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ। কিং চ গীরস্মদীয়া স্তুতিরূপা বাক্ মরুতো ভবতঃ সখীন্ বন্দতে নমস্করোতি। নমো মরুদ্ভ্য ইত্যেবমাকারায়াঃ স্তুতের্নমস্কাররূপত্বাৎ। মরুদ্বিষয়নমস্কারেণাপি তুষ্টস্য তব কৃপৈব যুক্তেত্যর্থঃ। মো ষু ন অত্র সুঞ ইতি। (পা০ ৮।৩.১০৭) ষত্বম। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি [পা০ ৬।৩. ৩৭] দীর্ঘঃ। নশ্চঃ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি [পা০ ৮।৪।২৭] ন ইত্যস্য ণঃ। স্ম ইত্যস্যাপি পূর্ব্বপদাদিতি (পা০ ৮৩,১৬০) ষত্বম্। অবয়াঃ শ্বেতবাঃ পুরোডাশ্চেতি (পা০ ৮।২.৬৭) বিজন্তো নিপাতঃ। মীঢুষঃ। দাশ্বান্ সাহ্বান্মীঢ্বাংশ্চেতি (পা০ ৬,১।১২) ক্বসন্তো নিপাতঃ॥ (৩অ—৪৬ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী ইন্দ্র ও মরুদ্দেবতা বিষয়ক। ইহার ছন্দ—বিরাট্। প্রতি দশ অক্ষরে এক পাদ—এইরূপ চারি পাদে (চতুর্থ পাদে মাত্র একটী অক্ষর অধিক আছে) মন্ত্রটী সংগ্রথিত। মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ এই যে,—যজমান এবং যজমান্-পত্নী আহুতি দান-কালে বলিতেছেন,—'হে ইন্দ্র! সংগ্রামে বর্ত্তমান মিত্রভূত মরুদ্গণের সহিত আপনি আমাদিগকে বিনাশ করিবেন না। হে বলবন্ ইন্দ্র! তোমার জন্য এই যজ্ঞের স্বতন্ত্র ভাগ অবশ্যই রহিয়াছে। তুমি বৃষ্টি দান কর। হবির্ভাগে যবময়ী হোমক্রিয়া-সহকারে তোমার পূজা বিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত-রূপে পূজায় আমাদের প্রতি কৃপালু হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই হেতু আমরা প্রথমে তোমার সখীভূত মরুদ্গণকে বন্দনা করিতেছি। তাঁহারা পরিতুষ্ট হইলে, তুমি সন্তুষ্ট হইবে।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও প্রায় একই ভাব পরিব্যক্ত আছে। মন্ত্রের প্রয়োগ-প্রণালী পূর্ব্ব-মন্ত্রের প্রয়োগ-প্রণালীর অনুরূপ।

কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োগ-বিষয়ে মন্ত্রে যে ভাব পরিগৃহীত হয়, কর্ম্মী তাহা অবগত আছেন। আমরা মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রটীকে আমরা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রের প্রথমাংশে (ইন্দ্র···মো ষু' পর্য্যন্ত অংশে) সংগ্রামে রক্ষার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইয়াছে,—হে দেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ের সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্বে আমাদিগের (অন্তরের) দেবভাব সহ আমাদিগকে বিনাশ (পরিত্যাগ) করিবেন না। 'পৃৎসু' পদ—সংগ্রাম-বাচক। সংসারে সদসতের দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। অন্তরেও সে সংগ্রাম অহরহ চলিয়াছে। সতের নাশেই অসতের আনন্দ; অসৎ সর্ব্বদাই সৎকে অভিভূত করিতে উন্মুখ। সে দ্বন্দ্বে অসৎকে পরাভূত করিয়া সৎকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। জ্ঞান—সৎস্বরূপ, আর অজ্ঞানতা—অসৎপদবাচ্য। অজ্ঞানতা—জ্ঞানাঙ্কুরকে বিনাশ করিতে সতত প্রয়াস পায়। সংসারে অসতের প্রতিষ্ঠা অনায়াস-সাধ্য। জ্ঞান-প্রভাবে অজ্ঞানতাকে নাশ করিতে পারিলে, সে দ্বন্দ্বে বিজয়লাভ, করিতে পারা যায়। ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন। প্রজ্ঞান—সেই ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি। দেবভাব—জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান-প্রভাবেই দেবভাব (সদ্ভাব) সঞ্চিত হয়। জ্ঞান না জন্মিলে,—হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত না হইলে, সদ্ভাব-সঞ্চয়ের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাই পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সেই দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে;—"হে দেব! আমাদের অন্তরে জ্ঞানাজ্ঞানের—সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম অহরহ চলিয়াছে। যে একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে—যে একটু সদ্ভাবের উন্মেষের প্রচেষ্টা চলিতেছে—অজ্ঞানতা তাহা সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সে সংগ্রামে বিজয়-লাভে কিরূপে সমর্থ হইব—দেব! সামর্থ্যহীন আমরা; আপনি সদ্ভাবসমূহ লইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না—অসদ্ভাব যেন আমাদিগকে

আমার কর্ম্মফল বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়।' ফলতঃ, যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই সদ্ভাব-সঞ্চার; যেখানেই জ্ঞানাভাব, সেইখানেই অসদ্ভাবের—অসৎ বৃত্তির প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানাভাব ঘটিলে অসৎবৃত্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে; সদ্ভাবসমূহ তখন তিরোহিত হয়। ফলতঃ, হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার হয়, অসদ্ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার না করে—ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ('শুষ্মিন্...অস্তি স্ম' পর্য্যন্ত অংশে) ভগবান্ যে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—তদ্বিষয়ে দৃঢ় ধারণার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই অংশের 'অবয়াঃ' পদ একটু সমস্যা-মূলক। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন, 'অবযুতো যাগঃ পৃথগ্ভাগঃ'; কিন্তু 'অব'—রক্ষণার্থক। তাহা হইতে আমরা ঐ পদে 'রক্ষা' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। পূর্ব্বাংশের সহিত অর্থের সামঞ্জস্য-সাধনে তাহাতে অর্থ হইয়াছে,—'সদসদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্বে আপনি আমাদিগকে তো পরিত্যাগ করিবেনই না; পরন্তু ভরসা—অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন,—অপিচ, আমাদের পাপক্ষালনে আপনি আমাদের সহায় হইবেন।'

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের ('মীঢ়ুষো...যচ্ছিৎ' পর্য্যন্ত অংশের) পদবিন্যাস একটু জটিলতা-পূর্ণ। মন্ত্রের ঐ অংশের ভাব-গ্রহণও তাহাতে একটু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অংশের প্রচলিত অর্থের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'মীঢ়ুষো' পদের অর্থ, ভাষ্যানুসারে, 'বৃষ্টিপ্রদত্বেন সেক্তুঃ'; অর্থাৎ, তিনি বৃষ্টিপ্রদান করেন বলিয়া সেচন-সমর্থ। তাহা হইতে আমরা 'অভীষ্টপ্রদস্য' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'অভীষ্টপ্রদ' ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'হবিষ্মতঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'হবির্যাগস্য'। কিন্তু আমরা ঐ পদের অর্থ করিলাম—'সত্ত্বসমন্বিতস্য।' বেদের সর্ব্বত্রই আমরা হবিঃ শব্দে সত্ত্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাবপক্ষে ঐ অর্থই সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রের 'ধব্যা' পদে—ভাষ্যকারের মতে—'যবময়ৈঃ করম্ভপাত্রৈরুপেতা হোমক্রিয়া' অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু 'যব্য' পদের ধাতুগত অর্থ ধরিলে উহাতে উৎপত্তি-সামর্থ্যের ভাব আসে। তাহা হইতে 'সদ্ভাব-জনন-সামর্থ্য, করুণা' প্রভৃতি অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রের এই অংশের ভাব এই যে,—'অভীষ্টবর্ষক সত্ত্বপ্রবর্দ্ধক আপনার করুণা সর্ব্ববিদিত।' অর্থাৎ—ভগবান্ যে অশেষ করুণাসম্পন্ন, তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলে যে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হয়,—গতি-মুক্তির পথ যে সুগম হইয়া আসে, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত; সংসারে সে দৃষ্টান্তের তুলনা আছে কি? জ্ঞানে সত্ত্বসঞ্চার হয়,—জ্ঞানেই মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের শেষাংশে ('গীঃ' হইতে 'বন্দতে' পর্য্যন্ত অংশে) মরুদ্দেবগণের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। মরুদ্দেবগণকে ভগবানের সখীভূত বলা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানলাভ হইলেই—হৃদয়ে বিবেকের উন্মেষ হইলেই—কর্ম্মক্ষয়ে পরমৈশ্বর্য্যশালী প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায়; জ্ঞানোদয়েই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়, জ্ঞান-ভক্তিপ্রভাবেই ভগবানের সহিত মিত্রতা-স্থাপনে সমর্থ হওয়া যায়। সেই জন্য জ্ঞানোন্মেষক দেবতাকে প্রজ্ঞানরূপী ইন্দ্রদেবতার মিত্রভূত বলা হইয়াছে। মন্ত্রের এই অংশে জ্ঞানোন্মেষকারী দেবতার-সমূহকে আরাধনার (হৃদয়ে ধারণ করিবার) সঙ্কল্প আছে।

সেই সঙ্কল্প করিয়া প্রার্থনাকারী আপনার পাপাপনোদনের এবং পরমমঙ্গল-লাভের জন্ম প্রার্থনা জানাইতেছেন; কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনার করুণায় আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানাকরণ এবং সত্ত্বভাব সংরক্ষিত হউক। আমরা যেন আর পাপকার্য্যে লিপ্ত না হই। জ্ঞানলাভে আমাদের সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হউক;—আমরা সত্ত্বভাবের অধিকারী হই। ফলে, আমাদের পরমমঙ্গল সাধিত হউক।' (৩অ—৪৫ক—১ম)।

—— • ——

সপ্তচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অক্রন কর্ম্ম কর্ম্মকৃতং সহ বাচা ময়োভুবা।

দেবেভ্যঃ কর্ম্ম কৃত্বাস্তং প্রেত সচাভুবঃ॥ ৪৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কর্ম্মকৃতঃ' (সৎকর্ম্মকারিণঃ সত্ত্বভাবসম্পন্নানাং জ্ঞানানাং বা উচ্চারিতেন) 'ময়োভুবা' (সুখস্থ আধারভূতেন) 'বাচা' (স্তুতিরূপয়া মন্ত্রেণ ইতি যাবৎ) 'সহ' (সহিতং) 'কর্ম্ম' (আরব্ধসৎকর্ম্ম) 'অক্রন্' (কৃতবন্তঃ—বয়মিতি শেষঃ); অতঃ 'সচাভুবঃ' (হে সৎস্বরূপ দেব!) 'দেবেভ্যোঃ' (দেবপ্রীত্যর্থং, সদ্ভাবসঞ্চয়ার্থং) যৎ 'কর্ম্ম' (সৎকর্ম ইতি যাবৎ) বয়ং 'কৃত্বা' (কৃতবন্তঃ) 'তং' (তৎকর্ম্ম) 'প্রেত' (প্রকৃষ্টরূপেণ গচ্ছত, ভগবন্তং প্রাপ্নুত ইত্যর্থঃ)। কর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ। (৩অ—৪৭ক—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মকারিগণের উচ্চারিত সুখের আধারভূত স্তুতিমন্ত্রের সহিত আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে সৎস্বরূপ! আমরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে (আপনার নিকট) গমন করুক (ভগবানকে প্রাপ্ত হউক)। (ভাব এই যে—আমাদের কর্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা ভগবানকে প্রাপ্ত হই)। (৩অ—৪৭ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

আদ্যোহনুষ্টুপ্। (কা০ ৫।৫।১৩) অক্রন্ কর্ম্মেত্যেনাং বাচয়তীতি। কর্ম্মকৃতঃ বরুণ-প্রঘাসাখ্যকর্ম্মকারিণ ঋত্বিজঃ বাচা স্তুতিরূপয়া সহ কর্ম্ম বরুণপ্রঘাসানুষ্ঠানরূপমক্রন্ কৃতবন্তঃ।

কথম্ভূতা ষূয়ং বাচ ? সচাভুবঃ [illegible] সুখনাম (নি০ ৩।৬) মরো ভবতি যথা সা মযোভূঃ [illegible] হে সচাভুবঃ সচেত সহার্থঃ [illegible] সহভবনশীলাঃ পরস্পরং যজমানেন পত্ন্যা [illegible] অস্মিন্ কর্ম্মণি সংবস্থিতা হে ঋত্বিজঃ। দেবেভ্যো দেবার্থং কর্ম্ম কৃত্বা বরুণপ্রঘাসনামকং কর্ম্মানুষ্ঠায়াথং প্রেত গৃহং গচ্ছত। অস্তমিতি গৃহনাম (নি০ ৩।৪) ॥ ৪৬ ॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

মন্ত্রটী একটু জটিলতা-পূর্ণ। ভাষ্যাভাষে প্রকাশ,—যজমান যেন আপনার পত্নীকে এই মন্ত্র পাঠ [illegible]; বলিতেছেন—'বরুণ প্রাঘাসাখ্য কর্ম্মকারী ঋত্বিকগণ স্তুতিসহকারে [illegible] প্রঘাস-রূপ প্রধান কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। হে সচাভুব অর্থাৎ [illegible] সহিত অবস্থিত ঋত্বিকগণ। দেবগণের প্রীতির জন্য বরুণ-প্রঘাস নামক [illegible] গৃহে গমন করুন।'

[illegible] এবটু ভিন্ন পথ পরিগ্রহ করিল। কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে মন্ত্রের প্রয়োগবিধি [illegible] তদনুসারে মন্ত্রে যে ভাবই উপলব্ধ হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডানুসারী অর্থ ব্যতীতও মন্ত্রে যে এক অতি উচ্চভাব সূচিত হইতে পারে, [illegible] আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

মন্ত্রের 'কর্ম্মকৃতঃ' পদে, ভাষ্যের মতে—কর্ম্মসম্পাদনকারী ঋত্বিককে বুঝাইতেছে। [illegible] ঐ পদে সৎকর্ম্মকারী সত্ত্বভাবসম্পন্ন জনগণকে বুঝাইতেছে। তাঁহাদের ইচ্ছা ও [illegible] মন্ত্রই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, তাঁহারাই প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে ডাকিতে সমর্থ [illegible] মন্ত্রে যে কর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানকে প্রাপ্ত হন, আমরাও সেই মন্ত্রে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান [illegible]। এখানে এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। তদ্রূপ কর্ম্ম করিতেছি, তদ্রূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি; সুতরাং আমাদের কর্ম্মও ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে,—মন্ত্রে সেই ভাব উপলব্ধ হয়। 'সচাভুবঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—"সহভবনশীলাঃ পরস্পরং যজমানেন পত্ন্যা বা অস্মিন কর্ম্মণি সংস্থিতা হে ঋত্বিজঃ।' কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদ দেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত। [illegible] মতে—যিনি সত্তের সহিত বর্ত্তমান, তিনি সৎ হইতে উৎপন্ন, ঐ পদের সেই ভাব আসিতেছে। তাহা হইতে ঐ পদের আমরা 'সৎস্বরূপ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রেত' পদ—'প্র' এবং 'ইত' এই পদের সমন্বয়ে সংগঠিত বলিয়া মনে করি। তদনুসারে 'প্রকৃষ্টরূপেণ গচ্ছত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্র যে ভাব উপলব্ধ হয়, তাহা এই,—'সৎকর্ম্মকারী অর্থাৎ কৃৎস্নকর্ম্মকৃদ্‌গণ যে মন্ত্র উচ্চারণে ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আমরাও সেই মন্ত্রের দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রীতি-সাধনের প্রয়াস পাইতেছি। তাঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র ভগবানকে প্রাপ্ত হয়; তাঁহারাই ভগবানকে প্রকৃতভাবে ডাকিতে সমর্থ হন। আমরা যখন তাঁহাদেরই উচ্চারিত মন্ত্রে ভগবানকে ডাকিতেছি এবং তাঁহাদিগেরই কৃত কর্ম্মের অনুসরণে

ভগবানের প্রীতিকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি; তখন আশা করি, সেই কর্ম্ম প্রভাবে—সেই সৎ-শক্তিতে—আমরাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। হে সৎস্বরূপ ভগবান্! আমাদিগকে সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের সামর্থ্য প্রদান করুন,—সেই কর্ম্মপ্রভাবে আমরা যেন আপনাকে পাইতে সমর্থ হই। আমরা যেন সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি—যে কর্ম্ম আপনার প্রীতিদায়ক হয়। আমরা যেন সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হই,—যাহার প্রভাবে আমাদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়।' (৩অ—৪৭ক—১ম)॥

—•—

অষ্টচত্বারিংশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টচত্বারিংশৎ-কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অবভৃথ নিচুম্পুণ নিচেরুরসি নিচুম্পুণঃ।

(২) অব দেবৈর্দ্দেবকৃতমেনোঽযাসিষমব মর্ত্ত্যৈর্ম্মর্ত্ত্যকৃতং।

(৩) পুরুরাব্ণো দেব রিষস্পাহি॥ ৪৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'অবভৃথ' (হে পরিস্নাত, সর্ব্বতোভাবেন পাপকলুষপরিশূন্য, শুদ্ধস্বরূপাত্মক দেব) 'নিচুম্পুণ' (হে মন্দগমনশীল, স্থিতপ্রজ্ঞ, সত্ত্বাদিগুণোপেত), যস্মাৎ ত্বং 'নিচেরুঃ' (অকলগতি-বিশিষ্টঃ, কোঽপি ত্বং ধারয়িতুং ন সমর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, তথাপি ত্বং 'নিচুম্পুণঃ' (মন্দগতিবিশিষ্টঃ, অস্মাকং ধারণাধীনঃ) ভব ইতি শেষঃ। সত্ত্বাদিগুণোপেতো ভগবান্ আরাধনা প্রভাবেন সর্ব্বেষাং প্রাপ্তব্যঃ। অকিঞ্চনা বয়ং তস্য অনুগ্রহেণ বঞ্চিতা ন ভবামঃ ইতি ভাবঃ।

(২) 'দেবৈঃ' (জ্ঞানকৃতৈঃ—অস্মাভিরনুষ্ঠিতৈঃ) 'দেবকৃতং' (দেববিষয়ে কৃতং) যং 'এনঃ' (দুষ্কৃতং, ত্রুটিবিচ্যুতিমাত্ত ভাবঃ) তৎ 'অবযাসিষং' (অপনীতো ভবতু); তথা 'মর্ত্ত্যৈঃ' (মনুষ্যৈঃ, মনুষ্যস্বভাবসুলভৈঃ, অজ্ঞানকৃতৈরিত্যর্থঃ) 'মর্ত্ত্যকৃতং' (মনুষ্যবিষয়ে কৃতং) যৎ 'এনঃ' (দুষ্কৃতং, ত্রুটি-বিচ্যুতং চেত্যর্থঃ) আস্ত, তৎ 'অবযাসিষং' (অপনীতো ভবত্বিতি শেষঃ)। হে দেব! যথা তৎসর্ব্বং পাপং মাং ন ব্যাপ্নোতি, তাদ্বধেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ।

(৩) দেব (হে দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'পুরুরাব্ণঃ' (বহু অনিষ্টজনকাৎ) 'রিষঃ' (সংসারবন্ধনাৎ) 'পাহি' (রক্ষ, পরিত্রাণং কুরু)। হে দেব! কঠোরসংসারবন্ধনাৎ অস্মান্ পরিত্রাণং কুরু ইতি প্রার্থনা। (৩অ—৪৮ক—৩ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। সর্ব্বতোভাবে পাপক্লেদপরিশূন্য (শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী) স্থিত-প্রজ্ঞ (মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন) হে দেব! যদিও আপনি চঞ্চলগতিবিশিষ্ট (সহসা কেহ আপনাকে ধারণা করিতে পারে না); তথাপি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের ধারণাধীন হউন (আমাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞানরূপে অবস্থিত হউন) (ভাব এই যে,—মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন দেবতা উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি করুণা বিতরণ করেন। সুতরাং অকিঞ্চন হইলেও আমরা তাঁহার করুণা-লাভে বঞ্চিত হইব না)।

২। দেবতা বিষয়ে জ্ঞানতঃ আমাদিগের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়াছে; আর পিচ, মনুষ্য-সম্বন্ধে মনুষ্যস্বভাবসুলভ আমাদিগের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে; সে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি (এতদ্দ্বারা—সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) অপনীত হউক। (অর্থাৎ—দেবতা বা মনুষ্য-বিষয়ে আমরা জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছি; আমাদের সে সকল পাপ দূর হউক)।

৩। হে দেব! বহু অনিষ্টসাধক সংসাররূপ বন্ধন হইতে আমা-দিগকে পরিত্রাণ করুন। (অথবা, যাহাতে আমরা কঠোর সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ না হই, তাহার উপায় বিধান করুন)॥ (৩অ—৪৮ক—৩ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

যজ্ঞোদৈবতং যজুঃ। (কা০ ৫।৮।৩০) মজ্জনান্তাবভৃথেতি। অত্র বিনিয়োগশ্চিন্ত্যা ইতি। বরুণপ্রধানস্য কর্ম্মণোঽন্তে তদঙ্গভূতং যদ ভূথাখ্যং কর্ম্ম জলসমীপে ক্রিয়তেঽত্রানেন মন্ত্রেণ দম্পতীভ্যাং জলে স্নানং কর্ত্তব্যং। হে অবভৃথ অবাচীনানি পাত্রাণি জলমধ্যে ভ্রিয়ন্তে যস্মিন্ যজ্ঞাবশেষে সোঽয়মবভৃথঃ। তৎসম্বোধনং হে অবভৃথ যজ্ঞ হে নিচুম্পুণ। চুপ মন্দায়াং গতৌ (ধা০ ১।১৯) নিতরাং চোপতি মন্দং গচ্ছতি নিচুম্পুণঃ উণপ্রত্যয়ঃ মুমাগমশ্চ। যদ্বা নীচৈঃ স্বন ক্বণন্তি নীচশব্দেন কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত্যাবভৃথে নিচুম্পুণঃ। বীণস্থূণব্রণভ্রূণেত্যাদিনা নীচৈঃ শব্দোপপদাৎ ক্বণতেঃ ণকপ্রত্যয়ান্তো নিপাতঃ ধাতোঃ পুংভাব। উপপদস্য নিচুম্ভাবশ্চ নিপাতিতঃ। তথাবিধাবভৃথ যদ্যপি ত্বং নিচেরুরসি। নিতরাং চরতীতি নিচেরুঃ। নিতরাং গমনশীলোঽসি তথাপ্যত্র নিচুম্পুণো ভব মন্দগমনো ভব।' কিম্প্রয়োজনমিতি চেৎ উচ্যতে। দেবৈর্দ্দেবানামুক্তৈরস্মদীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈর্দ্দেবকৃতং হবিঃস্বামিষু দেবেষু কৃতমেনঃ পাপং যদস্তি তদবযাসিষম্ অস্মিন্ জলেঽহমবনীতবানস্মি। তথা মর্ত্ত্যৈঃ মনুষ্যৈরস্মৎসহায়ভূতৈর্ঋত্বিগ্ভির্ম্মর্ত্ত্য

কৃতং মর্ত্ত্যেষু যজ্ঞদর্শনার্থমাগতেষু কৃতমজ্ঞানং যদেনোঽস্তি তস্মাৎ সর্বস্মাদেনসঃ অস্মান্ পাহি। ইদমস্মৎকৃতং পাপং যথা ত্বাং ন ব্যাপ্নোতি তথা মন্দং গচ্ছেতি ভাবঃ। কিঞ্চ হে দেবাবভৃথাখ্য যজ্ঞ রিষো বধাৎ পাহি পালয়। রিষতের্হিংসার্থস্য ক্বিপ্ তস্য পঞ্চম্যাং রূপং। কিম্ভূতাদ্রিষঃ? পুরুরাব্ণঃ। রা দানে। পুরু বহু বিরুদ্ধং ফলং দদাতীতি পুরুরাব তস্মাৎ। আতো মনিন্নিত্যাদিনা (পা০ ৩।২।৭৪) বনিপ্। বিরুদ্ধফলদায়ীবধস্তৎ-প্রদানাদস্মাকং মা ভূদিত্যর্থঃ॥ (৩অ—৪৮ক—৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:•:———

ভাষ্যে প্রকাশ—এই মন্ত্রে বরুণ-প্রঘাস-যজ্ঞের অঙ্গীভূত শেষ-ক্রিয়া অবভৃথ-যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হয়। 'অবভৃথ' শব্দের সাধারণ অর্থ যজ্ঞাবশেষ স্নান। প্রধান যজ্ঞে কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া, সম্ভাবিত সেই ত্রুটি বিচ্যুতি পরিহার জন্য, অপিচ প্রধান যজ্ঞ সমাপনার্থ, এই অবভৃথ-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নদী বা জলাশয়ে গমন করিয়া, যজমান ও যজমান-পত্নী উভয়ে জলমধ্যে কলসী অধোমুখে স্থাপন করিবেন অতঃপর, মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নানান্তে তাঁহারা সেই কলসী পরিত্যাগ করিবেন। ইহাই সাধারণতঃ 'অবভৃথ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে, যজমান এবং যজমান-পত্নী নদীতে বা অন্য কোনও জলাশয়ে অবগাহন করিয়া স্নানপাত্র কলসী জলমধ্যে অধোমুখে স্থাপন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'হে অবভৃথ! হে মন্দগতি জলাশয়! তুমি স্বভাবতঃ বেগে গমনশীল; তথাপি এক্ষণে মন্দগতিবিশিষ্ট হও। আমরা দেবকার্য্য-বিষয়ে জ্ঞানকৃত যে পাপ করিয়াছি, এবং মনুষ্য-বিষয়ে মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত যে পাপ করিয়াছি, সে সকলই এই জলে প্রক্ষালিত করিতেছি। হে দেব! আমাদিগকে বিবিধ-অনিষ্টকারী পাপ পুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ করুন, অর্থাৎ আমরা যেন আর পাপকার্য্যে লিপ্ত না হই।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও প্রায় এই একই ভাব পরিব্যক্ত দেখিতে পাই।

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম মন্ত্রের প্রত্যেক পদই বিশেষ সমস্যা মূলক। 'অবভৃথ' পদের 'অব' পূর্ব্ব 'ভৃ' ধাতুর অর্থ পোষণ করা। যিনি সত্ত্বভাব ধারণ এবং পোষণ করেন, তিনিই অবভৃথ। এক পক্ষে এ ভাব গ্রহণ করা যায়। অন্য পক্ষে, ভাষ্যানুসরণে, স্নান-সংক্রান্ত ক্রিয়াদি হইতে ঐ পদে 'পরিষ্কৃত' কলুষ-ক্লেদ-পরিশূন্য অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। দুইটি 'নিচুম্পুণ' পদের প্রথমটী সম্বোধনে প্রযুক্ত। যাহা নিম্নগতিবিশিষ্ট, তাহাই নিচুম্পুণ। দয়া-করুণা-স্নেহ নিম্নগতি-শীল। দয়ার আধার যিনি, তিনি তাই নিচুম্পুণ অর্থাৎ মহত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন। সেই জন্যই প্রথম (সম্বোধন পদ) 'নিচুম্পুণ' পদের এক অর্থ 'মহত্ত্বাদিগুণোপেত' পরিগৃহীত হইয়াছে। অন্যার্থ ভাষ্য-মতের অনুসারী। ভাষ্যের 'মন্দগতিবিশিষ্ট' প্রতিবাক্য হইতে ঐ পদে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' ভাব আসে। নিচেরু' পদের ভাষ্যানুসারী ভাব চঙ্ক্রমগতিবিশিষ্ট'; অর্থাৎ

সহসা কেহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। আবার 'চর্' ধাতু গমনার্থে প্রযুক্ত হয়। সে পক্ষে যাহা নিম্নগামী, 'নিচেরু' পদে তাহাকেই বুঝায়। এইরূপে প্রথম অংশের এক প্রকার ভাব এই হয় যে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বপোষণকারী মহত্ত্বাদিগুণোপেত দেব! আপনি সকলেরই অনায়াস লভ্য। অতএব, আপনি আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনের অনায়াস-লভ্য হউন। আপনি ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রতি করুণা-বিতরণ করিয়া থাকেন। অতি অকিঞ্চন আমরা, আপনার করুণায় আমরা বঞ্চিত হইব না বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে। আমরা যাহাতে আপনাকে অনায়াসে পাইতে পারি, আমাদিগকে আপনি সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' মন্ত্রভাব যে প্রার্থনামূলক, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। তাহার মর্ম্ম এই যে,—অ-ধর আপনি, ধরা দিউন; চঞ্চল আপনি, অচঞ্চল হউন।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য। এখানে প্রার্থনাকারীর জ্ঞানকৃত এবং অজ্ঞানকৃত সর্ব্ববিধ পাপক্ষালনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এ মন্ত্রের 'দেবৈঃ' এবং 'মর্ত্যৈঃ' পদদ্বয় লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যে 'দেবৈঃ' পদের অর্থ আছে,—'দ্যোতনাত্মকৈরস্মদীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈঃ'। যাহা দ্যোতনাত্মক, তাহাই দীপ্তিদানসমর্থ। এই ভাব হইতে 'দেবৈঃ' পদের আমরা 'জ্ঞানকৃতৈঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'মর্ত্যৈঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—'মনুষ্যৈরস্মৎসহায়ভূতৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ' এই অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা-করে 'মর্ত্যকৃতং' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মর্ত্যেষু যজ্ঞদর্শনার্থমাগতেষু কৃতমবজ্ঞারূপং'; অর্থাৎ, 'যজ্ঞদর্শনে সমাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি আমাদের ঋত্বিক্‌গণ অবজ্ঞাপ্রকাশরূপ যে পাপাচরণ করিয়াছেন।' মনুষ্য-ভাব হইতেই অজ্ঞানের সূচনা হইয়া থাকে। তাহা হইতেই আমরা 'মর্ত্যৈঃ' পদে 'মনুষ্যস্বভাবসুলভৈঃ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব হইতেছে এই যে, 'আমাদের অনুষ্ঠানে, জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, যে সকল পাপকার্য্য করিয়াছি, তাহা অপনীত হউক।'

তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ অনায়াসেই বোধগম্য হইবে। এই মন্ত্রে সংসার-বন্ধন-মোচনের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইতেছে। সংসার পাপময়; সংসার-বন্ধন বহু অনিষ্টের মূল। পাপ-সংসারের পাপ আসিয়া আর লিপ্ত করিতে সমর্থ না হয়, এস্থলে প্রার্থনাকারীর সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের 'রিষঃ' এবং 'পুরুরাব্‌ণঃ' পদদ্বয় বহুভাবদ্যোতক। রিষ পদ হিংসার্থে প্রযুক্ত। তাহা হইতে ঐ পদে শত্রু অর্থ পরিগৃহীত হয়। সংসার-বন্ধন অপেক্ষা শত্রু আর কি থাকিতে পারে! তাহার অপেক্ষা অনিষ্ট-সাধকও আর কিছুই নাই। সংসার বন্ধনে আমরা আর আবদ্ধ না হই, পাপ আর আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে,—এ মন্ত্রে দেবতার নিকট সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভক্ত বলিতেছেন,—'হে দেব! আপনি আমাদিগকে এমন সামর্থ্য দেন, যেন আমরা সংসার-বন্ধন-রূপ ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি; আমরা যেন আর কোনও প্রকার পাপে লিপ্ত না হই।' (৩অ—৪৮ক—৩ম)॥

— • —

একোনপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একোনপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) পূর্ণা দর্ব্বি পরাপত সুপূর্ণা পুনরাপত।

(২) বস্নেব বিক্রীণাবহা২ইষমূর্জ্জ৺ শতক্রতো ॥ ৪৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'দর্ব্বি' (সত্ত্বসাধনভূতা হে মম চিত্তবৃত্তি) ত্বং 'পূর্ণা' (পরিপূর্ণ—সদ্ভাবনিবহৈরিতি যাবৎ) ভব ; অপিচ 'পরা' (উৎকৃষ্টা, সদ্ভাবাদিভিঃ পবিত্রা) ভূত্বা, 'পত' (গচ্ছ—ভগবন্তং প্রতি ইত্যর্থঃ) ; ততঃ 'সুপূর্ণা' (সুষ্ঠু পূর্ণা—ভগবৎপ্রসাদেন মোক্ষফলপ্রাপ্তিসামর্থ্যেন ইতি ভাবঃ) ভূত্বা, 'পুনরাপত' (ভূয়োঽস্মান প্রত্যাগচ্ছত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। তত্র সাধকঃ আত্মানমুদ্বোধয়তি সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ স ভগবান প্রাপ্তব্য ইতি ভাবঃ।

(২) 'শতক্রতো' (অশেষসৎকর্ম্মসংযুত হে দেব।) 'বস্নেব' (মূল্যেনেব বিনিময়যোগ্যৈঃ সদ্ভাবনিবহৈঃ সহ) ত্বং চাহং চোভৌ 'ইষং' (অভিলষিতং শুদ্ধসত্ত্বং, ইষ্টং) 'ঊর্জ্জং' (বলপ্রাণং) 'বিক্রীণাবহা' (বিক্রীণাবহৈ, পরস্পরং সত্ত্ববিনিময়রূপং কর্ম্ম করবামহে)। (ভাবার্থঃ—অহং ত্বাং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিঞ্চ দদামি; ত্বঞ্চ মহ্যমভীষ্টফলং মোক্ষঞ্চ দেহি)। (৩অ—৪৯ক—২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১) হে আমার সত্ত্বসাধনভূত চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সদ্ভাবসমূহে পূর্ণ হও; এবং উৎকৃষ্ট (সদ্ভাবাদি দ্বারা নির্ম্মল) হইয়া ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হও (অতঃপর) সুপূর্ণা হইয়া (ভগবৎ-প্রসাদে মোক্ষপ্রাপ্তিসামর্থ্য লাভ করিয়া) প্রত্যাবৃত্ত হও।

(২) হে অশেষসৎকর্ম্মসংযুক্ত দেব! আপনি এবং আমি পরস্পর আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবের এবং অভীষ্টফলের বিনিময় করি। (ভাবার্থ—আমি আপনাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করি, এবং তদ্বিনিময়ে আপনি আমাকে অভীষ্টরূপ মোক্ষফল প্রদান করুন)। (৩অ—৪৯ক—২ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

যে ঐন্দ্র্যাবৃচৌ: সাকমেধগতং কর্ম্ম কিঞ্চিদুচ্যতে ॥ (কা০ ৫।৬।৩৮) স্থাল্যা-সকাশাদন্নং গৃহীত্বা। দর্ব্যা স্থালীত ওদনগ্রহণং করোতি প্রথময়া। ইন্দ্রদেবত্যা অনুষ্টুপ্। হে দর্ব্বি অন্নপ্রদানসাধনভূতে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিতে ত্বং পূর্ণা স্থাল্যাঃ সকাশাদন্নং গৃহীত্বা পূর্ণা ভূত্বা পরা পূর্ণত্বাদেবোৎকৃষ্টা সতী পত ইন্দ্রং প্রতি গচ্ছ। সুপূর্ণা কর্ম্মফলেন সুষ্ঠু পূর্ণা সতী পুনরাপত তু অস্মান্ প্রত্যাগচ্ছ। এবং দর্ব্বীমুক্ত্বা ইন্দ্রমাহ। হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ ইন্দ্র ... বস্নেব বস্নেন মূল্যকং তৃতীয়ায়াঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ। মূল্যেনেব ইষমূর্জং ... হবিঃফলরূপং রসবিশেষং চ বিক্রীণাবহৈ পরস্পরং দ্রব্যবিনিময়রূপং বিক্রয়ং করবাবহৈ। অহং তুভ্যং হবির্দদামি ত্বং মহ্যং ফলং দেহীত্যর্থঃ ॥ (৩অ ৪০ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী সাকমেধ-যজ্ঞের প্রথম মন্ত্র। মন্ত্রের দেবতা—ইন্দ্র, এবং ছন্দ—অনুষ্টুপ্। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে—'হে অন্নপ্রদানসাধনভূত কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত হাতা! তুমি থালা হইতে অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ হইয়া উৎকৃষ্ট হইয়াছ; অতএব, তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন কর। আমাদের কর্ম্মফলের দ্বারা সুপূর্ণ হইয়া তুমি পুনরায় আমাদিগের নিকট গমন করিবে। হে বহুকর্ম্মকারী ইন্দ্রদেব! আপনি এবং আমি উভয়ে মূল্য-বিনিময় করিতেছি। আসুন, আমরা উভয়ে হবিঃস্বরূপ অন্ন এবং হবির্দ্দান-ফলরূপ রস পরস্পর বিনিময় করি। অর্থাৎ, আপনার পরিতৃপ্তির জন্য আপনাকে হবিঃস্বরূপ অন্ন আমি প্রদান করিতেছি; আপনি তাহার বিনিময়ে মূল্যস্বরূপ ফল আমাকে প্রদান করুন প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও ভাষ্যের এই ভাব অনুসৃত দেখি।

মন্ত্রের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম মন্ত্রের প্রথম সমস্যামূলক পদ—'দর্ব্বি।' ভাষ্যের অর্থ—কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা। আমরা ঐ পদ চিত্তবৃত্তির সম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। হাতা যেমন হবিঃস্বরূপ অন্নগ্রহণে সমর্থ; চিত্তবৃত্তি সেইরূপ সত্ত্বাদি—শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি—গ্রহণ করিতে সমর্থ। কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা ভগবানের নিকট গমন করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু চিত্তবৃত্তি অনায়াসেই ভগবানের চরণ সরোজে উপনীত হইতে পারে। কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তদনুসারে দর্ব্বি প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। যাঁহারা যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা সেই ভাবেই সে অর্থ বুঝিয়া দেখুন। তৎসম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। পূর্ব্বাপর আমরা বেদমন্ত্রের যেরূপ ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, আমাদের ব্যাখ্যা সেই ভাবেরই অনুসারী হইবে।

মন চঞ্চল—চিত্তবৃত্তি অস্থিরতা-সম্পন্ন। ভগবানকে পাইতে হইলে মনঃস্থৈর্য্য সম্পাদন প্রয়োজন। জ্ঞানোন্মেষে সত্ত্বভাব-বিকাশে মনের চঞ্চলতা নিবারণ হয়—চিত্তবৃত্তি

নিরোধ করা সম্ভবপর হইয়া আসে। তাই এখানে চিত্তবৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে চঞ্চল মন। হে ইতস্ততঃ বিচরণশীল চিত্তবৃত্তি-সমূহ। তোমরা সদ্ভাব-সঞ্চয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হও; তোমরা নির্ম্মল ভাব ধারণ কর।' মন নির্ম্মল হইলে—হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলে, তবে তো সে ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে। অস্থির-চিত্তে তাঁহার স্থান কোথায়? মন যখন নির্ম্মল হইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হইতে পারে, তখনই সে মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। সাধক তাই এখানে বলিতেছেন,—'মন! তুমি সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইয়া ভগবানের নিকট গমন কর; এবং সেখান হইতে সুপূর্ণ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হও।' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—'সৎকর্ম্মশীল হও, সদ্ভাব সঞ্চয় কর, ভগবানের কৃপাকণা-লাভে সমর্থ হইবে।'

দ্বিতীয় পদে, মূল্য-বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের—পণ্য-ব্যবহারের দৃষ্টান্তে, এক উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী যেন ভগবানের সহিত বিনিময়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তিসুধা—শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করিতেছেন; আর, তদ্বিনিময়ে তিনি ভগবানের নিকট মোক্ষফল পাইবার প্রার্থনা জানাইতেছেন; কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি আপনার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। আমার সেই অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আপনি তাহার বিনিময়ে আমায় পরমধন—জ্ঞানধন—প্রদান করুন। ফলে আমরা সংসার-সমুদ্র তরিয়া যাই।' সকাম কর্ম্মী পক্ষে এ মন্ত্রে এই ভাব আসিতে পারে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে এ মন্ত্রের ভাব এই যে,—'সৎকর্ম্মজনিত আমার সত্ত্বভাব সত্ত্ব-সমুদ্র স্বরূপ আপনাতে গিয়া সম্মিলিত হউক—নদীর জলে সাগরের জলে এক হইয়া যাউক—বিন্দু অসীমে লীন হউক।' পরবর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, এই ভাবেরই বিশেষ বিকাশ পাইয়াছে—লক্ষ্য করুন। (৩য়—৪৯ক—২ম)।

—— ০ ——

পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

দেহি মে দদামি তে নি মে ধেহি নি তে দধে।

নিহারং চ হরাসি মে নিহারং নিহরাণি তে স্বাহা॥ ৫০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মে' (মহ্যং, অর্চ্চনাকারিণে) 'দেহি' (পরমং ধনং জ্ঞানধনং বা প্রযচ্ছ); তদা 'তে' (তুভ্যং) 'দদামি' (প্রাচ্ছামি, হৃদিস্থিতং সত্ত্বভাবং প্রদানসমর্থং ভবামি ইতি শেষঃ); 'মে' (মহ্যং) 'নি' (নিতরাং) 'ধেহি' (জ্ঞানদানরূপং অনুগ্রহং কুরু); তদা 'তে' (তুভ্যং

'দধে' (সত্ত্বভাব প্রদান সমর্থং ভবামি ইতি শেষঃ); ভগবৎকৃপয়া বিনা ভগবৎপূজায়াং সামর্থ্যং কদাপি ন ভবতি ইতি ভাবঃ। হে দেব। 'মে' (মহ্যং) নিহারং' (অমূল্যধনং, জ্ঞানরত্নং) 'হরাসি' (প্রযচ্ছ); 'চ' (তদা) 'নিহারং') সত্ত্বরূপং ধনং, ভক্তিভাবং) 'তে' (তুভ্যং) 'নি' (নিতরাং) 'হরাণি' (সমর্পয়ামি, প্রদানসমর্থং ভবামি। । এতৎপ্রার্থনায়াং 'স্বাহা' (স্বাহা মন্ত্রেণ সমর্পিতং মৎপ্রদত্তং আহবনীয়ং মঙ্গলপ্রদং সুহুতমস্তু)। ভগবৎকৃপা হি সকল-মঙ্গলানাং মূলীভূতা। তেন অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু। ইত্যেবং প্রর্থনা। (৩অ—৫০ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অর্চ্চনাকারী আমাকে পরমধন (জ্ঞানধন) দান করুন; তাহা হইলে, আমি আপনাকে আমার হৃদয়ের সত্ত্বভাব (ভক্তিভাব) সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব। আমাকে সর্ব্বদা জ্ঞানাদন-রূপ অনুগ্রহ করুন; তাহা হইলে, আমিও আপনাকে সত্ত্বভাব প্রদান করিতে পারিব। (ভগবানের করুণা ভিন্ন ভগবানের পূজায় সামর্থ্য আসে না—ইহাই ভাবার্থ)। হে দেব! আমাকে অমূল্যধন্ (জ্ঞানরত্ন) দান করুন, তাহা হইলে, সত্ত্বভাব-রূপ ধন আমিও নিয়ত দান করিতে সমর্থ হইব। এই প্রকার প্রার্থনায় 'স্বাহা'-মন্ত্রে প্রদত্ত আমার আহবনীয় মঙ্গলপ্রদ হউক। (ভাব এই যে, ভগবৎ-কৃপাই সকল মঙ্গলের মূলীভূত। সেই কৃপার ফলে আমাদিগের মঙ্গল সাধিত হউক।)॥ (৩অ—৫০—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৫।৬।৩৮) দেহি মে ইতি জুহোতীতি। ইন্দ্রো বদতি। হে যজমান ত্বং মে মহ্যমিন্দ্রায় দেহি। হবিঃ প্রথমং প্রযচ্ছ। তে তুভ্যং যজমানায় দধামি। অপেক্ষিতং পশ্চাৎ প্রযচ্ছামি। এবং প্রথমপাদোক্ত এবার্থো দ্বিতীয়পাদেনাদরার্থং পুনরুচ্যতে। মে মহ্যমিন্দ্রায় নিধেহি প্রথমং ত্বং হবির্নিতরাং সম্পাদয়। তে তুভ্যং যজমানায় নিদধে অপেক্ষিতং ফলং নিতরাং সম্পাদয়ামি। এবমিন্দ্রবাক্যং শ্রুত্বোত্তরার্দ্ধেন যজমান আহ। নিতরাং হ্রিয়ত ইতি নিহারো মূল্যেন ক্রেতব্যং পদার্থং ক্রূতে। নিহারং মূল্যেন ক্রেতব্যবস্তুরূপং ফলং মে মহ্যং যজমানায় হরাসি প্রযচ্ছ। লেটোহডাটাবিত্যাডাগমঃ (পা০৩।৪।৯৪)। উত্তরো নিহারো মূল্যবাচী। নিহারং মূল্যভূতং হবিঃ তে তুভ্যমিন্দ্রায় নিহরাণি নিতরাং সমর্পয়ামি। স্বাহা-শব্দো বিদিত নার্থঃ। পূর্ব্বার্দ্ধে পাদদ্বয়ে নাদরেণেন্দ্রেণ দ্বিবারং প্রোক্তমর্থমুত্তরার্দ্ধেন যজমানঃ সম্যগঙ্গীকরোতি ইত্যর্থঃ॥ (৩অ—৫০ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

আলোকই আলোককে দেখাইয়া দেয়। সূর্য্যদেব উদয় হওয়াতেই সূর্য্যদেবকে আমরা দেখিতে পাই। ভগবান্ কৃপাপরায়ণ না হইলে, ভগবানের আরাধনায় আমাদিগের কি সামর্থ্য আছে? শ্রুতি আছে,—'স্ববিষভাং প্রতিপন সূর্য্যো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ। সূর্য্য, নিজের মণ্ডলকে নিজেই আলোকিত করেন, জগৎকেও প্রকাশিত করেন। ফলতঃ, সূর্য্যকেও দেখি—সর্ব্বপ্রকারে সূর্য্যের সাহায্যে। নচেৎ, চক্ষুর কি ক্ষমতা ছিল যে, সূর্য্যকে দেখিতে পাই—যদি সূর্য্য স্বতঃপ্রকাশ না হইতেন। এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। এখানে সেই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রার্থনাকারী ভগবানের করুণার দ্বারাই ভগবানকে পাইবার প্রার্থনা জানাইতেছেন; কহিতেছেন,—হে ভগবন্! আপনার অর্চ্চনা করিবার আমার আর কি শক্তি আছে? আপনিই শক্তিদাতা; আপনি শক্তিদান করুন। সেই শক্তিদান লাভ করিয়া, আমি আপনার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই।'

আমাদিগের হৃদয়ে সচরাচর যে সত্ত্বভাবের বিকাশ হয়, আমরা যে ভক্তিপ্লুত অন্তরে ভগবানের আরাধনা করিতে সমর্থ হই,—সে কৃপা তাঁহারই। সত্ত্বস্বরূপ তিনি—হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত না হইলে, আমাদিগের কি সাধ্য যে, আমরা সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারি? ফলতঃ, গঙ্গা জলে যেমন গঙ্গা-পূজা সাধিত হয়, ভগবানের প্রদত্ত জ্ঞান ভক্তি-কর্ম্ম প্রভৃতির সত্ত্বভাব দ্বারাই আমরা তাঁহার পূজাপরায়ণ হইয়া থাকি। 'হে ভগবন! আমায় সেই কৃপা করুন।' মন্ত্র এই প্রার্থনা—এই ভাব দ্যোতনা করিতেছে।

তবে ভাষ্যভাষে ভাব একটু অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। ভাষ্যে প্রকাশ,—এই মন্ত্রে যেন ইন্দ্রদেবতার সহিত উপাসকের কথোপকথন হইতেছে।

মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে ইন্দ্রদেব যেন যজমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,— 'হে যজমান! তুমি আমাকে প্রথমে হবিঃ প্রদান কর। আমি তার পর তোমাকে হবিঃ-প্রদান-জনত ফল দান করিতেছি। অর্থাৎ, প্রথমে তুমি হবিঃ প্রদান কর; তার পর ফল পাইবে।' দ্বিতীয় পংক্তিতে যজমান ইন্দ্রদেবের সেই উক্তির উত্তর দিতেছেন। যজমান কহিতেছেন,—'আমি আপনাকে মূল্যস্বরূপ হবিঃ নিয়ত দান করিতেছি। আপনি আমাকে তদ্বিনিময়ে সুফল প্রদান করুন।' ফলতঃ, আদান-প্রদানের—ক্রয় বিক্রয়ের—বিনিময়-ভাব এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

'স্বাহা'-পদ উৎসর্গের ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এ পক্ষে মতান্তর নাই। তবে ভাষ্যের পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যখ্যায় সার্ব্বজনীন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এবং বেদ-বাক্যের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। অতএব, আমাদিগের পরিগৃহীত ভাব অনুধাবনীয়। (৩অ—৫০ক—২ম)।

একপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত।

অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী

যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী॥ ৫১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব) 'তে' (তব, তৎসম্বন্ধীয়) 'হরী' (রশ্মী, জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'যোজ' (অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে যোজয়); হে দেব! ভবৎকৃপয়া অস্মাকং কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিযুতং ভবতু ইতি ভাবঃ ; তেন কর্ম্মণা সর্ব্বে দেবাঃ পিতরো বা 'অব' (রক্ষণং, অস্মাকং সত্ত্বভাবং) 'অক্ষন্' (ভক্ষিতবন্তঃ, গৃহীতবন্তঃ, অস্মাকং সত্ত্বভাবেন সহ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ) 'অমীমদন্ত' (হর্ষঃ প্রাপ্তাঃ) 'প্রিয়া' (প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'অধূষত (কম্পিতবন্তঃ, প্রকাশিতবন্তঃ' অস্মাকং হৃদি উদিতবন্তঃ) ; অপিচ, 'স্বভানবঃ' (স্বয়ংদীপ্তিযুক্তাঃ, স্বতঃপ্রকাশশীলাঃ) তে 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানরূপাঃ সন্তঃ, জ্ঞানরূপেন ইতি যাবৎ) 'নবিষ্ঠয়া' (নবতময়া, ঔৎকর্ষসম্পন্নয়া) 'মতী' (মত্যা, বুদ্ধিপ্রদানেন) 'অস্তোষত' (অস্মান্ উদ্বোধয়ত—সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ)। জ্ঞানভক্তিযুতেন সৎকর্ম্মণা সহ দেবানাং অভিন্নসম্বন্ধঃ। তেন দেবাঃ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তঃ অস্মান্ সৎকর্ম্মসম্পন্নান্ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ॥ (৩অ—৫১ক—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞান-ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয়কে শীঘ্র আমাদিগের কর্ম্মরূপ-রথে যোজনা করিয়া দেন; (ভাব এই যে, হে দেব! আপনার কৃপায় আমাদিগের কর্ম্ম জ্ঞানভক্তিযুত হউক); সেই কর্ম্মদ্বারা সকল দেবতাগণ আমাদিগের সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া (আমাদিগের সত্ত্বভাবের সহিত সম্মিলিত থাকিয়া), হর্ষ পাইয়া, প্রীতিযুক্ত হইয়া, নিশ্চিত আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হয়েন; আর,

স্বতঃপ্রকাশশীল তাঁহারা, জ্ঞান-রূপ ধারণ করিয়া ঔৎকর্ষসম্পন্ন বুদ্ধি-প্রদানের দ্বারা, সৎকর্ম্ম সাধনে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন। (ভাব এই যে, জ্ঞানভক্তিবিশিষ্ট সৎকর্ম্মের সহিত দেবতাগণের অভিন্ন সম্বন্ধ। তদ্দ্বারাই দেবতাগণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মসম্পন্ন করুন—এই প্রার্থনা)॥ (৩অ—৫১ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ঐন্দ্রীভ্যাং পঙক্তিভ্যাং সাকমেধগতপিতৃযজ্ঞাখ্যকর্ম্মণি আহবনীয়োপস্থানং। যস্যা অষ্টাক্ষরাঃ পঞ্চপাদাঃ সা পঙ্‌ক্তিঃ। (কা০ ৫।৯।২১) যজ্ঞোপবীতিনঃ সর্ব্বে নিষ্ক্রম্যোদঙ্কো-ক্ষন্নমীমদন্তেত্যাহবনীয়মুপতিষ্ঠন্তে। দ্বাভ্যামিতি পিতৃযজ্ঞাখ্যে কর্ম্মণি যে পিতরঃ সন্তি তেহস্মাভির্দত্তং হবিঃস্বরূপমন্নমক্ষন্ ভক্ষিতবন্তঃ। কথমেতদবগম্যতে? হি যস্মাদমীমদন্ত হর্ষং প্রাপ্তাঃ অস্মদীয়াং ভক্তিমবগম্য প্রিয়াঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ অধূষত স্বকীয় শিরঃ কম্পিতবন্তঃ। যদ্বা প্রিয়াস্তনূরবাধূষত। কিংচ স্বভানবঃ স্বয়ং দীপ্তিযুক্তাঃ বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ নবিষ্ঠয়া নবতময়া মতী মত্যা বুদ্ধ্যা যুক্তাঃ অস্তোষত স্তুতিং কৃতবন্তঃ। অহো স্বাদন্নং বহুদত্তমহো ভক্তিরিত্যাদ্যভিধানাং স্তুতিঃ। অতো হে ইন্দ্র! নু ক্ষিপ্রং তে তব হরী এতন্নামকৌ হরিতবর্ণাবশ্বৌ যোজ গমনায় রথে যোজয়। তবাভীষ্টায়াঃ পিতৃতৃপ্তেঃ সম্পন্নত্বাত্তৈঃ পিতৃভিঃ সহ ত্বয়া গন্তব্যমিত্যর্থঃ। অক্ষন্ অদের্লুঙি লুঙ্‌সনোর্ঘস্লৃ ইতি (পা০ ২।৪।৩৭) ঘস্লা-দেশঃ। মন্ত্রে ঘসত্যাদিনা (পা০ ২।৪।৮০) চ্লের্লুক্। গমহনেত্যুপধালোপঃ (পা০ ৬।৪।৯৮)। খরিচেতি (পা০ ৮।৪।৫৫) চর্ত্ত্বং; শাসি বসীতি (পা০ ৮।৩।৬০) ষত্বং। অডাগমঃ॥ অমীমদন্ত মদ তৃপ্তিযোগে চুরাদিরাত্মনেপদী লুঙি ণিলোপাদৌ রূপং। অধূষত। ধুঞ্ কম্পনে লুঙিসিচি ব্যত্যয়েন গুণাভাবঃ। মতী সুপাং সুলুগিতি (পা০ ৭।১।৩৯) তৃতীয়ায়াঃ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ॥ যোজ যুজির্ যোগে শপ্যস্তাল্লোটি ছন্দস্যুভয়থেতি (পা০ ৩।৪।১১৭) শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি (পা০ ৬।৪।৫১) ণিলোপঃ। দ্ব্যচোঽ-তস্তিঙ্ ইতি (পা০ ৬।৩।১৩৫) সংহিতায়াং দীর্ঘঃ॥ (৩অ—৫১ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— * ——

এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রটী পিতৃযজ্ঞে আবশ্যক হয়। সাকমেধাখ্য পিতৃযজ্ঞে আহবনীয়-উপস্থানে ইহার প্রয়োগ আছে। ভাষ্যে এই মন্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—'ইন্দ্রদেবসম্বন্ধীয় পঙ্‌ক্তিছন্দে গ্রথিত এই মন্ত্র সাকমেধ-নামক পিতৃ-যাগ-কর্ম্মে আহবনীয়োপস্থানে প্রযুক্ত হয়। অষ্টাক্ষরে এক এক পাদ—এইরূপ পঞ্চপাদবিশিষ্ট ছন্দের নাম পঙ্‌ক্তি ছন্দ। পিতৃযজ্ঞাখ্য কর্ম্মে পিতৃগণ আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন

ভক্ষণ করেন। কাত্যায়নে ৫।১২১) এইরূপ সূত্রিত আছে। সেই অন্ন-ভক্ষণে পিতৃগণ হর্ষপ্রাপ্ত হন এবং আমাদিগের ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া প্রীতিপুরঃসর শিরঃকম্পন করেন অপিচ, তাঁহারা আপনাদিগের দীপ্তিতে দীপ্তিমন্ত, মেধাবী এবং নবতম বুদ্ধিযুক্ত হইয়া আপনার স্তব করিয়া থাকেন।' অতএব, হে ইন্দ্র, আপনি শীঘ্র আপনার হরি-নামক অশ্বদ্বয়কে যোজনা করুন; অর্থাৎ, রথে অশ্বযোজনা করিয়া পিতৃগণের সহিত গমনশীল হউন।' এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। তখন, তাঁহারা যে বিদ্যমান রহিয়াছেন—তাহার লক্ষণ (শিরঃকম্পন) প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইন্দ্রদেবতার স্তব করেন। অতএব, ইন্দ্রদেবতা তাঁহাদিগকে আপন রথে গ্রহণ করুন।'

আমরা অন্য পথে অন্য দিক দিয়া অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম। আমরা মনে করি,—মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। লক্ষ্য পিতৃগণের মুক্তিকামনা থাকিতে পারে; কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে তদ্রূপ পদ প্রাপ্ত হই না। অপিচ,—'পিতৃগণ আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ ভক্ষণ করিয়া মস্তক কম্পন করিতেছেন এবং আপনার স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব, আপনি তাঁহাদিগকে রথে তুলিয়া লউন।'—এরূপ ভাবও সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদিগের প্রদত্ত হবিতে তাঁহাদিগের তৃপ্তি হইতে পারে, আমরা কল্পনা-নেত্রে তাঁহাদিগের সে তৃপ্তি ও স্পন্দন লক্ষ্য করিতে পারি; কিন্তু সেই তৃপ্তির ফলে তাঁহারা দেবতার পূজা করিবেন, নচেৎ করিবেন না,—এ ভাব কল্পনায় আনিতে কষ্ট হয়। তাঁহাদিগের স্তোত্র কর্ম্মের ফলে তাঁহারা রথে চড়িবেন, সে কথা আমরাই বা ইন্দ্রদেবতাকে বলিতে যাই কেন? তাহাতে কি সার্থকতা আছে—বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা যে ভাবে মন্ত্রার্থ অধ্যাহার করিলাম, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করিতেছি।

সে আলোচনার অনুসরণ পক্ষে পাঠকগণ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিবেন। সেখানে প্রথমেই 'হরী' পদের ব্যাখ্যা দৃষ্টি পড়িবে। 'হরী' শব্দে যে জ্ঞান-ভক্তির রশ্মি রূপ ভাব প্রাপ্ত হই, ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। জ্ঞান ভক্তি-রূপ অশ্ব, কর্ম্মরূপ-যানে যুক্ত হওয়াই—এরূপ ক্ষেত্রের অভিপ্রায় বলিয়া আমরা মনে করি। * সে পক্ষে, মন্ত্রের অন্তর্গত "যোজা স্বিন্দ্র তে হরী" বাক্যাংশের ভাব এই

* ইন্দ্রের অশ্ব 'হরি' বিষয়ে পুরাণের উপাখ্যানে নানাপ্রকার গবেষণা দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ বেদব্যাখ্যাতা সামশ্রমী মহাশয়ের টীপ্পনীতে প্রকাশ,—"উহারা সমুদ্র হইতে জল আহরণ করে, এইজন্য উহাদের নাম হরি এবং উহারা অতি বেগগতি ও ইন্দ্রনামক তেজোবিশেষকে বহন করে। এই জন্যই উহারা অশ্বস্থানীয়।" সামশ্রমী মহাশয়ও এখানে আর দেবতাকে মনুষ্য পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করেন নাই। হরিকেও প্রকৃত ঘোটক বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এখানে দেখি, তিনি রূপক ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তবে মূল মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রের তিনি যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা এই:—"স্বয়ং প্রদীপ্ত মেধাবী পিতৃগণ সংপ্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ইঁহারা প্রাপ্ত আহুতির স্বীকারে অতিশয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ইন্দ্র। তুমি অবশ্য সন্তুষ্ট

যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান-ভক্তির সংযোগ করিয়া দিউন। অর্থাৎ, কোন্ কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম, কোন্ কর্ম্ম সৎকর্ম্ম, জ্ঞানপ্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমরা যেন ভক্তি-সহ সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।' তার পর, 'অক্ষন্' পদের বিষয় বিবেচনা করুন। ঐ পদে 'ভক্ষণ' বা 'গ্রহণ' ভাব প্রাপ্ত হই। তাহাতে কি ভক্ষণ বা কি গ্রহণ—এইরূপ একটা প্রশ্ন আসিতে পারে? ভাষ্যকার এস্থলে 'অব' পদের অর্থে অন্ন বা 'হবিঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ 'হবি' প্রতিবাক্যেরই ভাবে 'সত্ত্বভাব' পদ গ্রহণ করি। বিশেষতঃ, পূর্ব্বে যে জ্ঞান-ভক্তিসংযুত কর্ম্মের বিষয় খ্যাপন করিয়াছি, সেই কর্ম্মেই সত্ত্বভাব। এখানে তাহারই সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে।

এখন বিবেচনা করুন—সেই সত্ত্বভাব কাহারা ভক্ষণ বা গ্রহণ করেন? এখানে 'পিতরঃ' পদও আনিতে পারি, 'দেবাঃ' পদও গ্রহণ করিতে পারি। 'দেবগণ' (দেবাঃ) ও 'পিতৃগণ' (পিতরঃ), আমরা মনে করি, একই পর্য্যায়ভুক্ত। আমাদিগের পিতৃগণ—যাঁহারা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণ—নিশ্চয়ই দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সত্ত্বভাবে লীন হইয়াছেন। 'আমাদিগের সত্ত্বভাব তাঁদিগের সহিত লীন হউক'—ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ।

'অক্ষন' পদ এ পক্ষে সুপ্রযুক্ত মনে হয়। নদী যখন সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হয়, তখন সমুদ্র তাহাকে গ্রাস করেন। এ যেমন সুষ্ঠুভাব, পিতৃগণ দেবভাব বা সত্ত্বসমুদ্র—আমার সত্ত্বভাবটুকুকে গ্রহণ করুন,—ইহাও সেই আধ্যাত্মিক ভাব-জ্ঞাপক। তার পর, 'অমীমদন্ত' 'প্রিয়াঃ' 'অধূষত' পদত্রয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, অনুধাবন করুন। দেবভাবেই দেবতার আনন্দ। সত্ত্বেই সত্ত্বভাবের প্রীতি। 'অমীমদন্তঃ' ও 'প্রিয়াঃ' পদদ্বয় সেই ভাব ব্যক্ত করে। 'অধূষত' পদে কম্পন বা প্রকাশের ভাব প্রাপ্ত হই। আমাদিগের ক্ষুদ্র সত্ত্বটুকু যখন মহা-সত্ত্বের অনুসরণে অগ্রসর হইয়া তৎসম্মিলনে সাফল্য লাভ করে; তখন সত্ত্বের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। জগতের জন তখন তদ্দ্বারা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। প্রকাশ, কম্পন, স্পন্দন, অধূষত,—সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। দেবভাবের সহিত দেবভাবের মিলনে, দেবত্বের বিকাশে, কি ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়,—উপসংহারে তাহাই প্রখ্যাপিত দেখি। সেই দেবভাব হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগকে সৎকার্য্যসাধনে সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। "স্বভানবঃ বিপ্রাঃ নবিষ্ঠয়া মতী অজোষত" বাক্যাংশের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য এখানে 'অজোষত' পদের অর্থ বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। ভাষ্যকার ঐ পদের প্রতি-বাক্যে 'স্তুতিং বৃতবন্তঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা 'উদ্বোধয়ত' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'উষ' ধাতুমূলক ঐ পদ উন্মেষণের ভাব দ্যোতনা করে। দেবতার স্তব-স্তুতি দ্বারাই সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়। সে বিচারেও উদ্বোধনা অর্থ আসে। আমরা সেই লক্ষ্য রাখিয়াই মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। ঔচিত্যানৌচিত্য সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। (৩অ—৫১ক—১ম)॥

হইয়াছে। অতএব এই পিতৃগণের সহিত সম্মিলন উদ্দেশে হরি নামক স্বীয় অশ্বদ্বয় স্বীয় রথে সত্বর সংযুক্ত কর।" এখানে, দুই মতে দুই ভাব প্রকাশ দেখা যায়।

দ্বিপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বীপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

সুসংদৃশং ত্বা বয়ং মঘবন্ বন্দিষীমহি।
প্রনুনং পূর্ণবন্ধুরঃ স্তুতো যাসি বশাঁ অনু
যোজা ন্বিন্দ্র তে হরী ॥ ৫২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মেঘবন' (বহুকর্ম্মকারিন্, শ্রেষ্ঠধনযুতেন্দ্র!) 'সুসংদৃশং' (শোভনদর্শনং' প্রিয়দর্শনং, যদ্বা—বিশ্বস্য দ্রষ্টারং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বয়ং' (অর্চনাকারিণঃ) 'বন্দিষীমহি' (অভিবাদয়ামঃ, পূজয়ামঃ, হৃদি ধারয়াম ইত্যর্থঃ); 'স্তুতঃ' (স্তুতিভিঃ প্রীতঃ সন্) ত্বং 'পূর্ণবন্ধুরঃ' (রথাবাসঃ সন্, অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে আসনং গৃহীত্বা, যদ্বা—অস্মাকং আবাসস্বরূপে ভূত্বা) 'বশান্' (ত্বাং কামায়মানান্ অস্মান্) 'অনু' (লক্ষীকৃত্য) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'আ-প্রযাসি' (আ-গচ্ছসি, আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ); কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং ত্বাং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ তৎ কুরু—ইতি ভাবঃ। 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেব!) 'তে' (তব) 'হরী' (রশ্মী, জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'যোজ' (সংযোজয়—অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে ইতি ভাবঃ)। হে দেব! তবানুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মাণি জ্ঞানভক্তিসমন্বিতানি ভবন্তু। (৩অ—৫১ক—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বহুকর্ম্মকারী শ্রেষ্ঠধনযুত ইন্দ্রদেব! প্রিয়দর্শন (বিশ্ব-দ্রষ্টা) আপনাকে আমরা পূজা করিতেছি (হৃদয়ে ধারণ করিতেছি)। আমাদিগের পূজায় প্রীত হইয়া, আপনি আমাদিগের কর্ম্ম-রূপ রথে আসন গ্রহণ করিয়া (আমাদিগের আবাস-স্বরূপ হইয়া,) প্রার্থনাকারী আমাদিগের উদ্দেশে (আমাদিগের হৃদয়ে) নিশ্চয়ই আগমন করুন। হে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেব! আপনি আপনার জ্ঞান ভক্তিরূপ

বাহকদ্বয়কে আমাদের কর্ম্মরূপ রথে সংযোজিত করুন। (ভাব এই যে—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম যেন জ্ঞানভক্তি-সমন্বিত হয়, অর্থাৎ আমরা যেন জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী হই) ॥ (৩অ—৫২ক—১ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে মঘবন্! বয়ং ত্বা ত্বাং বন্দিষীমহি স্তুতিকর্ত্তারো ভূয়াস্মেত্যাশাস্তে। কিম্ভূতং ত্বাং? সুসংদৃশং সুষ্ঠু সম্যক্ পশ্যতি সুসংদৃক্ তং শোভনদর্শনং। অনুগ্রহদৃষ্ট্যা সর্ব্বস্য দ্রষ্টারং। ইত্থমস্মাভিঃ স্তুতঃ ত্বং বশান্ কাময়মানান্ যজমানাননুলক্ষীকৃত্য নূনং প্রযাসি অবশ্যং গচ্ছসি। কিম্ভূতঃ? পূর্ণবন্ধুরঃ। বন্ধুরশব্দো রথনীড়বাচী। স্তোতৃভ্যো দেয়ৈর্দ্ধনৈঃ সম্পূর্ণরথনীড়োপেতো ভূত্বা গচ্ছসি। হে ইন্দ্র! স ত্বং তে হরী যোজেতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৫২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীও সাকমেধ-পর্ব্বের অন্তর্গত পিতৃযজ্ঞের মন্ত্র। ভাষ্য-মতে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে মঘবন্! শোভনদর্শন আপনাকে আমারা বন্দনা করিতেছি। আমাদিগকে স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া, সম্পূর্ণ রথনীড়োপেত হইয়া, আপনি কামনা-পরায়ণ যজমাণগণের নিকট অবশ্যই গমন করুন। হে ইন্দ্র! আপনি আপনার রথে হরী নামক অশ্বদ্বয় সত্বর সংযোজিত করুন।' প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাবই পরিগৃহীত হইয়াছে।

আমরা মন্ত্রের যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়ই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রথমাংশের ('মঘবন্' হইতে 'বন্দিষীমহি' পর্য্যন্ত অংশের) 'সুসংদৃশং' পদে বহুভাব দ্যোতনা করে। সুসংদৃশং' পদে 'শোভনদর্শন' 'প্রিয়দর্শনং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। এই এক পদেই বহুভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ভগবান্ দৃষ্টির অগোচর—মনোরাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহাকে প্রিয়দর্শন বা শোভনদর্শন বলিবার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ চর্ম্ম-চক্ষুর দর্শনীয় নহেন। অদর্শন তিনি; তিনি প্রিয়দর্শন হইয়া আগমন করুন;—ইহাতে বুঝা যায় না কি—দৃষ্টির অগোচর তিনি; তিনি যেন আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েন। এখানে সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে—তিনি যখন চর্ম্মচক্ষের—মানুষের দৃষ্টির বহির্ভূত; তখন কেমন করিয়া তিনি প্রিয়দর্শন হইবেন? সে দর্শন—দৃষ্টিই বা কেমন দৃষ্টি? ভাব এই যে,—আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হউন অর্থাৎ আমি যেন জ্ঞান-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করি। আমার হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হউক, জ্ঞান-প্রভাবে যেন অদর্শনকে প্রিয়দর্শনরূপে দেখিতে পাই। 'সুসংদৃশং'

পদে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। মঘবন্ সম্বোধন পদের অর্থ করিয়াছি—'বহুকর্ম্মকারী শ্রেষ্ঠধনযুত।' ভগবান্ বহুকর্ম্মকারী; কেন না, তিনি বহুজনের উদ্ধার করেন। আবার তিনি শ্রেষ্ঠধনযুত; কেন-না, পরমার্থধন তাঁহার অধিগত। তাঁহার করুণা-লাভে সমর্থ হইলেই মোক্ষ অধিগত হয়। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথমাংশের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা আপনার পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম; প্রিয়দর্শন আপনি; প্রিয়দর্শন হইয়া আগমন করুন। পরমার্থদাতা আপনি; পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধন লইয়া উপস্থিত হউন।'

মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,—'হে জীব! তোমার কর্ম্মপ্রভাব এমন হউক, যাহাতে শ্রেষ্ঠ-ধনাধিপতি তিনি, শ্রেষ্ঠধন মোক্ষধন তোমাকে প্রদান করেন। কর্ম্মপ্রভাবে জ্ঞান-ভক্তি-সাহায্যে ভগবানের করুণা আকর্ষণ কর; তাহা হইলেই তুমি পরাগতি প্রাপ্ত হইবে,—'মোক্ষ তোমার অধিগত হইবে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ কিঞ্চিত দুর্ব্বোধ্য। ঐ অংশের 'পুরুবন্ধুরঃ' পদ বিশেষ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যকার ঐ পদের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই,—'সম্পূর্ণরথনীড়োপেতঃ' অর্থাৎ রথনীড় বা আবাসস্থান রূপে তিনি অবস্থিত। 'বন্ধুরঃ' পদ রথনীড়বাচী—এই ভাব হইতে আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি,—'অস্মাকং কর্ম্মরূপরথে আরোহণং কৃত্বা, যদ্বা—অস্মাকমাবাসস্বরূপো ভূত্বা এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। দেবতা আমাদিগের কর্ম্মরূপ রথেই আমাদিগের মধ্যে আগমন করেন। ইহাই এখানকার ভাব।

এই প্রকার অর্থ হইতে মন্ত্রে এক অভিনব উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইল,—আমরা আপনার পূজা করিতেছি অর্থাৎ আপনার পূজা-রূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' দ্বিতীয় অংশে বলা হইল,—আমাদের সেই কর্ম্মরূপ-রথে আপনি আমাদের নিকট আগমন করুন।' তাহাতে মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে প্রশ্ন—'আপান যে আসিবেন, সে কি রূপ গ্রহণ করিয়া আসিবেন?' তাহার উত্তর—আমাদিগের আবাস-স্বরূপ হইয়া। ভাব এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাব এমন হউক, যাহাতে আপনাতে আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হই অর্থাৎ লীন হইয়া যাই। ফলতঃ, আর যেন সংসার-বন্ধন আমাদিগকে আবদ্ধ করিতে না পারে; আর যেন জন্মজরামৃত্যুর যন্ত্রণা আমাদিগকে ভোগ করিতে না হয়।' ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের শেষাংশের 'হরী' পদে যত-কিছু সংশয়-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে 'হরী' পদে ইন্দ্রদেবতার হরিদ্বর্ণ অশ্বের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হয়। আমরা কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করি না। আমাদের মতে ঐ পদে 'জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহকৌ' অর্থ প্রকাশ করে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'আমাদিগের কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি সংযোজিত করিয়া দিউন। জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া আমরা যেন ভক্তিভাবে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে, সেই কর্ম্ম প্রভাবে, ভগবানকে আকর্ষণ করিবার সামর্থ্য আসিবে।' (৩অ—৫২ক—২ম)॥

ত্রিপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

মনো ন্বাহ্বামহে নারাশꣳসেন স্তোমেন।

পিতৄণাং চ মন্মভিঃ ॥ ৫৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পিতৄণাং' (পিতৃলোকানাং, দেবত্বপ্রাপ্তানাং অস্মদীয়ানাং পিতৃগণানাং) 'মন্মভিঃ' (মননীয়ৈঃ, অভিপ্রেতৈঃ) 'চ' (এবং) 'নারাশংসেন' (নরাণাং প্রশংসাভূতেন লোকতৃপ্তিপ্রদেন) 'স্তোমেন' (স্তোত্রেণ) 'নু' (ক্ষিপ্রং, সদা) 'মনঃ' (অন্তরস্থিতং দেবং, সত্ত্বভাবং অন্তরাত্মানং) 'আহ্বামহে' (আহ্বয়ামঃ, তৃপ্যামঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকো মন্ত্রঃ। ভাবার্থঃ,—'হে জীব! আদৌ অন্তরশুদ্ধিং কুরুস্ব। তৎকর্ম্ম হি পিতৃলোকানাং অভিপ্রেতং।' (৩অ—৫৩ক—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পিতৃলোকের (দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের) অভিপ্রেত এবং লোকতৃপ্তিপ্রদ স্তোত্রের দ্বারা আমরা যেন সর্ব্বদা (অতি সত্বর) আমাদিগের হৃদিস্থিত দেবতাকে (অন্তরাত্মাকে) পরিতৃপ্ত করি। (ভাব এই যে,—'হে জীব! তুমি সর্ব্বাগ্রে অন্তরশুদ্ধি কর। সেই কর্ম্মই পিতৃলোকের অভিপ্রেত হয়)॥ (৩অ—৫৩ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

তিস্র ঋচো মনদেবত্যা গায়ত্র্যো বন্ধুদৃষ্টাঃ। (কা০ ৫।৯।২৯) মনো ন্বাহ্বামহ ইতি গার্হপত্যং তিসৃভিরিতি। উপতিষ্ঠন্ত ইত্যনুবর্ত্ততে॥ নু ক্ষিপ্রং মন আহ্বামহে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানেন চিত্তং পিতৃলোকং গতমিবাসীৎ অত আহূয়তে। যদ্বা মনঃ মনোঽভিমানী দৈবতমাহ্বামহে আহ্বায়ামঃ। কেন সাধনেন? স্তোমেন স্তোত্রেন। কথম্ভূতেন? নারাশংসেন শংসঃ প্রশংসনং নরাণাং মনুষ্যাণাং যোগ্যঃ শংসো নরাশংসঃ তৎসম্বন্ধী নারাশংসস্তেন।

স্তোত্রং দ্বিবিধং দৈবং মানুষং চ। যত্র দেবা স্তূয়ন্তে তদ্দৈবং যত্র চ মনুষ্যা প্রশস্যন্তে তন্মানুষং। তথাবিধেন স্তোত্রেণেত্যুক্তং ভবতি। কিংচ পিতৃণাং চ মন্মভিঃ পিতরো যৈঃ স্তোত্রৈর্মন্যন্তে তে মন্মানস্তৈঃ তাদৃশৈঃ স্তোত্রৈরাহ্বয়ামঃ। (৩অ—৫৩ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটী এবং ইহার পরবর্ত্তী দুইটী মন্ত্র গার্হপত্য উপস্থাপনের মন্ত্র। মনকে বা মনো-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। মন্ত্রের সাধারণ প্রচলিত অর্থ এই যে,—"আমরা পিতৃগণের অভিমত নারাশংস-স্তোত্রে মনকে আহ্বান করিতেছি।" কিন্তু এরূপ বাক্যের মর্ম্ম অনুধাবন করা বিশেষ আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'পিতৃণাং মন্মভিঃ' এবং 'নারাশংসেন স্তোমেন' পদ-কয়েকটীর ভাব বড়ই জটিল বলিয়া মনে হয়। কি প্রকার স্তোত্রের দ্বারা মনকে আহ্বান করি—ঐ সকল বাক্যে তাহাই বুঝিতে পারি। পিতৃগণ সন্তানের মঙ্গল কামনা চিরকাল করিয়া থাকেন। সন্তানের চিত্ত বিশুদ্ধ হউক, সন্তানের মন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকুক,—ইহাই তাঁহাদিগের চির অভি-প্রেত। তাঁহাদিগের দেবত্ব, মনে হয়, সেই অনুপ্রেরণায়ই অনুপ্রাণিত। সে দেবত্ব—সন্তানের চিত্তে দেবভাবের বিকাশ-মূলক। এক এক দেবতায় বা এক এক দেবভাবে যেমন সংসারে হিতসাধক এক এক ভগবদ্বিভূতির প্রভাব প্রকট দেখি, পিতৃদেবগণে সেইরূপ সংসারের সন্তানমাত্রে চিত্তশুদ্ধির—তাঁহাদিগের হৃদয়ে সদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তির—আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এরূপ স্তোত্রে, এরূপ আরাধনায়, এরূপ কার্য্যে, মনকে আহ্বান কর, (নিয়োজিত কর),—যাহাতে মনঃস্থৈর্য্য সাধিত হয়—যাহাতে অন্তরস্থিত দেবতা তৃপ্ত হন—যাহাতে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইতে পারে। 'পিতৃণাং মন্মভিঃ' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

তার পর 'নারাশংসেন স্তোমেন' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করে,—বুঝিয়া দেখুন। 'দৈব-শংস' ও 'নারাশংস' ভেদে স্তোত্র দুই প্রকার। দেবগণের প্রশংসামূলক স্তোত্র 'দৈবশংস' এবং নরগণের প্রশংসাখ্যাপক স্তোত্র 'নারাশংস'। ভাষ্যে এই ভাব প্রকাশমান্। আমরা 'নারাশংস' ঐ পদে 'লোকপ্রশংসিত' 'লোকতৃপ্তিপ্রদ' অর্থ গ্রহণ করি। মন সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইলে হৃদয় বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, মানুষ লোক কর্ত্তৃক প্রশংসিত হয়,—লোকের বা মানুষের তাহাতে পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। তাই যেন এখানে বলা হইয়াছে,—'তেমন স্তোত্র দ্বারা মনকে আহ্বান কর, যে স্তোত্র লোক-প্রশংসিত লোকতৃপ্তিপ্রদ হয়।' এতৎ প্রসঙ্গে 'স্তোমেন' পদের একটু নিগূঢ় ভাব অনুধাবন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ঐ পদে কেবল তোতাপাখীর ন্যায় স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ বুঝায় না; ঐ পদে চিত্তশুদ্ধির উপাদানভূত যে স্তোত্র এবং তদনুসারী যে কর্ম্ম, এতদুভয়কেই বুঝাইয়া থাকে।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে,—'আমি যেন চিত্তশুদ্ধি-পক্ষে, আমার অন্তরাত্মার তৃপ্তিবিষয়ে, সর্ব্বথা প্রযত্নপর হই। আমার পিতৃদেবগণ তাহাই কামনা করেন। সেই কর্ম্মই লোকচিত্তপ্রসাদক।' (৩অ—৫৩ক—১ম)॥

চতুঃপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। চতুঃপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

আ ন এতু মনঃ পুনঃ ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে।

জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ৫৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনঃ' (অপিচ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মনঃ' (চিত্তং) 'ক্রত্বে' (ক্রতবে, সৎকর্ম্ম সাধয়িতুং) 'দক্ষায়' (কর্ম্মোৎসাহায়) 'জ্যোক্' (চিরং) 'জীবসে' (জীবিতুং) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানসূর্য্যং, ভগবন্তং) 'দৃশে চ' (অবলোকয়িতুং চ) 'আ এতু' (আগচ্ছতু, প্রতিষ্ঠিতো ভবতু)। সোৎসাহেন সৎকর্ম্মসাধনেন জ্ঞানলাভায় অক্ষয়জীবনলাভায় চ অস্মাকং মনঃ উদ্বুদ্ধং ভবতু। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৪ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আর, আমাদিগের চিত্ত, সৎকর্ম্ম-সাধনে উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া, চিরজীবী হইবার জন্য এবং জ্ঞানসূর্য্যকে (ভগবানকে) চিরদর্শনের জন্য, আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। (ভাব এই যে,—উৎসাহের সহিত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনের ও অক্ষয়জীবনলাভের জন্য আমাদিগের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হউক)। (৩অ—৫৪ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

নোঽস্মাকং মনঃ পূর্ব্বোক্তং চিত্তং পুনর্ভূয়ঃ আ এতু আগচ্ছতু। কিমর্থং? ক্রত্বে ক্রতবে সঙ্কল্পায় যজ্ঞং সঙ্কল্পয়িতুং দক্ষায় কর্ম্মণ্যুৎসাহায় তথাচ শ্রুতিঃ। তদেব মনসা কাময়ত ইদং মে স্যাদিদং কুর্বীয়েতি স এব ক্রতুরথ যদস্মৈ তৎসমৃদ্ধ্যতে স দক্ষ ইতি।

জ্যোগিতি নিপাতশ্চিরবচনঃ। জ্যোগজীবসে চিরং জীবিতুং। সূর্য্যং দৃশে চ চিরকালং সূর্য্যমবলোকয়িতুং চ। এতেষাং সঙ্কল্পাদীনাং সিদ্ধয়ে মনঃ পুনরাগচ্ছতু॥ ক্রত্বে। গুণাভাবাদ্যণাদেশঃ॥ জীবসে তুমর্থে অসে প্রত্যয়ঃ॥ দৃশে। দৃশে বিখ্যে চেতি (পা০ ৩।৪।১১) সাধুঃ॥ (৩অ—৫৪ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রটীও আত্মোদ্বোধনমূলক। পূর্ব্ব-মন্ত্রে মনকে বিশুদ্ধ করার জন্য সঙ্কল্প হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে মন বিশুদ্ধ হইবে, সে বিশুদ্ধিতার ফলই বা কি,—এই মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইতেছে। বলা হইয়াছে,—'হে আমার মন। তুমি সৎকর্ম্মসাধনে উৎসাহান্বিত হও। যদি চিরজীবী হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি অক্ষয় আমার পদ লাভ করিতে চাও যদি জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে কামনা হয়, তবে উদ্বুদ্ধ হও, সেই ভাবে সৎকর্ম্মসাধনে প্রতিষ্ঠান্বিত হইবার চেষ্টা কর।'

বিশুদ্ধ চিত্তই সৎকর্ম্মসাধনেসমর্থ হয়, বিশুদ্ধ অন্তরেই জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, বিশুদ্ধ অন্তরই অক্ষয় জীবন লাভের অধিকারী হইয়া থাকে। এখানকার সঙ্কল্পই তাই,—'সৎকর্ম্ম দ্বারা আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হউক।'

মন্ত্রের অন্তর্গত এক একটী পদের বিষয় অনুধাবন করিলেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন্ত্রের প্রতি পদই বহু ভাব প্রকাশক। 'ক্রত্বে' পদে যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মসাধনার ভাব আসে। 'দক্ষায়' পদে কর্ম্মসাধনে উৎসাহের ভাব প্রাপ্ত হই। দক্ষতা-সহকারে, কর্ম্মোৎসাহ সহকারে মন সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হউক;—ইহাই "নঃ মনঃ ক্রতবে দক্ষায়" বাক্যাংশের মর্ম্ম। "জ্যোক্ জীবসে" পদ-দ্বয়ে চিরজীবী হওয়ার—অক্ষয় অনন্ত মোক্ষপদ প্রাপ্তির-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'সূর্য্যং' 'দৃশে' পদদ্বয়ে জ্ঞানসূর্য্যের সহিত—জ্ঞানময়ের সহিত—অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়। 'আ এতু' পদে আগমনের অথবা প্রতিষ্ঠিত থাকার ভাব আসে।

মন্ত্র আত্মোদ্বোধনায় কহিতেছে,—'আমার মধ্যে সেই মনের প্রতিষ্ঠা হউক, যে মন সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা জ্ঞানময়ের সান্নিধ্য লাভে অক্ষয় জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে।' ইহাই এ মন্ত্রের ভাবার্থ। (৩অ—৫৪ক—১ম)। *

---

* এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই:—"আমাদিগের মন পুনরাগত হউক। আমরা সেই মনের সাহায্যে এই যজ্ঞানুষ্ঠানটী নির্ব্বিঘ্নে সমর্পিত করিব, এতাদৃশ কার্য্যসমস্তে সম্যক্ দক্ষতা প্রকাশে সমর্থ হইব, অধিক কি জীবন ধারণের উপযুক্ত হইবে এবং সৌরজগতের সুখানুভব করিতে পারিব।" এই প্রকার ভাবের মধ্য হইতেও আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে।

পঞ্চপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

পুনর্নঃ পিতরো মনো দদাতু দৈব্যো জনঃ।

জীবং ব্রাত৺ সচেমহি ॥ ৫৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যখ্যা।

'পিতরঃ' (দেবত্বপ্রাপ্তা অস্মাকং নিত্য-শুভানুধ্যায়িনঃ হে পিতৃগণাঃ !) ভবদনুগ্রহেণ 'দৈব্যো জনঃ' (দেবসম্বন্ধীয় পুরুষঃ, দেবভাবসম্পন্নঃ সাধুরিতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মনঃ' (বিশুদ্ধং অন্তকরণং) 'পুনঃ' (পুনর্ব্বারং) 'দদতু' (প্রযচ্ছতি) ; ভগবৎকৃপয়া সাধুসঙ্গপ্রাপ্তিনা অস্মাকং সত্ত্বভাবাদয়ঃ প্রত্যাগচ্ছত—ইতি ভাবঃ। তথা 'জীবং' (প্রাণভূতং, যদ্বা— জীবনব্যাপিনং) 'ব্রাতং' (কর্ম্ম—যাগাদিকং, ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিতং ইতি যাবৎ) 'সচেমহি' (সেবেমহি)। সাধুসঙ্গপ্রাপ্তিনা বিশুদ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ যেন বয়ং বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যং লভামহে হে পিতরঃ, যুয়ং তৎ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৫ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পিতৃগণ (আমাদিগের নিত্যশুভানুধ্যায়ী হে দেবগণ) ! আপনাদিগের অনুকম্পায়, দেবভাবসম্পন্ন সাধুপুরুষ আমাদিগের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণকে পুনঃপ্রদান করুন ; অর্থাৎ, সাধুসংসর্গে আমরা যেন আমাদিগের সহজাত সত্ত্বভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত হই) ; আর, আমরা যেন সারাজীবন ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের সেবা করি ; (সাধুসঙ্গলাভে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া আমরা যেন বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্য লাভ করি, হে পিতৃগণ, তাহাই বিধান করুন—এই প্রার্থনা)। (৩অ—৫৫ক—১ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে পিতরঃ! ভবদনুজ্ঞয়া দৈব্যো জনো দেবসম্বন্ধী পুরুষঃ নোঽস্মভ্যং মনঃ পূর্ব্বোক্তং চিত্তং পুনর্ভূয়ো দদাতু প্রেরয়ত্বিত্যর্থঃ। তথা সত্যানুষ্ঠানং কৃত্বা ভবৎ প্রসাদাজ্জীবং জীবনবন্তং ব্রাতং পুত্রপশ্বাদিকং গণং বয়ং সচেমহি সেবেমহি। সচতিঃ সেবনার্থঃ ॥ ৫৫ ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——: ০ :——
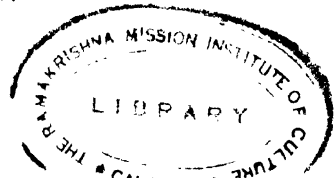
এই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী ভাব এই যে,—'হে পিতৃগণ! আপনাদিগের আজ্ঞায় দেবসম্বন্ধী পুরুষ আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত চিত্ত পুনঃ প্রদান করুন। সেরূপ অনুষ্ঠান হইলে, আপনাদিগের প্রসাদে জীবনবিশিষ্ট পুত্রপশ্বাদিকে আমরা যেন সেবা করিতে পারি।'

আমাদিগের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মন্ত্রের কয়েকটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রথম 'দৈব্যো জনঃ।' এই পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'দেবসম্বন্ধী পুরুষঃ।' উহারই ভাব—'দেবভাব সম্পন্ন সাধুপুরুষ।' তারপর, 'মনঃ' শব্দে 'বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের' ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'আমার মন ফিরিয়া আসুক'—এরূপ উক্তির মর্ম্মই এই যে,—'আমি যেন সুমন বা সদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট হই।' এই প্রসঙ্গে 'পুনঃ' পদের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। 'আবার আসুক'—এরূপ বাক্যে, 'পূর্ব্বে ছিল—এখন নাই' এই ভাব প্রাপ্ত হই। তাহাতেই পূর্ব্বের—আমাদিগের জন্মসহজাত সত্ত্বভাবের—চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে। আমাদিগের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সদ্ভাব আমাদিগের মধ্যে সঞ্জাত হয়। সংসারের কুটীলতার মধ্যে পড়িয়া তৎসকল লোপ প্রাপ্ত হইয়া আসে। এখানে 'পুনঃ' পদে সেই সকল সদ্ভাবকে হৃদয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ম কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সে সদ্ভাব কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? তাহারই উত্তর 'দেব্যঃ' 'জনঃ' অর্থাৎ সাধুপুরুষ আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন; অর্থাৎ, সাধুসংসর্গে সেই ভাব আমাদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসুক। মন্ত্রের প্রথমাংশের ('পিতরঃ দৈব্যো জনঃ নঃ মনঃ পুনঃ দদাতু' অংশের। ভাব তাহাতে এই দাঁড়ায়,—'হে পিতৃগণ! আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হউক।'

এক্ষণে প্রথমাংশের সহিত মন্ত্রের শেষাংশের ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। সত্ত্বভাব প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মনঃস্থৈর্য্য সাধিত হইলে, আমরা ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মে যেন জীবন নিয়োগ করিতে পারি; অথবা, প্রাণভূত জীবনভূত (জীবং) অক্ষয়জীবনপ্রদ যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম যেন আমাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

'পিতৃগণের কৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ হউক, সদ্বৃত্তি ফিরিয়া আসুক, ভগবৎকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে সমর্থ হই'—ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার তাৎপর্য্য। (৩অ—৫৫ক—১ম)। *

---

* একজন বেদব্যাখ্যাতা এই মন্ত্রের নিম্নরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। যথা,—"হে পিতৃগণ তোমাদের প্রীত্যর্থ মন, সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইয়াছে (আমাদের মন আর আমাদের নিকট নাই) তাহা আমাদিগকে পুনঃ প্রদান কর, আমরা যেন তোমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিয়া এই মনের সাহায্যে সাংসারিক সুখভোগে সমর্থ হই।" এই অর্থের, ভাষ্যানুসারী অর্থের, আর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের পার্থক্য—লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ষট্পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষট্পঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

বয়ঁ, সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ।

প্রজাবন্তঃ সচেমহি ॥ ৫৬ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব)! 'তব ব্রতে' (তৎসম্বন্ধী কর্ম্মণি, সত্ত্বভাবোদ্বোধনায় ইতি যাবৎ) যেন 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ, উপাসকাঃ) 'তনূষু' (দেহেষু, ভবৎপ্রদত্তেষু শরীরেষু) 'মনঃ' (অস্মদীয়ং চিত্তং) 'বিভ্রতঃ' (ধারয়ন্তঃ) 'প্রজাবন্তঃ' (লোকানুরাগসম্পন্না ভবন্তশ্চ) 'সচেমহি' (সর্ব্বদা তৎসম্বদ্ধা ভবেম)। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! অস্মাকং চিত্তং ত্বদ্ভাবভাবিতং ভবতু; অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বভাবসম্পন্নান্ লোকানুরাগপরায়নান্ চ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ ॥ (৩অ-৫৬ক-১ম)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে সোম (শুদ্ধসত্ত্ব)! আপনার সম্বন্ধীয় কর্ম্মে (সত্ত্বভাবোদ্বোধনায়) যেন আমরা, এই দেহের মধ্যে আমাদিগের চিত্তকে ধারণ করিয়া, লোকানুরাগসম্পন্ন হইয়া, সর্ব্বদা আপনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকি। (ভাব এই যে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! আমাদের চিত্ত আপনার ভাবে ভাবান্বিত হউক; আপনি আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ও লোকানুরাগপরায়ণ করুন।')। (৩অ—৫৬ক—১ম)॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সোমদেবতয়া গায়ত্রীজপে বিনিযুক্তা। অত্র পিতৃযজ্ঞে সোমনামকো দেবোঽস্তি। সোমায় পিতৃমতে ইত্যেবং হবিষো বিহিতত্বাৎ। হে সোম! বয়ং যজমানাঃ তব ব্রতে কর্ম্মণি বর্ত্তমানাঃ তনূষু ভবচ্ছরীরেষু মনো বিভ্রতঃ অস্মদীয়ং চিত্তং ধারয়ন্তঃ ত্বৎকারণ্যাৎ প্রজাবন্তঃ পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নাঃ সন্তঃ সচেমহি সেবেমহি সেবিতব্যানি বস্তূনীতি শেষঃ। যদ্বা যচ সম্বন্ধে সর্ব্বদা তৎসম্বদ্ধা ভবেম ॥ (৩অ—৫৬ক—১ম)॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

লক্ষ্য করিবেন,—'সোম' আর এখানে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য নহে। পরন্তু আমরা সোম-সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিয়া আসিতেছি, এ মন্ত্র সেই মতেরই পরিপোষক। সোম যে শুদ্ধসত্ত্ব, সোম বলিতে যে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতির দিব্য আলোককে বুঝায়, সর্ব্বত্র সেই ভাবই অব্যাহত দেখা যায়। সোম বলিতে 'লতার রস' অর্থ গ্রহণ করিলে, দুই এক স্থলে সে অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারিলেও, সর্ব্বত্র সে অর্থের সঙ্গতি থাকে না। অথচ, 'সোম' পদের শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, সোমকে সকল সামগ্রীর সারভূত (Essence of everything) বলিয়া স্বীকার করিলে, আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখিয়াছি, সোম-পদের অর্থের সর্ব্বত্র সঙ্গতি থাকিতে পারে।

যাহা হউক, এখন মন্ত্রার্থের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। প্রথম—'সোম' পদ। ভাষ্যকার এখানে সোমদেবতা মন্ত্র বলিয়াছেন। *

দ্বিতীয় পদদ্বয়—'তব ব্রতে'। ভাষ্যকার 'ব্রত' পদে কর্ম্মমাত্র অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু কর্ম্ম বলিতেই কি কর্ম্ম, তাহা মনে করিতে হয়। যিনি যে দেবতা, তাঁহার ক' তদনুসারী হওয়াই সঙ্গত। আমরা দেবতাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া মনে করিয়াছি। সুতরা শুদ্ধসত্ত্বের উদ্বোধনার দ্বারাই তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়—ইহাই ভাবার্থ। তৃতীয় আলো পদদ্বয়—'তনুষু মনঃ'। উহার সাধারণ অর্থ—'দেহের মধ্যস্থিত মন।' কেবল 'মনঃ শব্দ থাকিলেই তাহা বুঝাইতে পারিত। কিন্তু 'তনুষু মনঃ' বলা হইল কেন? এখানকা ভাব এই যে, দেহ—ভগবানের প্রদত্ত, মন—আমাদিগের আয়ত্তীভূত। ভগবান্ আমাদিগে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন অথবা কর্ম্মফল-প্রভাবে আমরা এ সংসারে আসিয়া উপস্থি হইয়াছি। আমাদিগের মন একটু স্বাধীনভাবাপন্ন আছে। আপনার শ্রেয়ঃ বুঝিয়া, আপন গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইবে। কুপথেও যাইতে পারে; আবার সৎপথ অবলম্বনে তাহার সামর্থ্য আছে। আমাদিগের মনে হয়, এই ভাব বুঝাইবার জন্যই এখানে 'তনুষু মন পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিভ্রতঃ' পদের ভাষ্যানুসারী প্রতিবাক্য 'ধারয়ন্তঃ' প আমরাও গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থের কোনই ব্যত্যয় ঘটে না।

উপসংহারে 'প্রজাবন্তঃ' এবং 'সচেমহি' পদদ্বয়ের সার্থকতার বিষয় বিবেচনা কর 'প্রজাবন্তঃ' পদে ভাষ্যে 'পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্নাঃ' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ 'লোকানুরাগসম্পন্নাঃ' ভাব আসিতে পারে। মানুষ যখন মানুষমাত্রকে আপনার বলিয়া ক রতে পারেন, তখনই তাঁহাকে 'প্রজাবন্তঃ' বলা যায়। 'প্রজা' পদে কেবলমাত্র পৌত্রাদিকে বুঝায় না। 'প্রজা' পদে সাধারণ মনুষ্যমাত্রকে—এমন কি প্রাণী পর্য্যন্তকে

---

* একজন ব্যাখ্যাকার এখানকার 'সোম' শব্দে 'চন্দ্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

বুঝাইয়া থাকে। তার পর 'সচেমহি' পদে ভাষ্যের প্রতিবাক্যই গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতেই সদর্থ প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের যে ভাব হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবৎ-কৃপায় হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক, হৃদয়ে লোকানুরাগ জাগিয়া উঠুক,—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। * (৩অ—৫৬ক—১ম)।

সপ্তপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। সপ্তপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। দ্বিসপ্তাম্বিকা।)

১। এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।

২। এষ তে রুদ্র ভাগঃ আখুস্তে পশুঃ ॥ ৫৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১ 'রুদ্র' (পাপানাং বিনাশসাধনত্বাৎ রৌদ্রভাবাপন্ন হে দেব!) 'তে' (তব) 'স্বস্রা' (সজাতয়া, অভিন্নসম্বন্ধযুতয়া) 'অম্বিকয়া' (জগদ্রূপয়া, পৃথ্বীদেবতয়া) 'সহ' (সহিতং) 'এষ ভাগঃ' (সোমস্য ভাগঃ সত্ত্বভাবস্য অংশঃ) 'তং' (অস্মাকং হৃদি যদস্তি তৎসর্ব্বং ভাগং) 'জুষস্ব' (সেবস্ব, গৃহাণ); 'স্বাহা' (তৎসর্ব্বং স্বাহামন্ত্রেণ নিবেদয়ামি, সুহুতমস্তি ইতি শেষঃ)। জগদ্রূপয়া দেবতয়া সহ রুদ্রদেবস্য অভিন্নসম্বন্ধঃ। তয়া সহ সদেবোঽস্মাকং সত্ত্বভাবং গৃহ্লাতি, অস্মাকং হৃদি অধিষ্ঠিতো ভবতি। ইতি ভাবঃ।

২। 'রুদ্র' (পাপনাশক হে দেব!) 'এষ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ) 'তে' (তব) 'ভাগঃ' (অংশঃ, গ্রহণীয় ইতি যাবৎ); অপিচ, 'আখুঃ' (চৌরঃ, সত্ত্বাপহারকঃ) 'তে' (তব, তৎসন্নিকটে ইতি যাবৎ) 'পশুঃ' ('পশু' ইতি খ্যাতঃ, পশুভাবাপন্নঃ, বধার্হ ইতি ভাবঃ) রুদ্রদেবঃ সত্ত্বভাবাপহারকস্য জনস্য বধসাধকো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৭ক—২ম)।

---

* এই মন্ত্রের সামশ্রমী মহাশয়ের কৃত ব্যাখ্যা,—"হে সোম (চন্দ্রলোকেই পিতৃগণের বসতি তজ্জন্য চন্দ্রলোকেরও স্তব করা হইতেছে) তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত আমরা তোমার প্রসাদে মনস্বী হইয়া প্রজা, পশু ও সম্পত্তি প্রভৃতি বিবিধ-সাংসারিক সুখ উপভোগ করি।" প্রার্থী যে ভাবের ভাবুক হইবেন, তাঁহার পক্ষে প্রার্থনা সেইরূপই হইয়া থাকে। বেদ-মন্ত্রের ইহাই বিশিষ্টতা।

বঙ্গানুবাদ।

১। পাপসমূহের বিনাশসাধননিমিত্ত রৌদ্রভাবাপন্ন হে দেব! আপনার সহজাত (আপনার সহিত অভিন্নসম্বন্ধযুত) জগদ্রূপা পৃথ্বী-দেবতার সহিত সেই সত্ত্বভাবের অংশ (যাহা আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, তৎসমস্ত) আপনি গ্রহন করুন; স্বাহা-মন্ত্রে তাহা আপনাকে অর্পণ করিতেছি—সুহুত হউক। (ভাব এই যে,—এই জগদ্রূপিণী দেবতার সহিত রুদ্রদেবতার অভিন্ন সম্বন্ধ। পৃথ্বীদেবতার সহিত তিনি আমাদিগের প্রদত্ত সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন,—তৎসহ সম্মিলিত হন)।

২। পাপনাশক হে দেব! এই যে শুদ্ধসত্ত্বভাব, তাহাই আপনার গ্রহণীয়। সত্ত্বভাবাপহারক চৌর পশু বলিয়া অভিহিত হয়; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবাপহারক পশুভাবাপন্ন জনই আপনার বধার্হ হইয়া থাকে)। (৩অ-৫৭ক—২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)॥

দ্বে রৌদ্রে যজুষী বিংশত্যক্ষরদ্বাদশাক্ষরে। সাকমেধগতত্র্যম্বকহবির্ব্বিষয়া মন্ত্রা উচ্যন্তে। প্রথমস্য যজুষোঽবদানহোমে বিনিয়োগঃ। তথাচ (কা০৫।১০।১২) এষ ত ইতি জুহোতীতি। রোদয়তি বিরোধিনাং শতমিতি রুদ্রঃ। হে রুদ্র! তে তব স্বস্রা ভগিন্যা অম্বিকয়া অম্বিকানাম্ন্যা সহ এষোঽস্মাভির্দীয়মানঃ পুরোডাশঃ ভাগঃ ভজনীয়ঃ স্বীকর্ত্তুং যোগ্যঃ। তং তথাবিধং পুরোডাশং ত্বং জুষস্ব সেবস্ব। স্বাহা ইদং হবির্দ্দত্তং সুহুতমস্তু। অম্বিকায়া রুদ্রভগিনীত্বং শ্রুত্যোক্তং (২.৬২।৯)। অম্বিকা হ বৈ নামাস্য স্বসা তয়াস্যৈষ সহ ভাগ ইতি। যোঽয়ং রুদ্রাখ্যঃ ক্রূরো দেবস্তস্য বিরোধিনং হন্তুমিচ্ছা ভবতি। তদানয়া ভগিন্যা ক্রূরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি। সা চাম্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তং বিরোধিনং হন্তি। রুদ্রাম্বিকয়োরুগ্রত্বমনেন হবিষা শান্তং ভবতি। তথা চ তিত্তিরিঃ। এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়েত্যাহ শরদ্বাঽঅস্যাম্বিকা সা ভিয়াঽএবা হিনস্তি যং হিনস্তি তয়ৈবৈনং সহ শময়তীতি॥ (কা০ ৫১০।১৩)। অতিরিক্তমাখূৎকর উপকিরত্যেষ ত ইতীতি। যজমানস্য যাবন্তঃ পুত্রভৃত্যাদয়ঃ পুরুষাঃ সন্তি তান্ গণয়িত্বা প্রতিপুরুষমেকৈকঃ পুরোডাশ ইত্যেতাবতঃ পুরোডাশান্নিরূপ্য ততোঽপ্যধিকমেকং পুরোডাশং নির্ব্বপেৎ সোঽয়মতিরিক্ত উচ্যতে। ত্রৈয়ম্বকান্নির্ব্বপতি রৌদ্রানেককপালান্ যাবন্তো যজমানগৃহ্যা একাধিকানিতি কাত্যায়নোক্তেঃ (৫১০।১২।)। তত্র যোঽয়মতিরিক্তস্তং ন জুহুয়াৎ। কিন্তু মূষকোৎখাতে এষ ত ইতি মন্ত্রেণোপকিরেৎ। অথ মন্ত্রার্থঃ। হে রুদ্রে! এষোঽস্মাভিরুপকীর্য্যমাণোঽতিরিক্তঃ পুরোডাশঃ তে ভাগঃ ত্বয়া ভজনীয়ঃ। তথা তে তবাখুঃ পশুঃ মূষকঃ পশুত্বেন সমর্পিতঃ। আখুদানেন তুষ্টো রুদ্রস্ত্বমাম্বিকয়া যজমান পশূন্ন মারয়তীত্যর্থঃ। (৩অ-৫৭ক—২ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

দ্বিমন্ত্রাত্মক এই কণ্ডিকাটী বড়ই জটিলভাবসম্পন্ন। কণ্ডিকার প্রচলিত অর্থ, উহাকে অধিকতর জটিল করিয়া রাখিয়াছে। ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের যে অর্থ যে ভাব প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার আভাস দিতেছি। তার পর, মন্ত্র-সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা বিবৃত করিতেছি।

কণ্ডিকার মন্ত্র দুইটি সাকমেধ-যজ্ঞের অন্তর্ভূত ত্র্যম্বক-হবির্দ্ধান-বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। ত্র্যম্বক-হবিঃ—যজ্ঞাংশের নাম। উহা রুদ্র যাগ নামেও অভিহিত হয়। প্রথম মন্ত্রটী অবদান-হোমে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী ইন্দুরের গর্ত্তে হুতাবশিষ্ট প্রক্ষেপ উপলক্ষে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সে পক্ষে মন্ত্রদ্বয়ের প্রচলিত অর্থ এইরূপ,—

(১) 'হে রুদ্রদেব! আমাদিগের প্রদত্ত এই যে ভজনযোগ্য পুরোডাশ-ভাগ, অম্বিকা-নাম্নী আপনার ভগিনীর সহিত তাহা সেবন করুন। স্বাহা অর্থাৎ এই প্রদত্ত হবিঃ সুহুত হউক।

(২) হে রুদ্রদেব! এই পুরোডাশভাগটীও আপনার ভজনীয়। আপনার যে মূষিক ও পশু, তাহাদিগকে উহা সমর্পিত হইতেছে।'

প্রথম মন্ত্রের 'স্বস্রা' ও 'অম্বিকয়া' পদদ্বয় এবং মন্ত্রের 'আখুঃ' 'অম্বিকায়া' ও 'পশুঃ' পদত্রয় পূর্ব্বরূপ অর্থ পরিগ্রহণের একমাত্র কারণ। ভাষ্যে 'স্বস্রা' পদের প্রতিবাক্যে 'ভগিন্যা' এবং 'অম্বিকয়া' পদের প্রতিবাক্যে অম্বিকানাম্ন্যা' পদদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতেই পূর্ব্বোক্ত অর্থ আসিয়া থাকে। 'আখুঃ' পদে ভাষ্যে ইন্দুর অর্থ পরিগৃহীত। 'আখুৎকর' বলিতে ইন্দুরের গর্ত্তের মাটি বুঝাই থাকে। এই প্রকার কল্পনা করিয়া, ইন্দুরকে বা পশুকে আহ্বান করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে হুতাবশিষ্ট ইন্দুরের গর্ত্তে প্রক্ষেপ করা হয়।

আমরা ঐরূপ অর্থের উপযোগিতা অনুভব করি না। আমরা মনে করি, ইন্দুরের গর্ত্তের সহিত এই মন্ত্রের কোনও সম্বন্ধই নাই; বং 'অম্বিকয়া' বলিতে অম্বিকা-নাম্নী কোনও নারীকে যে বুঝাইতেছে, তাহাও নহে। আমরা 'স্বস্রা' পদের প্রতিবাক্যে 'সহজাতয়' এবং 'অম্বিকয়া' পদের প্রতিবাক্যে 'জগদ্রূপয়া' পদ গ্রহণ করি। * তাহার ভাব এই যে, দেবভাব

---

* গত্যর্থক 'অনব' 'অম্ব' ধাতু হইতে অম্বিকা পদ নিষ্পন্ন হয়। বেদ-ব্যাখ্যাতা সামশ্রমী মহাশয় যদিও বঙ্গানুবাদে ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় এক স্থলে, অম্বিকা-পদে "গমনশীলা-জগৎ" এ অর্থ আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে। তবে রুদ্র পদে তিনি "মেঘ-গর্জ্জন ধ্বনি বা বিদ্যুতাগ্নিবিশেষ" লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার সঙ্গতি থাকিল না। অপিচ, ইন্দুরের গর্ত্ত ও ইন্দুরের মাটী—এ ভাবও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

(রুদ্রত্ব) জগতের সহিত স্বসম্বন্ধবিশিষ্ট ; 'স্বস্রা' বা 'সহজাতয়া' অর্থ সেই উপলক্ষেই আমনন করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে যে ভাব সঞ্জাত হয়, তাহাই স্বস্রা বা সহজাত। ভগিনী অর্থ ধরিলেও তাহাতেও এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহোদরা সংভাবাপন্না—ইহাই মর্ম্মার্থ। আমাদিগের মধ্যে যে সকল দেবভাব আমাদিগের জন্মসহজাত হইয়া প্রকাশ পায়, সেই সকল ভাবকে পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এখানে সেই ভাব প্রকাশমান্ বলিয়াই আমরা মনে করি। এ পক্ষে মন্ত্রের ভাব দাঁড়ায় এই যে; 'আমাদিগের পাপনাশক যে দেবতা পাপ কার্য্যে আমাদিগকে বাধাপ্রদানকারী সুতরাং আমাদিগের সাধারণ-দৃষ্টিতে রুদ্রত্ব-সম্পন্ন যে দেবতা, তিনি তাঁহার সহজাত দেবভাবাদির সহিত আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন, আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।' পাপনাশক রৌদ্রভাবের সহিত দয়াদাক্ষিণ্যাদি সৎভাব হৃদয়ে বিকাশ-প্রাপ্ত হউক,—এ পক্ষে প্রথম মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীও অনুরূপ সদ্ভাব-সাধক। "আখুঃ" পদের অর্থ—"চৌরঃ'। অভিধানে এ অর্থ মিলিবে। সদ্ভাবাপহারক বৃত্তি প্রভৃতিই চৌর-পর্য্যায়ে গণ্য হইতে পারে। তাহারাই পশু ; তাহারাই অজ্ঞান ; তাহারাই বধার্হ। "আখুঃ তে পশুঃ" এতদ্বাক্যের ভাব এই যে; সেই সদ্ভাবাপহারক চৌরই আপনার বধ্য। ভগবান্ রুদ্রদেব যে সকলের পক্ষেই রুদ্রভাবাপন্ন, তাহা নহে। পরন্তু তিনি ঐরূপ চৌরকেই হনন করেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! যদিও আপনি রুদ্র রূপধর, তথাপি আমাদিগের মধ্যে আপনি স্নেহকরুণা পরিবৃত হইয়া আগমন করুন। আর আমাদিগের হৃদিস্থিত সদ্ভাবাপহারক চৌরকে বিনাশ করুন।' আমরা মনে করি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (৩অ—৫৭ক—২ম)॥

—•—

অষ্টপঞ্চাশৎ-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

অব রুদ্রমদীমহ্যব দেবং ত্র্যম্বকং।

যথা নো বস্যসস্করদ্যথা নঃ শ্রেয়সস্করদ্যথা নো ব্যবসায়য়াৎ ॥ ৫৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্র্যম্বকং' (ত্রিনেত্রং, ত্রিলোকদর্শিনং) 'দেবং' (দীপ্তিদানাদিগুণযুতং) 'রুদ্রং' (পাপনাশকং দেবং) 'অব' (অবগত্য, তৎস্বরূপং অনুসৃত্য) 'অব' (তৎসম্বন্ধী সদ্ভাবং, রক্ষণং, অন্নং) 'অদীমহি' (ভক্ষয়েম, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ) ; 'যথা' (যেন কর্ম্মণা, অস্মাকং

তেন কর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'বস্যসঃ' (বসনশীলান্, পাপাবরোধকান্ শক্তি-সম্পন্নান্) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ), 'যথা' (যেন কর্ম্মণা) 'নঃ' (অস্মান) 'শ্রেয়সঃ' (মঙ্গল-সম্পন্নান্) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ), 'যথা' (যেন কর্ম্মণা) 'নঃ' (অস্মান্) 'ব্যবসায়য়াৎ' (সর্ব্বেষু কার্য্যেষু নিশ্চয়যুক্তান্, সর্ব্বকার্য্যেষু সিদ্ধিপ্রাপ্তান্) 'করৎ' (কুর্য্যাৎ)। রুদ্র-দেবস্য স্বরূপং অনুধ্যাত্বা যদা বয়ং তৎসম্বন্ধী সত্ত্বভাবং হৃদি ধারণসমর্থো ভবামঃ, তদা অস্মাকং সকল মঙ্গলং ভবতীতি ভাবঃ। (৩অ—৫৮ক—১ম)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিলোকদর্শী দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত সেই রুদ্রদেবতার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করি; (আমাদিগের) সেই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি আমাদিগকে পাপাবরোধক শক্তিসম্পন্ন (বসনশীল) করেন; (আমাদিগের) সেই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি আমাদিগকে শ্রেয়ঃসম্পন্ন (আমাদিগের শ্রেয়ঃ সাধন) করেন; (আমাদিগের) সেই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি আমাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধি-প্রাপ্ত করেন। (ভাব এই যে, রুদ্রদেবতার স্বরূপ অবগত হইয়া আমরা যখন তাঁহার সম্বন্ধীয় সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই, তখনই আমাদিগের সকল প্রকার মঙ্গল সাধিত হয়)। (৩অ—৫৮ক—১ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

দ্বে রৌদ্রো পঙ্ক্তিককুভৌ। যস্যা দ্বিতীয়ঃ পাদঃ দ্বাদশাক্ষরঃ প্রথম তৃতীয়াবষ্টাক্ষরৌ সা ককুপ্। হবোর্জ্জপে বিনিয়োগঃ। তথা (কা০ ৫।১০।১৪) আগম্যাব রুদ্রমদীমহীতি জপতীতি। রুদ্রমব অগো রুদ্রেতি মনসা তমবত্যাদীমহি ত্বদনুগ্রহাদিদং ভয়ক্ষেম। তথা ত্র্যম্বকং ত্রীণ্যম্বকানি নেত্রানি যস্য তাদৃশং "দেবমব ত্রিনেত্রোঽয়ং দেব ইতি মনসাবগত্যাদী-মহীত্যনুবর্ত্ততে। যদ্বা অদীমহীত্যত্র শিচোলোপশ্ছান্দসঃ। অবযুত্যান্যদেবতাভ্যঃ পৃথক্কৃত্য রুদ্রমদীমহি আদয়ামো ভোজয়ামঃ। অবগম্য জ্ঞাত্বা ত্র্যম্বকমাদয়াম ইতি। যথা যেন প্রকারেণ নোঽস্মান্ বস্যসঃ করৎ বিস্তৃতবান্ বসনশীলানসৌ কুর্য্যাৎ। যথা চ নোঽস্মান্ শ্রেয়সঃ করৎ জ্ঞাতিষু প্রশস্ততরান্ কুর্য্যাৎ। যথা চাস্মান্ ব্যবসায়য়াৎ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু নিশ্চয়যুক্তান্ কুর্য্যাৎ। তথৈনং জপাম ইত্যর্থঃ। আশীরিয়ম্। অদীমহি ছন্দস্যুভয়থেত্য র্দ্ধ-ধাতুকত্বাল্লিঙি শিচো লোপঃ (পা০ ৩।৪।১১৭)॥ বস্যসঃ বসতীতি বস্তা তৃন্ অতিশয়েন বস্তা বসীয়ন্। তুচ্ছন্দসীতি (পা০ ৫।৩।৫৯) ঈয়সুনি কৃতে তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি (পা০ ৬।৪।১৫৪) তৃনো লোপঃ। বসীয়সেতি প্রাপ্তে ঈলোপশ্ছান্দসঃ॥ করৎ ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট্

ইতি (পা০ ৩।৪।৬) লঙ্। বিকরণব্যত্যয়েন শপি গুণঃ। বহুলং ছন্দস্যামাংযোগেঽপীত্যড়ভাবঃ (পা০ ৬।৪।৭৫)। ব্যবসায়য়াৎ। লেটি আডাগমে ইত্যশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষ্বিতি (পা০ ৩।৪।৯৭) ইলোপে রূপং বিপূর্ব্বস্য ণ্যন্তস্য স্যতেঃ ॥ (৩অ—৫৮ক—১ম) ॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§:•:§——

পূর্ব্ব কণ্ডিকার মন্ত্রানুসারে ইন্দুরের গর্ত্তে হবিঃ-শেষ অর্পিত হইলে, এই কণ্ডিকার এবং ইহার পরবর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই কণ্ডিকার মন্ত্রটীর সাধারণ অর্থ এই যে,—'ত্র্যম্বক বা ত্রিনয়ন রুদ্র দেবতার প্রসাদে আমরা অন্ন পাইতেছি; সেই দেবতা আমাদিগকে বস্ত্র দান করেন; সেই দেবতা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আমাদিগকে প্রশংসাভাজন করেন; সেই দেবতা সর্ব্বকার্য্যে নিশ্চয়তা দান করেন।' স্থূলতঃ, অন্নবস্ত্র এবং সুখৈশ্বর্য্য সেই দেবতার অনুগ্রহে প্রাপ্ত হই, আর সেই জন্যই তাঁহার উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র জপ করি,—ইহাই ভাবার্থ।

আমাদিগের অর্থ প্রায় ভাষ্যেরই অনুসরণে চলিয়াছে; অথচ, ভাব অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে। প্রথম—'ত্র্যম্বকং' পদ। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ 'ত্রিনেত্রবিশিষ্ট' (ত্র্যম্বকং ত্রীণ্যম্বকানি নেত্রাণি যস্য তাদৃশং) দেখিতে পাই। 'অম্বক' পদ ভাষ্যে 'নেত্র' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোনও ব্যাখ্যাকার আবার এই উপলক্ষে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে,—'যাঁহার অম্বকা নাম্নী তিনটী ভগিনী, তাঁহাকেই ত্র্যম্বক বলা যায়।" বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব কণ্ডিকার "স্বস্রা অম্বিকয়া" পদদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিয়াই ঐরূপ অর্থ বিহিত হইয়া থাকিবে কিন্তু ঐরূপ অর্থ হইতেই অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক এই তিনটিই গমনশীল; সুতরাং অম্বকা শব্দবাচ্য; অথবা, ত্র্যম্বক শব্দে নেত্র; লোকত্রয়ের নেত্রই যাঁর প্রকাশে আকৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই ত্র্যম্বক ত্রিনেত্র বলে।' এ পক্ষে, রুদ্র-পদে বিদ্যুতাগ্নিবিশেষ অর্থই গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, এই সকল গবেষণার মধ্য হইতেই আমরা ঐ পদে 'ত্রিলোকদর্শী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপনাশক যে সত্ত্বভাব, তাহা ত্রিলোকদর্শন-শক্তি-সম্পন্ন। এখানে ত্র্যম্বক পদে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। 'অব' পদ—দুইটী আছে। একটীর অর্থ—অবগত হইয়া, জানিয়া; অপরটীর অর্থ—সত্ত্বভাব। দ্বিতীয়ার্থ-জ্ঞাপক 'অব' আর 'অদীমহি' পদদ্বয়ে সাধারণ-দৃষ্টিতে অন্নভক্ষণের ভাব আসে বটে; কিন্তু উহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য—সত্ত্বভাব-পরিগ্রহণ। 'অব' পদে 'রক্ষণ' অর্থ অনেক স্থলে দেখিয়াছি। সত্ত্বভাব-প্রাপ্তিই—প্রকৃষ্ট রক্ষা। সত্ত্বভাব ভক্ষণ (অদীমহি) অর্থে, সত্ত্বভাবকে আয়ত্তী-করণ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'সেই পাপনাশক জ্ঞানপ্রদ দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, আমরা যেন সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত

হতে পারি।' এতদনুসারে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির ভাব হয় এই যে,—'তাহা হইলে আমরা পাপসারক আবরণ প্রাপ্ত হইব। তাহা হইলে সকল প্রকার মঙ্গল আমাদিগের অধিগত হইবে। তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।' মন্ত্রে এই ভাবই প্রকট দেখি।

যাঁহারা অন্ন-বস্ত্রের জন্য লালায়িত আছেন, তাঁহারা মন্ত্রে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে—বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা পরমার্থ-তত্ত্ব-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—মন্ত্রে তাঁহাদিগকে সেই সন্ধানই দেওয়া হইতেছে। বেদ মন্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। (৩অ—৫৮ক—১ম)।

একোনষষ্টি-কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একোনষষ্টি-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ভেষজমসি ভেষজং গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজং।

সুখং মেষায় মেষ্যৈ॥ ৫৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে দেব। ত্বং 'ভেষজং' (সর্ব্বোপদ্রবনিবারকঃ) 'অসি' (ভবসি); 'গবে অশ্বায়' চ (জ্ঞানকিরণদানায় চ, যদ্বা—গবাদিপশুবিষয়ে) 'ভেষজং' (ঔষধস্বরূপঃ, ভবব্যাধিনাশকঃ) অসি ইতি শেষঃ; 'পুরুষায়' (সৎকার্য্যসাধন-সামর্থ্যপ্রদানায়, যদ্বা—লোকায়) 'ভেষজং' (ঔষধস্বরূপঃ, শক্তিপ্রদায়কঃ) অসি ইতি শেষঃ; 'মেষায়' (মেষবৎ অজ্ঞজনায়, দুর্ব্বুদ্ধি-সম্পন্নায়) 'মেষ্যৈ' (বিতাড়নয়া, শাসনপ্রভাবেন পাপনাশেন) 'সুখং' (সুখস্বরূপঃ, পরমার্থপ্রদঃ) অসি ইতি শেষঃ। হে দেব। অস্মাকং অজ্ঞানতাং বিদূরয়, অস্মভ্যং পরমং সুখং প্রযচ্ছ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৫৯ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনি ঔষধবৎ সর্ব্বোপদ্রবনিবারক হউন; জ্ঞানকিরণ-দানে আমাদিগের ভবব্যাধিনাশক হউন; সৎকার্য্য-সাধন-সামর্থ্য-প্রদানে ঔষধস্বরূপ শক্তিপ্রদায়ক হউন; এবং মেষবৎ অজ্ঞজনে (দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন জনে) বিতাড়নের দ্বারা (শাসন-প্রভাবে পাপনাশের দ্বারা) পরমার্থপ্রদ

হউন। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া আমাদিগকে পরম সুখ প্রদান করুন)। (৩অ—৫৯ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

হে রুদ্র ত্বং ভেষজমসি ঔষধবৎ সর্ব্বোপদ্রবনিবারকোঽসি। অতোঽস্মদীয়েভ্যো গবে অশ্বায় পুরুষায় চ ভেষজং সর্ব্বব্যাধিনিবারকমৌষধং দেহি। মেষায় মেষ্যৈ চ সুখং দেহি। সুহিতং খেভ্যঃ প্রাণেভ্য ইতি সুখম্। অনেন মন্ত্রেণ গৃহপশূনাং ক্ষেমপ্রাপ্তির্ভবতি ॥ ৫৯ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'হে রুদ্র! আপনি ঔষধবৎ সর্ব্বোপদ্রবনিবারক হউন; আর আমাদিগের গরুটীকে ঘোড়াটীকে পুরুষকে সর্ব্বব্যাধিনিবারক ঔষধ প্রদান করুন; আর, ভেড়াটীকে ও ভেড়ীটীকে সুখ দেন—তাহাদিগের মঙ্গল-সাধন করুন।' ভাষ্যে আরও প্রকাশ,—এই মন্ত্রে গৃহপালিত পশুগণের মঙ্গলপ্রাপ্ত হয়।

এই মন্ত্রের অনুরূপ দুইটী মন্ত্র আমরা ঋগ্বেদে পাইয়াছি (ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, ৮ চত্বা-রিংশৎ সূক্ত, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ ঋক্ দেখুন)। সেখানে সেই দুই মন্ত্রের যেরূপভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছি; এখানে এই মন্ত্রেরও তদ্রূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই আবশ্যক মনে করি। * সেখানে আছে—"পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে"; আর আছে—"মেষায় মেষ্যৈ।" ফলতঃ, ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে অর্থই অধ্যাহৃত হউক, আমাদের মত এই যে, গরুটীর, ভেড়াটীর, বা ভেড়ীটীর বিষয় এ মন্ত্রে প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু মন্ত্রটী আত্মোৎকর্ষ-সাধনেরই প্রার্থনামূলক। যাহার একটী গরু, একটী ঘোড়া, একটী ভেড়া, একটী ভেড়ী আছে—কেবল সেই ব্যক্তিই যে এই মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারী, তাহাও আমরা মনে করি না। ভবব্যাধি-পীড়িত যে কোনও উপাসক এই মন্ত্রের দ্বারা ভগবৎ-সমীপে আপনার পরমার্থ-প্রাপ্তির কামনা জ্ঞাপন করিতে পারে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে এবং বঙ্গানুবাদেই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'গবে' ও 'অশ্বে' দুই পদেই জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করা যায়। এ বিষয় অনেক স্থলে আলোচনা করিয়াছি। যদি সাধারণ-ভাবে মনুষ্যগণের এবং পশ্বাদি প্রাণীদিগের মঙ্গল-সাধনেচ্ছায় কোনও প্রার্থনা প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে সেই ভাবেরই পদবিন্যাস দেখিতাম। কিন্তু তাহা নাই। কেবল গরুটী, ঘোড়াটী, ভেড়াটী, ভেড়ীটী ও মানুষটী—রক্ষা পাইলেই কি রক্ষা হইল? মন্ত্রের লক্ষ্য সেরূপ সঙ্কীর্ণভাবপূর্ণ নহে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (৩অ—৫৯ক—১ম)।

---

* আমাদিগের সম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতায়' ২১৬২—২১৬৭ ও ২১৭৪—১৭৭ পৃষ্ঠা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লক্ষ্য করুন।

ষষ্ঠী কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ষষ্ঠী কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ॥

(২) ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয় মামুতঃ॥ ৬০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেব। 'সুগন্ধিং' (মর্ত্ত্যধর্ম্মহীনং, অমৃতস্বরূপং, সর্ব্বেষাং লোকানাং তৃপ্তি-সাধকং) 'পুষ্টিবর্দ্ধন ' (প্রাণিনাং পোষয়িতারং) 'ত্র্যম্বকং' (ত্রিলোকদর্শিনং, ত্রিকালজ্ঞং) ত্বাং 'যজামহে' (পূজয়ামঃ, অর্চ্চয়ামঃ); ভবৎপ্রসাদাৎ 'উর্ব্বারুকমিব' (ফলবিশেষঃ যথা অত্যন্তপক্কঃ সন্ বন্ধনাৎ স্বস্ব বৃন্তাৎ বিযুজ্যতে তদ্বৎ) মৃত্যোঃ' (মরণস্য, যমস্য) 'বন্ধনাৎ' (পাশাৎ) 'মুক্ষীয়' (মুক্তো ভূয়াসং); 'অমৃতাৎ' (মুক্তিস্থানাৎ) 'মা' (কদাপি বিচ্যুতো মা ভূয়াসং)। হে দেব। ভগবৎকৃপয়া যেনাহং মোক্ষং প্রাপ্নোমি, তদ্বিধেহি ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(২) হে দেব। 'সুগন্ধি' (মর্ত্ত্যধর্ম্মহীনং, অমৃতস্বরূপং) 'পতিবেদনং' (ভর্ত্তুর্লম্ভয়িতারং পরমার্থপরিজ্ঞাপকং, জ্ঞানপ্রদাতারং) 'ত্র্যম্বকং' (ত্রিলোকদর্শিনং, ত্রিকালজ্ঞং) ত্বাং 'যজামহে' (অর্চ্চয়ামঃ); অতো ভবৎপ্রসাদৎ 'উর্ব্বারুকমিব' (পক্কফলবৎ) 'ইতঃ' (আত্মীয়স্বজনস্য, মায়ামোহস্য) 'বন্ধনাৎ (পাশাৎ) 'মুক্ষীয়' (মুক্তো ভূয়াসং); 'অমুতঃ' (ভগবৎসকাশাৎ, মুক্তিস্থানৎ) 'মা' (কদাপি বিচ্যুতো মা ভূয়াসং)। হে দেব। ভবৎ-প্রসাদাৎ সকলবন্ধনমুক্তঃ সন্ যেনাহং পরাগতিং লভে, তৎ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (৩অ—৬০ক—২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(১) হে দেব! মর্ত্ত্যধর্ম্মহীন (সকল লোকের তৃপ্তিসাধক), প্রাণিসমূহের পোষণকর্ত্তা, ত্রিলোকদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) আপনাকে আমরা

অর্চ্চনা করিতেছি; পরিপক্ক ফল যেমন আপনিই বৃন্তচ্যুত হয়, আপনার প্রসাদে যেন সেইরূপে মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাই; পরন্তু মুক্তি-স্থান (মোক্ষপথ হইতে যেন কদাচ বিচ্যুত না হই। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! আপনার কৃপায় যেন মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে।')।

(২) হে দেব! মর্ত্ত্যধর্ম্মহীন (অমৃতস্বরূপ) পরামার্থপরিজ্ঞাপক (জ্ঞানদাতা) ত্রিলোকদর্শী (ত্রিকালজ্ঞ) আপনাকে আমরা অর্চ্চনা করিতেছি; পরিপক্কফল যেমন আপনিই বৃন্তচ্যুত হয়, আপনার প্রসাদে, সেইরূপ মায়ামোহের বন্ধন হইতে যেন মুক্তি পাই; পরন্তু মুক্তিস্থান (ভগবৎসকাশ) হইতে যেন বিচ্যুত না হই। (প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেব! যাহাতে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরাগতি লাভ করি, তাহাই করিয়া দেন।')। (৩অ—৬০ক—২ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

হে অনুষ্টুপ্তৌ। (কা০ ৫।১০।১৫।১৬) অগ্নিং ত্রিঃ পরিষন্তি পিতৃবৎসব্যোরুনা ঘ্নানাঘ্নাম্বক-মিতি দেববচ্চৈতেনৈব দক্ষিণানাঘ্নানা ইতি। যথা পিতৃমেধে পুত্রাদয়ঃ পুরুষাঃ স্বকীয়ান্ বামোরুংস্তাড়য়ন্তস্ত্রিবারমপ্রদক্ষিণং পরিষন্তি। যথা চ দেবতাসেবায়াং দক্ষিণোরুংস্তাড়য়ন্তস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং পারয়ন্তি। একমত্র পুরুষঃ প্রথমেনৈব ত্র্যম্বকমান্ত্রণাগ্নিমপ্রদক্ষিণত্রয়েণ প্রদক্ষিণত্রয়েণ চ পরিযন্তীতি সূত্রার্থঃ। মন্ত্রার্থস্তু। সুগন্ধিং দিব্যগন্ধোপেতং মর্ত্ত্যধর্ম্মহীনং পুষ্টিবর্দ্ধনং ধনধান্যাদি-পুষ্টের্ব্বর্দ্ধয়িতারং ত্র্যম্বকং নেত্রত্রয়োপেতং রুদ্রং যজামহে পূজয়ামঃ। ততো রুদ্রপ্রসাদান্মৃত্যো-র্ম্মুক্ষীয় অপমৃত্যোঃ সংসারমৃত্যোশ্চ মুক্তো ভূয়াসং। অমৃতান্মা মুক্ষীয় স্বর্গরূপান্ মুক্তিরূপাচ্চা-মৃতান্ মা মুক্ষীয় মুক্তো মা ভূয়াসং। একবচনং বহ্বর্থে। মুক্তা মা ভূয়াস্মেত্যর্থঃ। অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সরূপাৎ ফলদয়ান্মম ভ্রংশো মা ভূদিত্যর্থঃ। মৃত্যোর্ম্মোচনে দৃষ্টান্তঃ। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিতি। যথোর্ব্বারুকং কর্কন্ধ্বাদেঃ ফলমত্যন্তপক্কং সৎ বন্ধনাৎ স্বস্ব বৃন্তাৎ প্রমুচ্যতে তদ্বৎ (কা০ ৫।১০।১৭) কুমার্যশ্চোত্তরেণেতি। যজমানসম্বন্ধিনঃ কমার্য্যোঽপি পূর্ব্বোক্তপুরুষবদুত্তরে ত্র্যম্বকমন্ত্রেণাগ্নিং ত্রিঃ পারয়ন্তি। ত্র্যম্বকং যজামহে। কীদৃশং? পতিবেদনং পতিং বেদয়তীতি তং ভর্ত্তৃলম্ভয়িতারং বিদলৃ লাভে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ইতো মুক্ষীয় মাতৃপিতৃভ্রাতৃবর্গা মুক্ষীয় মুক্তো ভূয়াবমুতো মা মুক্ষীয় বিবাহাদূর্দ্ধং ভবিষ্যতঃ পত্যুর্ম্মুক্তা মা ভূয়াসং। জনক গোত্রং গৃহং চ পরিত্যজ্য পত্যুর্গোত্রে গৃহে চ সর্ব্বদা ত্র্যম্বকপ্রসাদাৎ বসামীত্যর্থঃ। যদি ত ইহ্যাহ জ্ঞাতিভ্যস্তদাহ মামুত ইতি পতিভ্যস্তদাহেতি (২।৬।২।১৪) শ্রুতেরিতোঽমুষ্য স্ত্যাং পিতৃপতিবর্গৌ প্রাহৌ॥ (৩অ—৬০ক—২ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্র দুইটী অগ্নি-প্রদক্ষিণের মন্ত্র। পতি ও পত্নী এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন।

ভাষ্যে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, আমাদিগের অর্থ তাহা হইতে বিশেষ কোনও স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করিতেছে না। কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রটীর শেষাংশের অর্থ-সম্বন্ধে একটু অন্যমত ঘটিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মামুতঃ' অংশ উপলক্ষে ভাষ্যানুসারী অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"আমি যেন এই পতি হইতে বিচ্ছিন্ন না হই।" তাহাতে ভাব আসে,— ঐ অংশ যেন পত্নীর আবৃত্তি-মূলক; তিনি যেন পতি সহ অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতির কামনা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলে, মন্ত্র দুইটী পতি-পত্নীতে উভয়ে কি প্রকারে উচ্চারণ করিবেন, তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক, মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের একটু বিশেষণ করিয়া মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ-পক্ষে একটু চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক মনে করি। প্রথমতঃ, মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুগন্ধিং' এবং 'পুষ্টিবর্দ্ধনং' পদদ্বয়। ঐ দুই পদে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে। মহাভারতে পরলোকের শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহামতি ব্যাসদেব 'সুসুগন্ধিঃ' পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা-প্রাপ্ত জীবের স্বরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—'অনিন্দ্রিয়াশ্চানসনাশ্চ তত্র নিস্পন্দহীনাঃ সুসুগন্ধিনস্তে।' এই অংশের টীকায় নীলকণ্ঠ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই 'সুগন্ধিং' এবং 'পুষ্টিবর্দ্ধনং' পদদ্বয়ে যে পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। নীলকণ্ঠের সেই টীকা; যথা,—অনিন্দ্রিয়াঃ স্থূলদেহসঙ্গহীনাঃ, অতএবানশনাঃ শব্দাদিবিষয়ভোগশূন্যাঃ নিস্পন্দহীনা নিশ্চেষ্টাশ্চ সুগন্ধিঃ পরমাত্মা 'সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনমিতি' মন্ত্রলিঙ্গাৎ" ইত্যাদি। * 'ত্র্যম্বকং' পদের বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ ঐ তিন পদ যে ভগবানের দ্যোতক, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন সে উপলক্ষে ঐ পদত্রয়ে নানারূপ অর্থই পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'সুগন্ধিং' পদে তাই 'দিব্যযশঃসৌরভপূর্ণং' এবং 'পুষ্টিবর্দ্ধনং' পদে 'ধনধান্যাদি পুষ্টির বর্দ্ধয়িতা' অর্থ কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এ পক্ষে কোনও অর্থকেই অসঙ্গত বলিতে পারি না।

মন্ত্রের আর একটী প্রধান পদ—'উর্ব্বারুকমিব'। 'উর্ব্বারুকং' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'কর্কন্ধ্বাদেঃ ফলং'। অভিধানে 'উর্ব্বারু' পদে 'কাকুড়' অর্থ প্রাপ্ত হই। কিন্তু 'কর্কন্ধু' বলিতে কুল-গাছ বুঝায়। সুতরাং 'উর্ব্বারুকং বলিতে ঠিক্ কোন্ ফলটীকে বুঝাইতেছে, তাহা এখন নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব ঐ পদে 'অতিপক্ক ফল-

---

* মৎপ্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস" পঞ্চম খণ্ড, ১৫৬—১৫৭ পৃষ্ঠায়, এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

বিশেষঃ' অর্থই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতিপক্ক ফল যেমন আপনিই বৃন্তচ্যুত হয়', 'উর্ব্বারুকমিব' পদে সেই উপমাই প্রাপ্ত হই। এ পক্ষে 'মুক্ষীয়' ক্রিয়া-পদটী একটু সমস্যা আনয়ন করে। ভাষ্যকার উবট (মহীধরের পূর্ব্ববর্ত্তী) ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'মোচয়তু' পদ ব্যবহার করিয়াছেন; এবং তৎসম্বন্ধে "পুরুষব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐরূপ নির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'হে দেব! আপনাকে আমরা অর্চ্চনা করিতেছি। অতিপক্ক ফলবিশেষের বৃন্তচ্যুত হওয়ার ন্যায়, দেবতা আমাদিগকে মৃত্যুর বন্ধন হইতে মোচন করুন।' কিন্তু মহীধরের ভাষ্যে 'মুক্ষীয়' পদে 'মুক্তো ভূয়াসং' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। তিনি কারণ দেখাইতেছেন—"একবচনং বহ্বর্থে" একজন ভাষ্যকার ছান্দস-হেতু পুরুষ ব্যত্যয় মানিয়া লইয়াছেন; আর একজন বহুবচন বুঝাইতে একবচনের প্রয়োগ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমরা একাধারে দুই পন্থারই অনুসরণ করিতেছি। কেন-না, দুই দিক হইতে ঐ দুই প্রকার অর্থেরই ভাব সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। 'অতিপক্ক ফল যেমন ভূপতিত হয়;'—এ উপমায় কেহ কহিতে পারেন, এখনকার ভাব এই যে, সে যেমন আপনি পাকে আপনি পড়ে আমি যেন সেইরূপ (আপন কর্ম্ম দ্বারা) আপনি পরিপক্ক হই এবং আপনিই বন্ধন-ছেদে সমর্থ হই।' শেষোক্ত ব্যাখ্যায় এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—'ফল আপনি পড়ে না। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিই তাহাকে ভূপাতিত করে। তাহার বন্ধন যেই একটু শিথিল হইয়া আসিল; মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অমনি তাহাকে ভূপতিত করিল।' এখানে দুই-এর প্রভাব স্বীকৃত হয়। এক আপনার কর্ম্ম; দ্বিতীয় ভগবানের করুণা। প্রথম প্রকার অর্থে, কেবল কর্ম্মেরই প্রাধান্যে লক্ষ্য পড়িল; দ্বিতীয় অর্থে, কর্ম্মশক্তি এবং ভগবৎ কৃপা এতদুভয়ের সংযোগ প্রকাশ পাইল। এই ভাবই অধিকতর প্রাণস্পর্শী। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় 'ভূয়াসং' ক্রিয়া-পদ গ্রহণ করিয়াও তাই আমরা 'ভবৎ প্রসাদাৎ' পদদ্বয় অধ্যাহার করিয়াছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইতঃ' আর 'অমুতঃ' এই দুইটী পদ সমস্যা-মূলক। ঐ দুই অব্যয়-শব্দের জন্যই অর্থের তারতম্য ঘটে। সাদা ভাষায় বলিতে গেলে 'ইতঃ' শব্দে 'এই হইতে' আর 'অমুতঃ' শব্দে 'সেই হইতে' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। এই—কি? তাহা ভাবিলেই 'এই সংসারের' 'এই সাংসারিক 'মায়া-মোহের' ভাব আসে। আবার, সেই—কি? তাহা ভাবিতে গেলেই, সেই পরলোকের—সেই মুক্তির কথাই মনে আসে। সুতরাং ঐ দুই পদের প্রতিবাক্যে আমরা যথাক্রমে 'মায়ামোহাৎ' এবং 'মুক্তিস্থানাৎ' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। এই দুই প্রতিবাক্যই আমারা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণ ঐ দুই পদের অন্য প্রকার অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন।* তাহাতেই ভাবান্তর ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আমাদিগকে দৃষ্টিতে যাহা যুক্তিযুক্ত ও পৌর্ব্বাপর্য্য-সঙ্গত মনে হইল, সেই অর্থই আমরা প্রকাশ করিলাম। (৩অ—৬০ক—২ম)।

---

* "ইতো মুক্ষীয়" এবং "মামুতঃ" বাক্যাংশের প্রতিবাক্য উবট যথাক্রমে লিখিয়াছেন,—"ইতো মুক্ষীয় জ্ঞাতিবর্গান্ মোচয়তু" এবং "মামুতঃ পতিবর্গান্ মোচয়তু।"

একষষ্টী কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। একষষ্টী কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

এতত্তে রুদ্রাবসং তেন পরো মূজবতোঽতীহি।

অবততধন্বা পিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিꣳসন্নঃশিবোঽতীহি ॥ ১৬ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্‌! 'এতৎ' (পূর্ব্বোক্তরূপং অনুগ্রহদানং এব) 'তে' (তব) 'অবসং' (রক্ষণং, রক্ষাকর্ম্ম) ভবতি ইতি শেষঃ; এবম্প্রকারেণ ত্বং অস্মান্‌ রক্ষসি ইতি ভাবঃ; 'তেন' (তাদৃশেন রক্ষাকার্য্যেণ) 'মূজবতঃ' (পাপসম্বন্ধযুতস্য কর্ম্মণঃ) 'পরঃ' (অতীতং ভাবং, সত্ত্বভাবং) 'অতীহি' (দেহি); তব অনুকম্পয়া যেন বয়ং অসৎসম্বন্ধবিরহিতং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুমঃ, তৎ কুরু ইত্যেবঃ প্রার্থনা।

অপিচ, হে দেব! ত্বং 'অবততধন্বা' (অবতারিতধনুঃ, অস্মাকং শত্রুনাশায় ধনুষি জ্যাযুক্তঃ সন্‌) এবং 'পিনাকবসঃ' (অস্মান্‌ রক্ষিতুং ধনুর্দ্ধারী ভূত্বা) 'অতীহি' (অস্মৎ সমীপং আগচ্ছ); 'কৃত্তিবাসা' (হে অভিপ্রেতবাসধারিণ! যদ্বা—হে শুভ্রবাসপরিহিত!) 'ন' (অস্মান্‌) 'অহিংসন্‌' (হিংসামকুর্ব্বন, অসৎসম্বন্ধী ত্রুটিবিচ্যুতিং উপেক্ষ্য ইতি যাবৎ) 'শিবঃ' (অস্মৎসম্বন্ধে মঙ্গলপ্রদঃ) 'অতীহি' (তব, যদ্বা—সর্ব্বব্যাপিণা কল্যাণরূপেণ অত্রাগচ্ছ)। সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌ সর্ব্বথা অস্মাকং মঙ্গলং সাধয়তু। ইতি ভাবঃ। (৩অ—৬১ক—১ম)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্‌! পূর্ব্বোক্তরূপ অনুগ্রহ-দানই আপনার রক্ষাকার্য্য; (এইপ্রকারেই আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন); এবম্প্রকার রক্ষা-কার্য্যের দ্বারা পাপসম্বন্ধযুত কর্ম্মের অতীত ভাব (সত্ত্বভাব) আমাদিগকে

মহীধর যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষ্যেই তাহা লক্ষ্য করুন। ঐ সকল ভাষ্য হইতেই পতিসকাশের কথা আসিয়াছে।

প্রদান করুন; (আপনার অনুকম্পায় আমরা যাহাতে অসৎসম্বন্ধবিরহিত সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই, তাহাই করুন—এই প্রার্থনা)।

আর, হে দেব! আপনি 'অবততধন্বা' অর্থাৎ আমাদিগের শত্রুনাশে ধনুতে জ্যা রোপণ করিয়া এবং আমাদিগের রক্ষার জন্য 'পিনাকবসঃ' অর্থাৎ ধনুর্দ্ধারী হইয়া, আমাদিগের নিকট আগমন করুন; হে অভিপ্রেত-বাসধারিন্ (হে শূন্যবাসপরিহিত) আমাদিগের ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা-পূর্ব্বক) আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হউন অর্থাৎ কল্যাণ-রূপে আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ আমাদিগের শত্রুনাশ দ্বারা ও আমাদিগকে রক্ষার দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গল-সাধন করুন)। (৩অ—৬১ক—১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

রৌদ্র্যাস্তারপঙ্ক্তিঃ। যস্যা অন্ত্যৌ দ্বাদশাক্ষরাবাদ্যাবষ্টাক্ষরৌ পাদৌ সাস্তারপঙ্ক্তি॥ (কা০ ৫।১০।২১) মুতযোঃ কৃত্বা বেণুযষ্ট্যাং বা কুপে বাসজ্যোন্মতঃ স্থাণুবৃক্ষবংশবল্মীকা-নামন্যতমস্মিন্ বৃক্ষেঽথবা সজ্যোত্তর ইতীতি। ব্রীহিযবাদীন্ বদ্ধা বহার্থং তৃণবংশাদি-নির্ম্মিতং পাত্রবিশেষে মুতমিত্যুচ্যতে। তয়োরুভয়োর্ম্মুতয়োস্ত্র্যম্বকান্ হবিঃশেষান্ প্রক্ষিপ্য স্বকীয়েনাংসেন বোঢ়ুং শক্যায়াঃ বংশযষ্ট্যামগ্রভাগে তন্মুতদ্বয়মবাসজ্যোন্নতে স্থাণৌ বৃক্ষে বংশে বল্মীকে বা মুতদ্বয়যুতাং বংশযষ্টিং সংসৃজতি। ততো গোভি রাঘ্রাতুমশক্যত্বাদ্ গাবো রোগং ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অথ মন্ত্রার্থঃ। মূজবান্নাম কশ্চিৎ পর্ব্বতো রুদ্রস্য বাসস্থানং। অবসশব্দেন দেশান্তরং গচ্ছতো মার্গমধ্য ভটাকাদিসমীপে ভক্ষ্য ওদনবিশেষঃ উচ্যতে হে রুদ্র এতত্তে তব অবসং হবিঃশেষাখ্যং ভোজ্যং তেন সহিতস্ত্বং মূজবতঃ পর্ব্বতাৎ পরঃ পরভাগবর্ত্তী সন্নতীহি অতিক্রম্য গচ্ছ। কীদৃশস্ত্বং। অবততধন্বা অবরোপিতধনুষ্কঃ। অস্মদ্বিরোধিনাং ত্বয়া নিবারিতত্বাদিত্যাদিত উদূর্দ্ধং ধনুষি জ্যাসমারোপণস্য প্রয়োজনাভাবাদব-রোপণমেবেদানীং যুক্তং। তথা পিনাকবাসঃ পিনাকাখ্যং ত্বদীয়ং ধনুরাবস্ত্রে সর্ব্বত আচ্ছা-দয়োতীতি পিনাকবাসঃ। যথা ধনুর্দৃষ্ট্বা প্রাণিনো ন বিভাতি তথা ত্বদীয়ং ধনুর্ব্বস্ত্রাদিনা প্রচ্ছাদ্য গচ্ছেত্যর্থঃ॥ (কা০ ৫।১০।২২-২৩) কৃত্তিবাসা ইত্যনবেক্ষমেত্যোপস্পৃশন্তপ ইতি। উন্নতে বৃক্ষাদৌ মুতদ্বয়েহবসজ্য প্রত্যাবর্ত্তমানা মুতদ্বয়স্যাবেক্ষণমকৃত্বা বেদিসমীপে সমাগত্যোদকং স্পৃশেয়ুরিতি সূত্রার্থঃ। মন্ত্রার্থস্তু। হে রুদ্র! ত্বং কৃত্তিবাসা চর্ম্মাম্বরো নোঽস্মানহিংসন্ হিংসামকুর্ব্বন্ শিবোঽস্মদীয় পূজয়া সন্তুষ্টঃ কোপরোহিতো ভূত্বা অতীহি পর্ব্বতমতিক্রম্য গচ্ছ॥ (৩অ—৬১ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:০:—

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের অর্থ নির্দ্ধারণে নানা অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়। সে অর্থে, বেদের বেদত্ব লোপ পায়। তার পর, এই মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহাও বড়ই কৌতুকাবহ।

সে পক্ষে, একজন প্রসিদ্ধ বেদ-ব্যাখ্যাকার এই মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যথা,—

'ত্র্যম্বক-যাগের হুতাবশিষ্ট পুরোডাশাদি মুতিদ্বয়ে (ডালা বা ধুচুনী) গ্রহণ করতঃ বংশযষ্টির (বাঁকের) উভয়তঃ সংলগ্ন করিয়া স্বীয় স্কন্ধে লইয়া কিঞ্চিদ্দূরে কোনও উন্নত স্থাণু বা বৃক্ষ বা বংশদণ্ড বা বল্মীকপিণ্ডোপরি (যাহাতে গাভীগণ আঘ্রাণ করিতে না পারে, এরূপভাবে) এই মন্ত্র পাঠ করতঃ স্থাপন করিবে।

হে রুদ্র! এই হবিঃশেষগুলি তোমার অবস (দূরপথ-গমনকালে পথিমধ্যে নদীতড়াগাদি-সমীপোবিষ্ট হইয়া ভক্ষণীয় ভোক্ষ্য দ্রব্যকে অবস বলে) হইবে। ইহারই সাহায্যে তুমি এই সুদীর্ঘ গন্তব্য পথ অতিক্রম করতঃ স্বীয় বাসভূমি মুজবান নামক গিরিবর-শিখরে উপস্থিত হইতে পারিবে। তুমি সততই এখানে বিস্তৃত ধনু (উক্ত মুজবান শিখরে সর্ব্বদাই ইন্দ্রধনু দেখা যায়, সেই জন্য উহা রুদ্রের বাসস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে) স্বকীয় তেজে নাগলোক পর্য্যন্তও আচ্ছন্ন করিয়া গমনে সমর্থ; সুতরাং তোমার অন্য কোনও প্রকার সাহায্যের আবশ্যক নাই॥ ১॥

ঐ মুতিদ্বয় পূর্ব্ববিহিত প্রকারে উন্নত বৃক্ষাদির উপরি স্থাপনানন্তর বেদীর সমীপে প্রত্যাগত হইয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে উদক স্পর্শ করিবে।

হে রুদ্র! তুমি আমাদের চর্ম্মান্তর্ব্বর্ত্তীও * হইতেছে, আমাদের শারীরিক সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতঃ রক্ষণাভিপ্রায়ে কল্যাণস্বরূপে স্বস্থানে বসতি কর॥ ২॥"

এই প্রকার প্রক্রিয়া এবং এই ভাবের অর্থই অধুনা প্রচলিত আছে। ভাষ্যাদিতেও এবম্বিধ অর্থেরই আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতঃপর, আমরা যে দিক দিয়া যে ভাবের অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তদ্বিষয় অকটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমাদিগের অর্থ পূর্ব্ব-প্রচলিত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যভাবাপন্ন; সুতরাং তাহার যৌক্তিকতার বিষয় একটু বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে প্রথম লক্ষ্য করুন—'এতৎ' পদ। ঐ পদে পূর্ব্বসম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে প্রার্থনা ছিল—'হে ভগবন্! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে মোক্ষদান করুন।' আমরা মনে করি, এখানকার 'এতৎ' পদে সেই অনুগ্রহ-দানের বিষয়েই লক্ষ্য রহিয়াছে। 'অব' 'অবস' পদের অর্থ যে 'রক্ষণ', তাহা অনেক স্থলেই পাইয়াছি। ঋগ্বেদে, সামবেদে, অথর্ব্ববেদে—সায়ণের ভাষ্যে 'অব' বা 'অবস' পদে

* সকল শরীরেই চর্ম্মাভ্যন্তরে বিদ্যুৎ আছে। এই জন্য রুদ্রকে কৃত্তিবাস মহাদেব বলে।

'রক্ষণ' অর্থই পাওয়া যায়। এখানে সেই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এখন মন্ত্রের প্রথম অংশের ভাবটী অনুধাবন করুন। 'আপনার সেই অনুগ্রহই—আমাদিগকে মুক্তিদানই—আমাদিগের সম্বন্ধে আপনার রক্ষা-কার্য্য।' বুঝিয়া দেখুন—কি অভিনব সুন্দর ভাব! ইহার অধিক রক্ষাই বা আর কি হইতে পারে? সেই রক্ষাই রক্ষা; সেই অনুগ্রহ-দানই প্রকৃষ্ট অনুগ্রহ দান। 'এতৎ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

মন্ত্র-ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় অংশে আমরা 'পরঃ' 'মূজবতঃ' এবং 'অতীহি' এই তিনটী পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'মূজবতঃ' পদে ভাষ্যে 'মূজবান্' নামক পর্ব্বতের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা ঐ 'মূজবতঃ' পদে 'পাপসম্বন্ধযুত' অথবা 'পাপ হইতে উদ্ভূত কর্ম্মকে' লক্ষ্য করিতেছি—মনে করি। ধাতুগত অর্থের অনুসরণ করিলে, ঐ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'পরঃ' পদে 'অতীত অবস্থার' ভাব আসে। সে পক্ষে 'মূজবতঃ পরঃ' বলিতে, পাপসম্বন্ধযুত বা পাপজ কর্ম্মের অতীত অবস্থার ভাবই' ঐ দুই পদে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় সেই অর্থই প্রকাশ করিলাম। আবার ঐ 'মূজবতঃ' পদে যদি 'মুজবতঃ' পাঠ গ্রহণ করা হয়, তাহাতেও এক সুষ্ঠু অর্থ পাওয়া যায়। পাঠ 'ভুজবতঃ' হইলে, উহার অর্থ—'বাহুবিশিষ্ট' গ্রহণ করা যায়। তাহাতে দানশীলতার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। সে ক্ষেত্রে 'পরঃ' পদে 'শ্রেষ্ঠত্ব' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিতে পারি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'অতীহি' পদে দুই তিন প্রকার অর্থ আমনন করা যায়। উহা হইতে 'দেহি' 'আগচ্ছ' 'ভব'—ত্রিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাতে মন্ত্রের ঐ অংশ প্রার্থনামূলক হয়; এবং ভাব দাঁড়ায়,—'হে ভগবন্! আপনার দাতৃত্বে শ্রেষ্ঠদানশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হই।' এতদনুসারেও সেই মোক্ষের কামনাই প্রকাশ পায়। আমাদিগের ব্যাখ্যায় মন্ত্রে আর দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হইবে। এক ভাগের প্রার্থনা—'আপনি 'অবততধন্বা' অর্থাৎ আমাদিগের শত্রুর প্রতি শরনিক্ষেপ করেন, আর আমাদিগের রক্ষার জন্য 'পিনাকাবসঃ' অর্থাৎ ধনুর্দ্ধারী হইয়া রহেন। এই প্রার্থনাই স্বাভাবিক। আমাদিগের কামক্রোধাদি রিপু-শত্রুর বিনাশ-সাধন আর আমাদিগকে সংযত করণ,—এই দুই প্রকার প্রার্থনার ভাব ঐ অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে ('কৃত্তিবাসা নঃ অহিংসন্ শিবঃ অতিহী' অংশে) ভগবানের স্বরূপ 'কৃত্তিবাসা' পদে প্রকাশমান। তিনি যে 'কৃত্তবাস', তিনি যে বসনবিরহিত, তিনি যে সর্ব্বময়, শূন্যমাত্রই যে তাঁহার বসন, এখানে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কৃত্তিবাস' পদে বিবিধ ভাব প্রকাশ পায়। 'চর্ম্মই যাঁহার বাস'—এই অর্থে মহাদেবকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম-ভূষিত করিয়া, ঐ পদ তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু 'কৃত্ত' পদে 'অভিপ্রেত' এবং 'কৃত্তি' পদে 'ছিন্ন' ও 'শূন্য' ভাব আসে। তাহা হইতে শূন্যই যাঁহার বসন' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপে বিদ্যমান বিশ্বনাথ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। আবার চর্ম্মাভ্যন্তরে—দেহের মধ্যে—জ্যোতিরূপে যিনি বিদ্যমান, ঐ পদে তাঁহাকেও বুঝাইতে পারে। এখন, সেই তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করা হইতেছে—তাহা বুঝিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। বলা হইতেছে,—'হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্মৃত হইয়া আমার মঙ্গলসাধন করুন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ॥ (৩অ—৬১ক ১ম)॥

———•———

দ্বিষষ্টিতম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিষষ্টিতম-কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।

যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নোঽঅস্তু ত্র্যায়ুষম্ ॥ ৬২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যথা 'জমদগ্নেঃ' (ভীষণপরীক্ষোত্তীর্ণস্য জনস্য, যদ্বা—তন্নাম্নোঽবতারস্য) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকালস্থায়িত্বং), তথা 'কশ্যপস্য' (পাপজনকস্য শত্রোঃ, যদ্বা—তন্নাম্ন ঋষেঃ) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকালস্থায়িত্বং); কিন্তু হে ভগবন। ভবৎকৃপয়া 'যৎ' (যদ্রূপং) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দীপ্তিদানাদিগুণেষু) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকালস্থায়িত্বং) 'তৎ' (তদ্রূপং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ত্র্যায়ুষং' (ত্রিকালস্থায়িত্বং জীবনং ইতি যাবৎ) 'অস্তু' (ভবতুঃ)। পাপপুণ্যয়োঃ সদসদ্-বৃত্ত্যো দ্বন্দ্বঽবিচ্ছিন্নপ্রবাহেণ চিরকালং প্রবহতি। কিন্তু দেবভাবানাং যৎ ত্রিকালস্থায়িত্বং, হে ভগবন্, অস্মৎসম্বন্ধে তৎ বিধেহি ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৩অ—৬২ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যেমন 'জমদগ্নির' অর্থাৎ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনের (অথবা—তন্নামধারী অবতারের) ত্রিকালস্থায়িত্ব, তেমনই 'কশ্যপের' অর্থাৎ পাপজনক শত্রুরও (অথবা—তন্নামধারী ঋষির) ত্রিকালস্থায়িত্ব। কিন্তু হে ভগবন্! দেবগণে (দেবভাবে) যে ত্রিকালস্থায়িত্ব, আপনার কৃপায়, আমাদিগের সেইরূপ ত্রিকালস্থায়িত্ব হউক। (ভাব এই যে,—পাপ-পুণ্যের সদসদ্বৃত্তির দ্বন্দ্ব অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু দেবভাবসমূহের যে চিরস্থায়িত্ব; হে ভগবন্, আমাদিগের সম্বন্ধে তাহাই বিহিত করুন)। (৩অ—৬২ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

আশীর্দ্দৈবতোষ্ণিক্। যস্যাশ্চত্বারঃ পাদাঃ সপ্তাক্ষরা সোষ্ণিক্। (কা০ ৫।২।১৬) ত্র্যায়ুষমিতি যজমানো জপতীতি। সোঽয়ং জপো বপনকালীনঃ। জমদগ্নেঃ মুনের্যত্র্যায়ুষং ত্রয়াণাং বাল্যযৌবনস্থবিরাণামায়ুষাং সমাহারস্ত্র্যায়ুষং তথা কশ্যপস্যৈতন্নামকস্য প্রজাপতেঃ সর্ব্বস্রষ্টু

যত্র্যায়ুষং তথা দেবেষু ইন্দ্রাদিষু যত্র্যায়ুষমস্তি তৎসর্ব্বং আয়ুষং নোঽস্মাকং যজমানানামস্তু। জমদগ্ন্যাদীনাং বাল্যাদিষু যাদৃশং চরিতং তাদৃশং নোঽস্তুয়াদিত্যর্থঃ ॥ (৩অ—৬৲ক—১ম) ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী মস্তক-মুণ্ডনের সময় উচ্চারণ করিতে হয়। যাঁহার মস্তক মুণ্ডিত হইবে, তিনিই ইহা পাঠ করিবেন।

মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'জমদগ্নি' ঋষি যেমন 'ত্র্যায়ুষ' অর্থাৎ বাল্য যৌবন-বার্দ্ধক্য তিন অবস্থা-সম্পন্ন, কশ্যপ ঋষি যেমন 'ত্র্যায়ুষ' অর্থাৎ বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য-সম্পন্ন, দেবগণ যেমন 'ত্র্যায়ুষ' অর্থাৎ বাল্য যৌবন-বার্দ্ধক্য-সম্পন্ন, আমাদিগের সেইরূপ 'ত্র্যায়ুষ' হউক অর্থাৎ 'আমরাও যেন সেইরূপ তিন অবস্থা প্রাপ্ত হই।' এইরূপ অর্থ হইতে এইমাত্র ভাব পাওয়া যায়,—'যেন আমাদিগের অকাল-মৃত্যু না হয়, যেন আমরা বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হই।'

অতঃপর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের অনুসরণ করিয়া দেখুন। আমরা মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশের "জমদগ্নেঃ ত্র্যায়ুষং" এবং "কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং"—এই দুই বাক্যের ভাব এই যে,—'পরীক্ষা চিরকালই চলিয়াছে। সংসারে পাপের প্রভাবও যেমন চির-কালই আছে, পুণ্যের জয়ও সেইরূপ চিরকালই আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রের প্রথমাংশ এই নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। এ পক্ষে তিনটী পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। 'জমদগ্নেঃ' পদের সাধারণ অর্থ—জমদগ্নির (পরশুরামের)। কিন্তু শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে, ঐ পদে 'ভীষণ পরীক্ষার অনল হইতে উত্তীর্ণ জনের' এইরূপ অর্থ আসিতে পারে। কিন্তু দুইরূপ অর্থেই আমাদিগের ভাব অব্যাহত থাকে। জমদগ্নি (পরশুরাম) কালচক্রের আবর্ত্তনে চির আবর্ত্তিত হইতেছেন—এক পক্ষে এই ভাব আসে। আবার, পক্ষান্তরে, পাপ-পুণ্যের সমরে পুণ্যবানের জয়লাভও চিরকালই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে—এ ভাবও গ্রহণ করিতে পারি। 'কশ্যপস্য' পদেও ঐ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণে তিনি দৈত্যের পিতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। সে দৃষ্টিতে তাঁহাকে 'অসদ্ভাবের জনক' বলিয়া বুঝিতে পারি। কশ্যপ-রূপে কালচক্রে তিনি চিরভ্রাম্যমান রহিয়াছেন—"কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" পদে তাহাই উপলব্ধ হয়। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'কশ্যপ' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিলে, 'পাপজনক শত্রু' ভাব প্রাপ্ত হই। 'ত্র্যায়ুষং' পদে জীবনের তিন অবস্থা—বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য—না বুঝাইয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালব্যাপী আয়ুর বিষয়ই মনে আসে। বিশেষতঃ, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে 'দেবেষু' পদ দৃষ্ট হওয়ায়, এবং দেবগণ (দেবত্ব) যে মনুষ্যের ন্যায় জন্ম-জরা-মৃত্যুর বা বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যের অন্তর্ভূত নহেন—তাহা অনুভূত হওয়ায়, 'ত্র্যায়ুষং' পদে ত্রিকালব্যাপিত্বের ভাবই হৃদয়ে জাগাইয়া উঠে। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম।

'দেবগণে যেমন ত্রিকালব্যাপিত্ব (দেবেষু ত্র্যায়ুষং), আমাদিগের সেইরূপ ত্রিকালব্যাপী জীবন (মোক্ষ) অধিগত হউক'—প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ইহাই মন্ত্রার্থ। 'দেবগণের সত্ত্বভাবের যেমন অক্ষয় জীবন, সত্যের যেমন কখনও ক্ষয় নাই—বিকৃতি নাই, আমাদিগের জীবনও সেইরূপ অক্ষয় অপরিবর্ত্তিত নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হউক। হে ভগবন্! তাহাই করুন।' এ মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। মন্ত্রার্থ-বিষয়ে আমাদিগের এই অভিমত। (৩অ—৬২ক—১ম)।

ত্রিষষ্টিতম কণ্ডিকা।

(তৃতীয় অধ্যায়। ত্রিষষ্টিতম কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) শিবো নামাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মা হিꣳসীঃ।

(২) নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায় ॥ ৬৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম অন্তরস্থ সত্ত্বভাব! ত্বং 'নাম' (নাম্না, কার্য্যপরম্পরয়া ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (শান্তঃ, শান্তিপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি); যঃ 'স্বধিতিঃ' (বন্ধন-ছেদকঃ, কামনাবিনাশকঃ) সঃ 'তে' (তব) 'পিতা' (জনকঃ, পিতৃস্থানীয়) ভবতি ইতি শেষঃ; নিষ্কাম কর্ম্মণা শান্ত-স্বরূপো দেবভাবঃ সঞ্জায়তে ইত্যর্থঃ; 'তে' (তুভ্যং) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু); 'মা' (মাং) 'মা হিংসীঃ' (মা বিরূপো ভব); যেনাহং নিষ্কামকর্ম্মপ্রভাবেন শান্তস্বরূপং দেবভাবং লভামহে, হে মম অন্তরস্থ দেব, তৎ কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ।

(২) হে কামনে! 'আয়ুষে' (জীবনায়, অক্ষয়জীবনলাভায়) 'অন্নাদ্যায়' (সত্ত্বভাব-রূপান্নগ্রহণায়) 'প্রজননায়' (জনহিতসাধনায়, অপরেষাং শ্রীবৃদ্ধিহেতবে) 'রায়স্' (পরম র্থ-রূপস্য ধনস্য) 'পোষয়ে' (পুষ্টিসাধনায়) 'সুপ্রজাস্ত্বায়' (পারিপার্শ্বিকজনস্য সুমঙ্গল-বিধানার্থায়) 'সুবীর্য্যায়' (সৎকর্ম্মসম্পাদানসামর্থপ্রাপণায়) ত্বাং 'নিবর্ত্তয়ামি' (নিরোধয়ামি, বিনাশয়ামি)। নিষ্কামকর্ম্মণা আত্মোৎকার্য্যসাধনায় পরহিতবিধানায় চ প্রবুদ্ধো ভবামি। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৩অ—৬৩ক—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। প্রথম মন্ত্রে হৃদিস্থিত সত্ত্বভাবকে সম্বোধন আছে; এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে কামনাকে সম্বোধন আছে।)

(১) হে মম অন্তরস্থ সত্ত্বভাব! আপনি নামে (কর্ম্মপরিচয়ের দ্বারা) শিব (শান্তিপ্রদ) হয়েন, যিনি কামনাবিনাশক (বন্ধনছেদক), তিনি আপনার জনকস্থানীয় হয়েন; ভাব এই যে, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা শান্তস্বরূপ দেবভাব সঞ্জাত হয়); আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি; আমার প্রতি কদাচ বিরূপ হইবেন না। (ভাব এই যে,—'নিষ্কামকর্ম্ম-প্রভাবে আমি যেন শান্তস্বরূপ দেবভাব প্রাপ্ত হই, হে আমার অন্তরস্থ সত্ত্বভাব, আপনি তাহাই বিহিত করুণ।')

(২) হে আমার কামনা! অক্ষয়-জীবন-লাভের জন্য, সত্ত্বভাব-রূপ অন্ন গ্রহণের জন্য, জনহিত-সাধনের জন্য, পরমার্থ-রূপ ধনের পুষ্টির জন্য, পারিপার্শ্বিক জনগণের সুমঙ্গল বিধানের জন্য, সৎকার্য্য-সম্পাদন-সামর্থ প্রাপ্তির জন্য, তোমাকে আমি নিরোধ করিতেছি। (ভাব এই যে,—নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধনে ও পরহিত-বিধানে আমি প্রবুদ্ধ হইতেছি)। (৩অ—৬৩ক—২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ক্ষুরদেবতং যজুঃ। (কা০ ৫।২।১৭) শিবো নামেতি লোহক্ষুরমাদায়েতি। হে ক্ষুর ত্বং নাম নাম্না শিবঃ শান্তোঽসি। স্বধিতিঃ বজ্রং তে তব পিতা। তে তুভ্যং নমোঽস্তু মাং মা হিংসীঃ। (কা০ ৫।২১।৭) 'নবর্ত্তয়ামীতি বপতীতি। যজমান দৈবতং যজুঃ। নিপূর্ব্বোবৃত্তির্মুণ্ডনার্থং। হে যজমান ত্বাং নিবর্ত্তয়ামি মুণ্ডয়ামি। কিমর্থমায়ুষে জীবনায় অন্নাদ্যায়ান্নভক্ষণায় প্রজননায় সন্তানায় রায়ো ধনস্য পোষায় পুষ্টৈ সুপ্রজাস্ত্বায় শোভনাপত্যতায় সুবীর্য্যায় শোভনসামর্থ্যায় ॥ ৬৩॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতে বেদদীপে মনোহরে। অগ্ন্যাধানাদিপিত্র্যান্তস্তৃতীয়োঽধ্যায় ঈরিত ॥ ৩॥

ইতি মাধ্যান্দনী শাখায়াং বাজসনেয়-সংহিতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার দুইটী মন্ত্র দুই কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক হস্তে একখানি ক্ষুর গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণে সেই ক্ষুর দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করা হইয়া থাকে। তদনুসারে, প্রথম মন্ত্রটী ক্ষুরখানিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হয়; এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে পরামাণিক যজমানকে সম্বোধন করিয়া মস্তক-মুণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়।

প্রচলিত ভাষ্য এবং মন্ত্রের প্রয়োগ অনুসারে যথাক্রমে মন্ত্র দুইটীর যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। সেই প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এইরূপ। যথা;—

(১) 'হে ক্ষুর! তুমি নামে শিব হও; তোমার পিতা বজ্র; আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমি আমাকে হিংসা করিও না।

(২) 'হে যজমান! তোমাকে মুণ্ডন করিতেছি। কি জন্য? 'আয়ুসে' অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য' 'অন্নাদ্যায়' অর্থাৎ অন্ন ভক্ষণের জন্য, 'সুপ্রজাস্বায়' অর্থাৎ শোভন অপত্যের জন্য এবং 'সুবীর্য্যায়' অর্থাৎ শোভনীয় বীর্য্যের জন্য।'

মন্ত্রে ক্ষুরের কোন উল্লেখ নাই। অথচ, মন্ত্রটীকে ক্ষৌরকার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়া, মন্ত্রের সঙ্গে ক্ষুরের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপরই প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি,—মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, সকল মন্ত্রেরই ভাব উদার ও বিশ্বজনীন। এই যজুর্ব্বেদের যে প্রথম কণ্ডিকা, সেই কণ্ডিকার যে কয়টি মন্ত্র যে যে কার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা নানা স্থানে প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সকল মন্ত্রের অভিন্ন অর্থ না হইলে, ঐ সকল মন্ত্র কখনই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারিত না। এই মন্ত্রটী সম্বন্ধেও আমাদিগের সেই অভিপ্রায়। আমরা বলি, এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের অর্থের সহিত ক্ষুরের কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক।

এখন আমরা যে পথে যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রের প্রথমে হৃদয়ের সত্ত্বভাবকে সম্বোধন করা হইতেছে প্রতিপন্ন হয়। সে পক্ষে—"শিবো নামাসি" বাক্যাংশের ভাব এই যে,—'হে আমার সত্ত্বভাব! তুমি নামের দ্বারা (কার্য্যের দ্বারা) শিবস্বরূপ হও; অর্থাৎ, যেন সংসার তোমার দ্বারা শান্তিলাভে সমর্থ হয়।' তার পর বুঝুন—"স্বধিতিস্তে পিতা" এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি? এখানে বলা হইয়াছে,—আমাদিগের হৃদয়ের সত্ত্বভাব কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? ত্যাগই—নিষ্কাম-কর্ম্মই—হৃদয়ে সত্ত্বভাবোদয়ের হেতুভূত। 'স্বধিতি' পদের মূলানুসারী অর্থ—'যাহা ছেদন করে।' তাহা হইতে কর্ম্মবন্ধন-ছেদনের ভাব আসে। যাহা কর্ম্মবন্ধন-ছেদক, নিষ্কাম-কর্ম্মের মূল, তাহাই সত্ত্বভাবের পিতৃস্থানীয়। "স্বধিতিস্তে পিতা"—এতদ্বাক্যে এই ভাবই প্রাপ্ত হই। "নমস্তে অস্তু" এবং "মা মা হিংসীঃ" বাক্যদ্বয়ের মর্ম্ম, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই অবগত হওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রটির "নিবর্ত্তয়ামি" পদটী বিশেষ ভাবে অনুধাবনার বিষয়। ভাষ্যে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'মুণ্ডয়ামি' পদ দেখিতে পাই। কিন্তু মস্তক মুণ্ডন করিলেই যে আয়ুঃ বৃদ্ধি পায় প্রজা বৃদ্ধি পায়, ধন বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং সহসা কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। আমরা মনে করি, মন্ত্রের ঐ অংশ কামনা সম্বোধনে প্রযুক্ত। 'আমি আমার কামনাকে নিবৃত্ত (বিনাশ) করি'—এবংবিধ সঙ্কল্পই ঐ মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেই, কামনার বন্ধন ছিন্ন হইলেই, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেই, আয়ু, যশ, শ্রী, সামর্থ্য সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—পরমার্থ ধন তদ্দ্বারা অধিগত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (৩অ—৬৩ক—২ম)॥

—— ০ ——

কাণ্ব-শাখার বিশেষ পাঠ।

—০:০—

ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ মাত্র লিখিত হইয়াছে। কাণ্ব-শাখার পাঠের সহিত স্থল-বিশেষে সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে সে পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় অধ্যায়ে কাণ্ব শাখার যে বিশেষ পাঠ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কণ্ডিকার মন্ত্রের পাট—উভয় শাখায় অভিন্ন।

পঞ্চম কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে পাঠের একটু প্রভেদ দেখা যায়। ঐ মন্ত্রটী (২১ পৃষ্ঠায় দেখুন) কাণ্ব শাখায় নিম্নরূপ ভাবে পঠিত হয়। যথা,—

দৌরিব ভূম্না ভূমিরিব বরিম্না।

প্রভেদ এই মাত্র—"পৃথিবীব" স্থলে "ভূমিরিব" পাঠ। উচ্চারণও তদনুসারী হইয়াছে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কণ্ডিকায় কোনরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু নবম কণ্ডিকায় পাঁচটী মন্ত্রের স্থলে নিম্নলিখিত-রূপ বিশেষ পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

অগ্নি জ্যোতিষং ত্বা বায়ুমতীং প্রাণবতীম্॥

স্বর্গ্যাং স্বর্গায়ো পদধামি ভাস্বতীম্॥ অগ্নির্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নি স্বাহা॥ ১॥

সূর্য্য জ্যোতিষং ত্বা বায়ুমতীং প্রাণবতীং॥ স্বর্গ্যাং স্বর্গায়োপদধামি

ভাস্বতীম্॥ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা॥ ২॥

দশম কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র দুইটীর পর নিম্নরূপ অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা,—

ইহ পুষ্টিং পুষ্টি পতির্দ্দধাত্বিহ প্রজাং রময়তু প্রজাপতিঃ॥

অগ্নয়ে গৃহপতয়ে রয়িমতে পুষ্টিপতয়ে স্বাহা॥

অগ্নয়েঽন্নদায়ান্নপতয়ে স্বাহা॥ ৫॥

অনমিত্রং মেঽঅধরাগনমিত্রং মুদকক্কৃধি ॥

ইন্দ্রানমিত্রং পশ্চান্মেঽনমিত্রং পুরস্কৃধি ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রঃ পশ্চাদিন্দ্রঃ পুরস্তাদিন্দ্রোঽঅস্মাংঽঅভি যাতু বিশ্বতঃ ॥

ইন্দ্রো জিঘাংসতাং মনাংসি বিষূচীনা ব্যস্যতাৎ ॥ ৭ ॥

সমিদসি সমিদ্ধো মে অগ্নে দীদিহি ॥

সমেদ্ধাতেঽঅগ্নে দীদ্যাসম্ ॥ ৮ ॥

একাদশ ও দ্বাদশ কণ্ডিকার পাঠ বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ত্রয়োদশ কণ্ডিকার মন্ত্রটির দ্বিতীয় চরণে পাঠের একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। ঐ চরণে "উভা দাতারা বিষা রয়ীণামুভা" ইত্যাদি পাঠ আছে। কিন্তু ঐ অংশের কাণ্ব-শাখার পাঠ এইরূপ; যথা,—

"উভা দাতারাঽইষাং রয়ীণামুভা"

ইত্যাদি। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ কণ্ডিকায় কোনরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় না। অষ্টাদশ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটি কাণ্ব-শাখার প্রথম পাদে শেষ হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটি কাণ্ব শাখার মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে শেষ হইয়াছে। তদনুসারে "ইন্ধানস্ত্বা" হইতে "সমিধীমহি" পর্য্যন্ত প্রথম মন্ত্র; এবং "বয়স্বন্তো" হইতে "অদাভ্যং" পর্য্যন্ত দ্বিতীয় মন্ত্র।

উনবিংশ কণ্ডিকা-বিষয়েও ঐরূপ পার্থক্যই দৃষ্ট হয়। প্রথম মন্ত্র—"সং ত্বমগ্নে" হইতে "ত্বতেন" পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় মন্ত্র—"সংপ্রিয়েণ" হইতে "প্রিষীয়" পর্য্যন্ত। মাধ্যন্দিন-শাখায় উহা একমন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

বিংশ কণ্ডিকায়ও ঐরূপ বিভাগ দেখিতে পাই। কাণ্বশাখায় ঐ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী "মহো বো ভক্ষায়" পর্য্যন্ত; তার পর "উর্জ্জ স্থো" হইতে "রায়স্পোষং বো ভক্ষীয়" পর্য্যন্ত আর একটী মন্ত্র। একবিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রটীতে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ঐ কণ্ডিকায় কাণ্ব-শাখার পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সে পাঠ যথা,—

রেবতী রমধ্বমস্মিন্যো নাহঅস্মিন্‌গোষ্ঠেঽস্মিন্‌ক্ষয়েঽস্মিংল্লোকে ॥ ১২ ॥

ইহেব স্তেতো মাপগাত।

দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্ব্বিংশ, পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ কণ্ডিকায়ও কোনরূপ পাঠ-বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। সপ্তবিংশ কণ্ডিকায় কাণ্বশাখায় নিম্নরূপ বিশেষ পাঠ দেখিতে পাই। যথা ;—

ইলঽএহ্যাদিতঽএহি।

ময়ি বঃ কামধরণং ভূয়াৎ ॥ ১৯ ॥

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা হইতে পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকার মধ্যে পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকায় বিশেষ পাঠ দেখিতে পাই। প্রথম পাদে "দূড়্‌ভো" স্থলে "দুলভো" এবং "রথোঽস্মাঽঅগ্নোতু" স্থলে "রথোঽস্মাংঅশ্নো" ইত্যাদি পাঠ আছে। অপিচ, মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের পাঠ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। দ্বিতীয় পাদের কাণ্ব-শাখার পাঠ ; যথা—

সমিদ্ধো মা সমর্দ্ধয় প্রজয়া চ ধনেন চ।

সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রর প্রথম পাদে "সুপ্রজাঃ প্রজাভি স্যাম্‌ সুবীরো" ইত্যাদি পাঠ আছে। কাণ্ব-শাখায় ঐ মন্ত্রের "সুপ্রজাঃ প্রজাঃ ভূয়াসম্‌ সুবীরো" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টত্রিংশৎ কণ্ডিকার দুই পাদে দুইটী মন্ত্র কাণ্বশাখায় পরিগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পাদের "সম্রাড্‌ভিঃ" পদ "সম্রাল্‌ভি" রূপে তথায় পঠিত হয়। পাঠান্তর—প্রথম পাদের "প্রজানা" স্থলে "প্রজা ন" পদ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। চত্বারিংশৎ কণ্ডিকায় কোনরূপ বিশেষত্ব নাই। একচত্বারিংশৎ কণ্ডিকার দুই পাদ কাণ্ব-শাখার দুইটী স্বতন্ত্র মন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত আছে। দ্বিচত্বারিংশৎ এবং ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকাদ্বয়ও কাণ্ব-শাখায় দ্বিমন্ত্রাত্মক নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথমোক্তের দুই পাদে দুইটী মন্ত্র এবং শেষোক্তের প্রথম পাদে প্রথম মন্ত্র এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় মন্ত্র স্বীকার করা হইয়া থাকে। চতুশ্চত্বারিংশৎ এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ কণ্ডিকার পাঠের ব্যতিক্রম দেখি না। ষট্‌চত্বারিংশৎ কণ্ডিকার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির "মীঢ়ুষো" স্থলে "মলহুষো" পাঠ কাণ্ব-শাখায় দৃষ্ট হয়। সপ্তচত্বারিংশৎ হইতে ঊনপঞ্চাশৎ কণ্ডিকায় পাঠ-ভেদ নাই। কিন্তু পঞ্চাশৎ কণ্ডিকায় একটু পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ঐ কণ্ডিকার প্রথম

পাদের "দধে" পদে কাণ্ব-শাখায় "দধৌ" রূপ পরিগ্রহ করিয়া আছে। অপিচ, এই কণ্ডিকায় "নিহারং চ" প্রভৃতি অংশের পাঠ তথায় নিম্নরূপ দৃষ্ট হয়। যথা।

নিহারং নিহরামি তে নিহারং নিহরাসি মে স্বাহা ॥

একপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা হইতে ষট্‌পঞ্চাশৎ কণ্ডিকার মধ্যে বিশেষ কোনও পাঠ-ভেদ নাই। কেবলমাত্র ত্রিপঞ্চাশৎ কণ্ডিকার প্রথম পাদের "মনো ন্বাহ্বামহে" স্থলে কাণ্ব শাখায় "মনো নাহুবামহে" পাঠ দেখিতে পাই। সপ্তপঞ্চাশৎ হইতে ষষ্ঠী কণ্ডিকার মধ্যে বিশেষ কোনও পাঠভেদ দৃষ্ট হয় না। কেবল মাত্র উনষষ্টি কণ্ডিকার দ্বিতীয় পদে "সুখং মেষায়" স্থলে কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ "সুগং মেষায়" পাঠ গ্রহণ করেন।

একষষ্টিতম কণ্ডিকার পাঠ বিষয়ে কাণ্বশাখায় একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাই। একষষ্টিতম কণ্ডিকার কাণ্ব শাখার পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সেই পাঠ; যথা,—

এতেন রুদ্রাবসেন পরো মুজবতো—শিবঃ শান্তোঽতীহি।

কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের মতে তৃতীয় অধ্যায়ে ষট্‌সপ্ততি কণ্ডিকা আছে। মাধ্যন্দিন-শাখায় দ্বিষষ্টিতম ও ত্রিষষ্টিতম কণ্ডিকাদ্বয় যেরূপভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কাণ্বশাখায় তাহা তদ্রূপভাবে গৃহীত হয় না। তদনুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি সেই সকল কণ্ডিকার অন্তর্গত (অতিরিক্ত ছয়টী কণ্ডিকার) বলিয়া পরিগৃহীত হয়।

বাজিনাং বাজোঽবতু ভক্ষীঽঅস্মান্ রেতঃ সিক্তমমৃতং বলায়।

বিশ্বে দেবা অভি যৎ সম্বভূবুস্তন্মাবিনোতু প্রজয়া ধনেন ॥ ১ ॥

বাজ্যহং বাজিনস্যোপহূত উপহূতস্য ভক্ষয়ামি ॥

বাজে বাজী ভূয়াসম্ ॥ ২ ॥

সবিত্রা প্রভূতা দৈব্য আপ উদয়ন্তে (উন্দন্তুহ)

তে তন্বম্ (তনুম জটাপাঠে)

দীর্ঘায়ুত্বায় বর্চ্চসে ॥ ৩ ॥

কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ।

যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্ ॥ ৪ ॥

যেন ধাতা বৃহস্পতেরিন্দ্রস্য চায়ুষেঽবপৎ।

তেন তে বপামি ব্রহ্মণো জীবাতবে জীবনায় ॥ ৫ ॥

দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে।

সুপ্রজাস্ত্বায় চাসা (চ। অসৌ জটাপাঠে) হ

অর্থো জীব শরদঃ শতম্ ॥ ৬ ॥ ৭৬ ॥

নবানুবাক্যেষু ষট্‌সপ্ততি ॥

ইতি কাণ্ব-শাখায়াং সংহিতা-পাঠে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

এই মন্ত্রটী মাধ্যন্দিন শাখার দ্বিষষ্টিতম কণ্ডিকায় কি ভাবে গৃহীত আছে, তাহা মিলাই দেখিলে, পাঠান্তর উপলব্ধ হইবে। অন্যান্য পাঠের বিষয় পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

পৃষ্ঠা।

অ।

আ।

ই।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্রপুরঃ পুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেসাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য বেদব্যাখ্যারতোঽধুনা।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা !
‘পৃথিবীর ইতিহাস’ ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীয়াং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞান-নাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

—————০ঃ*ঃ*ঃ০—————

[শুক্লযজুর্ব্বেদ--বাজসনেয়িসংহিতা।]

———•———

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

— • —

লক্ষ্মীং নরহরিং বন্দে নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
যো বেদার্থং স্মৃতো ভক্তং বোধয়েৎ করুণাকরঃ॥

• ॰ •

প্রথম কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। প্রথম কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা যত্র দেবাসো অজুষন্ত বিশ্বে।

(২) ঋক্সামাভ্যা৺ সন্তরন্তো যজুর্ভী রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম।

(৩) ইমা আপঃ শমু মে সন্তু দেবীঃ।

(৪) ওষধে ত্রায়স্ব। (৫) স্বধিতে মৈন৺ হি৺সীঃ। ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'যত্র' (যস্মিন্ স্থদেশে যজ্ঞভূমৌ বা) 'বিশ্বে' (সর্ব্বে) 'দেবাসঃ' (দেবভাবাঃ, সত্ত্বভাবাঃ, দেবনিষ্ঠভক্তাঃ বা) 'অজুষন্ত' (ভজমাশ্রয়ন্তি, অধিতিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ) 'দেব' (হে ভগবন্)

'ইদং' (এতাদৃশং) 'অন' হৃদ্দেশং যজ্ঞভূমিং বা) 'আ পৃথিব্যাঃ' (অস্মিন মর্ত্ত্যলোকে এব, সংসারে এব ইতি ভাবঃ) 'অগন্ম' (প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ ; বয়মিতি শেষঃ। অস্মিন্ সংসারে এব বর্ত্তমানানাং অস্মাকং হৃদয়ানি সত্ত্বভাবযুতানি বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(২) 'সন্তরন্তঃ' (অজ্ঞানতাসমুদ্রং সমুত্তরন্তঃ) 'ঋক্‌সামাভ্যাং' (ব্রহ্মাত্মকাভ্যাং তত্তন্মন্ত্রাভ্যাং, স্তবাভ্যামিতি ভাবঃ) 'যজুর্ভিঃ' (ব্রহ্মাত্মকৈঃ তত্তন্মন্ত্রৈঃ স্তবৈরিতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (পরমধনস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য) 'পোষেণ' (পোষকেণ) 'ইষা' (সত্ত্বভাবেন চ) 'সংমদেম' (সম্যক্ হৃষ্টা ভবেম) বয়মিতি শেষঃ। ঋক্‌সামযজুর্ম্মন্ত্রৈর্ব্রহ্মাত্মকৈর্ভগবৎস্তোত্রৈরজ্ঞানতাং বিনাশ্য প্রজ্ঞানতাং লভেমহি ইতি প্রার্থনা।

(৩) 'ইমাঃ' (প্রসিদ্ধাঃ, সাধকৈরনুভূতাঃ) 'আপঃ' (অপামধিষ্ঠাত্র্যঃ, সত্ত্বভাবানাং প্রদায়িত্র্যঃ) 'দেবীঃ' (দেব্যঃ, দেববিভূতয়ঃ, সত্ত্বভাবা ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'শমু' (সুখদায়িন্যঃ এব) 'সন্তু' (ভবন্তু)। সর্ব্বভূতেষু বিরাজমানস্য ভগবতঃ জলাধিষ্ঠাতৃবিভূতয়ো মম কুশলং বিধেহি।

(৪) 'ওষধে' (কর্ম্মফলদায়ক দেব !)! 'ত্রায়স্ব' (অজ্ঞানাদুদ্ধারয়) মামিতি শেষঃ। হে দেব ! ঝটিতি মম কর্ম্মফলক্ষয়ং বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(৫) 'স্বধিতে' (ভববন্ধনচ্ছেদক দেব)! 'এনং' (জনং—মামিতি যাবৎ) 'মা হিংসীঃ' (ন হিংস্যাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলো ন ভব, মাং প্রতি বিরূপো ন ভব, মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকা এতে মন্ত্রাঃ ॥ (৪অ—১ক—১-৫ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১) যে হৃদ্‌প্রদেশে (অথবা যে যজ্ঞ-ভূমিতে) নিখিল সত্ত্বভাব (দেববিভূতি) অধিষ্ঠান করেন, হে ভগবন্ ! এইরূপ হৃদয়প্রদেশ (যজ্ঞ-ভূমি) এই মর্ত্ত্যলোকে (সংসারে) থাকিয়াই আমরা যেন প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে—এই সংসারে অবস্থিত থাকিয়াই আমরা যেন সত্ত্বভাব-সমন্বিত হইতে পারি)।

(২) অজ্ঞানতা-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক আমরা (যেন) ঋক্ সাম ও যজুর্ম্মন্ত্র-রূপ স্তবের দ্বারা এবং পরমধন তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সত্ত্বভাবের দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে হৃষ্ট হই। (ভাব এই যে—ভগবানের উপাসনায় অজ্ঞানতা-বিনাশে আমরা যেন প্রজ্ঞান লাভ করি।)

(৩) প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) এই জলাধিষ্ঠাত্রী দেব-বিভূতিগণ (সত্ত্বভাব) আমার সুখদায়িনী হউন। (ভাব এই যে—ভগবান্

সর্ব্বভূতে বিরাজমান ; তাঁহার এই জলাধিষ্ঠাত্রী—স্নেহ-কারুণ্য-রূপী—বিভূতি-সমূহ আমার কুশল বিধান করুন)।

(৪) হে কর্ম্মফলপ্রদানকারিন্ ! আমাকে অজ্ঞানতা হইতে উদ্ধার করুন। (ভাব এই যে—দেব ! শীঘ্র আমার কর্ম্মফল ধ্বংস করুন)।

(৫) হে ভববন্ধনচ্ছেদনকারী দেব ! এই জনের (আমার) প্রতি প্রতিকূল হইবেন না। (ভাব এই যে—আমাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করুন।)॥ (৪অ—১ক—১-৫ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর কৃতং)।

আধানাগ্নিহোত্রোপস্থানচাতুর্ম্মাস্যমন্ত্রাস্তৃতীয়াধ্যায়ে (কা০ ১-৮, ৯-১০, ১১-৪৩, ৪৪ ৬৩) প্রোক্তাঃ। চতুর্থাধ্যায়মারভ্যাষ্টমস্য দ্বাত্রিংশৎকণ্ডিকাপর্য্যন্তমগ্নিষ্টোমমন্ত্রা উচ্যন্তে। তেষাং প্রজাপতিঋষিঃ। তত্র চতুর্থে যজমান সংস্কারপূর্ব্বকং সোমক্রয়মন্ত্রাঃ শাখাক্রমেণোচ্যন্তে। তত্রাদৌ যজমানঃ ষোড়শর্ত্বিগ্ভ্যো বৃতাবরণোঽরণী সমারোপ্য শালাং গচ্ছেৎ। তথা চ কাত্যায়ন (৭।১।৩৬) 'সমারোহ্যাগ্নী শালামভ্যেত্য পূর্ব্বার্দ্ধং গত্বোত্তরবিশালিরাঙ্গদয়গান্মীতি' সে অত্যাষ্টী-ত্র্যবসানে। তয়োঃ কণ্ডিকায়াঃ সপ্ত মন্ত্রাঃ আদ্যাবর্দ্ধর্চৌ দেবযজনদেবত্যৌ। আ ইদমগন্মেতি পদানি। ব্যবহিতাশ্চেতি (পা০ ১।৪।৮২) উপসর্গক্রিয়াপদয়োর্ব্যবধানং। ইদমিতি হস্তেন প্রদর্শ্যতে। বয়মিদং পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধি দেবযজনং দেবা ইজ্যন্তে যস্মিংস্তদ্দেব যজনং স্থানং। আ অগন্ম আগতাঃ স্মঃ। গচ্ছতের্ল্লঙ্যুত্তমবহুবচনে ব্যত্যয়েন শপো লুকি 'মো নো ধাতোরিতি' (পা০ ৮।২।৬৪) মস্য নঃ। অড়াগমশ্চ। ইদং কিম্। যত্র দেবযজনে বিশ্বেদেবাসঃ সর্ব্বে দেবাঃ অজুষন্ত্যপ্রীয়ন্ত। প্রীত্যা স্থিতা ইত্যর্থঃ। কিং চ। বয়ং রায়ো ধনস্য পোষেণ পুষ্ট্যা ইষা ইষ্যমাণেনান্নেন চ সংমদেম। 'মদী হর্ষে'। ব্যত্যয়েন শপ ॥ হৃষ্টা ভবেম ধনৈরন্নৈশ্চ তৃপ্যেম। কিং কুর্ব্বন্তঃ। ঋকসামাভ্যাম্ ঋক্ চ সাম চ ঋক্সামে 'অচতুরেতি (পা০ ৫।৪।৭৭) সূত্রেণাজন্তো নিপাতঃ। তাভ্যাং যজুর্ভিশ্চ বেদত্রয়গতমন্ত্রৈঃ সংতরন্তঃ। সমুদ্রবদ্গম্ভীরং সোমযাগং সমাপয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ (কা০ ৭।২।৯)। 'দক্ষিণং গোদানং বিতায়ে-নত্রীমা আপ' ইতি। ইমা আপঃ। আপো দেবতাঃ। ইমা আপঃ শিরঃক্লেদায় সিচ্যমানা এতা আপো মে মম যজমানস্য শম্। উ এবার্থে। শং সুখার্থমবায়ম্। শং সুখকারিণ্য এব সন্তু ভবন্তু। কিম্ভূতা আপঃ। দেবীঃ। দেবাঃ দীব্যন্তি তাঃ দেব্যঃ দ্যোতনাঃ। নির্ম্মলা ইত্যর্থঃ। (কা০ ৭।২।১০।১১) 'যূপবৎ কুশতরুণং ক্ষুরেণ চাভিনিধায় ছিনত্তি'। যথা পশ্বর্থযূপস্য চ্ছেদে মন্ত্রঃ এবমত্রাপি তৃণান্তর্দ্ধানং ক্ষুরস্থাপনং চ মন্ত্রদ্বয়েন কর্ত্তব্যমিতি সূত্রার্থঃ। ওষধে। কুশতরুণং দেবতা। হে ওষধে কুশতরুণ। ত্বং যজমানং ত্রায়স্ব ক্ষুরাদ্রক্ষ। স্বধিতে। ক্ষুরো দেবতা। হে স্বধিতে ক্ষুর ! এনং যজমানং মা হিংসীঃ। (৪অ—১ক—১-৫ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— :।•: ——

এই কণ্ডিকার পাঁচটী মন্ত্র ত্রিবিধ কার্য্যে বিনিযুক্ত দেখিতে পাই। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যজমান যজ্ঞশালায় গমন করিয়া প্রার্থনা করিবেন। তৃতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্তকমুণ্ডন অভিষিক্ত জলের নিকট যজমানের কল্যাণ কামনা করা হয়। শেষ মন্ত্র-দুইটীর দ্বারা যজমানের মস্তকে কুশাধান ও ক্ষুর স্থাপন করিতে হয়! তদনুসারে প্রথম দুইটী মন্ত্র পারিপার্শ্বিকগণকে অথবা যজ্ঞদেবতাকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। তৃতীয় মন্ত্রে মুণ্ডনার্থ সিক্ত জল সম্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র, কুশ ও ক্ষুরকে সম্বোধন করিয়া, ঋত্বিক্ (অথবা পরামাণিক) কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়।

প্রয়োগ অনুসারে প্রচলিত ভাষ্যে এই পাঁচটী মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশিত হয়, তাহা প্রথমে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—

১। আমরা এই পৃথিবী সম্বন্ধীয় দেবযজন-স্থানে আগত হইয়াছি, যেখানে সকল দেবতা প্রীতি সহকারে আছেন।

২। আমরা ঋক্, সাম ও যজুঃ এই ত্রিবেদীয় মন্ত্র দ্বারা সমুদ্রের মত গম্ভীর সোমযাগ সমাপন করতঃ ধনের পুষ্টি ও অন্ন দ্বারা হৃষ্ট (আনন্দিত) হই।

৩। শিরোমুণ্ডনের জন্য সিচ্যমান এই জল আমার যজমানের সুখকারিণী হউন। সেই জল শিবরূপা ও নির্ম্মল।

৪। হে কুশতরুণ! তুমি যজমানকে ক্ষুর হইতে রক্ষা কর।

৫। হে ক্ষুর! তুমি এই যজমানকে হিংসা করিও না।

মন্ত্রে 'কুশ' ও 'ক্ষুর'-বোধক কোনও শব্দ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্ব-কণ্ডিকায় 'স্বধিতি' শব্দে 'বজ্র' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে আবার তদ্দ্বারা 'ক্ষুর' বুঝান হইতেছে। কোন অর্থ সঙ্গত, তাহা অনুধাবন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আমাদের মনে হয়, কুশাধান ও ক্ষুরস্থাপন কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে বলিয়াই মন্ত্রের সঙ্গে কুশ ও ক্ষুরের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ব হইতেই প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি—মন্ত্র যে কর্ম্মেই বিনিযুক্ত হউক, মন্ত্রের লক্ষ্য সেই এক উদার ও বিশ্বজনীন ভাব। নতুবা, বেদের এক একটী মন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য্যে বিনিয়োগ সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। আমরা বলি, মন্ত্র-সকলের অর্থ অভিন্ন এবং উদার ভাবমূলক। তাই মন্ত্র বজ্রকে লক্ষ্য করিয়াই পঠিত হউক, আর ক্ষুরকে সম্বোধন করিয়াই উচ্চারিত হউক, মন্ত্র যে সেই এক বিশ্বজনীন ভাবই প্রকাশ করিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি, এই কণ্ডিকার মন্ত্রের সহিত কুশ অথবা ক্ষুর, কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই। পরন্তু এই কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি প্রার্থনা-মূলক।

এক্ষণে আমরা যেদিক দিয়া যেরূপভাবে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। আমরা ব্যক্ত করিয়াছি—প্রথম মন্ত্রে প্রার্থনা

করা হইতেছে যে—('হে ভগবন্!) আমাদের এই হৃদয়রূপ (ইদং যজনং) যজ্ঞ-স্থানটী যেন এমনভাবে প্রস্তুত হয়, যেখানে নিখিল দেবতাগ (দেববিভূতি) অধিষ্ঠিত হয়েন।' হৃদয়ই তো দেবযজ্ঞের (পূজার) প্রকৃত স্থান। বাহিরে যতই সাজসজ্জা হউক না কেন, বাহিরে যতই জাঁকজমক করিয়া পূজার স্থানটী প্রস্তুত করা হউক না কেন, যদি অন্তঃস্থান হৃদয়টী প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, সকল উপকরণ, যে বৃথা হইয়া যাইবে! তাই আমরা 'যজন' শব্দে কেবল বাহির না ধরিয়া (যজ্ঞের) ভিতর স্থান পর্য্যন্ত ভাব গ্রহণ করিয়াছি। কেবল 'যজন' শব্দেই 'দেবতার পূজার স্থান' অভিহিত হয়। 'দেবযজন' শব্দে ঐ অর্থ গৃহীত হইলে, 'দেব' শব্দের বৈয়র্থ্য-প্রসক্তি হয় মনে করিয়া, 'দেব' পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত—এইরূপ আমনন করা হইয়াছে। তার পর, "আ পৃথিব্যাঃ" পদে 'এই পৃথিবীতে থাকিয়াই'—এইরূপ ভাব দ্যোতিত হইয়াছে। স্বর্গলোকে থাকিয়া হৃদয় দেবভাবযুত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা,—'এই ভূলোকে থাকিয়াই যাহাতে আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবযুত হয়, হে দেব! আপনি তাহাই করুন।'

দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রার্থনা—'আমরা অজ্ঞানতা সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ ('সন্তরম' পদে) হইতে ইচ্ছুক। আমরা যেন ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদ মন্ত্রের (স্তবের) দ্বারা এবং পরমধনের (রায়ঃ) পোষক (পোষণ) সত্ত্বভাব (ইষা) দ্বারা আনন্দিত হই।' ভাষ্যকারের সহিত এই মন্ত্রার্থে আমাদের বিশেষ মতদ্বৈধ নাই। তবে 'রায়ঃ' পদে, সামান্য ধন অর্থ গ্রহণ না করিয়া, পরমধন—জ্ঞানধন, আর 'ইষা' পদে কেবল 'অন্ন' অর্থ না লইয়া 'সত্ত্বভাব' রূপ অন্ন অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় মন্ত্রে 'আপঃ' পদে সত্ত্বভাবপ্রেরয়িত্রী (জলাধিষ্ঠাত্রী) দেবতাকে লক্ষ্য করা হইতেছে। নতুবা জল অচেতন পদার্থ, তাহার (দেবীঃ) দেবত্বাভিমান ভেদবুদ্ধির নিকট ফলদায়ক হয় না। চতুর্থ মন্ত্রের 'ওষধি' এবং পঞ্চম মন্ত্রের 'স্বধিতি' শব্দে এক ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যমতে—কুশতরুণ ও ক্ষুর যথাক্রমে এই দুই শব্দের প্রতিপাদ্য। আমরা কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করি না। অভিধানানুসারে 'ওষধি' শব্দের অর্থ—'যে ফলপাক পর্য্যন্ত সজীব থাকে।' তাহা হইতে কর্ম্মফলপাক-দানের ভাব পাওয়া যায়। যাঁহার ফল-পাক পর্য্যন্ত সজীবতা অর্থাৎ অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? কর্ম্ম-ফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন। যিনি কর্ম্মক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ যাঁহার সমাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তিনি তো মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। মহাজনগণ তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে চতুর্থ মন্ত্রস্থ 'ওষধি' শব্দে সেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানকেই বুঝা যায়। 'স্বধিতি' শব্দ অনুশীলন করিলেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। 'স্বধিতি' শব্দের মূল ধাতু অনুসারে - 'যিনি ছেদন করেন' এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনুসারে এখানে ভববন্ধন-ছেদনের ভাবই গ্রহণ করা যায়। যিনি ভব (সংসার) বন্ধনচ্ছেদক, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান্। তাঁহার নিকটেই 'ত্রায়স্ব' (পরিত্রাণ করুন) প্রার্থনা সঙ্গত হয়।

তাঁহার নিকট 'মৈনং হিংসীঃ'—'এই অজ্ঞানজনকে হিংসা করিবেন না',—'ইহার প্রতি প্রতিকূল হইবেন না'—এইরূপ কামনাই যুক্তিযুক্ত হয়।

এই পাঁচটী মন্ত্রে পর পর কামনার স্তর এবং মুক্তির উপায় প্রখ্যাপিত হইতেছে। প্রথম মন্ত্রে 'হে ভগবন্! আমাদের হৃদয় সত্ত্বভাবাপন্ন করুন'—এইরূপ প্রার্থনা প্রকট। দ্বিতীয় মন্ত্রে—'তত্ত্বজ্ঞানের পোষক সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা যেন আমরা আনন্দিত হই'—এই প্রার্থনায়, সত্ত্বভাবই তত্ত্বজ্ঞানের কারণ—এইরূপ ভাব আসিয়াছে। শেষ তিন মন্ত্রে—সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্ব্বভূতে দেববিভূতি-দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। এইরূপে, সাধক ভগবানকেই একমাত্র পরমাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াই তিনি চরম প্রার্থনায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম। আপনি প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আমায় ত্রাণ করুন,—পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক; আমার জন্মগতি রোধ হউক।' (৪অ—১ক—১০ম)।

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। দ্বিতীয় কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।

বিশ্বꣳহি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ।

(২) উদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি।

(৩) দীক্ষাতপসোস্তনূরসি তাং ত্বা শিবাꣳ শগ্মাং পরি-

দধে ভদ্রং বর্ণং পুষ্যন্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'মাতরঃ' (জগন্নির্ম্মাত্র্যঃ, মাতৃবৎ পালয়িত্র্যো বা) 'ঘৃতপ্বঃ' (সত্ত্বভাবেন পবিত্রকারিণ্যঃ) 'দেব্যঃ' (দেব্যঃ, দ্যোতমানাঃ) 'আপঃ' (অপাং অধিষ্ঠাত্র্যঃ, দেববিভূতয়ঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিশ্বং হি' (সর্ব্বমেব) 'রিপ্রং' (পাপং) 'প্রবহন্তি' (প্রবহন্তু, প্রকর্ষেণ-

সনয়ন্তু); 'ঘৃতেন' (ঘৃতবৎ আর্দ্রকারিণা, সত্ত্বভাবেনেতি ভাবঃ) 'পুনন্তু' (পবিত্রীকুর্ব্বন্তু) অস্মানিতি শেষঃ; এবং 'অস্মাৎ' (জন্মজরামৃত্যুরূপাৎ সংসারাৎ) অথবা 'অস্মান্' (অজ্ঞানিনো জনানিতি ভাবঃ। 'শুদ্ধয়ন্তু' (শোধয়ন্তু, সমুদ্ধারয়ন্তু ইতি যাবৎ)। অয়ং ভাবঃ—দেববিভূতয়োঽস্মাকং পাপানি বিনাশ্য সত্ত্বভাবেনাস্মান্ সংসারাদুদ্ধারয়ন্তু ইতি প্রার্থনা।

(২) 'আভ্যঃ' (অদ্ভ্যঃ, অপামধিষ্ঠাতৃ-দেববিভূতিভ্যঃ) 'শুচিঃ' (স্নানেন শুদ্ধঃ, বহিঃশুদ্ধিযুক্ত ইতি ভাবঃ) 'আ' (সম্যক্) 'পূতঃ' (আচমনাদিভিরন্তঃশুদ্ধঃ, সত্ত্বভাবাপন্ন ইতি ভাবঃ) সন্ 'উদেমি ইৎ' (উদ্‌গচ্ছামোব, ঊর্দ্ধং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোমোব, মোক্ষমধিগচ্ছামোবেতি ভাবঃ)। দেববিভূতিপ্রসাদাৎ বহিরন্তঃশুদ্ধঃ সন্নহং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়াম মুক্তিমধিগচ্ছাম ইতি প্রার্থনা।

(৩) হে দেববিভূতে! ত্বং 'দীক্ষাতপসোঃ' (দীক্ষণীয়োপসদিষ্টিকর্ম্মণোঃ, সৎকর্ম্মসমূহস্য ইতি ভাবঃ) 'তনূঃ' (শরীরবদ্ অঙ্গী, প্রধানা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); 'তাং' (তাদৃশীং) 'শিবাং' (কল্যাণপ্রদাং) 'শগ্মাং' (সুখস্বরূপাং) 'ত্বাং' (ভবতীং), 'ভদ্রং' (মঙ্গলময়ং) 'বর্ণং' (কান্তিং, সত্ত্বভাবং ইতি ভাবঃ) 'পুষ্যন্' (প্রাপ্নুবন্, প্রাপ্তুমিচ্ছন্ ইতি ভাবঃ) 'পরিদধে' (ধারয়ামি, আশ্রয়েয়ম্ ইত্যর্থঃ) অহমিতি শেষঃ। সৎকর্ম্মণাং ফলদাতারং তং দেবং সত্ত্বভাবলাভায় আশ্রয়েয়মিতি প্রার্থনা। মন্ত্রত্রয়মেতৎ প্রার্থনাভাবং দ্যোতয়তি। (৪অ-২ক—১-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১) জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী (অথবা মাতার ন্যায় পালনকর্ত্রী,) সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্রকারিণী এবং দ্যুতিশালিনী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতিগণ, আমাদের পাপ-সমূহকে অপনীত করুন; সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন; এবং এই জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার হইতে (অথবা অজ্ঞানী আমাদিগকে) উদ্ধার করুন। ভাব এই যে,—দেববিভূতিগণ আমাদিগের পাপসমূহকে বিনষ্ট করিয়া সত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগকে এই সংসার হইতে উদ্ধার করুন—এই প্রার্থনা।)

(২) আমরা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতি হইতে স্নানের দ্বারা (বহিঃশুদ্ধ) ও আচমন দ্বারা (অন্তঃশুদ্ধ) শুদ্ধ-সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—দেবভূতির প্রসাদে বাহির ও অন্তর শুদ্ধ আমরা যেন ব্রহ্মলোক অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হই—এই প্রার্থনা।)

(৩) হে দেববিভূতি! তুমি দীক্ষণীয় ও উপসদ ইষ্টির (অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সমূহের) তনু অর্থাৎ শরীরের মত প্রধান হইয়া থাক। কল্যাণ-

প্রদা সুখস্বরূপা তাদৃশ তোমাকে—শুভঙ্কর সত্ত্বভাব পাইবার জন্য আশ্রয় করিতেছি। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাইবার জন্য সৎকর্ম্মের ফলদানকারী দেবকে আশ্রয় করিতেছি।) (১অ— ক— -৩ম।)

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর কৃতং)।

(কা০ ৭।২।১৪) 'আপো অস্মানিতি স্নাত্বেতি'। মাতরঃ মিমতে তা মাতরো জগন্নির্ম্মাত্র্যো মাতৃবৎ পালয়িত্র্যো বা আপঃ অস্মান্ কৃতক্ষৌরান্ যজমানান্ শুন্ধয়ন্তু। 'শুন্ধ শুদ্ধৌ' শোধয়ন্তু। ক্ষৌরকর্ম্মনিমিত্তামপহতিং নিবারয়ন্ত্বিত্যর্থঃ। কিং চ ঘৃতপ্বঃ 'ঘৃ ক্ষরণে' ক্ষিবর্ত্তি ক্ষরতীতি ঘৃতং তেন ক্ষরিতজলেন পুনন্তী'ত ঘৃতপ্বঃ জলদেবতাস্তাশ্চ ঘৃতেন ক্ষরিতজলেন নোহস্মান্ পুনন্তু শুদ্ধান্ কুর্ব্বন্তু। কিং চ। দেবীঃ দ্যোতমানা আপো বিশ্বং হি। হি এবার্থঃ। সর্ব্বমেব রিপ্রং পাপং প্রবহন্তু প্রকর্ষেণাপনয়ন্তু। 'রপো রিপ্রমিতি পাপনামনী ভবত (নি০ ৮।২১) ইতি যাস্কঃ। (কা০ ৭।২ ৫) 'উদিদাভ্য ইত্যুৎক্রামত্যুত্তরপূর্ব্বার্দ্ধমিতি। অহমভ্যোঽদ্ভ্যঃ উদেমি ইৎ। ইদেবার্থে উদগচ্ছামোয়েব! জলান্নির্গচ্ছামীত্যর্থঃ কিম্ভূতোঽহং। শুচিঃ শুদ্ধঃ স্নানেন। তথা আপূতঃ সমন্তাৎপূতেনান্তরপি শুদ্ধ আচমনেন। শুচিরাপূত ইতি শব্দাভ্যাং স্নানাচমনাভ্যাং বাহিরন্তশ্চ শুদ্ধিরুক্তা। (কা০ ৭।২।১৬।১৯) ক্ষৌমং বস্তে নিষ্পেষ্টবৈ ক্রয়াদহতং চেদস্তিরভ্যুক্ষ্য স্নাতবস্তং বাহমৌত্রধৌতং বিচিতকেশং প্রসারিতদশং দীক্ষাতপসোরিতি' ॥ দীক্ষাতপসোঃ। বাসো দেবতা। হে ক্ষৌম বস্ত্র, ত্বং দীক্ষাতপসোস্তনূরসি। দীক্ষা দীক্ষণীয়েষ্টিঃ। তপঃ উপসদিষ্টিঃ। দীক্ষাভিমানিদেবতায়াস্তপোঽভিমানিদেবতায়াশ্চ ত্বং শরীরবৎ প্রিয়মসি। তাং দীক্ষাতপসোস্তনূং তদ্দেবতাদ্বয়শরীরভূতাং ত্বামহং পরিদধে ধারয়ামি। কিম্ভূতাং ত্বাং। শিবাং শগ্মাং দ্বয়োরপি শব্দয়োঃ সুখবাচকত্বাদত্যন্তসুখরূপাং কোমলত্বাৎ। কিম্ভূতোঽহং। ভদ্রং বর্ণং পুষ্যন্ তৎপরিধানেন কল্যাণীং কান্তিং পুষ্যন্ ॥ ২।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার প্রথম দুইটী মন্ত্র যজমান মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া অবগাহন স্নানান্তে পাঠ করিবেন। শেষ মন্ত্রটী দীক্ষণীয় ও উপসদ্-যাগে ক্ষৌমবস্ত্রপরিধানে প্রযুক্ত হয়। যজমান ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিবেন।

ভাষ্যানুসরণে এই কণ্ডিকার যে অর্থ অভিব্যক্ত হয়, তাহা এই—"(১) জগৎ নির্ম্মাত্রী অথবা মাতার ন্যায় পালনকর্ত্রী এই জলরাশিকৃত ক্ষৌর আমাদিগকে (যজমানদিগকে) শোধন করুন অর্থাৎ ক্ষৌরকর্ম্ম জন্য অপকার (ক্ষত) নিবারণ করুন। জলদেবতা ক্ষরিত জলের দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। দ্যুতিমান্ জলরাশি, সকল পাপ প্রকৃষ্টভাবে অপনীত করুন।

(২) আমি এই জল হইতে নির্গত হই। কিরূপ আমি! স্নান দ্বারা বহিঃশুদ্ধিযুক্ত এবং আচমন দ্বারা অন্তঃশুদ্ধিযুক্ত।

(৩) হে ক্ষৌমবস্ত্র! তুমি দীক্ষণীয় ও উপসদ্ ইষ্টির তনু (শরীর) হও অর্থাৎ দীক্ষণীয় যাগাভিমানী দেবতার ও উপসদ্‌যাগাভিমানিনী দেবতার তুমি শরীরের মত প্রিয় হও। তাদৃশ তোমাকে পরিধান করিতেছি। তুমি কিরূপ? না—কোমল বলিয়া অত্যন্ত সুখদায়ক। আমি কিরূপ? না—শুভ্রবর্ণ-পোষণকারী অর্থাৎ তোমার পরিধান জন্য সুন্দরকান্তিধারণকারী।"

মন্ত্রে ক্ষৌমবস্ত্রের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অথচ এ কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রের সঙ্গে ক্ষৌম-বস্ত্রের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে। 'পরিদধে' পদে পরিধানের কথা আছে; তাই ক্ষৌমবস্ত্র মন্ত্রার্থে সংযোজিত করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। অলৌকিক বেদমন্ত্রের সহিত লৌকিক বস্তুর সম্বন্ধে বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব হানি হয়। নিত্যতত্ত্বার্থবোধক বেদ বিশ্বজনীন ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা বলি, এ কণ্ডিকার মন্ত্রের সঙ্গে ক্ষৌমবস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই। মন্ত্রত্রয় প্রার্থনার ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর আমরা এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের অর্থ যে পথে যে ভাবে পরিগ্রহ করিয়াছি, তদ্বিষয় একটু অনুধাবন করিবেন। আমাদের অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে কিছু স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। তৎপক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা অনুসরণে মন্ত্র লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

আমরা এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের পন্থাই প্রায় অনুসরণ করিয়াছি। তবে 'আপ' 'ঘৃতেন' ও ঘৃতপ্বঃ'—এই তিনটী পদের অর্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'আপঃ" পদে সাক্ষাৎ অচেতন জলকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে, ঐ পদ জলাধিষ্ঠাত্রী দেব-বিভূতিকেই প্রতিপাদন করিতেছে। জলই বলুন, অনলই বলুন, আর অনলই বলুন, সর্ব্বত্রই যে ভগবানের বিভূতি বিরাজমান, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? জ্ঞানী যিনি, তিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থেই ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করেন। তিনি সর্ব্বভূতেশ্বর। এ পক্ষে এখানকার প্রার্থনা, 'হে ভগবন্! আপনি তো জলেও আছেন। জলরূপে থাকিয়াই আপনি আমাকে শুদ্ধ করুন।' এই লক্ষ্য রাখিয়াই 'আপঃ' পদে আমরা 'স্নেহভাব' বা 'শুদ্ধসত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রের প্রার্থনা—'ঘৃতপ্বঃ ঘৃতেন নঃ পুনন্তু'। ভাব এই যে,—'হে দেববিভূতিগণ! আপনারা সত্ত্বভাবের দ্বারা জগজ্জনকে পূত করেন; অতএব আমাদিগকেও সত্ত্বভাবের দ্বারা পবিত্র করুন।' 'ঘৃতপ্বঃ' পদের মূল 'ঘৃত' শব্দ, আর 'পূ' ধাতু। ক্ষরণার্থক 'ঘৃ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'ঘৃত' শব্দে 'যাহা ক্ষরিত হয়'—এই অর্থ পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা উহা হইতে তরল পদার্থ আর্দ্রকারী বস্তু বুঝা যায়। সত্ত্বভাব, হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া থাকে। এই হিসাবে ঘৃত শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ পরিগ্রহ করা অযৌক্তিক নহে। জল বা দুগ্ধাদি, বস্তুকে কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিতে পারে সত্য; কিন্তু হৃদয়কে দ্রবীভূত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে কি? কিন্তু সত্ত্বভাব, কঠিন কঠোর হৃদয়কেও ভক্তিরসার্দ্র করে। তাই আমরা মন্ত্রান্তর্গত 'ঘৃত' শব্দদ্বয়ে সেই বিশ্বজনীন উদার

'সদ্ভাব' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'পূ' ধাতুর 'পবিত্র করা' অর্থ দুই পক্ষেই গৃহীত হইয়াছে। 'অস্মান্মাতরঃ' এই পদদ্বয়ের বিশ্লেষণে 'অস্মাৎ+মাতরঃ' অথবা 'অস্মান্+মাতরঃ' —এই দুই রূপই গ্রহণ করা যায়। প্রথম প্রকারের "অস্মাৎ" পদে 'জন্মজরামৃত্যুরূপ সংসার' অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে ভাবসঙ্গতি হয় বলিয়াই মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'আভ্যঃ' পদের ভাষ্যকার 'অদ্ভ্যঃ' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরা এ ক্ষেত্রেও জলাধিষ্ঠাত্রী দেববিভূতি অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছি। আমরা পুর্ব্বাপরই প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, আর মন্ত্রে জড় (অচেতন) বাচক যে শব্দেরই প্রয়োগ থাকুক, মন্ত্রের লক্ষ্য-তাৎপর্য্য সেই উদার বিশ্বজনীন চৈতন্যের দিকে। সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ সকল ভূতেই আছেন। মন্ত্রে 'আপঃ' বলিয়া জলকেই সম্বোধিত করা হউক, আর 'স্বধিতি' (ক্ষুর) বলিয়া ক্ষুরকেই আমন্ত্রিত করা হউক, সকল সম্বোধনেই সেই বিশ্বেশ্বরকে লক্ষ্য করা হয়—ইহাই আমরা মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার একটা 'ক্ষৌমবস্ত্র' সম্বোধ্য পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। এ বিষয় পুর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের মতে, এখানে ভগবানই সম্বোধ্য। 'দীক্ষা তপসোঃ' পদে কেবল দীক্ষণীয় ও উপসদ্ এই দুই যাগই উদ্দিষ্ট নহে; সৎকর্ম্ম-মাত্রই ঐ দুই পদের লক্ষ্য। ভগবান্ তো শুধু দীক্ষণীয় বা উপসদ্ যাগের তনু (অঙ্গ) নহেন। তিনি তো সকল সৎকর্ম্মের সহিতই ওতঃপ্রোত অনুস্যূত! জ্ঞান, ভক্তি বা সদ্ভাব—যাহা পাইবার কামনায়ই মানুষ সৎকর্ম্ম করুক, ভগবানই সে সকলের মূল। মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। (৪অ-২ক ১-৩ম)।

—— * ——

তৃতীয় কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। তৃতীয় কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) মহীনাং পয়োঽসি বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো মে দেহি।

(২) বৃত্রস্যাসি কনীনকশ্চক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্মে দেহি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে দেব! ত্বং 'মহীনাং' (ভূমীনাং, মর্ত্ত্যলোকানামিতি ভাবঃ) 'পয়ঃ' (জলরূপঃ, জ্ঞানভক্তিরূপঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); জলং ভূমীনামিব ত্বং লোকানাং ভক্তিরসাপ্লাবনং জনয়সি ইতি ভাবঃ। অপি চ, 'বর্চ্চোদাঃ' (জ্ঞানতেজঃপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতএব 'মে' (মহ্যং) 'বর্চ্চঃ' (জ্ঞানতেজঃ) 'দেহি' (বিতর) ইতি প্রার্থনা।

২। হে দেব! ত্বং 'বৃত্রস্য' (অসুরস্য—অজ্ঞানরূপস্য, বহিরন্তঃশত্রুরূপস্য) 'কনীনকঃ' (তস্য নাশশক্তিরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); যথা কনীনিকা দৃষ্টিশক্তের্মূলীভূতস্তথা ত্বং অজ্ঞাননাশস্য বহিরন্তঃশত্রুনাশস্য মূলকারণমিতি ভাবঃ। অপি চ, হে দেব। 'চক্ষুর্দা' (অজ্ঞাননাশকত্বাৎ শত্রুনাশকত্বাদ্বা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতো 'মে' (মহ্যং) 'চক্ষুঃ' (জ্ঞানচক্ষুঃ) 'দেহি' (প্রযচ্ছ)। হে দেব! ত্বং অজ্ঞানতানাশকঃ বহিরন্তঃশত্রুনাশকো বা ভবসি; অতোঽস্মাকং অজ্ঞানং বহিরন্তঃশত্রুং বা বিনাশ্য জ্ঞানচক্ষুঃ প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ। মন্ত্রদ্বয়মিদং প্রার্থনাভাবং প্রকাশয়তি। (৪অ—৩ক ১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে দেবঃ! আপনি এই ভূমির অর্থাৎ এই মর্ত্ত্যলোকের জলরূপ (জ্ঞানভক্তিস্বরূপ) হয়েন (ভাব এই যে,—জল যেমন ভূমির আর্দ্রভাব জন্মায়, সেইরূপ আপনি মর্ত্ত্যলোকের রসার্দ্রভাব অর্থাৎ ভক্তি ও জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন); এবং আপনি জ্ঞানতেজঃ-প্রদ হয়েন; অতএব আমাকে (জ্ঞানতেজোহীনকে) জ্ঞানরূপ তেজঃ বিতরণ করুন।

২। হে দেব! আপনি, অজ্ঞানতারূপ অথবা বাহ্য ও আন্তর শত্রুরূপ অসুরের নাশে শক্তিস্বরূপ হয়েন; (ভাব এই যে,—যেমন কনীনিকা দৃষ্টিশক্তির মূল কারণ, সেইরূপ আপনি অজ্ঞানতা-নাশের অথবা বাহ্য ও আন্তর শত্রু নাশের মূল কারণ)। হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশক অথবা শত্রুনাশক বলিয়া জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ হয়েন অতএব, আমায় জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—হে দেব। আপনি অজ্ঞানতানাশক ও বহিরন্তঃশত্রুনাশক; অতএব আপনি আমাদের অজ্ঞানতা ও বহিরন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করুন।)॥ (৪অ—৩ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।২।৩৩) শালাং পূর্ব্বেণ তিষ্ঠন্ প্রাক্ কুশেষু নবনীতেন শীর্ষ্ণোঽধ্যনুলোমং দপাদকো মহীনাং পয়োঽসীতি। প্রাচীনশালাপূর্ব্বভাগেষু কুশেষু স্থিত্বা নবনীতং গৃহীত্বা শিরসঃ আরভ্য পাদান্তং শরীরাভ্যঙ্গং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। মহীনাং পয়ঃ। নবনীত-মুচ্যতে। হে নবনীত! ত্বং মহীনাং গবাং পয়োঽসি। মহীতি গোনামসু পঠিতং (নিঘ০ ২।১১।৫)। নবনীতস্য ক্ষীরজত্বাৎ পয়স্ত্বোপচারঃ। বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চো দদাতীতি

বর্চ্চোদাঃ। অতিস্নিগ্ধত্বেন কান্তিপ্রদমসি পুংস্ত্বমার্দ্দব। অতো মে মহ্যং যজমানায় বর্চ্চো দেহি কান্তিং প্রযচ্ছ। (কা০ ৭।২।৩০) বৃত্রস্যেত্যাদ্যমনক্তি ত্রৈককুদাঞ্জনেনাক্ষ্যাবেষ্টয়তি। ত্রিককুৎ পর্ব্বতস্তদুৎপন্নাঞ্জনং তদভাবে যেনকেনাপ্যক্ষয়মঞ্জনমাস্তরণাবেষ্টনমপাঞ্জনং গ্রাহ্যমিতি সূত্রার্থঃ। বৃত্রস্য। অঞ্জনং দেবতা। হে অঞ্জন! ত্বং বৃত্রস্যাসুরস্য কনীনকোহসি নেত্রমধ্যগতকৃষ্ণমণ্ডলরূপোহসি। যদ্বা বা ইন্দ্রো বৃত্রমহংস্তস্য যদক্ষ্যাসীদিত্যাদি শ্রুতিঃ (৩।১।২।১২)। তথা চ তিত্তিরিঃ। ইন্দ্রো বৃত্রমহন্ তস্য কনীনিকাপরাপতত্তদেবাঞ্জনম-ভবদিতি। চক্ষুর্দা অসি কনীনিকারূপত্বাত্ত্বং দৃষ্টিপ্রদোহসি। অতো মে মহ্যং চক্ষুর্দেহি সম্যগ্ দৃষ্টিপাটবং প্রযচ্ছ। (৪অ—৩ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটী দুই বিভিন্ন কার্য্যে বিনিযুক্ত হয়। প্রথম মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাচীন যজ্ঞশালার পূর্ব্বভাগে, কুশের উপর দাঁড়াইয়া, নবনীত (ননী) গ্রহণ করতঃ তদ্দ্বারা মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর অভ্যঙ্গ (অনুলিপ্ত) করিবে। দ্বিতীয় মন্ত্র-উচ্চারণ (যজমানের) চক্ষুদ্বয়ে ত্রিককুদ্ পর্ব্বতে উৎপন্ন অঞ্জন (কাজল) অথবা তাহার অভাবে অন্য অঞ্জন গ্রহণ করিবার বিধি আছে। মন্ত্রে নবনীত বা অঞ্জনের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। অথচ মন্ত্রার্থে নবনীত ও অঞ্জনের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হইয়াছে।

মহীধর-কৃত ভাষ্য পরিদৃষ্টে এ মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা এই :—

'হে নবনীত! তুমি গরুর দুগ্ধ হও (দুগ্ধ জাত বলিয়াই নবনীতে দুগ্ধের আরোপ) এবং অতি স্নিগ্ধ বলিয়া কান্তিপ্রদ হইয়া থাক। অতএব আমাকে কান্তি প্রদান কর।

হে অঞ্জন! তুমি বৃত্র অসুরের কনীনক হইয়া থাক অর্থাৎ নেত্রমধ্যগত কৃষ্ণমণ্ডলরূপ হইয়া থাক। কনীনিকারূপ বলিয়া তুমি দৃষ্টিপ্রদ হইয়া থাক। অতএব আমার চক্ষুর্দ্দান কর অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৃষ্টিপটুতা প্রদান কর।'

এক্ষণে আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায় দুইটি মন্ত্রে দুইটি বিভাগ পরিদৃষ্ট হইবে। দুই বিভাগেই প্রার্থনার ভাব পরিব্যক্ত। দুই মন্ত্রের দ্বারাই ভগবানকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। নবনীত বা অঞ্জনকে আমরা সম্বোধ্য বলিতে চাহি না। নবনীত বা অঞ্জন গ্রহণ করতঃ মন্ত্র বিনিযুক্ত হইবে বলিয়াই মন্ত্রের লক্ষ্য বা সম্বোধ্য নবনীত ও অঞ্জন হইবে কেন? এইরূপ কল্পনার পক্ষেই ব দৃঢ়তর কি যুক্তি পাওয়া যায়? ভগবান বিশ্বময়। বিশ্বই তাঁহার অধিষ্ঠান। নবনীতই বলু আর অঞ্জনই বলুন, সকল দ্রব্যেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন। এই যজ্ঞে বিনিযুক্ত হস্তে স্থিত নবনীত বা অঞ্জনেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং তাহা হাতে লইয়া এই সকল ম উচ্চারণে কি অসঙ্গতি হয় অথবা কি ভাবচ্যুতি ঘটে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বর প্রত্যেক পদার্থে ভগবদ্বিভূতি ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়া, যদি মন্ত্রোচ্চারণে লো

সকল পদার্থ দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয় তাহা হইলে তাহাতে যে অমৃত-ফল ফলে, তাহা দ্বারা যে মোক্ষফল অধিগত হওয়া যায়, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরকেই এই দুই মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

তার পর, এখন মন্ত্রস্থ পদ-সমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'মহী' শব্দের 'ধেনু' অর্থ অপ্রসিদ্ধ এবং 'ভূমি' অর্থই প্রসিদ্ধ। আমরা 'মহী' পদের প্রসিদ্ধ 'ভূমি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'পয়স' শব্দে 'দুগ্ধ' ও 'জল' এই দুই অর্থই অভিধানে প্রতীত; 'নবনীত' অর্থও লক্ষিত। পয়স্ শব্দের দুগ্ধ অর্থই গ্রহণ করুন, আর জল অর্থই গ্রহণ করুন, উভয়ই (পৃথিবীর) 'মহীনাং রস' অর্থাৎ পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ। নবনীতকেও (সাক্ষাৎ না হইলেও পরম্পরায়) পৃথিবীর (মহীর) রস বলা যাইতে পারে। এই ভূমির রস-স্বরূপ দুগ্ধ, নবনীত বা জল—সেই বিশ্বময়েরই রূপান্তর, সেই স্নেহময় ভগবানেরই স্নেহকরুণা-স্বরূপ। দেবীমাহাত্ম্যে (চণ্ডীতেও) ইহা বিঘোষিত হইতেছে,—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা।' অতএব হে দেব! আপনি এই পৃথিবীর জলস্বরূপ—এই ভূমিমণ্ডলের রস-স্বরূপ—এই ভূভাগের দুগ্ধ বা নবনীত-স্বরূপ। এতদুক্তিতে সকল দিকের সকল ভাবই রক্ষা হয়। মন্ত্র তাই বিঘোষিত করিয়াছে,—'মহীনাং পয়োঽসি'। হে দেব! আপনি যেমন স্নেহরূপী, তেমনই 'বর্চ্চোদা' তেজোময়, তেজোদানকারী। ভাষ্যকার 'বর্চ্চস' শব্দে 'কান্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু 'তেজঃ' অর্থ অভিধানসিদ্ধ। এ মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে 'দেব! তুমি 'পয়োঽসি'-স্নেহময় হও' এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে; 'বর্চ্চোদা অসি' এই অংশে 'তুমি তেজোময় জ্ঞানালোক দানকারী হও"—এইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, একটা নূতন ভাব পাওয়া যায়। তাহাতে ভাব আসে—"হে দেব! তুমি যেমন স্নেহময় হইয়া জলের দ্বারা, দুগ্ধের দ্বারা, নবনীতের দ্বারা, ঘৃতের দ্বারা, 'মহীনাং' ভূমির—পৃথিবীর—পৃথিবীস্থ প্রাণীর, আর্দ্র পুষ্ট ও কান্তিময় ভাব সঞ্চার কর; তেমনই 'তেজোময়' হইয়া, তেজের দ্বারা—জ্ঞানালোকের দ্বারা, তাহাদের অন্তরে দীপ্তিসঞ্চার করিয়া দেও।" তাই প্রার্থনা হইতেছে—'বর্চ্চো মে দেহি'।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও আমরা সেই একই লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। এ মন্ত্রেও সেই একই ভাব উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের 'বৃত্র' শব্দে "অজ্ঞানতারূপ অথবা বহিরন্তঃশত্রুরূপ অসুর" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; 'বৃত্র নামক অসুর' অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা মনে করি, 'বৃত্র অসুর' অপেক্ষা যে অসুর (অজ্ঞান বা বহিরন্তঃশত্রুরূপ) নিত্য সহচর, অহরহ যাহার সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, যে নিয়ত অনিষ্ট সাধন করিতে ও সংরাজ্য করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই অসুরই এ মন্ত্র-প্রতিপাদ্য 'বৃত্র'। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু নিষ্পন্ন 'বৃত্র' শব্দে উক্তরূপ অর্থই প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে পুনরায় তাহার সমালোচনা নিরর্থক মনে করি। "হে অঞ্জন! (অধ্যাহৃত) তুমি 'বৃত্রস্যাসি কনীনকঃ'—বৃত্রাসুরের নেত্রমধ্যস্থিত কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল হও,"—ভাষ্যকারের এইরূপ উক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সুধিগণ বিচার করিবেন। অঞ্জন

বৃত্রাসুরের কেন, আমাদিগেরও তো নেত্রাভরণ হইতে পারে! আর বৃত্রাসুরের 'চক্ষুর্দাঃ' দৃষ্টিশক্তিপ্রদ হইলে আমাদিগের সম্বন্ধেও চক্ষুপ্রদ হইবে, এ বিষয়ের গূঢ়-তত্ত্ব যে কি, কিছুই বুঝা গেল না। বরং বিষয়টী আরও জটিল হইয়া পড়িল। তাই মনে হয়, অসুর এ মন্ত্রের লক্ষ্যীভূত নয়; পরন্তু অজ্ঞানবিনাশক, বাহ্য ও আন্তর শত্রুর হন্তা, সেই ভগবান্ই এ মন্ত্রের লক্ষ্য। তাই মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'বৃত্রস্যাসি কনীনকঃ' 'কনীনক' শব্দে চক্ষুর্গোলক বুঝায়। দর্শন-বিষয়ে 'কনীনিকা' যেমন শক্তিস্বরূপ, অজ্ঞান প্রভৃতি অসুরনাশে ভগবানও তেমনই শক্তিস্বরূপ। এই তাৎপর্য্যে 'কনীনক' শব্দে 'অসুর নাশের শক্তি-স্বরূপ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী বলিতেছেন, 'হে দেব! আপনি অজ্ঞানতানাশের বা বহিরন্তঃশত্রুনাশের শক্তিস্বরূপ। আমরা অজ্ঞানান্ধ; আপনি 'চক্ষুর্দ্দাঃ'—জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদ হয়েন। তাই প্রার্থনা করি—আপনি আমাদের অজ্ঞানতা এবং বাহ্য ও আন্তর শত্রু বিনাশ করিয়া জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করুন।' ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (৪অ ৩ক ১-২ম)।

—— ০ ——

চতুর্থ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। চতুর্থ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) চিৎপতির্মা পুনাতু। (২) বাক্‌পতির্মা পুনাতু।

(৩) দেবো মা সবিতা পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ।

তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রপূতস্য যৎকামঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্ ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'চিৎপতিঃ' (জ্ঞানাধিপতিঃ) 'মা' (মাং) 'পুনাতু' (পবিত্রীকরোতু)।

২। 'বাক্‌পতিঃ' (বাঙ্ময়াধিদেবঃ) 'মা' (মাং) 'পুনাতু' (পবিত্রীকরোতু)।

৩। 'সবিতা' (জগৎপ্রসবকর্ত্তা, জগতামাদিকারণং) 'দেবঃ' (ক্রীড়াময়ঃ, ভগবান্ ইতি যাবৎ) 'অচ্ছিদ্রেণ' (অবিচ্ছিন্নেন) 'পবিত্রেণ' (শুদ্ধিকারিণা, অজ্ঞানতানাশিনেতি ভাবঃ) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানালোকস্য) 'রশ্মিভিঃ' (রশ্মিনা, কিরণেন) 'মা' (মাং) 'পুনাতু' (জ্ঞানেনোদ্দীপ্তং করোতু)। 'পবিত্রপতে' (জ্ঞানাধিপতে) 'পবিত্রপূতস্য' (জ্ঞানপূতস্য, জ্ঞানময়স্য ইতি ভাবঃ) 'তস্য' (প্রসিদ্ধস্য, সাধকৈরনুভূতস্য ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যৎ' (স্বরূপং, জ্ঞানময়ত্বং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'কামঃ' (কামুকঃ, প্রার্থী ভবাম্যহমিতি শেষঃ) 'তৎ' (তব স্বরূপং) 'শকেয়ং' (প্রাপ্তুং শক্নুয়াম্) এবং 'পুনে' (পুনামি, পূতো

ভবামি)। হে ভগবন্! তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী অহং যথা তৎ প্রাপ্য পূতো ভবিতুমর্হামি তথা কুরু ইতি ভাবঃ। প্রার্থনামূলকমিদং মন্ত্রত্রয়ং। (৪অ—৪ক—১০ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র তিনটী প্রার্থনামূলক)।

(১) জ্ঞানাধিপতে, আমাকে পবিত্র করুন।

(২) বাক্যাধিদেব, আমাকে পবিত্র করুন।

(৩) জগৎপ্রসবকর্ত্তা (অর্থাৎ জগতের আদি কারণ) লীলাময় ভগবান্, অবিচ্ছিন্ন শুদ্ধিকারক (অজ্ঞানতা-নাশক) সেই জ্ঞানরশ্মি-দ্বারা আমাকে জ্ঞানোদ্দীপ্ত করুন। হে জ্ঞানাধিপতে! আপনি জ্ঞানপূত (জ্ঞানময়) ও প্রসিদ্ধ (সাধকগণ কর্ত্তৃক অনুভূত)। আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়ত্ব—জ্ঞান) আমি কামনা করিতেছি, সেই স্বরূপ যেন পাইতে পারি এবং তাহার দ্বারা পূত হইতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমি তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী। যাহাতে সেই বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পূত হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন।)॥ (৪অ—৪ক—১০ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৩।১) কুশপবিত্রৈঃ চিৎপতির্মেতি পাবয়তি সপ্তভিঃ প্রতিমন্ত্রমচ্ছিদ্রেণেতি সর্ব্বত্রেতি। অচ্ছিদ্রেণেতি শেষস্ত্রিষ্বপি মন্ত্রেষনুবজ্যতে। চিৎপতির্ম্মা। চিতাং জ্ঞানানং পতিশ্চিৎপতির্ম্মনোঽভিমানী দেবো মা মাং যজমানং পুনাতু শোধয়তু। মনো বৈ চিৎপতিরিতি তিত্তিরিবাক্যাৎ। যথা চিৎপতিঃপ্রজাপতিঃ। প্রজাপতিবৈ চিৎপতিরিতি শ্রুতেঃ (৩।১।২।২২)। কিঞ্চাচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ কিরণৈঃ। বায়ুরচ্ছিদ্রং পবিত্রং শুদ্ধিহেতুত্বাৎ ছিদ্ররহিতত্বাচ্চ। যদ্বাদিত্যমণ্ডলমচ্ছিদ্রং পবিত্রং। অসৌ বা আদিত্যোঽচ্ছিদ্রং পবিত্রমিতি শ্রুতেঃ। হে পবিত্রপতে! পবিত্রান্ শুদ্ধান্ পাতীতি পবিত্রপতিস্তৎসম্বুদ্ধৌ হে পবিত্রপতে! শুদ্ধপালক! তে পবিত্রপূতস্য তব পবিত্রেণ পূর্ব্বোক্তেন শুদ্ধস্য তস্য যজমানস্যাভীষ্টং ভূয়াদিতি শেষঃ। তদেব স্পষ্টয়তি। যৎকামোঽহং পুনে তৎ শকেয়ং। যঃ কামো যস্য যৎকামঃ। যদ্বা যস্মিন্ কামো যস্য স যৎকামঃ। সোমযাগানুষ্ঠানে কামযমানোঽহং পুনে আত্মানং শোধয়ামি তৎসোমযাগানুষ্ঠানে শক্তো ভূয়াসং। যজ্ঞানুষ্ঠানসামর্থ্যং মেঽস্ত্বিত্যর্থঃ। বাক্পতিঃ বাচাং পতিরুক্তস্পর্শাভিমানী মাং পুনাতু। স বৃতা দেবোঽন্তর্য্যামী মা মাং পুনাতু। এতন্মন্ত্রদ্বয়ং পূর্ব্ববদ্যোজ্যং॥ (৪অ ৪ক—১০ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:§:—

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-তিনটী কোন্ কার্য্যে বিনিযুক্ত হইবে, এখানকার ভাষ্যে তাহা নিরূপিত হয় নাই। তবে দ্বাদশ ও একত্রিংশৎ কণ্ডিকার মন্ত্রের সহিত এই কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রের অনেকটা সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে ঐরূপ মন্ত্রের উচ্চারণে হবিগ্রহণীতে (হোমের হবিঃ-যুক্ত পাত্রে) জলগ্রহণ-পূর্ব্বক কুশদ্বয়ের দ্বারা জলকে মন্ত্রপূত করা হইয়াছে। মনে হয়, এখানেও ঐরূপ কার্য্যে এই মন্ত্র তিনটীর প্রয়োগ হইবে। কিবা ভাষ্যকারের মতে, কিবা আমাদিগের মতে—উভয় মতেই এই মন্ত্র তিনটী ভগবানের সম্বোধন-মূলক ও প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্র-ত্রয়ের এইরূপ অর্থ নিষ্কাশিত হয়; যথা,—

(১) জ্ঞানসমূহের পতি অর্থাৎ মনোঽভিমানী দেব! আমাকে (যজমানকে) শোধন করুন। অথবা, প্রজাপতি আমাকে শোধন করুন। (২) কিসের দ্বারা? অচ্ছিদ্র পবিত্রের দ্বারা, সূর্য্যের কিরণসমূহের দ্বারা। শুদ্ধির হেতু ও ছিদ্ররহিত বলিয়া বায়ু এখানে অচ্ছিদ্র পবিত্র; কিম্বা আদিত্যমণ্ডল এস্থলে অচ্ছিদ্র পবিত্র। হে শুদ্ধপালক! তোমার পূর্ব্বোক্ত পবিত্র দ্বারা শুদ্ধ-যজমানের অভীষ্টসিদ্ধি হউক। যে সোম-যাগানুষ্ঠানে কামনাবিশিষ্ট হইয়া আমি আত্মাকে (নিজেকে) শুদ্ধ করিতেছি, সেই সোমযাগ অনুষ্ঠানে আমি শক্তিসম্পন্ন হই অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সামর্থ্য হউক। সবিতা দেব (অন্তর্যামী) আমাকে পবিত্র করুন। (৩) বৃহস্পতি আমাকে পবিত্র করুন।

এক্ষণে আমরা যে দিক্ দিয়া যেরূপভাবে মন্ত্র-ত্রয়ের মর্ম্মার্থ অভিব্যক্ত করিয়াছি, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। সুধিগণ তাহার সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করিবেন। এস্থলে একই পূতত্ব-কামনা তিন মন্ত্রে তিন ভাবে প্রকটিত হইতেছে। প্রথম মন্ত্রে - চিত্তস্থৈর্য্য-সম্পাদনে পবিত্রতা-বিধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিত্ত চঞ্চল; চিত্ত সদা-বিক্ষুব্ধ। সাধক স্থিরচিত্তে ভগবানের অনুধ্যান করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি তাই কহিতেছেন,—'চিৎপতির্ম্মা পুনাতু।' অর্থাৎ,-"হে জ্ঞানাধিপতি! আপনি (আমার চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া) আমাকে পবিত্র করুন।" তাৎপর্য্য এই, 'হে জ্ঞানময় দেব! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সতত বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষোভিত। কোনও সময়েই তো তাহা স্থির-ধীর হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো তাহারা আপনার প্রতি সমাকৃষ্ট হয় না। হে দেব! আপনি আমার সমস্ত বুদ্ধির স্থৈর্য্য ও একনিষ্ঠতা বিধান করুন।'

তার পর, দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবদারাধনার ভাব সূচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে - 'আপনি 'বাক্‌পতিঃ।' আমায় বাক্‌শক্তি প্রদান করুন। আপনাকে স্তব করিতে পারি, সেরূপ বাক্য-সামর্থ্য আমার নাই। আপনি নিখিল বাক্যের অধিপতি। আমাকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন—যাহাতে আপনার স্তবোপযোগী স্বরূপ-বাক্য উচ্চারণ করিতে

পারি।' আর 'মা পুনাতু' অর্থাৎ 'আমাকে পবিত্র করুন।' ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থ 'বাক্‌পতি' শব্দে বৃহস্পতিকে লক্ষ্য করিয়া তৃতীয় মন্ত্র-ব্যাখ্যানাবসানে এই মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 'বাক্‌পতি' শব্দের লক্ষ্য যাহাই হউক, উদ্দেশ্য সেই ভগবান বলিয়াই আমরা মনে করি। এই ভাবে এই শব্দে সেই বাগধিষ্ঠাতৃদেবকেই আহূত করা হয়। সাধক স্তবের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিবেন। স্তববাক্যের স্ফূর্ত্তি হইতে না পারে; তাই তিনি ভগবানকে 'বাক্‌পতি' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন—'বাক্‌পতির্ম্মা পুনাতু।'

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনার বিষয়টী স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বলা হইতেছে—হে 'পবিত্রপতে'! আপনি 'সবিতা' অর্থাৎ এই জগতের আদিকারণ; সুতরাং আমারও কারণ, আমার কার্য্যেরও আপনিই কারণ। আমি 'পবিত্র পূতস্য' জ্ঞানপূত আপনার যে স্বরূপ (জ্ঞানময়ত্ব) কামনা করিতেছি; সেই সত্ত্ব যাহাতে আমি পাইতে পারি—তাহার দ্বারা যাহাতে আমি 'পুনে' পবিত্র হইতে পারি, আপনি তাহার বিধান করুন। 'দেবঃ অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ মা পুনাতু'—অবিচ্ছিন্ন এবং পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন; আমাকে জ্ঞানময় করুন।

এই মন্ত্রের কয়েকটী শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কিছু মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'সবিতা দেবঃ' এই অংশের অন্তর্যামী অর্থ আমনন করিয়াছেন। প্রসবার্থক 'সূ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'সবিতা' শব্দে 'উৎপত্তিকারক' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তাহা হইতে জগতের আদিকারণ—এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান্ যে জগতের আদিকারণ, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। দিব্ (ক্রীড়াবাচক) ধাতু নিষ্পন্ন 'দেব' শব্দে ক্রীড়নকর্ত্তা অর্থাৎ লীলাময়—এইরূপ অর্থই দ্যোতিত হয়। এ মন্ত্রের 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' এই অংশ একটু জটিল। ভাষ্যকার 'অচ্ছিদ্র পবিত্র' বলিতে প্রথমতঃ 'বায়ু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তার পর 'অথবা' বলিয়া 'আদিত্যমণ্ডল' অর্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইল— বায়ুর দ্বারা অথবা আদিত্যমণ্ডলের দ্বারা এবং সূর্য্যের কিরণ-সমূহের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। চিৎপতি হউন, আর বাক্‌পতি হউন, আর সবিতা দেবই হউন, তাঁহাদের যেন পবিত্রতাসম্পাদক নিজস্ব কিছু নাই, অন্যের সাহায্যেই তাঁহারা যেন সকলকে পবিত্র করেন! ভাষ্যের অর্থে এইরূপ ভাবই উপলব্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে সহজে যে ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হয়, আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। সূর্য্য—জ্ঞানদেব। তাঁহার রশ্মি—জ্ঞানালোক। এই জ্ঞানালোকের বিশেষণ অচ্ছিদ্র ও পবিত্র। 'অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ' এস্থলে বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বহুবচন স্থানে একবচন। এইরূপ প্রয়োগ বৈদিক-ব্যাকরণ-সিদ্ধ। ইহার ফলে, মন্ত্রার্থ হইল—অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সতত-স্থায়ী ও পবিত্র জ্ঞানালোকের দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন অর্থাৎ আমাকে জ্ঞানোদ্দীপ্ত করুন। জ্ঞানময় দেবের এই কার্য্য স্বতঃসিদ্ধ। জ্ঞানালোক তাঁহার নিজ সম্পত্তি। অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। সে জ্ঞানালোক প্রদানে একমাত্র তিনিই সমর্থ।

এক্ষণে এই মন্ত্রের শেষার্দ্ধ সম্বন্ধে কিছু অনুশীলন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। এখানকার সম্বোধ্য-পদ—'পবিত্রপতে'। 'তে' পদে ভগবান্ উদ্দিষ্ট। 'পবিত্র পূতস্য' ও

'তস্য' এই দুই পদ উক্ত 'তে' পদের বিশেষণ। ভাষ্যকার 'তস্য' পদে যজমানকে উদ্দেশ করিয়া 'অভীষ্টং ভূয়াসম্' এই দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। এবং 'যৎকামঃ' পদান্তর্গত 'যৎ' শব্দে 'সোমযাগানুষ্ঠান' লক্ষ্য করিয়াছেন। তদনুসারে ভাবার্থ হয়—'হে শুদ্ধপালক! তোমার যজমানের অভীষ্ট হউক অর্থাৎ অভীষ্টাসদ্ধ হউক; এবং যে সোমযাগানুষ্ঠানে (আমি) কামনাবান্, সেই সোমযাগানুষ্ঠানে আমি সমর্থ হই।' আমাদের ব্যাখ্যানুসারে এ অংশের মর্ম্ম—'হে জ্ঞানদেব! আপনি জ্ঞানময়—ইহা সাধকগণ অনুভব করেন। (আমি) অজ্ঞানান্ধ ও সাধনাবিহীন! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করি। আপনার অনুগ্রহ (স্বরূপ) যাহাতে পাইতে পারি, তাহার বিধান করুন, এবং অনুগ্রহ-বিতরণে আমাকে পবিত্র করুন।' (৪অ ৪ক ১-৩ম)।

—— • ——

পঞ্চম কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। পঞ্চম কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

আ বো দেবাস ঈমহে বামং প্রয়ত্যধ্বরে।

আ বো দেবাস আশিষো যজ্ঞিয়াসো হবামহে ॥ ৫ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাসঃ' (হে দেবতাঃ, দেববিভূতয়ঃ) 'প্রয়তি' (প্রবর্ত্তমানেঽস্মিন্, অনুষ্ঠীয়মানেঽস্মিন) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে অস্মদ্যজ্ঞে, আত্মোদ্বোধনযজ্ঞে বা সৎকর্ম্মণীতি ভাবঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বামং' (বননীয়ম্বং, আনুকূল্যং ইতি ভাবঃ) 'আ ঈমহে' (সম্যক্ প্রার্থয়ামঃ বয়মিতি শেষঃ)। অপিচ, 'দেবাস' (হে দেবাঃ, দেবতাঃ, দেববিভূতয়ঃ) 'যজ্ঞিয়াসঃ' (এতদ্যজ্ঞসম্বন্ধিনীঃ) 'আশিষঃ' (আশীর্ব্বাণীঃ, সৎকর্ম্মফলানীতি ভাবঃ প্রাপ্তুমিতি শেষঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ, স্তুম ইতি ভাবঃ)। অত্রায়ং ভাবঃ—হে দেবাঃ! অস্মিন্ সৎকর্ম্মণি আত্মোদ্বোধনরূপে বা যজ্ঞে ভবতামনুগ্রহং প্রার্থয়ামঃ। হে দেবাঃ! অভীষ্টং পূরয়ত এতদ্যজ্ঞফলং মোক্ষফলং বা প্রযচ্ছত। প্রার্থনাভাবং প্রকাশয়তি এষ মন্ত্রঃ (৪অ-৫ক-১ম)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ

(এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিতেছে।)

হে দেবতা অর্থাৎ দেববিভূতিগণ! আমাদের অনুষ্ঠিত এই হিংসারহিত যজ্ঞে (অথবা আত্মার উদ্বোধন-যজ্ঞে) আমরা আপনাদিগের আনুকূল্য

প্রার্থনা করিতেছি। আর, হে দেববিভূতিগণ! এই যজ্ঞ-সম্বন্ধিনী আশীর্ব্বাণী (অর্থাৎ এই যজ্ঞের শুভফল) পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। (ভাব এই,—হে দেবগণ! আমাদের এই মানস-যজ্ঞে অথবা উদ্বোধনরূপ যজ্ঞে আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া দিউন এবং সৎকর্ম্মের শুভফল—মোক্ষফল প্রদান করুন)। (৪অ—৫ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৩।৬) আ বো দেবাস ইতি বাচয়তীতি। অধ্বর্য্যুর্যজমানং বাচয়তি। দৈবী অনুষ্টুপ্ আশীঃ। হে দেবাসঃ দেবাঃ, বয়ং বো যুষ্মান্ বামং বননীয়ং যজ্ঞফলম্ আ ঈমহে সাকল্যেন যাচামহে। বন্যতে ভজ্যত ইতি বামং। বন সম্ভক্তৌ। মপ্রত্যয়ঃ। ঈমহে যাচতিকর্ম্মসু পঠিতো দ্বিকর্ম্মকঃ (নিঘ০ ৩।১৯।১)। ক সতি। অধ্বরে অস্মদীয়ে যজ্ঞে প্রযতি প্রবর্ত্তমানে সতি। প্রৈতীতি প্রযন্ তস্মিন। প্রপূর্ব্বাদিণঃ শতরি রূপং। কিঞ্চ হে দেবাসো দেবা বো যুষ্মান্ বয়ং হবামহে আহ্বয়ামঃ। কিং কর্ত্তুং? যজ্ঞিয়াসঃ। যজ্ঞস্যেমা যজ্ঞিয়া যজ্ঞসম্বন্ধিনীরাশিষঃ ফলানি আ আনেতুং সমানেতুমিত্যর্থঃ। উপসর্গেণ ধাতুরধ্যাহর্ত্তব্যঃ। যজ্ঞফলপ্রাপ্তয়ে যুষ্মানাহ্বয়াম ইত্যর্থঃ। (৪অ—৫ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক্-বিশেষ) যজমানকে পড়াইবেন। ভাষ্যাবলম্বনে এই মন্ত্রটীর যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহা এই—"হে দেবগণ! আমরা আপনাদিগের নিকটে বননীয় যজ্ঞফল সম্যক্রূপে প্রার্থনা করিতেছি। কিরূপ হইলে? আমাদের যজ্ঞ প্রবর্ত্তমান হইলে। হে দেবগণ! আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। কি জন্য? এই যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় ফল আনিবার জন্য; অর্থাৎ যজ্ঞফল পাইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি।"

এই ভাষ্য-ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্যকার 'বামং' শব্দে 'বননীয় যজ্ঞফল' অর্থ আহরণ করিয়াছেন; আমরা 'আনুকূল্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, এ মন্ত্রের পরার্দ্ধে 'যজ্ঞিয়াসো আশিষঃ' পদদ্বয়ে যজ্ঞীয়-ফলের কথাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে স্থিত—'বামং' পদেরও যজ্ঞফল অর্থ বলিলে পুনরুক্তি হইয়া পড়ে। এ মন্ত্রের 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থে আমরা দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ বলিতে চাহি না। আমাদের মতে যে যজ্ঞ ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তির মূল, যে যজ্ঞ পরম-সুখের নিদান, সেই আত্মোদ্বোধনরূপ মানস যজ্ঞই—

এই 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' শব্দে দ্যোতনা করিতেছে। মানব, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ-জ্বালামালায় অহরহঃ সংদহ্যমান। যাহাতে এই দুঃখ নিবৃত্তি হয়, কোন কার্য্য করিলে পরমার্থ নিত্য-সুখ আনন্দ বা মুক্তি লাভ করা যায়, মানব সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই প্রযত্নপর হয়। তৎপ্রাপ্তির আশায় দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞই করুন, আর সোমযাগানুষ্ঠানই করুন, প্রকৃতপক্ষে আত্মার উদ্বোধন (তত্ত্বজ্ঞান) না হইলে—সহস্র জন্মে সহস্রবৎসরব্যাপী এই দর্শ-যাগাদিতেও সেই পরমার্থতত্ত্ব লাভ হইবে না। তাই মন্ত্রের 'অধ্বর' বা 'যজ্ঞ' পদে সেই আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের বা মানস-যজ্ঞের ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছেন—'মানব! তোমার মন অতীব চঞ্চল, অতি অসংযত। 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।' তাই পূর্ব্বে চিত্তস্থির কর, তাহার চাঞ্চল্য দূর কর, চিত্ত শুদ্ধ কর। তাহার জন্য জগদীশ্বরের করুণা প্রার্থনা কর। তার পর তোমার মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, সহস্র যজ্ঞ দ্বারাও কোনও ফল পাইবে না। অতএব, ভগবানের আনুকূল্য প্রার্থনা কর,—যজ্ঞানুষ্ঠান কর,—ভগবানের স্তব কর। করুণানিগ্রহ ভগবান তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রদান করিবেন;—তোমার অভীষ্ট বস্তু বিতরণ করিবেন। ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ বলিয়া মনে হয়।

এ মন্ত্রের আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মন্ত্রস্থ 'ঈমহে' পদ যাচ্ঞার্থক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বঃ' ও 'বামং' এই দুই পদ উক্ত ধাতুর কর্ম্ম যাচ্ঞার্থক ধাতু দ্বিকর্ম্মক ধাতু বলিয়া মন্ত্রে দুইটী কর্ম্ম-পদের নির্দ্দেশ আছে। আর 'আশিষঃ' ও 'যজ্ঞিয়াসঃ' এই দুইটী পদ দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত। ঐ দুই পদ, অধ্যাহৃত 'প্রাপ্য'—এই অসমাপিকা ক্রিয়া-পদের কর্ম্ম। (৪অ—৫ক—৫ম)।

—•—

ষষ্ঠ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ষষ্ঠ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) স্বাহা যজ্ঞং মনসঃ। (২) স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ। (৩) স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং। (৪) স্বাহা বাতাদারভে স্বাহা॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'মনসঃ' (চিত্তস্য) 'যজ্ঞং' (আত্মোদ্বোধনরূপং যাগং, মানসযজ্ঞমিত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহানামকমিব) প্রাপ্তুমর্হামীতি শেষঃ, যদ্বা—সুহুতমস্ত্বিতি ভাবঃ। অথবা, 'মনসঃ' (মনসা—চিত্তেন) 'যজ্ঞং' (দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপং, সৎকর্ম্ম) 'স্বাহা' (প্রাপ্নোমি সম্যক্ সাধয়ামীতি ভাবঃ)।

২। 'স্বাহা' (স উদ্বোধন-যজ্ঞঃ, সৎকর্ম্ম বা) 'উরোঃ' (মহতঃ, মহান্তং) 'অন্তরিক্ষাৎ' (অন্তরিক্ষলোকাৎ, অন্তরিক্ষলোকং বিশ্বং বা ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতে ইতি শেষঃ।

৩। অপিচ, 'স্বাহা' (স উদ্বোধনযজ্ঞঃ, সৎকর্ম্ম বা) 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' (ভূলোকস্বর্লোকাভ্যাং, ভূলোকস্বর্লোকৌ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতে ইতি শেষঃ।

৪। 'স্বাহা' (তং উদ্বোধনযজ্ঞং, সৎকর্ম্ম বা) 'বাতাৎ' (সত্ত্বভাবাৎ প্রবর্ত্তকত্বাদিতি ভাবঃ) 'আরভে' (তেন প্রবৃত্তো ভবামীত্যর্থঃ)। 'স্বাহা' (তৎ সিদ্ধমস্ত ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানময়ো দেবঃ উদ্বোধনরূপেণ বিরাজতে, যস্ত্রিলোকং ব্যাপ্য প্রকাশতে, তং সত্ত্বভাবেনাহং অধিগচ্ছামি ইতি ভাবঃ। মন্ত্রচতুষ্টয়মাত্মন উদ্বোধনং দ্যোতয়তি। (৪অ—৬ক—১০ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েটীতে আত্মার উদ্বোধনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।]

১। চিত্তের উদ্বোধনরূপ যজ্ঞকে যেন স্বাহার (স্বাহা নামক অগ্নির) সঙ্গ প্রাপ্ত হই। অথবা, চিত্তের দ্বারা দর্শপৌর্ণমাসাদিরূপ সৎকর্ম্ম যেন পাই। (ভাব এই যে,—আমার মানস-যজ্ঞ যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়)

২। সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ (মানস-যজ্ঞ) অথবা সৎকর্ম্ম মহৎ অন্তরিক্ষলোক (বিশ্ব) ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বভাব উপজিত হইলে বিরাট বিশ্বময়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।)

৩। সেই উদ্বোধনরূপ যজ্ঞ অথবা সৎকর্ম্ম ভূলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়। (ভাব এই,—সৎকর্ম্ম প্রভাবে দেববিভূতি অধিগত হয়)।

৪। সেই উদ্বোধন-যজ্ঞ অথবা সৎকর্ম্মকে যেন আমি সত্ত্বভাব হইতে আরম্ভ করি অর্থাৎ সত্ত্বভাব-সহযুক্ত হইয়া আমি যেন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। সেই কার্য্য (আমার মানস-যজ্ঞ) সিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে—জ্ঞানময় দেব উদ্বোধনরূপে বিরাজ করেন; যিনি স্বর্গ অন্তরিক্ষ মর্ত্ত্য—এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে যেন সত্ত্বভাবের দ্বারা অধিগত করিতে সমর্থ হই।)। (৪অ—৬ক—১০ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০৭৩৭-১০) স্বাহা যজ্ঞমিত্যঙ্গুলীর্ন্যচতে নামাহস্তয়োরেবং শেষং প্রতিমন্ত্রং মুষ্টীকৃত্বা স্বাহেত্যাদ্যা বাগ্‌যতোঽঙ্গুষ্ঠৌ তৎপরিহিতে চোৎসৃজতীতি। আদ্যমন্ত্রেণ হস্তদ্বয়-

কনিষ্ঠিকাদ্বয়ং সঙ্কোচয়তি এবমঙ্গুলিত্রয়েণাঙ্গুষ্ঠাঃ। স্বাহা বাতাদারভ ইত্যন্তমেন মুষ্টিদ্বয়ং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। স্বাহা যজ্ঞং চতুর্ণাং যজুষাং যজ্ঞো দেবতা। স্বাহা শব্দস্য নিপাতত্বেনানেকার্থত্বাদুচিতো অর্থো ব্রাহ্মণানুসারেণ গ্রাহ্যঃ। তথা হি স্বাহা যজ্ঞং মনসঃ। মনস ইতি পঞ্চমী তৃতীয়ার্থে। মনসা যজ্ঞং স্বাহা চিত্তেন যজ্ঞমভিগচ্ছামি। অত্র স্বাহা-শব্দোঽভিগমনার্থঃ॥ স্বাহোরোরন্তরীক্ষাৎ। পঞ্চমী সপ্তম্যর্থে। উরৌ বিস্তীর্ণেঽন্তরিক্ষে স্বাহা যজ্ঞঃ আশ্রিতঃ। স্বাহাশব্দো যজ্ঞার্থোঽতঃ প্রভৃতি। স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং। দ্যাবা পৃথিব্যোঃ স্বাহা যজ্ঞঃ শ্রিতঃ লোকত্রয়ব্যাপী যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। স্বাহা বাতাদারভে। বাতাদ্বায়ুপ্রসাদাৎ স্বাহা যজ্ঞমারভে প্রবর্ত্তয়ামি। বায়োঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। স্বাহা যজ্ঞ এবং সিদ্ধ ইতি শেষঃ॥ (৪অ ৬ক ১-৭ম)।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ করতঃ দুই হস্তের দুই কনিষ্ঠা অঙ্গুলীকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, এবং অন্য তিন মন্ত্র উচ্চারণে অন্য অঙ্গুলী সঙ্কুচিত করিতে হইবে। শেষে পুনরায় চতুর্থ-মন্ত্র-পাঠে মুষ্টিদ্বয় বদ্ধ করিতে হয়।

প্রচলিত ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ প্রতীতি হয়, তাহা এই,—

(১) "চিত্তের দ্বারা আমি যজ্ঞে অভিগত হইতেছি; (২) বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে যজ্ঞ আশ্রিত; (৩) স্বর্গ ও পৃথিবীতে যজ্ঞ আশ্রিত, অর্থাৎ যজ্ঞ ত্রিলোকব্যাপী (৪) (বায়ু সর্ব্ব-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়া) বায়ুর প্রসাদে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সেই যজ্ঞ এইরূপে সিদ্ধ হয়।" এক্ষণে আমরা যে দিক দিয়া যেভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত করিয়াছি, এতদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। 'স্বাহা' শব্দে নিপাত বুঝায়। নিপাত নানা অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের 'স্বাহা' (নিপাত শব্দ) দ্বারা নানা অর্থই প্রকটিত হইতেছে। ইহা মহীধর-পাদের ভাষ্যেও পরিব্যক্ত হইয়াছে। তদনুসারে 'স্বাহা' পদে আমরাও নানা অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার প্রথম মন্ত্রস্থ 'স্বাহা' পদের 'অভিগচ্ছামি' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরা এস্থলে প্রসিদ্ধ (অগ্নির স্ত্রী) অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। লোকে যেমন অগ্নি বা অগ্নির স্ত্রী স্বাহাকে প্রাপ্ত হয়, আমরাও সেইরূপ যেন চিত্তের (আত্মার) উদ্বোধন-রূপ যজ্ঞ লাভ করি; অর্থাৎ আমাদের অনুষ্ঠিত মানস-যজ্ঞ যেন সুসম্পন্ন হয় এবং তাহার ফলে যেন ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিতে সমর্থ হই। এইরূপ ভাব প্রথম মন্ত্রে দ্যোতনা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। দর্শপৌর্ণমাস বা সোমযাগ হইতে আত্মার বা মনের উদ্বোধন-যজ্ঞ যে সকলেরই আবশ্যক, ইহা সর্ব্বানুমোদিত। বেদমন্ত্রের সেইরূপ ভাবই সঙ্গত বিবেচনা হয়। অর্থান্তরে 'মনসঃ' এখানে তৃতীয়া স্থানে পঞ্চমী।

এই কণ্ডিকার 'স্বাহা' অন্যান্য পদও সমস্যা-সংশয়ের কারণ এবং বিচারের বিষয়। ঐ পদের অর্থ-সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইলে, মন্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ আপনিই হইয়া আসে। দ্বিতীয়, তৃতীয়

চতুর্থ মন্ত্রস্থ 'স্বাহা' শব্দের 'যজ্ঞ' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বলি—শুধু যজ্ঞ কেন, 'সৎকর্ম্ম মাত্রই' ঐ 'স্বাহা' পদে দ্যোতনা করিতেছে এই যজ্ঞ—সাধারণ সোমযাগাদি যজ্ঞ নহে; আত্মার 'উদ্বোধন-যজ্ঞই' এই 'স্বাহা' পদের প্রতিপাদ্য। তাহাতে উদার সার্ব্বজনীন ভাব অভিব্যক্ত হয়। উদ্বোধন তো তত্ত্বজ্ঞান! তাহা কি অন্তরিক্ষ, কি পৃথিবী, কি স্বর্গ সকল বিষয়েই হইতে পারে। তাই মন্ত্র বলিতেছেন, 'স্বাহোরোরন্তরিক্ষাৎ' 'স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং'। 'স্বাহা' শব্দে 'সৎকর্ম্ম' অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনও অসঙ্গতি হয় না সৎকর্ম্মের প্রভাব—সৎকর্ম্মের বিকাশ, স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরিক্ষ কোথায় না প্রতিভাত হয়? তাই আমরা 'অন্তরিক্ষাৎ' ও 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' স্থলে ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী বিভক্তি স্বীকার করিয়া 'অন্তরিক্ষং ব্যাপ্য' 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ ব্যাপ্য' এইরূপ অর্থ প্রকটিত করিয়াছি। বায়ু যেমন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সত্ত্বভাবও সেইরূপ উদ্বোধনের (যজ্ঞের) সাধক; তাই আমরা চতুর্থ মন্ত্রস্থ 'বাত' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ আমনন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বলিবেন কি বা দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে, আর কি বা উদ্বোধন-যজ্ঞে সকল যজ্ঞেরই মূল সত্ত্বভাব জ্ঞান বা ভক্তি লাভ।

এক্ষণে চতুর্থ মন্ত্রের দ্বিতীয় 'স্বাহা' পদের অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। ভাষ্যকার এই 'স্বাহা' পদেরও 'যজ্ঞ' অর্থ নির্দ্ধারিত করিয়া 'এবং সিদ্ধঃ' এই দুই পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদ অধ্যাহৃত না করিয়া, 'স্বাহা' পদেরই 'সিদ্ধ হউক' অর্থ আমনন করিয়াছি। নিপাত-অব্যয় শব্দ নানা অর্থ দ্যোতনা করে। সুতরাং এইরূপ একটা সঙ্গত অর্থ বলা অসঙ্গত হইবে না। ফলে, চতুর্থ মন্ত্রের ভাবার্থ হইল, 'আমাদের হৃদয়ে যে একটু সত্ত্বভাবের সমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা যেন আমরা আত্মোদ্বোধন-কার্য্যে অথবা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি। আমাদের সেই কার্য্য সিদ্ধ হউক।' (৪অ—৬ক ১৪ম)।

— • —

সপ্তম কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। সপ্তম কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(২) মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(৩) দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(৪) সরস্বত্যৈ পূষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা।

(৫) আপো দেবীর্বৃহতীর্বিশ্বশম্ভুবো দ্যাবাপৃথিবী উরো অন্তরিক্ষ।

বৃহস্পতয়ে হবিষা বিধেম স্বাহা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

১। 'আকূত্যৈ' (আত্মোদ্বোধনং করিষ্যামীত্যেবম্বিধায় সঙ্কল্পায় তৎসিদ্ধ্যর্থমিতি ভাবঃ, অনুষ্ঠীয়মানমানসযজ্ঞপূর্ণার্থমিতি যাবৎ) 'প্রযুজে' (সঙ্কল্পসিদ্ধৌ প্রকর্ষেণ যোজয়তে, প্রেরয়তে ইত্যর্থঃ, সিদ্ধিদাত্রায় ইতি ভাবঃ) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু)।

২। 'মেধায়ৈ' (ভগবদ্ধারণাশক্তয়ে, তৎপ্রাপ্ত্যর্থমিতি ভাবঃ) 'মনসে' (মনোঽধিষ্ঠাত্রে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু)।

৩। 'দীক্ষায়ৈ' (ব্রতনিয়মায়, সৎকর্ম্মনিবহায় – তৎসিদ্ধ্যর্থমিতি ভাবঃ) 'তপসে' (তপঃস্বরূপায় সৎকর্ম্মশরীরায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (ইদং সত্ত্বং সমর্পিতমস্তু)।

৪। 'সরস্বত্যৈ' (বাচে, বাক্‌সিদ্ধয়ে ইতি ভাবঃ) 'পূষ্ণে' (বাগিন্দ্রিয়পোষকায়) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানদেবায়) 'স্বাহা' (মদীয়মিদং সত্ত্বভাবং সমর্পিতমস্তু)।

৫। 'আপঃ' (হে অপামধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' (দ্যাবাপৃথিব্যাবধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'অন্তরিক্ষ' (অন্তরিক্ষাধিষ্ঠাত্র্যঃ) 'উরো' (মহত্যঃ) 'বৃহতীঃ' (বৃহত্যঃ, বিশ্বব্যাপিকাঃ) 'বিশ্বশম্ভুবঃ' (সকলসুখজনয়িত্র্যঃ) দেবীঃ' (হে দেবশক্তয়ঃ!) যুষ্মভ্যং, 'বৃহস্পতয়ে' (দেবাধিদেবায়) 'হবিষা' (হবিঃ, হৃদ্গতং সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ, ভক্তিসুধামিতি ভাবঃ) 'বিধেম' (দদ্মঃ) বয়মিতি শেষঃ। 'স্বাহা' (তৎ ভগবৎপ্রীতিং জনয়তু ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকা ইমে মন্ত্রাঃ। (৪অ—১ক – ১-৫ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রপঞ্চক প্রার্থনা-মূলক।

১। 'আত্মার উদ্বোধন করিব' এইরূপ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য (আমার অনুষ্ঠিত মানস-যজ্ঞ পরিপূরণার্থ) সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রযোজক (অথবা সিদ্ধিদাতা) সেই জ্ঞানদেবের উদ্দেশে আমার এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক।

২। ভগবদ্-বিষয়ে ধারণা-শক্তি লাভের জন্য, মনের অধিষ্ঠাতা সেই জ্ঞানদেবের উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক।

৩। ব্রত নিয়ম অর্থাৎ সৎকর্ম্মসমূহ সিদ্ধির জন্য তপঃস্বরূপ সেই জ্ঞানদেবের উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক।

৪। বাক্‌সিদ্ধির জন্য, বাগিন্দ্রিয়পোষক সেই জ্ঞানদেবের উদ্দেশে (আমার) এই সত্ত্বভাব সমর্পিত হউক।

৫। হে জলের অধিষ্ঠাত্রী! হে স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিষ্ঠাত্রী! হে অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাত্রী! হে মহান্! হে বিশ্বব্যাপক! হে সকলসুখ-জননী! হে দেববিভূতিসমূহ! তোমাদিগকে ও দেবাদিদেবকে আমরা এই আমাদিগের হৃদয়গত সত্ত্বভাব দান করিতেছি। ইহা (সেই সত্ত্বভাব) তোমাদিগের প্রীতিপ্রদ হউক। (৪অ—৭ক—১-৫ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

অতঃ পরং ষড়ৌদগ্রভণহোমমন্ত্রাঃ। চতুর্ণামগ্নির্দ্দেবতা। (কা০ ৭।৩।১৬) ঔদগ্রভণানি জুহোতি স্থাল্যাঃ স্রুবেণাকূত্যা ইতি প্রতিমন্ত্রামতি। আকূত্যৈ প্রযুজেঽগ্নয়ে স্বাহা। অগ্নয়ে বহ্নিদেবায় স্বাহা সুহুতমিদমস্তু। কিম্ভূতায়াগ্নয়ে। আকূত্যৈ প্রযুজে। যজ্ঞং করিষ্যামীত্যেবংবিধো মানসঃ সংকল্প আকূতিঃ তস্যৈ তৎসম্পূর্ত্ত্যৈ। প্রযুজে প্রযুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রযুক্ তস্মৈ। সঙ্কল্পসিদ্ধৌ নির্বিঘ্নং প্রেরয়তে ইত্যর্থঃ। ইতি প্রথমো মন্ত্রঃ॥ মেধায়ৈ মনসেঽগ্নয়ে স্বাহা। শ্রুতগ্রন্থস্যাধারণশক্তির্ম্মেধা তৎসিদ্ধ্যর্থং মনসে মদীয়মনোঽভিমানিনেঽগ্নয়ে স্বাহা সুহুতমস্তু। বিদ্যাধারণশক্তির্হি মনসঃ স্বাস্থ্যে সত্যেব ভবতি। ইতি দ্বিতীয়ঃ। জপতি। দীক্ষায়ৈ তপসেঽগ্নয়ে স্বাহা। ব্রতনিয়মো দীক্ষা তৎসিদ্ধ্যর্থং মদীয়শারীরতপোঽভিমানিনেঽগ্নয়ে স্বাহা। নিয়মসংরক্ষণং তপসৈব ভবতি। ততস্তপোদাত্রে ইত্যর্থঃ। ইতি তৃতীয়ঃ। সরস্বত্যৈ পুষ্ণেঽগ্নয়ে স্বাহা। মন্ত্রোচ্চারণশক্তিঃ সরস্বতী তৎসিদ্ধ্যর্থং পূষ্ণে পুষ্ণাতীতি পূষা তস্মৈ বাগিন্দ্রিয়পোষকায়াগ্নয়ে হুতমস্তু। ইতি চতুর্থঃ॥ আপো দেবীঃ। লিঙ্গোক্তদেবতা বিরাট্। যস্যা একাদশাক্ষরাস্ত্রয়ঃ পাদাঃ সা বিরাট্। দশকাস্ত্রয়ো বিরাড়েকাদশকা বেত্যুক্তেঃ। অত্র ২থমো দ্বাদশার্ণস্তেনৈকাধিকা। হে আপঃ, হে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ হে উরো বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ, যুষ্মভ্যং বৃহস্পতয়ে চ হবিষা বিধেম হবির্দদ্মঃ। দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া। বিধাতুর্দ্দানকর্ম্মা। স্বাহা সুহুতমস্তু। কিম্ভূতাঃ আপঃ। দেবীঃ দেব্যো দ্যোতমানাঃ। বৃহতীঃ বৃহত্যঃ প্রভূতাঃ। উভয়ত্র পূর্ব্ব-সবর্ণঃ। বিশ্বশম্ভুবঃ বিশ্বস্য জগতঃ শং সুখং ভাবয়ন্তি জনয়ন্তি বা বিশ্বশম্ভুবঃ। ইতি পঞ্চমো মন্ত্রঃ॥ ৭॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

প্রথম দৃষ্টিতে এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটী সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ভাবধারে বড়ই প্রয়াস পাইতে হয়। অগ্নির বিশেষণ-পদগুলি বিশেষ সংশয়-সমস্যা উৎপাদন করে। ভাষ্যে দৃষ্ট হয়—এই মন্ত্র-পাঁচটী হোমকার্য্যে প্রযুক্ত। প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণে স্রুবের দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হয়।

প্রচলিত ভাষ্য অনুসারে এ মন্ত্র-পাঁচটীতে যে অর্থ উপলব্ধ হয়, তাহার একটু পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে; যথা,—

(১) 'যজ্ঞ করিব' এইরূপ মানস-সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সেই সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রযোজক অগ্নিদেবের উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক।

(২) মন্ত্রে ও তন্ত্রে ধারণাশক্তি-সিদ্ধির জন্য মনোঽভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক।

(৩) ব্রতনিয়ম-সিদ্ধির নিমিত্ত মদীয় শারীরতপোঽভিমানী অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক।

(৪) মন্ত্রোচ্চারণশক্তি-সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়পোষক অগ্নিদেবের উদ্দেশে (ইহা) সুহুত হউক।

(৫) হে জলরাশি! হে দ্যাবাপৃথিবী! হে বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ! তোমাদিগকে এবং বৃহস্পতিকে হবিঃ দান করিতেছি। তাহা সুহুত হউক। কিরূপ জলরাশি! স্রোতমানা, প্রভূতা এবং জগতের সুখজনিকা।

আমরা যে মন্ত্রার্থ আমনন করিয়াছি তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলেই উপলব্ধি হইতে পারিবেই। এক্ষণে তাহার সঙ্গতির বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

ভাষ্যকার প্রথম চারি মন্ত্রস্থ 'অগ্নি'-শব্দে সাধারণ অগ্নিকেই অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে জ্ঞানাগ্নিকে (জ্ঞানদেবকে) লক্ষ্য করিয়াছি। কারণ সোম-যাগ বা দর্শপৌর্ণমাস যাগের লৌকিক হোমাগ্নি কেবল হবিদ্রব্য ভস্মসাৎ করেন। আর জ্ঞানাগ্নি মানবের কৃত সকল কর্ম্মের ক্ষয় বিধান করিয়া থাকেন—'জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।'' আমরা মনে করি, যে ফল কামনা করিয়া যদুদ্দেশে যাহাই অর্পিত হউক না কেন, তাহা সকলই সেই জ্ঞানদেব ভগবানে গিয়া পৌঁছায়। সুতরাং এই উদার সার্ব্বজনীন ভাব গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। মন্ত্র যে কার্য্যেই বিনিযুক্ত হউক তাহার অর্থ উদার ও সঙ্কীর্ণতাহীন হওয়াই সঙ্গত। এস্থানেও এ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রস্থ 'আকূত্যৈ' পদে, তদনুসারে 'উদ্বোধন (তত্ত্বজ্ঞান) যজ্ঞ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। মেধা (১ম মন্ত্রস্থ) ও দীক্ষা (২য় মন্ত্রস্থ) শব্দেও সেইরূপ ভাব নিষ্কাশিত করা হইয়াছে। মেধা—ভগবদ্-বিষয়ক ধারণা-শক্তি। দীক্ষা ব্রতনিয়ম

অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-নিবহ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে সাধকের ক্রমোন্নতির ভাব দ্যোতিত হইতেছে। প্রথমে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প (মানস-ইচ্ছা) জন্মে, পরে তদ্বিষয়ের ধারণা (পুনঃপুনরনুশীলন দৃঢ়তা) হয় ; শেষে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান। এখানে 'আকূত্যৈ' 'মেধায়ৈ' ও 'দীক্ষায়ৈ' পদত্রয়ে মন্ত্রে সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। ভগবান (জ্ঞানদেব) সর্ব্বময়,—বিশ্বাত্মা এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। যিনি (সাধক) যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করেন, উপাসনা করেন, যে অভীষ্ট-ফল কামনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে (সাধককে) সেই ভাবে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সাধক গাহিয়াছেন—"যে ভাবে যে ভাব সে ভাবে তারে, তার হে কৃপাময় এ ভব তুস্তরে।" এক্ষেত্রেও 'প্রযুজে' 'মনসে' ও 'তপসে'—অগ্নির এই বিশেষণপদত্রয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সাধক সাধনার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই (হৃদ্‌গত সত্ত্বভাব - ভক্তি জ্ঞান) 'স্বাহা' বলিয়া ভগবানে অর্পণ করিতেছেন। ভাষ্যকার 'স্বাহা' পদের 'সুহুতমস্তু' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন ; কিন্তু কি সুহুত হইবে, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। মনে হয়—হোম-কার্য্যে মন্ত্র প্রযুক্ত বলিয়া 'হবিঃ' (ঘৃতাদি) ভাষ্যকারের আহুতির (স্বাহা পতিপাদ্যে) কর্ম্মরূপে লক্ষিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে বাকসংযম বাক্‌সিদ্ধির জন্য বাগিন্দ্রিয়পোষক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে। ভাষ্যকারও সেই ভাবই অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

পঞ্চম মন্ত্রে জল-স্থল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অন্তরিক্ষ—সর্ব্বত্র ভগবানের বিভূতি-দর্শন, ভগবানের সত্তা উপলব্ধি ও তাঁহাদিগের উদ্দেশে নিজের সত্তা বিনিয়োগের ভাব প্রকাশিত হইতেছে। আমরা 'জল' 'স্বর্গ' 'মর্ত্ত্য' ও 'অন্তরিক্ষ' অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সেই পদে তত্তদধিষ্ঠাতৃ 'দেব' বা দেববিভূতি—এইরূপ অলৌকিক অর্থ স্বীকার করিয়াছি। অলৌকিক দেবের সঙ্গে লৌকিক পদার্থের সম্বন্ধ যোজনা না করাই সঙ্গত মনে হয়। সেইজন্য 'উরো' ও 'অন্তরিক্ষ' স্থলে বচনব্যত্যয় (বহুবচন স্থানে একবচন) স্বীকার করা হইয়াছে। আর 'বৃহতাং দেবানাং পতিঃ' এই সমাসমূলে 'বৃহস্পতি' পদে বোধিদেব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আর কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। আমাদের ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

তবে এই পঞ্চম মন্ত্রের অন্তর্গত আপঃ, দ্যাবাপৃথিবী, উরো, অন্তরিক্ষ, বৃহতীঃ, বিশ্বশম্ভুবঃ প্রভৃতি পদ সেই একই 'দেবীঃ' পদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলে, মন্ত্রার্থের অধিকতর সঙ্গতি হইত বলিয়াই মনে হয়। তাহাতে বুঝাইত—সেই দেবীগণ কেমন? তাঁহারা 'আপঃ' অর্থাৎ স্নেহসত্ত্বভাবাদিরূপে প্রকাশমানা। তাঁহারা 'দ্যাবাপৃথিবীঃ' অর্থাৎ স্বর্গস্থ ও জগতস্থ সত্ত্বভাবনিবহের অভ্যন্তরবর্ত্তী ; ইত্যাদি। এইরূপে এক এক বিভূতির মধ্য দিয়া তাঁহারা 'বিশ্বশম্ভুবঃ' অর্থাৎ সংসারের সুখজনয়িত্রী হইয়া বিদ্যমান্ আছেন মনে করিলে, মন্ত্রার্থ অধিকতর সরল ও সঙ্গত হইত। তাহাতে ভাব দাঁড়াইত,—'সেই যে দেবীগণ বা দেববিভূতিসমূহ, তাঁহাদিগকে আমরা আমাদিগের সত্ত্বভাবসমূহ প্রদান করিতেছি ;

অর্থাৎ সকল বস্তুতে সকল কার্য্যে আমরা সত্যের অনুসরণ করিতেছি।' এই ভাবই প্রকৃষ্ট ভাব নহে কি ? * (৪অ—৭ক—১-৫ম)।

— * —

অষ্টম কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। অষ্টম কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

বিশ্বো দেবস্য নেতুর্ম্মর্ত্তো বুরীত সখ্যং।

বিশ্বো রায় ইষুধ্যতি দ্যুম্নং বৃণীত পুষ্যসে স্বাহা। ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বঃ' (সর্ব্বঃ) 'মর্ত্ত্যঃ' (মনুষ্যঃ) 'নেতুঃ' (ফলপ্রাপকস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, লীলাময়স্য ভগবতঃ) 'সখ্যং' (সাহায্যং, আনুকূল্যং) 'বুরীত' (প্রার্থয়তে); 'বিশ্বঃ' (সর্ব্বো জনঃ) 'রায়ে' (ধনায়, জ্ঞানধনায়, পরমধনলাভায়) 'ইষুধ্যতি' (দেবং প্রার্থয়তে), 'পুষ্যসে' (পোষণায়, সত্ত্বভাবলাভায়) 'দ্যুম্নং' (দ্যোতিতং যশোঽন্নং, সত্ত্বভাবং বা) 'বৃণীত' (প্রার্থয়তে); 'স্বাহা' (এষা প্রার্থনা সিধ্যতু, অস্মদনুষ্ঠিতং যজ্ঞং সুহুতমস্তু ইতি ভাবঃ)। ভগবন্মহিমাপ্রকাশকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৪অ—৮ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকায় মন্ত্রটী ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।]

সকল মনুষ্য, ফলদাতা সেই ভগবানের সাহায্য (আনুকূল্য) প্রার্থনা করেন। সকল জনই ধনের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানধনের জন্য (পরমধন লাভের নিমিত্ত) ভগবানকে প্রার্থনা করেন। পুষ্টির জন্য (সত্ত্বভাব-লাভের নিমিত্ত) দীপ্তিশালী যশঃ, অন্ন অথবা সত্ত্বভাব প্রার্থনা করেন। 'স্বাহা' অর্থাৎ আমাদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ হউক (অথবা আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক।)। (৪অ—৮ক—১ম)।

---

* এই মন্ত্রে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় মূলের পদে 'দ্যাবাপৃথিবী' স্থলে 'দ্যাবাপৃথিব্যো' এবং 'দেবীঃ' স্থলে 'দেব্যঃ' লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠকগণ ঠিক করিয়া লইবেন।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

অথ ষষ্ঠঃ। সবিতৃদেবত্যাস্তুষ্টুপ্ স্বস্ত্যাত্রেয়দৃষ্টা। বিশ্বো মর্ত্তাঃ সর্ব্বো মনুষ্যো নেতুঃ ফলপ্রাপকস্য দেবস্য দানাদিগুণযুক্তস্য সবিতুঃ সখ্যং সখিভাবং বুরীত বৃণুতে প্রার্থয়তে। বৃঞ্ বরণেঽস্মাল্লিঙি তঙি প্রথমৈকবচনে ব্যত্যয়েন শপো লুকি উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেতি (পা০ ৭।১।১০২) কৃত্ত উদাদেশঃ। কিং চ বিশ্বঃ সর্ব্বো জনো রায়ে ধনায় ইষুধ্যতি সবিতারং প্রার্থয়তে। ইষুধ্যতির্যাচ্ঞাকর্ম্মসু পঠিতঃ (নিঘ০ ৩।১৯।১৪)। কিং চ দ্যুম্নং দ্যোতিতের্যশো বান্নং বা বৃণীত প্রার্থয়তে। কিমর্থং? পুষ্যসে পোষায় স্বপ্রজাপালনায়। পুষেস্তুমর্থে অসে প্রত্যয়ঃ। যঃ ইত্থম্ভূতঃ সবিতা তস্মৈ স্বাহা। ইতি ষষ্ঠ ঔদগ্রভণমন্ত্রঃ। সমাপ্তাঃ। ৭।

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এ মন্ত্রের ভাবার্থ বিষয়ে প্রচলিত ভাষ্যের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতদ্বৈধ ঘটে নাই। তবে দুই তিনটী পদের অর্থ বিষয়ে একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-দৃষ্টে ও প্রচলিত ভাষ্য-দৃষ্টে সে বিষয়ে সহজেই অনুমিত হইবে।

প্রচলিত ভাষ্যানুসরণে যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহার মর্ম্ম প্রদান করা হইল। সেই অর্থটী এই,—"সকল মনুষ্য ফলপ্রাপক ও দানাদিগুণযুক্ত সবিতার সখিভাব (সখ্য) প্রার্থনা করেন; এবং সকল ব্যক্তিই ধনের জন্য সবিতাকে প্রার্থনা করেন ও যশ বা অন্ন তাঁহার নিকট কামনা করেন। কি জন্য? প্রজাপালনের জন্য। যিনি এইরূপ সবিতা, তাঁহার উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক।"

ভাষ্য-দৃষ্টে প্রতীত হয়;—এই কণ্ডিকার এই মন্ত্রটি ঔদগ্রভণ হোম-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রটীকে মুক্তিপথের একটী স্তর বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। মন্ত্র ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে; বলিতেছে,—'ভগবান্ লীলাময়। তাঁহার লীলাচক্রে এই জগৎ আবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি মুক্তির প্রধান সহায়। এই বিশ্ববাসী মানব তাঁহার সাহায্য-করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। ধনার্থী ধন কামনা করিতেছেন জ্ঞানার্থী জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছেন, আবার যশপ্রার্থী যশঃ চাহিতেছেন। যিনি সাত্ত্বিক হইতে ইচ্ছুক, তিনি সত্ত্ব-শান্তি ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান সর্ব্বাভীষ্টপূরক। চাওয়ার মত চাহিতে পারিলে, তিনি সকলের সকল কামনাই পূর্ণ করেন।' মন্ত্রে এইরূপে লীলাময়ের লীলা-মহিমা ঘোষিত হইয়াছে।

যে কয়টী পদের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে 'দেবস্য' পদের 'দানাদিগুণযুক্তস্য সবিতুঃ' প্রভৃতি অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। সে অর্থও অসঙ্গত নহে। পরন্তু 'দেব' শব্দের মূল দিব্ ধাতুতে 'ক্রীড়া' অর্থ অভিহিত হয়। তদনুসারে এখানে আমরা 'লীলাময়' অর্থ গ্রহণ করিতেছি। লীলা ও ক্রীড়া এক পর্য্যায়ক শব্দ। যাঁহার লীলায় এ জগৎ

পরিচালিত, তাঁহার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা সঙ্গত। 'সখা' শব্দে সখিত্বভাব বা সাহায্য এক অভিন্ন ভাবই দ্যোতিত হয়।

ভাষ্যকার 'ইষুধাতি' পদের যে 'যাচ্ঞার্থ' অভিহিত করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। এখন মন্ত্রের শেষ 'স্বাহা' পদের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যে ঐ পদের কোনও অর্থ প্রকাশিত দেখা যায় না। আমরা ঐ পদে 'এষা প্রার্থনা সিধ্যতু' 'আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা সিদ্ধ হউক' অথবা 'অস্মদনুষ্ঠিতং যজ্ঞং সুহুতমস্তু' অর্থাৎ 'আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সুসম্পন্ন হউক'—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। স্বাহা-শব্দে নিপাত বুঝায়। তাহা হইতে সকল অর্থ-ই গৃহীত হইতে পারে। মন্ত্রের পূর্ব্বাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। 'স্বাহা' বলিয়া তাহার সিদ্ধি কামনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের এই ভাবই সুসঙ্গত বলিয়া মনে করি। (৪অ ৮ক ১ম)।

—•—

নবম কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। নবম কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ঋক্সাময়োঃ শিল্পে স্থস্তে বামারভে তে মা পাতমাস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ।

(২) শর্ম্মাসি শর্ম্ম মে যচ্ছ নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে দেববিভূতিদ্বয়! (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশকৌ অশ্বিনৌ ইতি ভাবঃ) যুবাং 'ঋক্সাময়োঃ' (তন্নামকবেদয়োঃ, যদ্বা—নিখিলশুদ্ধসত্ত্বানামিতি ভাবঃ) 'শিল্পে' (শিল্পকারিণৌ, অভিব্যঞ্জকৌ, প্রদাতারৌ ইতি ভাবঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); 'তে' (তৌ প্রসিদ্ধৌ) 'বাং' (যুবাং) 'আরভে' (আরাধয়ামি); অপিচ 'তে' (তথাবিধৌ যুবাং) 'অস্য' (আরব্ধস্য) 'যজ্ঞস্য' (আত্মোদ্বোধনরূপস্য কর্ম্মণঃ) 'আ উদৃচঃ' (সমাপ্তিপর্য্যন্তং) 'মা' (মাং) 'পাতং' (রক্ষতং)। দেব-দেববিভূত্যোরভেদাৎ দেববিভূতিরপি দেবত্বাভিব্যঞ্জকঃ; অতঃ সমারাধিতঃ সন্ আত্মোদ্বোধনপর্য্যন্তং মাং রক্ষতু ইতি ভাবঃ।

(২) হে দেব! ত্বং 'শর্ম্ম' (মঙ্গলময়ঃ, পরমসুখপ্রদাতা) 'অসি' (ভবসি); 'মে' (মহ্যং) 'শর্ম্ম' (সুখং মঙ্গলমিতি যাবৎ) 'যচ্ছ' (দেহি); 'তে' (তুভ্যং) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু); 'মা' (মাং) 'মা হিংসীঃ' (ন হিংস্যাঃ, ন বিরূপো ভবঃ, মাং পরিত্রায়স্ব ইতি ভাবঃ) মন্ত্রদ্বয়ঃ প্রার্থনাভাবং প্রকটয়তি। (৪অ—৯ক—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটী প্রার্থনার ভাব প্রকটিত করিতেছে ।]

(১) হে দেববিভূতিদ্বয় (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি নাশক অশ্বিনীদ্বয়) আপনারা ঋক্ ও সাম বেদের (অথবা নিখিল শুদ্ধসত্ত্বভাবের) শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক হয়েন ; সেই প্রসিদ্ধ (সাধকগণের অনুভূত) আপনাদিগের দুই জনকে আরাধনা করি ; আপনারা আমাদিগের এই আরব্ধ আত্মোদ্বোধন-যজ্ঞের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—দেবতা আর দেববিভূতি অভিন্ন ; সুতরাং আপনারা দুই জনও বেদের অভিব্যঞ্জক ; অর্থাৎ নিখিল শুদ্ধ-সত্ত্বপ্রদাতা আপনারা আমাদিগের কর্তৃক আরাধিত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন)।

(২) হে দেব। আপনি মঙ্গলময় ও পরমসুখপ্রদাতা ; আপনি আমাকে সুখ অর্থাৎ মঙ্গল প্রদান করুন। আপনাকে নমস্কার করি। আমাকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমার প্রতি নিরূপ হইবেন না ; আমাকে পরিত্রাণ করুন। (৪অ—৯ক—১-২ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৩।২৩) কৃষ্ণাজিনয়োঃ সন্ধিমালভত ঋক্সাময়োরিতীতি। কৃষ্ণাজিনে দেবতে। হে কৃষ্ণাজিনগতে শুক্লকৃষ্ণরেখে যুবামৃক্সাময়োঃ শিল্পে স্থঃ ঋগভিমানি-সামাভিমানিদেবতয়োঃ সম্বন্ধিনী শিল্পে চাতুর্য্যে তদ্রূপে স্তথঃ। যদ্বৈ প্রতিরূপং তচ্ছিল্পমিতি শ্রুতেঃ। (৩।২।১৫) তে বাং তথাবিধে যুবামারভে অহং স্পৃশামি। তে মা পাতং তথাবিধে যুবাং মা মাং পালয়তং। কিয়ন্তং কালমিতি চেত্তদাহ। অস্য যজ্ঞস্য আ উদৃচঃ উত্তমা চরমা ঋগুদৃক্ তস্যা উদৃচঃ আ তৎপর্য্যন্তং। পঞ্চম্যপাঙ্ পরিভিরিতি (পা০ ২।৩।২০) পঞ্চমী। এতদ্যজ্ঞপরিসমাপ্তিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। ঋক্সামাভিমানিন্যৌ দেবতে দেবানাং যজ্ঞার্থং স্থিতে সত্যৌ কেনাপি নিমিত্তেন কৃষ্ণমৃগরূপং কৃত্বা দেবেভ্যঃ পলায্য দূরে। কৃত্বাপ্যতিষ্ঠতাং তন্মৃগচর্ম্মণি যচ্ছুক্লং তদৃচো রূপং, যৎ কৃষ্ণং তৎ সাম্নো রূপং। তদুক্তং তিত্তিরিণা (৬।১।৩) ঋক্সামে বৈ দেবেভ্যো যজ্ঞার্থং তিষ্ঠমানে কৃষ্ণমৃগরূপং কৃত্বাপক্রম্যা-তিষ্ঠতামেব যা ঋচো বর্ণো যচ্ছুক্লং কৃষ্ণাজিনমস্তৈ সাম্নো যৎকৃষ্ণমিতি। (কা০ ৭।৩।২৪) দক্ষিণজানুমারোহতি শর্ম্মাসীতি। হে কৃষ্ণাজিন ত্বং শর্ম্ম শরণমসি। অতো মে মহ্যং শর্ম্ম শরণং যচ্ছ দেহি। স্বকীয়ত্বেন স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। তে তুভ্যং কৃষ্ণাজিনায় নমোঽস্তু। মা মাং যজমানং মা হিংসীঃ মা জহি। (৪অ—১ক-১-২ম)।

* . *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

ভাষ্য-দৃষ্টে বুঝা যায়, এই কণ্ডিকার মন্ত্র দুইটী দুই বিভিন্ন কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। প্রথম মন্ত্র উচ্চারণে কৃষ্ণাজিনদ্বয়ের সন্ধি-স্থান স্পর্শ করিতে হয়। দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ জানুর (হাঁটুর) দ্বারা কৃষ্ণাজিনের উপর আরোহণ করিতে হয়। তাই মনে হয়—মন্ত্র দুইটী কৃষ্ণাজিন সম্বন্ধে পঠিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার সম্বোধনরূপে 'কৃষ্ণাজিন' পদ অধ্যাহৃত করিয়াছেন। আমরা বলি, মন্ত্র যে কার্য্যেই পঠিত হউক, তাহার ভাব উদার বিশ্বজনীন। কর্ম্মকাণ্ডে কৃষ্ণাজিন সম্বোধ্য হইলেও, মন্ত্রদ্বয়ের মূল লক্ষ্য সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। প্রার্থনা - ভববন্ধনমোচনমূলক।

ভাষ্যের অনুসরণে এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই,—

(১) 'হে কৃষ্ণাজিনস্থ শুক্ল ও কৃষ্ণ রেখা! তোমরা দুইজন, ঋগভিমানী ও সামাভিমানী দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধে চাতুর্য্যরূপী হইয়া থাক। তাদৃশ তোমাদের দুই জনকে আমি স্পর্শ করিতেছি। তথাবিধ তোমরা (দুই জন) আমাকে পালন কর। কত কাল পর্য্যন্ত? এই যজ্ঞের চরম ঋক্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই যজ্ঞ পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত।

(ঋক্ ও সাম বেদাভিমানী দেবদ্বয় দেবগণের যজ্ঞার্থ উপস্থিত হওয়ার পর কোনও কারণে কৃষ্ণমৃগরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ দূরে কোনও স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন। সেই মৃগের চর্ম্মে যে শুক্ল বর্ণ বিদ্যমান, তাহা ঋক্-স্বরূপ, আর যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সামস্বরূপ)।

(২) হে কৃষ্ণাজিন। তুমি শর্ম্ম অর্থাৎ শরণ হইয়া থাক; অতএব আমাকে শর্ম্ম (কুশল) প্রদান কর। তোমাকে (কৃষ্ণাজিনকে) নমস্কার। আমাকে (যজমানকে) হিংসা করিও না।"

আমরা যে পথে যে দিক্ দিয়া মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, আমাদের অর্থানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলে, তাহা প্রতীয়মান হইবে। আমরা মনে করি—এ মন্ত্র-দুইটী প্রার্থনার ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'স্থঃ' এই দ্বিবচনান্ত ক্রিয়াপদে দ্বিবচনান্ত কর্তৃপদ দ্যোতনা করিতেছে। তদনুসারে দেববিভূতি অশ্বিদ্বয়কে (আধিব্যাধি নাশক দেবদ্বয়কে) আমরা সম্বোধ্য মনে করিয়াছি। তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'মা পাতমাস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ'; অর্থাৎ, আমার এই আরব্ধ উদ্বোধন যজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন; অর্থাৎ হে বহিরন্তর্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! যাহাতে এই ব্যাধিদ্বয় উদ্বোধন যজ্ঞকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, আপনারা তাহাই করুন। আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি (পীড়া) বিনাশ করুন।'

সেই দেববিভূতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপ? 'ঋক্সাময়োঃ শিল্পে' অর্থাৎ ঋক্ ও সামবেদের শিল্পী অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক। দেবতা ও দেববিভূতি তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। বিভূতি-

সমষ্টিই দেব বা ভগবান্‌। ব্যষ্টি তাঁহার বিভূতি। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি অশ্বিকুমার-দ্বয়কে ঋক্‌ বা সামবেদের অভিব্যঞ্জক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে 'যামারম্ভে' বলিয়া আরাধনা করি—এই ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার 'আরভে' পদের 'স্পৃশামি' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আরম্ভবাচক আপূর্ব্বক "রভ্‌" ধাতুর স্পর্শ অর্থও লক্ষণামূলক। আমরাও ভাবসঙ্গতি-রক্ষার জন্য লক্ষণা দ্বারা ঐ ধাতুর 'আরাধনা' অর্থ স্বীকার করিয়াছি। 'যজ্ঞ' শব্দের সাধারণ সোমযাগাদি অর্থ না ধরিয়া বিশেষ উদ্বোধন-যজ্ঞ অর্থ আমরা গ্রহণ করি। পূর্ব্বে এ বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এ মন্ত্রের ও দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত অন্য কোনও বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটে নাই। সুতরাং তাহার আলোচনা আর আবশ্যক বোধ করিলাম না। (৪অ—৯ক—১-২ম)॥

— • —

দশম কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। দশম কণ্ডিকা। ষড়্‌মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) উর্গস্যাঙ্গিরস্যূর্ণম্রদা ঊর্জ্জং ময়ি ধেহি। (২) সোমস্য নীবিরসি।

(৩) বিষ্ণোঃ শর্ম্মাসি শর্ম্ম যজমানস্য।

(৪) ইন্দ্রস্য যোনিরসি। (৫) সুসস্যাঃ কৃষীস্কৃধি।

(৬) উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পত ঊর্ধ্বো মা পাহ্যꣳহস আস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ॥ ১০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'আঙ্গিরসী' (অঙ্গিরসাং ঋষীণাং সর্ব্বজনানামিতি ভাবঃ, সম্বন্ধিনী) 'উর্ক্‌' (অন্নরসরূপা, সত্ত্বভাবরূপা ইতি ভাবঃ) অপিচ 'ঊর্ণম্রদা' (ঊর্ণেব ম্রদীয়সী মৃদুস্বভাব ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ময়ি' (মাদৃশে দীনে) 'ঊর্জ্জং' (অন্নরসং, সত্ত্বভাবমিতি ভাবঃ) 'ধেহি' (সংস্থাপয়)।

(২) হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য) 'নীবিঃ' (গ্রন্থিঃ, সংযোজক ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)।

(৩) হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (ব্যাপকস্য, সৎকর্ম্মনিবহস্য ইতি ভাবঃ) 'শর্ম্ম' (সুখহেতুঃ) 'অসি' (ভবসি); তস্মাৎ 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মকর্ত্তুঃ) 'শর্ম্ম' (সুখং পরমসুখমিতি ভাবঃ) বিধেহি ইতি শেষঃ।

(৪) হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতঃ) 'যোনি' (প্রাপ্তি-কারণং) 'অসি' (ভবসি)।

(৫) হে ভগবদ্বিভূতে! ত্বং 'কৃষীঃ' (কৃষ্টভূমীঃ, চিত্তরূপ সোৎকর্ষভূমীর্ব্বা) 'সুসস্যাঃ' (ব্রীহিযবাদিযুক্তাঃ, সত্ত্বভাবাদিশস্যযুক্তা বা) 'কৃধি' কুরু।

(৬) 'বনস্পতে' (হে সংসারারণ্যানাং পতেঃ) ত্বং 'উচ্ছ্রয়স্ব' (সংসারিণাং আশ্রয়ো ভবঃ); অপিচ 'উর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ, অনুকূল ইতি ভাবঃ) সন্ 'অস্য' (আরব্ধস্য) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'আ উদৃচঃ' (উত্তরায়া, ঋচঃ পর্য্যন্তং, সমাপ্তিং যাবৎ ইতি ভাবঃ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'মা' (মাং) 'পাহি' (রক্ষ) ॥ ইমে মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ (৪অ—১০ক—১-৬ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি প্রার্থনামূলক।]

(১) হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি অঙ্গিরস ঋষিদিগের অর্থাৎ সমস্ত মানবের অন্নরসস্বরূপ অর্থাৎ সত্ত্বভাবরূপ এবং ঊর্ণাতন্তুর মত মৃদুস্বভাব হয়েন। সুতরাং মাদৃশ দীনজনে অন্নরস অর্থাৎ সত্ত্বভাব স্থাপিত করুন।

(২) হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি সত্ত্বভাবের গ্রন্থি অর্থাৎ সংযোজক হয়েন। (প্রার্থনা,—আমাতে সত্ত্বভাব সংযোজিত করুন।)

(৩) হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি, ব্যাপক সৎকর্ম্মসমূহের অর্থাৎ তন্নিমিত্তক সুখ-প্রাপ্তির হেতুভূত হয়েন; অতএব যজমানকে (সৎকর্ম্ম-কারী আমাকে) সুখ (পরমসুখ) প্রদান করুন।

(৪) হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির কারণ হয়েন। (প্রার্থনা—আমাকে ভগবৎপ্রাপ্তি-সামর্থ্য প্রদান করুন)।

(৫) হে ভগবদ্বিভূতে! আপনি, কৃষ্টভূমিকে (অথবা চিত্তরূপ উৎকৃষ্ট ভূমিকে) ব্রীহিযবাদিযুক্ত (অথবা সত্ত্বভাবাদিযুক্ত) করুন। (প্রার্থনা,—যাহাতে আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপচিত হয়, আপনি তাহার বিধান করুন।)

(৬) হে সংসার-কাননের অধিপতি! আপনি সংসারীদিগের আশ্রয়স্বরূপ হয়েন। আপনি (আমাদিগের প্রতি) অনুকূল হইয়া (আমাদিগের) এই আরব্ধ সৎকর্ম্মের উত্তরা (শেষ) ঋক্ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। (প্রার্থনা,—সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে সৎকর্ম্মের শুভফল প্রদান করুন। (৪অ—১০ক—১-৬ম)।

ভাষ্যম্ (মহীধর-কৃতম্) ।

(কা০ ৭.৩.২৬) মেখলাং বধ্নীতে বেণিং ত্রিবৃতম্ শণমুঞ্জমিশ্রমন্তরাং বাসস উর্গ-সীতি ॥ অঙ্গিরোদৃষ্টং মৈখলং যজুঃ। হে মেখলে! ত্বমাঙ্গিরসী অঙ্গিরো নামকানা-মৃষীণাং সম্বন্ধিনী উর্ক্‌ অন্নরসরূপাসি। কিম্ভূতা? ঊর্ণম্রদাঃ। ঊর্ণেব ম্রদ্বী কম্বলবৎমৃদ্বসি। তথাবিধা ত্বমূর্জ্জমন্নরসং ময়ি ধেহি স্থাপয়। অঙ্গিরসঃ স্বর্গং লোকং গচ্ছন্তীমন্নরসং যাভজন্ত বিভজ্যারাদেতেঽবশিষ্টোঽন্নরসো ভূমৌ পতিতঃ শণমুঞ্জনামকতৃণরূপেণাবির্ভূতস্তস্মাচ্ছণমুঞ্জময়ী মেখলা অতএব মেখলায়া আঙ্গিরসত্বমিতি তিত্তিরিণা প্রত্যপাদি ॥ (কা০ ৭.৩.২৭) নীবিং কুরুতে সোমস্য নীবিরসীতি। হে মেখলে! ত্বং সোমস্য নীবিরসি সোমদেবতায়াঃ প্রিয়ভূতা গ্রন্থিরসি। মূলাগ্রয়োরেকীকরণেন গ্রন্থিবিশেষো নীবিরুচ্যতে। অদীক্ষিতস্য পিতৃদেবত্যা নীবিরুক্তা, দীক্ষিতস্য তু সোমযাগস্য নীবিঃ সোমেন ব্যপদিশ্যতে। (কা০ ৭.৩.২৮) শিরঃপ্রোর্ণুতে বিষ্ণোঃ শর্ম্মেতি। হে বস্ত্র! ত্বং বিষ্ণোঃ ব্যাপকস্য যজ্ঞস্য শর্ম্মাসি সুখহেতুর্ভবসি। অতো যজমানস্য শর্ম্ম সুখং কুর্ব্বিতি শেষঃ ॥ (কাঃ ৭.৩.২৯-৩৩) কৃষ্ণবিষাণাং ত্রিবলিং পঞ্চবলিং বোক্তানাং দশায়াং বধ্নাতে তয়া কণ্ডূয়ণমুপস্পৃশত্যেনয়া দক্ষিণস্যা ভ্রুবঃ উপরীন্দ্রস্য যোনিরিতীতি। হে কৃষ্ণবিষাণে! ত্বং যথা পূর্ব্বমিন্দ্রস্য যোনিরসি তথেদানীং যজমানস্য স্থানং ভবেতি শেষঃ। পুরা কদাচিদ্যজ্ঞপুরুষো দক্ষিণাং দেবীং সম্ভবত্তস্মাৎসম্ভাবনাদিন্দ্রোঽভ্যায়ত তদানীমস্মাদ্গর্ভোৎপত্তির্মা ভূদিতি বিচার্য্যেন্দ্রঃ স্বাং যোনিং দক্ষিণায়া আচ্ছিদ্য মৃগেষু ন্যদধাৎ নিহিতা। সা যোনিঃ কৃষ্ণবিষাণা ভূদিতি তিত্তিরিশ্রুতৌ যজ্ঞো দাক্ষিণমভ্যধ্যাদিত্যাখ্যানে কথা তস্মাৎ কৃষ্ণবিষাণায়া ইন্দ্রযোনিত্বং। (কা০ ৭.৩.৩২) কৃষ্যৈ চেত্বিতি সুসস্যা ইতীতি। হে কৃষ্ণবিষাণে ত্বং কৃষীঃ সুসস্যাঃ কৃধি কুরু। কিরতেঃ স্বপি লুঙ্ক্তে শুশৃধিত্যাদিনা (পা০ ৬।৪.১০২) হের্ধিঃ। শোভনং সস্যং যাসু তাঃ সুসস্যাঃ। সস্যং ব্রীহিযবাদি। তদর্থো ভূম্যুল্লেখঃ কৃষিঃ যজমানানাং কৃষয়ঃ সন্তি তাঃ সর্ব্বাঃ শোভনধান্যাঃ কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ (কা০ ৭.৪.১-২) মুখসম্মিতমৌদুম্বরং দণ্ডং প্রযচ্ছত্যুচ্ছ্রয়স্বেত্যেনমুচ্ছ্রয়তীতি। দণ্ডো দেবতা। হে বনস্পতে! বৃক্ষাবয়ব দণ্ড! উচ্ছ্রয়স্ব উন্নতো ভব। ঊর্ধ্বো ভূত্বা অংহসঃ পাপাৎ মা মাং পাহি রক্ষ। তত্র কালাবধিরুচ্যতে। অস্যাধ্বর্যুর্যজমানস্য যজ্ঞস্য উদৃচঃ উত্তমায়াঃ সমাপ্তিগতায়াঃ ঋচঃ আ তদৃকপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা ।

এই কণ্ডিকার ছয়টী মন্ত্রের ছয়টী কার্য্যে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রথম মন্ত্র উচ্চারণে শণমুঞ্জ (তৃণবিশেষ) মিশ্রিত ত্রিরাবৃত্ত (ত্রিগুণ) মেখলা বেণীবস্ত্রের মধ্যে বন্ধন করিতে হয়। দ্বিতীয় মন্ত্র-পাঠে মেখলায় গ্রন্থি (মূলে ও অগ্রে একত্র করা) দিতে হয়। তৃতীয় মন্ত্র পাঠে বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিতে হয়। চতুর্থ মন্ত্র পড়িয়া ত্রিবলি অথবা পঞ্চবলি কৃষ্ণবিষাণা উক্ত বস্ত্রের দশাতে বন্ধন করিবার বিধি। পরে তাহা দ্বারা দক্ষিণ ভ্রূর উপরে

কণ্ডুয়ন করিতে হয়। পঞ্চম মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ সেই কৃষ্ণবিষাণ দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে হয়। ষষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মুখপরিমিত ঔডুম্বর দণ্ড প্রদান করিতে হয়।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের ভাষ্যানুগত অর্থ; যথা,—(১) হে মেখলে! তুমি অঙ্গিরস নামক ঋষিদিগের সম্বন্ধে অন্নরসরূপা হইয়া থাক এবং কম্বলের মত মৃদু হইয়া থাক। তাদৃশ তুমি অন্নরস আমাতে স্থাপন কর। (২) হে মেখলে। তুমি সোমদেবতার প্রিয় গ্রন্থি হইয়া থাক। মুগ ও অগ্রের একীকরণ গ্রন্থি। (৩) হে বস্ত্র, তুমি ব্যাপক যজ্ঞের সুখহেতু হও; অতএব যজমানের সুখ বিধান কর। (৪) হে কৃষ্ণবিষাণে! তুমি যেমন পূর্ব্বে ইন্দ্রের কারণ (যোনি) হও সেইরূপ এখন যজমানের স্থান হও। (৫) হে কৃষ্ণ বিষাণে! যজমানের যে কৃষ্টভূমি আছে, সেই সকলকে তুমি উত্তম ধান্যযুক্ত কর। (৬) হে বৃক্ষাবয়ব দণ্ড! তুমি উন্নত হও। উন্নত হইয়া পাপ হইতে আমাকে রক্ষ কর। কোন্ কাল পর্য্যন্ত? না— এই অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমাপ্তি পর্য্যন্ত।

ভাষ্যকার এই অলৌকিক বেদমন্ত্রের সহিত যে লৌকিক মেখলা, বস্ত্র, কৃষ্ণবিষাণ ও বৃক্ষদণ্ডের সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন, তাহার বিশেষ কোনও সদ্যুক্তির প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উক্ত মেখলা প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রয়োগ দেখিয়া ভাষ্যকার ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। আমাদের মতে, মন্ত্র যে কার্য্যেই প্রযুক্ত হউক, মন্ত্রে এক মহান্ উচ্চ ভাব নিহিত আছে। মন্ত্রের লক্ষ্য—সেই ভগবান্—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং এই কণ্ডিকার প্রত্যেক মন্ত্রেই ভগবদ্বিভূতিকে বা ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ভগবান ও ভগবানের বিভূতি বিভিন্ন পদার্থ নহে; সুতরাং ভগবদ্বিভূতিকে সম্বোধন করিলে, ভগবানকেই সম্বোধন করা হয়;—ভগবদ্বিভূতিকে আরাধনা করিলে ভগবানকেই আরাধনা করা হয়। তাই এখানে ভগবদ্বিভূতির নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে; বলা হইতেছে— আপনি 'আঙ্গিরসী ঊর্গসি, ময়ি ঊর্জ্জং ধেহি'; অর্থাৎ,—আপনি বিশ্ববাসীর অন্নরস বা সত্ত্বভাবের স্বরূপ; অতএব আমাতে অন্নরস বা সত্ত্বভাব স্থাপন করুন। 'রসো বৈ সঃ (আত্মা) অন্নং বৈ রসঃ' এই মহাজন-বাক্যেও উক্ত মন্ত্রার্থই ঘোষণা করিতেছে। ভাষ্যকার ঊর্জ্জ শব্দে 'অন্নরস' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রকে প্রথম মন্ত্রের পরিপোষক বলা যায়। এখানকার প্রার্থনা - 'হে ভগবন! যেহেতু আপনি 'সোমস্য নীবিরসি' অর্থাৎ সত্ত্বভাবের সংযোজক হয়েন; অতএব 'ময়ি ঊর্জ্জং ধেহি' আমাতে বলপ্রাণ অর্থাৎ সত্ত্বভাব স্থাপন করুন।'

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্, যজমানের সৎকর্ম্ম মাত্রনিবন্ধন যে 'শর্ম্ম'—সুখ-শান্তি-স্বর্গ সকলেরই কারণ। এইরূপ ভাব তৃতীয় মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষ্যকার 'বিষ্ণোঃ' পদের 'ব্যাপকস্য যজ্ঞস্য' প্রতিবাক্য আমনন করিয়াছেন। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। তবে ব্যাপক 'যজ্ঞ-মাত্র' না ধরিয়া আমরা 'সৎকর্ম্ম' মাত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিষ্ণোঃ' পদে ব্যাপক (সৎকর্ম্মাদির) ভাবই আসে।

ভাষ্যে যে অর্থ প্রকটিত, তাহাতে চতুর্থ মন্ত্রের ভাব কিছু সংশয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'হে কৃষ্ণবিষাণে! ত্বং যথাপূর্ব্বং ইন্দ্রস্য যোনিঃ (উৎপত্তিকারণং)

অসি, তথা যজমানস্থ স্থানং ভবেতি।' অর্থ—'হে কৃষ্ণবিষাণে, তুমি যেরূপ পূর্ব্বে ইন্দ্রের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলে, সেইরূপ এখন যজমানের স্থান হও। এতদুক্তির সমর্থন জন্য ভাষ্যকার একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। সেই আখ্যায়িকাটী আরও আশ্চর্য্য-জনক। তাহার দ্বারা বেদের বেদত্ব লোপ পায়। বেদে অশ্রদ্ধা জন্মে। ভাষ্য-পাঠে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, আমরা ঐ মন্ত্রের এই মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি - হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি 'ইন্দ্রস্য যোনিরসি'। অর্থাৎ, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রাপ্তির হেতু। তাৎপর্য্য—ভগবানের বিভূতির উপলব্ধি না হইলে, ভগবৎসত্তায় জ্ঞান জন্মে না। বিভূতির (সত্ত্বভাবাদির) সমুচ্চয়—ভগবান্। বিভূতি তাঁহার অংশ। ভগবদ্বিভূতির সত্তা উপলব্ধি করিতে করিতে শেষে জগন্ময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি—ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, এরূপ উক্তি অসঙ্গত নহে।

পঞ্চম মন্ত্রে চতুর্থ মন্ত্রের মর্ম্মার্থটী আরও স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। চতুর্থ মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবদ্বিভূতি! আপনি ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ। কিন্তু চিত্তভূমি যতদিন কর্ষিত না হয়, ঔৎকর্ষ-সাধনে চিত্ত যতদিন সত্ত্বভাবান্বিত না হয়, ততদিন ভগবৎ-প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ বলিতে সত্ত্বভাবেরও কারণ বুঝায়। এখানেও তদনুসারে চিত্তের সত্ত্বভাব কামনা করা হইতেছে—'সুশস্যাঃ কৃষিস্কৃধি'। যিনি নিম্নস্তরের লোক, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—আমার এই হলকৃষ্ট (কৃষী) জমিসমূহকে 'সুশস্যাঃ' ব্রীহি (ধান্য) যবাদি যুক্ত করুন। আমরা যেন বহু পরিমাণে ধান্যাদি প্রাপ্ত হই, আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন হউক। আর যিনি উচ্চস্তরে সমারূঢ় হইয়াছেন, যিনি বাহিরের ভূমির শস্য অপেক্ষা আন্তর-ভূমির শস্যই (সত্ত্বভাবাদি) প্রকৃত অভাব-মোচনের কারণ বলিয়া জানিয়াছেন; তিনি প্রার্থনা করেন,—কৃষীঃ অর্থাৎ আমাদের এই কৃষ্টচিত্তভূমিকে 'সুশস্যা কৃধি' অর্থাৎ সত্ত্বভাবসম্পন্ন করুন। যে শস্য পাইলে, পার্থিব ব্রীহিযবাদি শস্য না পাইলেও আর অভাব বোধ হয় না, আর যে শস্য না পাইলে, বাহিরের জমির শস্য পাইলেও অভাব দূর হয় না; সেই শস্যই - সেই সত্ত্বভাবই এই 'শস্য' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। 'কৃষীঃ' পদে সেই 'আন্তর ভূমি' অর্থই দ্যোতনা করিতেছে।

এক্ষণে ষষ্ঠ মন্ত্র-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। ভাষ্যকার এই মন্ত্রস্থ 'বনস্পতি' শব্দে 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ড', 'উচ্ছ্রয়স্ব' পদে 'উন্নত হও' এবং 'ঊর্দ্ধঃ' পদে উন্নত হইয়া অর্থ আমনন করিয়া, "মা পাহ্যংহস আস্য যজ্ঞস্যোদৃচঃ" বলিয়া—অর্থাৎ 'এই যজ্ঞের সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন' বলিয়া—প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন—আমরা 'বনস্পতি' শব্দে 'বৃক্ষাবয়ব দণ্ড' অর্থ আমনন করার কোনও কারণ পাই না। অভিধানে 'বনস্পতী' শব্দে 'বৃক্ষ' অর্থ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ষাবয়ব দণ্ড পর্য্যন্ত অর্থ কষ্ট-কল্পনা মূলক। আমরা 'বনানাং পতিঃ—বনস্পতি' এই সমাস মূলে সংসার-রূপ বৃক্ষের অধিপতি সেই ভগবানকেই এই 'বনস্পতী' শব্দে লক্ষ্য করিয়াছি। এইরূপ অর্থেই 'মা পাহ্যংহসঃ আস্য যজ্ঞস্যোদৃচ.' অংশে, 'এই যজ্ঞ সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন' এইরূপ প্রার্থনা সঙ্গত হয়। দণ্ডের (জড়ের) নিকট উক্তরূপ প্রার্থনায়

কি তাহ প্রকাশ পায়? 'বনস্পতি' শব্দের অর্থে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে বলিয়া 'উদুম্বর' ও 'ঊর্জঃ' পদের অর্থ বিষয়েও ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে। আমরা 'উদুম্বর' পদে 'সংসারকাননবাসীর আশ্রয় হও' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ঊর্জঃ' পদে আমাদিগের প্রতি অনুকূল অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রের অন্য অংশে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতবিরোধ ঘটে নাই। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুধাবন করিলে তাহা উপলব্ধ হইবে। (৪অ—১০ক—১-৩ম)।

একাদশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। একাদশ কণ্ডিকা। ত্রি-মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) ব্রতং কৃণুতাগ্নির্ব্রহ্মাগ্নির্যজ্ঞো বনস্পতির্যজ্ঞিয়ঃ।

(২) দৈবীং ধিয়ং মনামহে সুমৃড়ীকামভিষ্টয়ে।

বর্চ্চোধাং যজ্ঞবাহসꣳ সুতীর্থা নো অসদ্বশে।

(৩) যে দেবা মনোজাতা মনোযুজো দক্ষক্রতবস্তে

নোঽবন্তু তে নঃ পান্তু তেভ্যঃ স্বাহা॥ ১১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম মনোবৃত্তয়ঃ! 'ব্রতং' (ভগবদারাধনারূপকর্ম্ম) 'কৃণুত' (কুরুত); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'ব্রহ্মাগ্নি' (সর্ব্বভূতে বিদ্যমান্ পরমাত্মা) 'যজ্ঞঃ' (যাগাদি-সৎকর্ম্ম) 'যজ্ঞিয়ঃ' (সৎকর্ম্মসাধনোপযোগিনঃ) 'বনস্পতিঃ' (বিবেকঃ, সজ্জ্ঞানং, হিংস্র-জন্তুপূর্ণস্য অরণ্যসদৃশস্য হৃদয়স্য রক্ষকঃ) পুরোভাগে বিদ্যমান্ বিলোকয়ত ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'হে জীব! বিভিন্নরূপেণ প্রকটিতঃ সন্, স ভগবান্ ত্বাং সৎকর্ম্মসাধনায় উদ্বোধয়তি, তৎ বিলোকয়।'

(২) হে ভগবন্! 'দৈবীং' (দেবতোদ্দেশেন স্বতঃপ্রবৃত্তাং) 'সুমৃড়ীকাং' (পরমসুখ-হেতুভূতাং, পরমসুখপ্রদায়িকাং) 'বর্চ্চোধাং' (তেজসো ধারয়িত্রীং, তেজোময়ীং) 'যজ্ঞবাহসং' (সৎকর্ম্মসাধয়িত্রীং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং, প্রজ্ঞাং) 'মনামহে' (যাচামহে); 'সুতীর্থা' (সুখেন প্রাপ্তুং শক্যা সুখলভ্যা সতী সা বুদ্ধিঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বশে' (অধীনত্বে) 'অসৎ' (ভবতু)। অয়ং ভাবঃ—'যৎ বয়ং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং সুবুদ্ধিং লভেমঃ, হে ভগবন্, তৎ বিধেহি।'

(৩) 'মনোজাতাঃ' (হৃদি উৎপন্নাঃ) 'মনোযুজঃ' (হৃদা সম্বন্ধবিশিষ্টাঃ) 'দক্ষক্রতবঃ' (সৎকর্ম্মসাধিকাঃ) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ, সর্ব্বৈরনুভূতাঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) 'তে' (সর্ব্বে) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অবন্তু' (ত্রায়ন্তু, রক্ষন্তু) 'পান্তু' (পালয়ন্তু চ); 'তেভ্যঃ' (ত্রাণকারকেভ্যঃ দেবেভ্যঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ হবিরর্পয়ামঃ - সুহুতমস্তু অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'শুদ্ধসত্ত্বভাবেন অস্মাকং হৃদি পূর্ণো ভবতু; অস্মাকং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি তন্ময়ত্বং প্রাপ্নুবন্তু।' (৪অ—১১ক—১-৩ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[প্রথম মন্ত্র মনঃ-সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র ভগবানের করুণা-প্রার্থনায় বিনিযুক্ত।]

(১) হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ! ভগবদারাধনাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর; জ্ঞানস্বরূপ দেব, সর্ব্বভূতে বিদ্যমান্ পরমাত্মা, যাগাদি সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনোপযোগী বিবেক বা সদ্জ্ঞান, সম্মুখে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন—অবলোকন কর।' (ভাব এই যে,—'বিভিন্নরূপে প্রকটিত থাকিয়া, ঐ দেখ, ভগবান্ তোমাকে সৎকর্ম্ম সাধনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।')

(২) হে ভগবন্! দেবকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্তা, পরমসুখপ্রদায়িকা, তেজের ধারয়িত্রী (তেজোময়ী), সৎকর্ম্মসাধয়িত্রী, বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সুখলভ্যা হইয়া, সেই বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আমাদিগের বশতাপন্ন হউক। (ভাব এই যে,—'আমরা যেন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সুবুদ্ধির অধিকারী হই; হে ভগবন্! তাহাই বিধান করুন।')

(৩) হৃদয়ে উৎপন্ন, হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, সৎকর্ম্মসাধক, সকলেরই অনুভূত, যে দেবভাবসমূহ, তাঁহারা সকলে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন এবং রক্ষা করুন। সেই পরিত্রাণকারী দেবতাগণকে এই 'স্বাহা' মন্ত্র সহযোগে হবিরর্পণ করিতেছি; অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক; আমাদিগের সকল কর্ম্ম তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হউক।')॥ (৪অ—১১ক—১-৩ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৪।১৫) ব্রতং কৃণুতেতি বাগ্বিসর্জ্জনং ত্রিরুক্তে,তি। যোমোপস্থিতস্য যজমানস্যৈ-তন্মন্ত্রোচ্চারণং বাগ্বিসর্জ্জনসাধনং। হে পরিচারকাঃ! ব্রতং কৃণুত দোহনাদিনা ক্ষীরং সম্পাদয়ত। দীক্ষিতস্য ভোজনায় ধৃতব্রতং পয়স্তদ্ ব্রতমিত্যুচ্যতে বাক্যাবৃত্তিরাদরার্থা।

(কা০ ৭৪।১৫) অগ্নির্ব্রহ্মেতি চ সকৃদিতি। এতমপি মন্ত্রং সকৃৎ পঠেৎ। অগ্নির্ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দেন বেদত্রয়মভিধীয়তে তস্য বেদত্রয়স্যাগ্নিত্বমুপচর্য্যতে। আধানেন নিষ্পন্নস্য বৈদিকস্যাগ্নের্ব্বেদব্যতিরেকেণাসম্ভবাৎ। তস্মাদয়ং শ্রৌতোঽগ্নির্ব্রহ্মৈব বেদরূপ এব। অয়মগ্নির্যজ্ঞঃ তস্য অগ্নের্যজ্ঞসাধনত্বাৎ যজ্ঞত্বমুপচর্য্যতেঽগ্নির্যজ্ঞ এবেতি। বনস্পতিঃ। যজ্ঞিয়ঃ যজ্ঞযোগ্যো যো বনস্পতিঃ। খাদিরাদিঃ সোঽপি যজ্ঞ ইত্যানুবর্ত্ততে বনস্পতের্যজ্ঞসাধনত্বাৎ যজ্ঞত্বং। তথা চ শ্রুতিঃ (৩।২।২৯)। ন হি, মনুষ্যা যজ্ঞেয়স্তদ্বনস্পতয়ো ন স্যুরিতি। (কা০ ৭।৪।৩২)। দৈবীং ধিয়মিতি ব্রতায়োপস্পর্শনং৮ স্বাসন ইতি। শক্বরী অতিশক্বরী বা। পূর্ব্বার্দ্ধেনাচমনং। বয়ং ধিয়ং মনামহে যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়াং বুদ্ধিং যাচামহে। মনামহ ইতি যাচ্ঞাকর্ম্মসু পঠিতঃ (নিঘ০ ৩।১১।১৬)। কিমর্থমভিষ্টয়ে অভি সমন্তাদ্যজনম-ভিষ্টিঃ। অভিপূর্ব্বস্য যজতেঃ ক্তিনি আদিলোপঃ। অভিমুখত্বেন প্রাপ্তস্য যজ্ঞস্য সিদ্ধ্যর্থং। কিম্ভূতাং ধিয় দৈবীং দেবসম্বন্ধিনীং দেবতোদ্দেশেন প্রবৃত্তামিত্যর্থঃ। তথা সুমৃড়ীকাং সুষ্ঠুমৃড়য়তি সুমৃড়ীকা তাং শোভনসুখহেতুং। তথা বর্চ্চোধাং বর্চ্চো দধাতি বর্চ্চোধাস্তাং তেজসো ধারয়িত্রীং। তথা যজ্ঞবাহসং যজ্ঞং বহতি যজ্ঞবাহাস্তাং যজ্ঞনির্ব্বাহকর্ত্রীং। তথাবিধা ধীঃ সুতীর্থা সুখেন তরীতুং প্রাপ্তুং শক্যা সুতীর্থা যদ্বা সুষ্ঠুতীর্থমবতরণমার্গো যস্যাং সা। এবম্বিধা সতী নো বশে অসৎ অস্মাকমধীনত্বে ভবতু। (কা০ ৭।৪।৩৩) যে দেবা ইতি ব্রতয়ত্যমৃন্ময় ইতি। যে দেবা। ঈদৃশঃ দীব্যন্তি দ্যোতন্তে ত ইতি দেবাশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়রূপাঃ প্রাণাঃ। বাগেবাগ্নিঃ প্রাণোদানৌ মিত্রাবরুণৌ চক্ষুরাদিত্যঃ শ্রোত্রং বিশ্বে দেবা ইতি। (৩।২।২।১৩) শ্রুত্যুক্তাঃ। কিম্ভূতাঃ। মনোজাতাঃ দর্শনশ্রবণাদীচ্ছারূপান্মনস উৎপন্নাঃ ইচ্ছোৎপত্তৌ তেষাং প্রবর্ত্তমানত্বাৎ। তথা মনোযুজঃ রূপাদিদর্শনকালেঽপি মনসা যুক্তা এব বর্ত্তন্তে। অন্যমনস্কস্য রূপাদিপ্রতিভাসাভাবাৎ। যদ্বা স্বপ্নাবস্থায়াং মনসা যুজ্যন্তে তে মনোযুজঃ। তথা দক্ষক্রতবঃ দক্ষাঃ কুশলাঃ ক্রতবঃ সঙ্কল্পাঃ যেষাং তে সঙ্কল্পিতার্থকারিণ ইত্যর্থঃ। তে দেবা নোঽস্মানবন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানবিঘ্নপরিহারেণ পালয়ন্তু। তেভ্যঃ প্রাণরূপেভ্যঃ দেবেভ্যঃ স্বাহা ইদং ক্ষীরং হুতমস্তু॥ (৪অ—১১ক—১-৩ম)॥

• •

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

—•—

এই কণ্ডিকার তিনটী মন্ত্রের প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যাভাবে যাহা অবগত হওয়া যায় এবং ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। মন্ত্রে সম্বোধ্য পদ নাই। ভাষ্যকার বলেন,—দুগ্ধদোহনকর্ত্তা পরিচারকগণকে লক্ষ্য করিয়া ঐ মন্ত্র প্রযুক্ত। তাহাদিগকে যেন বলা হইতেছে, 'হে পরিচারকগণ! দুগ্ধ-দোহন কার্য্য আরম্ভ কর।' এ পক্ষে 'ব্রত' পদে দুগ্ধ-দোহন-কার্য্য রূপ অর্থ অধ্যাহৃত হয়। মৌনব্রতধারী ব্রহ্মচারী এই মন্ত্রের আবৃত্তিতে প্রথম বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ ব্রহ্মচারীর জন্য দুগ্ধদোহন করিয়া দেওয়াই ব্রত মধ্যে পরিগণিত হয়। একপক্ষ মন্ত্রে

এইরূপ ভাব গ্রহণ করেন। অন্য আর এক পক্ষের ব্যাখ্যা এই যে,—'যজমান যেন ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে বলিতেছেন। সে পক্ষে মন্ত্রের অর্থ এই যে,—"হে ঋত্বিক্‌গণ। এই দেখ যজ্ঞাগ্নি, এই দেখ যজ্ঞের অন্যান্য উপকরণ অতঃপর ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ কর।" দ্বিতীয় মন্ত্রটী যজমানের আচমন-সংক্রান্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রের ভাব-বিষয়ে প্রায় সকলেরই এক মত দেখা যায়। এই মন্ত্রে যজমান যেন বলিতেছেন,—"আমি এই আরব্ধ অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্য চিরসুখের নিদান যজ্ঞকার্য্যের উপযুক্ত তেজস্কর দৈবী বুদ্ধি প্রার্থনা করি। এতাদৃশী সর্ব্বপ্রশংসনীয়া বুদ্ধি আমাদের বশীভূত হউক।" তৃতীয় মন্ত্রে দুগ্ধ-পানের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। একটী ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'এই মন্ত্রে অমৃণ্ময়পাত্রে দুগ্ধ পান করিবে।' তদনুসারে মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই;—"যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং মনের সহিত কার্য্যকর (ইন্দ্রিয়গণ) তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে নিপুণতা প্রদর্শন করত আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি। এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক।" * এখানে 'দেবগণ' বলিতে 'ইন্দ্রিয়গণ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে প্রকাশ, যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপন্ন না হয়—সেই জন্যই এই মন্ত্রের প্রার্থনা।

ক্রিয়া-কর্ম্মে এ মন্ত্র যে ভাবেই প্রযুক্ত হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমরা কেবল মন্ত্রের কি নিগূঢ় লক্ষ্য, তাহাই একটু আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে সে আলোচনার মূলতত্ত্ব প্রকটিত আছে। তদনুসরণে সামান্য একটু চিন্তা করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। প্রথম-মন্ত্র সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ঐ মন্ত্র মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র ভগবানের করুণা-প্রার্থনায় বিনিযুক্ত। 'ব্রত' শব্দের সাধারণ অর্থ—ভগবদারাধনা রূপ কর্ম্ম। কেন সে অর্থের ব্যত্যয় করি? আমরা বলি, এখানে মনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে আমার মনোবৃত্তিসমূহ। তোমরা ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হও।' মনোবৃত্তিসমূহ পাছে ইতস্ততঃ করে, তাই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে বলা হইয়াছে,—'ঐ দেখ, জ্ঞানদেব তোমার সহায় হইবার জন্য রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সর্ব্বভূতে বিদ্যমান্ পরমাত্মা তোমার কর্ম্ম লক্ষ্য করিতেছেন। আর ঐ দেখ, সাধুগণের অনুষ্ঠিত যাগাদি সৎকর্ম্ম তোমায় আদর্শ দেখাইতেছে। তোমার হৃদয় কামাদি-হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যসদৃশ বটে; কিন্তু ঐ দেখ, বিবেক সৎ-জ্ঞান তোমার সহায় হইবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ভয় পাইও না; সৎকর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ দেখ—ভগবান তোমায় সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।' আমরা মনে করি, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র এইরূপ আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ করিতেছে।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে, ভগবানের নিকট সদ্বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) লাভের প্রার্থনা প্রকাশ

---

* সামশ্রমী মহাশয় মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উবটের বা মহীধরের ভাষ্যে এ ভাব পাওয়া যায় না।

পাইয়াছে। সদ্বুদ্ধির অধিকারী হইলে, মানুষ কি প্রকার বিত্তবসম্পন্ন হইতে পারে, 'ধিয়ং' পদের বিশেষণ-কয়টী তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। তোমার 'ধিয়ং' (মতি) যদি দেবোদ্দেশে প্রযুক্তা (দৈবীং) হয়, তাহার দ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা পরমসুখপ্রদায়িকা (সুমৃড়ীকাং) হয়, তাহা 'তেজের ধারক' হইয়া থাকে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে কোনও বিপদ-আপদ আসিয়া কদাচ অভিভূত করিতে পারে না, আর তাহার দ্বারা নানা সৎকর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে, সেই বুদ্ধিই সৎকর্ম্মসাধয়িত্রী (যজ্ঞবাহসং) হয়। ঐ প্রকার হিতসাধিনী বুদ্ধি আবার সহজলভ্যা (সুতীর্থা) হইতে পারে, সহজেই তুমি সে বুদ্ধির অধিকারী হইতে পার, যদি তাহা ভগবদভিমুখী হয়। এখানে সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমার বুদ্ধি (মতি) যেন দেবোদ্দেশে প্রযুক্ত হয়, সদ্বুদ্ধি যেন আমার বশে থাকে।' ভাব এই যে,—তাহা হইলেই আমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব পরিব্যক্ত আছে। প্রথম বলা হইয়াছে—দেবগণ বা দেবভাবসমূহ বা শুদ্ধসত্ত্বাদি ('দেবাঃ') হৃদয়েই উৎপন্ন হয়, হৃদয়েই অবস্থিতি করে। 'মনোজাতাঃ' ও 'মনোযুজঃ' পদদ্বয় সেই সংবাদ প্রদান করিতেছে। মানুষ! কস্তুরিকা-অন্বেষী মৃগের ন্যায় কেন দূরে ঘুরিয়া মরিতেছ। দেবতার সন্ধান চাও? ঐ দেখ—তোমার হৃদয়ই তাঁহাদিগের উৎপত্তি-স্থান। ঐ দেখ—তোমার হৃদয়েই তাঁহারা অধিষ্ঠিত আছেন। একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যে' পদ, সেই আভাষ প্রদান করিতেছে। ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই 'সর্ব্বেরনুভূতাঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছি। সেই হৃদিস্থিত দেবতার প্রতি যদি তোমার দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, তাঁহারা কি প্রকারে তোমার দ্বারা সৎকর্ম্মসমূহ সমাধান করিয়া লয়েন। মন্ত্রের 'দক্ষক্রতবঃ' পদ, আমাদিগের হৃদয়স্থ দেবভাবের কর্ম্মকারিতার বিষয় ব্যক্ত করিতেছে। এ মন্ত্রে ভগবানের নিকট যেন প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার হৃদয়ে দেবভাব (দেবগণ) অধিষ্ঠিত হউন; আর, তাঁহাদিগের সাহায্যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমি যেন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। তাঁহারাই আমাকে পালন করুন। তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বাহা-মন্ত্রে আমি যেন কর্ম্মসকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি,—আমার কর্ম্মসমূহ আমি যেন ভগবানে অর্পণ করিতে সমর্থ হই।'

ভাষ্যে অনুক্রমিত হইয়াছে,—মৌনী যজমান এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী উচ্চারণে মৌন-ভাব ভঙ্গ করিবেন। যাহারা অনেক কথা কহে, তাহারা অন্যায় কথা কহিয়া থাকে,—অসত্য কথা কহিতে বাধ্য হয়। অতএব, সাধনার পথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, মৌনাবলম্বন তাঁহাদিগের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। সেই মৌন যদি ভঙ্গ করিতে হয়, তাহা হইলে এই কণ্ডিকার মন্ত্রের আদর্শ-অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করাই শ্রেয়ঃসাধক। পরিত্রাণকামীর যে বাক্য, তাহা এই কণ্ডিকার বাক্যের ন্যায় আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক হওয়াই কর্ত্তব্য। এই কণ্ডিকার মন্ত্রার্থ-আলোচনায় এই এ[ক] প্রধান শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪অ—১১ক—১ঠম)।

—•—

দ্বাদশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। দ্বাদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) শ্বাত্রাঃ পীতা ভবত যূয়মাপো অস্মাকমন্তরুদরে সুশেবাঃ।

তা অস্মভ্যমযক্ষ্মা অনমীবা অনাগসঃ স্বদন্তু

দেবীরমৃতা ঋতাবৃধঃ ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আপঃ' (হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিণ্যো দেব্যঃ) 'যূয়ং পীতাঃ' (যূয়ং ময়া অধিগতাঃ, মদীয় অন্তরস্থা ভূত্বা) 'শ্বাত্রাঃ' (ক্ষিপ্রপরিণামাঃ, ত্বরয়া সৎকার্য্যসাধিকাঃ) 'ভবত' (স্ত); তথা 'অস্মাকং অন্তরুদরে' (অস্মাকং হৃদভ্যন্তরে অবস্থিতা ইতি যাবৎ) 'সুশেবাঃ' (সুখহেতুভূতাঃ) ভবত ইতি শেষঃ; 'অযক্ষ্মাঃ' (ক্ষয়রহিতাঃ, অক্ষয়াঃ) 'অনমীবাঃ' (অজরাঃ, রোগরহিতাঃ) 'অনাগসঃ' (অপরাধহারিকাঃ, পাপনাশিকাঃ) 'দেবীঃ' (দেব্যঃ, দ্যোতমানাঃ, জ্যোতীরূপাঃ) 'অমৃতাঃ' (মরণনিবর্ত্তিকাঃ, অমরত্বপ্রদায়িকাঃ) 'ঋতাবৃধঃ' (সৎকর্ম্মমূলীভূতাঃ) 'তাঃ' (সত্ত্বভাবরূপিণ্যঃ প্রসিদ্ধাঃ দেব্যঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদুপকারার্থং) 'স্বদন্তু' (প্রসীদন্তু)। অয়ং ভাবঃ,—'হৃদি সত্ত্বভাবস্য বিকাশো ভবতু, তেন বয়ং পরগতিং লভেমঃ।' (৪অ—১২ক—১ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপী দেবীগণ! আপনারা আমার অন্তরস্থা হইয়া (আমার পক্ষে) ত্বরায় সৎকার্য্যসাধিকা হউন। আর, আমাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের সুখহেতুভূত হউন; অক্ষরা, অজরা, পাপনাশিকা, জ্যোতীরূপা, অমরত্বপ্রদায়িকা, সৎকর্ম্মমূলীভূতা, সত্ত্বভাবরূপিণী সেই প্রসিদ্ধা দেবীগণ আমাদিগের উপকারার্থ আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। (ভাব এই যে,—'হৃদয়ে সত্ত্বভাবের বিকাশ হউক; আর, তদ্দ্বারা আমরা পরাগতি লাভ করি।') ॥ (৪অ—১২ক—১ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৪।৩৫) শ্বাত্রাঃ পীতা ইতি নাভিমালভত ইতি। অব্দেবত্যা জগতী। হে আপঃ। ক্ষীররূপা যূয়ং ময়া পীতাঃ সত্যঃ শ্বাত্রাঃ ক্ষিপ্রপরিণামাঃ শীঘ্রং জীর্ণা ভবত। শ্বাত্রমিতি ক্ষিপ্রনামাশু অতনং ভবতীতি যাস্কঃ (নি০ ৫।৩)। কিঞ্চ অস্মাকং পীতবতামস্মদুদরে জলপাকস্থানে সুশেবাঃ শোভনসুখাঃ ভবতেত্যনুবর্ত্ততে। সুষ্ঠু শেবং যাভ্যস্তাঃ। শেবমিতি সুখনাম (৩।৬।১৭)। কিঞ্চ তাস্তথাবিধা আপ অস্মভ্যমস্মদুপকারার্থং স্বদন্ত স্বাদুত্বযুক্তা ভবন্তু। কিন্তুতাস্তাঃ। অযক্ষ্মাঃ প্রবলরোগরাজরহিতাঃ। অনমীবাঃ সামান্যরোগনিবর্ত্তিকাঃ। নাস্ত্যমীবা যাভ্যঃ। অনাগসঃ নাস্ত্যাগো যাভ্যঃ অপরাধহারিণ্যঃ। ঋতাবৃধঃ ঋতং বর্দ্ধয়ন্তি ঋতবৃধঃ। সংহিতায়াং ঋতস্য দীর্ঘঃ। যজ্ঞবৃদ্ধিহেতবঃ। দেবীঃ দেব্যো দ্যোতমানাঃ। অমৃতাঃ নাস্তি মৃতং যাভ্যঃ মরণনিবর্ত্তিকাঃ। যদ্বায়মর্থঃ। তা ইতি দ্বিতীয়া-বহুবচনং। অমৃতাঃ অমরণধর্ম্মিণো দেবা পূর্ব্বোক্তাঃ প্রাণা বাগাদয়স্তা অপঃ স্বদন্ত অস্মাদয়ন্ত কীদৃশীঃ। অস্মভ্যমযক্ষ্মাঃ অস্মদর্থমস্মাকং বা যক্ষ্মনাশিনীঃ। শেষং পূর্ব্ববৎ ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসারে প্রতীত হয়,—এই মন্ত্রের দেবতা অপ্, ছন্দঃ জগতী। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে, ক্ষীররূপ দুগ্ধকে গলাধঃকরণ করিয়া অপ্ বা দুগ্ধকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'হে আপঃ! ক্ষীররূপ আপনারা মৎকর্ত্তৃক পীত হইয়া শীঘ্র জীর্ণ হউন; আর, আমাদের উদরাভ্যন্তরে জলপান স্থানে সুখদায়ক হউন।' মন্ত্রের প্রথম পাদটীতে ভাষ্যে এইরূপ অর্থই দ্যোতিত হয়। দ্বিতীয় পাদে সেই অপ্-দেবীগণের কয়েকটী বিশেষণ আছে। সেই সকল বিশেষণে দেবীগণকে (অর্থাৎ দুগ্ধকে) বিশেষিত করিয়া বলা হইতেছে,—'আপনারা স্বাদুত্বযুক্ত হউন (সদন্ত)।' সেই যে বিশেষণ-কয়টী আছে, তাহার 'অযক্ষ্মাঃ' পদে প্রবলরোগরাজরহিত অর্থাৎ যক্ষ্মাদি রোগের নাশকারক এবং 'অনমীবাঃ' পদে সামান্যরোগনাশকারক প্রভৃতি অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। 'অনাগসঃ' পদে অপরাধ-হারিণী, 'ঋতাবৃধ' পদে যজ্ঞবৃদ্ধির কারণস্বরূপা, 'দেবীঃ' পদে দ্যোতমানা এবং 'অমৃতাঃ' পদে মরণনিবর্ত্তিকা প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে সম্বোধ্য 'আপঃ' পদের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। উদরের মধ্যে গিয়া জীর্ণ হইবে, সুস্বাদু লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, অথচ মরণ-রহিত অবস্থা প্রদান করিবে,—সে যে কি সামগ্রী,—তাহা বুঝা যায় না।

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সঙ্গতি বিষয়ে লক্ষ্য করুন। বেদে যেখানেই অপ্ শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি, সেখানেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রতি লক্ষ্য আছে বুঝিয়াছি। সেই লক্ষ্য অব্যাহত রাখিয়া, এখানে যদি অর্থ নিষ্কাশন-পক্ষে প্রয়াস পাই, তাহা হইলেই সমীচীন ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। যে কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা 'আপঃ' পদের প্রতিনিধিস্থানীয় 'তাঃ' পদটীকে বিশেষিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

যে 'অযক্ষ্মাঃ' ও 'অনমীবাঃ' পদদ্বয়, এই যজুর্ব্বেদের প্রথম কণ্ডিকায় উহাদের প্রয়োগ দেখিয়াছি। সেখানেও ঐ দুই পদের যে অর্থ আমরা সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি, এখানেও সেই অর্থের সার্থকতা দেখিতেছি। অপিচ 'দেবীঃ' 'অমৃতাঃ' 'অনাগসঃ' ও 'ঋতাবৃধঃ' বিশেষণ-কয়েকটী আমাদিগের সেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই অটুট রাখিতেছে। দুগ্ধ বা ক্ষীর কখনও অমরত্ব দান করিতে পারে না। অমরত্ব দান করে—শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বভাব যদি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইয়া আমরা যদি সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ হই; তাহাই আমাদিগের পরম সুখহেতুভূত হয়, আর তদ্দ্বারাই আমরা অমর, অক্ষয় হই; এবং পাপনাশক, জ্যোতীরূপ, অমরত্বপ্রদ, সৎকর্ম্মের আশ্রয়ভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি। শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী দেবী তাহাতেই আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হয়েন। মন্ত্র এই উপদেশই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (৪অ—১২ক—১ম)॥

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ইয়ং তে যজ্ঞিয়া তনূং। (২) অপো মুঞ্চামি ন প্রজাং।

(৩) অংহোমুচঃ স্বাহাকৃতাঃ পৃথিবামাবিশত।

(৪) পৃথিব্যা সম্ভব॥ ১৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! 'ইয়ং' (পরিদৃশ্যমানা মদীয়াঃ তনূঃ) 'তে' (তব) 'যজ্ঞিয়া' (যজ্ঞযোগ্যাঃ) 'তনূঃ' (দেশঃ)।

২। কিন্তু অহং 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবান্—যজ্ঞোপযোগিনো দ্রব্যজাতান্) 'মুঞ্চামি' (পরিত্যজামি) 'ন প্রজান্' (ন আশ্রিতান্ হৃদিস্থিত ন্ কামাদিরিপূন্ মুঞ্চামি ইতি ভাবঃ)।

মন্ত্রদ্বয়স্য ভাবঃ—'ভগবৎ-পূজায়াং সত্ত্বভাবানাং প্রয়োজনমস্তি, রিপুনাং বলিপ্রদানঞ্চ কর্ত্তব্যং; কিন্তু মূঢ়োঽহং বিপরীতং করোমি।'

৩। হে আপঃ! যূয়ং 'স্বাহাকৃতাঃ' (স্বাহামন্ত্রেণ উৎসর্গীকৃতাঃ, ভগবৎসম্বন্ধযুতাঃ) 'অংহোমুচঃ' (পাপনিবারকাঃ সত্যঃ) 'পৃথিবীং' (ধরিত্রীং, ইহলোকং) 'আবিশত' (প্রাপ্নুত, উদ্ধারয়ত)।

৪। হে ভগবন্। ত্বং 'পৃথিব্যা' (পার্থিবদেহধারিণা ময়া সহ) 'সম্ভব' (একীভব ; কৃপয়া ময়া সহ মিলিতঃ সন্ মাং সত্ত্বভাবান্বিতং কুর্ব্বিতি প্রার্থনা)।

মন্ত্রদ্বয়স্য ভাবঃ—'লোকানাং পরিত্রাণসাধনত্বাৎ ইহজগতি সত্ত্বভাবস্যাবির্ভাবঃ ; অজ্ঞতা-জনিতয়া উপেক্ষয়া অহং তৎসঙ্গং ত্যজামি ; প্রার্থনা—হে ভগবন্। কৃপয়া মহ্যং তদ্ভাবং পুনর্দ্দেহি।' (৪অ—১৩ক—১-৪ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার চারিটি মন্ত্র ভগবানকে এবং শুদ্ধসত্ত্বভাবকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত।]

১। হে ভগবন্! পরিদৃশ্যমান্ এই যে আমার দেহ, ইহা আপনার যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান।

২। কিন্তু আমি আমার যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্যসমূহকে—শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবনিবহকে—পরিত্যাগ করিতেছি, আর আমার আশ্রিত হৃদিস্থিত কামাদিরিপুগণকে পরিত্যাগ করিতেছি না।

(মন্ত্রদ্বয়ের ভাব এই যে,—'ভগবানের পূজায় সত্ত্বভাবাদিরই প্রয়োজন, সে পূজায় রিপুগণকে বলিদান দেওয়াই কর্ত্তব্য ; কিন্তু আমি বিপরীত কার্য্য করিতেছি।')

৩। হে 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবনিবহ)! আপনারা ভগবৎসম্বন্ধযুত পাপ নিবারক হইয়া, সংসারকে প্রাপ্ত হউন (ইহলোককে উদ্ধার করুন)।

৪। হে ভগবন্! আপনি পার্থিবদেহধারী আমার সহিত মিলিত হইয়া আমাকে সত্ত্বভাবান্বিত করুন—এই প্রার্থনা।

(মন্ত্রদ্বয়ের ভাব এই যে,—'লোকের পরিত্রাণসাধনের জন্য ইহজগতে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব, অজ্ঞানতাজনিত উপেক্ষায় আমি তাহার সঙ্গ ত্যাগ করি। প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমায় সেই সত্ত্বভাব পুনরায় প্রদান করুন।')॥ (৪অ—১৩ক—১-৪ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৪।৩৬) মেক্ষান কৃষ্ণাবিষাণয়া লোষ্টং কিঞ্চিদাদত্ত ইয়ং ত ইতি। মূত্রং করিষ্যন্ শৃঙ্গেণ লোষ্টং কিঞ্চিৎ তৃণাদিকং বা গৃহ্নাতীতি সূত্রার্থঃ। হে যজ্ঞপুরুষ। ইয়ং পৃথিবী তে তব যজ্ঞিয়া তনুঃ যজ্ঞযোগ্যো দেশঃ। অতোঽহং মূত্রোপহতিপরিহারায় ব্যবধানং বর্ত্তুং লোষ্টং তৃণং বা স্বীকরোমীতি ভাবঃ। যদ্বা পৃথিবীং প্রত্যুচ্যতে। হে পৃথিবী!

ইয়ং লোষ্টরূপা তে তব যজ্ঞার্হা তনুস্তামাদদ ইতি শেষঃ। (কা০ ৭'৪৩৭) অপো মুঞ্চামীতি মেহতীতি। অপো মূত্ররূপা অহং মুঞ্চামি ন প্রজাং প্রজোৎপত্তিনিমিত্তং রেতো ন মুঞ্চামি। অতো হে আপঃ। মূত্রাখ্যাং যূয়ং পৃথিবীমাবিশত প্রবিশত। কিন্তু তাঃ। অংহোমুচঃ অংহসঃ পাপাৎ মুঞ্চন্তি পুরুষং পৃথক্‌কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। তথা স্বাহাকৃতাঃ পূর্ব্বং ক্ষীরপানকালে স্বাহেতি মন্ত্রেণ স্বীকৃতাঃ। যদ্বা স্বাহাকৃতাঃ সত্যো ভূমিমাবিশত। (কা০ ৭।৪ ৩৫) পৃথিব্যা সম্ভবেত্যাত্তং নিদধাতীতি। গৃহীতলোষ্টাদিকং মূত্রস্থানে ক্ষিপেৎ। হে লোষ্টাদিক। পৃথিব্যা সহ ত্বং সম্ভব একীভব॥ (৪অ—১৩ক—১৪ম)॥

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

কি ভাবের মন্ত্রের কি বিপরীত অর্থই প্রচারিত আছে। সে অর্থ স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

পূর্ব্বের দুইটী কণ্ডিকার প্রচলিত অর্থে বুঝিয়াছি,—একটী কণ্ডিকায় (একাদশ কণ্ডিকায়) পরিচারকগণকে দুগ্ধদোহন জন্য আদেশ করা হইতেছে, আর একটী কণ্ডিকায় (দ্বাদশ কণ্ডিকায়) সেই দুগ্ধ বা তদুৎপন্ন ক্ষীর গলাধঃকরণ-পূর্ব্বক তাহাকে জীর্ণ করার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আর, এখানে দেখিতেছি, সেই দুগ্ধ বা ক্ষীর জীর্ণ হওয়ার পর প্রস্রাবত্যাগের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। ভাষ্যে এইরূপভাবে মন্ত্রার্থের যথাপর্য্যায় সঙ্গতি রক্ষার প্রয়াস দেখিতে পাই।

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটীর যে অপরূপ অর্থ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। ভাষ্যে প্রকাশ,—কৃষ্ণবিষাণের অর্থাৎ কৃষ্ণহরিণের (অথবা অন্য কোনও পশুর) শৃঙ্গের দ্বারা কিছু মৃত্তিকা খনন করিয়া লইয়া, মূত্রত্যাগের সময় এই কণ্ডিকার মন্ত্র দুইটী উচ্চারণ করিবে। এই বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ কাত্যায়নের একটী বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এবং তাহার অর্থে বুঝাইবার চেষ্টা আছে,—মূত্রত্যাগের সময় শৃঙ্গের দ্বারা কিছু লোষ্ট ঢেলা বা মাটী অথবা তৃণাদি গ্রহণ করিবে। গ্রহণানন্তর মূত্রত্যাগের সময় মন্ত্রোচ্চারণ। অর্থোদ্ধার-ব্যপদেশে মন্ত্র দুইটীকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার প্রথম ভাগের ('ইয়ং তে যজ্ঞিয়া তনূঃ' এই মন্ত্রাংশের) অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে যজ্ঞপুরুষ! এই পৃথিবী তোমার 'যজ্ঞিয়া তনূঃ' অর্থাৎ যজ্ঞ-যোগ্য দেশ; অতএব, মূত্রোপহতি পরিহার-নিমিত্ত ব্যবধান করিবার জন্য তৃণ বা লোষ্ট গ্রহণ করিতেছি।' অথবা পৃথিবীকে সম্বোধনে মন্ত্রের ঐ অংশ প্রযুক্ত হইয়াছেও সিদ্ধান্তিত হয়। তদনুসারে ভাব আসে এই যে,—'হে পৃথিবী! এই লোষ্টরূপা তোমার যজ্ঞার্হা তনু তোমার আবরণস্বরূপ হউক।' তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের ('অপো মুঞ্চামি ন প্রজাং' অংশের) ভাব,—'আমি এই মূত্ররূপ অপ্ ত্যাগ করিতেছি; প্রজা উৎপাদন জন্য রেত ত্যাগ করিতেছি না। অতএব, মূত্রাখ্যা হে আপঃ অর্থাৎ মূত্রসমূহ, তোমরা পৃথিবীতে প্রবেশ কর।' তার পর,

সেই যে 'আপঃ' (মূত্রসমূহ) তাহারা কেমন? কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমাংশে (অংহোমুচঃ স্বাহাকৃতাঃ পৃথিবীমাবিশত' অংশে) তাহাই বলা হইতেছে। তাহারা 'অংহোমুচঃ' অর্থাৎ পাপ হইতে মোচন (পৃথক্) করে; এবং 'স্বাহাকৃতাঃ' অর্থাৎ পূর্ব্বে ক্ষীরপান-কালে স্বাহা-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; অথবা, 'স্বাহাকৃতাঃ' হইয়া স্বাহা-মন্ত্রের সহিত তাহারা ভূগর্ভে প্রবেশ করুক। অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশ—'পৃথিব্যা সম্ভব'। এখন আবার লোষ্ট প্রভৃতিকে হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'হে লোষ্টাদিক! তোমরা পৃথিবী সহ একীভূত হও।'

এইরূপে ভাষ্যানুসারে সমগ্র মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—প্রস্রাব-ত্যাগের পূর্ব্বে শৃঙ্গের দ্বারা কিছু মাটী ঢেলা বা তৃণাদি খুঁড়িয়া লইবে; তার পর, মন্ত্রোচ্চারণে মূত্রত্যাগ করিয়া তাহার উপর ঢেলা বা মাটী চাপা দিবে। এ পক্ষে মন্ত্রের যাহা ভাব, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে।

এই কি বেদ? এই কি বেদ মন্ত্র? আর, এই কি তাহার সুসঙ্গত অর্থ?

বলিতে পার—যদিও কোনও ব্যাখ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তেমন কথা বলেন নাই—মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য বলিতে পার,—'হিন্দুর প্রতিকার্য্যেই যে ভগবানের অনুস্মরণ ছিল, এই সকল মন্ত্র তাহাই দ্যোতনা করিতেছে,—দুগ্ধদোহনে, দুগ্ধপানে, এমন কি প্রস্রাব ত্যাগ পর্য্যন্ত কোনও কর্ম্মেই, হিন্দু ভগবদারাধনায় বিরত ছিলেন না।' কিন্তু এই ভাবে যদি কেহ এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন, আমরা মস্তক পাতিয়া তাহা মান্য করিতাম। কিন্তু ভাষ্যাভাসে কোথাও সে পরিকল্পনা দেখিতে পাই না। অপিচ, বেদ-মন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ আনয়ন করে,—এমনই ভাবে ব্যাখ্যাসমূহ প্রচারিত আছে। ইহাতে মনে হয়,—কোনও ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তি, আত্মগোপন রাখিয়া বেদমন্ত্রের গ্লানি প্রচার উদ্দেশে, এই ভাবের ব্যাখ্যাসমূহ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।* অথচ, এদেশে; বিশেষতঃ একদেশদর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে কুসংস্কার এমনই বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, প্রাচীন কোনও ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোনও কথা কহিতে যাইলে এবং তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ-প্রয়োগ দেখাইতে সমর্থ হইলেও, তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়ান! কিন্তু, কি সামগ্রী যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কি অমূল্য কোহিনুর-রত্ন যে কি আবর্জ্জনার আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তৎপ্রতি কেহই দৃষ্টি করিবেন না! এ পরিতাপের কি আর পরিসীমা আছে?

---

* হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান অবলম্বন যজুর্ব্বেদ সম্বন্ধে শ্রীমৎ মহীধরের যে ভাষ্য প্রচলিত আছে, তাহাতে কখনই তাঁহাকে বেদানুমোদিত ধর্ম্মের অনুরাগী ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না। পরন্তু তিনি অন্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, বৈদিক ধর্ম্মের গ্লানি-প্রচারোদ্দেশ্যেই এই ভাবে লেখনী ধারণ করেন—ইহাই মনে আসে। এ বিষয় পরে আমরা বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা পাইব। তাহাতে শ্রীমৎ মহীধরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতাবলম্বী বলিয়াই প্রতীত হইবে।

যাহা হউক, আলোচ্য কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয়ে আমরা যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। মন্ত্র যে কার্য্যে প্রযুক্ত হউক; কিন্তু 'প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তবপূজনম্'—প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমরা যে সকল কার্য্য করি আমাদিগের সেই সকল কার্য্যই যেন সেই জগন্মাতার পূজার মধ্যে গণ্য হয়—মন্ত্রাভ্যন্তরে সেই ভাবেরই বিকাশ থাকুক,—মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে ইহাই আমাদিগের অভিমত। সেই মতেরই অনুবর্ত্তী হইয়া, আমরা এই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সকল মন্ত্রেরই লক্ষ্য—ভগবানের অনুধ্যান; সকল মন্ত্রেরই উদ্দেশ্য—মানুষের উৎকর্ষ-সাধন; সকল মন্ত্রেরই শিক্ষা—'শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্ব্বথা ভগবানের শরণাপন্ন হও, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই—নান্যেব গতিরন্যথা।'

আমাদের মতে কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটির সম্বোধ্য—ভগবান্। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমার এই যে দেহ, এই দেহই আপনার যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান। এই দেহের মধ্যে সদ্বৃত্তি-স্ফুরণরূপ কুসুম-বিকাশ হইলে, সেই কুসুমসম্ভারেই আপনার প্রকৃষ্ট পূজা সম্পন্ন হইতে পারে। এই দেহের মধ্যে—হৃদয়াভ্যন্তরে—সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠিলে, তাহাই আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ-মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু অকৃতী অধম আমি, সে পক্ষে আমার প্রয়াস আদৌ নাই। আমি আমার শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহকে—আপনার পূজার প্রকৃষ্ট উপকরণাদিকে—পরিত্যাগ করিতেছি; আর, তাহার পরিবর্ত্তে, বিপরীত সামগ্রীকে, কামাদি রিপুগণকে পোষণ করিতেছি। ফলে, অসদ্ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইতেছে। এই তো আমার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে- আপনার পূজায় যাহা প্রয়োজন, যাহা সঞ্চয়ে বিমুখ আছি; পরন্তু যদ্দ্বারা আপনার পূজায় বিঘ্ন ঘটে, তাহাই সংগ্রহ করিতেছি।' আমরা মনে করি, কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! এই সঙ্কট অবস্থা হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন;—আপনার পূজার উপচার সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য দিউন।'

দ্বিতীয় মন্ত্রটীকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। ভাষ্যেও দুই অংশে বিভক্ত আছে। তবে আমাদিগের সম্বোধ্য পদ ভাষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। প্রথমাংশে 'আপঃ' অর্থাৎ সত্ত্বভাবসমূহ সম্বোধ্য। দ্বিতীয়াংশে ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমাংশের সম্বোধনে 'আপঃ' পদই পরিগ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি ঐ পদের অর্থ লিখিয়াছেন—'আপঃ মূত্রাখ্যাঃ' অর্থাৎ মূত্রের জল। কিন্তু আমাদের অর্থ—শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবনিবহ। কোথায় পরিত্যাগের বস্তু মূত্র, আর কোথায় পরিগ্রহণের সামগ্রী শুদ্ধসত্ত্বভাব! আকাশ-পাতাল প্রভেদ! বেদে যেখানেই 'অপ্' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, সেখানেই উহা শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝাইয়াছে। কোথাও জল, কোথাও মূত্র, কোথাও আকাশ,—এমন বিভিন্ন ভাব ঐ শব্দে আমরা গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ পাই নাই।

এখন বুঝিয়া দেখুন, দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমাংশ কি ভাব প্রকাশ করিতেছে। শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়, আর ঐ ভাবের দ্বারাই ভগবানের কার্য্য—ভগবদারাধনা

সুসম্পন্ন হইতে পারে। সে পক্ষে, শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বভাবনিবহ। তোমরা এই মর্ত্তলোকে আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হও অর্থাৎ আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বভাবে ভাবান্বিত হইতে পারি।' আকাঙ্ক্ষা—শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা প্রাপ্তি। কিন্তু সে অবস্থা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে? তাহা ভগবৎ-করুণা সাপেক্ষ। ভগবান্ কৃপা না করিলে, মানুষ কি প্রকারে সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারিবে? তাই মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে ভগবন্। এই 'পৃথিব্যা' অর্থাৎ মাটীর দেহধারী জন্মজরামরণকবলগত জীব আমাতে আসিয়া, আপনি একবার আবির্ভূত হউন। তাহা হইলেই আমি শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইব,—পরিত্রাণ লাভ করিব।' ইহাই মর্ম্মার্থ। লোষ্টকে আহ্বান করিয়া বা মূত্রাখ্য জলকে আহ্বান করিয়া, এতাদৃশ ভাব কখনও ব্যক্ত হইতে পারে না। কি মন্ত্র কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আছে, উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে। (৪অ—১৩ক—১-৪ম)॥

—•—

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে ত্বꣳ সুজাগৃহি বয়ꣳ সুমন্দিষীমহি।

(২) রক্ষা ণো অপ্রয়ুচ্ছন্ প্রবুধে নঃ পুনস্কৃধি॥ ১৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানময় দেব) 'ত্বং সুজাগৃহি' (ত্বং অস্মাকং হৃদি চিরজাগরূকো ভব); 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'সুমন্দিষীমহি' (গভীরনিদ্রাগতাঃ মোহঘোরেণ সংজ্ঞারহিতাশ্চ ভবেমহি)। অয়ং ভাবঃ—'অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ বয়ং বিপথগামিনো ভবামঃ, হে জ্ঞানময়, বিবেকরূপেণ হৃদি উদিতঃ সন্ অস্মান্ সৎপথং প্রদর্শয়।'

২। হে ভগবন্। 'নঃ' (অস্মান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'রক্ষ' (পরিত্রায়স্ব); তথা 'নঃ' (অস্মান্) 'প্রবুধে' (প্রবোধায়, সদ্বুদ্ধিপ্রদানায়) 'অপ্রয়ুচ্ছন্' (অপ্রমাদ্যন্, অস্মাকং প্রমাদং পরিহারয় ইতি ভাবঃ); 'পুনস্কৃধি' (এবং পুনরপি সৎকর্ম্মান্বিতান সত্ত্বভাবযুতান্ কুরু)। অয়ং ভাবঃ—'হে ভগবন্। তব কৃপয়া সদুপদেশলাভেন যেন বয়ং সৎপথাবলম্বিনো ভবামঃ, তৎ বিধেহি।' (৩অ—১৪ক—১-২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র দুইটী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে জ্ঞানময় দেব! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চিরজাগরূক রহুন; আপনার প্রার্থনাকারী আমরা মোহঘোরে সংজ্ঞারহিত হইয়া আছি। (ভাব এই যে,—'অজ্ঞানতা-হেতু অথবা মোহ-বশতঃ আমরা যদি বিপদগামী হই, হে জ্ঞানময়, বিবেক-রূপে হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।')

২। হে ভগবন্! আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করুন; আর আমাদিগকে প্রবোধ দিয়া (সুবুদ্ধি-প্রদান-পূর্ব্বক) আমাদিগের প্রমাদ দূর করুন, এবং পুনরায় আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত সত্ত্ব-ভাবযুত করুন। (ভাব এই যে—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় সদুপদেশ-লাভে আমরা যাহাতে সৎপথালম্বী হইতে পারি, তাহাই বিহিত করুন!') ॥ (৩অ—১৪ক—১-২ম)॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৪,৩৯) অগ্নে ত্বমিত্যৃক্ত্বা স্বপিত্যধঃ প্রাগ্দক্ষিণত ইতি। অনুষ্টুবাগ্নেয়ী। হে অগ্নে! ত্বং সুজাগৃহি সুষ্ঠু নিদ্রারহিতো ভব। বয়ং যজমানাঃ সুমন্দিষীমহি সাধু স্বপ্স্যামঃ। মদি স্তুতিমোমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। অত্র স্বপ্নার্থঃ। আশীর্লিঙ্যুত্তমবহুবচনে রূপং। কিঞ্চ। নোঽস্মান্ রক্ষ। কিং কুর্ব্বন্নপ্রযুচ্ছন্। যুচ্ছ প্রমাদে। অপ্রমাদ্যন্। দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ (পা০ ৬।৩।১৩৫) ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ (পা০ ৮।৪।২৭)। ইতি ন ইত্যস্য ণত্বং। নো অপ্রযুচ্ছন্নিত্যত্র এঙঃ পদান্তাদতি (পা০ ৬।১।১০৯) ইতি পূর্ব্বরূপে প্রাপ্তে প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে (পা০ ৬।১।১১৫) ইতি প্রকৃতিভাবঃ। কিঞ্চ অগ্নে! নোঽস্মান্ পুনঃ প্রবুধে প্রবোধায় কৃধি কুরু। প্রবোধনং প্রভুত্তস্মৈ প্রবুধে। সম্পাদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপ্। স্বপতোঽগ্নেঃ প্রার্থনা রক্ষসাং নাশয়। তদুক্তং তিত্তিরিণা। অগ্নিমেবাধিপং কৃত্বা স্বপিতি রক্ষসামপহত্যা ইতি॥ (৩অ—১৪ক—১-২ম)॥ *

* . *

---

* মন্ত্রের বিভাগ-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে এবং প্রকাশিত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়; ভাষ্যেও ঐরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাই। কাশীর পাঠে জর্ম্মণীর প্রকাশিত ওয়েবার সাহেবের সংস্করণ অনুসৃত। বোম্বাই-প্রদেশের গ্রন্থে তাহা রূপান্তরে পরিগৃহীত। আমরা বিভিন্ন পাঠ মিলাইয়া অর্থ-পরিগ্রহের উপযোগী পাঠই গ্রহণ করিতেছি।

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভ ষ্যানুসরণে প্রচলিত অর্থে বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞকারী যেন অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'হে অগ্নি! আপনি একটু প্রজ্বালিত থাকুন; আমরা একটু নিদ্রিত হই। আপনি প্রজ্বালি (জাগরিত) থাকিলে, রাক্ষসেরা যজ্ঞহানি করিতে আসিতে সাহস পাইবে না।' এ পক্ষে ভাব আসে এই যে, অগ্নি জ্বলিলে যাজ্ঞিকগণ জাগিয়া আছেন ভাবিয়া রাক্ষসেরা সেদিকে অগ্রসর হইবে না।

আমরা কিন্তু মনে করি, এখানে সে বহিঃশত্রু যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসের প্রসঙ্গ নাই। পরন্তু এখানে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদির বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রার্থনাকারী সেই জ্ঞানময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,-'হে জ্ঞানময়! সংসারের মোহঘোরে পড়িয়া আমরা পুনঃপুনঃ সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হই, পুনঃপুনঃ সত্ত্বভাবকে বিসর্জ্জন দিই। আপনি আমাদিগের সেই মোহঘোর বিদূরিত করুন। জ্ঞানরূপে আপনি হৃদয়ে জাগ্রৎ থাকিয়া আমাদিগকে সদা সদ্বুদ্ধি দান করুন,—সৎপথে পরিচালিত করুন। পদে পদে প্রমাদ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। কিসে সে প্রমাদ পরিহার করিতে পারি, আপনিই তাহার উপায়-বিধান করুন। দিয়াছিলেন সকলই; জন্মসহজাত সত্ত্বভাবাদি হৃদয়ে বিকাশ পাইতেছিল—সকলই; কিন্তু আমি একে একে সকলকেই বিসর্জ্জন দিয়াছি; সংসারের পাপসংসর্গে মিশিয়া সকলকেই পাপকলুষলাঞ্ছিত মলিন করিয়া তুলিয়াছি। তাই প্রার্থনা করিতেছি,-'আবার—আবার আমায় কৃপা করুন (পুনস্বুধি)।' এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদ বড়ই সংশয়-মূলক। ভাষ্যকার সেই কয়েকটী পদ-সম্বন্ধে ব্যাকরণ-ঘটিত নানা বিতর্কের মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহের নিরসন হয় না। বেদমন্ত্র-সূত্রাকারে গ্রথিত। উহার এক একটি অংশের মধ্যে বহু ভাব পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। দৃষ্টান্ত-স্থলে এই যজুর্ব্বেদেরই প্রথম মন্ত্র 'ইষে ত্বা' 'উর্জ্জে ত্বা' প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পুনস্বুধি' পদ সেইরূপ সূত্রস্বরূপ। ঐ পদে কত পুরাতন স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরূক করে। ঐ পদে ভাব আসে,—আমাদিগের জন্ম-গ্রহণের সহিত আমরা বীজরূপে সত্ত্বভাবের কত অংশই লাভ করিয়াছিলাম! কিন্তু এখন, পাপ পৃথিবীর প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া, একে একে সকলই হারাইয়াছি। 'পুনস্বুধি' পদের প্রার্থনায় বলা হইতেছে,—'ভগবন সেই সব ভাব আবার আমায় ফিরাইয়া আনিয়া দেও।' এইরূপভাবে বিচার করিতে গেলে, বেদ-সূত্রের এক একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বহুকথা আলোচনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহা বাহুল্য বলিয়া মনে করিতেছি। (৪অ—১৪ক—১-২ম)॥

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। একাদশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা)।

(১) পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।

(২) বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্নঃ পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ॥ ১৫॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! ভগবৎকৃপয়া 'মে' (মম) 'মনঃ' (বিশুদ্ধং অন্তঃকরণং) 'পুনঃ আগন্' (ময়ি প্রত্যাগতং ভবতু ইতি শেষঃ), 'আয়ুঃ' (জীবনং—সৎকর্ম্মশীলং) 'পুনঃ' (ময়ি প্রত্যাগতং ভবতু); 'মে' (মম) 'প্রাণঃ' (শক্তিঃ—সৎকর্ম্মসাধনশীলা) 'পুনঃ আগন্' (ময়ি প্রত্যাগতা ভবতু), 'আত্মা' (চৈতন্যং পরমাত্মনোঽংশীভূতং) 'পুনঃ (ময়ি প্রত্যাগতং ভবতু); 'মে' (মম) চক্ষুঃ' (দর্শনশক্তিঃ—সদ্বস্তুদর্শনসমর্থা) 'পুনঃ আগন্' (ময়ি প্রত্যাগতা ভবতু)। 'শ্রোত্রং (কর্ণঃ—ভগবন্মহিমাশ্রবণপরায়ণঃ) 'পুনঃ' (ময়ি প্রত্যাগতো ভবতু)। অয়ং ভাবঃ—জন্মসহজাতাঃ সদ্ভাবাঃ ময়ি পুনঃ স্ফূর্ত্তিযুতাঃ ভবতু ইতি প্রার্থনা।'

২। 'বৈশ্বানরঃ' (বিশ্বহিতসাধকঃ) 'অদব্ধঃ' (কেনাপ্যহিংসিতঃ, হিংসাতীতঃ) 'তনূপাঃ' (শরীরপালকঃ, দেহরক্ষকঃ) 'অগ্নিঃ' (স জ্ঞানময়ো দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অবদ্যাৎ' (নিন্দিতাৎ, অযশসো) 'দুরিতাৎ' (পাপাৎ) 'পাতু' (পালয়তু, পাহি)। অয়ং ভাবঃ—'ভগবৎকৃপয়া অস্মাকং পাপং বিদূরিতং ভবতু—ইতি প্রার্থনা। (৪অ—১৫ক—১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র দুইটী ভগবৎ সম্বোধনে প্রযুক্ত।]

১। ভগবন্! আপনার কৃপায় আমার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ আমাতে প্রত্যাগত হউক,—সৎকর্ম্মশীল জীবন আমাতে প্রত্যাগত হউক; আমার সৎকর্ম্মসাধনপরায়ণা শক্তি আমাতে প্রত্যাগত হউক,—পরমাত্মার অংশীভূত চৈতন্য আমাতে প্রত্যাগত হউক; সদ্বস্তুর দর্শন-সমর্থ আমার চক্ষু আমাতে প্রত্যাগত হউক,—ভগবন্মহিমাশ্রবণপরায়ণ কর্ণ আমাতে

প্রত্যাগত হউক। (ভাব এই যে,—'আমার জন্মসহজাত সদ্ভাব-সকল আমাতে আবার স্ফূর্ত্তিলাভ করুক।')

২। বিশ্বহিতসাধক, হিংসাতীত, দেহরক্ষক, সেই জ্ঞানময় দেবতা আমাদিগকে নিন্দিত পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। (ভাব এই যে,—'ভগবৎকৃপায় আমাদিগের পাপ বিদূরিত হউক।') (৪—১৫ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৪।৪০) বিবুদ্ধমস্বপ্‌ত্রস্তং পুনর্ম্মন ইতি বাচয়তীতি। মে মম যজমানস্য মনঃ পুনরাগন্ সুপ্তিকালে বিলীয় পুনরিদানীং শরীরে সমাগতং। গমেল্‌ঁ‌ঙ্‌লপি লুঙে হল্‌ঙ্যা-ব্‌ভ্যঃ (পা০ ৬।১।৬৯) ইতি প্রত্যয়লোপে মকারস্য নকারে প্রথমৈকবচনে আগন্নিতি রূপং। কিঞ্চ স্বাপকালে মে মদীয়মায়ুর্ন ষ্টপ্রায়ং ভূত্বা পুনরাগন্ ইদানীং পুনর্যৎপরমিবাসীৎ। তথা মে প্রাণো বায়ুঃ পুনরাগন্। তথা মে আত্মা জীবঃ পুনরাগন্। তথা মে চক্ষুঃ পুনরাগন্। তথা মে শ্রোত্রং শ্রবণেন্দ্রিয়ং পুনরাগন্। সর্ব্বে হ বা এতে স্বপতোঽপক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ (৩।২।২ ২৩)। স্বাপকালে মন-আদীনামপক্রমো ভবতি। তেষাং পুনর্য্যথাস্থানমাগমনং প্রার্থ্যতে। এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু সমাগতেষু অয়মগ্নিঃ অবদ্যাৎ বদিতুমযোগ্যাৎ নিন্দিতাৎ দুরিতাৎ পাপাৎ নোঽস্মান্ পাতু পালয়তু। যদ্বা অবদ্যাৎ দুর্যশসো দুরিতাৎ পাপাচ্চ পাতু। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ। বৈশ্বানরঃ বিশ্বেভ্যো নরেভ্যো হিতঃ সর্ব্বপুরুষোপকারকঃ। নরে সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ (পা০ ৬।৩।১২৯)। অদব্ধঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ তনূপাঃ তনুং পাতীতি অস্মদীয়শরীরপালকঃ॥ ১৫॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যকার একভাবে এই মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছেন; আর, আমরা আর একভাবে এই মন্ত্রের সহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রের সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি। ভাষ্যের মত এই যে,—অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যাজ্ঞিক বা যজমান নিদ্রিত হইয়াছিলেন; এখন ঋত্বিক্ বা পুরোহি যেন সেই যজমানকে উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'নিদ্রিতাবস্থায় যজমানের মন সুপ্তিতে বিলীন হইয়াছিল; সেই মন আবার জাগ্রৎ হউক।' এইরূপ, তিনি আরও বলিতেছেন, 'যজমানের আয়ুঃ সুপ্তিতে বিঘোর অবস্থায় ছিল; সেই আয়ুঃ পুনরায় জাগ্রৎ হউক। তাহার প্রাণ, আত্মা, চক্ষু, কর্ণ, সকলই সুপ্তিতে কর্ম্মসামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল, যজমানের নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সকলে জাগ্রৎ হউক।' প্রভাতে, যজমানের নিদ্রাভঙ্গ উপলক্ষে, ঋত্বিক বা পুরোহিত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ভাষ্যাভাসে এই ভাব প্রাপ্ত হই।

কিন্তু আমরা মনে করি, সেই যে পূর্ব্ব-মন্ত্রে 'পুনস্থধি' পদ দেখিয়াছি, এ মন্ত্রে তাহাই বিশ্লেষিত হইয়াছে।

'হে ভগবন্! আমার সেই সকল ফিরিয়া আসুক',—ইহাতে কি মনে হয়? মনে হয় না কি,—'কি যেন ছিল, এখন যেন হারাইয়াছি, আর সেই হারানিধি পাইবার জন্য যেন আকুল আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে।' যদি বলি—'আমার মন ফিরিয়া আসুক'—তাহাতে কি ভাব মনে আসে? মনে হয় না কি,—সেই যে সরল অকপট শুদ্ধসত্ত্বভাবান্বিত অন্তর আমি আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সংসারের কুটিলতার মধ্যে পড়িয়া সে আজ বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কলুষ-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়াছে।—এখানে, প্রার্থী সেই মন ফিরিয়া পাইবার কামনা করিতেছেন। ভগবানের সেবাপরায়ণ হইতে হইলে, ভগবৎকার্য্যে জীবন বিনিযুক্ত করিতে হইলে, শিশুর ন্যায় সরলতা আবশ্যক;—কুটিল মন ভগবৎ-সেবার অধিকারী নহে। এখানে তাই সরল অন্তরের প্রার্থনা দেখিতে পাই। পঞ্চমবর্ষীয় বালক সেই ধ্রুবের সরলতায় সিংহ স্তম্ভিত হইয়াছিল। ভগবৎ-প্রাপ্তি-মূলক সাধনা সেইরূপই হওয়া চাই। 'হে ভগবন্! আমার মন ফিরিয়া আসুক'—এইরূপ প্রার্থনার ভাবই এই যে,—'আমি যেন সরল বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।'

মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'আমার আয়ুঃ ফিরিয়া আসুক।' আমি কি মরিয়াছি? কৈ—আমি তো মরি নাই। 'জলজ্যান্ত' জীবন্ত। তবে এমন প্রার্থনা কেন করিতেছি? অতএব, বুঝিতে হইবে, এখানে সে আয়ুর কামনা নাই। এখানকার প্রার্থনা—'আমি যেন এমন আয়ুঃ পাই,—যে আয়ুঃ আমায় সৎকর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে পারে। আহার-মৈথুন-নিদ্রা এই লইয়াই তো জীবন নহে! তেমন জীবন পশুতেও ধারণ করে! তেমন আয়ুঃ তো অতি নীচ পাষণ্ডেরও অধিকারে আছে! প্রার্থী কি এখানে ভগবানের নিকট সেই আয়ুঃ প্রার্থনা করিতেছেন? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। সৎকর্ম্মশীল পুণ্যপূত আয়ুর কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রে আর বলা হইয়াছে,—'আমার প্রাণ ফিরিয়া আসুক, আমার আত্মা ফিরিয়া আসুক।' আমাদিগের প্রাণ থাকিতেও যে প্রাণ নাই, আমাদিগের আত্মা থাকিতেও যে আমরা আত্মাশূন্য, তাহা কি আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয়? কোথায় আমার প্রাণ? আমি অনায়াসে অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই, আমি ভাই হইয়া ভাইকে প্রবঞ্চনায় প্রলুব্ধ হই; আমার আবার প্রাণ আছে? প্রাণ ছিল বটে—সেই দিন;—শিশুকালে যেদিন পুত্তলিকার প্রতিও মমতার সঞ্চার হইত,—ক্ষুদ্র একটী কীটের বিয়োগ-ব্যথায় প্রাণ ফাটিয়া যাইত! চৈতন্য?—সে তো অনেক দিনই অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! চৈতন্য থাকিলে কি আর, নিত্য-নূতন অপকর্ম্ম করিয়া, মাথার উপরে যিনি বিদ্যমান্ রহিয়া সকলই দর্শন করিতেছেন—তাঁহাকেও লুকাইবার চেষ্টা করিতাম? অপকর্ম্ম করি, আর মনকে প্রবোধ দিই,—'কেহ দেখিতে পাইল না।' এই কি চৈতন্যের কার্য্য? চৈতন্য ছিল বটে তখন—যখন পাপের পথে প্রথম অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম! কিন্তু এখন পাপে এতই অভ্যস্ত যে, পাপ-কার্য্যে এখন আর হৃদয় একবারও কম্পিত হয় না! নরবলি প্রদান করিতে করিতে জল্লাদের প্রাণ এতই কঠিন হইয়া পড়ে যে, শেষে আর নরহত্যার প্রতি

তাহার কোনও বৃত্তিই বিমুখ হইতে চাহে না। যতই বয়স বাড়িতেছে, আমরা ততই সেই জল্লাদ-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছি। এখানে সাধক তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছেন; তাই কাতর-কণ্ঠে ভগবানকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমায় সেই চৈতন্যটুকুকে ফিরাইয়া দাও।'

মন্ত্রে আর প্রার্থনা আছে,—'আমার চক্ষুকে আর কর্ণকে আমি যেন পুনঃপ্রাপ্ত হই।' কেন?—আমার কি চক্ষু নাই? এমন ড্যাবডেবে যোড়া দুটা চক্ষু থাকিতে, আমি আবার চক্ষু ফিরয়া পাইবার প্রার্থনা করিতেছি কি! এইরূপ, শ্রোত্রও তো কৈ বধির নহে! নিন্দা সুখ্যাতি কোন্ কথাই বা আমি শুনিতে না পাই! তবে আবার শ্রোত্রের প্রার্থনা কেন? চোখও দেখিতে পায়, কাণেও শুনিতে পাই; তবে আবার কি ফিরিয়া পাইবার কামনা করি? ভ্রান্ত!—সে এ চোখ—এ কাণ নয়। এ কি আর চোখ?—এ কি আর কাণ? যে চক্ষু ভগবানের অনিন্দ্য-মূর্ত্তি দেখিতে না পাইল, যে শ্রোত্র ভগবানের গুণকথা শুনিতে পাইল না; পরন্তু যে চক্ষু কেবলই বিষয়-বিভবে আকৃষ্ট রহিল, যে কর্ণ কেবলই আত্ম-প্রশংসা ও পরগ্লানি শ্রবণ-রূপ বিষম-বিষে পূর্ণ রহিল; সে চক্ষু কি আর চক্ষু?—সে কর্ণ কি আর কর্ণ নামে বাচ্য? সাধক এখানে ভগবানের নিকট তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমায় সেই চক্ষু দাও—যে চক্ষু কেবল তোমারই রূপ দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে। আর আমায় সেই কর্ণ দাও—যে কর্ণ কেবল তোমারই কথা-রূপ সুধা-রসে পরিপূর্ণ থাকে।' আমরা যাঁহার নকট হইতে যে কার্য্য সাধনের জন্য এ সংসারে আসিয়াছি, তাহার স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া এখন অন্য পথে চলিতেছি। এই মন্ত্র আমাদিগকে সেই পথ পুনঃ প্রদর্শন করিতেছে। এ মন্ত্র প্রতি জনের অনুধ্যানের বিষয়ীভূত। সে অনুধ্যানের দিন কবে আসিবে?—কবে আমরা নরনারী সমস্বরে বলিতে পারিব,—

"পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।"

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যে যদিও অনন্ত অগ্নির প্রতি ঐ মন্ত্রের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিকটই ঐ প্রার্থনা জানান হইয়াছে। 'তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন'—প্রার্থনায় এই সরল ভাব ব্যক্ত আছে মাত্র। পরন্তু কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের সহিত ইহার সম্বন্ধের বিষয় স্মরণ হয়। তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়,—পাপের পরিত্রাণ-উপায়-মূলক মন, আয়ু, প্রাণ, আত্মা, চক্ষু ও শ্রোত্র যেন যথাযথ প্রত্যাবৃত্ত হয়; প্রকারান্তরে এখানে সেই কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে; কেন-না, তাহাদিগের প্রত্যাগতিই পাপ হইতে পরিত্রাণের প্রধান বর্ত্তনী। (৪ম—১৫ক—১-২ম)॥

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ষোড়শ কণ্ডিকা। দ্বি-মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) ত্বমগ্নে ব্রতপা অসি দেব আ মর্ত্ত্যেষ্বা ত্বং যজ্ঞেষ্বীড্যঃ।

(২) রাস্বেয়ৎ সোমা ভূয়ো ভর দেবো নঃ সবিতা বসোর্দ্দাতা বস্বদাৎ॥ ১৬॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে জ্ঞানময়) 'ত্বং দেবঃ' (দ্যোতমানস্ত্বং, স্বপ্রকাশস্ত্বং) 'আ মর্ত্ত্যেষু' (মনুষ্যপর্য্যন্তেষু সর্ব্বপ্রাণিষু) 'ব্রতপা' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ) 'অসি' (ভবসি); তথা 'ত্বং আ' (ত্বং সমন্তাৎ) 'যজ্ঞেষু' (সৎকর্ম্মসু) ঈড্যঃ' (পূজিতব্যো ভবসি)। 'সর্ব্বকর্ম্মসু জ্ঞানদেবস্য প্রভাবো বিদ্যতে—ইতি ভাবঃ।

২। 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'ইয়ৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'রাস্ব' (ধনং) দেহি; 'ভূয়ঃ' (বহুতরং) 'আ ভর' (তদ্ধনং প্রযচ্ছ, ধনদানেন আকাঙ্ক্ষা পূরয় ইতি ভাবঃ); 'বসোর্দ্দাতা' (পরমধনপ্রদাতা) 'দেবঃ সবিতা' (দ্যোতমানঃ জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বসু' (যৎ ধনং) 'অদাৎ' (পূর্ব্বমপি দত্তবান্), তদ্ধনং প্রার্থয়ামি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—'অস্মাকং জন্মনা সহ যৎ শুদ্ধসত্ত্বং বয়ং প্রাপ্তবান্, হে দেব, প্রাচুর্য্যেণ তদ্ধনং সাম্প্রতং অস্মভ্যং দেহি।' (৪অ—১৬ক—১২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে জ্ঞানদেবকে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে।]

১। হে জ্ঞানময় দেব! স্বপ্রকাশ আপনি, মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর সৎকর্ম্মের পালক হয়েন; আর সকল যজ্ঞে—সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে—আপনি পূজনীয় হয়েন। (ভাব এই যে,—'সকল কর্ম্মেই জ্ঞানদেবের প্রভাব বিদ্যমান্ রহিয়াছে।')

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমায় শ্রেষ্ঠধন প্রদান কর; আর, প্রচুর পরিমাণে সেই ধন-দানে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। পরমধন-

প্রদাতা দ্যোতমান্ সবিতৃদেব যে ধন প্রদান করেন, সেই ধনেরই প্রার্থনা করিতেছি। (ভাব এই যে,—'আমাদিগের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই, হে দেব, প্রচুর-রূপে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।')॥ (৪অ—১৬ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কাং ৭।৫।১-২) ত্বমগ্ন ইত্যাহ ক্রুদ্ধ'ব্রত্যং বা ব্যাহৃত্যোতি। দীক্ষিতো যদা ক্রুধ্যতি ব্রতবিরুদ্ধং বা ব্রূতে তদা ত্বমগ্ন ইত্যৃচং জপেৎ। গায়ত্র্যাগ্নেয়ী বৎসদৃষ্টা। ব্যূহেনাক্ষরপূরণং। হে অগ্নে। দেবো দ্যোতনাত্মকঃ ত্বমামর্ত্ত্যেষু মনুষ্যপর্য্যন্তেষু সর্ব্বপ্রাণিষু ব্রতপা অসি ব্রতস্য কর্ম্মণঃ পালকো ভবসি। তথা আ সমস্তাদ্‌যজ্ঞেষু ত্বমীড্যো'হসি। ঈ:ডয়ধোষণকর্ম্মা চেতি যাস্কঃ। যাচিতব্যঃ পূজয়িতব্যো বা ভবসি। অতঃ পাহীতি শেষঃ। যদ্বা আকারদ্বয়ং সমুচ্চায়ার্থং। দেবে ইতি সপ্তম্যন্তং পদং। হে অগ্নে। ত্বং দেবে আ দেবেষু চ মর্ত্ত্যেষু আ মনুষ্যেষু চ ব্রতপা অসীতি শেষং পূর্ব্ববৎ। (কাং ৭।৫।১৬) লব্ধধালম্ভ্য বাচয়তি রাস্বেয়দিতি। ক্রতৌ প্রাপ্তং ধনং স্পৃষ্ট্বা মন্ত্রং পঠেৎ। রাস্ব। সোমদেবত্যং যজুঃ। হে সোম। ইয়দায় এতাবদ্ধনং দেহি। ভূয়ঃ পুনরপি আভর ধনং আহর। হৃগ্রহোরিতি ভকারঃ। যতো ধসোধ'নস্য দাতা সবিতা দেবো নোঽস্মভ্যং বসু অদাৎ পূর্ব্বমপি ধনং দত্তবান্॥ ১৬॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

দীক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ক্রোধপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পাপস্পর্শ হয়। সেই পাপ-প্রক্ষালন জন্য এই কণ্ডিকার মন্ত্রোদ্বয় অনুস্মরণীয়।

প্রথম মন্ত্রটী অলন্ত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী সোমকে (সোমরসকে) সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে,—ইহাই ভাষ্যের অভিমত। সে পক্ষে, প্রথম মন্ত্রে অগ্নির গুণ-ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে,—অগ্নি সকল কাজেই লাগিয়া থাকেন, সকল যজ্ঞাদিতেই অগ্নির প্রয়োজন হয়; দ্বিতীয় মন্ত্রে সোমের নিকট প্রচুর পরিমাণে ধন পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; আর বলা হইয়াছে,—সবিতা দেবতা পূর্ব্বে অনেক ধন প্রদান করিতেন।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমাদিগের মত এই যে,—প্রথম মন্ত্র জ্ঞানদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের সাধ্য—শুদ্ধসত্ত্বভাব। জ্ঞানই যে সৎকর্ম্মের পালক ও রক্ষক এবং সকল সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই যে জ্ঞান-দেবতার প্রাধান্য, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। প্রথম মন্ত্রে তাঁহারই (জ্ঞান-দেবতার) সেই মাহাত্ম্য কথা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনার ভাব আছে। এখানে আপনার অন্তরস্থ শুদ্ধসত্ত্বের উদ্বোধনা দেখিতে পাই। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভা

যদি জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে সকল শ্রেষ্ঠ ধনই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—তাহা হইলে কোনও ধনেরই আর অভাব থাকে না। এ পক্ষে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে আমার হৃদিস্থ শুদ্ধসত্ত্বভাব! তুমি জাগরিত হও; আর তোমার সেই জাগরণের প্রভাবে আমি যেন আমার অভীষ্টধন প্রাপ্ত হই।' এই দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষাংশে সবিতা দেবতার বিষয় যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'জ্ঞানময় সবিতা দেবতা সেই ধন (শুদ্ধসত্ত্ব অথবা পরমার্থ-প্রাপক ধন) প্রথমেই আমাদিগকে প্রদান করেন, জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমার সে ধন কতকটা প্রাপ্ত হই। কিন্তু সে ধন এখন আমরা হারাইয়াছি; শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব হৃদয়ে জাগ্রৎ হইলে, সেই ধন আবার ফিরিয়া পাইতে পারি।' ফলতঃ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চারেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—মানুষ! তুমি শুদ্ধ-সত্ত্বভাবান্বিত হও; জ্ঞানদেব তোমায় পরম ধন প্রদান করিবেন।' (৪অ—১৬ক—১-২ম) ॥

—— • ——

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। সপ্তদশ কণ্ডিকা। দ্বি-মন্ত্রাম্নিকা)।

(১) এষা তে শুক্র তনূরেতদ্বর্চ্চস্তয়া সম্ভব ভ্রাজং গচ্ছ।

(২) জূরসি ধৃতা মনসা জুষ্টা বিষ্ণবে ॥ ১৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'শুক্র' (হে শুক্র, হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেব)। 'এষা' (মদীয়া দেহলক্ষণা বিদ্যমানতা এব) 'তে' (তব) 'তনূঃ' (আধাররূপাঃ, অবস্থানং শরীরং ইতি ভাবঃ); 'এতৎ' (প্রকাশমানং, সর্ব্বৈব অনুভূয়মানং শুদ্ধসত্ত্বং) 'বর্চ্চঃ' (তব তেজঃ, প্রকাশরূপ ইতি ভাবঃ); 'তয়া' (মদীয়য়া তন্বা) 'সম্ভব' (একীভব, যদ্বা—একীভূয়) 'ভ্রাজং' (দীপ্তিং, শুদ্ধসত্ত্বং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি)। প্রার্থনায় ভাবঃ—'হে ভগবন্! ত্বং জ্ঞানরূপেণ হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ মম হৃদিস্থিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সম্মিলিত ভব।'

২। হে শুদ্ধসত্ত্বাদীভূতে ভক্তে! ত্বং 'মনসা' (হৃদি) 'ধৃতা' (প্রতিষ্ঠিতা) 'বিষ্ণবে' (ব্যাপকায় ভগবতে) 'জুষ্টা' (প্রীতিযুক্তা সতী) 'জূরসি' (জীবনমসি, শক্তিপ্রবর্দ্ধিকা ভবসি)। 'ভগবৎপ্রীতিদায়িকা ভক্তিঃ হৃদি আবির্ভূতা সতী মম প্রাণশক্তিং বর্দ্ধয়তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা'—ইতি ভাবঃ। (৪অ—১৭ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটীর প্রথমটী জ্ঞানদেবতার সম্বোধনে এবং দ্বিতীয়টী ভক্তিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।]

(১) হে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানদেব! আমার এই দেহলক্ষণ বিদ্যমানতাই (শরীরই) আপনার আশ্রয়স্থান; সকলের অনুভূয়মান্ শুদ্ধসত্ত্বই আপনার তেজঃ অর্থাৎ প্রকাশ-রূপ; আমার এই দেহের সহিত একীভূত হউন, (অথবা—একীভূত হইয়া) আপনি শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমার হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হউন।')

(২) হে শুদ্ধসত্ত্বের অঙ্গীভূত ভক্তি! আপনি আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বিশ্বব্যাপী সেই ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, আমার শক্তিবর্দ্ধক হউন। (ভাব এই যে, 'ভগবৎপ্রীতিসাধিকা ভক্তি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার প্রাণশক্তি বর্দ্ধন করুন—এই আকাঙ্ক্ষা।')॥ (৪অ—১৭ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৬।৭) শালাদ্বারাণ্যপিধায় ধ্রৌবং জুহ্বাং চতুর্গৃহ্ণাতি বহিস্তৃণেন হিরণ্যং বদ্ধ্বাবদধাত্যেষা ত ইতীতি। ধ্রুবাস্থমাজ্যং জুহ্বাং চতুর্গৃহীত্বা তত্রাজ্যে দর্ভতৃণবদ্ধং স্বর্ণং ক্ষিপ্রেদিতি সূত্রার্থঃ। এষা তে। হিরণ্যাজ্যদৈবতং। হে শুক্র! শুক্র দীপ্যমানাগ্নে। তে তব এষা তনুঃ দৃশ্যমানমাজ্যং শরীরং। এতৎ আজ্যে প্রক্ষিপ্যমাণং হিরণ্যং তে বর্চ্চঃ ত্বদীয়ং তেজঃ। তয়া আজ্যরূপয়া তন্বা সম্ভব একীভব। ততো ভ্রাজং গচ্ছ। ভ্রাজ দীপ্তৌ হিরণ্যগতাং দীপ্তিং প্রাপ্নুহি। এতন্মন্ত্রপাঠেনাগ্নেঃ সতেজস্কং সতনুত্বং চ সম্পদ্যতে। তদুক্তং তিত্তিরিণা—সতেজসমেবৈনং সতনুং করোতীতি। যদ্বায়মর্থঃ। হে শুক্র আজ্য! এষা হিরণ্যলক্ষণা তে তনুঃ এতত্তে বর্চ্চশ্চ। সমানজন্ম বৈ পয়শ্চ হিরণ্যং চোভয়ং হ্যগ্নিরেতসমিতি (৩।২।৪।৮) শ্রুতেঃ। তয়া হিরণ্যলক্ষণয়া তন্বা সম্ভব একীভূয় ভ্রাজং সোমং গচ্ছ। ভ্রাজতেঽসৌ ভ্রাট্ তং। সোমো বৈ ভ্রাডিতি (৩।২।৪।৯) শ্রুতেঃ (কা০ ৭।৬।৯) জূরসীতি জুহোতীতি। বাগ্দৈবতং। হে বাক্! ত্বং জূরসি বেগযুক্তাসি যদ্বা জীব প্রাণধারণে। জীবয়তীতি জূঃ। ড্-প্রত্যয়ঃ। কিম্ভূতা ত্বং। মনসা ধৃতা নিয়মিতা। তথা বিষ্ণবে জুষ্টা। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। যজ্ঞার্থং প্রীতিযুক্তা। যদ্বা ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী যজ্ঞস্য রুচিতা॥ (৪অ—১৭ক—১-২ম)॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যের মত এই যে,—এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী 'বাক্'-সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রের প্রয়োগ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—প্রথমতঃ ধ্রুবস্থ আজ্য (ঘৃত) গ্রহণ-পূর্ব্বক হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে প্রক্ষেপ করিবে; তার পর, সেই আজ্যে সংসিক্ত করিয়া দর্ভতৃণবদ্ধ একটী স্বর্ণখণ্ডকে হোমাগ্নিতে ক্ষেপণ করিবে। তদনুসারে মন্ত্রের (প্রথম মন্ত্রের) অর্থ হয় এই যে,—'হে শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান্ অগ্নি! এই দৃশ্যমান আজ্য তোমার শরীর, আর এই আজ্যে প্রক্ষিপ্যমাণ হিরণ্য তোমার বর্চ্চঃ অর্থাৎ তেজঃ। তোমার এই আজ্যরূপ তনুতে তুমি একীভূত হও এবং তার পর ভ্রাজকে অর্থাৎ স্বর্ণের দীপ্তকে তুমি প্রাপ্ত হও।' আর এক প্রকার অর্থে, ভাষ্যকার 'ভ্রাজং' পদে 'সোমং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ভাব আসিয়াছে—'তুমি সোমকে প্রাপ্ত হও।' এইরূপে, ভাষ্যানুসারে, দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে বাক্! তুমি বেগযুক্ত আছ। তুমি কেমন? না—মনের দ্বারা নিয়মিতা আর যজ্ঞার্থে, প্রীতিযুক্তা।' ভাষ্যকার উবটের ব্যাখ্যায় আবার দেখি—'বিষ্ণবে' পদের প্রতিবাক্যে 'বিষ্ণোঃ' সোমস্ত' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এতদনুসারে 'ভ্রাজং' পদেও 'সোম' বুঝায়, 'বিষ্ণু' পদেও সোম বুঝায়। হায় সোম!—বেদের অঙ্গে যে তুমি কত মূর্ত্তিতেই বিচরণ করিতেছ, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ-সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি।

আমাদিগের এই দেহের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই সে জ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রের অন্তর্গত "শুক্র এষা তে তনুঃ এতৎ বর্চ্চঃ—এই কয়েকটী পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই। বেদের অনেক স্থলেই এই নিত্যসত্য-তত্ত্বের আভাস পাইয়াছি। সামবেদের "অপাং উপস্থে মহিষো ববর্দ্ধ" অংশের ব্যাখ্যায় এ বিষয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। * জ্ঞানরূপী ভগবানের প্রকৃষ্টরূপে বিকাশ কোথায় লক্ষীভূত হয়? সে—সেই সত্ত্বভাবের নিকটই নহে কি? এখানে ভগবানের সেই স্বরূপতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে—দেখিতে পাই।

এইরূপে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনায় আপনার অভিপ্রায় জানান হইয়াছে,—"ত্বয়া সম্ভব ভ্রাজং গচ্ছ।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদের মন্ত্রগুলি সূত্র-মাত্র। এ পক্ষে "ত্বয়া সম্ভব" একটী সূত্র, আর "ভ্রাজং গচ্ছ" একটী সূত্র। সুতরাং

---

* মৎকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত 'সামবেদ-সংহিতা' (আগ্নেয় পর্ব্ব) একসপ্ততিতম সাম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ১৮১ হইতে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয় লক্ষ্য করিতে পারেন।

অর্থ-নিষ্কাশনে আবশ্যকানুরূপ পদের ও ভাবের অধ্যাহার অনিবার্য্য হয়। 'তন্বা' পদে তনুকেই লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং উহার প্রতিবাক্যে আমরা "মদীয়য়া তন্বা" পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ভাব এই—'আমার তনুর সহিত।' এখন "সম্ভব" পদে "একীভব" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, প্রার্থনার ভাব হয়,—'আমার এই দেহের সহিত আপনি মিলিত হউন; অর্থাৎ, জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হউক।' তার পর আছে—"ভ্রাজং গচ্ছ।" উহার 'ভ্রাজং' পদে 'দীপ্তিং' বা 'শুদ্ধসত্বং' অর্থ গ্রহণ করা যায়। ভাব হয় এই যে,—আমার হৃদয়ে যে দীপ্তিটুকু আছে অথবা আমাতে যে শুদ্ধসত্বটুকু আছে, আপনি তাহাকে প্রাপ্ত হউন। পূর্ব্বে (এই মন্ত্রের প্রথমাংশে) বুঝিয়াছি, শুদ্ধসত্বের সহিত মিলিত হইলেই জ্ঞানের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হৃদয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এখন তাই প্রার্থনা হইল,—'আপনি আমার সহিত একীভূত হইয়া আমার শুদ্ধসত্বের সহিত মিলিত হউন।' ভাব এই যে,—আপনার সান্নিধ্যে আমার জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। আমরা মনে করি, কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে।

এ পক্ষে দ্বিতীয় মন্ত্রটীকে প্রথম মন্ত্রেরই পূর্ব্বানুস্মৃতি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সেই ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে আমরা কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারি? তাহা হইলেই আমাদিগের শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই হৃদয়ের শুদ্ধসত্বভাবের প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই সেই শুদ্ধসত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। এ পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'জীব! ভগবানে ভক্তিযুত ও প্রীতিমান্ হও; শুদ্ধসত্বভাবের পরিবৃদ্ধির সহিত হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইবে।' (৪অ—১৭ক—১-২ম)॥

— • —

অষ্টাদশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। অষ্টাদশ কণ্ডিকা। দ্বি-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) তস্যাস্তে সত্যসবসঃ প্রসবে তন্বো যন্ত্রমশীয় স্বাহা।

(২) শুক্রমসি চন্দ্রমস্যমৃতমসি বৈশ্বদেবমসি॥ ১৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১ 'তস্যাঃ' (তথাবিধায়াঃ, পূর্ব্বোক্তায়াঃ গুণান্বিতায়াঃ) 'সত্যসবসঃ' (সত্যলক্ষ্যাভায়াঃ) 'তব' (ভক্তেঃ) 'প্রসবে' (অনুবর্ত্তিনোঽহং) 'তন্বঃ' (শরীরস্য, মদীয়স্য দেহস্য, ইহজীবনস্য) 'যন্ত্রং' (নিয়মনং, দার্ঢ্যং) 'অশীয়' (প্রাপ্নুয়াং); 'স্বাহা' (তৎসকলেন স্বাহা-মন্ত্রেণ

হবিরর্পয়ামি, সুহুতমস্ত ইতি শেষঃ)। মম হৃদয়ং ভক্তিপূর্ণং ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'শুক্রং' (তেজঃস্বরূপং) 'অসি' (ভবসি), 'চন্দ্রং' (আহ্লাদকং, পরমানন্দদায়কং) 'অসি' (ভবসি) 'অমৃতং' (মরণরহিতং, নিত্যং) 'অসি' (ভবসি) 'বৈশ্বদেবং' (সর্ব্বদেবসম্বন্ধিনং, সর্ব্বদেবভাবপ্রাপকং) 'অসি' (ভবসি)। 'তৎশুদ্ধসত্ত্বং ময়ি জাগরিতং ভবতু'—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। ইতি ভাবঃ। (৪অ—১৮ক—১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। পূর্ব্বোক্তগুণান্বিতা সত্যসহজাতা ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, আমি আমার এই জীবনের দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই সঙ্কল্পে স্বাহা-মন্ত্রে হবিরর্পণ করিতেছি—সুপ্রসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—'আমার হৃদয় ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হউক।')

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি তেজঃস্বরূপ হও, পরমানন্দদায়ক হও, মরণরহিত নিত্য হও, সর্ব্বদেবভাবের প্রাপক হও। (ভাব এই যে,—'সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাতে জাগরিত হউক।')॥ (৪—১৮ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সত্যং সবো যস্যাঃ সা সত্যসবাঃ তস্যাঃ সত্যসবসোঽবিতথাভ্যনুজ্ঞায়াস্তস্যাস্তে তথাবিধায়াস্তব বাচঃ প্রসবেঽনুজ্ঞায়াং বর্ত্তমানোঽহং তম্বঃ শরীরস্য যন্ত্রং নিয়মনং দার্ঢ্যমশীয় প্রাপ্নুয়াং স্বাহা ইদমাজ্যং হুতমস্তু॥ (কা০ ৭।৬।১০) শুক্রমসীতি। হিরণ্যমুদ্ধৃত্য বেদ্যাং তৃণং নিদধাতীতি। জুহ্বাং বদ্ধা স্থাপিতং হিরণ্যমুদ্ধরেৎ। শুক্রমসি। হিরণ্যং দেবতা। হে হিরণ্য! ত্বং শুক্রমসি। শোচতে শুক্রং। শুচ দীপ্তৌ। দীপ্যমানমসি। তথা চন্দ্রমাহ্লাদকমসি। চদি আহ্লাদনে। চন্দতীতি চন্দ্রং। অমৃতং বিনাশরহিতমসি। অগ্নিসংযোগেঽপি হিরণ্যস্য বিনাশাভাবং প্রসিদ্ধঃ। অগ্নৌ সুবর্ণমক্ষীণমিতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ। বৈশ্বদেবমসি বিশ্বেষাং দেবনামিদং বৈশ্বদেবং সর্ব্বদেবসম্বন্ধি। সর্ব্বোঽপি দেবো হিরণ্যদানেন তুষ্যেৎ॥ (৪অ—১৮ক ১২ম)॥

* * *

মর্ম্মার্থ-আলোচনা।

পূর্ব্ব-কণ্ডিকার সহিত এই কণ্ডিকার সম্বন্ধ সূচিত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের 'তস্যাঃ' পদে ভাষ্যে 'বাচঃ' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—সত্যসবসঃ' অর্থাৎ সত্যের অনুজ্ঞায় বর্ত্তমান আমি শরীরের নিয়মন বা দার্ঢ্য প্রাপ্ত হই। এই বলিয়া, স্বাহা-মন্ত্রে হোমাগ্নিতে আজ্য প্রক্ষেপ করিতে হইবে। দ্বিতীয়

মন্ত্রটী সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মত এই যে,—ঐ মন্ত্রের উচ্চারণ উপলক্ষে হোমাগ্নি হইতে স্বর্ণ-খণ্ডকে (পূর্ব্ব কণ্ডিকার মন্ত্রানুসারে যে স্বর্ণখণ্ডকে হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল) উত্তোলন করিতে হইবে; এবং পরিশেষে সেই স্বর্ণখণ্ডকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রে বলিতে হইবে,—'হে হিরণ্য! তুমি শুক্র অর্থাৎ দীপ্যমান আছ; তুমি আহ্লাদক আছ; তুমি বিনাশ-বিরহিত আছ। তুমি সর্ব্বদেবসম্বন্ধী আছ; কেন-না, হিরণ্যে সকল দেবতাই তুষ্ট হন।'

এই প্রকার অর্থে বেদমন্ত্রের যে কি সার্থকতা আসে, আর বেদ-মন্ত্রে যে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদিগের মত এই যে, প্রথম মন্ত্রটিতে সেই ভক্তির প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। পূর্ব্ব কণ্ডিকায় যাহার সম্বন্ধে 'মনসা ধৃতা' ও 'বিষ্ণবে জুষ্টা' পদদ্বয় ব্যবহৃত দেখিয়াছি, এই কণ্ডিকার 'যস্যাঃ' পদে তাহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

সেই ভক্তির একটী নূতন পরিচয় এখানে পাইতেছি। তাহা—'সত্যসবসঃ।' ভাব এই যে, সত্য যাহার অপত্য বা সন্তান। ভক্তি হইতেই সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধি হয়। "বিষ্ণবে জুষ্টা" যে ভক্তি, তাহা নিশ্চয়ই শুদ্ধসত্ত্বের পোষক। তাই এখানে ঐ 'সত্যসবসঃ' পদের প্রয়োগ দেখি। 'প্রসবে' পদে ভাষ্যে যেরূপভাবে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। তাহা হইতেই 'অনুবর্ত্তী আমি' এই ভাব আসিয়াছে।

"বিষ্ণবে জুষ্টা" যে ভক্তি, সে ভক্তির অনুবর্ত্তী হইলে, এ দেহের দৃঢ়তা অর্থাৎ ইহজীবনে কর্ম্মশক্তি-পরিবৃদ্ধি যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই স্বাহা মন্ত্রে হবিরর্পণ করা হইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী—কেন হিরণ্যের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইবে? 'সকল দেবতার সন্তোষ' যে হিরণ্যে সাধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি না। হিরণ্য যে 'অমৃত', তাহাও কোনপ্রকারে মান্য করা যায় না। হিরণ্যের তেজঃ যে প্রকৃষ্ট তেজঃ, তাহাও বুঝিতে পারি না। ফলতঃ এই মন্ত্রেও সেই পূর্ব্ব কণ্ডিকারই অনুসৃতি আছে। পরন্তু পূর্ব্ব মন্ত্রটীর (এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটীর) সহিতও ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। "বিষ্ণবে জুষ্টা" ভক্তির সাহায্যে যে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হয়, এখানকার তাহাই লক্ষ্যস্থল। তাহা নিশ্চয়ই তেজঃস্বরূপ, তাহা নিশ্চয়ই পরমাহ্লাদপ্রদ, তাহা নিশ্চয়ই মরণরহিত নিত্য, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্ব-দেবতার প্রীতিসাধক। আমরা মন্ত্রার্থে এই ভাবই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বেশ বুঝা যায়, মন্ত্রকয়েকটী যেন আমাদিগকে উপদেশ দিতেছি,-'জীব! তোমরা যদি শ্রেয়ঃ চাও, ভগবানের প্রতি প্রীতিসমন্বিত ভক্তিযুত হও। একমাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বে পরিপূর্ণ হয়,—মানুষে অমৃতত্ব লাভ করিবার সামর্থ্য আসে।' (৪অ—৮ক—১-২ম)॥

—•—

ঊনবিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ঊনবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) চিদসি মনোসি ধরিসি দক্ষিণাসি ক্ষত্রিয়াসি
যজ্ঞিয়াস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী।

(২) সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যেধি মিত্রস্ত্ব পাদি
বধ্নীতাং পূষাধ্বনস্পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায় ॥ ১৯ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'চিৎ' (চিৎস্বরূপিণী, চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী বা, যদ্বা—অচেতনস্য চৈতন্যসম্পাদয়িত্রী) 'অসি' (ভবসি ; ত্বং 'মনঃ' (মনঃস্বরূপা, সংজ্ঞা, যদ্বা—সঙ্কল্পবিকল্পরহিতা নির্ব্বিকল্পরূপা চ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ধীঃ' (নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'দক্ষিণা' (সৎকর্ম্মণঃ পূর্ণতা-সাধনকর্ত্রী অভীষ্টপূরয়িত্রী বা) 'অসি' ভবসি); ত্বং 'ক্ষত্রিয়া' (অমিততেজা, অজেয়া ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'যজ্ঞিয়া' (যজ্ঞস্বরূপা, সৎকর্ম্মরূপা, যদ্বা—সর্ব্বৈর্ব্বন্দনীয়া, নিখিলপ্রাণিজাতস্য হৃদি ধারণার্হা) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'অদিতি' (আদ্যন্তরহিতা, অনন্তরূপা চ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'উভয়তঃ' (আদ্যন্তয়োঃ, সর্ব্বত্র ইতি ভাবঃ) 'শীর্ষ্ণী' (শ্রেষ্ঠাঃ, সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া ইত্যর্থঃ) ভবসীতি শেষ। অত্র ভগবত্যাঃ স্বরূপং কথয়তি। অথং ভাবঃ—'হে দেবি! ত্বং হি সর্ব্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। অতস্ত্বং সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া। বিশ্বা লোকাস্ত্বং কাময়ন্তে। বয়মপি তব করুণাং যাচামহে। কৃপয়া অস্মান্ তব মহিমানং বিজ্ঞাপয়, অস্মান্ তৎসহযুতাংশ্চ কুরু—ইত্যেবং প্রার্থনা।'

২। হে দেবি! 'সা' (পূর্ব্বোক্তগুণোপেতা) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকং পরিত্রাণায় ইত্যর্থঃ) 'সুপ্রাচী' (সুষ্ঠুভাবেন অস্মদভিমুখা, অস্মাকং অনুকূলা সহজপ্রাপ্যা বা ভবতি ইতি শেষঃ ; যদ্বা—প্রাক্ অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান্ কুরু, পশ্চাৎ) 'সুপ্রতীচী' (প্রকৃষ্টরূপেণ অস্মান তদভিমুখিনঃ কৃত্বা, যদ্বা,—শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) 'এধি' (অত্র আগচ্ছ, যদ্বা—সুপ্রতিষ্ঠিতা ভব ইতি ভাবঃ), 'মিত্রঃ (অস্মাকং প্রজ্ঞানরূপী মিত্রদেবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং ; 'পাদ' (শ্রেষ্ঠপ্রদেশে, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'বধ্নাতাং' (বন্ধনং করোতু, দৃঢ়প্রতিষ্ঠাপায়তু ইত্যর্থঃ); ভগবৎপ্রসাদাৎ 'অধ্যক্ষায়' (সর্ব্বদ্রষ্টবে, যদ্বা—সৎকর্ম্মস্বামিনে) 'ইন্দ্রায়' (ভগবদর্থং যদ্বা—ভগবৎপ্রীতিনিমিত্তং) 'পূষা' (সত্ত্বাবপোষকো দেবঃ, যদ্বা সর্ব্বস্য রক্ষকো

দেবঃ) 'অধ্বনঃ' (অসন্মার্গাৎ) 'পাতু' (রক্ষতু—অস্মানিতি শেষঃ)। অত্র ইয়ং প্রার্থনা বর্ত্ততে—'হে দেবি! ত্বং অস্মান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ কুরু, স্বয়ং চ সত্ত্বভাবেন সহ অস্মাকং হৃদি প্রতিষ্ঠিতা ভব; যেন বয়ং অকিঞ্চনা ভগবৎপ্রীতিসাধনসমর্থা ভবামঃ মোক্ষঞ্চ প্রাপ্স্যামঃ তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ।' (৪অ—২০ক—১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি চিৎস্বরূপা চৈতন্যরূপা চিন্ময়ী অথবা অচেতন চেতনা-সম্পাদয়িত্রী হয়েন; আপনি মনঃস্বরূপাঃ সর্ব্বজ্ঞা অথবা সঙ্কল্পবিকল্পবিরহিতা নির্ব্বিকল্পরূপা হয়েন; আপনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাস্বরূপা হয়েন, আপনি সৎকর্ম্মসমূহের পূর্ণতাসাধনকর্ত্রী অথবা অভীষ্টপূরণকর্ত্রী হয়েন; আপনি অমিততেজা অজেয়া হয়েন; আপনি যজ্ঞস্বরূপা অথবা সকলের বন্দনীয়া ও নিখিল-প্রাণিগণের হৃদয়ে ধারণযোগ্যা হয়েন; আপনি আদ্যন্তরহিতা অনন্ত-রূপা হয়েন; (অতএব) আপনি আদ্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা অথবা সকলের বরণীয়া হন। (এই মন্ত্রাংশে দেবী ভগবতীর স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে দেবি! আপনি সর্ব্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দ-রূপা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। অতএব, আপনি সকলেরই বরণীয়া পূজ্যা। বিশ্বের সকল লোকই আপনাকে কামনা করে। আমরাও আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। কৃপা করিয়া, আপনি আমাদিগের নিকট আপনার মহিমা ব্যক্ত করুন এবং আমাদিগকে আপনার সহিত সংযুক্ত করুন।)

২। হে দেবি! পূর্ব্বোক্তগুণোপেতা আপনি, আমাদিগের পরি-ত্রাণের জন্য সুষ্ঠুভাবে আমাদিগের অভিমুখী অর্থাৎ আমাদিগের সহজপ্রাপ্য হউন; অথবা, প্রথমতঃ আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত করুন, পশ্চাৎ আমাদিগকে সম্যক্ প্রকারে আপনার অভিমুখী করুন; অথবা, আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব লইয়া আমাদিগের হৃদয়ে আপনি প্রতিষ্ঠিত হউন। প্রজ্ঞানরূপী সেই মিত্রদেব, আপনাকে শ্রেষ্ঠপ্রদেশে বন্ধন করুন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। সর্ব্বদর্শী সৎকর্ম্মস্বামী ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সদ্ভাব-পোষক সর্ব্বরক্ষক পূষা দেবতা (আমাদিগকে) অসন্মার্গ হইতে রক্ষা করুন। (মন্ত্রের এই অংশের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবি! আপনি আমাদিগকে সত্ত্ব-সমন্বিত করুন, আর সেই সত্ত্বভাব-সহযুত হইয়া আপনি

আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। যেন অকিঞ্চন আমরা ভগবৎপ্রীতি সাধনসমর্থ হই এবং মোক্ষ লাভ করি।')॥ (৪অ—১৯ক—১-২ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭৬১৫) চিদসীত্যেনামভিমন্ত্রয়ত ইতি। কণ্ডিকাদ্বয়েন এনাং সোমক্রয়ণীমিত্যর্থঃ। বাগ্রূপাধ্যারোপাকল্পনয়া সোমক্রয়ণী গৌঃ স্তূয়তে। হে বাগ্দেবতারূপে সোমক্রয়ণি! ত্বং চিদসি মনোসি ধীরসি। অন্তঃকরণস্য চিত্তমনোবুদ্ধয় ইতি তিস্রো বৃত্তয়ঃ। তল্লক্ষণানি। অচেতনদেহাদিসঙ্ঘাতস্য চেতনত্বং সম্পাদয়ন্তী বাহ্যবস্তুষু বা নির্ব্বিকল্পরূপং সামান্যজ্ঞানং জনয়ন্তী বৃত্তিশ্চিত্তং তদেবাত্র চিদিত্যুচ্যতে। লোকে কঞ্চন পদার্থং দৃষ্ট্বা এবং ভবতি ন বেতি সঙ্কল্পবিকল্পৌ কুর্ব্বাণা বৃত্তির্ম্মনঃ তদেবাত্র মনেত্যুচ্যতে। ইদমিত্থং ভবত্যেবেতি নিশ্চয়রূপা বৃত্তির্ব্বুদ্ধিঃ সৈবাত্র ধীশব্দেনোচ্যতে। বাগাত্মিকা সোমক্রয়ণী চিন্মনোধীরূপত্বেন প্রশস্যতে। চিদাদিরূপত্বমারোপ্য স্তুতিঃ কৃতা দক্ষিণাদিরূপত্বং তু বিদ্যমানমেব স্তূয়তে। হে গৌঃ! ত্বং দক্ষিণাসি। গবাং দেয়দ্রব্যত্বেন কর্ম্মসু দক্ষিণাত্বং প্রসিদ্ধং। যদ্বা বাগ্দানস্য প্রশস্তত্বাদ্দক্ষিণাসি। ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকমিতি স্মৃতেঃ। তথা ক্ষত্রিয়াসি। সোমক্রয়সাধনত্বেন। তথা হি। দেবেষু ক্ষত্রজাত্যভিমানী সোমঃ। তদুক্তং বৃহদারণ্যকে (মাধা০ ১।২।১৩। কাণ্ব০ ১।৪।১১) যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্র ইতি। তেন সোমেন ক্ষত্রেণাভিমন্তব্যস্য সোমলতাদ্রব্যস্য ক্রয়হেতুত্বেন ত্বং ক্ষত্রিয়াসি। তদ্রূপং চাস্যাঃ ক্রয়দ্বারা তৎসম্বন্ধিত্বাদুপচর্য্যতে। অত এব যজ্ঞসম্বন্ধিত্বাদযজ্ঞিয়া যজ্ঞার্হাসি। অদিতিঃ অথণ্ডিতা অদীনা দেবমাতৃরূপাসি। নাস্তি দিতির্যস্যাঃ সা। অদিতিরদীনা দেবমাতেতি যাস্কঃ (নি০ ৪।২২)। তথা উভয়তঃ শীর্ষ্ণী। উভয়তঃ শীর্ষে যস্যাঃ সা জ্যোতিষ্টোমস্যাদ্যন্তয়োঃ প্রায়ণীয়োদয়নীয়য়োঃ শীর্ষত্বং। যে শীর্ষ প্রায়ণীয়োদয়নীয়ে ইতি যাস্কোক্তে (নি০ ১২।৭)। যদ্বোভয়তঃ শীর্ষ্ণী সর্ব্বতোমুখী বাগ্রূপত্বাৎ। স যদেনয়া সমানং সদ্বিপর্য্যাসং বদতীতি (৩।২।৪।১৬) শ্রুতেঃ। সা পূর্ব্বোক্তা চিদাদিরূপা ত্বং নোঽস্মদর্থে সুপ্রাচী সুপ্রতীচি চ এধি ভব। সুষ্ঠু প্রাঙ্ঞ্চতীতি সুপ্রাচী। সুষ্ঠু প্রত্যঙ্ঙঞ্চতি সুপ্রতীচী। প্রথমং সোমস্য ক্রেতারং প্রতি সুষ্ঠু প্রাঙ্মুখী ভূত্বা পশ্চাৎ সোমেন সহাস্মান্ প্রত্যাগন্তুং সুষ্ঠু প্রত্যঙ্মুখী ভবেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ (৩।২।৪।১৭) সুপ্রাচী ন এধি সোমং নোঽচ্ছেতাত্যেবৈতদাহ সুপ্রতীচী ন এধি সোমেন নঃ সহ পুনরেহীত্যেবৈতদাহেতি। কিঞ্চ মিত্রঃ সূর্য্যঃ পাদে দক্ষিণপাদে ত্বা ত্বাং বধ্নীতাং বন্ধনং করোতু অপ্রণাশায়। তথা পূষা পোষকো দেবঃ সূর্য্য এবাধ্বনো মার্গাৎ পাতু ত্বাং রক্ষতু। যদ্বা পূষেত্যাবস্তুং স্ত্রীলিঙ্গং পদং। পূষা পৃথিবী ত্বাং মার্গাৎ পাতু। ইয়ং বৈ পৃথিবী পূষেতি (৩।২।৪।১৯) শ্রুতেঃ। কিমর্থমিন্দ্রায় ইন্দ্রপ্রীত্যর্থং। কিম্ভূতায়েন্দ্রায়। অধ্যক্ষায় অধি উপরি অক্ষিণী যস্য সোঽধ্যক্ষস্তস্মৈ দ্রষ্ট্রে। যজ্ঞস্বামিনে ইত্যর্থঃ॥ (৪অ—১৯ক ১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র দুইটীতে এক অতি উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে॥ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কণ্ডিকার সহিত এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের সম্বন্ধ সূচিত হয়॥ প্রথম মন্ত্রে দেবতার স্বরূপ-তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে দেবতার নিকট প্রার্থনার বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডী-মাহাত্ম্যে দেবীর যে স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে যে বলা হইয়াছে,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

তাহার মূল তত্ত্ব এই মন্ত্রে নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার বেদ; যিনি যে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি তন্মধ্যে সেই তত্ত্ব প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ ভাবেই মন্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধ করিবেন।

ভাষ্যকার বলেন,—কণ্ডিকাদ্বয়ে সোমক্রয়ণীকে সম্বোধন করা হইয়াছে এবং "চিদসি" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে; আর, বাগ্দেবতা রূপে পরিকল্পনা করিয়া, এই কণ্ডিকায় সোমক্রয়ণী গাভীকে স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতে ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহার ভাব এই,—'হে বাগ্দেবতারূপিণি সোমক্রয়ণি! তুমি চিৎ, মন ও বুদ্ধি হও। এস্থলে বাগাত্মিকা সোমক্রয়ণীকে চিৎ মন এবং ধী রূপে প্রশংসিত করা হইয়াছে)। হে গাভী! তুমি দক্ষিণা হও অর্থাৎ বাগ্দানের প্রশস্ততা-হেতু তুমি দক্ষিণা-রূপে দান-কার্য্যে বিরাজ কর। সোমক্রয়সাধনভূত বলিয়া তুমি ক্ষত্রজাত্যভিমানিনী এবং যজ্ঞ-সম্বন্ধিত হেতু তুমি যজ্ঞার্হা; তুমি অখণ্ডিতা, অদীনা। অতএব, উভয়তঃ আছন্ত সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত চিদাদিরূপা তুমি, আমাদিগের নিমিত্ত, তুমি প্রথম সোমক্রেতার প্রতি সুষ্ঠুভাবে প্রাঙ্মুখী হইয়া, পরিশেষে সোম লইয়া আগমন-প্রত্যাগমন কালে আমাদিগের প্রত্যঙ্মুখী হও। অপিচ, সূর্য্যদেব তোমাকে তোমার দক্ষিণপাদে বন্ধন করুন এবং যজ্ঞস্বামী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য পোষক দেবতা তোমাকে তোমার গমন-পথে রক্ষা করুন।' ইত্যাদি।

ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত সম্বোধন পদ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না। মন্ত্রে সোমক্রয়ণি বা গবাদি কিছুরই উল্লেখ নাই। 'সোমক্রয়ণি' গবাদি সম্বোধনে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কর্ষ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-বিরোধ আছে। সূত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-ক্রমে, মন্ত্রের সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। যে কার্য্যে যে মন্ত্রের যে প্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের যে তাৎপর্য্য, তাহা যেমন

আছে, তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকুক। তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে আধ্যাত্মিক পক্ষে মন্ত্রে যে ভাব ও যে তাৎপর্য্য সূচিত হয়, এবং মন্ত্রে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি।

মানুষের হৃদয়ের তিনটী বৃত্তিই প্রধান—চিৎ, মন এবং বুদ্ধি। চিৎ বা চিত্তের কার্য্য—চৈতন্য-সম্পাদন, অচেতনে চেতন-আনয়ন। অচেতন দেহাদিতে যাহাতে চৈতন্য-সম্পাদন হয় এবং বাহ্যবস্তুসমূহে যাহাতে নির্ব্বিকল্পরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহাই চিৎ বা চিত্ত নামে অভিহিত হয়। চৈতন্য ভিন্ন চেতনা কেহ দিতে পারে না; যাহা চৈতন্যরূপী, তাহাই চেতনা-প্রদান-সমর্থ। ন্যায়মতে মনকে সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে আবার বেদান্ত-মতে, মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি। কেহ আবার মনকে "অনিরূপ্যমদৃশ্যং জ্ঞান-ভেদং মনঃ স্মৃতম্"—এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন। যাহার নিকট কিছুই অনিরূপ্য বা অদৃশ্য জ্ঞানভেদ নাই, ফলতঃ যাহার নিকট অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই, যাহা সর্ব্বজ্ঞ, যাহা সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত নির্ব্বিকল্পরূপ, অন্তঃকরণের সেই বৃত্তিই মনঃপদবাচ্য। আর, নিশ্চয়-রূপাত্মিকা যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা, তাহাই ধী নামে অভিহিত হয়।

মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে,—'চিদসি মনাসি ধীরসি'। অর্থাৎ,—'তুমি চিৎ হও, তুমি মন হও, তুমি ধী হও।' মন্ত্র যদি গাভী বা সোমক্রয়ণিকে সম্বোধন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে গাভীর বা সোমক্রয়ণির চৈতন্য-প্রদানের সামর্থ্য কোথায়, আর তাহা মন ও ধী-ই বা কি প্রকারে হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। যিনি চৈতন্যাধার, চৈতন্যস্বরূপ, যিনি নির্ব্বিকল্প—সর্ব্বজ্ঞ, যাঁহার অবিদিত কিছুই নাই, যিনি নিশ্চয়রূপাত্মিকা প্রজ্ঞাসমন্বিতা, তিনি ভিন্ন আর কে অচেতনে চেতনা দিতে পারে? তিনি ভিন্ন বিশ্বচরাচরের জ্ঞানই বা আর কাহার আছে? অপিচ, তিনি ভিন্ন জীবে শ্রেষ্ঠজ্ঞানই বা আর কে প্রদান করিতে সমর্থ হয়? প্রথম মন্ত্রে, আমরা তাই মনে করি, ভগবানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ভগবানের শক্তিরূপা বিভূতিকে—ভগবদঙ্গীভূতা ভক্তিস্বরূপিণী চিৎস্বরূপিণী দেবীকে—এই মন্ত্রের সম্বোধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান এবং বিভূতি অভিন্ন। পূর্ব্বকণ্ডিকার মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভাব অধ্যাহার করা যায় না। হৃদয়ে যদি ভক্তির সঞ্চার হয়, আর সে ভক্তি যদি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকতার সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে সে ভক্তিকে ভগবানেরই অঙ্গীভূত বলা যাইতে পারে। তখন ভগবানের গুণ-বিশেষণে সে ভক্তিকে বিশেষিত করাও অসঙ্গত হয় না। পূর্ব্বোক্ত তন্ত্র-মন্ত্রে শক্তিকে ভক্তিরূপিণী বলা হইয়াছে। আমাদের মনেও সেই ভাবেরই উদয় হওয়ায়, মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই ভক্তিরূপিণী দেবীকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি দক্ষিণা, তিনি যজ্ঞিয়া, তিনি ক্রিয়া। তিনিই যজ্ঞ, তিনিই দক্ষিণা; তিনিই কর্ম্ম, আবার তিনিই কর্ম্মফল। তিনি সর্ব্বাত্মিকা। ফলতঃ, তিনি যেমন সৎকর্ম্মরূপিণী, তিনি আবার তেমনই সৎকর্ম্ম-সাধয়িত্রী। তিনি অমিততেজা—অজেয়া। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ-শক্তিসম্পন্ন সংসারে আর কে আছে?

মন্ত্রের 'ক্রিয়াসি' পদের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও ভগবানের প্রতিই

লক্ষ্য আছে। তিনি দেবগণের মধ্যে সোমকেই রুদ্রপত্ন্যভিমানী বলিয়াছেন। বেদে শুদ্ধসত্ত্বমিশ্রিত ভক্তিকেই আমরা 'সোম' নামে অভিহিত করিয়াছি। বৃহদারণ্যকেও আছে,—'যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণী ন্দ্রো বরুণঃ সোম রুদ্র ইতি।' তার পর, মন্ত্রে তাঁহাকে 'অদিতিঃ' বলা হইয়াছে। 'অদিতি' পদে অনন্তকে—অখণ্ডকে বুঝায়। ভাষ্যকারও প্রথমে ঐ পদে 'অখণ্ডিতা' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মস্বরূপিত বলিয়াই তিনি সকলের বরেণ্য—সকলের শ্রেষ্ঠ। প্রথম মন্ত্রে, আমরা মনে করি, ভগবানের এই সকল গুণ বিশেষণের বিষয়ই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবানের গুণ-বিশেষণে—রূপগুণবিবর্জ্জিতে রূপগুণের উল্লেখে, মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে, তাহা এই;—'হে দেবি! আপনি সর্ব্বাত্মিকা সচ্চিদানন্দরূপিণী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করিয়া থাকে। আমরাও সে প্রার্থনা করি। আপনি আমাদিগকে আপনার সহিত সম্মিলিত করুন।' ভগবানের নিকটই এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন, সোমক্রয়ণির বা গাভীর নিকট এইরূপ প্রার্থনায় অথবা তাহার পূর্ব্বোক্ত গুণব্যাখ্যানে কি ফলোদয় আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

দ্বিতীয় মন্ত্রটীতে সরলভাবে প্রার্থনার বিষয় সূচিত হইয়াছে। দেবীর নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেবি! সুপ্রাচী ভব।' ভাব এই যে,—আপনি আমাদের সহজ-প্রাপ্য হউন। অর্থাৎ, আমাদের হৃদয়ে যাহাতে সহজে ভক্তি সঞ্চারিত হয়, যাহাতে আমরা অনায়াসে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হই, আপনি তাহা করুন। পরিশেষে 'সুপ্রতীচী এধি' এইরূপ প্রার্থনায় বলা হইয়াছে—আপনি আমাদিগকে আপনার অভিমুখী করুন, অথবা আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আমাদিগের হৃদয় মরুসদৃশ; আমরা কিসে সহজে আপনার অভিমুখী হই অর্থাৎ আপনাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের হৃদয়ে বলবতী হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায়-বিধান করুন; আমরা যদি সহজে আপনার অভিমুখী না হই, আপনি আসিয়া আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন। সত্ত্বস্বরূপিণী আপনি; আপনার আগমনে সত্ত্বভাব আপনিই আসিয়া হৃদয়ে উদয় হইবে। অতএব প্রার্থনা, আপনি আসুন, এ মরুহৃদয়ে সুধাধারা সেচন করুন।' ভাষ্যকার এই অংশে কিন্তু ভিন্ন ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তিনি 'সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যেধি' অংশের অর্থ করিয়াছেন,—'প্রথমতঃ সোমক্রেতার প্রতি প্রাঙ্মুখী হইয়া, পরে সোমক্রয় করিয়া তাহাদের প্রত্যাগমনকালে প্রত্যঙ্মুখী হইয়া আগমন করুন।' সোমক্রয়ণিকে অর্থাৎ সোমক্রয়-পাত্রকে এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয় যে, পাত্র হইতে সোমরস যেন পতিত না হয়—সোমক্রয়ণিকে সেই কথা বলা হইতেছে। আমরা কিন্তু ঐ অংশে যে ভাব উপলব্ধি করি, উপরে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। আধ্যাত্মিক পথের পথিক যিনি, তিনি দেবতার নিকট শুদ্ধসত্ত্ব লাভের এবং দেবতাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিতেছেন,—'যদি আমরা সহজে আপনার অভিমুখী না হই, যদি সহজে আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্ম সাধন-প্রবৃত্তির উন্মেষ না হয়, তাহা হইলে আপনি নিজে আসিয়া আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত করুন।'

দ্বিতীয় অংশে—'মিত্রস্ত্বা পদি বধ্নীতাং' অংশে—'পদি' পদ কিছু সমস্যামূলক। ভাষ্যকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'দক্ষিণপাদি'। তিনি গাভীর সম্বোধন আমনন করিয়াই 'পদি' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে উহার অর্থ হইয়াছে,—সূর্য্যদেব তোমার দক্ষিণ-পদে বন্ধন করুন।' এ অর্থের তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। আমরা ঐ 'পদি' পদে প্রথমতঃ 'শ্রেষ্ঠ-প্রদেশে' অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভাষ্যকারের অর্থ অনুসারেই ঐ অর্থ গ্রহণ করা যায়। দক্ষিণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইতেই আমরা 'অস্মাকং হৃদি' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। হৃদয়ের তুল্য শ্রেষ্ঠ স্থান আর কি হইতে পারে? নির্ম্মল ভক্তিপ্লুত হৃদয়ই দেবতার যোগ্য আসন। 'সূর্য্যদেব তোমাকে আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ে ভক্তি সফলা হউক—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্য। এইরূপে, মন্ত্র যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—হে দেবি! আপনি আমাদিগের হৃদয়ে অসিয়া অধিষ্ঠিত হউন। তাহাতে, অকিঞ্চন আমরা, আমাদিগের হৃদয়ে আপনার প্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির উদয় হইবে। তৎপ্রভাবে আমরা ভগবানে প্রীতিসম্পাদনে সমর্থ হইব এবং মোক্ষ লাভ করিব। আপনি অসন্মার্গ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' আমাদিগের মতে, মন্ত্রে এই ভাবই প্রকটিত আছে। (৪অ—১৯ক—১০ম)॥

—— • ——

বিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। বিংশ-কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

অনু ত্বা মাতা মন্যতামনু পিতানু ভ্রাতা

সগর্ভ্যোঽনু সখা সযূথ্যঃ॥

(২) সা দেবি দেবমচ্ছেদহীন্দ্রায় সোমꣳ রুদ্রস্ত্বাবর্ত্তয়তু

স্বস্তি সোমসখা পুনরেহি॥ ২০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। ভক্তিরূপিণি হে দেবি! 'মাতা' (জননী, সন্তানহিতাভিলাষিণী সর্ব্বা গর্ভধারিণী এব) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুমন্যতাং' (অনুস্মরতু); ইহজগতি সর্ব্বা মাতরো ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণাঃ সন্তু ইতি ভাবঃ; তথা 'পিতা' (সন্তানহিতকামী সর্ব্বো জনক এব) 'অনু'

(ত্বাং অনুস্মরতু, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণো ভবতু ইতি ভাবঃ); তথা 'সগর্ভ্যঃ' (সমানগর্ভ-
সম্ভূতঃ, মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্তঃ) 'ভ্রাতা' (সর্ব্বঃ সহোদর এব) 'অনু' (ত্বাং অনুস্মরতু, ভগবদ্ভক্তি-
পরায়ণো ভবতু ইতি ভাবঃ), তথা 'সযূথ্যঃ' (সদলভুক্তঃ) 'সখা' (সকলো মিত্রজনঃ) ত্বং
অনুস্মরতু ; সর্ব্বে মনুষ্যা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা ভবন্তু ইতি ভাবঃ।

২। 'দেবি' (হে দ্যোতনাত্মনে) 'সা' (অশেষোপকারসাধিকা) ত্বং 'দেবং' (দেব-
ভাবং) 'অচ্ছেহি' (অস্মান্ প্রাপয়), তথা 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'সোমং' (অস্মাকং
শুদ্ধসত্ত্বং) প্রাপয় সংবাহয় বা ; 'রুদ্রঃ' (রুদ্রভাবাপন্নো দেবঃ, দেবস্য কঠোরো ভাবঃ)
'ত্বা' (ত্বাং) 'বর্ত্তয়তু' (প্রাপয়তু, ত্বাং প্রাপ্য অস্মান্ প্রতি রোষপ্রকাশে প্রতিনিবর্ত্তয়তু) ;
'স্বস্তি' (ভবৎকৃপয়া অস্মাকং মঙ্গলং ভবতু) ; অপিচ, 'সোমসখা' (সত্ত্বভাবসহযুতা সতী)
ত্বং 'পুনরেহি' (পুনরাগচ্ছ, অস্মাকং হৃদয়ে চিরবিদ্যমানা ভব)। তাৎপর্য্যার্থঃ—সর্ব্বে মনুষ্যা
ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা সন্তু ; ভগবদ্ভক্তয়েব নরেভ্যঃ পরমং পদং দদাতি। (৪অ—২০ক—১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকায় মন্ত্র দুইটীও সেই ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। ভক্তিরূপিণি হে দেবি! সন্তানহিতাভিলাষিণী সকল জননীই আপনাকে অনুস্মরণ করুন; (অর্থাৎ, ইহজগতে সকল জননীই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা হউন); সেইরূপ, সন্তানহিতকামী সকল জনকই আপনাকে অনুস্মরণ করুন, (অর্থাৎ, সংসারের সকল পিতাই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউন); এইরূপ সমানগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ মনুষ্যপর্য্যায়ভুক্ত সকল ভ্রাতাই আপনাকে অনুস্মরণ করুন (অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তিসমন্বিত হউন); এইরূপ, স্বদলভুক্ত সকল মিত্রজন আপনাকে অনুসরণ করুন; (অর্থাৎ, সকল মনুষ্যই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন)।

২। হে দ্যোতনাত্মনে! অশেষহিতসাধিকা সেই আপনি, আমাদিগকে দেবভাব প্রদান করুন; আর, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্বকে বহন করিয়া লউন, রুদ্রভাবাপন্ন দেব (অর্থাৎ দেবতার কঠোর ভাব) আপনাতে অবস্থিত হউন, অর্থাৎ আপনাকে পাইয়া আমাদিগের প্রতি রোষ-প্রকাশে প্রতিনিবৃত্ত হউন; আর, শুদ্ধসত্ত্বভাব-সহযুতা হইয়া আপনি আমাদিগের হৃদয়ে চিরবিদ্যমানা রহুন। (মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে,—সংসারের সকলেই ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হউক; ভগবদ্ভক্তিই মানুষকে পরমপদ প্রদান করে।)॥ (৪ম—২০ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

কিঞ্চ। সোমাহরণে প্রবৃত্তাং ত্বাং মাতা ত্বদীয়া জননী অনুমন্তামনুজ্ঞাং দদাতু। পিতানুমন্যতাং। উপসর্গাবৃত্ত্যা ক্রিয়াপদাবৃত্তিঃ। সগর্ভ্যঃ সমানে গর্ভে ভবঃ সহোদরো ভ্রাতানুমন্যতাং। সমানস্য চ্ছন্দস্যমূর্দ্ধপভৃত্যুদর্কেষ্বিতি (৬৩।৮৪) সমানপদস্য সাদেশঃ। সযূথ্যঃ সমানে একস্মিন্ যূথে গোসমূহে ভবঃ সযূথ্যঃ সখা বৎসোঽনুমন্যতাং। হে দেবি সোমক্রয়ণি! সা ত্বমস্মায় ইন্দ্রার্থং সোমং দেবমচ্ছেহি প্রাপ্তুং গচ্ছ। অচ্ছাভেরাপ্তুমিতি শাকপূণিঃ (নি০ ৫,২৮) কিঞ্চ রুদ্রঃ ত্বা ত্বাং বর্ত্তয়তু সোমং গৃহীত্বা স্থিতাং ত্বাং রুদ্রো দেবোঽস্মান্ প্রতি নিবর্ত্তয়তু। যদ্বা রুদ্রঃ ত্বাং প্রবর্ত্তয়তু। যতো রুদ্রাজ্ঞাং নাতিক্রামন্তি পশবঃ। সোমো দেবঃ সখা যস্যাঃ সা সোমসখা। ঈদৃশী সোমসহিতা সতী স্বস্তি ক্ষেমেণ পুনরেহি ভূয়োঽপ্যাগচ্ছ॥ (৪অ—২০ক—১-২ম)॥

• •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ১ ——

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে সোমক্রয়ণি গো! সোমাহরণে প্রবৃত্তা তোমাকে তোমার মাতা অনুমতি দিউন, তোমার পিতা অনুজ্ঞা করুন, তোমার সহোদর ভ্রাতা এবং তোমার সমান গৃহে জাত তোমার সখা তোমায় অনুমতি দিউন। হে সোমক্রয়ণি দেবি! তুমি ইন্দ্রদেবের জন্য সোম আনয়ন করিতে যাও। সোমগ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থিত তোমাকে রুদ্রদেব আমাদিগের প্রতি নিবর্ত্তন করুন, অথবা প্রবর্ত্তন করুন। সোমদেব যাহার সখা, সেইরূপ সোমসখা অর্থাৎ সোম সহিত হইয়া তুমি সুমঙ্গলের সহিত পুনরায় আমাদিগের নিকট আগমন কর।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যের এই প্রকার অর্থে আমরা কোনই ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না।

এখন, আমরা যে দিক হইতে যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের পরিগৃহীত সে অর্থ সঙ্গত কি অসঙ্গত, সেই আলোচনাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা বলি, যথাপূর্ব্ব এই মন্ত্রেও সম্বোধন—সেই ভক্তিরূপা দেবীকে। ভগবদ্ভক্তি সংসারের সকলেরই হৃদয়ে সঞ্জাত হউক, আর সেই ভক্তির প্রভাবে সংসারের সকলেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হউক,—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার নিগূঢ় লক্ষ্য। একে একে আমরা মন্ত্রাংশের বিশ্লেষণ করিতেছি। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট হইবে। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"মাতা ত্বাং অনুমন্যতাং।" ভাব এই যে, 'হে দেবি! হে ভগবদ্ভক্তিরূপিণি! সংসারের সকল জননী আপনার অনুরাগিণী হউন,—আপনাকে অনুসরণ করুন।' সংসারের সকল জননী যদি ভগবানে ভক্তিমতী হয়েন, তাহা হইলে কখনও কোনও দুঃখ আসিয়া কি এ সংসারকে আক্রমণ করিতে পারে? আজও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, আজিও আমাদিগের সংসারে দুঃখের শত বৃশ্চিক-

দংশনের মধ্যেও একটু একটু শান্তির অভিষেক প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার কারণ কি কেহ
কখনও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? তাহার একমাত্র কারণ—আমাদিগের মাতৃদেবীগণ
এখনও ভক্তিহারা নহেন,—তাঁহারা আজিও ভগবানের প্রতি ভক্তিমতী রহিয়াছেন।
যদিও কাল-মাহাত্ম্যে অধিকাংশ সংসার হইতে ঐ ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে; কিন্তু
এখনও আছে—এখনও সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। তাই আজিও মনুষ্য বংশের
মূলোচ্ছেদ হইতে দেখিতেছি না। এ মন্ত্রে সেই ভক্তির ভাব সংসারে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য
উদ্বোধনা দেখিতে পাই। মন্ত্রে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে,—'সন্তানহিতাভিলাষিণী প্রত্যেক
গর্ভধারিণী ভক্তিমতী হউন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের সন্তান-সকলের হৃদয়ে
ভক্তির বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হউক।' মন্ত্রে দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—'পিতা অনু';
অর্থাৎ, প্রত্যেক পিতাও তদনুবর্ত্তী হউন। মাতা পিতা উভয়েই যদি ভগবানে ভক্তিমান্
হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তানগণ কি কখনও অন্যপথাবলম্বী হইতে পারে?
কখনও না প্রায়ই নহে। পিতামাতাকে এইরূপে ভগবদ্ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার পর,
সহোদর ভ্রাতাকে এবং সমানজাতীয় স্বদলভুক্ত মিত্রজনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করার
প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। ফলতঃ, সকল মনুষ্য ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হউন,—ইহাই এই মন্ত্রের
প্রথম চরণের (অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রের) লক্ষ্য। মন্ত্র উদ্বোধনায় পরিপূর্ণ। বলা হইতেছে,—
'মানুষ! তোমরা সকলেই ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হও।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে (অথবা দ্বিতীয় মন্ত্রে) অশেষোপকারসাধিকা সেই দেবীকে
সম্বোধন করিয়া চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে--'হে
দেবি! আপনার কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হউক (দেবং অচ্ছেহি)'।
দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে—'আমাদিগের হৃদয়ের সেই দেবতার বা শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের নিকট
পৌঁছিয়া দিউন,—অর্থাৎ আমাদিগের ভক্তির প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ের পূজা (সত্ত্বভাব)
সেই ভগবান্ গ্রহণ করুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত "ইন্দ্রায় সোমং" পদদ্বয়ে সেই ভাবই প্রকাশ
পাইতেছে। তৃতীয়তঃ, প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'সেই রুদ্রদেব—যিনি সংহারমূর্ত্তি—যিনি
কালস্বরূপ—আপনার কৃপায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন,—তাঁহাকে
আপনি প্রতিনিবৃত্ত করুন (রুদ্রং ত্বা বর্ত্তয়তু)।' ভগবানের প্রতি ভক্তি সঞ্জাত
হইলে, সেই ভক্তির প্রভাবে কঠোর যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এখানে সেই
ভাব প্রকাশমান্। তার পরেই (চতুর্থতঃ) বলা হইয়াছে—"স্বস্তি।" রুদ্রদেবের কোপ
হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলে, যমদণ্ডের ভয় দূর করিতে পারিলে, তখন নিশ্চয়ই 'স্বস্তি'
(মঙ্গল) আসিয়া থাকে। ভগবৎ-ভক্তির প্রভাবে চতুর্থ অবস্থায় স্বস্তিই মানুষের অধিগত
হয়। পঞ্চমে (উপসংহারে) দেবীকে হৃদয়ে পুনরধিষ্ঠানের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে
বলা হইয়াছে—তিনি 'সোমসখা।' এখানেও সোম শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে
পারা যায়। 'সোম'-শব্দে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্ব' ভাব অর্থ গ্রহণ করি। ভক্তি যে তাহার
অন্তর্ভুক্ত, তাহারই অঙ্গীভূত, তাহারই সখাস্থানীয়, 'সোমসখা' পদে সেই ভাবই প্রকাশ
পায়। শুদ্ধসত্ত্বভাব যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, শুদ্ধসত্ত্বভাব যে ভগবৎ সহযুত হয়,—সে কথন

যখন ভক্তি আসিয়া তাহার অঙ্গীভূত হয়। এখানে উপসংহারে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব এই যে,—'দেবি! তুমি আবার এস—পুনরায় এস—এবার 'সোমসখা' হইয়া এস; অর্থাৎ, আমার ভক্তি যেন অপাত্রে ন্যস্ত না হয়, আমি যেন আমার ভক্তিকে ভগবানের প্রতিই প্রযুক্ত করিতে পারি।' এখানে, 'তুমি আবার এস—সোমসখা হইয়া এস'—বলিতে 'হে আমার ভক্তি! তুমি ভগবানের সঙ্গিনী হইয়া রহ।' এই ভাবই প্রকাশ পায়। মন্ত্রার্থে ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (৪অ—২০ক—১-২ম)॥

—•—

একবিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। একবিংশ কণ্ডিকা। দ্বি মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বস্ব্যস্যদিতিরস্যাদিত্যাসি রুদ্রাসি চন্দ্রাসি।

(২) বৃহস্পতিষ্ট্বা সুম্নে রম্ণাতু রুদ্রো বসুভিরাচকে॥ ২১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'বস্বী' (বসুরূপা, পৃথ্বীরূপা) 'অসি' (ভবসি), ত্বং 'অদিতিঃ' (অনন্তরূপা, অশেষরূপধারিণী) 'অসি' (ভবসি), ত্বং 'আদিত্যা' (অনন্তস্য অংশীভূতা দেবস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি), ত্বং 'রুদ্রা' (রুদ্ররূপা, কঠোরতাময়ী) 'অসি' (ভবসি), ত্বং 'চন্দ্রা' (চন্দ্ররূপা, হ্লাদিনী কোমলতাময়ী) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং মন্ত্রাংশো ভক্তিরূপেণাবস্থিতায়াঃ দেব্যাঃ স্বরূপং পরিকীর্ত্তয়তি। সা দেবী পৃথ্বীরূপেণ বিরাজিতা; সা দেবী সমষ্টিভূতা, সা দেবী অংশরূপা; সা দেবী সংহারমূর্ত্তিধারিণী সা দেবী আনন্দরূপিণী। কোমলঃ কঠোরশ্চ সর্ব্বে ভাবাঃ ক্ষুদ্রো মহাংশ্চ সর্ব্বে রূপাস্তস্মিন দেব্যাং যুগপৎ বিন্যস্তে।

২। 'বৃহস্পতিঃ' (জ্ঞানী, যদ্বা—জ্ঞানদেবঃ) 'সুম্নে' (সংসারস্য সুখহেতবে) 'ত্বা' (ত্বাং), 'রম্ণাতু' (সংযমতু, জ্ঞানিনাং সাহায্যেন ত্বৎপ্রসাদেন ইহলোকঃ পরমানন্দং লভতু ইতি ভাবঃ), 'রুদ্রঃ' (কঠোরভাবঃ, যদ্বা—রুদ্ররূপো দেবঃ) 'বসুভিঃ' (সর্ব্বৈঃসহায়িভিঃ ধরিত্রীভিঃ সহ, যদ্বা—অপরৈঃ পার্থিবৈর্দ্দেবৈঃ সহ) ত্বাং 'আচকে' (রক্ষিতুং, কাময়তাং ত্বৎপ্রভাবেণ সৃষ্টিঃ সংহারমূর্ত্তেঃ রুদ্ররোষাৎ রক্ষাং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। অয়ং তাৎপর্য্যঃ—'ভগবদ্ভক্তিরেব সকলসুখমূলাধারা। তস্যাঃ কৃপয়া এব নরো রক্ষাং প্রাপ্নোতি।' (৪অ—২১ক—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[ব্যাখ্যায় মন্ত্রটীর দুই চরণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল।]

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি বসুরূপা অর্থাৎ পৃথ্বীরূপা হয়েন, আপনি অনন্তরূপা অর্থাৎ অশেষরূপধারিণী হয়েন, আপনি অনন্তের অংশীভূতা অর্থাৎ দেবস্বরূপা হয়েন, আপনি রুদ্ররূপা অর্থাৎ কঠোরতাময়ী হয়েন, আপনি চন্দ্ররূপা অর্থাৎ হ্লাদিনী কোমলতাময়ী হয়েন। (এই মন্ত্রাংশ, ভক্তিরূপে অবস্থিতা দেবীর স্বরূপ পরিকীর্ত্তন করিতেছে। সেই দেবী পৃথ্বীরূপে বিরাজিতা, সেই দেবীই সমষ্টিভূতা, সেই দেবীই অংশরূপা, সেই দেবীই সংহারমূর্ত্তিধারিণী, সেই দেবীই আনন্দরূপিণী। কোমল-কঠোর সকল ভাব এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রূপ সেই দেবীতেই যুগপৎ বিদ্যমান্ আছে)।

২। জ্ঞানী (জ্ঞানদেব) সংসারের সুখের নিমিত্ত আপনাকে সংযমন অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত করুন; (ভাব এই যে,— জ্ঞানিগণের সহায়তায় আপনার প্রসাদে ইহলোক পরমানন্দ লাভ করুক)। কঠোরভাব (রুদ্রদেব) সর্ব্বসহা ধরিত্রীর সহিত আপনাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন; অর্থাৎ আপনার প্রভাবে সৃষ্টি সংহারমূর্ত্তিরুদ্ররোষ হইতে রক্ষা-প্রাপ্ত হউক। (তাৎপর্য্যার্থ,—ভগবদ্ভক্তিই সকল সুখের মূলীভূতা। তাহার কৃপাতেই মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়।)॥ (৪অ—২১ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৬।১৬) উদীচীং নীয়মানামনুগচ্ছতো বস্ব্যসীতীতি। অনুষ্টুব্ বৃহতী বা। সোমক্রয়ণ্যাঃ স্তুতিঃ। সোমক্রয়ণী গৌর্ব্বস্বদিত্যাদিত্যরুদ্রচন্দ্ররূপেণ স্তূয়তে বস্ব্যাদি-পঞ্চবিশেষণৈঃ। হে গৌঃ! ত্বং বস্বী বসুরূপাসি। অদিতির্দ্দেবমাতাসি। দ্বাদশাদিত্য-রূপাসি। রুদ্রা একাদশরুদ্ররূপাসি। চন্দ্ররূপা চাসি। কিঞ্চ বৃহস্পতিঃ সুম্নে ত্বাং রম্ণাতু রময়তু। রমতের্ণ্যন্তস্যায়েন শ্নাপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা রম্ণাতু সংযময়তু। রম্ণাতিঃ সংযমনকর্ম্মা বিসর্জনকর্ম্মা বেতি যস্কঃ (নি০ ১০।৯)। রুদ্রো বসুভিঃ অষ্টাদশৈঃ সহিতঃ ত্বামাচকে রক্ষিতুং কাময়তাং। আচক ইতি চকমান ইতি কান্তিকর্ম্মসু পঠিতঃ (নি০ ২।৫।১১)॥ (৪অ—২১ক—১-২ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:•:———

ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য এই মন্ত্রের দুইটি চরণকে আমরা পৃথক্‌ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। মন্ত্রের ছন্দ অনুষ্টুপ বা বৃহতী। এই মন্ত্রেও সোমক্রয়ণীকে স্তুতি করা হইয়াছে—ইহাই ভাষ্যের অভিমত। এই মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী অর্থ এই যে,—'হে গো। তুমি বসুরূপা হও, তুমি দ্বাদশ আদিত্যরূপা হও, তুমি একাদশ রুদ্ররূপা হও, তুমি চন্দ্ররূপা হও। বৃহস্পতি সুখে তোমায় রমণ করুন অথবা সংযমন করুন।' রুদ্র, বসুগণ প্রভৃতি অষ্টদেবতার সহিত তোমাকে রক্ষা করিবার কামনা করুন ' এই ব্যাখ্যায় যে ভাব উপলব্ধ হয়, অধুনা তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। পরন্তু 'গৌঃ' সম্বোধনে গাভীকে কি অন্য কোনও অপার্থিব বস্তুকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

ঐ সম্বোধনে ঐ সকল গুণ-বিশেষণে কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে? এক জ্ঞানকে বা জ্ঞানস্বরূপিণী দেবীকে আহ্বান করা হইয়াছে মনে করিতে পারি; অথবা ব্রহ্মময়ী প্রকৃতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিতে পারি। নচেৎ, অধুনা যে গাভী লইয়া ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, সেই গাভীর সম্বোধনে যে এই মন্ত্র প্রযুক্ত, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। হৃদয়ে মন্ত্রকথিত পূর্ব্বোক্ত ভাবের উন্মেষ-হেতু, অপিচ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া, আমরা এই মন্ত্রেরও সম্বোধ্য সেই 'ভক্তিরূপিণী দেবী' বলিয়াই মনে করিতেছি। আর, সে হিসাবে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। উনবিংশ কণ্ডিকার ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই ভাবই সুসঙ্গত। ভক্তিরূপে অবস্থিতা সেই ব্রহ্মময়ীকে ভিন্ন এ সম্বোধন অন্য আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

মন্ত্রে দেবীকে 'বস্বী' বলা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরী যে বিশ্বরূপে বিরাজমানা, এই পৃথিবীই যে তাঁহার প্রকাশমূর্ত্তি, ঐ পদে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, তাঁহাকে 'অদিতিঃ' (দেবমাতা) বলা হইয়াছে, আবার 'আদিত্যাঃ' (অদিতির পুত্রগণ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যিনিই মাতা, তিনিই পুত্র—এ আবার কি প্রকার উক্তি? এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে,—এই শাস্ত্রবাক্যে, মাতাও যিনি পুত্রও তিনি—এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। তার পর, আরও একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারি,—'অদিতিঃ' পদে অনন্ত অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ অনন্ত-দেবভাবকে লক্ষ্য করে দেবত্ব অশেষ প্রকারে অশেষ উপাদানের মধ্য দিয়া বিকাশ পায়। সেই সকল দেবভাবকে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। সমষ্টিগত বিভূতি বা দেবভাবই—'অদিতিঃ' বা অনন্তস্বরূপ ভগবান। আর ব্যষ্টিগত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিকেই এক এক দেবতা বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহা হইতেই বুঝা যায়, সমষ্টিভূত দেবভাবকে বা অনন্তস্বরূপ ভগবানকে 'অদিতিঃ' বলা হইয়াছে,

আর ব্যষ্টিগত দেবভাব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভগবদ্বিভূতিই 'আদিত্যা' অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছে। আর, তাই আমরা 'অদিতিঃ' পদে 'অনন্তরূপা' এবং 'আদিত্যা' পদে 'অনন্তাংশীভূতা দেবস্বরূপা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই অংশ বোধগম্য হইলেই সেই 'অদিতিঃ' যে যুগপৎ কঠোরতাময়ী সংহারমূর্ত্তিধারিণী এবং কোমলতাময়ী আনন্দদায়িনী হয়েন, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। ঐ চরণের বৃহস্পতি পদে আমরা জ্ঞানীকে বা জ্ঞান-দেবতাকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলনই সংসারে সুখের কারণ। শুষ্ক জ্ঞান—অনর্থের মূল। তাহাতে অশান্তি ঘনীভূত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে,—'হে দেবি! জ্ঞানী বা জ্ঞান তোমার সহিত মিলিত হউক।' ভগবদ্ভক্তিযুত জ্ঞানই যে অশেষ আনন্দের ও পরম হিতসাধনের মূলীভূত' তাহা বলা বাহুল্য। "বৃহস্পতি ত্বা সুম্নে রম্ণাতু"—সংসারের সকলেরই এই কামনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সংসারের সকল জ্ঞানই ভগবদ্ভক্তিযুত হউক—আর তদ্দ্বারা সংসারে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হউক—ইহাই এখানকার লক্ষ্য। উপসংহারে "রুদ্রঃ বসুভিঃ আচকে" অংশে ভক্তিপ্রভাবে রুদ্রদেবের সংহারমূর্ত্তির যে বিনাশ সাধিত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। "বসুভিঃ সহ রুদ্র ত্বাং রক্ষিতুং কাময়তাং"—এই অর্থে, 'পৃথিবীর সকল দেবভাবের সহিত সংহারকমূর্ত্তি (রুদ্রদেব) তোমায় কামনা করুক'—এই প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ভগবদ্ভক্তি যাহার অঙ্গীভূত হয়, তাহার শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিত। তাহার সংহারের ভয় থাকে না। প্রার্থী তাহাই পাইবার কামনা করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইহাই এতদংশের মর্ম্মার্থ। (৪অ—২১ক—১০ম)॥

—•—

দ্বাবিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অদিত্যাস্ত্বা মূর্দ্ধন্নাজিঘর্ম্মি দেবযজনে পৃথিব্যা

ইড়ায়াস্পদমসি ঘৃতবৎ স্বাহা।

(২) অস্মে রমস্ব। (৩) অস্মে তে বন্ধুঃ। (৪) ত্বে রায়ঃ॥

(৫) মে রায়ঃ। (৬) মা বয়ঁ রায়স্পোষেণ বিযৌষ্ম॥

(৭) তোতো রায়ঃ॥ ২২॥

• . •

অর্থানুসারিণী ব্যাখ্যা।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'অদিত্যাঃ' (অখণ্ডিতায়াঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভুবঃ) 'মূর্দ্ধন্' (মূর্দ্ধনি, শিরোরূপে) 'দেবযজনে' (যাগযোগ্যস্থানে—অবস্থিতাং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (অনুপূর্ব্বেণ, অনুক্রমেণ) 'ক্ষরামি' (ক্ষারয়ামি, মাং প্রতি প্রবহয়াম আকর্ষয়ামি বা ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রাংশঃ সঙ্কল্প-মূলকঃ আত্মোদ্বোধকঃ।

হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (ভগবৎসম্বন্ধযুতস্য কর্ম্মণঃ) 'পদং' (অবলম্বনং) 'অসি' (ভবসি)। যদ্বা—হে মদীয়ং কর্ম্ম! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (ভক্তিযুতায়াঃ স্তুত্যাঃ) 'পদং' (আশ্রয়ং) 'অসি' (ভবসি, ভব বা); মম কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুতং ভবতু—ইতি ভাবঃ। হে মদীয়ং কর্ম্ম! 'ঘৃতবৎ (ঘৃতযুক্তং, ভক্তিসহযুতং কৃত্বা ত্বাং ইতি ভাবঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ভগবন্তং সমর্পয়ামি ইতি শেষঃ)।

২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! অস্মে' (অস্মাসু) ত্বং 'রমস্ব' (ক্রীড়াং কুরু, আনন্দ-রূপেণ অস্মৎসহ চিরসম্বন্ধযুতা ভব ইতি ভাবঃ)।

৩। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তে (তব 'বন্ধুঃ' (নিত্যস্বরূপঃ স ভগবান্) 'অস্মে' (অস্মাসু) ক্রীড়াপরো ভবতু; ত্বয়া সহ অস্মাকং হৃদি বিরাজমানোঽস্তু ইতি ভাবঃ।

৪। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) বিদ্যন্তে।

৫। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'মে' (মহ্যং) প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনা।

৬। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'রায়স্পোষেণ' (শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়েন) 'মা বিযোষ্ম' (বিযুক্তা মা ভবাম)। অস্মাকং পরমধনসঞ্চয়ায় বিঘ্নং ন ভবতি—তদেব বিধেহি ইতি ভাবঃ।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তোতঃ' (ত্বয়ি) 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) সন্তি; তানি ধনানি বয়ং যাচামহে ইতি শেষঃ। (৪অ—২২ক—১-৭ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশটী কর্ম্ম সম্বোধনে এবং অপরাপর সকল মন্ত্রই ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।]

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! অখণ্ডিতা পৃথিবীর (অর্থাৎ বিশ্বের) শীর্ষস্থানে দেব-যজন-প্রদেশে অবস্থিতা আপনাকে, অনুক্রমে আমি আমার প্রতি ক্ষরণ প্রবহণ বা আকর্ষণ করিতেছি। (মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধক।)

হে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মের অবলম্বন হও। অথবা—হে আমার কর্ম্ম! তুমি ভক্তিযুতা স্তুতির আশ্রয় হও; (ভাব

এই যে, আমার কর্ম্ম ভগবৎ-ভক্তিযুত হউক)। ভক্তিসংযুত করিয়া, হে আমার কর্ম্ম, স্বাহা-মন্ত্রে তোমাকে আমি ভগবানে সমর্পণ করিতেছি।

২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমাদিগের মধ্যে তুমি ক্রীড়া কর; অর্থাৎ, আনন্দরূপে আমাদিগের সহিত চিরসম্বন্ধযুত রহ।

৩। হে ভক্তিরূপিণি দেবী! তোমার মিত্রস্বরূপ সেই ভগবান্ আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন; (অর্থাৎ, তোমার সহিত আমাদিগের মধ্যে আসিয়া বিরাজমান্ রহুন)।

৪। হে ভক্তিরূপিণি দেবী! আপনাতে পরমার্থরূপ ধনসমূহ আছে।

৫। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! সেই ধনসমূহ আমাকে দান করুন—এই প্রার্থনা।

৬। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! অর্চ্চনাকারী আমরা সেই ধন ক্ষয়ে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে যেন বিযুক্ত না হই, (অর্থাৎ আমাদিগের পরমার্থ-রূপ ধন-সঞ্চয়ে যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে, তাহাই করুন)।

৭। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনাতে পরমার্থরূপ যে ধনসমূহ আছে, সেই ধন পাইবার জন্য আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। (৪অ—২ক—১-৭ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৩।১৭-১৮) ষটপদান্যনীত্য সপ্তমং পর্ণুপবিশন্তি হিরণমপ্যি রুধায়ামাজ্যজুহো-ত্যাদিত্যাস্ত্বেতীতি। আজ্যদেবতং যজুঃ। অদিত্যাঃ অখণ্ডিতায়াঃ পৃথিব্যাঃ ভুবো মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি শিরোরূপে দেবযজনে দেবানাং যাগযোগ্যস্থানে হে আজ্য। ত্বা ত্বামাজিঘর্মি আক্ষারয়ামি। ঘৃ ক্ষরণদীপ্ত্যোঃ পৃথিব্যা হোষমূর্ধা যদ্দেবযজনমিতি তিত্তিরিশ্রুতের্দ্দেবযজনস্য পৃথিবীমূর্দ্ধত্বং। কিঞ্চ হে স্থানবিশেষ। ত্বমিড়ায়াঃ গোঃ পদমসি গোপদেনাঙ্কিতত্বাত্তদ্‌-পদমসি। তচ্চ পদং ঘৃতবৎ ঘৃতযুক্তং কর্ত্তুং স্বাহা জুহোমি। (কা০ ৭।৬।১৯) স্ফ্যেন পদং ত্রিঃ পরিলিখত্যাস্মে রমস্বেতি। হে গোঃ পদ। ত্বমস্মে অস্মাসু রমস্ব ক্রীড়াং কুরু। (কা০ ৭।৬।২০) সমুদ্ধৃত্য পদং স্থাল্যামাবপত্যস্মে। তে বন্ধুরিতি। হে সোমক্রয়ণীপদ। তে তব অস্মে বন্ধুঃ বয়ং বন্ধুভূতাঃ স্মঃ। সুপাং সুলুগিতি জসঃ শে আদেশে অস্মে ইতি রূপং। (কা০ ৭।৬।২১) যজমানায় পদং প্রযচ্ছতি ত্বে রায় ইতি। হে যজমান। ত্বে ত্বয়ি রায়ো ধনানি এতৎপদরূপেণ তিষ্ঠন্ত্বিতি শেষঃ। যদ্বাত্র রায়ঃ পশবঃ। পশবো বৈ রায় ইতি শ্রুতেঃ (৩৩১৮)। ত্বয়ি পশবঃ সন্তু। (কা০ ৭৬২২) মে রায় ইতি যজমানঃ প্রতিগৃহ্নাতীতি। মে ময়ি যজমানে রায়ো ধনানি পদরূপেণ তিষ্ঠন্তু। পশবো ময়ি সন্তু।

তেঃ শে আদেশে মে ইতি রূপং। (কা০ ৭।৬।২৩) মা বয়মিত্যধ্বর্য্যুরাত্মানং সংস্পৃশতীতি। বয়মধ্বর্য্যু প্রভৃতয়ো রায়স্পোষেণ ধনস্ত পুষ্ট্যা মা বিযোষ্ম বিযুক্তা মা ভবাম। যৌতের্ম্মাঙি লুঙিতি লুঙ উত্তমবহুবচনে বিযোষ্মে ত রূপং॥ :(কা০ ৭।৬।২৪ ২৫) হুত্বা পত্ন্যৈ পদং প্রযচ্ছতি নেষ্টা তোতে ইত্যেনাং বাসয়তীতি। তোতঃ শব্দঃ কলত্রবাচী অব্যয়ং। তোতঃ কলত্রে রায়ো ধনানি পশবো বা পদরূপেণ তিষ্ঠন্তু। যদ্বাব্যয়ানামনেকার্থত্বাত্তোতঃশব্দো যুষ্মৎপর্য্যায়ঃ। তোতঃ ত্বয়ি রায়ঃ সন্তু। (৪অ—২২ক—১-৭ম)।

• . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—:•:—

এই কণ্ডিকার মন্ত্রে হোম সম্পাদন করিতে হয়। ভাষ্যানুসারে এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—'আজ্য।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় যাহা প্রথম মন্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ভাষ্যের মত এই যে, আজ্যকে (ঘৃতকে) সম্বোধন করিয়া উহা প্রযুক্ত। তদনুসারে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে আজ্য, অখণ্ডিতা পৃথিবীর শিরোরূপ দেবযজনদেশে তোমাকে আমি ক্ষরণ করিতেছি।' তার পর যে দ্বিতীয় অংশ—'ইড়ায়া' হইতে 'স্বাহা' পর্য্যন্ত অংশ, তাহাতে 'স্থানবিশেষকে' সম্বোধন করা হইয়াছে। তদনুসারে ভাষ্যে ঐ অংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে স্থানবিশেষ! তুমি গো-পদ (গোরুর পা) হও।' একটী গাভীকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া তাহার পদাঙ্কিত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়া থাকে। তার পর, তৃতীয় মন্ত্র (ভাষ্যমতে) গোপদকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে গো-পদ! তুমি আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়া কর।' এইরূপ চতুর্থ মন্ত্রাংশের সম্বোধনে 'সোমক্রয়ণী-পদকে' আহ্বান করা হইয়াছে। তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে সোমক্রয়ণীপদ! আমরা যেন তোমার বন্ধুভূত হই।' তার পর, চতুর্থ মন্ত্রাংশে যজমানকে সম্বোধন দেখিতে পাই। তাহাতে বলা হইয়াছে,—'হে যজমান! তোমাতে এই পদ-রূপ ধনসমূহ অবস্থিতি করুক।' প্রকাশ,—'রায়ঃ' পদে 'পশুসমূহ' অর্থও গ্রহণ করা যায়। তাহাতে ভাব দাঁড়ায়,—'হে যজমান! পশুসমূহ তোমাতে অবস্থিতি করুক।' তার পর, যজমান যেন আপনা-আপনিই কহিতেছেন,—'এই আমাতে ঐ গোপদাদি-রূপ ধনসমূহ বা পশুসকল বিদ্যমান রহুক' এইরূপে ষষ্ঠ মন্ত্রাংশে অধ্বর্য্যু প্রভৃতির উক্তি পরিকল্পিত হয়। তাহার ভাব এই যে,—'ঐরূপ ধন-পোষণে অধ্বর্য্যু প্রভৃতি আমরা যেন বিযুক্ত না হই।' উপসংহারে সপ্তম মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে;—অধ্বর্য্যুগণই যেন বলিতেছেন,—'আমাদিগের কলত্রে যেন পশুগণ বা তাহাদিগের পদ রূপ ধন অবস্থিতি করে।' এই তো মন্ত্রার্থ—এই তো ভাব প্রচলিত। বলা বাহুল্য, এরূপ বিচ্ছিন্ন বিপরীত অর্থ হইতে আমরা কোনই মর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐরূপ অর্থে, বেদ-মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে—তাহাও বুঝা যায় না।

এখন পূর্ব্বাপর সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। আমাদিগের মত এই যে, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশটীতে ভক্তির বা কর্ম্মের সম্বোধন আছে মনে করা যাইতে পারে। উহার তৃতীয় অংশ কর্ম্মসম্বোধনেই প্রযুক্ত। অপরাপর মন্ত্রাংশ ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধন প্রযুক্ত। তাহাতে কিরূপ সুষ্ঠু সুসঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, লক্ষ্য করুন। প্রথম মন্ত্রাংশে, ভক্তির (ভগবদ্ভক্তির) স্থান কত উচ্চ, তাহাই প্রখ্যাত আছে ;—আর, সেই স্থান হইতে ভক্তির প্রবাহকে আত্মহৃদয়ে আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তির স্থান—সে কোথায়? সে সেই ভগবানের পাদপদ্মে নহে কি? অখণ্ড বিশ্বের যে শীর্ষস্থান, যেখানে পূজা উপস্থিত হইলে বিশ্বনাথ সে পূজা প্রাপ্ত হন, ভক্তি সেইখানেই অধিষ্ঠিতা থাকেন। ভগবানের পাদপদ্মেই ভক্তি অবিচলিতা হইয়া আছেন। তদ্ভিন্ন, অন্যত্র যে ভক্তি, তাহা ভক্তিনামের বাচ্য নহে। সেই যে ভক্তি, যাহাকে পরা ভক্তি কহে, সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক, আমার হৃদয়ে তাহার প্রস্রবণ প্রবাহিত হউক, ইহাই এই মন্ত্রাংশের মর্ম্ম। প্রার্থী বা উপাসক এখানে সেই ভক্তিরই কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। অতঃপর, দ্বিতীয়-মন্ত্রাংশের মর্ম্ম এবং তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। 'ইড়া' ও 'ঈড়া' উভয় পদেই 'স্তুতি' অর্থ প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম যে পাদ—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং", সেখানে 'ঈড়' পদ স্তুত্যর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেক স্থানে ঐ পদে স্তুতি অর্থই পাইয়াছি। এই 'ইড়া' ও 'ঈড়া'—আমরা অভিন্ন ভাবদ্যোতক বলিয়া মনে করি। 'ইড়া' পদে 'ধেনু' অর্থও হয় বটে; কিন্তু আবার 'সরস্বতী' (স্তুতির অধিষ্ঠাত্রী) প্রভৃতি অর্থও প্রাপ্ত হই। আমরা এখানে সেই প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিলাম। তদনুসারে "ইড়ায়াঃ পদং অসি" মন্ত্রাংশে, 'আমার কর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিযুত হউক বা যেন হয়'—এই ভাব আসে। অপিচ, এই অংশও ভক্তিস্বরূপিণী দেবীর সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহাতে প্রতিবাক্য আসে—'হে দেবি! ত্বং 'ইড়ায়াঃ' (স্তুত্যাঃ) 'পদং' (আশ্রয়ং) 'অসি' (ভবসি); অর্থাৎ,—'হে ভক্তি-দেবি! তুমি আমার স্তুতিরূপ কর্ম্মের আশ্রয় হয়।' বলা বাহুল্য, দুই অর্থই অভিন্ন; উভয়ত্রই ভক্তির সহিত কর্ম্মের সম্মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, এই মন্ত্রাংশের শেষভাগে "ঘৃতবৎ স্বাহা" পদদ্বয়ে ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে ভগবৎ-কার্য্যে নিয়োগের আকাঙ্ক্ষাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তিসহযুত কর্ম্মই মানুষের শ্রেয়ঃসাধক। সেই কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ—'স্বাহা' পদে দ্যোতনা করিতেছে।

তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশ-সমূহের ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। ভক্তি আমাদিগের মধ্যে ক্রীড়াপর হউন, ভক্তিরূপিণী দেবীর মধ্যে যে পরমার্থ রূপ ধনসমূহ আছে—সেই ধন তিনি আমাদিগকে প্রদান করুন; আমরা সেই ধন যেন প্রাপ্ত হই, আর শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের দ্বারা যেন দেবীর সহিত চিরসম্বন্ধযুত থাকি;—ঐ সকল মন্ত্রাংশে যথাপর্য্যায় এবংবিধ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে, 'ভক্তিদেবী আসিয়া আমাদিগের হৃদয় অধিকার করুন, শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ পরম ধনে

আমাদিগের হৃদয় পূর্ণ হউক; আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎকার্য্যে নিনিযুক্ত থাকুক; আর, তৎপ্রভাবে আমরা পরাগতি লাভ করি।' (৪অ—২২ক—১-৭ম)॥

ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সমখ্যে দেব্যা ধিয়া সন্দক্ষিণয়োরুচক্ষসা।

(২) মা ম আয়ুঃ প্রমোষীর্ম্মো অহং তব।

(৩) বীরং বিদেয় তব দেবি সংদৃশি॥ ২৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'সন্দক্ষিণয়া' (সম্যগ্ শুভফলপ্রদায়িন্যা) 'উরুচক্ষসা' (বিস্তীর্ণদর্শনয়া, অতীতানাগতস্য কর্ম্মফলস্য দর্শনকারিণ্যা।) 'দেব্যা' (দ্যোতনাত্মিকয়া) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, প্রজ্ঞয়া সহ) অহং 'সমখ্যে' (অনুক্ষি, মম দর্শনীয়া ভব ইতি ভাবঃ)। তাৎপর্য্যোঽয়ং: ময়ি জ্ঞানভক্ত্যোঃ সম্মিলনং ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা।

২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি। 'মে' (মম) 'আয়ুঃ' (জীবনং) 'মঃ' (কদাচিদপি) 'মা প্রমোষীঃ' (মা খণ্ডয়, তব সম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নং মা কুরু)। 'মঃ' (কদাচিদপি) 'অহং' (প্রার্থনাকারী) 'তব' (তব সম্বন্ধচ্যুতো ন ভবানি ইতি ভাবঃ) তাৎপর্য্যোঽয়ং:— ভগবদ্ভক্তিঃ ময়া সহ চিরসম্বন্ধযুতা ভবতু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা।

৩। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'তব সংদৃশি' (তব সন্দর্শনে সতি) 'বীরং' (বীর্য্যং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'বিদেয়' (লভেয়)। তব প্রসাদেন সহচারিত্বেন সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যং প্রাপ্তুমিচ্ছামি—ইতি ভাবঃ॥ (৪অ—২৩ক—১-৩ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি। সম্যক্ শুভফলপ্রদায়িনী অতীত ও অনাগত কর্ম্মফলের দর্শনকারিণী, দ্যোতনাত্মিকা প্রজ্ঞার সহিত আপনি আমার দর্শনীয়া হউন। (তাৎপর্য্য এই যে,—'আমাতে জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলন হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।')।

২। হে ভক্তিরূপিণি দেবি। আমার জীবনকে কদাচ খণ্ডিত (অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন) করিবেন না। প্রার্থনাকারী আমি যেন কদাচ আপনার সম্বন্ধচ্যুত না হই। (তাৎপর্য্য এই যে,—'ভগবদ্ভক্তি আমার সহিত চিরসম্বন্ধযুতা হউন—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।')।

৩। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনার সন্দর্শন পাইয়া যেন সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি। (ভাব এই যে,—'আপনার প্রসাদে ও সহচারিত্বে সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য পাইবার কামনা করিতেছি।')॥ (৪অ—২৩ক—৭-৯ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

সোমক্রয়ণ্যা চ সমীক্ষ্যমাণাৎ সমখ্য ইতীতি। এনাং বাচয়তীত্যনু-(কা০ ৭।৬।২৬)। আস্তারপঙ্‌ক্তিঃ পত্ন্যাশীঃ। যস্যা আত্যাবষ্টাক্ষরৌ পাদাবন্ত্যৌ দ্বাদশাক্ষরৌ বর্ত্ততে। আস্তারপঙ্‌ক্তিঃ। অন্ত্যৌ চেদাস্তারপঙ্‌ক্তিরিতি বচনাৎ। সোমক্রয়ণীতঃ পত্ন্যাশিষমাশাস্তে। হে সোমক্রয়ণি। দেব্যা দ্যোতমানায়া ত্বয়া ধিয়া বুদ্ধ্যা সহ বুদ্ধিপূর্ব্বকমহং সমখ্যে অদৃক্ষি দৃষ্টেত্যর্থঃ। 'খ্যা প্রকথনে' ইত্যস্য ধাতোঃ সম্পূর্ব্বস্য লুঙি তঙি 'অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্' (পা০ ৩।১।৫২) ইতি চ্লেরঙি উত্তমৈকবচনে কর্ম্মণি সমখ্যে ইতি রূপং। একং সম্পদং পাদপূরণায়। কিম্ভূতয়া ত্বয়া। দক্ষিণয়া দক্ষিণাত্বযোগ্যয়া। তথা উরুচক্ষসা উরু চষ্টে সোরুচক্ষাস্তয়া বিস্তীর্ণদর্শনয়া। এবংবিধা ত্বং মে মম পত্ন্যা আয়ুঃ মা প্রমোষীঃ মা খণ্ডয়। 'মুষ স্তেয়ে' লুঙি রূপং। মো অহং তব। তব সোমক্রয়ণ্যা আয়ুরহং পত্নী মা উ নৈব প্রমোষিষমিত্যধ্যাহারঃ। মার্থে মো ইত্যব্যয়ং বা। অহং তবায়ুর্ন নাশয়ামীত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে দেবি গৌঃ। তব সংদৃশি সন্দর্শনে সতি বীরং পুত্রং বিদেয় বীরং বিদেয় তব দেবি সংদৃশি। সন্দর্শনং তব সংদৃক ভাবে ক্বিপ। 'বিদলৃ লাভে' ইত্যস্য ব্যত্যয়েন 'তুদাদিভ্যঃ শঃ' (পা০ ৩।১।৭৭) ইতি শপ্রত্যয়ে লিঙি রূপং॥ (৪অ—২৩ক—১-৩ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যাভাসে প্রকাশ, এই মন্ত্রটীও সোমলতা-সংগ্রহ-সম্বন্ধীয়। সোমক্রয়ণী সোমলতা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যেন এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। তদনুসারে সোমক্রয়ণীই এই মন্ত্রের সম্বোধ্য। মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে,—'হে সোমক্রয়ণি! দ্যোতমানা তোমার বুদ্ধির সহিত তুমি আমার দৃষ্ট হইয়াছ। তুমি কেমন? না—দক্ষিণার যোগ্য। আর কেমন? না—বিস্তীর্ণচক্ষুবিশিষ্টা। এমন যে তুমি, তুমি আমার

পত্নীর আয়ুকে খণ্ডিত করিও না। আমিও তোমার আয়ু নাশ করিব না। হে গো দেবি! তোমার সন্দর্শনে বীর পুত্র লাভ হউক।' এই ব্যাখ্যার মধ্যে যে কি নিগূঢ় ভাব আছে, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাহা হউক, আমরা বলি, এই মন্ত্রও ভক্তিস্বরূপিণী দেবীকে উদ্দেশ করিয়াই বিহিত হইয়াছে। তাহাতে, প্রথম মন্ত্রে জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে; দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর সহিত ভগবদ্ভক্তির চিরসম্বন্ধের কামনা জানান হইয়াছে; তৃতীয় মন্ত্রে ভক্তিসহযুত সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের ইচ্ছা জাগরূক আছে। কি কারণে, কোন্ পদের কি অর্থের অনুসরণে, আমরা প্রোক্ত ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা উপলব্ধ হইবে। তথাপি, একটু বিশ্লেষণ করিয়া ভাবার্থ প্রস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা করা যাইতেছে।

কণ্ডিকার তিনটী মন্ত্রেরই সম্বোধন—ভক্তিরূপিণী দেবীকে। প্রথম মন্ত্রে তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'প্রজ্ঞার সহিত আপনি আমার দর্শনীয় হউন।' সেই প্রজ্ঞা কেমন, তাহার তিনটী বিশেষণ আছে; একটী 'সন্দক্ষিণয়া,' একটী 'উরুচক্ষসা', আর একটী 'দেব্যা'। দক্ষিণা—কর্ম্মাবসানে ফলপ্রাপ্তি-সম্বন্ধযুতা। দক্ষিণা দানই—কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তিসংক্রান্ত শেষ অনুষ্ঠান। তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'সম্যগ্‌ শুভফলদায়িন্যা' পদ গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইলে, শুভফল অবশ্যম্ভাবী হইয়া আসে। তাই প্রজ্ঞার বা 'ধিয়া'র ঐ বিশেষণে সঙ্গতি দেখিতে পাই। তারপর 'উরুচক্ষসা' পদ। বহুদূরব্যাপী বা বহুদৃষ্টির ভাব ঐ পদে প্রকাশ পায়। প্রজ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানিগণ অতীত ও অনাগত সকল কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। প্রজ্ঞানের ইহাই বিশিষ্টতা। তাই ঐ পদে আমরা "অতীতানাগতস্য কর্ম্মফলস্য দর্শনকারিণ্যা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রজ্ঞান যে স্বপ্রকাশ, উহা যে দ্যোতনাত্মক, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। এইরূপে সেই 'ধিয়া' পদের নিগূঢ় লক্ষ্য বিশেষণত্রয়ে প্রকাশ করিয়া, তাহাকে পাইবার কামনা করা হইয়াছে। ভক্তির সহিত ঐরূপ জ্ঞান হৃদয়ে সঞ্জাত হউক—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথম অংশে,—আমার জীবনের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান্ থাকুক,—"মে আয়ুঃ মা প্রমোষীঃ" পদ-কয়েকটীতে, সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে তাহারই দৃঢ়তা সূচিত হইয়াছে। "আমাকে আপনার সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন না"—এই বলিয়া, পুনরায় আবার বলা হইতেছে,—'আমি আপনার সম্বন্ধচ্যুত হইব না; অর্থাৎ, আমারও সঙ্কল্প এই যে, আমিও ভগবদ্ভক্তিতে চির অনুপ্রাণিত থাকিব।'

উপসংহারে তৃতীয় মন্ত্রটীর বিষয় অনুধাবন করা যাইতেছে। এই মন্ত্রের এক "বীরং" পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। আমরা ঐ পদে 'পুত্র' অর্থ গ্রহণ করি না। পূর্ব্বেও অনেক স্থলে ঐ পদের প্রয়োগ পাইয়াছি। তত্তৎ স্থলেও ঐ পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য' ভাবই সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই সমীচীন দেখিতেছি। ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা যে মানুষ সৎকর্ম্মসাধনে সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়,

তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। 'আমার সেই অবস্থা হউক, আমি ভগবত্তত্ত্বের সহিত সংকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য লাভ করি',—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা। ফলতঃ, আমার কর্ম্ম জ্ঞানান্বিত ও ভক্তি পথাবলম্বী হউক—প্রার্থী এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে সেই প্রার্থনাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (৪অ—২৩ক—১-৩ম) ॥

—•—

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। চতুর্ব্বিংশ-কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) এষ তে গায়ত্রো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাদেষ তে ত্রৈষ্টুভো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাদেষ তে জাগতো ভাগ ইতি মে সোমায় ব্রূতাচ্ছন্দোনামানাᳬ সাম্রাজ্যং গচ্ছতি মে সোমায় ব্রূতাৎ।

(২) আস্মাকোঽসি শুক্রস্তে গ্রহো বিচিতস্ত্বা বিচিন্বন্তু ॥ ২৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেব! 'এষ' (মদুচ্চারিতঃ) 'গায়ত্রঃ' (গায়ত্রীছন্দোময়ো মন্ত্রঃ) 'তে' (তব) 'ভাগঃ' (অংশঃ, অঙ্গীভূতঃ—ভবতু ইতি শেষঃ); 'ইতি' (এবং বচ উপদেশো বা) 'সোমায়' (শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ায়) 'মে' (মম বিবেকঃ) 'ব্রূয়াৎ' (ব্রবীতু); গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্টো মন্ত্রো যদা ভক্তিসহযুক্তো ভবতি, তদৈব স সুফলং দদাতি;—এতৎ তত্ত্বং বিবেক-সাহায্যেন বয়ং জানীম ইতি ভাবঃ।

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'এষঃ' (মদুচ্চারিতঃ) 'ত্রৈষ্টুভঃ' (ত্রিষ্টুভছন্দো-গ্রথিতো মন্ত্রঃ) 'তে' (তব) 'ভাগঃ' (অংশঃ, অঙ্গীভূতঃ—ভবতু ইতি শেষঃ); 'ইতি' (এবং উপদেশঃ) 'সোমায়' (শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ায়) 'মে' (মম বিবেকঃ) 'ব্রূয়াৎ' (ব্রবীতু); ত্রিষ্টুভছন্দোবিশিষ্টো মন্ত্র যদা ভক্তিসহযুক্তো ভবতি, তদৈব স সুফলং দদাতি;—এতৎ তত্ত্বং বিবেকসাহায্যেন বয়ং জানীম ইতি ভাবঃ।

(গ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'এষঃ' (মদুচ্চারিতঃ) 'জাগতঃ' (জগতীছন্দোবিশিষ্টো মন্ত্রঃ) 'তে' (তব) 'ভাগঃ' (অংশঃ, অঙ্গীভূতঃ-ভবতু ইতি শেষঃ); 'ইতি' (এবং উপদেশঃ) 'সোমায়' (শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ায়) 'মে' (মম বিবেকঃ) 'ব্রূয়াৎ' (ব্রবীত); জগতী-ছন্দোবিশিষ্টো মন্ত্রো যদা ভক্তিসহযুতো ভবতি, তদৈব স সুফলং দদাতি;—এতৎ তত্ত্বং বিবেক-সাহায্যেন বয়ং জানীম ইতি ভাবঃ।

(ঘ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'ছন্দোনামানাং' (অন্যেষাং উষ্ণিগাদিনামবিশিষ্টানাং ছন্দসমূপেতানাং মন্ত্রাণাং) 'সাম্রাজ্যং' (আধিপত্যং) 'গচ্ছ' (প্রাপ্নুহি); 'ইতি' (তব এতাদৃশঃ আধিপত্যরূপঃ কার্য্যঃ) 'সোমায়' (শুদ্ধসত্ত্বসংরক্ষণায় সহায়কো ভবতি ইতি শেষঃ); 'মে' (মম বিবেকঃ) এতৎ তত্ত্বং 'ব্রূয়াৎ' (ব্রবীতি)। মন্ত্রাণাং সহচারিণ্যা দেব্যা ভক্ত্যা বয়ং পরমং মঙ্গলং লভামহে ইতি ভাবঃ।

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'আস্মাকঃ' (মদীয়ঃ সঞ্জাতঃ) 'অসি' (ভবসি); অস্মাকং কর্ম্মণা হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্জায়ত ইতি ভাবঃ।

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'শুক্রঃ' (শুভ্রঃ, অনাবিলঃ, তেজঃ, জ্যোতিঃ, সত্ত্ব ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'গ্রহঃ' (আধারঃ); তেজসা সত্ত্বেন সহ শুদ্ধসত্ত্বস্য অবিচ্ছিন্নঃ সম্বন্ধো বিদ্যত ইতি ভাবঃ।

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিচিতঃ' (বিবেকেন চয়নস্য কর্ত্তারঃ, বিবেকিনো জনাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিচিন্বন্তু' (সারাসারবিবেকং কৃত্বা গৃহ্ণন্তু); বিবেকসম্পন্না সাধবঃ জনহিতায় সংসারস্য সারস্বরূপং ত্বাং প্রকাশয়ন্তু ইতি ভাবঃ। (৪অ—২৪ক—১-২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের চারিটী অংশে ভক্তিরূপিণী দেবীকে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনটী অংশে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধনে করা হইয়াছে।]

১। (ক) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমার উচ্চারিত এই গায়ত্রী-ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র, আপনার অংশ বা অঙ্গীভূত হউক;—এই উপদেশ শুদ্ধ-সত্ত্বসঞ্চয়ের নিমিত্ত আমার বিবেক আমায় বলিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র যখন ভক্তিসহযুত হয়, তখনই তাহা সুফল প্রদান করে;—এই তত্ত্ব বিবেকসাহায্যে আমরা অবগত হই।)

(খ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমার উচ্চারিত এই ত্রিষ্টুভ-ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র, আপনার অংশ বা অঙ্গীভূত হউক;—এই উপদেশ শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের নিমিত্ত আমার বিবেক আমায় বলিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—ত্রিষ্টুভছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র যখন ভক্তিসহযুত হয়, তখনই তাহা সুফল প্রদান করে;—এই তত্ত্ব বিবেকসাহায্যে আমরা অবগত হই।)

(গ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আমার উচ্চারিত জগতীছন্দো-বিশিষ্ট এই মন্ত্র, আপনার অংশ বা অঙ্গীভূত হউক;—এই উপদেশ, শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের নিমিত্ত আমার বিবেক আমায় বলিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—জগতী ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র যখন ভক্তিসহযুত হয়, তখনই তাহা সুফল প্রদান করে;—এই তত্ত্ব বিবেকসাহায্যে আমরা অবগত হই।)

(ঘ) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! আপনি উষ্ণিগাদি অন্যান্য ছন্দো-বিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের আধিপত্য প্রাপ্ত হউন; আপনার এতাদৃশ আধিপত্য-রূপ কার্য্য, শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের সহায় হয়;—আমার বিবেক এইরূপ বলিয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—'মন্ত্রসমূহের সহচারিণী দেবি ভক্তির দ্বারা আমরা পরম মঙ্গল লাভ করি।')

২। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগের মধ্যেই সঞ্জাত হয়েন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম দ্বারই আমাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্জাত হইয়া থাকে।)

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! অনাবিল জ্যোতিঃ (সত্যই) আপনার আধার। (ভাব এই যে,—তেজের অথবা সত্যের সহিতই শুদ্ধসত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ।)

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকী জনগণ সারাসার বিচারপূর্ব্বক আপনাকে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—বিবেকসম্পন্ন সাধুগণ জনহিতের নিমিত্ত সংসারের সারস্বরূপ আপনাকে সংসারে প্রকাশ করুন।)॥ (৪অ—২৪ক—১-২ম)॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৭।৮)। 'এষ' তে ইতি বাচয়তীতি'। মন্ত্রচতুষ্টয়ং যজমানঃ পঠেৎ। হে অধ্বর্য্যো। সোমায় সোমাভিমানিনে দেবায় মে ইতি বচো ব্রূষাৎ ত্বং ব্রূহি কথয়। ইতি কিম্। হে সোম। তে তব এষ পুরো দৃশ্যমানো ভাগো গায়ত্রো গায়ত্রীসম্বন্ধী। গায়ত্রীচ্ছন্দে হর্থং তব ক্রয়ো নতু যথার্থমিতি যজমানাভিপ্রায়ঃ। তং মমাভিপ্রায়ং সোমায় কথয়েত্যর্থঃ। তে তব এষ ত্রৈষ্টুভঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসঃ সম্বন্ধী ভাগ ইতি মেহভিপ্রায়মধ্বর্য্যো সোমায় ত্বং ব্রূহি। এবমগ্রেহপি। জাগতো জগতীচ্ছন্দসঃ সম্বন্ধী॥ অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ছন্দোনামানাং ছন্দ ইতি নাম যেষামন্যেষামপ্যুষ্ণিগাদীনাং তাঃ ছন্দোনামানঃ তেষাং সাম্রাজ্যং গচ্ছ সর্ব্বেষাং ছন্দসামাধিপত্যং প্রাপ্নুহি। ইতি মে বচঃ সোমায় ব্রূতাৎ কথয়। যঃ সোমায় ছন্দসা-

মাধিপত্যং যথা ক্রীণাতি তং স স্বানামাধিপত্যং প্রাপ্নোতি। তদুক্তং তিত্তিরিণা 'যো বৈ সোমং রাজান৺ সাম্রাজ্যলোকং গময়িত্বা ক্রীণাতি গচ্ছতি স্বানা৺ সাম্রাজ্যমিতি'। অত এতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সোমস্য রাজ্যাপ্তিঃ সূচিতা। গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোদেবতা যত্র তিষ্ঠন্তি স ছন্দোলোকস্তদাধিপত্যং প্রাপয্য সোমং ক্রীণানঃ স্বাধিপত্যভাগ্ ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। প্রাঙ্ পবিত্রাস্মাকোঽসীতি সোমমালভতে' (কা০ ৭।৭।৯) ইতি। হে সোম! ত্বং ক্রয়পথমাগতঃ সন্নাস্মাকোঽসি। শুক্রঃ শুক্রসংজ্ঞ তে তব গ্রহঃ। গ্রহ এব গ্রহঃ। শুক্রপদমৈন্দ্রবায়বাদিগ্রহাণামুপলক্ষণং। শুক্রাদয়ঃ সর্ব্বে তব গ্রহা ইত্যর্থঃ। বিচিতঃ। বিচিন্বন্তীতি বিচিতঃ বিবেকেন চয়নস্য কর্ত্তারঃ ত্বাং বিচিন্বন্তু বিবিক্তং কুর্ব্বন্তু। সারাসারবিবেকং কৃত্বা সারভূতং সমূহয়ন্ত্বিত্যর্থঃ॥ (৪অ—২৪ক—১-২ম)॥

* . *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— • —

এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রকাশ,—যজ্ঞকারী যজমান অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিককে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে অধ্বর্য্যু! আপনি সোমাভিমানী দেবতাকে (সোমায়) আমার বাক্য-সকল (বচঃ) বলুন (কথয়)।' অর্থাৎ,—যজমান যেন দেবতাকে দেখিতে পাইতেছেন না, অথবা দেবতার সহিত যজমানের যেন কথাবার্ত্তা কহিবার অধিকার নাই; তাই তিনি যেন অধ্বর্য্যুর দ্বারা আপনার বক্তব্য বিষয় দেবতাকে জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহার সেই বক্তব্য যে কি, "এষ তে গায়ত্রো ভাগঃ" প্রভৃতি চারিটী অংশে (আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার ক-খ-গ-ঘ অংশে) তাহাই পরিবর্ণিত রহিয়াছে।

অধ্বর্য্যু সেই দেবতাকে কি বলিবেন? তাঁহাকে কি বলিতে অনুরোধ করা হইতেছে? যজমানের হইয়া, অধ্বর্য্যু দেবতাকে যজমানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন; সোমকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিবেন,—'হে সোম! তোমার সম্মুখে দৃশ্যমান্ এই ভাগটি—গায়ত্রীসম্বন্ধী; অর্থাৎ, গায়ত্রীচ্ছন্দের জন্য তোমার ক্রয়—তোমার বধার্থ নহে।' এইরূপে পূর্ব্বোক্ত চারিটী মন্ত্রাংশে সোমকে জ্ঞাপন করা হইবে,—'ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের জন্যই যেন তাঁহাকে আহরণ করা হইয়াছে,—তাঁহাকে বধ করা উদ্দেশ্য নহে।' গভীর গবেষণা করিলে এখানে এই মাত্র ভাব পাওয়া যাইতে পারে যে, যজমান যে সোমলতা সংগ্রহ বা ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন, তাহা বৃথা নষ্ট করিবেন না,—গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দাভিমানিনী দেবতার সেবায় তাহা প্রয়োগ করিবেন। প্রথম মন্ত্রের চতুর্ব্বিধ অংশের প্রার্থনায় ভাষ্যভাবে ইহার অধিক অপর কোনও ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই উপলক্ষে সোমকে সাম্রাজ্যাধিপতি পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে।

এই তো প্রথম মন্ত্রের প্রচলিত ভাষ্যের মর্ম্ম। অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রে কি ভাব পরিগ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি। এখানে সোমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে সোম! ক্রয়পথ হইতে আগত হইয়া, তুমি আমাদিগের হও। শুক্রাদি তোমার

গ্রহ। বিবেকের দ্বারা চয়নকর্ত্তারা তোমাকে বিভাগ করুন, সারাসার বিচার করিয়া সারভূত অংশ সঞ্চয় করুন।' সোম-সম্বোধনে মন্ত্রের এই শেষাংশ, যজমানই উচ্চারণ করিতেছেন, অথবা অধ্বর্য্যুকে উচ্চারণ করিতে কহিতেছেন,—তাহার কোনও উল্লেখ ভাষ্যে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এখন আমাদিগের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য-বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিতেছি। আমরা বলি,—কণ্ডিকার সমগ্র মন্ত্রাংশই প্রার্থনাকারী উচ্চারণ করিতেছেন। সদাকাল সকল প্রার্থনাকারীই আত্মোদ্বোধনার জন্য, আপনাকে ভক্তিমান করিবার সঙ্কল্পে. এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন। এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ এই যে,—'যে কোনও মন্ত্রই আমরা উচ্চারণ করি না কেন, যে কোনও ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রেই আমরা ভগবানকে আহ্বান করি না কেন, আমাদিগের সকল মন্ত্র সকল আবাহন ভক্তিপ্রপ্লুত হউক, ভগবদ্ভক্তিতে অনুপ্রাণিত থাকিয়া মন্ত্রোচ্চারণে আমাদিগের প্রবৃত্তি আসুক। কিবা গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র, কিবা জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র, কিবা ত্রিষ্টুপ্‌-ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র, কিবা উষ্ণিগাদি ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্র, মন্ত্র যে ছন্দেই নিবদ্ধ হউক না কেন, সকল ছন্দের সকল মন্ত্রের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়ে ভক্তির প্রস্রবণ-দ্বার উন্মুক্ত হউক। তবে সে মন্ত্রোচ্চারণে সাফল্য-লাভের সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের বিবেক আমাদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া থাকেন,—এই বিষয়েই আমাদিগকে উপদেশ দিয়া যান। আমাদিগের প্রজ্ঞান, এই সন্ধানই আমাদিগকে সর্ব্বদা প্রদান করিতেছেন।' কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র, আমাদিগের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে এই সত্যতত্ত্বই অঙ্কিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কেবল তোতা পাখীর ন্যায়, মন্ত্র আওড়াইয়া গেলে বা উচ্চারণ করিলে কোনও ফল নাই। হৃদয়ে ভক্তি আসুক, অন্তর ভগবানের প্রতি আসক্ত হউক, চিত্তক্ষেত্র ভগবদ্বিভূতিতে ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন থাকুক,—মন্ত্রোচ্চারণের ইহাই লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া মন্ত্র উচ্চারিত হউক,—সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলুক, এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ বলিয়া আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী, আমাদিগের মতে, শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে প্রযুক্ত। দ্বিতীয় মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম ভাগে শুদ্ধসত্ত্বভাব যে আমাদিগের হৃদয়েই সঞ্জাত হয়, আমরা যে আমাদিগের কর্ম্ম দ্বারাই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চয় করিতে পারি, তাহাই পরিব্যক্ত আছে। দ্বিতীয় ভাগে শুদ্ধসত্ত্বের স্বরূপ প্রকটিত রহিয়াছে। সত্য বা জ্যোতিঃ যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের আধার; আমরা সত্যপথাবলম্বী হইয়া, জ্ঞানোন্মেষণের দ্বারা, উহাকে যে সঞ্চয় করিতে পারি; তাহাই এখানে প্রখ্যাত দেখি। তৃতীয় অংশ—প্রার্থনামূলক। এ সংসারে জ্ঞানিগণের পরিবৃদ্ধি হউক, বিবেকী জ্ঞানিগণের অনুকম্পায় সংসারে সত্যের মহিমা প্রকটিত হউক,—আমরা নরনারী সকলে, সত্যের আশ্রয় পাইয়া, শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে, যেন পরিত্রাণ লাভ করি। এখানকার প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। (৪অ—২৪ক—১-২ম)॥

—— • ——

পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অভি ত্যং দেবꣳ সবিতারমোণ্যোঃ কবিক্রতুমর্চ্চামি সত্যসবꣳ রত্নধামভি প্রিয়ং মতিং কবিম্ ॥

(২) ঊর্দ্ধ্বা যস্যামতির্ভা অদিদ্যুতৎসবীমনি হিরণ্যপাণিরমিমীত সুক্রতুঃ কৃপা স্বঃ ॥

(৩) প্রজাভ্যস্ত্বা। (৪) প্রজাস্ত্বানুপ্রাণন্তু (৫) প্রজাস্ত্বমনুপ্রাণিহি ॥ ২৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'ওণ্যোঃ' (দ্যাবাপৃথিব্যোরভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং, যদ্বা বিশ্বব্যাপকং) 'কবিক্রতুং' (মেধাবিকর্ম্মাণং, অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্নং) 'সত্যসবং' (সত্যস্বরূপং, যদ্বা—অর্চ্চনাকারিণাং সৎপথি নয়নকর্ত্তারং) 'রত্নধং' (সৎকর্ম্মণঃ ফলরূপরত্নধারিণং, যদ্বা—মোক্ষফলরূপং শ্রেষ্ঠরত্নধারকং পোষকং বা) 'অভি প্রিয়ং' (সর্ব্বতঃ প্রীতিবিষয়ং, যদ্বা—সর্ব্বান্ প্রতি প্রীতিসম্পন্নং, নিখিলবিশ্বস্য প্রীতিস্থানীয়ং) 'মতিং' (মননযোগ্যং, যদ্বা—অর্চ্চনাকারিণে সুমতিবিধাতারমিত্যর্থঃ) 'কবিং' (ক্রান্তদর্শিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'সবিতারং' (জ্ঞানপ্রেরকং দেবং) 'অভি' (সর্ব্বতঃ—প্রকর্ষেণেত্যর্থঃ) 'অর্চ্চামি' (পূজয়ামি, হৃদি ধারয়ামি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রাংশঃ সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধকঃ।

২। 'যস্য' (সবিতুর্দ্দেবস্য, জ্ঞানদেবস্য) 'অমতিঃ' (অপরিমেয়া, সর্ব্বপ্রকাশশীলা) 'ভাঃ' (দীপ্তিঃ—জ্ঞানকিরণ ইত্যর্থঃ) 'সবীমনি' (নিখিলসৎকর্ম্মবিধায়িতুং, যদ্বা—নিখিলসত্ত্বাবজননার্থং) ঊর্দ্ধ্বা' (গগনাভিমুখী, সাধকানাং হৃদয়াভিমুখী বা) সতী 'অদিদ্যুতৎ' (সর্ব্বাণি বস্তূনি দীপয়ন্তে, যদ্বা—ইহজগতি সত্ত্বভাবাদীনি প্রেরয়ন্তে); 'হিরণ্যপাণিঃ' (জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা হিরণ্যসৎজ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্তঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনক্রতুসম্পন্নঃ, সৎকর্ম্মমণ্ডিতঃ) 'স্বঃ' (সবিতৃদেবঃ) 'কৃপা' (কল্পনয়া) 'অমিমীত' (অপ্রমেয়ঃ—কল্পনয়াপি যস্য পারং ন জানন্তি লোকাঃ, লোকানাং—হিতসাধনায় অসীমঃ শক্তিসম্পন্ন ইতি ভাবঃ) ভবতীতি শেষঃ। মন্ত্রাংশো ভগবতো গুণপ্রকাশকঃ স্বরূপবিজ্ঞাপকশ্চ।

৩। হে দেব। 'প্রজাভ্যঃ' (নিখিলজনানাং শ্রেয়সাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) অর্চ্চয়ামি ইতি শেষঃ।

৪। হে দেব! 'প্রজাঃ' (সর্ব্বাঃ লোকাঃ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনুপ্রাণন্তু' (জীবয়ন্তু, হৃদি উদ্দীপয়ন্ত্বিত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রাংশঃ। হে দেব! এবং কুরু যেন বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে লোকাঃ ত্বাং হৃদি ধারয়িতুং উদ্বুদ্ধাঃ ভবন্তি।

৫। হে দেব! 'প্রজাঃ' (বিশ্ববাসিনঃ জনান্) 'ত্বং' 'অনুপ্রাণিহি' (শুদ্ধসত্ত্বদানেন জীবয়তু)। অয়ং মন্ত্রাংশোঽপি প্রার্থনামূলকঃ। প্রাণিনাং হৃদি অধিতিষ্ঠন্ স ভগবান্ জ্ঞানকিরণেন লোকান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতান্ সন্মার্গগামিনঃ কুরু; অপিচ তেষাং মৃত্যুরূপং অজ্ঞানাবরণং অপসারয়তু। ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে। (৪অ—২৫ক—১-৫ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। দ্যাবাপৃথিবীর অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী, মেধাবী অথবা অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যস্বরূপ অথবা অর্চ্চনাকারিগকে সৎপথে নয়নকর্ত্তা, সৎকর্ম্মের ফল-রূপ রত্নধারণকারী অথবা মোক্ষফল-রূপ শ্রেষ্ঠ-রত্নের ধারক বা পোষক, সকলের প্রীতির সামগ্রী অথবা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন—নিখিলবিশ্বের প্রীতিস্থানীয়, মননযোগ্য অথবা অর্চ্চনাকারি-গণের সুমতিবিধায়ক, ক্রান্তদর্শী (সর্ব্বদর্শী) সেই প্রসিদ্ধ সবিতৃদেবকে (জ্ঞানপ্রেরক দেবতাকে) প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (এই মন্ত্রাংশ সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক।)

২। যে সবিতৃদেবের (জ্ঞানদেবতার) অপরিমেয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশশীল দীপ্তি বা জ্ঞানকিরণ, নিখিলসদ্ভাববিধানার্থ (নিখিলসদ্ভাবজনননিমিত্ত) গগনাভিমুখী অর্থাৎ সাধকগণের উচ্চ হৃদয়াভিমুখী হইয়া, সকল বস্তুকে দীপ্তিশালী করে অর্থাৎ ইহজগতে সত্ত্বভাবাদি উৎপন্ন করে; জ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ হিরণ্যসদৃশ জ্ঞানধনপ্রদানে মুক্তহস্ত, শোভনক্রতুসম্পন্ন অথবা সৎকর্ম্মমণ্ডিত, সেই সবিতৃদেব, লোকসমূহের হিতসাধনে অসীম-শক্তিসম্পন্ন হয়েন, অর্থাৎ কল্পনায়ও তাঁহার শক্তির শেষ জানা যায় না। (এই মন্ত্রাংশ ভগবানের গুণ এবং তাঁহার স্বরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে।)

৩। হে দেব! নিখিলজনগণের শ্রেয়ঃসাধন জন্য আপনাকে অর্চ্চনা অর্থাৎ পূজা করিতেছি।

৪। হে দেব! সকল প্রজা (অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলে) আপনাকে জীবিত অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক। (ভাব এই যে,—বিশ্বের সকলে যাহাতে আপনাকে হৃদয়ে ধারণে উদ্বুদ্ধ হয়, আপনি তাহা করুন।)

৫। হে দেব! বিশ্ববাসী সকলকে আপনি অনুপ্রাণিত করুন অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বদানে জীবনদান করুন। (এই মন্ত্রাংশও প্রার্থনামূলক। 'প্রাণিগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ জ্ঞানকিরণ দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সন্মার্গগামী করুন, অপিচ তাহাদিগের মৃত্যুতুল্য অজ্ঞানাবরণ অপসারিত করুন—ইহাই প্রার্থনা।') ॥ (৮অ—২৫ক—১-৫ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

(কা০ ৭।৭।১২-১৩) সোমোপনহনং দ্বিগুণং চতুর্গুণং বা স্তৃণাতি প্রাগ্দশমুদগ্দশং তস্মিন্ সোমং মিমীতে দশকৃত্বোঽভিত্যমিতীতি। সাবিত্র্যেষ্টিঃ। ত্যং তং সবিতারং দেবমভ্যর্চ্চামি সর্ব্বতঃ পূজয়ামি। কিম্ভূতং দেবম্। ওণ্যোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরা বর্ত্তমানমিতি শেষঃ। ওণ্যোরিতি দ্যাবাপৃথিবীনামসু পঠিতম্ (নি০ ৩।৩০।১৫)। তথা কবিক্রতুং কবিঃ ক্রতুঃ যস্য তং মেধাবিকর্ম্মাণম্। সত্যসবং সত্যঃ সবো যস্য অবিতথপ্রেরণম্। তথা রত্নধাং রত্নানি দধাতীতি রত্নধাস্তং রত্নানাং ধারকং পোষকং দাতারং বা। অভিপ্রিয়ং সর্ব্বতঃ প্রীতিবিষয়ম্। মতিং মন্যত ইতি মতিস্তং মননযোগ্যম্। কবিং ক্রান্তদর্শনম্। কিঞ্চ যস্য সবিতুর্ভা দীপ্তিঃ অমতিঃ কেনাপি মাতুমশক্যা সতী ঊর্ধ্বা গগণাভিমুখী সবীমন্যদিদ্যুতৎ সবঃ প্রসবঃ প্রবৃত্তির্নক্ষত্রাদীনাং যস্মিন্ স সবীমা তস্মিন্ গগনপ্রদেশে সর্ব্বাণি বস্তূনি দ্যোতয়ন্তে। যদ্বায়মর্থঃ। যস্যামতিরাত্মময়ী ভা ঊর্ধ্বা গগনে সর্ব্বমদিদ্যুতৎ। অমাশব্দ আত্মবচনঃ। আত্মময়ী ততির্ম্মতির্ব্বা অমতিং। তন্যত ইতি ততিঃ দীপ্তঃ। মতিরপি প্রকাশরূপত্বাদ্দীপ্তিঃ অমাততিশব্দস্য বা অমতিভাবঃ। সন্নিষ্ক্তাবিশেষণম্ আত্মপ্রকাশয়ামী ততির্ম্মতির্ব্বা যস্য ভাঃ অদিদ্যুতৎ। কিং নিমিত্তম্। সবীমনি অবজ্ঞানিমিত্তং সর্ব্বান্ কর্ম্মণ্যনুজ্ঞাতুমিত্যর্থঃ। ষূ প্রসবৈশ্বর্য্যয়োঃ বৃহস্তস্য ইমনিজিতি ইম্নিচ্। গুণাবাদেশৌ। সবীমা প্রসবোঽনুজ্ঞেত্যভিধানম্। স স্বরাদিত্যঃ। কৃপা কল্পনং কৃপ্ তয়া কৃপা কল্পনয়া অমিমীত সোমমিতি শেষঃ। এতাবান্ সোম ইতি তদীয়ং পরিমাণং নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ। কিম্ভূতঃ স্বঃ হিরণ্যপাণিঃ হিরণ্যং পাণৌ যস্য সৌবর্ণাভরণযুক্তহস্তঃ। সুক্রতুঃ সাধুসঙ্কল্পঃ। (কা০ ৭।৭।২০) অস্তান্ সংগৃহ্যোষ্ণীষেণ বধ্নাতি প্রজাভ্যস্ত্বেতীতি। হে সোম! প্রজাভ্যঃ প্রজানামুপকারায় ত্বা ত্বাং বধ্নামীতি শেষঃ। (কা০ ৭।৭।২১) অঙ্গুল্যা মধ্যে বিবৃণোতি প্রজাস্ত্বামনুপ্রাণন্ত্বিতীতি। উষ্ণীষেণ বদ্ধস্য সোমদেবস্য শ্বাসরোধো মা ভূদিতি বিবরং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে সোম! প্রজাস্ত্বামনুপ্রাণন্তু শ্বাসং কুর্ব্বন্তু ত্বামনুসৃত্য সর্ব্বাঃ প্রজাঃ শ্বাসং কুর্ব্বন্তু জীবন্তু। তথা হে সোম! প্রজা অনু শ্বাসং কুর্ব্বতীঃ প্রজা অনুসৃত্য প্রাণিহি শ্বাসং কুরু। প্রজানাং তব চ কদাচিৎ শ্বাসরোধো মা ভূৎ। পরস্পরমনুসৃত্য জীবনং ভবত্বিত্যভিপ্রায়েণ বিবরকরণমিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§::§——

ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রকাশ,—এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহ সাবিত্রেষ্টিতে সোমোপনহনে প্রযুক্ত হয়। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সে পাঁচটী বিভাগের প্রথম দুইটীতে ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁহার গুণ-বর্ণনা প্রকটিত দেখিতে পাই। অবশিষ্ট তিনটী বিভাগ ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত এবং প্রার্থনা-মূলক। ভাষ্যকারের মতে, শেষোক্ত মন্ত্র কয়টী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যকার এই কণ্ডিকার মন্ত্র পাঁচটীর যে অর্থ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আভাস প্রদান করিতেছি। প্রথম দুই মন্ত্রের ভাষ্য, ভাষ্যকার সবিতৃদেবের (সূর্য্য বা কোন্ দেবতা ঠিক বুঝা যায় না) গুণমহিমার বিষয় উল্লেখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—'সেই সবিতাদেবতাকে সর্ব্বতঃ পূজা করি। কিরূপ দেবতা?—না, তিনি, 'ওণ্যোঃ' অর্থাৎ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের অন্তরে বর্ত্তমান। তিনি 'কবিক্রতুং' অর্থাৎ মেধাবীকর্ম্মা; তিনি 'সত্যসবং' অর্থাৎ অবিতথপ্রেরণ; তিনি 'রত্নধাং' অর্থাৎ রত্নের ধারক পোষক এবং প্রদাতা; তিনি 'অভিপ্রিয়ং' অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রীতির বিষয়; তিনি 'মতিং' অর্থাৎ মননযোগ্য; তিনি 'কবিং' অর্থাৎ 'ক্রান্তদর্শন।' দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন,—'অপিচ, যে সবিতৃদেবের দীপ্তি অমতি অর্থাৎ কেহই পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহা গগনপ্রদেশে সকল বস্তুকে দীপ্তিমান্ করিয়া প্রকাশ করে। সবিতৃদেবের দীপ্তি আত্মপ্রকাশময়ী। কি জন্য সে দীপ্তি দীপ্তিমান্ হয়? না—কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান নিমিত্ত। 'অমিমীত' অর্থাৎ সোম সেই সবিতৃদেবের পরিমাণ নিশ্চয় করেন। সবিতৃদেব কিরূপ—তিনি 'হিরণ্যপাণিঃ' অর্থাৎ স্বর্ণাভরণযুক্ত হস্তবিশিষ্ট ও সাধু-সঙ্কল্পযুক্ত।' কণ্ডিকার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে আমরা ভগবানের স্বরূপ পরিব্যক্তির বিষয় উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং ভাষ্যকারের অর্থ হইতে পদ-সমূহের অর্থ কোনও কোনও স্থলে বিভিন্ন ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহার সমীচীনতা যথাস্থানেই প্রদর্শন করিব।

কণ্ডিকার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যমতে এই মন্ত্র কয়টী সোম-সম্বোধনে প্রযুক্ত। শেষভাগ গ্রহণ করিয়া, তৃতীয় মন্ত্রে, সোমকে উষ্ণীষের দ্বারা বন্ধন করিবার বিধি আছে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে, এই যে,—'হে সোম! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে বন্ধন করি।' অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। তৃতীয় মন্ত্রে উষ্ণীষ মধ্যে যে সোমদেবতাকে বন্ধন করা হইল, তাঁহার শ্বাসরোধ না হয়, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত বিবর করিবার প্রয়োজন,—সূত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের যে অর্থ হয়, যথাক্রমে তাহা এই,—'হে সোম! প্রজাগণ তোমার

শ্বাস করুক; অর্থাৎ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া প্রজা-সকল শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া তোমাকে জীবিত রাখুক; এবং তুমি শ্বাসকারী প্রজাকে অনুসরণ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত কর। তোমার এবং প্রজাদিগের কখনও শ্বাসরোধ না হয়, এইরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অনুসরণ করিয়া, জীবিত থাক।' এই জন্যই ভাষ্য-মতে বিবর করিবার উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা শেষোক্ত মন্ত্র-তিনটীর অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই তিনটী মন্ত্রের ভাষ্যকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। দেবতাকে বা দেবভাবকে উষ্ণীষ কি প্রকারে আবদ্ধ করা যায়, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তার পর, অঙ্গুলির মধ্যে বিবর করিয়া, উষ্ণীষাবদ্ধ দেবতার শ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়ার সহায়তা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আমাদের বোধগম্য হইল না। মনন দ্বারা এতদ্বিষয় সম্ভবপর হইলেও, সাধারণ-বুদ্ধিতে এ ভাব ধারণা করা বড়ই কঠিন। সূত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির তাৎপর্য্য-বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে ভাষ্যের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় ভাষ্যের মর্ম্মের অনুসরণ করা সুকঠিন। কেন না, দেবতা বা দেবভাব যিনি বা যাহা, তাহা বা তিনি হৃদয়ের সামগ্রী। হৃদয়ে ভিন্ন, অন্যত্র তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিল্বমঙ্গল তাই দৃঢ়চিত্তে বলিয়াছিলেন,—'হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে।' আমরা এস্থলে সেই ভাবই উপলব্ধি করি। আমরা মনে করি, দেবতাকে—শুদ্ধসত্ত্বাধার দেবভাবসমূহকে—হৃদয় মধ্যে বন্ধন করিয়া সাধক কহিতেছেন,—'হে দেব! প্রজাগণের উপকারের জন্য তোমাকে অর্চ্চনা করি, অর্থাৎ হৃদয় মধ্যে নিবদ্ধ করিতেছি।' হৃদয়ের সামগ্রী তিনি; হৃদয়ই উপযুক্ত স্থান। তাই হৃদয়ে আবদ্ধ করিবার বিষয়ই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এখানে ভাষ্যকার 'বধ্নামি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। উষ্ণীষ শিরঃপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া শ্রেষ্ঠপদবাচী। ভাষ্য তাই এখানে উষ্ণীষের প্রসঙ্গ আছে। দেবতার আসন হৃদয় বা মূর্দ্ধদেশ। আমরা তাই হৃদয়ে নিবদ্ধ করার ভাবই গ্রহণ করিয়াছি।

চতুর্থ মন্ত্রেও ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না। আমাদের মতে এই মন্ত্রের অর্থ—'নিখিল প্রাণিগণ আপনাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করুক।' তবে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে একটা ভাব পাওয়া যায়। আমরা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। প্রাণিগণ আপনাকে জীবিত করুক—ইহার মর্ম্ম কি? সাংসারিক জীব দেবতাকে জীবিত রাখিবে—সাধারণ-দৃষ্টিতে এ উক্তি নিশ্চয়ই প্রহেলিকাপূর্ণ। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিলে, এ বাক্যের মধ্যেও যে এক সত্যতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। 'প্রাণিগণ দেবতাকে জীবিত রাখুক'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—'তাহারা সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মপরায়ণ ও দেবতার প্রতি ভক্তিসমন্বিত হউক।' দেবতা বা দেবভাব—সৎকর্ম্মে অবস্থিত। সৎকর্ম্মসাধনে ভক্তি-সংযুক্ত সৎকর্ম্মে দেবভাবের পরিপুষ্টি এবং তাহাতেই দেবতার অবস্থিতি। মানুষ যদি

সৎকর্ম্মশীল না হয়, মানুষ যদি দেবভাব-সঞ্চয়ে পরাঙ্মুখ থাকে, মানুষ যদি চিরদিন অজ্ঞানতামসে নিমগ্ন থাকিয়া বিপথে পরিচালিত হয়; তাহা হইলে সেখানে দেবতা বা দেবভাব জীবিত থাকে কি? সৎকর্ম্মসাধনে অনুপ্রাণিত না হইলে, মানুষের সৎকর্ম্মসাধন প্রবৃত্তির অথবা সদ্ভাবপোষণ-শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় না। সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া থাকে। তাই মন্ত্রে দেবতাকে জানান হইতেছে,—'হে দেব! আপনি এমনই করুন, যাহাতে বিশ্ববাসী সকলেই আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে উদ্বোধিত হয়। তাহা হইলেই আপনি তাহাদের হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাকিবেন। তাহারা যদি সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তবেই তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।' চতুর্থ মন্ত্রে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

পঞ্চম মন্ত্র এই ভাব আরও একটু পরিস্ফুট হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন বলা হইল, 'প্রজাগণ আপনাকে জীবিত রাখুক;' এ মন্ত্রে তেমনি জানান হইল,—'সে তো আপনাই অনুগ্রহ। আপনি তাহাদিগকে জীবিত করিলে তো তাহারা আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইবে।' তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—'আপনি নিখিল প্রাণিগণকে জীবিত রাখুন।' কিরূপে? শুদ্ধসত্ত্বদানে—তাহাদের হৃদয়ে সদ্ভাব সঞ্চারে। তাহারা তো মরিয়াই আছে। অজ্ঞানাবরণ তো তাহাদিগকে মৃতবৎ করিয়াই রাখিয়াছে। সুতরাং তাহারা যদি জীবন লাভ না করিল; তাহা হইলে তোমাকে তাহারা কিরূপে জীবিত করিবে? অচেতনে যে চেতনার লেশ মাত্র নাই। সে আবার অন্যের চৈতন্য-সম্পাদন করিবে কি প্রকারে? তুমি যদি দয়া করিয়া অজ্ঞানাবরণ অপসারিত না কর, তাহারা তোমায় হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহা হইলে, তাহারাও যেমন জীবিত থাকিয়াও মৃত, তাহাদিগের মধ্যে তোমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে। তাই প্রার্থনা,—জ্ঞানকিরণ-সাহায্যে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে, নিখিল প্রাণিগণ সৎপথে গমন করুক; তাহাদের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার অপসারিত হউক। তাহা হইলে, তাহারা নিজেরাও যেমন জীবিত হইবে, তোমাকেও সেইরূপ সঞ্জীবিত করিতে পারিবে।' চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে এইরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একের জীবনে অন্যের জীবনলাভ, একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু—ইহার তাৎপর্য্য—সদ্ভাবাহরণে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়েই ভগবৎপ্রাপ্তি, আর অসন্মার্গগমনে নিরয়কূপে নিমগ্ন হইয়াই মৃত্যু। এই বিষয়ই এস্থলে প্রখ্যাপিত।

কাণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। তবে দুই এক স্থলে দুই একটী শব্দের ব্যাখ্যায় ও ভাব-গ্রহণে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যে পন্থার অনুসরণে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তৎসহ সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পেই সেই মত-বিরোধের সূচনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবও সমধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কি কি বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই, এবং সে মত-পার্থক্যে কি উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইতেছে, আমরা যথাক্রমে তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র এক দিকে যেমন ভগবানের স্বরূপ ও গুণপ্রকাশক, অন্যদিকে

তেমনি আত্মোদ্বোধক-সঙ্কল্পমূলক। মন্ত্রদ্বয়ে ভগবানের এক একটী গুণ-বিশেষণের সহিত সাধকের হৃদয়ে এক এক প্রকার আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধনা-ক্ষেত্রে তিনি যেন ভগবানের গুণাংশ প্রাপ্ত হন—এখানে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি।

ভগবান বিশেষণ-বিরহিত, তিনি নির্গুণ, তিনি গুণাতীত। তাঁহাতে পরস্পরবিরোধী নানা গুণ-বিশেষণের আরোপ নানা স্থানে দেখিতে পাই। মনে সংশয় হয়,—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারি, এ সকল গুণ-বিশেষণেরও তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সন্নিকর্ষে পৌছিতে হইবে, তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিবে। যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌছিবে কি প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে উপনীত হইবে কিসের সাহায্যে? তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিবে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া থাকে। জগদীশ্বরের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ অন্য আর কিছুই নহে; তাহার উদ্দেশ্য,—তাঁহার সেই রূপ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই মন্ত্রমধ্যে ভগবানের বিবধ বিশেষণে প্রায়ই রূপহীনে রূপের ও গুণহীনে গুণের আরোপ দেখিতে পাই।

প্রথম মন্ত্রে প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের যে কয়েকটী বিশেষণের সমাবেশ আছে, তদ্বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—অরূপে রূপের, গুণাতীতে নির্গুণে গুণের আরোপ, সে কেবল—তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হইবার জন্য। উদ্দেশ্য,—সেই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, সেই গুণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে, জগদ্বাসী যদি তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন, অরূপ যিনি—বিশ্বরূপ যিনি, তাঁহাতে কি কোনও রূপ-গুণ-উপাধির সমাবেশ চলিতে পারে?—না, সম্ভব হয়?

মন্ত্রে ভগবানকে 'অভিপ্রিয়ং' অর্থাৎ সকলের প্রীতির সামগ্রী, নিখিল বিশ্বের প্রীতি-স্থানীয় বা সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বলা হইয়াছে। ভগবান যে সকলেরই প্রীতির সামগ্রী—তিনি যে সকলেরই প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তদ্বিষয় বিশেষভাবে বুঝাইতে হয় না। তবে, প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বিশেষণ-রহিতের এরূপ বিশেষণের সার্থকতা কি? সে সার্থকতা এই যে,—যে গুণে তিনি সকলের প্রিয়, তুমিও সেই গুণে গুণান্বিত হইয়া বিশ্ববাসীর প্রীতির সামগ্রী হও,—তুমিও তাঁহার ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক হইয়া, সকলের প্রীতি আকর্ষণ কর এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হও। এরূপ হইতে পারিলেই, তুমিও তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে

সমর্থ হইবে। তখন তিনি স্বয়ংই তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন। এইরূপ, মন্ত্রের প্রত্যেক বিশেষণেরই সার্থকতা আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'হিরণ্যপাণিঃ' বিশেষণটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'হিরণ্যং পাণৌ যস্য সৌবর্ণাভরণযুক্তো হস্তঃ' অর্থাৎ যাঁহার হস্তে সুবর্ণের আভরণ বা অলঙ্কার বিদ্যমান্। 'হিরণ্যপাণিঃ' পদের এ অর্থে ভগবানের কি গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বাপর ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় ঐ পদে 'জ্ঞানপ্রদঃ, যদ্বা—হিরণ্যবৎ জ্ঞানধনপ্রদানায় মুক্তহস্তঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। উহাতে ভাব হয় এই যে,—তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ধন-দানে মুক্তহস্ত, তিনি যেমন দাতৃত্বশক্তিসম্পন্ন, তুমিও সেইরূপ হও। 'নাস্তি দানং পরো ধর্ম্মঃ'—দানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিছুই নাই। সুতরাং দানধর্ম্মাচরণে উদ্বুদ্ধ হও। দাতার শিরোমণি তিনি, শ্রেষ্ঠধনদাতা তিনি; তোমার সে দানধর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পুনঃপুনঃই বলিয়া আসিতেছি, যিনি যে গুণে গুণবান, তিনিই সেই গুণেরই আদর করেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞানবিদের আদর, যোদ্ধার নিকট যোদ্ধপুরুষের আদর, ধার্ম্মিকের নিকট ধর্ম্মপরায়ণের আদর—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝা যায়,—আমরা আমাদিগের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপ-গুণ-বিশেষণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপ-গুণ-বিশেষণ-প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেন না, তিনি যাহা, তিনি তাহারই আদর করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের দুইটী বিশেষণ-পদ আছে—'কবিক্রতুং' ও 'সুক্রতুঃ'। উভয়ই একই ভাব প্রকাশ করে। ঐ দুই পদে ভগবানের শোভন-কর্ম্ম-সামর্থ্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছে; অপিচ, তাঁহার প্রজ্ঞানস্বরূপত্বের বিষয়ও প্রখ্যাপিত করিতেছে। ভাষ্যকারের সহিত ঐ দুই পদের অর্থবিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। জ্ঞান ভিন্ন কোনও কর্ম্ম বা অনুষ্ঠান সৎপথে নিয়োজিত হয় না। অজ্ঞান যে, সে সদসৎ বিচারশূন্য হইয়া প্রায়ই বিপথে পরিচালিত হয়; সুতরাং প্রতি পদেই তাহার পদ-স্খলন হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন কর্ম্ম সৎপথে পরিচালিত হয় না, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই পূর্ব্বোক্ত পদদ্বয়ের সার্থকতা। ভগবান প্রজ্ঞান স্বরূপ—সৎকর্ম্মমণ্ডিত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, এখানকার বিশেষণের উপদেশ এই যে, তুমিও জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। জ্ঞানমিশ্রিত সৎকর্ম্মেই ভগবান্ পরিতুষ্ট। তাই উপদেশ—তিনি যেমন প্রজ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হও; তিনি যেমন সৎকর্ম্ম মণ্ডিত, তুমিও তেমনই সৎকর্ম্মপর হও। হও—জ্ঞানবান্, হও—সৎকর্ম্মসাধক; সঞ্চয় কর—জ্ঞান-কিরণ, সম্পন্ন কর—সৎকর্ম্ম। তাহা হইলেই প্রজ্ঞানরূপী সৎকর্ম্মমণ্ডিত ভগবানের করুণা-কণা-লাভে সমর্থ হইবে;—তাহাতেই তোমার গতিমুক্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে। আমাদের মনে হয়, কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহে এই উচ্চ ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। (৪অ—২৫ক—১-৫ম)॥

——•——

ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ষড়্‌বিংশ কণ্ডিকা। চতুর্থমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) শুক্রং ত্বা শুক্রেণ ক্রীণামি চন্দ্রং চন্দ্রেণামৃতমমৃতেন।

(২) সগ্মে তে গোঃ। (৩) অস্মে তে চন্দ্রাণি।

(৪) তপসস্তনূরসি প্রজাপতের্ব্বর্ণঃ পরমেণ পশুনা ক্রীয়সে

সহস্রপোষং পুষেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেব। 'শুক্রং' (তেজস্বরূপং, জ্যোতির্ম্ময়ং, সৎস্বরূপং বা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শুক্রেণ' (তেজসা, জ্ঞানেন, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বেন, সত্যেন বা) 'ক্রীণামি' (ক্রীতং করোমি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামীতি ভাবঃ); 'চন্দ্রং' (আহ্লাদকং, পরমানন্দদায়কং, কমনীয়ং বা) ত্বাং 'চন্দ্রেণ' (কমনীয়েন, শুদ্ধসত্ত্বেন, যদ্বা—পরমানন্দদায়কেন ভক্তিপ্রভাবেণ) ক্রীণামীতি শেষঃ; অপিচ 'অমৃতং' (অক্ষরং, ক্ষয়রহিতং) ত্বাং 'অমৃতেন' (ক্ষয়রহিতেন সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ) ক্রীণামীতি শেষঃ। সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অক্ষরমব্যয়ং তং ভগবন্তং জ্ঞানভক্তিবিমিশ্রিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন সৎকর্ম্মণা বা প্রাপ্তব্যং। অতঃ তদনুগ্রহলাভায় শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ।

২। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব। 'তে' (তবসম্বন্ধি) 'গোঃ' (গৌঃ, যৎ জ্ঞানং) তৎ 'সগ্মে' (উপাসকে, প্রার্থনাকারিণে, ময়ি ইতি ভাবঃ) তিষ্ঠতু ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ হে দেব। ত্বং হি প্রজ্ঞানাধারঃ। কৃপয়া তব অনন্তজ্ঞানস্য কণামাত্রমপি অস্মান্ প্রযচ্ছেত্যর্থঃ।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব। 'তে' (তব সম্বন্ধীনি) 'চন্দ্রাণি' (পরমানন্দদায়কানি সদ্ভাবাদীনি) অস্মাসু তিষ্ঠন্ত্বিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—হে দেবঃ। ত্বং হি সদ্ভাবাধারঃ। যে সদ্ভাবাঃ ত্বয়ি বর্ত্তন্তে, তেষাং কিঞ্চিদপি অস্মান্ প্রযচ্ছেত্যর্থঃ।

৪। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব। ত্বং 'তপসঃ' (সৎকর্ম্মণঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মপরায়ণস্য [illegible]) 'তনূঃ' (আধাররূপাঃ, শরীরং, যদ্বা—শরীরবৎ অঙ্গী, প্রধানস্থানীয়া ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—তপসা সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ শুদ্ধসত্ত্বং প্রজায়তে।

(খ) অপিচ, ত্বং 'প্রজাপতেঃ' (ভগবতঃ) 'বর্ণঃ' (আধাররূপঃ, অঙ্গীভূত) ভবসীতি শেষঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবান্ চিরাবস্থিত ইতি ভাবঃ।
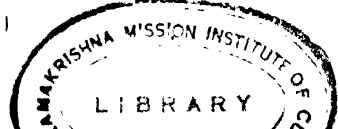
(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! যতঃ ত্বং 'পরমেণ' (উত্তমেন, শ্রেষ্ঠেন) 'পশুনা' (দর্শনেন, জ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'ক্রীয়সে' (অধিগতো ভবসি); অতস্তব প্রসাদাৎ 'সহস্রপোষং' (সর্ব্বেষাং পালনকার্য্যেঃ) 'পুষেয়ং' (পুষ্টো ভূয়াসং) অহমিতি শেষঃ। শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রভাবেণ শুদ্ধসত্ত্বং অধিগন্তব্যং। তেন যথা বিশ্ববাসিনাং পুষ্টিং সাধিতো ভবতি, তদহং করবাণি ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ। জনহিতসাধনং মম জীবনব্রতং ভবতু—ইতি ভাবঃ। (৪অ—২৬ক—১·৪ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার চারিটী মন্ত্রের প্রথম তিনটী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধমূলক; চতুর্থ মন্ত্রটি শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি।]

১। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! তেজঃস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অথবা সৎ-স্বরূপ আপনাকে তেজের বা জ্ঞানের সাহায্যে অথবা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; পরমানন্দদায়ক বা কমনীয় আপনাকে, কমনীয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অথবা পরমানন্দদায়ক ভক্তিপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; অপিচ, অক্ষর ক্ষয়রহিত আপনাকে ক্ষয়রহিত সৎকর্ম্মপ্রভাবে ক্রয় করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। (এ মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধনাসূচক। ভাব এই যে,—অক্ষর অব্যয় সেই ভগবানকে জ্ঞানভক্তিবিমিশ্র শুদ্ধসত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয় এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য।)

২। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! আপনার সম্বন্ধি যে জ্ঞান, তাহা আমাতে অবস্থিত হউক। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি প্রজ্ঞানাধার। কৃপাপূর্ব্বক আপনার অনন্ত-প্রজ্ঞানের কণামাত্রও আমাদিগকে প্রদান করুন।')

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব! আপনার সম্বন্ধি পরমানন্দদায়ক সদ্ভাবসমূহ আমাদিগে অবস্থিত করুক। (ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনি সদ্ভাবাধার। আপনাতে যে সকল সদ্ভাব বিদ্যমান্ আছে, তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ আমাদিগকে প্রদান করুন।')

৪। (ক) হে শুদ্ধসত্ত্ব! অপনি সৎকর্ম্মের অথবা সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের আধাররূপ অথবা শরারবৎ অঙ্গী অর্থাৎ প্রধানস্থানীয় হয়েন; (ভাব এই যে,—তপঃপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব উপজ্জিত হয়।)

(খ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের আধাররূপ অথবা শরীরবৎ অঙ্গীভূত হও। (ভাব এই যে,—ভগবান শুদ্ধসত্ত্বে চিরাবস্থিত।)

(গ) হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানপ্রভাবে (অর্থাৎ বহু আয়াসে) অধিগত হও; অতএব, তোমার প্রসাদে আমি সংসারের লোক-সকলের পালন-কার্য্যে পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোকপালক হইব। (ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত হয়! তদ্দ্বারা যাহাতে বিশ্ববাসিগণের পরিপুষ্টি সাধিত হয়, আমি তাহাই করিব; অর্থাৎ জনহিতসাধনই যেন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়।)॥ (৪অ—২৬ক—১-৪ম)।

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭.৮।১৬) শুক্রং ত্বেতি হিরণ্যমালভ্য বাচয়তীতি! হে সোম। শুক্রং দীপ্যমানং। ত্বা ত্বাং শুক্রেণ দীপ্যমানেন হিরণ্যেন ক্রীণামি ক্রীতং করোমি। কিম্ভূতং ত্বাং। চন্দ্রং চদি আহ্লাদনে ফলহেতুত্বেনাহ্লাদকরম্। তথা অমৃতং স্বাদুত্বেনামৃতসমানম্। কিম্ভূতেন শুক্রেণ চন্দ্রেণাহ্লাদকরেণ তথামৃতেনাগ্নিসংযোগাদিনাপি বিনাশরহিতেন॥ (কা০ ৭।৮।১৭) সগ্মেত ইতি সোমবিক্রয়িণৎহিরণ্যেনাভিকম্পয়তীতি। যো হিরণ্যমাদায় সোমং বিক্রীণীতে তং হিরণ্যেনাভিকম্পয়েৎ। তদ্ধস্তে হিরণ্যং দত্ত্বা দত্ত্বা স্বীকুর্ব্বংস্তং নিরাশং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। ষষ্ঠী প্রথমার্থে। হে সোমবিক্রয়িন্। গোঃ গৌঃ সোমমূল্যত্বেন তুভ্যং দত্তা সা ত্বদীয়া গৌঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্য সগ্মে যজমানে তিষ্ঠতু। হিরণ্যমেব তবাস্তু গৌর্ম্মা ভূদিত্যর্থঃ॥ যদ্বা তে গৌঃ সগ্মে বর্ত্ততে। গৌর্গ্মা ক্ষ্মা ক্ষা ক্ষামেত্যুক্তেঃ (নি০ ১।১।২) গ্মা গৌঃ তয়া সহ বর্ত্তমানঃ সগ্মস্তস্মিন্ সগ্মে তে গৌরিতি। যজমানে তে গৌরিতি শ্রুতেঃ (৩,৩,৩।৭)। সগ্মো যজমানঃ॥ (কা০ ৭।৮।১৮)। অস্মে তে ইতি যজমানসহিতং নিদধাতীতি। যজমানে প্রত্যর্পিতং যদ্গোদ্রব্যং তৎপুনর্যজমানসহিতং সোমবিক্রয়িণঃ পুরতো নিদধ্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে সোমবিক্রয়িন্। তে চন্দ্রাণি তুভ্যং দত্তানি যানি হিরণ্যানি তান্যস্মে অস্মাসু প্রত্যাবৃত্য তিষ্ঠন্তু। তব গৌরেব সোমমূল্যমাস্তু হিরণ্যানি মা ভূবন্নিত্যর্থঃ॥ (কা০ ৭।৮,২০) অজাং প্রত্যঙ্মুখীমালভ্য বাচয়তি তপসস্তনূরিতীতি। অর্ধে অজা দেবতাস্য যজুষোঽর্ধে সোমঃ। হে অজে। ত্বং তপসঃ পুণ্যস্য তনুরসি দেহোঽসি। দিবি স্থিতস্য যজ্ঞিয়স্যানয়নায়াজাং গৃহীত্বা গায়ত্রী জগামেতি তিত্তিরিণা সোমাহরণোপাখ্যানে উক্তত্বাদজায়াঃ পুণ্যশরীরত্বম্। কিঞ্চ হে অজে! ত্বং প্রজাপতের্ব্বর্ণোঽসি বর্ণো [illegible]। যথা প্রজাপতিঃ সর্ব্বদেবতাপ্রিয় এবমজাপি। তদুক্তং তিত্তিরিণা। সা বা এষা সর্ব্বদেবত্যা যদজেতি। এবমজামুক্ত্বা সোম প্রত্যাহ। হে সোম! পরমেণ পশুনা উত্তমেনাজালক্ষণেনানেন পশুনা ত্বং ক্রীয়সে। তপসস্তনূত্বাদজায়া উত্তমত্বম্। অতস্তব প্রসাদাৎ সহস্রপোষং পুত্রপশ্বাদিসহস্রাণাং পোষো যথা ভবতি তথা পুষেয়ং পুষ্টো ভূয়াসম্

যদ্বায়মর্থাঃ। হে অজে! ত্বং প্রজাপতেস্তপসস্তনুরসি প্রজাপতিতপোরূপাসি তত উৎপন্নত্বাৎ। তদুক্তং শ্রুত্যা (৩.৩.৩৮)। তপসো হ বা এষা প্রজাপতেঃ সম্ভূতা যদজেতি। কিঞ্চ প্রজাপতের্ব্বর্ণো রূপং ত্বমসি। ত্রিগুণত্বাৎ প্রজাপতেস্ত্রিরূপত্বম্। অজাপি প্রতিসম্বৎসরং ত্রিবারং প্রসূতে তস্মাৎ প্রজাপতের্ব্বর্ণত্বম্। তদুক্তং শ্রুত্যা (৩.৩.৩.৯)। সা যত্রিঃ সম্বৎসরস্য জায়তে তেন প্রজাপতোর্ব্বর্ণ ইতি। এবমজাং স্তুত্বা সোমমাহ। পরমেণোৎ-কৃষ্টেন পশুনাজয়া ত্বং ক্রীয়সে ততোঽহং সহস্রপোষং সহস্রং প্রাণিনাং পুষ্যাতীতি সহস্রপোষং ধনং পুষেয়ং পুষ্যাসং বর্ধয়েয়মিত্যর্থঃ। পুষ্যাতের্ব্ব্যত্যয়েন শে প্রত্যয়ে লিঙি পুষেয়মিতি রূপম্॥ (৪অ—২৬ক—১-৪ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

ভাষ্যকার এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটীর যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা অনেক-স্থলে জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যের সে ব্যাখ্যায় মন্ত্রে কোনও উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, বোধ-সৌকর্য্যার্থ প্রথমে তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি। ভাষ্যভাবে বুঝা যায়,—এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী সোমক্রয়কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোম! দীপ্যমান তোমাকে দীপ্যমান হিরণের দ্বারা ক্রয় করি। তুমি (সোম) কিরূপ? ফলহেতুত্ব-প্রযুক্ত আহ্লাদকর, স্বাদুত্বে অমৃতের সমান।' অতঃপর হিরণ্যের স্তুতিঃ ব্যাখ্যাত হইতেছে। কিরূপ হিরণ্য? অর্থাৎ—আহ্লাদকর, অগ্নিসংযোগেও বিনাশরহিত। পরে যে হিরণ্যের দ্বারা সোম ক্রয় করা হইল, সেই হিরণ্যের দ্বারা সোম-বিক্রেতাকে অভিকম্পন করিবার বিধি। সূত্রে উক্ত হইয়াছে,—তাহার হস্তে হিরণ্য প্রদান করিয়া, প্রাপ্তিস্বীকার করিলে তাহাকে পুনরায় নিরাশ করিবার জন্য 'সগ্মে তে গোঃ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে ঐ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোমবিক্রেতা! সোমমূল্য-স্বরূপ তোমাকে যাহা প্রদান করিলাম, তবসম্বন্ধি সেই গো বা গাভী পুনরায় যজমানের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হউক। অর্থাৎ, কেবলমাত্র হিরণ্যই তোমার হউক, কিন্তু গাভীসমূহ তোমার হইবে না।' তার পর, তৃতীয় মন্ত্র—'অস্মে তে চন্দ্রাণি।' সুত্রার্থে প্রকাশ,—যজমানে প্রত্যর্পিত যে গো-দ্রব্য, তাহা পুনরায় যজমানসহ সোমবিক্রেতার পুরোভাগে স্থাপিত করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোমবিক্রেতা! তোমাকে যে হিরণ্য প্রদান করা হইল, সেই সকল হিরণ্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাদিগে প্রতিষ্ঠিত হউক; অর্থাৎ, সোমমূল্যস্বরূপ তোমার গাভী তোমারই থাকুক; আমাদের প্রদত্ত হিরণ্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর।' অতঃপর চতুর্থ বা শেষ মন্ত্র। অজা বা ছাগকে পূর্ব্বমুখে স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অজা! তুমি পুণ্যের দেহ হও।' দিবিস্থিত যজ্ঞীয়-দ্রব্য আনয়ন জন্য অজাকে গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার বিধি

তৈত্তিরীয়গণ সোমাহরণোপাখ্যানে বলিয়া থাকেন। এই জন্ম অজার পুণ্যশরীরত্ব প্রসিদ্ধ। অপিচ,—'হে অজ! তুমি প্রজাপতির দেহ হও। প্রজাপতি যেমন সকল দেবতার প্রিয়, অজাও সেইরূপ সর্ব্বদেবপ্রিয়।' অজাকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া, সোম সম্বোধনে 'পরমেণ পশুনা' প্রভৃতি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোম। উত্তম অজালক্ষণবিশিষ্ট এই পশু দ্বারা তুমি ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমার প্রসাদে পুত্র-পশ্বাদি সহস্ররূপ পুষ্টির দ্বারা পুষ্ট হইব। হে অজা! প্রজাপতি তপস্বরূপ; তুমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। অতএব, তুমি তাঁহার সেই রূপ। অপিচ, তুমি প্রজাপতির স্বরূপ।' এস্থলে ভাষ্যকার একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। সে উপাখ্যান—ত্রিগুণহেতু প্রজাপতির তিন রূপ। অজা বা ছাগী প্রতি বৎসর তিন বার করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। সেই হেতু 'প্রজাপতের্ব্বর্ণত্বম্'—শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হয়। সেই অজা সংবৎসরে তিন বার জন্মায় বলিয়া অজার প্রজাপতির বর্ণ প্রসিদ্ধ। সেই সম্বোধন করিয়া পরে সোম সম্বোধনে বলা হইতেছে,—উৎকৃষ্ট পশু অজার দ্বারা তোমাকে ক্রয় করা হইয়াছে। অতএব আমি তোমার প্রসাদে সহস্র প্রাণীর পোষণকারী ধনের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইব।' এই তো গেল ভাষ্যের অর্থ! একই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে, সোম, সোমবিক্রেতা, অজা—কত জনকেই সম্বোধন করা হইয়াছে; আবার কত ভাবে কত প্রকার অর্থই অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে একই মন্ত্রে বিভিন্নরূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। অথচ, তাহাতে কোনও উচ্চভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াও বুঝা যায়।

কর্ম্মকাণ্ডের পরিপুষ্টি-কল্পে মন্ত্রের ভাষ্য প্রণোদিত অর্থের সমীচীনতা স্বীকৃত হইলেও, আধ্যাত্মিক পক্ষে ভাষ্যের ভাব বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রটী সরল সহজবোধ্য হইলেও, ভাষ্যের ব্যাখ্যায় জটিলতা ঘনীভূত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডে প্রয়োগ-বিধি-সম্বন্ধে অবশ্য আমরা ভিন্নমত পরিপোষণ করি না; কিন্তু বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, সেই পন্থার অনুসরণে আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে ভাষ্যের প্রকাশিত ভাব অপেক্ষা, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব অনেক উচ্চ। আমরা এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের প্রকাশিত 'মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়' ও 'বঙ্গানুবাদে' তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। কি অর্থে কিরূপে আমরা ঐরূপ ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

আমরা মন্ত্রে সোমবিক্রেতার বা অজার সম্বোধন-মূলক পদ খুঁজিয়া পাইলাম না। মন্ত্রে 'পশুনা' পদ আছে। সম্ভবতঃ 'পশুনা' পদ দৃষ্টে ভাষ্যকার 'অজা' সম্বোধন-পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা মনে করি, কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের এবং শেষ মন্ত্রটী শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রে এক মহান্ ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ; তিনি চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক; তিনি অক্ষর নিত্য ক্ষয়রহিত। তাঁহাকে জ্ঞান ভক্তি ও সৎকর্ম্মের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্র নির্ম্মল যে জ্ঞানজ্যোতিঃ, তাহাই 'শুক্র'; যাহা বিশুদ্ধা ভক্তি —যাহাকে অনন্যা ভক্তি বলে, তাহাই আনন্দদায়িনী; আবার যাহা সৎকর্ম্ম—যে কর্ম্ম

সৎস্বরূপে নিয়োজিত, তাহাই অমৃত—ক্ষয়রহিত। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি'—তাই এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা। প্রথম মন্ত্রে তাই বলা হইল,—'যদি জ্যোতির্ম্ময় প্রজ্ঞানস্বরূপকে পাইতে চাও; তাহা হইলে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞানের অধিকারী হও। যদি পরমানন্দদায়ক ভগবানকে পাইতে চাও, তাহা হইলে আনন্দদায়িনী অনন্যা ভক্তির অধিকারী হও। যদি অক্ষয় পরব্রহ্মকে লাভ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অক্ষয় সৎকর্ম্ম-সাধনে উদ্‌বুদ্ধ হও। সৎসাহায্যে সৎকে পাওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্ব সাহায্যেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে। মন্ত্রে তাই উপদেশ—সদ্‌জ্ঞানের অধিকারী হও; সাধনা কর—অনন্যা ঐকান্তিকী-ভক্তির; অনুষ্ঠান কর—সৎকর্ম্মের। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে সমর্থ হইবে; তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানকে পাইবার সামর্থ্য আসিবে। এইরূপ সঙ্কল্প—এইরূপ আত্মোদ্বোধনা, প্রথম মন্ত্রে প্রকটিত বলিয়া মনে করি। ভগবানকে কেমন করিয়া পাইব, তাঁহাকে কি দিয়া পূজা করিব, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব, তাঁহাকে কি রূপে দেখিব? প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা—কে শিখাইয়া দিবে, কে জানাইয়া দিবে। মন্ত্র তাই অভয় দিয়া বলিয়া দিতেছেন,—'কেন, ভাবনা কিসের তোমার? তাঁহার যে স্বরূপ, সেই স্বরূপ দেখ; তাঁহার যে গুণ, সেই গুণের উপাসক হও।' তিনি 'শুক্রং' অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাকে জ্যোতীরূপে দেখ,—জ্ঞানজ্যোতিঃ আহরণ কর, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় কর; তাহা হইলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে। তিনি 'চন্দ্রং' অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক। প্রাণ খুলিয়া সেই আনন্দময়ের প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আনন্দস্বরূপকে পাইতে সমর্থ হইবে। তিনি 'অমৃতং' অর্থাৎ অক্ষর ক্ষয়রহিত; অমৃতের দ্বারাই তাঁহাকে পাইতে হইবে। ফলতঃ, একটী আলোকবর্ত্তিকা হইতে যেমন অসংখ্য বিভিন্ন আলোকের সৃষ্টি হয়; আলোকই যেমন আলোকের জনয়িতা; আবার আলোক-সাহায্যেই যেমন আলোক লাভ সম্ভবপর; সেইরূপ ভগবানের সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি যাহা বা যে রূপ, তাহার বা সেই রূপ সাহায্যের দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন তাঁহার প্রাপ্তির আশা—দুরাশা মাত্র। ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'চন্দ্রং' এবং 'অমৃত' পদদ্বয় 'শুক্রং' ও 'ত্বা' পদের বিশেষণ-রূপে এবং 'চন্দ্রেণ' ও অমৃতেন' পদদ্বয় 'শুক্রেণ' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের অন্বয়েই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় নাই কি?

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে,—ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, তাঁহার সহায়তায় তাঁহাকে পাইতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী তাই জানাইলেন,—'হে দেব! প্রজ্ঞানস্বরূপ আপনি,—পরমানন্দদায়ক সদ্ভাবাধার সৎকর্ম্মস্বরূপ আপনি। আপনি আমাদিগকে সেই প্রজ্ঞানের কণামাত্রও প্রদান করুন; আপনার সেই পরমানন্দরূপী সদ্ভাবরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও যেন প্রাপ্ত হই; আর তাহার সাহায্যে সৎকর্ম্মসাধনে সৎস্বরূপ আপনাকে যেন প্রাপ্ত হই।' ভাষ্যকার দ্বিতীয় মন্ত্রের (সগ্মে তে গোঃ) ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—'হে সোমবিক্রয়িন্। গোঃ সোমমূল্যত্বেন ত্বভ্যং দত্তা সা ত্বদীয়া গোঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্য সগ্মে

যজমানে তিষ্ঠতু।' অর্থাৎ,—'সোমের মূল্য-স্বরূপ তোমাকে গাভী প্রদান করা হইয়াছে। সে গাভী এখন তোমারই। তোমার সেই গাভী যজমান-গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হউক।' তৃতীয় মন্ত্রের (অস্মে তে চন্দ্রাণি) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'হে সোমবিক্রয়িন্! তে চন্দ্রাণি তুভ্যং দত্তানি যানি হিরণ্যানি তান্যস্মে অস্মাসু প্রত্যাবৃত্য তিষ্ঠন্তু, তব গৌরেব সোমমূল্যমস্তু হিরণ্যানি মা ভুবন্নিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ,—'তোমাকে যে হিরণ্য সোমমূল্যস্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট ফিরিয়া আসুক; তোমার গাভী তোমারই থাকুক।' ভাষ্যকারের এবম্বিধ অর্থে কোনও উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায় না। পরন্তু ক্রেতার অস্থিরচিত্ততার বিষয়ই উপলব্ধ হয়।

চতুর্থ মন্ত্রটীকে আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করা হইয়াছে। মন্ত্রের ক-চিহ্নিত অংশে শুদ্ধসত্ত্বকে সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—'তপসস্তনূরসি'। যাগযজ্ঞতপশ্চারণা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে, অন্তঃশত্রুর বিনাশ না হইলে, সদ্ভাবের সঞ্চার হয় না। সৎকর্ম্ম সদনুষ্ঠানে, কামক্রোধাদি রিপু বিদূরণে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়,—হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রস্তুত হইতে থাকে। দ্বিতীয় অংশে তাই বলা হইল,—'প্রজাপতের্ব্বর্ণঃ (অসি)'। অর্থাৎ,—'তুমি ভগবানের অংশভূত আধাররূপ হও।' সৎস্বরূপ ভগবানে শুদ্ধসত্ত্বে ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত। তিনিই শুদ্ধসত্ত্ব; তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্ব; আবার শুদ্ধসত্ত্বেই তাঁহার অধিষ্ঠান। যদি হৃদয়ে সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় ভগবান্ আপনিই আসিয়া অধিকার করেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে ভগবানের রূপ এবং সৎকর্ম্মের অঙ্গীভূত বলা হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রের তৃতীয় (গ চিহ্নিত) অংশের 'পশুনা' পদে কিঞ্চিৎ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ পদে ভাষ্যকার 'অজয়া' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদের 'অজয়া' অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। 'পশু' পদে আমরা পূর্ব্বাপর 'পশুভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে কিন্তু ঐ 'পশুনা' পদে 'দর্শনেন' 'জ্ঞানেন' অর্থ গ্রহণ করিতেছি। পশু-শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে অর্থাৎ 'দৃশ' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিলে, উহাতে 'দর্শনেন' অর্থ আসিতে পারে। তদনুসারে 'পশুনা' পদে "পশুভাব-মোচন-রূপ দর্শনের দ্বারা" ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। 'পরমেণ পশুনা ক্রীয়সে' অংশের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'উত্তমেন অজালক্ষণেন পশুনা ত্বং ক্রীয়সে'; অর্থাৎ, অজার বিনিময়ে তুমি ক্রীত হও। তদপেক্ষা, 'উত্তমেন জ্ঞানেন দর্শনেন ত্বং অধিগতো ভবসি'—অর্থে, মন্ত্রাংশের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয় না কি? ভগবদ্বিভূতি যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহা জ্ঞান দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে জ্ঞান কিন্তু 'পরমেণ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হওয়া চাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন, হৃদয় নির্ম্মল হয় না; হৃদয়ের আবিলতা দূর না হইলে, হৃদয় ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে না। মন্ত্রে তাই শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' বিশুদ্ধজ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বলাভে কি ফললাভ হইবে? মন্ত্রে তাই বলা হইল,—'সহস্রপোষং পুষেয়ম্।' অর্থাৎ সংসারের লোক-সকলের পরিপালনের দ্বারা আপনাকে পুষ্ট করিব।

(যজুর্ব্বেদ—১৬শ—৩২

এখানে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ দেখি এখানে প্রার্থনাকারী ভক্ত সাধকের সঙ্কীর্ণ ভাব দূরে গিয়াছে, তিনি বিশ্বপ্রেমে পরমানন্দলাভে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—'কেবল আমি কেন, আমার এই হৃদিসঞ্জাত সদ্ভাবের দ্বারা বিশ্ববাসী সকলকে সদ্ভাবান্বিত করিব; সকলেই যাহাতে উন্নত-হৃদয় হয়, সকলেই যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে শিখে, আমি সেইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিব। আমি ঘরে ঘরে প্রেমানন্দ বিলাইব; সংসারে প্রেমের স্রোত বহাইব; নিজে মাতিব, বিশ্বের সকলকে মাতাইব। ফলতঃ জনহিতসাধনেই আজি আমার জীবন মন উৎসর্গ করিব।' আমাদের মনে হয়, মন্ত্রে এই ভাবই নিহিত আছে (৪অ—২৬ক—১-৪ম)॥

—•—

সপ্তবিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। সপ্তবিংশ কণ্ডিকা। ত্রি-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) মিত্রো ন এহি সুমিত্রধঃ।

(২) ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ দক্ষিণমুশমুশন্তঁ স্যোনঃ স্যোনম্।

(৩) স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভারে হস্ত সুহস্ত কৃশানো।

এতে বঃ সোমক্রয়ণাস্তান্ রক্ষধ্বং মা বো দভন্॥ ২৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবন্! ত্বং 'সুমিত্রধঃ' (শোভনমিত্রঃ, শ্রেষ্ঠঃ সুহৃৎ ভবনীতি যাবৎ), 'মিত্রো ন' মিত্রভূতঃ সহায়ক ইব) অথবা 'মিত্রঃ' (মিত্রভূতঃ, জ্ঞানজ্যোতি-রূপস্ত্বং) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি ইতি যাবৎ, যদ্বা, - অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'এহি' (আগচ্ছ, অধিতিষ্ঠেত্যর্থঃ, যদ্বা—দীপয়, জ্ঞানজ্যোতির্ভিরিতি ভাবঃ।) প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ময়ি শুদ্ধসত্ত্বং অবিচলিতং ভবতু, ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে।

২। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'উশন্' (ভগবন্তং কাময়মানঃ 'স্যোনঃ' (সুখহেতুভূতঃ, পরমসুখপ্রদানঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ভগবতঃ—কর্ম্মীভূতস্য ইতি ভাবঃ) 'শন্তং' (সুখস্বরূপং) 'স্যোনং' (পরমানন্দপ্রদং) 'দক্ষিণং' (বিশ্বস্যাধাররূপং) 'উরুং' (অনন্ত-সত্ত্বসমুদ্রং) আবিশ' (প্রবিশ, আশ্রয়ং কুরু, সম্মিলিতো ভব ইত্যর্থঃ।) আত্মোদ্বোধ-

মূলকোঽয়ং মন্ত্রং। আত্মসম্মিলনায় প্রার্থিনঃ কামনা অত্র সংসূচয়তে ময়ি শুদ্ধসত্ত্বেন সহ ভগবতঃ সম্মিলনং ভবতু, ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা অস্মিন্ মন্ত্রে বর্ত্ততে।

৩। 'স্বান' (হে নাদরূপ!) 'ভ্রাজ' (হে দীপ্তিমন্ স্বপ্রকাশ!) 'অঙ্ঘারে' (হে পাপাপহারক!) 'বম্ভারে' (হে বিশ্বপালক!) 'হস্ত' (হে সদানন্দরূপ!) 'সুহস্ত' (হে সর্ব্বস্ব পোষক ধারক বা!) 'কৃশানো' (হে সর্ব্বেষাং জীবনস্বরূপ! যদ্বা—হে আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং প্রাণস্বরূপ!) হে সপ্তদেবাঃ! 'বঃ' (যূয়ং) এতে (পুরতো বর্ত্তমানাঃ, যদ্বা—অস্মিন্ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ) 'সোমক্রয়ণাঃ' (সোমং ক্রেতুমানীতাঃ, যদ্বা—শুদ্ধসত্ত্বং ধারয়িতুমুদ্বোধিতাঃ) 'তান্' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যান্ সদ্ভাবাদীন্) 'রক্ষধ্বং' (পোষয়ন্তাঃ); অপিচ, 'বঃ' (যূয়ং) 'মা দভন্' (মা হিংস্থ, যদ্বা—অস্মান্ সৎসম্বন্ধচ্যুতান্ মা কুরুধ্বং, যদ্বা—অস্মান্ পরিত্যজ্য মা গচ্ছধ্বং); অথবা 'বঃ' (যুষ্মান্) 'মা দভন্' (মা হিংসিষত, বৈরিণঃ ইতি যাবৎ; হে দেবাঃ! এবং কুরু যেন অস্মাকং অন্তঃশত্রবঃ যুষ্মান হৃদয়াৎ অপসারয়িতুং ও শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে দেবাঃ! এবং বিদধ্বং যেন ময়ি সৎকর্ম্মসামর্থ্যাঃ সদ্ভাবদয়শ্চ অবিচলিতাস্তিষ্ঠন্তু। তেনাহং ভগবন্তং প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ। (৪অ—২১ক—১-৩ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার তিনটী মন্ত্রে ত্রিবিধ সম্বোধন দৃষ্ট হয়। প্রথম মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে হৃৎসন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বকে এবং তৃতীয় মন্ত্রে সপ্ত দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কণ্ডিকার প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র প্রার্থনামূলক এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনা-সূচক।]

১। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবন্! আপনি সুমিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ হয়েন। মিত্রভূত সহায়ক-রূপে আপনি আগমন করুন; অথবা জ্ঞান-জ্যোতিরূপ আপনি আমাদিগের প্রতি অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা আমাদিগের হৃদয় আলোকিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনা—আমাতে শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিত হউক।)

২। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ভগবানের কামনা-পরায়ণ, সুখ-হেতুভূত অর্থাৎ পরমসুখনিদান তুমি, ভগবানের অঙ্গীভূত সুখস্বরূপ পরমানন্দপ্রদ বিশ্বের আধার-স্বরূপ অনন্তত্বে প্রবেশ কর অর্থাৎ অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে মিশিয়া যাও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। মন্ত্রে প্রার্থনা-কারার আত্মসম্মিলনের কামনা সূচিত হইতেছে। ভাব এই যে,—আমাতে শুদ্ধসত্ত্বের ভগবানের সম্মিলন ঘটুক।)

৩। হে নাদরূপ! হে দীপ্তিমন্ স্বপ্রকাশ! হে পাপপহারক! হে বিশ্বপালক! হে সদানন্দরূপ! হে সকলের পোষক! হে সকলের জীবন অথবা আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের প্রাণস্বরূপ! হে আপনারা সপ্তদেবগণ! আপনারা সম্মুখে বর্ত্তমান অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সোমক্রয় জন্য আনীত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ধারণে উদ্বোধিত, সৎকর্ম্মসামর্থ্যকে বা সদ্ভাবাদিকে পোষণ করুন (রক্ষা করুন); অপিচ, আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না অর্থাৎ আমাদিগকে সৎসম্বন্ধচ্যুত করিবেন না, অথবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। অথবা, শত্রুগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে; অর্থাৎ, হে দেবগণ আপনারা এমন করুন,—যেন আমাদিগের হৃদয়ের অন্তঃশত্রুগণ যেন আমাদিগের হৃদয় হইতে আপনাকে অপসারিত করিতে সমর্থ না হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনা—'হে দেবগণ! আপনারা এমন করুন, যেন আমাতে সৎকর্ম্মসামর্থ্যসকল এবং সদ্ভাবসমূহ অবিচলিত থাকে; তাহাতেই আমি ভগবানকে প্রাপ্ত হইব।')॥ (৪অ—২৭ক—১-৩ম)॥

* . *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা ৭।৮।২১) সব্যেনাজাং প্রযচ্ছান্মিত্রো ন ইতি দক্ষিণেন সোমমাদায়েতি॥ সোম্যম্। হে সোম। ত্বং নোঽস্মান্ প্রত্যেহি আগচ্ছ। কিম্ভূতস্ত্বং। মিত্রঃ সখা প্রীতিযুতঃ। যদ্বা মিত্রঃ রবিরূপঃ। তথা সুমিত্রধঃ শোভনানি মিত্রাণি দধাতি পুষ্যতি সুমিত্রধঃ। ক্রীত্বা বাসসা বদ্ধস্য সোমস্য বরুণদেবতাকত্বেন ক্রূরত্বাত্তচ্ছান্ত্যর্থো মিত্রত্বেন প্রার্থ্যতে। তদাহ তিত্তিরিঃ। বারুণো বৈ ক্রীতঃ সোমঃ উপনদ্ধো মিত্রো ন এহি সুমিত্রধ ইত্যাহ শান্ত্যৈ ইতি॥ (কা০ ৭।৮।২৩) দীক্ষিতোরৌ দক্ষিণে প্রত্যুহ্য বাসো নিদধাতীন্দ্রস্যোরু-মিত্যাতি। বাসঃ প্রত্যুহ্য বস্ত্রমুপারিস্থাপ্য সোমং নিদধ্যাদিত্যর্থঃ॥ যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যোপেতত্বাদত্রেন্দ্রশব্দেন যজমানঃ। তথা চ শ্রুতিঃ (৩।৩।৩।১০)। এষ বা অত্রেন্দ্রো ভবতি যদ্‌যজমান ইতি। হে সোম। ত্বমিন্দ্রস্য যজমানস্য দক্ষিণমূরুমাবিশ। দক্ষিণে ঊরাবুপাবিশেত্যর্থঃ। কিম্ভূতস্ত্বমুশন্ বশ কান্তৌ বষ্টি উশন শতৃপ্রত্যয়ঃ। উশং কামমানঃ। তথা স্যোনঃ সুখভূতঃ। কিম্ভূতমূরুমুশন্তং সোমং কাময়মানং স্যোনমুপবেশে সুখকরম্। পুরা দেবাঃ সোমং ক্রীতমিন্দ্রস্যোরাবুপবেশয়ন্ তস্মাদত্রেন্দ্রশব্দেন যজমানঃ। তদাহ তিত্তিরিঃ। দেবা বৈ সোমমক্রীণংস্তমিন্দ্রস্যোরৌ দক্ষিণ আসাদয়ন্ স এষ বা এতর্হীন্দ্রো যো যজতে তস্মাদেবমাহেতি। (কা০ ৭।৮।২৪) স্বান ভ্রাজেতি জপতি সোমবিক্রয়িণ-মীক্ষমাণ ইতি। স্বনতীতি স্বানঃ। ভ্রাজতে শোভতেঽসৌ ভ্রাজঃ। অঙ্ঘস্য পাপস্যারিঃ

রক্তবারিঃ। বিভর্ত্তি পুষ্যাতি বিশ্বমিতি বন্তারিঃ। হসতি হস্তঃ সর্ব্বদা হৃষ্টরূপঃ। শোভনৌ হস্তৌ যস্য সুহস্তঃ। কৃশং দুর্ব্বলমনিতি জীবয়তীতি কৃশানুঃ। স্বানাদয়ঃ সপ্ত সোমরক্ষকা দেববিশেষাঃ। হে স্বানাদয়ঃ সপ্ত দেবাঃ। বো যুষ্মাকমেতে সোমক্রয়ণাঃ সোমঃ ক্রীয়তে যৈস্তে সোমং ক্রেতুমানীতা হিরণ্যাদিপদার্থাঃ পুরতঃ স্থাপিতাঃ। তান্ পদার্থান যূয়ং রক্ষধ্বমবত। বো যুষ্মান্ মা দভন্ বৈরিণো মা হিংসিষত। স্বানাদয়ো দিক্ষ্যাধিষ্ঠাতারঃ সোমরক্ষকাঃ। তদাহ তৈত্তিরিঃ। স্বান ভ্রাজেত্যাহ তে চামুস্মিংল্লোকে সোমমরক্ষন্নিতি॥ (৪অ—২৭ক—২·৩ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

ভাষ্যকার এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রত্রয়ের প্রয়োগ ও অর্থ-বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যকারের মতে, বামহস্ত দ্বারা অজা প্রদানান্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোম গ্রহণ করিয়া, গৃহীত সোম-সম্বোধনে কণ্ডিকোক্ত প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে সোম! তুমি আমাদিগের প্রতি আগমন কর। তুমি কিরূপ? অর্থাৎ সখা বা প্রীতিযুক্ত অথবা রবিরূপ এবং শোভন মিত্রের পালক।' ক্রয়করণানন্তর বস্ত্র দ্বারা আবদ্ধ সোম, বরুণদেবতাকে অর্থাৎ তারল্য সম্পন্ন বলিয়া ক্রূরতা (অর্থাৎ পতন স্বভাব) হেতু তৎশান্তিকামনায় তাহার মিত্রত্বের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে ভাষ্যকার যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ভাষ্যেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। দীক্ষিত ব্যক্তির দক্ষিণ উরু হইতে বস্ত্র অপসারিত করিয়া নববস্ত্র দ্বারা উরু আচ্ছাদন করিবে। তারপর তদুপরি সোম স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'যজমানরূপে পরমৈশ্বর্য্যোপেত বলিয়া 'ইন্দ্রস্য' পদে যজমানকে বুঝায়। হে সোম! তুমি যজমানের দক্ষিণ উরুতে উপবেশন কর।' তার পর, সোমের এবং উরুর গুণব্যাখ্যানে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'কিরূপ সোম? অর্থাৎ উরু কাময়মান এবং সুখভূত। কিরূপ উরু? অর্থাৎ,—সোমকাময়মান এবং উপবেশনে সুখকর।' ভাষ্যকার এস্থলে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। সে উপাখ্যান,—পুরাকালে দেবগণ সোম ক্রয় করিয়া ইন্দ্রের উরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই হেতু ইন্দ্র-শব্দে এখানে যজমানকে বুঝাইতেছে। তৈত্তিরীয়গণ বলেন,—'সোমক্রয় করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের উরু আশ্রয় করেন; তাহা হইতে ইন্দ্রের যজনাকারীও ইন্দ্র নামে অভিহিত হন।' তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যমতে সোমরক্ষাকারী সাতটী দেবতার সম্বোধন আছে। সোমক্রয় নিমিত্ত আনীত হিরণ্যাদি সম্মুখে স্থাপন করিয়া, সোমবিক্রেতাকে দর্শন করিতে করিতে এই মন্ত্র জপ করিবার বিধি। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শব্দকারী, হে শোভমান্, হে পাপারি, হে বিশ্বপোষক, হে সদাহৃষ্টরূপ, হে শোভনহস্ত, হে দুর্ব্বলরক্ষক, হে দেবতাগুরু! আপনাদিগের এই সোমক্রয়কারীর হিরণ্যাদি পদার্থ রক্ষা করুন। বৈরিগণ যেন আপনাদিগকে হিংসা না করে।'

লৌকিক ব্যবহারে ভাষ্যের প্রয়োগ ও অর্থ যাহাই সিদ্ধান্তিত হউক, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সে সম্বন্ধে আমাদিগের মতান্তর ঘটিবারও কোনও কারণ দেখি না। তবে, লৌকিক অর্থ ভিন্ন বেদ-মন্ত্রে যে এক আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত আছে, আমরা তদ্বিষয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকি। মন্ত্রের আমরা যে অর্থ ও যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কি সূত্রে কি ভাব গ্রহণ করিয়া আমরা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় একটু আলোচনা করিতেছি।

কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী—সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—'আপনি মিত্রের ন্যায় আসুন; জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করুন।' মন্ত্রে আছে,—'মিত্রো ন এহি।' ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন,—'ত্বং নোঽস্মান্ প্রত্যেহি আগচ্ছ কিম্ভূতস্ত্বং মিত্রঃ সখা প্রীতিযুক্তঃ যদ্বা মিত্র মিত্ররূপঃ।' আমরাও ভাষ্যকারের এই অন্বয় গ্রহণ করিয়াছি। অধিকন্তু, আমরা মনে করি 'মিত্রো ন' পদে এক উপমা সূচিত হইয়াছে। সে উপমা—'মিত্রো ন মিত্রভূতঃ সহায়ক ইব।' মিত্র যেমন সহায়ক, মিত্র যেমন স্বতঃপরতঃ হিতাকাঙ্ক্ষা করেন; ভগবানও সেইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ ভক্ত সাধকের মঙ্গল-কামনা করিয়া থাকেন। ভক্ত যে তাঁহার মিত্র। তিনি যে ভক্তের মিত্র। তিনি যে ভক্তের ভগবান্, ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তেই তাহা পূর্ণ প্রকটিত। এইজন্য তাঁহাকে মন্ত্রে মিত্রের ন্যায় আগমনের প্রার্থনা জানান হইয়াছে এই জন্যই তিনি 'সুমিত্রধঃ' অর্থাৎ শোভন-মিত্রের ধারক বা পালক, অথবা শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ। তিনি চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তিনিই আমার মোক্ষের পথ-প্রদর্শক। তাই তিনি 'সুমিত্রধঃ।' তিনি প্রজ্ঞানরূপী—জ্ঞানময়; তাই জ্ঞানজ্যোতীরূপে হৃদয় আলোকিত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সৎস্বরূপ তিনি; সৎকর্ম্মেই তাঁহার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করে; সদ্ভাবেই তিনি প্রকাশিত হন; সদ্ভাবে সৎকর্ম্ম দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। মন্ত্রের 'মিত্রো ন এহি' অংশে, তাই ভক্ত সাধক বলিতেছেন,—'হে ভগবন্! তুমি জ্ঞানজ্যোতীরূপে এস; তুমি মিত্রের ন্যায় সহায় হও; তুমি আমার হৃদয়ে অবিচলিত হইয়া অবস্থিতি কর; আমি যেন কখনও তোমার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না হই।'

দ্বিতীয় মন্ত্রটী বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দ্রস্য' ও 'উরুং' পদের ব্যাখ্যায় সেই জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদে 'যজমানস্য' এবং উরুং' পদে 'উরুপ্রদেশং' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কি কারণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতান্তর ঘটিল, তদ্বিষয় বিবৃত করিতেছি। 'ইন্দ্রস্য' পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারই লিখিয়াছেন,—"যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যোপেতত্বাদিন্দ্র-শব্দেন যজমানঃ।" অর্থাৎ যজমানরূপে পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ইন্দ্রপদে এখানে যজমানকে বুঝাইতেছে। শিবপূজা-প্রকরণে অষ্টমূর্ত্তির পূজা বিহিত আছে। তন্মধ্যে ভগবানের যজমানরূপী এক মূর্ত্তির পূজার প্রসঙ্গ দেখিতে পাই,—'ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।' আমরা মনে করি, এখানে এই মন্ত্রে সেই যজমানরূপী ভগবানের প্রতি লক্ষ্য

আছে। ভাষ্যকারও (পূর্বোদ্ধৃত অংশে) 'যজমানরূপেণ পরমৈশ্বর্য্যোপেতেন' ইত্যাদি অংশে সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি। সে পক্ষে 'ইন্দ্রস্য' পদে আমরা সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'ভগবতঃ—যজমানরূপস্য' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি তাহাতে 'উরুং' পদের সহিত সুন্দর অন্বয় হইতে পারে। ভাষ্যকার সম্ভবতঃ মন্ত্রের 'উরুং' পদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়াই 'ইন্দ্রস্য' পদে সাধারণ যজমান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাবের একটু বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। 'উরুং' (উরুং) পদে আমরা 'উরুপ্রদেশং' অর্থ গ্রহণ না করিয়া মহান্ বিস্তৃত অর্থে 'অনন্তং সত্ত্বসমুদ্রং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ধাত্বর্থের অনুসরণে 'উরুং' পদে ঐরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। আচ্ছাদন বা আবরণ অর্থমূলক 'উর্ণ' হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে কোষগ্রন্থে 'উরু' পদের নিম্ন লিখিত পর্য্যায় নির্দিষ্ট হয়; যথা,—"পৃথুরু পৃথুলং ব্যূঢ়ং বিকটং বিপুলং বৃহৎ" (হেমচন্দ্র ৬।৬৬)। দৃষ্টান্ত,—'অগাধং নিধিমুরুমন্তসামনন্তম্।' ইহা হইতেই আমরা 'উরুং' পদের 'অনন্তত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'ইন্দ্রস্য উরুং' পদদ্বয়ে 'ভগবতঃ অনন্তত্বং (সত্ত্বসমুদ্রং)' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে সাধক শুদ্ধসত্ত্বকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের অনন্তত্বে (অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে) প্রবেশ কর।' হৃদয়ে যে সদ্ভাবের সঞ্চয় হইয়াছে, হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইয়াছে, তাহা ভগবানের সহিত সম্মিলিত হউক অর্থাৎ আত্মায় আত্ম-সম্মিলন সাধিত হউক,—মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তরূপী ভগবান সদানন্দময় একবার তাঁহার আশ্রয় লইতে পারিলে আনন্দের পরিসীমা থাকে কি? শ্রুতি বলিয়াছেন,—'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং' (ছান্দোগ্য, ৭।২৩।১); আবার, 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩,৬)। আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি। জীব মাত্রেই তাই আনন্দ-লাভের কামনা করে এবং আনন্দেই লীন হইতে চায়। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই ভূমানন্দেরই কামনা করেন। তাই, 'স্যোনঃ' এবং 'স্যোনং' পদে যথাক্রমে 'পরমসুখ-নিদানঃ' এবং 'পরমানন্দপ্রদং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে সত্ত্বভাবের সমাবেশ হইলে, আনন্দময়ের আনন্দ-নিকেতন-রূপে তাহা পরিণত হয়। সদ্ভাবে-সত্ত্বভাবে যে ভগবানের অবস্থিতি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশেষণ ব্যপদেশে তাহা আলোচিত হইয়াছে। পরমসুখনিদান সচ্চিদানন্দরূপী ভগবানের যাহাতে অধিষ্ঠান। তাহাই সুখকর—তাহাই আনন্দপ্রদ। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের একটী বিশেষণ—'স্যোনঃ'; আর 'উরুং' পদের একটী বিশেষণ 'স্যোনং'। সৎস্বরূপ তিনি, শুদ্ধসত্ত্বে তাঁহার অধিষ্ঠান তাই তিনি শুদ্ধসত্ত্বেরই কামনা করেন। তাই 'উরুং' পদের আর এক সুপ্রযুক্ত বিশেষণ 'শন্তং'। সেইরূপ অর্থে 'উশন্' পদও সুপ্রযুক্ত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। ভগবান এবং শুদ্ধসত্ত্ব—আধার ও আধেয়-রূপে অবস্থিত। তবে কে আধার, কে আধেয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যেখানে ভগবান্, সেখানেই আবার শুদ্ধসত্ত্ব; যেখানেই শুদ্ধসত্ত্ব,

সেখানেই ভগবান্। পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমার শুদ্ধসত্ত্বের সহিত যেন ভগবানের সম্মিলন ঘটে।' প্রথমে সৎকর্ম্মের দ্বারা, সদ্‌জ্ঞান-লাভে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে উদ্‌বুদ্ধ হও। জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে, সদ্ভাব-ধারণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে, শুদ্ধসত্ত্ব আপনিই আসিয়া সে হৃদয় অধিকার করিবে। তখন, তাহার সহিত ভগবানের মিলনও সহজ হইয়া আসিবে। এ মন্ত্রে এইরূপ উদ্বোধনার ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি।

তৃতীয় মন্ত্রটি অধিকতর জটিলতা-সম্পন্ন। ঐ মন্ত্রে সপ্তদেবতার সম্বোধন আছে। ভাষ্যের মতে এবং শ্রুতি-প্রমাণে দেখা যায়, স্বান ভ্রাজ প্রভৃতি সপ্তদেব আমুষ্মিক লোকে সোম রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্তদেবতা যে কে বা কাহারা, তাহা কিবা ভাষ্যে কিবা ভাষ্যো-শ্রুতি-প্রমাণে, কোনও স্থলেই স্পষ্টীকৃত হয় নাই। বেদে 'সপ্ত' ও 'ত্রি' শব্দের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়; যথা—ত্রি-সপ্তাঃ', 'সপ্তমাতৃভিঃ', 'ত্রীণী পদাঃ' 'সপ্তদেবাঃ', 'সপ্তধামভিঃ' ইত্যাদি। এই 'সপ্ত' শব্দের এরূপ বহুল ব্যবহারের তাৎপর্য্য, মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তের অষ্টম ঋকের আলোচনায় (১৮০৫ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রে যে সোমরক্ষক সপ্তদেবতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা সেই সপ্তদেবতাকে সপ্তলোকপালক বলিয়া মনে করি। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোক। এই লোকসপ্তকের যাঁহারা অধিপতি, তাঁহারাই সপ্তলোকপাল,—তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত সপ্তলোকে সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব রক্ষা করেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বরুণ—ইঁহারা সেই সপ্তলোক-পালক। 'স্বান' পদ শব্দার্থক সন্ হইতে নিষ্পন্ন। শাস্ত্রমতে নাদ বা শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই স্বান্ পদে নাদরূপী ব্রহ্মকে লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। 'ভ্রাজ' পদে সূর্য্যদেবকে সম্বোধন আছে। 'ভ্রাজ' ধাতুর অর্থ—দীপ্তি পাওয়া। যিনি দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশ, তিনিই 'ভ্রাজ' সূর্য্যদেব—স্বপ্রকাশ ও দীপ্তিমান। 'অঙ্ঘারে' পদে বরুণদেবতাকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যমতে যিনি 'অঙ্ঘস্য পাপস্য অরিঃ' তিনিই 'অঙ্ঘারিঃ'। ভগবান্ বরুণদেব শুদ্ধসত্ত্বের বারিধারার পাপকে বিধৌত করেন,—স্নেহকারুণ্য রূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের পাপ হরণ করেন। 'বম্ভারে' পদে বিশ্বের পালনকর্ত্তা, বিষ্ণুর প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, রুদ্র সংহার-কর্ত্তা। আনন্দার্থ-জ্ঞাপক হস্ ধাতু হইতে হস্ত পদ নিষ্পন্ন। 'হস্ত' পদে সদানন্দময় মহেশ্বর রুদ্রের প্রতি লক্ষ্য আছে,—তিনি ভূমানন্দে সদা মত্ত, তাই তিনি 'হস্ত' অর্থাৎ সদানন্দ। 'সুহস্ত' সম্বোধনে বায়ুদেবতার প্রতি লক্ষ্য আসে। বায়ু সকলকে পোষণ করেন, তিনিই প্রাণীগণকে ধারণ করিয়া আছেন, বায়ু ভিন্ন জীবের প্রাণ ধারণ অসম্ভব। তাই বায়ু জীবের জীবন, বিশ্বের পোষয়িতা ও ধাবয়িতা। যিনি সুষ্টুরূপে জীবগণকে ধারণ বা পোষণ কারণ,—তিনিই 'সুহস্ত'। আমরা মনে করি, ভুবলোকের পতি সেই বায়ু দেবতাকেই 'সুহস্ত' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'কৃশানু' পদ অগ্নি নাম-পর্য্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। অগ্নি বা তাপই জীবের জীবন-স্বরূপ। তাপ ভিন্ন এ সংসার তিষ্ঠিতে পারে না।

আবার জ্ঞানাগ্নি পরিশোধিত না হইলে, আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয় না। অগ্নি তাই নিখিল বিশ্বের জীবন-স্বরূপ এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনগণের প্রাণভূত। 'কৃশানো' পদে, তাই আমরা মনে করি, ভূলোকপতি অগ্নি-দেবতাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করুন। এই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডও সাত লোকে বিভক্ত। সে সাতটী লোক বা বিভাগ,—ষট্‌চক্র এবং সহস্রার। মনে করিতে পারি, এখানে দেহ-মধ্যস্থ সেই সাতটী বিভাগের অধিষ্ঠাতা দেবতা-সপ্তককে আবাহন করা হইয়াছে। তাঁহারা দেহের অভ্যন্তরস্থ সাতটী বিভাগে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সাধক বলিতেছেন,—'হে দেবগণ! শুদ্ধসত্ত্বধারণের জন্য, আমাতে যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য ও সদ্ভাবাদির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা যাহাতে অবিচলিত থাকে, আপনারা তাহার বিধান করুন।'

হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ জন্য, দেবগণকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান প্রথম প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—সৎকর্ম্মে ভগবান্ স্বপ্রকাশ, সৎকর্ম্মে তিনি প্রকটিত হন। কামক্রোধাদি আসিয়া, সেই সৎকর্ম্ম-সাধনের প্রেরণাকে বা আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করিয়া না দেয়, সেই জন্যই দেবগণের নিকট রক্ষার বা সদ্ভাব-পোষণের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—'বঃ মা দভন্'; অর্থাৎ,—'আপনারা আমাদিগকে হিংসা করিবেন না।' ভাব এই যে,—আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না। সদ্ভাবের আধারস্বরূপ—আপনারা; আপনারা যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সদ্ভাবসৎপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তখন যে তিমিরে সেই তিমিরেই আমরা ডুবিয়া থাকিব;—ভগবৎপ্রাপ্তি-কামনা তখন অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে। 'যূয়ং মা দভন্' মন্ত্রাংশের আর এক অর্থ—'আমাদের অন্তঃশত্রু যেন আপনাদিগকে হিংসা করিতে অর্থাৎ হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে না পারে। আমাদের কর্ম্মগুণে, আমাদিগের সদ্ভাব-প্রভাবে আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন।'

হৃদয় যদি পাপ-পরিশূন্য হয়, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে হৃদয় যদি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, দেবভাবের সমাবেশে হৃদয়ে যদি দেবগণ বিরাজমান্ রহেন, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা যদি জন্মে, তাহা হইলে ভগবান্ কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাহা হইলে, ভক্তের ভগবান্ কি সে হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান্। তাঁহার এ পরিচয়ই যে তাহা হইলে বৃথা হয়। 'ভক্তজনে এনে বিষ দিলে খাই'—এ তো তাঁহারই বাণী। তাই ভক্ত বলিতেছেন,—'আপনারা আমাতে অবিচলিত থাকুন, আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য ও সদ্ভাব-সমূহ আমাতে অবিচলিত থাকুক। তাহা হইলে সেই পরমানন্দময়কে প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে,—তাহা হইলেই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটিবে—তাহা হইলেই আমি মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইব। হে দেবগণ! আপনারা তাহাই করুন।' (৪অ—২৮—ক—১-৩ম)॥

———•———

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) পরি মাগ্নে দুশ্চরিতাদ্বাধস্বা মা সুচারিতে ভজ।

(২) উদায়ুষা স্বায়ুষোদস্থামমৃতাং ২ ॥ ২ অনু ॥ ২৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানরূপিন্ ভগবন্) 'দুশ্চরিতাৎ' (অসৎকর্ম্মণঃ, পাপাৎ পাপাচরণাদ্বা) 'মা' (মাং) 'পরি বাধস্বা' (পরিবাধস্ব, পরিতো নিবারয়, পবিত্রায়স্বেতি ভাবঃ); পাপপ্রবৃত্তয়ঃ যেন মাং নাভিভবন্তি, তদ্বিধেহি ইতি ভাবঃ। অপিচ, 'মা' (মাং অর্চ্চনাকারিণমিতি যাবৎ) 'সুচরিতে' (শোভনে চরিত্রে, সদাচাররূপে পুণ্যে ইত্যর্থঃ) 'ভজ' (সেবস্ব, স্থাপয়েত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ,—'হে ভগবন্। এবং কুরু যেনাহং সদা সদাচারসম্পন্নঃ সৎকর্ম্মপরায়ণো ভবামি; অপিচ, পাপেনাতং অপৃষ্টোঽস্মি।'

২। 'আয়ুষে' (জীবনায়, অক্ষয়জীবনলাভায়) 'উৎ' (উত্তিষ্ঠামি, উদ্বুদ্ধো ভবামি); অপিচ, 'স্বায়ুষা' (সৎকর্ম্মসাধনাদিনা শোভনজীবনধারণায়) 'অমৃতান্' (অক্ষয়ান্ শুদ্ধসত্ত্বান্) 'অনু' (উদ্দিশ্য, অনুসৃত্য, যদ্বা—তান্ হৃদি ধারণায়) 'উদস্থাং' (উত্তিষ্ঠবানস্মি, প্রবুদ্ধো ভবামি—অহমিতি শেষঃ)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পসূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—'হে দেব! যেনাহং আত্মোৎকর্ষসাধনায় ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থঞ্চ প্রবুদ্ধো ভবামি ইত্যেবং বিধেহি—ইতি প্রার্থনা।' (৪অ—২৮ক—১-২ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্! অসৎকর্ম্ম হইতে অর্থাৎ পাপ (পাপাচরণ) হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন; (ভাব এই যে,—পাপ-প্রবৃত্তি যেন আমাকে অভিভূত করিতে না পারে)। অপিচ, অর্চ্চনাকারী আমাকে, শোভন চরিত্রে অর্থাৎ সদাচার-রূপ (সৎকর্ম্মরূপ) পুণ্যে সংস্থাপিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব—'হে ভগবন্! এমন করুন, যেন আমি সদাচারসম্পন্ন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই। অপিচ, পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে।')

২। অক্ষয়-জীবন-লাভের জন্য আমি উদ্‌বুদ্ধ হইতেছি। অপিচ, সৎকর্ম্মসাধনাদি দ্বারা শোভনজীবন-ধারণের জন্য অক্ষয়শুদ্ধসত্ত্বের অনুসরণে (অর্থাৎ তাহাদিগকে হৃদয়ে ধারণের নিমিত্ত) আমি প্রবুদ্ধ হইলাম। (মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক ও সঙ্কল্পসূচক। ভাব এই যে,—'হে দেব! আত্মোৎকর্ষসাধনে ভগবানের প্রাপ্তির জন্য যেন আমি উদ্বুদ্ধ হই।') ॥ (৪অ—২৯ক—১-২ম) ॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৯।১) গৃহীতসোমং পরি মাগ্ন ইতি বাচয়তীতি। অগ্নিদেবত্যা পুরস্তাদ্‌বৃহতী। যস্যা আদ্যো দ্বাদশাক্ষরস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরঃ পাদাঃ সা পুরস্তাদ্‌বৃহতী। আদ্যশ্চেৎ পুরস্তাদ্‌বৃহতীত্যুক্তেঃ। হে অগ্নে! দুশ্চরিতাৎ পাপাম্মা মাং পরিবাধস্ব পরিতো নিবারয়। যে পাপে প্রবৃত্তির্মা ভূদিত্যর্থঃ। সুচরিতে শোভনে চরিত্রে সদাচাররূপে পুণ্যে মা মাং যজমানমাভজ সর্ব্বতো ভজ স্থাপয়েত্যর্থঃ॥ (কা০ ৭।৯।৩) উদায়ুষেত্যুৎথানামিতি। উদায়ুষা উৎকৃষ্টেন চিরজীবনলক্ষণেনায়ুষা নিমিত্তেন তথা স্বায়ুষা যাগদানাদিনা শোভনেনায়ুষা নিমিত্তভূতেন অমৃতাননু সোমাদিদেবাননুসৃত্য উদস্থামুত্থিতবানস্মি। তিষ্ঠতের্লুঙিরূপং॥ (৪—২৮ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——০:*:০——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র দুইটী সরল প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক-সূচক। মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে। ভাষ্যক্রমণিকায় প্রকাশ—সোম গ্রহণ করিয়া, সোম-সম্বোধনে এই মন্ত্রের প্রয়োগ বিহিত হয়। মন্ত্রটী অগ্নি-দেবতাকে এবং পুরস্তাদ্‌ বৃহতী ছন্দে গ্রথিত।

ভাষ্য-মতে মন্ত্রদ্বয়ের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'অগ্নি! তুমি আমাকে দুশ্চরিত অর্থাৎ পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর অর্থাৎ পাপ-কার্য্যে যেন আমার প্রবৃত্তি না হয়; অপিচ, শোভন-চরিত্র অর্থাৎ সদাচার-রূপ পুণ্যকার্য্যে আমাকে (যজমানকে) সর্ব্বতোভাবে স্থাপন কর। উৎকৃষ্ট চিরজীবন-লক্ষণভূত আয়ুর নিমিত্ত এবং যাগ-দানাদি দ্বারা লব্ধ শোভন আয়ুঃ-প্রাপ্তির নিমিত্ত, সোমাদি দেবগণকে অনুসরণ করিয়া উত্থিত হইয়াছি।'

মন্ত্রদ্বয়ের আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহা প্রায়শঃ ভাষ্যেরই অনুসারী হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'উদায়ুষা' এবং 'সায়ুষা' দুইটী পদ আছে। 'উৎ' এবং 'আয়ুষা' এই দুইটী পদে 'উদায়ুষা' পদ নিষ্পন্ন। ভাষ্যকার 'উদায়ুষা' পদটীকে এক পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সে মতে অর্থ হইয়াছে,—'উৎকৃষ্টেন চিরজীবনলক্ষণেনায়ুষা নিমিত্তেন।' তাহাতে 'উদায়ুষা' ও 'স্বায়ুষা' প্রায় একই অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। সেই জন্য আমরা 'উদায়ুষা' পদকে 'উৎ' এবং 'আয়ুষা' দুইটী বিভিন্ন পদে বিভক্ত করিয়া অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,—'অক্ষয় জীবনলাভায় উত্তিষ্ঠামি।' আর 'স্বায়ুষা' পদের অর্থ হইয়াছে,—সৎকর্ম্মসাধনাদিনা শোভনজীবনধারণায়।' কিন্তু অক্ষয় জীবন লাভ হয় কি প্রকারে? যখন ভগবানে আত্মলীন করিতে পারা যায়,—যখন চৈতন্যে চিৎস্বরূপে আত্মার সম্মিলন সংঘটিত হয়। তাহা হইলেই অক্ষয় চিরজীবন লাভ হইত পারে। আর সৎকর্ম্মাদি সাধন দ্বারা যে শোভন জীবন লাভ হয়, তাহাই 'স্বায়ুষা।' যিনি যাগদানাদি সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, তিনিই ইহসংসারে মৃত হইলেও, জীবিত পদবাচ্য। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি।' তাঁহার কার্য্য—তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে জীবিত রাখে। তাই মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেব! স্বায়ুষা অর্থাৎ সৎকর্ম্মাদি সাধন দ্বারা যে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইতে পারা যায়,—আমি যেন ভবৎপ্রসাদে সেই যশঃখ্যাতির অধিকারী হই;—অর্থাৎ আমার প্রবৃত্তি—আমার মতিগতি যেন সৎকর্ম্মসাধনে, ভগবানের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে, নিয়োজিত হয়।' মন্ত্রে আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে দেব! আমি যেন আপনাতে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই; তাহাতেই যেন আমার অক্ষয় জীবন লাভ হয়।'

মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করুন। আমি যেন পাপ লিপ্ত না হই; পাপপ্রবৃত্তি যেন আমাকে অসৎপথে লইতে সমর্থ না হয়। সদাচারসম্পন্ন হইয়া আমি যেন আপনার আরাধনায় নিরত থাকি।' (৪অ—২৮ক—১-২ম)॥

—•—

ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ঊনত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

প্রতি পন্থামপদ্মহি স্বস্তিগামনেহসম্।

যেন বিশ্বাঃ পরি দ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বসু॥ ২৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যেন' (প্রসিদ্ধেন, যস্মিন পথি গমনেনেত্যর্থঃ) 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বান্, নিখিলান্নিত্যর্থঃ) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষিণঃ শত্রূন্, কামক্রোধাদিপাপসম্বন্ধানিতি যাবৎ) 'পরিবৃণক্তি' (পরিতঃ সর্ব্বতো বর্জ্জয়তি—নরঃ ইতি শেষঃ); হে শুক্রসত্ত্ব! ত্বৎপ্রসাদেন তং 'স্বস্তিগাং' (স্বস্তিনা ক্ষেমেণ

সুখেন বা গন্তুং যোগং, যদ্বা সৎসম্বন্ধসমন্বিতং) 'অনেহসং' (পাপসম্বন্ধরহিতং, যদ্বা—যেন গমনেন গতানামপরাধং পাপং বা ন ভবতি তাদৃশং) 'পন্থাং' (পন্থানং, মার্গং, সৎপথমিত্যর্থঃ) 'প্রত্যপদ্মহি' (প্রত্যপদ্যামহি, বয়ং প্রাপ্তা অভূমেত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পমূলক আত্মোদ্বোধন সূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ অস্য ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াং; অতঃ বয়ং সৎপথমবলম্ব্য সৎকর্ম্মণা ভগবদভিমুখগনো ভবামঃ। (৪অ—২৯ক—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বসম্বোধনে বিনিযুক্ত এবং আত্মোদ্বোধন-সূচক।]

যে প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে নিখিল শত্রুদিগকে অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদিপাপসম্বন্ধসমূহকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা যায়; হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনার প্রসাদে সেই সুখে গমন-যোগ্য অর্থাৎ সৎসম্বন্ধ-মণ্ডিত ও পাপ-সম্বন্ধরহিত (অথবা যে পথে গমন করিলে, গমনকারীকে কোনও অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না) সেই পথকে আমরা প্রাপ্ত হইব। মন্ত্রটি সঙ্কল্পমূলক এবং আত্মোদ্বোধনাসূচক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সৎকর্ম্মাদি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়; অতএব, সৎকর্ম্ম দ্বারা সৎপথ আশ্রয় করিয়া আমরা ভগবদভিমুখী হইব।)॥ (৪অ—২৯ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)

(কা০ ৭।৯।৪) শীর্ষ্ণি সোমং কৃত্বা পাণিমন্তর্ধায় প্রতি পন্থামিত্যনোঽভ্যেতীতি। শকটমভিলক্ষ্য গচ্ছেদিত্যর্থঃ। অনুষ্টুপ্ পথিদেবত্যা। পন্থানং স্তৌতি। পন্থাং পন্থানং মার্গং প্রত্যপদ্মহি বয়ং প্রত্যপদ্যামহি প্রতিপন্নাঃ। প্রাপ্তা অভূমেত্যর্থঃ। পদ গতাবিত্যস্য ব্যত্যয়েন শপি লুপ্তে লঙিরূপং। বিভক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণে পন্থামিতি রূপং। কিম্ভূতং পন্থানং। স্বস্তিগাং স্বাস্ত ক্ষেমেণ গম্যতে যত্র স স্বস্তিগাস্তং ক্ষেমেণ গন্তুং যোগ্যং। গমের্ব্বিটি প্রত্যয়ে বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিতি মকারস্যাকারে রূপং। তথা অনেহসম। এহঃ পাপরূপশ্চোরাদিবাধস্তদ্রহিতং। যদ্বা এহ ইত্যপরাধনাম। যত্র গতানামপরাধো নাস্তি। যেন পথা গচ্ছন্ পুরুষো বিশ্বাঃ বিশ্বান্ সর্ব্বান্ দ্বিষো দ্বেষিণশ্চোরাদীন্ পরিবৃণক্তি পরিতো বর্জ্জয়তি। বৃজী বর্জনে রুধাদিঃ। বসু বিন্দতে ধনঞ্চ লভতে তং পন্থানমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। বিদ্‌ৢ লাভে॥ (৪অ—২৯ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——•:*:•——

ভাষ্যমতে মন্ত্রটী পথিদেবতার সম্বোধনে প্রযুক্ত। ক্রীত সোম মস্তকোপরি গ্রহণ করিয়া, হস্ত দ্বারা সোমপাত্র ধারণ করিয়া, শকটের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'আমরা পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিরূপ পথ? না—সুখে যেমন যোগ্য এবং পাপরূপ চৌরাদি রহিত, অথবা যে পথে গমন করিলে গমনকারীর কোনও অপরাধ হয় না; অথবা যে পথে গমন করিলে নিখিল পাপসম্বন্ধ পরিবর্জ্জন করা যায়।

মন্ত্রটী সরল ও সহজবোধ্য। ভাষ্যকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে আমাদের প্রায়ই মতানৈক্য ঘটে নাই। ভাষ্যমতে 'পন্থাং' পদে সাধারণ গমনাগমনের পথের বিষয় উপলব্ধি হয়। কিন্তু আমরা ঐ পদে সাধারণ পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া সৎপথ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সৎপথে গমন নিরাবিল সুখের এবং অসৎপথ অবলম্বন দারুণ দুঃখের দৃষ্টান্ত। সংসারে প্রতি কার্য্যেই ইহা প্রত্যক্ষ হয়। সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য্য সম্পাদনে ভগবানের কৃপা অতি সহজেই পাওয়া যায়; কিন্তু অসৎপথে অসৎবৃত্তির প্রেরণায় অসৎকার্য্য-সম্পাদনে, তাহা বহু দূরে সরিয়া যায়। সৎকার্য্যের সরলতা এবং অসৎকার্য্যের কণ্টকময় জালামালা, সংসারে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। অসদ্বৃত্তি—পাপসম্বন্ধ—ইহলৌকিক সকল দুঃখের মূল। সেই দুঃখমূল উচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইতে হইলে, সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা, সৎপথ অবলম্বন ও সৎকর্ম্মের সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ সৎস্বরূপ। তিনিই অনন্ত সুখের আধার। সতের আশ্রয়েই সৎকে পাওয়া যায়। তাই ভক্ত সাধক কহিতেছেন,—'এত কাল অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; এতকাল অজ্ঞানান্ধকার ঘেরিয়া ছিল;—তাই পথ চিনিতে পারি নাই। হে দেব! এখন সে মোহের আবরণ অপসারিত হইয়াছে। এখন সেই সরল সহজ পথের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি এমন করুন, যেন আমরা আর পথভ্রষ্ট না হই। একবার যখন সন্ধান দিয়াছেন, তখন আর নিদয় হইবেন না; একবার যখন চিনাইয়া দিয়াছেন, তখন যেন আর ভুলিয়া না যাই। সৎপথ-প্রদর্শনের আপনিই একমাত্র অধিকারী। আপনি চিনাইয়া না দিলে, আপনি জাগাইয়া না দিলে, কিরূপে চিনিব প্রভু—কেমন করিয়া জানিব দেব!' আমরা মনে করি, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই নিহিত আছে।

এক্ষণে, মন্ত্রে পথের বিশেষণমূলক শব্দদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। ঐ যে বিশেষণ-দ্বয়, 'স্বস্তিগাং' ও 'অনেহসং'—এই যে বিশেষণদ্বয়, উহা দৃষ্টে আমরা 'পন্থাং' পদে সাধারণ গমনাগমনের পথ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'সৎপথ' অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছি। সৎপথে গমনেই পাপসম্বন্ধ বর্জ্জন করা যায়,—সৎপথে গমনেই গমনকারীর কোনও অপরাধ বা পাপ হয় না। সৎপথই "স্বস্তিগা" অর্থাৎ পরমসুখ প্রদান করে; সৎপথে গমন করিলেই 'রিষঃ' অর্থাৎ

কামক্রোধাদি পাপসম্বন্ধ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তদ্ভিন্ন অন্য যে পথেই মানুষ অগ্রসর হইবে, সেই পথই কণ্টকময়, সেই পথই শত্রুসমাকুল, সেই পথই অশেষ দুঃখময়। মন্ত্রের তাই উপদেশ—'সৎপথে চলিয়া সৎস্বরূপে অনুগামী হও; শত্রুভয় থাকিবে না, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না; তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।' (৪অ—২৯ক—১ম)॥

—— * ——

ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। চতুর্স্বস্ত্রাম্নিকা)।

(১) অদিত্যাস্ত্বগসি। (২) অদিত্যৈ সদ আসীদ।

(৩) অস্তভ্নাদ্ দ্যাং বৃষভো অন্তরিক্ষমমিমীত বরিমাণং পৃথিব্যাঃ।

(৪) আসীদদ্বিশ্বা ভুবনানি সম্রাড়্বিশ্বেত্তানি বরুণস্য ব্রতানি॥ ৩০॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অদিত্যাঃ' (অনন্তস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'ত্বক্' (শরীররূপঃ, অঙ্গীভূতঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বং হি ভগবতঃ স্বরূপং; শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং ইতি ভাবঃ।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অদিত্যৈ সদঃ' (ভগবৎসম্বন্ধিনং স্থানং, নির্ম্মলং হৃদয়ং) 'আসীদ' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুহি, যদ্বা—তত্র উপবিশেত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং হৃদি ধারয়াম।

৩। 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ, যদ্বা—সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ঃ) স ভগবান্ 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, স্বর্লোকং) তথা 'অন্তরিক্ষং' (ব্যোমং, সর্ব্বলোকং ইতি ভাবঃ) 'অস্তভ্নাৎ' (স্তম্ভয়তি, ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ); অপিচ, 'পৃথিব্যাঃ' (ভুবি) তস্য ভগবতঃ 'বরিমাণং' (শ্রেষ্ঠত্বং, মহিমানমিত্যর্থ) 'অমিমীত' (অপরিমেয় ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—স ভগবান্ স্বকীয়েন প্রভাবেন সর্ব্বলোকং ধারয়তি; পরন্তু তস্য মহিমানঃ পারং কোঽপি ন জানীতি। প্রার্থনা—স ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকরোতু।

৪। 'সম্রাট্' (সম্যগ্রাজমানঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং স্বামী স ভগবান্) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, নিখিলানি) 'ভুলোকানি' (লোকান্) 'আসীদৎ' (ব্যাপ্নোতি); 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'ইৎ' (এব, নিশ্চিতমিত্যর্থঃ) 'বরুণস্য' (তস্য সর্ব্বশক্তিমতঃ করুণাপরস্য বা ভগবতঃ) 'ব্রতানি'

(কর্ম্মাণি, মহিম্নঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তীতি শেষঃ ; যদ্বা—সর্ব্বাণি বিশ্বানি তস্য মহিমানং কথয়ন্তি ইতি ভাবঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ—বিশ্বব্যাপকত্বং এব ভগবতঃ কর্ম্ম ধর্ম্মং বা। অতঃ স ভগবান্ মম হৃদয়ং অধিকৃত্য তিষ্ঠতু। (৪অ—৩০ক—১-ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অনন্তস্বরূপ ভগবানের শরীররূপ বা অঙ্গীভূত হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বই ভগবানের স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।)

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎসম্বন্ধি স্থানকে অথবা নির্ম্মল হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও, অথবা সেখানে উপবেশন কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমরা ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ বা প্রতিষ্ঠিত করি।)

৩। অভীষ্টবর্ষণকারী অথবা সকলের বরণীয় সেই ভগবান্ দ্যুলোককে এবং অন্তরিক্ষলোককে (ব্যোমকে, অর্থাৎ সর্ব্বলোককে) স্তম্ভিত করেন, অথবা ব্যাপিয়া আছেন। অপিচ, পৃথিবীতে সেই ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহিমা অপরিমেয়। (ভাব এই যে,—ভগবান্ স্বকীয় প্রভাব দ্বারা সর্ব্বলোক ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার মহিমার সীমা কেহই অবগত নহেন। প্রার্থনা—সেই ভগবান্ আমার হৃদয় অধিকার করুন।)

৪। সম্যগ্‌রাজমান্ অথবা সকলের স্বামী সেই ভগবান্, নিখিল বিশ্ব-ভুবন ব্যাপিয়া আছেন। বিশ্বের সকলেই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অথবা করুণাপরায়ণ সেই ভগবানের কার্য্য অর্থাৎ মহিমা ঘোষণা করে। (ভাব এই যে,—বিশ্বব্যাপকতাই ভগবানের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। সেই ভগবান্ আমার হৃদয় ব্যাপিয়া অবস্থিতি করুন।)॥ (৪অ—৩০ক—১-৪ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

* (কা০ ৭।৯।১) কৃষ্ণাজিনমস্মিন্নাস্তৃণাত্যাদিত্যাস্ত্বগসীতি। অস্মিন্ শকটে ইত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণাজিন! ত্বমাদিত্যাস্ত্বগসি অথণ্ডিতায়াঃ পৃথিব্যাঃ ত্বগ্‌রূপং ভবসি। (কা০ ৭।৯।১ তস্মিন্ সোমং নিদধাত্যদিত্যৈ সদ ইতীতি। হে সোম! ত্বমদিত্যৈ সদঃ অদিতের্ভূমেঃ সম্বন্ধি স্থানমাসীদ সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুহি তত্রোপাবশেত্যর্থঃ॥ (কা০ ৭।৯।৮) অস্তভ্নাদ্ দ্যামিতি সোমমালভ্য বাচয়তীতি। দ্বে বরুণদেবতে ত্রিষ্টুভৌ। ক্রীতসোমস্য বরুণদেবত্বাদ্বরুণো

ব্রহ্মরূপেণ স্তূয়তে। বৃষভঃ শ্রেষ্ঠো বরুণো অমস্তভ্নাৎ দ্যুলোকো যথা ন পততি তথা স্বকীয়-য়াজ্ঞয়া স্তম্ভিতবান্। তথান্তরিক্ষমপ্যস্তভ্নাৎ। তথা পৃথিব্যা বরিমাণং ভূমেরুরুত্বমমিমীতে মিমীতে। উরোর্ভাবো বরিমা তং। এতাবতী ভূরিতি পরিমাণং জানাতীত্যর্থঃ। তথা সম্রাট্ সম্যগ্রাজমানো বরুণো বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি আসীদৎ লোকান্ ব্যাপ্নোতি। বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি। ইৎ এবার্থে। সর্ব্বাণ্যেব বরুণস্য ব্রতানি কর্ম্মাণি। যদ্বা ইদিত্যব্যয়মিত্থমর্থে। ইদিত্থং তানি দ্যুলোকস্তম্ভনাদীনি বরুণস্য ব্রতানি ব্রতবন্নিয়তানি। সর্ব্বদা তানি করোতীত্যর্থঃ॥ (৪অ—৩০ক—১-৪ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্র-ভাষ্যে প্রকাশ,—এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী শকটোপরি কৃষ্ণাজিন আস্তীর্ণ করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়। সে মতে মন্ত্রটী কৃষ্ণাজিনের সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি 'অদিত্যাঃ' অর্থাৎ অখণ্ডিতা পৃথিবীর ত্বক্-রূপ হও।' অতঃপর কৃষ্ণাজিন-বিস্তৃত সেই শকটোপরি সোম স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। সে মতে মন্ত্রটী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রার্থ,—'হে সোম! তুমি ভূমিসম্বন্ধি স্থান সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হও! অতএব সেখানে অর্থাৎ শকটোপরি উপবেশন কর।' অতঃপর সোমকে আলম্ভন করিতে করিতে 'অস্তভ্নাদ্ দ্যাং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রদ্বয় বরুণ-দেবতা-সম্বন্ধী ও ত্রিষ্টুভ্ ছন্দোবিশিষ্ট। ক্রীত সোমের বরুণ-দেবতাত্ব-হেতু সেই বরুণকে ব্রহ্মরূপ-জ্ঞানে মন্ত্রদ্বয়ে তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে। সে হিসাবে মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ; যথা,—'শ্রেষ্ঠ বরুণ দ্যাং অর্থাৎ দ্যুলোককে স্তম্ভন করেন অর্থাৎ দ্যুলোক যাহাতে পতিত না হয়, বরুণদেব স্বকীয় আজ্ঞা দ্বারা সেইরূপ স্তম্ভন করিয়াছিলেন। সেইরূপ অন্তরিক্ষলোককেও স্তম্ভন করেন; অপিচ, তাহাতে পৃথিবীর উরুত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয় অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বকীয় মহিমায় প্রতিপাদিত করেন। পরন্তু সম্যক্ রাজমান সেই বরুণ বিশ্বের সকল লোক ব্যাপ্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সকলই সেই বরুণের কার্য্য অর্থাৎ দ্যুলোক-স্তম্ভনাদি-রূপ ব্রতবৎ নিয়ম-কর্ম্ম বরুণদেব সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।'

যাহা হউক, এই মন্ত্রের অর্থে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন ও সোম সম্বোধন-সূচক কোনও পদই পরিদৃষ্ট হইল না। সুতরাং মন্ত্রদ্বয়ের সম্বোধনমূলক ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত পদদ্বয় পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম। পক্ষান্তরে, আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। সে সম্বন্ধে আমাদের যৌক্তিকতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভাষ্যকার মন্ত্র-চতুষ্টয়ের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে সে অর্থও আমরা গ্রহণ করিলাম না। সে বিষয় আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে কি সূত্রে আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

(যজুর্ব্বেদ—১৬শ—৬৪

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধন আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষায় সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। 'আদিত্যাঃ' পদ 'অদিতি' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'অদিতি' শব্দে অনন্ত বুঝায়—বেদ-ব্যাখ্যায় বিভিন্ন স্থানে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনন্ত বলিতে ভগবান্ ভিন্ন অপরকে বুঝায় না। সুতরাং 'অদিত্যাঃ' পদে 'অনন্তরূপস্য ভগবতঃ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'ত্বক্'—শরীরাবরণ। ত্বক যেমন শরীরের অংশভূত, শুদ্ধসত্ত্ব সেইরূপ ভগবানের অংশভূত। এখানে 'অদিত্যাস্তুক্' বলিতে ভগবানের অংশভূত সেই শুদ্ধসত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। ভগবান ও শুদ্ধসত্ত্ব যে আধার ও আধেয় রূপে বিরাজমান, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীরূপ। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব, সেইখানেই যে ভগবান্; আবার যেখানে ভগবান, সেইখানেই যে শুদ্ধসত্ত্ব; তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। তাই 'ত্বক্' শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—অঙ্গীভূত বা অংশীভূত; এবং তাহা হইতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের শরীর রূপ বা অঙ্গীভূত হও।' হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হইলে, সে হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান অতি সহজে হইয়া থাকে। নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সে আসন প্রস্তুত হয়; শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই তথায় ভগবান্ আসিয়া উপস্থিত হন।

দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের মতান্তর থাকিলেও, অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই মতানৈক্য নাই। ঐ মন্ত্রের 'অদিত্যৈ সদঃ' পদদ্বয়ে ভাষ্যকার 'ভূমি' বা পৃথিবী সম্বন্ধ স্থান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'অদিতি' পদ অনন্তস্বরূপ ভগবানকে বুঝায় বলিয়া, ঐ পদদ্বয়ে অমরা 'ভগবৎসম্বন্ধিনং স্থানং, যদ্বা—নির্ম্মলং হৃদয়ং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত তাহাতে ভাবসঙ্গতিও রক্ষিত হইয়াছে, আবার মন্ত্রার্থে এক উচ্চ ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয় যখন নির্ম্মল হয়, অন্তর যখন পবিত্র ভাব ধারণ করে, তখনই সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। আবার, শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চিত হইলেই, হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইলেই, তখনই ভগবানকে বলা যায়, তখনই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা চলে,—'হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে আসিয়া উপবেশন করুন।' তখনই তাঁহাকে ডাকিবার ভরসা হয়; তখনই তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তখনই ডাকার মত ডাকিবার সামর্থ্য আসে। তদ্ভিন্ন সে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভবপর কি?

কণ্ডিকার তৃতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র ভগবানের মহিমাজ্ঞাপক। তিনি বিশ্বভুবন ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহারই নিয়মে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—সকল লোকই যথাস্থানে অবস্থিত আছে। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টসামগ্রী তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে—মন্ত্রদ্বয়ে এই ভাবই পরিস্ফুট। তৃতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'পৃথিব্যাঃ' পদের অর্থে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। মন্ত্রে 'পৃথিব্যাঃ' পদে ষষ্ঠি বিভক্তি আছে; কিন্তু অর্থে আমরা সপ্তম্যান্ত 'ভুবি' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ অংশের যে অর্থ হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব অপরিমেয়' অর্থ অপেক্ষা, বিশ্বের কেহই ভগবানের মহিমার অন্ত পায় না—এই অর্থই অধিকতর সমীচীন। (৪অ—৩০ক—১-৪ম)॥

একত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়ঃ। একত্রিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বি-মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।

(২) হৃৎসু ক্রতুং বরুণো বিক্ষ্বগ্নিং দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ৩১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

য ভগবান্ 'বনেষু' (বনানীনাং অগ্রভাগেষু, বৃক্ষাগ্রেষু) 'অন্তরিক্ষং' (আকাশং) 'অর্ব্বৎসু' পুরুষেষু) 'বাজং' (বীর্য্যং) তথা, 'উস্রিয়াসু' (গোষু) 'পয়ঃ' (দুগ্ধং, ক্ষীরং) 'বি-ততান' (বিস্তারিতবান্) স 'বরুণঃ' (স করুণাধারঃ এব) 'হৃৎসু' (অন্তরেষু) 'ক্রতুং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধণসঙ্কল্পং) 'বিক্ষু' (লোকেষু) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং) 'দিবি' (দ্যুলোকে, স্বর্লোক-প্রাপ্তস্য সাধকস্য বা হৃদি) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানসূর্য্যং পূর্ণজ্ঞানং) তথা 'অদ্রৌ' (অস্মাকং পাষাণ-বৎ কঠোর হৃদয়েষু) 'সোমং' (শুদ্ধসত্বং) 'অদধাৎ' (স্থাপিতবান্, প্রদদাতি) ॥ অয়ং ভাবঃ— সর্ব্বেষাং বস্তূনাং শ্রেষ্ঠঃ সারাংশো বা ভগবৎ-করুণা-সাপেক্ষঃ। (৪অ—৩১ক—১-২ম) ॥

* * *

অথবা,

য 'বরুণঃ' (করুণাধারঃ ভগবান্) 'বনেষু' (অরণ্যসদৃশেষু হৃদয়েষু) 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং) 'বি-ততানং' (বিস্তারিতবান), তথা 'অর্ব্বৎসু' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু জনেষু) 'বাজং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) বি-ততান, তথা 'উস্রিয়াসু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানাভ্যন্তরেষু) 'পয়ঃ' (সত্বভাবং, ভক্তিং) বিততান, স ভগবান্ এব 'দিবি' (দ্যুলোকে, স্বর্গে) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানসূর্য্যং, পূর্ণজ্ঞানং) তথা 'অদ্রৌ' (পাষাণবৎ কঠোরেষু অস্মাকং হৃদয়েষু) 'সোমং' (শুদ্ধসত্বং) 'অদধাৎ' (নিদধাতি) ॥ অয়ং ভাবঃ—ভবগৎকৃপয়া অস্মাসু সত্বভাবস্য উন্মেষো ভবতি। (৪অ—৩১ক—২ম) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ বনানীর অগ্রভাগে অন্তরিক্ষকে, পুরুষগণের মধ্যে বীর্য্যকে এবং গাভীগণের মধ্যে দুগ্ধকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন; সেই করুণাধারই অন্তরের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনসঙ্কল্পকে, লোকসমূহের মধ্যে

জ্ঞানাগ্নিকে, স্বর্গলোকপ্রাপ্ত সাধুগণের হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে বা পূর্ণজ্ঞানকে এবং পাষাণবৎ কঠোর আমাদিগের এই হৃদয়ের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—সকল বস্তুরই শ্রেষ্ঠ বা সার অংশ ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ।)॥ (৪অ—৩১ক—১-২ম)॥

* * *

অথবা,

যে করুণাধার ভগবান্ অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের মধ্যে অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিত স্নেহকারুণ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন জনগণের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং জ্ঞানের অভ্যন্তরে ভক্তিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষী ন্তরের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধন-সঙ্কল্পকে বিস্তৃত করিয় রাখিয়াছেন এবং লোকসমূহের মধ্যে জ্ঞানাগ্নিকে বিস্তৃত করিয় রাখিয়াছেন; সেই ভগবানই স্বর্গে জ্ঞান-সূর্য্যকে (পূর্ণজ্ঞানকে) এব পাষাণবং-কঠোর আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বকে স্থাপিত করিয়াছেন (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপাতেই আমাদিগের মধ্যেই সত্ত্বভাবেম উন্মেষ হয়।)॥ (৪অ—৩১ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৯।৯) বনেষু ব্যন্তারিক্ষমিতি সোমপর্য্যাণহনেন পরিতত্যোতি। বন্ধনহেতুনা বস্ত্রেণ পরিতো বেষ্টয়িত্বেত্যর্থঃ। বি উপসর্গস্ততানেত্যনেন সম্বধ্যতে। বরুণো বণেষু বনগত-বৃক্ষাগ্রেষু অন্তারক্ষাগ্রেষু অন্তারক্ষমাকাশং বিততান। যদ্যপি সর্ব্বগতমন্তরিক্ষং তথাপি তত্র মূর্ত্তদ্রব্যভাবাদত্যন্তং বিস্তারিতবান্। তথার্ব্বৎসু অশ্বেষু বাজং বলং বিততানেত্যনু-বর্ত্ততে। যদ্বার্ব্বৎসু পুরুষেষু বাজং বীর্য্যং বিততান। বীর্য্যং বৈ বাজঃ পুমাংসোঽর্ব্বস্ত ইতি শ্রুতেঃ (৩।৩।৪।৭)। তথা উস্রিয়াসু পয়ঃ ক্ষীরং বিততান। উস্রিয়াশব্দো গোনামসু পঠিতঃ (২.১১।৩)। হৃৎসু হৃদয়েষু ক্রতুং সঙ্কল্পং তচ্ছক্তিযুতং মনো বিততান। বিক্ষু প্রজাসু অগ্নিং জঠরাগ্নিম্। দিবে দ্যুলোকে সূর্য্যং বিততান। অদ্রৌ পর্ব্বতে সোমং বল্লীরূপমদধাৎ স্থাপিতবান্। পর্ব্বতপাষাণসন্ধিষু সোমবল্ল্যা উৎপদ্যমানত্বাদদ্রৌ সোমস্থাপনমুক্তং। তথাহ তৈত্তিরিঃ। সোমমদ্রাবিত্যাহ গ্রাবাণো বা অদ্রয়স্তেষু বা এষ সোমং নিদধাতীতি এবং মন্ত্রদ্বয়োক্তদ্যুলোকস্তম্ভনাদিসামর্থ্যবান পরব্রহ্মলক্ষণো বরুণস্তং বয়ং স্তুম ইতি শেষঃ। (৪অ—৩১ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই মন্ত্রটী করুণাময় ভগবানের মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক। ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, এই মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত। ভাষ্যেও সেই ভাবই প্রকাশিত। তবে উহার মধ্যে যে একটু নিগূঢ় তত্ত্বের সন্নিবেশ আছে, আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিবার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র।

আমাদিগের দুই প্রকার অন্বয়ে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বাহ্য জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত অন্তর্জগতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব তুলনায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। আমাদিগের মনে হয়,—মন্ত্রের মূল লক্ষ্য হৃদয়ের প্রতি। সংসারের বিবিধ পদার্থের মধ্যে যেমন তাহাদিগের সারভূত এক একটী সামগ্রী আছে এবং ভগবান্ সেই সেই পদার্থের মধ্যে সেই সেই সারভূত সামগ্রী সন্নিবেশ করিয়া যেমন আপনার মহিমার ও অশেষ করুণার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ, সেই করুণাময় আমাদিগের এই পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়ের মধ্যে সত্ত্বভাবের ধারা স্বতঃপ্রবাহিত রাখিয়া, আপনার অশেষ মহিমা প্রকাশ করিয়া বিদ্যমান আছেন।

তাঁহার করুণার প্রকাশ যে কত দিকে—কত প্রকারে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? তাই বলা হইয়াছে—"বনেষু অন্তরিক্ষং বি-ততান"। অর্থাৎ, তিনি বন-সমূহে অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত রাখিয়াছেন। ভাষ্যের ভাব এই,—যদিও অন্তরিক্ষ সর্ব্বগত, তথাপি বনে মূর্ত্ত-দ্রব্যের অভাব-বশতঃ সেখানে আকাশের অত্যন্ত বিস্তৃতি প্রতিপন্ন হয়। আমরা এই স্থলে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ 'বনেষু' পদে আমরা 'অরণ্যানি' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। নিবিড় অরণ্যের পর, আর যে আকাশ আছে—সাধারণ দৃষ্টিতে সহসা তাহা উপলব্ধ হয় না। মনে হয়,—ঐ বনান্তেই যেন আকাশের শেষ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। অরণ্য যত দূর-বিস্তৃত হউক না কেন, তদন্তর্গত বৃক্ষরাজি যত দূর-উর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান থাকুক না কেন, সেই বনের সীমান্ত পরেও, সেই উন্নতশির তরুরাজির শীর্ষদেশ অতিক্রম করিয়াও, অন্তরিক্ষ বিদ্যমান আছে। এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা এই যে, আমরা যাহাকে সীমা বলিয়া ধারণা করি, বাস্তবিক তাহা সীমা নহে। অসীম অনন্ত আকাশের ন্যায় ভগবান্ অসীম অনন্ত রূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন। তিনি এখানেই নাই—সেখানে আছেন; অথবা তিনি সেখানে নাই, এখানে আছেন;—এই যে একটা ভ্রান্ত ধারণা লইয়া আমরা করুণাময় ভগবানের গণ্ডী নির্দ্দেশ করি, মন্ত্রাংশ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া দিতেছে। এক পক্ষে 'বনেষু অন্তরিক্ষং' পদদ্বয়ে এই এক ভাব পাই; পক্ষান্তরে ঐ দুই পদে আবার অন্তর্জগতের আর এক তত্ত্বকথা ব্যক্ত আছে—বুঝিতে পারি। সে পক্ষে "বনেষু" পদে অরণ্যসদৃশ আমাদিগের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। হিংস্র রিপুশ্বাপদসঙ্কুল এই হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে স্নেহ-করুণার ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার কারণ কি? সে কারণ কি এই নহে—সেই করুণাময়—"বনেষু

অন্তরিক্ষং বি-ততান।" এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা 'অন্তরিক্ষং' পদের প্রতিবাক্যে 'অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং স্নেহকারুণ্যং' পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি।

"বনেষু অন্তরিক্ষং"—করুণাময়ের করুণার এই যেমন এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি; তদ্রূপ তাঁহার করুণার আর এক পরিচয়—"অর্ব্বৎসু বাজং"। এ পক্ষেও দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি; যাঁহারা পুরুষ, তাঁহারা যে বীর্য্যবান্ হয়েন, সে এক তাঁহার করুণা। অথবা, যাঁহারা আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন, তাঁহাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য স্বতঃসঞ্জাত হয়। ইহাও ভগবানেরই করুণা—তাঁহারই অলৌকিক বিধান। তাই যাঁহারা ভগবানের প্রতি অগ্র অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম-সাধনের ক্ষমতা আপনিই জাগিয়া উঠে।' "অর্ব্বৎসু বাজং" পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশমান্। তার পর—"উস্রিয়াসু পয়ঃ"। এখানেও দুই রূপ ব্যাখ্যায় দুই রূপ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'উস্রিয়া' পদে গাভীকে বুঝায়। আবার, ঐ পদে প্রান-কিরণকেও (জ্ঞানকে) বুঝাইতে পারে। গাভীর মধ্যে যেমন ভগবান্ দুগ্ধকে সঞ্চিত রাখিয়াছেন; তেমনই জ্ঞানের মধ্যে তিনি শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছেন। উভয় পক্ষেই তাঁহার করুণার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কার্য্যকারিতার একটু সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কালবশে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়। আমরা তাহা দোহন করিয়া প্রাপ্ত হই। এখানে যেমন দোহন রূপ কর্ম্ম, জ্ঞানকে ভক্তিসহযুত করিবার পক্ষে তদ্রূপ একটু কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানাভ্যন্তরে ভক্তি—মানুষকে মোক্ষপথে অগ্রসর করে। জ্ঞান-ভক্তির এই সংযোগ—ভগবানের করুণা-প্রভাবেই সমাহিত হয়। এইরূপ, "হৃৎসু ক্রতুং" "বিক্ষু অগ্নিং" "দিবি সূর্য্যং" এবং "অদ্রৌ সোমং" প্রভৃতি বাক্যাংশেও ভগবানের বিবিধ করুণার নিদর্শন পাই।

তাঁহার এই সকল করুণার উপর যে করুণা—তাঁহার সর্ব্বপ্রধান যে করুণা, আমরা মনে করি, "অদ্রৌ সোমং" পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে; এবং ঐ দুই পদের ব্যাখ্যা-বিষয়েই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভগবানের প্রধান করুণা—তাঁহার সকল করুণার সার করুণা সে কি? না—ভাষ্যকার বলিয়াছিলেন,—পর্ব্বতের মধ্যে তিনি সোমলতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন! কেন-না, সোমলতার রস মাদকতা-সম্পন্ন; আর, সে রস-পানে ইন্দ্রাদি তৃপ্ত হন! এই এক ভ্রান্তবিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকায়, এইরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়া গিয়াছে। লতা-পাতা মাদক-দ্রব্য—এ তো তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বত্রই আছে! ইহাতে তাঁহার অলৌকিকত্ব বা অভিনবত্ব আর কি থাকিতে পারে? আমরা তাই বলি, ঐ ভাব—ভাবই নহে, ঐ অর্থ—অর্থই নহে। যিনি দ্যুলোকে সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন অথবা যিনি স্বর্গলোকে জ্ঞানাধারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; অন্তরিক্ষ যাঁহার বিশাল সৃষ্টি-মহিমার দ্যোতনা করিতেছে; তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য মাত্র একটা সোমলতা-সৃষ্টির উপমা প্রয়োজন হইল? এ অর্থ আমরা কখনও সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। সোম-শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা যে শুদ্ধসত্ত্ব ভাব অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও তাহারই সার্থকতা উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি, সেই তাঁহার অপার করুণা—আমাদিগের ন্যায় নাস্তিক পাষণ্ডের পাষাণ-হৃদয়ে তিনি যে শুদ্ধসত্ত্বের স্নেহধারা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেন। যেদিক

দিয়া যে ভাবেই অর্থ পরিগ্রহণ করি না কেন, তিনি যে "বরুণঃ" তিনি যে কৃপাবারি-বর্ষক, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মই অর্থাৎ এই পাষাণ-হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার-করণই তাঁহার প্রধান মহিমার পরিচায়ক। উপমা-সমূহের দ্বারা তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি যেমন "বনেষু অন্তরিক্ষং বি-ততান", তিনি তেমনই "অদ্রৌ সোমং অদধাৎ"। উভয়ত্রই তাঁহার অপার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। (৪অ—৩১ক—১-২ম)॥

— • —

দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। দ্বাত্রিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বি-মন্ত্রাত্মিকা)।

(১) সূর্য্যস্য চক্ষুরারোহাগ্নেরক্ষ্ণঃ কনীনকম্।

(২) যত্রৈতশেভিরীয়সে ভ্রাজমানো বিপশ্চিতা॥ ৩২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মনঃ! ত্বং 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য) 'চক্ষুঃ' (দৃষ্টিং) 'আরোহ' (প্রাপয়), তথা 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য) 'অক্ষ্ণঃ' নেত্রস্য) 'কনীনকম্' (তারকাং) প্রাপয় ইতি শেষঃ; জ্ঞানস্য দৃষ্টিঃ তব প্রতি পতিতা ভবতু, যদ্বা ত্বং একান্তেন জ্ঞানানুসারী ভব—ইতি ভাবঃ। 'যত্র' (যস্মিন্ অবস্থায়াং—গমনার্থং ইতি ভাবঃ) ত্বং 'বিপশ্চিতা' (বিদুষা জ্ঞানিনা বা সহ) 'ভ্রাজমানঃ' (দীপ্যমানঃ, সম্মিলিত ইতি ভাবঃ,) ভবতি, 'এতশেভিঃ' (ত্বরিতসৎকর্ম্মপরতাভিঃ) তদবস্থায়াং 'ইয়সে' (উপনীতোঽগ্রসরো বা ভব)। জ্ঞানিনং অনুসরণং কৃত্বা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন ত্বং জ্ঞানবান্ ভব—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৪অ—৩২ক—১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! তুমি জ্ঞানাধারের দৃষ্টিকে প্রাপ্ত হও, এবং জ্ঞানদেবের নেত্রের তারকাকে প্রাপ্ত হও; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক, অর্থাৎ তুমি একান্তে জ্ঞানানুসারী হও); যে অবস্থায় গমনের জন্য তুমি জ্ঞানীর সহিত দীপ্যমান্ অর্থাৎ সম্মিলিত হও, ত্বরিতসৎকর্ম্মপরতার দ্বারা সেই অবস্থায় অগ্রসর বা উপনীত হও।

(ভাব এই যে,—জ্ঞানীকে অনুসরণ করিয়া সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে তুমি জ্ঞানবান্ হও।)॥ (৪অ—৩২ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৯।৯) কৃষ্ণাজিনং পুরস্তাদাসজতি সূর্য্যস্য চক্ষুরিতীতি। কৃষ্ণাজিনদেবত্যাত্রিষ্টুপ্। হে কৃষ্ণাজিন। ত্বং সূর্য্যস্য চক্ষুর্নেত্রং আরোহ। তথা অগ্নের্ব্বহ্নেরক্ষ্ণো নেত্রস্য কনীনকনং তারকাং চারোহ। তথোচ্চৈস্তরাস্তব যথৈতাভ্যাং দৃশ্যসে ইত্যর্থঃ। যত্র যস্মিন্নেতয়োর্দ্দর্শনে বিপশ্চিতা বিদুষা সর্ব্বজ্ঞেন সূর্য্যেণাগ্নিনা চ ভ্রাজমানঃ দীপ্যমানঃ সন্নেতসেতিরেতশৈরশ্বৈস্তমিয়সে গচ্ছসি। এতশ ইত্যশ্বনামসু (নি০ ১।১৪।১০) পঠিতং। যত্র ত্বমশৈর্গচ্ছসি। ঈ গতৌ দিবাদিরাত্মনেপদী। এতশৈরিতি করণে তৃতীয়া। যদ্বা কর্ম্মণি রূপমেতশৈরিতি কর্ত্তরি তৃতীয়া। যত্রাশ্বৈস্ত্বং নীয়সে ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণাজিনস্য পুংমাত্মার্থম্। সূর্য্যাগ্নিদৃষ্টিবিষয়ত্বে সতি মার্গো রক্ষোবাধরহিতো ভবতি। তদুক্তং তিত্তিরিণা। এষ বাস্ত খলু রক্ষোহণ পন্থা যোঽগ্নেশ্চ সূর্য্যস্য চেতি॥ (৪অ—৩২ক—১-২ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———:*:———

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম)। সেই চর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি সূর্য্যের নেত্রে আরোহণ কর, আর তুমি বহ্নির নেত্রে তারকায় আরোহণ কর। সেইরূপ উচ্চে আরোহণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন কর। এতদুভয়ের দর্শনে সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যাগ্নির দ্বারা দীপ্যমান্ হইয়া অশ্বগণের দ্বারা তুমি গমন করিয়া থাক।' এখানে ভাষ্যেরও ভাব উপলব্ধ হয় না; আমরা ভাষ্যের যাহা মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম, তাহাতেও কিছু বুঝা যাইবে না। কৃষ্ণাজিন কি প্রকারে সূর্য্যের চক্ষুতে বা অগ্নির নেত্র-তারকায় আরোহণ করিবে, এবং কি প্রকারেই বা উহা জ্ঞানিগণের দ্বারা দীপ্যমান্ হইয়া ঘোটকারোহণে গমন করিবে, তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ কিরূপে হইতে পারে? রূপক ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সে দৃষ্টিতে—রূপকের তাৎপর্য্য অনুধাবন করাও সুসাধ্য নহে।

আমরা এই মন্ত্রের যে ভাব যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রটী কৃষ্ণাজিন-সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া মনঃ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি। সূর্য্য এবং অগ্নি সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এখানেও সেই ভাব অব্যাহত দেখি। সাধন-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া, সাধক এখানে আপনার মনকে জ্ঞান লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। 'মন! তুমি সূর্য্যের চক্ষুতে আরোহণ কর।'—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—'জ্ঞানাধারে দৃষ্টি তোমার প্রতি পতিত হউক, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানলাভে

প্রযত্নপর হও।' এই অংশে, পূর্ণজ্ঞান-লাভের পক্ষে মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ একেবারে কি পূর্ণজ্ঞান-লাভ করিতে পারে? সুতরাং পূর্ণজ্ঞান-লাভের উপায় দ্বিতীয় অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। সে অংশ—"অগ্নেঃ অক্ষ্ণং কনীনকং আরোহ।" অর্থাৎ, বলা হইয়াছে,—'অগ্নির চক্ষুর তারকায় তুমি আরোহণ কর।' এতদ্বাক্যের ভাব কি? ভাব এই যে,—'এই দৃশ্যমান্ জ্বলন্ত অগ্নিকে দেখিয়া উহার অধিষ্ঠানভূত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। অগ্নির অভ্যন্তরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিদ্যমান্ রহিয়াছে, অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি পতিত হউক।' ফলতঃ, মন্ত্রের এই প্রথম চরণের সার-মর্ম্ম এই যে,—'অল্প অল্প জ্ঞান সঞ্চার করিতে করিতে ক্রমে তুমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হও।'

কি ভাবে কি উপায়ে সেই জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাহারই আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশ আছে—'বিপশ্চিতা ভ্রাজমানঃ'; অর্থাৎ, জ্ঞানীর সহিত, পণ্ডিতের সহিত, সাধুর সহিত, প্রথমে তুমি মিলিত হও। সেই সম্মিলনে তোমাকে 'ভ্রাজমানঃ' বা দীপ্যমান্ করিবে। অসতের সঙ্গে অবস্থিতিতে, পাপীর সংসর্গে বিচরণে, কলুষ-কলঙ্কিত নিন্দার্হ; সুতরাং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিতে হয়। কিন্তু সাধুর সঙ্গে জ্ঞানীর সঙ্গে বসবাসে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়,—সুনাম সুযশ প্রখ্যাত হয়। মুক্তির পথও তদ্দ্বারাই প্রশস্ত হইয়া আসে। এই জন্যই সাধুসঙ্গের অপার মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত দেখি। এখানে 'বিপশ্চিতা' পদ একবচনান্ত আছে; তদ্দ্বারা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ—এইরূপ ভাব আসিতে পারে। মানুষের শ্রেয়োলাভের প্রথম উপায়—জ্ঞানীর সংসর্গ—সাধুর আশ্রয়-লাভ—সদ্গুরুর উপদেশ-প্রাপ্তি। এখানে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, "এতশেভিঃ ঈয়সে" পদদ্বয় হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়—বুঝিয়া দেখুন। 'এতশ' শব্দে ক্ষিপ্র-গমনের ভাব আসে। তাই এখানে 'এতশেভিঃ' পদে অশ্ব অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যত্র আবার 'এতশ' শব্দের ব্যাখ্যায় ঋষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর ঐ শব্দে একই ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অভিমুখে যাঁহারা ত্বরিতগমনশীল, ঐ পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। সৎকর্ম্মপরতাই মনুষ্যগণকে ত্বরিত-গতিতে ভগবৎসান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দেয়। এখানে সেই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। যেমন সাধুর সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলন ঘটিবে, তেমনিই সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি আসিবে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই জ্ঞানলাভ হইবে,—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই জ্ঞানাধারের সন্নিকর্ষ-প্রাপ্তি-রূপ সুমঙ্গল ঘটিবে। সতের আশ্রয়-লাভ করিলেই, সৎস্বরূপকে লাভ করিতে পারিবে; দুঃখমূল উচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'সকল কর্ম্মে সর্ব্বপ্রকারে সেই জ্ঞানাধারের প্রতি লক্ষ্য রাখ, জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হও। সে পক্ষে তোমার প্রথম ও প্রধান সহায়—সাধুসঙ্গ ও সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান। সাধুসঙ্গ লাভে, জ্ঞানীর উপদেশ ক্রমে সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞান আপনিই তোমার অধিগত হইবে এবং

তদ্দ্বারাই জ্ঞানাধারের কৃপালাভে তুমি সমর্থ হইবে।' ফলতঃ, আলোকেই যে আলোক দর্শন হয়, আলোকই যে আলোক-সন্নিকটে পৌছাইয়া দেয়,—আলোক-সাহায্যেই যে আলোক-লাভ সুগম হইয়া আসে,—মন্ত্রে সেই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। (৪অ—৩২ক—১২ম)।

——•——

ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

উস্রাবেতং ধূর্ষাহৌ যুজ্যেথামনশ্রূ অবীরহণৌ ব্রহ্মচোদনৌ।

স্বস্তি যজমানস্য গৃহান্ গচ্ছতম্ ॥ ৩৩ ॥

•••

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উস্রৌ' (হে বৃষবৎবলবীর্য্যসম্পন্নৌ বাহকৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ, যদ্বা—সকামনিষ্কামরূপৌ ইত্যর্থঃ) 'ধূর্ষাহৌ' (শকটধুরং ভারং বা বোঢ়ুং সমর্থৌ, যদ্বা—দেবানাং দেবাভাবানাং বা বহনোপযোগিনৌ ; বৃষভৌ যথা শকটধুরং ভারং বা বোঢ়ুং সমর্থৌ, জ্ঞানভক্তী তদ্বৎ দেবান্ নরহৃদি তথা অকিঞ্চনান্ ভগবন্নিবাসে নয়নসমর্থৌ) 'অনশ্রূ' (ক্লান্তিবহিতৌ, সদানন্দরূপৌ) 'অবীরহণৌ' (বীরাণাং হননমকুর্ব্বাণৌ, অজ্ঞানানাং সৎপথি নয়নকর্ত্তারৌ ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মচোদনৌ' (অর্চ্চনাকারিণং সৎকর্ম্ম ভগবন্তং বা প্রতি প্রেরয়িতারৌ) এতাদৃশৌ যুবাং 'এতং' (আগচ্ছতং—অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'যুজ্যেথাং' (স্বয়মেব যুক্তৌ ভবতাং—অস্মাকং মনোরথে ইতি ভাবঃ) ; অপিচ, 'স্বস্তি' (ক্ষেমেণ, মঙ্গলপ্রদেন রূপেণ, মঙ্গলপ্রদৌ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তস্য জনস্য, অস্মাকমিত্যর্থঃ) 'গৃহান' (হৃদ্রূপান্ যজ্ঞগৃহানিতি ভাবঃ) 'গচ্ছতম্' (প্রাপয়তং, আবিশমিতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধনসূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। দেবানামানয়নোপযোগিনং সংবাহনং কৃত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামীতি ভাবঃ। (৪অ—৩৩ক—১ম)॥

•••

বঙ্গানুবাদ।

বৃষবৎ বলবীর্য্যসম্পন্ন জ্ঞানভক্তিরূপ অথবা সকামনিষ্কাম-রূপ যে বাহকদ্বয়! শকটধূর অথবা ভার বহনসমর্থ অথবা দেবতা বা সংবহনোপযোগী দেবভাব (অর্থাৎ বৃষদ্বয় যেমন শকটের ধূর বা ভার বহন করিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে নরহৃদয়ে বহন করিয়া আনে; অপিচ, অকিঞ্চন জনকে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়), ক্লান্তিরহিত অর্থাৎ সদানন্দরূপ,

দুর্ব্বলের অহিংসাকারী অথবা অজ্ঞান জনকে সৎপথে নয়নকারী, অর্চ্চনাকারীদিগকে সৎকর্ম্মসাধনের অথবা ভগবানের প্রতি প্রেরণকারী,—এতাদৃশ তোমরা (আমাদের হৃদয়ে) আগমন কর, আমাদিগের মনোরথে স্বয়ং যুক্ত হও, এবং মঙ্গলপ্রদ হইয়া সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়রূপ যজ্ঞাগার প্রাপ্ত হও অর্থাৎ তথায় প্রবেশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক এবং আত্মোদ্বোধনসূচক। দেবগণের আনয়নোপযোগী সংবাহন করিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি—মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (৪অ—৩৩ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

'অনড্বাহৌ যুনক্ত্বাবেতমিতীতি' (কা০ ৭।৯।১১)। আনডুহী উর্দ্ধবৃহতী। যস্যাস্ত্রয়ঃ পাদা দ্বাদশাক্ষরাঃ সোর্দ্ধবৃহতী। 'ত্রিজাগতোধ্বর্বৃহতী' ইত্যুক্তেঃ। অত্রাদ্যো দশার্ণঃ দ্বিতীয়স্ত্রয়োদশার্ণস্তেনৈকোনা। হে উস্রৌ অনড্বাহৌ, যুবামেতমাগচ্ছতম্। এত্য চ স্বয়মেব যুঞ্জ্যথাং রথে যুক্তৌ ভবতম। কিম্ভূতৌ যুবাম্। ধূর্ষাহৌ ধুরং সহেতে তৌ ধূর্ষাহৌ শকটধুরং বোঢ়ুং সমর্থৌ। তথা অনশ্রূ নেত্রয়োরশ্রুরহিতৌ। সোৎসাহাবিত্যর্থঃ। অবীরহণৌ ন বীরানহতস্তৌ। শৃঙ্গাদিভির্ব্বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্ব্বাণৌ। ব্রহ্মচোদনৌ ব্রহ্মণো বিপ্রান্ চোদয়তস্তৌ ব্রাহ্মণানাং যজ্ঞং প্রতি প্রেরকৌ। এবং সম্বোধ্য প্রয়োজনমাহ। তথাবিধৌ যুবাং স্বস্তি ক্ষেমেণ যজমানস্য গৃহান্ প্রতি গচ্ছতম্॥ (৪অ—৩৩ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে নানা সংশয়ের উদয় হয়। এমন কি, অপৌরুষেয় বেদ-মন্ত্রের প্রতি স্বতঃই উপেক্ষার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনে হয়, কি উচ্চভাবের মন্ত্রে কি বিপরীত অর্থই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর তাহা মনে হইলে—সে অর্থের বিষয় স্মরণ করিলে—যুগপৎ ক্ষোভে ও বিস্ময়ে হৃদয় ম্রিয়মাণ হয়।

পূর্ব্ব মন্ত্রে শকটোপরি আস্তীর্ণ কৃষ্ণাজিনকে সম্বোধন করা হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে শকটবাহী বৃষদ্বয়ের (অনড্বাহৌ) প্রতি সম্বোধন আছে। শকটোপরি কৃষ্ণাজিন-বিস্তৃত হইল, তদুপরি সোম পরিস্থাপিত হইল। কিন্তু সে শকট বহন করিবে কে? তাই বলীবর্দ্দ বা বৃষের আবশ্যক। সেই জন্যই বোধ হয়, ভাষ্যকার বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বৃষের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। মন্ত্রে 'উস্রৌ' পদ আছে। 'উস্রৌ' (উস্রা) পদের নানা পর্য্যায় নিরুক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'বৃষ'ও এক পর্য্যায় বটে। কিন্তু এখানে যে ভাবে পদটী প্রযুক্ত আছে, তাহাতে

সাধারণতঃ বৃষ-বিশেষের প্রতিই লক্ষ্য আসে। নিত্য-সত্য বেদমন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর (বৃষ-বিশেষের) সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব লোপ প্রাপ্ত হয়। আমরা তাই মন্ত্রের সহিত অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ-খ্যাপনে—'উস্রৌ' পদ বৃষ-বিশেষ সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা মনে করি, মন্ত্রান্তর্গত এই 'উস্রৌ' পদেই মন্ত্রে এক উচ্চ আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে।

ভাষ্যমতে এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী ঊর্দ্ধবৃহতী-ছন্দোবিশিষ্ট। যে মন্ত্রের তিনটী পাদ দ্বাদশাক্ষর-বিশিষ্ট, তাহাই ঊর্দ্ধ-বৃহতী। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে অনড়ুহ অর্থাৎ বৃষদ্বয়। তোমরা এস এবং আপনা আপনিই রথে যুক্ত হও। তোমরা কিরূপ ?—না, 'ধূর্ষাহৌ'—শকটধুর বহনে সমর্থ অর্থাৎ রথ টানিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন; সেইরূপ 'অনশ্রু'—নয়নযুগলে অশ্রুবারিশূন্য অর্থাৎ অক্লান্ত উৎসাহ-সম্পন্ন; আর 'অবীরহণৌ'—শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে অহিংসাকারী এবং 'ব্রহ্মচোদনৌ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞের প্রতি প্রেরণকারী' এবম্বিধ যে তোমরা, সেই তোমরা শান্তভাবে যজমানের গৃহসমূহের অভিমুখে গমন কর।'

এই মন্ত্রের আমরা যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি এবং মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। তৎপক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। মন্ত্রের প্রথম সমস্যামূলক ঐ সম্বোধন পদ—'উস্রৌ'। নিরুক্তে 'উস্রাঃ' পদ যেমন গো-নামের অন্তর্নিবিষ্ট, সেইরূপ ঐ পদ আবার রশ্মিনামের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। আমরা ঐ দ্বিবচনান্ত পদে ভক্তি ও জ্ঞান-রশ্মি ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে 'উস্রৌ' পদ বৃষ-সম্বোধনে নিয়োজিত এবং দ্বিবচনে ব্যবহৃত। শকটবাহনের বিষয় মনে করিয়াই, শকট দুইটী বৃষ ভিন্ন সংবাহিত হয় না বুঝিয়াই, ভাষ্যকার 'উস্রৌ' সম্বোধন-পদের 'অনড্বাহৌ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে সে অর্থ গ্রহণ করি না। তাহারা যে কোন্ সামগ্রী বহন করিতেছে, তাহার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলেই 'উস্রৌ' পদের 'বৃষৌ' অর্থ অধ্যাহারের সঙ্গতি নষ্ট হইয়া যায়। ভাষ্যে বলা হইয়াছে,—বৃষ বা বলদ সোমকে বহন করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু সে সোম কি ? সোম বলিতে যে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকে, সকল পদার্থের সারভূত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য আসে, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া আসিয়াছি। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও আমরা সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। এখানেও আমরা সেই সকল পদার্থের সারভূত সামগ্রীকেই লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং সে মতে এখানে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—বৃষের ন্যায় শক্তিশালী জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় দেবভাবসমূহকে বহন করিয়া আনে। এই ভাবেই আমরা 'উস্রৌ' পদে 'বৃষবৎ বলবীর্য্যসম্পন্নৌ বাহকৌ—জ্ঞানভক্তিরূপৌ' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'উস্রৌ' পদের অনড়ুহ বা বৃষ অর্থ গ্রহণে ভাষ্যে পরবর্ত্তী অংশে যে অর্থ-সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, আমাদের অর্থেও সেইরূপ অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে; অধিকন্তু মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব সংরক্ষিত, তাহা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

মন্ত্রে আর যে সকল সমস্যা-মূলক বিশেষণ-পদ আছে, একে একে তদ্বিষয় আলোচনা

করিতেছি। সংশয়-সম্বর্দ্ধক একটী পদ--'ধূর্ষাহৌ।' ঐ পদের ভাষ্যকারের অর্থ—'ধূরং সহেতে ধূর্ষাহৌ। শকটধুরং বোঢ়ুং সমর্থৌ।' ভাষ্যকারের এ অর্থে সেই বৃষ-বিশেষের কথাই আসিয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ বাহকের সহিত অর্থ-সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, আমরা ঐ 'ধূর্ষাহৌ' পদের অর্থ করিয়াছি—'শকটধুরং ভারং বা বোঢ়ুং সমর্থৌ,—দেবানাং দেবভাবানাং বা বহনোপযোগিনৌ ইতি ভাবঃ।' বৃষ যেমন শকটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়াসে সংবাহিত করে, জ্ঞান-ভক্তিও সেইরূপ দেবভাব—শুদ্ধসত্ত্বকে নরহৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করে। অপিচ, ভজন-সাধন-বিহীন জনগণও জ্ঞান-ভক্তি-প্রভাবে ভগবন্নিবাস মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যাহারা আজন্ম দুষ্কৃতি-পরায়ণ, সৌভাগ্য-ক্রমে যদি তাহাদের হৃদয়েও জ্ঞান-ভক্তির অঙ্কুর উদ্গত হয়, তাহারাও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পাবে—জ্ঞান ও ভক্তি তাহাদিগকেও ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লয়। ভাব এই যে,—ভগবানকে পাইতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়। জ্ঞান-প্রভাবে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়; ভক্তিতে তাঁহার প্রতি চিত্ত একৈকশরণ্য হইয়া সংন্যস্ত হয়। তখন 'ভক্তের ভগবান্' আপনিই আসিয়া উপস্থিত হন। জ্ঞান-ভক্তির আকর্ষণ এতই দৃঢ—এতই প্রবল!

মন্ত্রান্তর্গত 'অনশ্রূ' পদও অতি উচ্চভাবমূলক। সাধারণ-ভাবে ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন—'নেত্রয়োরশ্রুরহিতৌ সোৎসাহৌ।' শকটবাহী বলীবর্দ্দ বৃষ বা মহিষাদির নেত্রকোণে, ক্লান্তি-চিহ্ন নয়নাশ্রু অনেকেই দেখিয়াছেন। ভাষ্যকার তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়া 'অনশ্রূ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। ভারবাহী পশু যখন গুরু ভারে নিতান্ত প্রপীড়িত হয়, তখন তাহার নেত্রকোণে ক্লান্তি-কষ্টের চিহ্ন অশ্রুবারি নির্গত হইতে থাকে। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রান্তর্গত শকটবাহী 'উস্রৌ' এমনই বলবীর্য্যসম্পন্ন যে, যত গুরুভারই হউক, তাহা বহন করিতে তাহারা অনুমাত্র ক্লান্তি বা কষ্ট অনুভব করে না। আমরা যদিও 'অনশ্রূ' পদে ঐরূপ অর্থই অধ্যাহার করিয়াছি, তথাপি তাহাতে ভাষ্যকারের উপলব্ধ ভাব অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এক ভাব আমনন করি। আমাদের মতে, যাহা সদানন্দ-রূপ, তাহা ক্লান্তি-দুঃখের অতীত। জ্ঞান ও ভক্তিকে আমরা ভগবানের অংশীভূত, অতএব সদানন্দ-রূপ বলিয়া মনে করি। ভগবানের করুণা ভিন্ন জ্ঞান-ভক্তির বীজ হৃদয়ে উপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না; আবার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ভিন্ন ভগবানের করুণা-লাভও অসম্ভব। মানুষের পাপভার যতই গুরু হউক না কেন, ভগবদভিমুখী হইলে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ বাহকদ্বয় সে ভার বহন করিতে কদাচ বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না; পরন্তু সে ভার-বহনে তাহারা সর্ব্বদা আনন্দই অনুভব করিয়া থাকে। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ 'অনশ্রূ' পদে 'ক্লান্তিরহিতৌ, সদানন্দরূপৌ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ভাব-সঙ্গতি-রক্ষার পক্ষে ঐ অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের আর একটী সমস্যা-মূলক পদ—'অবীরহণৌ'। ভাষ্যকারের অর্থ—'শৃঙ্গাদিভি-র্বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্ব্বাণৌ।' অর্থাৎ, শৃঙ্গাদি দ্বারা শিশুদিগকে যাহারা হনন করে না অর্থাৎ পোষা ষাঁড়। 'বীর' পদের বিবিধ পর্য্যায়ের মধ্যে 'শিশু' অন্যতম। শৈশবাবস্থায়

মানুষ অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন থাকে। তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞানের একান্ত অভাব। সে তাহার একান্ত নিরাশ্রয় অবস্থা। তাই 'বীর' পদের শিশু অর্থ হইতে অজ্ঞানতার ভাব উপলব্ধ হয়। অজ্ঞান অকিঞ্চনকেও যাহারা হনন অর্থাৎ পরিত্যাগ করে, অপিচ তাহাদিগকেও যাহারা জ্ঞানালোক-প্রদানে সৎপথে লইয়া যায়—তাহাদিগকেই 'অবীরহণৌ' বলা চলিতে পারে। জ্ঞানভক্তি অপেক্ষা সে অসাধ্য-সাধনে কে আর সমর্থ হইতে পারে? জ্ঞানভক্তির প্রভাবে হৃদয় নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব আসিয়া সে হৃদয় আপনিই অধিকার করে। তখন ভগবৎ-সম্মিলনও সহজ হইয়া আসে, এই ভাবেই মন্ত্রান্তর্গত 'অবীরহণৌ' পদের সার্থকতা। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা ঐ পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,—'অজ্ঞানানাং সৎপথি নয়নকর্ত্তারৌ।'

জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী; নির্ম্মল হৃদয়ই তাহার আধার। তাই মন্ত্রাংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'তোমরা দেবভাব বহনকারী, তোমরা সদানন্দরূপ, তোমরা অজ্ঞ-জনকে সৎপথে লইয়া যাও। এমন যে তোমরা, সেই তোমরা স্বয়ং আসিয়া, আমাদের ন্যায় অজ্ঞান অকিঞ্চনের মনোরথে যুক্ত হও।' ভাব এই যে,—জ্ঞান ভক্তি হৃদয়ে স্বতঃপ্রদীপ্ত হউক, আমাদের অজ্ঞানতা দূরে যাউক, আমরা সৎপথে থাকিয়া সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হই; ফলে দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে দেবভাবে মণ্ডিত করিয়া ভগবৎ-সমীপে লইয়া যাউক।

মন্ত্রের শেষাংশের অন্তর্গত 'স্বস্তি' পদের অর্থে ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। অর্থ হইয়াছে—'ক্ষেমেণ'। কিন্তু বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিলেও, সেই একই অর্থ প্রকাশ পায়। সেস্থলে 'ভূত্বা' অসমাপিকা ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিতে হয়। আমরা দুই ভাবেই 'স্বস্তি' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। উভয়ত্রই একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—'মঙ্গলপ্রদরূপে বা মঙ্গলপ্রদ হইয়া।' 'গৃহান্' পদের ভাষ্যকার সাধারণ গৃহ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'হৃদ্রূপান্ যজ্ঞগৃহান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অর্চ্চনাকারী বা ভগবদনুগ্রহ-প্রার্থী মানস-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদানেরই সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। সে যজ্ঞ হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশেই আরম্ভ হয়। সে যজ্ঞের হোতা—জ্ঞান ও ভক্তি। তাই, সাধক মানসযজ্ঞ উদ্যাপনের জন্য—সে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবার মানসে, হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-সমাবেশের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কহিতেছেন,—'তোমরা আমাদের হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে দেবভাব—সদ্ভাবসমূহ বহন করিয়া আন। অন্তরের আবিলতা দূর হউক।'

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্র-মধ্যে যে ভগবদনুকম্পা-লাভ-মূলক এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। মন্ত্র যে শকটবাহী বৃষাদি সম্বোধন-মূলক নহে, পরন্তু মন্ত্রে রূপকে যে এক মহান্ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে,—তদ্বিষয় বেশ উপলব্ধ হয়। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছি। (৪অ—৩৩ক—১ম)॥

——০——

চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। ত্রি-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ভদ্রো মেঽসি প্রচ্যবস্ব ভুবস্পতে বিশ্বান্যভি ধামানি।

(২) মা ত্বা পরিপরিণো বিদন্মা ত্বা পরিপন্থিনো বিদন্মা

ত্বা বৃকা অঘায়বো বিদন্।

(৩) শ্যেনো ভূত্বা পরাপত যজমানস্য গৃহান্

গচ্ছ তন্নৌ সংস্কৃতম্ ॥ ৩৪ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্! 'মে' (মহ্যং, মদুপকারসাধনার্থং—মোক্ষপ্রদানায়েত্যর্থঃ) ত্বং 'ভদ্রঃ' (কল্যাণরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। 'ভুবস্পতে' (হে ভূতানাং পতে পালকো বা ভগবন্!) ত্বং 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি, নিখিলানি ইত্যর্থঃ) 'ধামানি' (স্থানানি—ভগবন্নিবাসযোগ্যানি হৃদয়ানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'প্রচ্যবস্ব' (প্রকর্ষেণ গচ্ছ, তত্র অধিতিষ্ঠেত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অস্মাকং মঙ্গলার্থং মোক্ষ-বিধায়কঃ স ভগবান্ অস্মাকং হৃদি অধিতিষ্ঠত্বিতি ভাবঃ।

২। হে ভগবন্! 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিপরিণঃ' (সর্ব্বতঃ সঞ্চরন্তঃ সদ্ভাবনাশকাঃ শত্রবঃ) 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্ত্বিত্যর্থঃ); তথা 'পরিপন্থিনঃ' (সৎকর্ম্মণঃ প্রতিষেধকাঃ কামাদি শত্রবঃ) ত্বাং 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্তু), অপিচ, 'অঘায়বঃ' (পরস্যাঘং পাপং কর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ) 'বৃকা' (বিকর্ত্তনশীলাঃ, যদ্বা—সৎসম্বন্ধচ্ছেদনকারিণঃ পাপশত্রবঃ) ত্বাং 'মা বিদন্' (মা জানন্তু, মা হিংসন্ত্বিত্যর্থঃ)। অয়ং মন্ত্রোঽপি প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং এবং আগচ্ছ যেন মম অন্তঃশত্রবঃ বহিঃশত্রবোঽপি ত্বাগমনবার্ত্তাং মা জানন্তু। অপিচ অস্মাভিঃ সহ তব সম্বন্ধং ছেত্তুং ন শক্নোন্তু। তব প্রভাবেন তে শত্রবঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তু ইতি তাৎপর্য্যঃ।

৩। অপিচ হে ভগবন্! 'শ্যেনো ভূত্বা' (শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগামী ভূত্বা) 'পরাপত' (উৎপত - সমাগচ্ছেত্যর্থঃ); ততঃ 'যজমানস্য' (সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তস্য জনস্য—অস্মাকমিতি ভাবঃ)

'গৃহান্' (হৃদ্‌রূপান্ যজ্ঞগৃহানিতি ভাবঃ) 'গচ্ছ' (প্রাপয়, আবিশমিত্যর্থঃ), 'তৎ' (তদ্‌গৃহং—তৎ হৃদয়মিত্যর্থঃ) 'নৌ' (আবয়োরুপযোগিনং তব গ্রহণযোগ্যং অপিচ মম মঙ্গলসাধক-মিতি ভাবঃ) 'সংস্কৃতং' (সুসংস্কৃতং—ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্যং নির্ম্মলং বা) বর্ত্ততেতি শেষঃ। ভগবৎসন্নিকর্ষলাভায় অত্র প্রার্থনাকারিণাং আকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ ত্বরয়া পরিত্রায়স্ব। (৪অ—৩৪ক—১-৩ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার তিনটী মন্ত্রই ভগবানের সম্বোধন-মূলক এবং প্রার্থনা-সূচক।]

১। হে ভগবন্! আপনি আমার (আমাদের) উপকার সাধন জন্য অর্থাৎ মোক্ষপ্রদান-নিমিত্ত কল্যাণরূপ হয়েন। হে ভূতসমূহের অধিপতি বা পালক। আপনি নিখিল-সৎকর্ম্মাগারকে অথবা ভগবন্নিবাসযোগ্য সকল হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন করুন এবং তথায় অধিষ্ঠিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমাদের মঙ্গলের জন্য মোক্ষবিধায়ক সেই ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন,—এই মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত)।

২। হে ভগবন্! সর্ব্বতঃ-সঞ্চারী সদ্ভাবনাশক বহিঃশত্রু যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে না পারে; অপিচ, সৎকর্ম্ম প্রতিষেধক কামাদি অন্তঃশত্রুও যেন আপনাকে জানিতে অর্থাৎ হিংসা করিতে সমর্থ না হয়; বিকর্ত্তনশীল অর্থাৎ সৎসম্বন্ধচ্ছেদনকারী পাপশত্রু-গণও যেন আপনাকে জানিতে না পারে ও হিংসা করিতে না পারে। (এ মন্ত্রটীও প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি এমনভাবে আগমন করুন, কিবা অন্তঃশত্রু কিবা বহিঃশত্রু কেহ যেন আপনার আগমন-বার্ত্তা জানিতে সমর্থ না হয় এবং আমাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে না পারে। অর্থাৎ আপনার প্রভাবে আমাদের সকল শত্রু বিনষ্ট হউক)।

৩। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হইয়া আগমন করুন। অতঃপর, সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্ত জনের (আমাদিগের) গৃহে অর্থাৎ হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে গমন (প্রবেশ) করুন। আপনার এবং আমার জন্য অর্থাৎ আপনার গ্রহণযোগ্য এবং আমার মঙ্গলপ্রদ সে গৃহে (সে ই হৃদয়) সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদ-কলঙ্ক-পরিশূন্য নির্ম্মল হইয়া

আছে। (এ মন্ত্রে ভগবৎসন্নিকর্ষ-লাভের জন্য প্রার্থনাকারীর প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে ত্বরায় পরিত্রাণ করুন।' (৪অ—৩৪ক—১-৩ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭।৯।১৯) ভদ্রো ম ইতি বাচয়তীতি। সৌম্যং যজুঃ। হে সোম! মে মহ্যং যজমানায় মদুপকারার্থং ত্বং ভদ্রোঽসি কল্যাণরূপোঽসি। ভদি কল্যাণে। হে ভুবঃ পতে! ভূ শব্দেন ভূমৌ স্থিতানি ভূতানি যজমানাধ্বর্য্যুপ্রভৃতিন্যুচ্যন্তে। তেষাং ভূতানাং পালকত্বাৎ পতিঃ সোমঃ। তদাহ তিত্তিরিঃ। 'প্রচ্যবস্ব ভুবস্পত ইত্যাহ ভূতানাᳬ হ্যেষ পতিরিতি।' তথাবিধ হে সোম! বিশ্বানি সর্ব্বাণি ধামাঙ্গভি স্থানানি পত্নীশালাহবির্দ্ধানপ্রভৃতীনি অভিলক্ষ্য প্রচ্যবস্ব। প্রকর্ষেণ গচ্ছ। চ্যুঙ্ গতৌ। প্রচ্যবমানং ত্বা ত্বাং পরিপরিণো মা বিদন্ মা জানন্তু। সর্ব্বতঃ সঞ্চরন্তস্তস্করবিশেষাঃ পরিপরিণ উচ্যন্তে। তথা পরিপন্থিনো যাগস্য প্রতিষেধকাঃ শত্রবস্ত্বাং মা বিদন্। 'ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌ পর্য্যবস্থাতরীতি নিপাতাবেতৌ। তথা বৃকা বিকর্ত্তনশীলা আরণ্যশ্বানো দুর্জ্জনা বা ত্বাং মা বিদন্। কিম্ভূতা বৃকাঃ। অঘায়বঃ পরস্যাঘং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি তে অঘায়বঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যজিতি ক্যচি অশ্বাঘস্যাদিত্যাকারঃ। ক্যাচ্ছন্দসীতি ক্যাজন্তাদুপ্রত্যয়ঃ। কিঞ্চ শ্যেনো ভূত্বা শ্যেনরূপমাস্থায় শ্যেনাখ্যপক্ষিবচ্ছীঘ্রগামী বা ভূত্বা পরাপত উৎপত। যজমানস্য গৃহান্ গচ্ছ। তৎ তত্র যজমানগৃহেষু নৌ আবয়োঃ তব মম চ সংস্কৃতং সর্ব্বোপকরণসংযুক্তং স্থানমস্তীতি শেষঃ॥ (৪অ—৩৪ক—১-৩ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—•—

ভাষ্যমতে মন্ত্রটী 'সোম' সম্বন্ধে প্রযুক্ত। শকটে কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত হইয়াছে, তদুপরি সোম স্থাপিত হইয়াছে, শকটের বাহক বৃষ শকট-ধুরে সংযোজিত হইয়াছে। এক্ষণে শকট সংবাহিত হইয়া সোম, ক্রেতা যজমান-গৃহে গমন করিবে। তাই মন্ত্রে সোমকে সম্বোধন দেখিতে পাই। সোমকে বলা হইতেছে,—'হে সোম! যজমানের কল্যাণপ্রদ হও। যজমান অধ্বর্য্যু প্রভৃতির পালক হে সোম! তুমি পত্নীশালাহবির্দ্ধান প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। তোমার গমনকালে, সর্ব্বত্রবিচরণশীল তস্করগণ যেন তোমার গমনবার্ত্তা জানিতে না পারে, যাগ-প্রতিষেধক শত্রুগণ যেন তোমার গমন-বার্ত্তা জানিতে না পারে; অরণ্যচারী শ্বাপদ প্রভৃতিও যেন তোমাকে না জানে। পরন্তু শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী হইয়া যজমানগৃহে উপস্থিত হও। সেখানে তোমার ও আমার জন্য সর্ব্বোপকরণসংযুক্ত স্থান আছে।' ভাষ্যাভাষে মন্ত্রে এই ভাব প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই।

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভুবস্পতে' (ভুবঃ পতে) পদের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার ভূ-শব্দে

ভূমিস্থিত যজমান প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের পতি সোম—এই ভিত্তিবিবচন অনুসারে তিনি সোমকেই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু 'সোম' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, 'ভুবস্পতে' পদে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের প্রতিই লক্ষ্য পড়ে। এই বিশ্বের—স্থাবর-জঙ্গম-চরাচরের—চেতন অচেতন সকল পদার্থেরই তিনি অধিপতি ও পালক। সোম বা শুদ্ধসত্ত্ব—সেই তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। সত্ত্বভাবে স্থিতি, রজোভাবে সৃষ্টি এবং তমো ভাবে লয়। তিনি সোম বা সত্ত্ব—তাই তিনি 'ভুবস্পতি'। মন্ত্রত্রয়ে তাই ভগবানকেই সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মন্ত্রে কিন্তু সোম-সম্বোধনসূচক কোনও পদ নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ত্রিবিধ শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। সে সকল শত্রুই সাধনার অন্তরায়ভূত। সোম অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বহরণে—ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে তাহারা সর্ব্বদা তৎপর। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে বৃক পদ নিষ্পন্ন। মানুষের অজ্ঞানতাই সেই বৃক-পদবাচ্য। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। যতদিন অজ্ঞানতা, ততদিন ভগবৎসান্নিধ্য লাভ অথবা সৎস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি কদাচ সম্ভবপর নহে। অজ্ঞানতাই সৎসম্বন্ধ ছেদন করে। 'বৃক' পদে তাই 'সৎসম্বন্ধচ্ছেদনকারী' অর্থ প্রাপ্ত হই। আবার সৎকর্ম্মের বা সদনুষ্ঠানের অন্তরায়-ভূত যে কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রু—তাহারাই 'পরিপন্থিনঃ' পদবাচ্য। প্রলোভনাদি সদ্ভাব-নাশক যে বহিঃশত্রু, তাহারাই 'পরিপরিণঃ'। এই ত্রিবিধ শত্রুই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। সদ্ভাব ভিন্ন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না, আবার সৎকর্ম্ম ভিন্ন সদ্ভাব সঞ্জাত হয় না। সৎকর্ম্ম ও সদ্ভাব ভিন্ন সৎস্বরূপের সহিত সৎসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। এই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—আপনার আগমন-কালে পূর্ব্বোক্ত শত্রুগণ যেন আপনাকে জানিতে না পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—হৃদয়ে যখন প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের আবির্ভাব হয়, তখন হৃদিস্থিত অজ্ঞানতা ও তৎসহচর কামাদি শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে, অন্তরের আবিলতা দূর না হইলে, সে হৃদয় কি ভগবানের যোগ্য আসনে পরিণত হইতে পারে?

তৃতীয় মন্ত্রে প্রার্থনাকারী, শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগতিতে ভগবানের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনা হইতেছে—'সত্বর আসিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।' এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'তন্নৌ সংস্কৃতং' অংশ কিঞ্চিৎ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ—"তৎ তত্র যজমানগৃহেষু নৌ আবয়োঃ তব মম চ সংস্কৃতং সর্ব্বোপকরণযুক্তং স্থানমস্তীতি ভাবঃ।" এরূপ অর্থে সম্বোধনকারী কে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তোমার এবং আমার জন্য যজমানগৃহে সর্ব্বোপকরণযুক্ত স্থান আছে,—ইহার তাৎপর্য্য বোধগম্য হওয়া বড়ই সুকঠিন। আমরাও মন্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রায় ঐ একই রূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ভাব একটু স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব হইয়াছে,—'আপনার গ্রহণযোগ্য অপিচ আমার মঙ্গলপ্রদ সে গৃহ সুসংস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদকলঙ্ক-পরিশূন্য নির্ম্মল হইয়া আছে। ভগবান যে স্থানে আসন গ্রহণ করেন, সে স্থান বা সে হৃদয় কি অপবিত্র

আবিলতাময় থাকিতে পারে? ভগবান যদি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে সে হৃদয় যে মুক্তির অধিকারী হইয়াছে, মুক্তির পথ যে তাহার নিকট সুগম হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে কি? (৫অ—৩৪ক—১-৩ম)॥

—— ০ ——

পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

নমো মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে মহো দেবায় তদৃতং সপর্য্যত।
দূরেদৃশে দেবজাতায় কেতবে দিবস্পুত্রায়
সূর্য্যায় শংসত॥ ৩৫ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'সূর্য্যায়' (জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'নমঃ' (নমস্কারং কুরুত ইতি ভাবঃ); 'মিত্রস্য বরুণস্য' (মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্ত্তমানায়, সর্ব্বেষাং সখিভূতায় অপিচ স্নেহকারুণ্যরূপায়, যদ্বা—জগতাং হিতকারিণে ইত্যর্থঃ 'চক্ষসে' (সর্ব্বজগতে', নিখিল-বিশ্বস্য বা দ্রষ্ট্রে) অথবা 'মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে' (সর্ব্বদ্যাবাপৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্ট্রে) 'মহো দেবায়' (মহসে তেজোরূপায় দ্যোতমানায়) 'দূরেদৃশে' (অতীতানাগতবর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধিনাং প্রাণিনাং দ্রষ্ট্রে—যদ্বা, সর্ব্বদ্রষ্ট্রে সর্ব্বকালাভিজ্ঞে বা) 'দেবজাতায়' (দেবানাং অনু-গ্রহার্থং জাতায়, যদ্বা—দেবানাং জন্মহেতবে) 'কেতবে' (প্রজ্ঞানরূপায়, বিজ্ঞানঘনানন্দস্বভাবা-য়েত্যর্থঃ) 'দিবস্পুত্রায়' (দ্যুলোকস্য পুত্রবৎ প্রিয়ায়, যদ্বা—বিশ্বস্য উৎপত্তিহেতুভূতায় জ্যোতীরূপায় পরব্রহ্মণে) 'তদৃতং' (সৎকর্ম্ম, যদ্বা—তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা) 'সপর্য্যত' (পরিচরত, পূজয়ত ইতি ভাবঃ) অপিচ 'শংসত' (স্তুতিং কুরুত)। আত্মোদ্বোধন-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র ভগবতঃ স্বরূপং প্রকাশতে। বিশ্বহেতুভূতং সর্ব্বদ্রষ্টারং জ্যোতীস্বরূপং পরব্রহ্ম অর্চ্চয়ামঃ ইত্যেবং সঙ্কল্পং অয়ং মন্ত্রঃ ব্যচক্ষতে। (৪অ—৩৫ক—.ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার (স্তুতি) কর। সকলের মিত্রভূত অপিচ স্নেহকারুণ্যরূপ অথবা জগতের

হিতকারী, সকল জগতের (নিখিল বিশ্বের) দ্রষ্টা অথবা সকল দ্যাবাপৃথিবী-নিবাসী লোকের দ্রষ্টা, তেজোরূপে দ্যোতমান্, অতীত-অনাগত-বর্ত্তমান ত্রিকালভূত প্রাণিগণের দ্রষ্টা (সর্ব্বদ্রষ্টা বা ত্রিকালাভিজ্ঞ), দেবগণের অনুগ্রহজন্য জাত অথবা দেবগণের জন্মকারণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ অথবা বিজ্ঞানধনান্দস্বভাব, দ্যুলোকের পুত্রবৎ প্রিয় অথবা বিশ্বের উৎপত্তি-হেতুভূত, জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মকে—তিনিই সত্য জানিয়া, পূজা কর অপিচ তাঁহাকে স্তুতি কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। বিশ্বহেতুভূত, সর্ব্ব-দ্রষ্টা জ্যোতীস্বরূপ পরব্রহ্মকে অর্চ্চনা করি—এইরূপ সঙ্কল্প মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে)॥ (৪অ—৩৫ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৭।৯।২১-২২) শালাং পূর্ব্বেণ প্রতিপ্রস্থাতাগ্নীষোমীয়ং পশুমাদায় তিষ্ঠতি। কৃষ্ণ-সারঙ্গং মেধামভাবে লোহিতসারঙ্গং নমো বিপ্রস্থেত্যোনমালভ্য বাচয়তীতি। সৌরী জগতী সূর্য্যদৃষ্টা। দ্বাদশাক্ষরচতুষ্পাদা জগতী। অত্র মন্ত্রে সূর্য্যরূপেণ সোমঃ স্তূয়তে। এবং-বিধায় সূর্য্যায় নমঃ। কিম্ভূতায়? মিত্রস্য বরুণস্য। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠ্যৌ। মিত্রায় বরুণায় মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্ত্তমানায়। জগতাং হিতকারিণে। বৃণোতি বরুণঃ। স্বরশ্মিভি-রিগদাবৃণুতে। চক্ষসে। চষ্টে ইতি চক্ষাস্তস্মৈ। চক্ষুষতে দ্রষ্ট্রে ইত্যর্থঃ॥ যদ্বায়মর্থঃ। মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে সর্ব্বজগতো দ্রষ্ট্রে। মিত্রাবরুণশব্দেন সর্ব্বং জগল্লক্ষ্যতে। তথা মহো মহসে তেজোরূপায়। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তিলোপঃ। দেবায় দ্যোতমানায়। তথা দূরেদৃশে দূরে বর্ত্তমানৈঃ প্রাণিভির্দৃশ্যত ইতি দূরেদৃক তস্মৈ। যদ্বা দূরে পশ্যতীতি দূরদৃক্। দেবজাতায় দেবাদ্ দ্যোতমানাৎ পরমাত্মনো জায়তেঽসৌ দেবজাতস্তস্মৈ। দেবানুগ্রহায় জাতো দেবজাত ইতি বা। জাতা দেবা যস্মাৎ স দেবজাত ইতি বা। বাহিতাগ্ন্যাদিম্বিতি জাতশব্দস্য পরনিপাতঃ। কেতবে প্রজ্ঞারূপায় বিজ্ঞানধনায়। কেতুরিতি প্রজ্ঞানাম (নিঘ০ ৩.৯.১)। দিবস্পুত্রায় দ্যুলোকস্য পুত্রবৎ প্রিয়ায়। দ্যুলোকাদ্ধি সূর্য্যো জায়তে। দিবঃ পুরু ত্রায়তে ইতি দিবস্পুত্রঃ। দিবঃ পালকায়েতি বা। এবংবিধায় সূর্য্যায় তদৃতং সত্যমবশ্যফলপ্রদজ্যোতিষ্টোমরূপং কর্ম্ম। হে ঋত্বিজঃ! যূয়ং সপর্য্যতানুষ্ঠানেন সপর্য্যাং কুরুত। সপর্যতিঃ পরিচরণকর্ম্মা (নিঘ০ ৩.৫.৩)। সূর্য্যার্থং যজ্ঞং কুরুতেত্যর্থঃ। যদ্বা তদৃতং সূর্য্যরূপং সত্যং ব্রহ্ম সপর্যত পরিচরত। কিঞ্চ শংসত। শংসু স্তুতৌ। সূর্য্যপ্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত। শস্ত্রাণি পঠতেত্যর্থঃ। যাগানুষ্ঠানে তস্যাবশ্যকত্বাদিত্যর্থঃ॥ (৪অ—৩৫ক—১ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রটীর প্রয়োগ বিষয়ে, ভাষ্যাভাবে যাহা অবগত হওয়া যায়, তদ্বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। যজ্ঞশালা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা অর্থাৎ যজমান অগ্নিষোমীয় যজ্ঞের পশু গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তার পর, কৃষ্ণসারঙ্গের অভাবে লোহিতসারঙ্গের মেদকে 'নমো মিত্রস্য' প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আলম্ভন করিতে করিতে অবশিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। মন্ত্রটী সূর্য্যদেবতা-সম্বন্ধী এবং জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্ট। ভাষ্যকারের মতে—এই মন্ত্র সোমকে সূর্য্য-স্বরূপ কল্পনা করিয়া স্তব করিবে। তাহাতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'এবংবিধ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নমস্কার কর। কিরূপ সূর্য্য?—না, তিনি মিত্রবরুণ-দেবতা-রূপে বিদ্যমান অর্থাৎ জগতের হিতকারী। তিনি আপনার রশ্মির দ্বারা জগৎকে আবৃত করেন;—এই নিমিত্ত তিনি চক্ষুষ্মান্ অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা। তিনি তেজোরূপ, তিনি দ্যোতমান। তিনি দূরে বর্ত্তমান প্রাণিগণ কর্ত্তৃকও পরিদৃশ্যমান্, অথবা তিনি দূরেও দেখিতে পান। তিনি দেবজাত অর্থাৎ দ্যোতমান্ পরমাত্মা হইতে সঞ্জাত; তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ; তিনি পুত্রবৎ দ্যুলোকের প্রিয়, অথবা দ্যুলোকের পালনকর্ত্তা। এবম্বিধ যে সূর্য্য, তাঁহার উদ্দেশ্যে সত্য অবশ্যফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচর্য্যা কর, অথবা সেই সূর্য্যকে সত্যব্রহ্মরূপে পূজা কর এবং তাঁহাকে স্তুতি কর অর্থাৎ শস্ত্র-মন্ত্রাদি পাঠ কর'। এই মন্ত্রে কোনও সম্বোধন পদ নাই। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রটী ঋত্বিক্‌গণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। পূর্ব্বমন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ বিবৃত করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হওয়ার সঙ্কল্প—এই মন্ত্রে পরিব্যক্ত; অর্থাৎ, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে আত্মোৎসর্গ করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের মতে, মন্ত্রটী চিত্তবৃত্তিসমূহের সম্বোধনে প্রযুক্ত। মন চঞ্চল; চিত্তবৃত্তি-নিরোধ বিশেষ আয়াসসাধ্য। মন্ত্রে সেই চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের প্রয়াস দেখিতে পাই। আমাদের প্রধান লক্ষ্য—ক্রিয়া-কাণ্ডের অতীত যে ভাব বেদমন্ত্রের অন্তর্নিহিত আছে, তাহাই প্রকটন করা। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের অনুমোদিত যাগাদি-ক্রিয়ায় মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি যাহাই থাকুক, তৎসম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের মর্ম্ম কি, তাহাই মাত্র আমরা কহিতেছি।

মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত সর্ব্বত্র আমরা একমত হইতে পারি নাই। কয়েকটী পদের অর্থ ও ভাব-গ্রহণ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত প্রধানতঃ মতান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার 'মিত্রস্য বরুণস্য' পদদ্বয়ে 'চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠ্যৌ' বলিয়া ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থলে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়া ঐ দুই পদের অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন,—'মিত্রায় বরুণায় মিত্রবরুণদেবতারূপেণ বর্ত্তমানায়'। আমরাও এ মত গ্রহণ করিয়াছি, এবং তদনুসারে আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'সর্ব্বেষাং সখিভূতায় অপিচ

স্নেহকারণ্যরূপায়'। যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের সখিভূত, যাঁহার করুণাধারা ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে জগতের সকলেরই প্রতি বর্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহার অপেক্ষা হিতকারী আর কে আছে? তাই এস্থলে আমরা 'যদ্বা' অভিধায়ে "জগতাং হিতকারিণে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকারও এই ভাব উপলব্ধ করিয়াছেন। তাঁহারই অনুসরণে আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম। তবে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াও, উপলক্ষণার্থে 'মিত্রস্য বরুণস্য চক্ষসে' পদত্রয়ের অর্থ করিলেও, ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না। তাহাতে অর্থ হয়—'সর্ব্বস্থাবর-পৃথিবীনিবাসিনাং লোকানাং দ্রষ্ট্রে' অর্থাৎ তিনি জগতের সকলের দ্রষ্টা বা সর্ব্বদ্রষ্টা। মন্ত্রের 'দূরেদৃশে' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করি না। ভাষ্যকারের মতে, ঐ পদের অর্থ,—"দূরে বর্ত্তমানৈঃ প্রাণিভির্দৃশ্যত ইতি দূরেদৃক্ তস্মৈ; যদ্বা দূরে পশ্যতীতি দূরেদৃক্।" পরব্রহ্ম পক্ষে ইহার কোনও অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। দূরের লোকও তাঁহাকে দেখিতে পায়, অথবা তিনি দূরের লোককেও দেখিতে পান,—এ গুণ-বিশেষণে মনে একটা ভাব আসে বটে; কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য বিশেষ কিছু বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয় না। যাহারা কর্ম্মবশে ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারা যদি তাঁহার প্রতি আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভগবানকে পাইতে পারে এবং ভগবানও তাহাদিগকে দেখিতে পান অর্থাৎ তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করেন,—ভাষ্যকারের অর্থে এ এক ভাব ব্যক্ত হয় বটে; কিন্তু সেরূপ কষ্ট-কল্পনা না করিয়া তাঁহাকে যদি বলা যায়, "অতীতানাগতবর্ত্তমানকালসম্বন্ধিনাং প্রাণিনাং দ্রষ্ট্রে,—সর্ব্বদ্রষ্ট্রে সর্ব্বকালভিজ্ঞে বা' অর্থাৎ তিনি অতীত অনাগত বর্ত্তমান—সকলকালসম্বন্ধি প্রাণিগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বকালাভিজ্ঞ সর্ব্বদ্রষ্টা; তাহা হইলে, ভাবগ্রহণ সহজসাধ্য হয় না কি? আমরা সেই ভাব উপলব্ধি করিয়াই 'দূরেদৃশে' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'দেবজাতায়' ও 'দিবস্পুত্রায়' পদদ্বয়ের অর্থে পরব্রহ্মকে ভাষ্যে 'দেবগণের অনুগ্রহার্থ জাত' এবং 'দেবগণের পুত্রবৎ প্রিয়' বলা হইয়াছে। অক্ষর পরব্রহ্ম সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী, উচ্চনীচ স্থাবর-জঙ্গম চরাচর সকলের প্রতিই তাঁহার সমান করুণা—তাঁহার অনুগ্রহের প্রতি সকলেরই সমান দাবী। কেবলমাত্র দেবগণের অনুগ্রহের জন্য তিনি জাত অথবা দেবগণের প্রিয় বলিলে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি যে মহান্—অতি মহান্। তাঁহা হইতে দেবগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই উদ্ভূত হইয়াছে—তিনি সকলেরই জন্মহেতুভূত। শ্রুতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) বলিয়াছেন,—"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তঃ"। অন্যত্র দেখিতে পাই,—"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি"। অন্যত্র আবার আছে,—

> "যঃ স্থূলসূক্ষ্মপ্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
> বিশ্বং যতশ্চৈতদ্বিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায়॥"

'দেবজাতায়' এবং 'দিবস্পুত্রায়' পদদ্বয়ে এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা ঐ দুই পদের 'দেবানাং জন্মহেতবে' এবং 'বিশ্বস্য উৎপত্তিহেতুভূতায়'

অর্থ যথাক্রমে আমনন করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'তদ্‌ভূতং' পদের ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম প্রকার অর্থ—'সত্যমবশ্যফলপ্রদজ্যোতিষ্টোমরূপং কর্ম্ম'; এবং দ্বিতীয় প্রকার অর্থ—'সূর্য্যরূপং সত্যং ব্রহ্ম।' প্রথম প্রকারের অর্থ—ক্রিয়াকাণ্ডানুগত; দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ—আধ্যাত্মিকতামূলক। জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানে ভগবানকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস—কর্ম্মসাপেক্ষ; আর তাঁহাকে সত্য ব্রহ্ম 'ওঁ তৎসৎ' বলিয়া জানা জ্ঞান-সাপেক্ষ। মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মে লীন হইবার পক্ষে উভয়ই কার্য্যকরী। জ্ঞান ও কর্ম্ম সে পক্ষে পারস্পারিক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমরা যে পথের পথিক, আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করি। তাই 'তদ্‌ভূতং' পদে সৎকর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিয়াও 'যদ্বা' অভিধায়ে 'তদেব সত্যং ব্রহ্ম এবং বুদ্ধ্যা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সেই অর্থই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'কেতবে' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আমাদের পরিগৃহীত অর্থ—'বিজ্ঞানঘনানন্দস্বভাবায়।' তাঁহাতে প্রজ্ঞান, মোক্ষ-রূপ পরমধন এবং সদানন্দ বিরাজমান; অর্থাৎ তিনিই জ্ঞান, তিনিই মোক্ষ, তিনিই আনন্দ-ময়। তাঁহাকে ভজনা করিলেই সত্যজ্ঞান, মোক্ষ এবং চিরানন্দ লাভ হয়। মন্ত্রে তাঁহাকে আরাধনামূলক সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা হইতেছে—সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন, মোক্ষদান করুন এবং চিরানন্দ দান করুন। (৪অ—৩৫ক—১ম)॥

—— ০ ——

ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। (২) বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ।

(৩) বরুণস্য ঋতসদন্যসি। (৪) বরুণস্য ঋতসদনমসি।

(৫) বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ ॥ ৩৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃন্নিহিতে সদ্বৃত্তে! ত্বং 'বরুণস্য' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ) 'উত্তম্ভনং' (উন্নতেন প্রতিষ্ঠাপয়িতারং—কর্ম্মরূপে যানে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা,—কর্ম্মপ্রভাবেন যেন বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি, তদ্বিধেহি; অথবা, অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎসহযুক্তানি ভবন্তু।

২। হে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'বরুণস্য' (স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ) 'স্কম্ভসর্জ্জনী' (অচঞ্চলেন স্থাপয়িত্রী—হৃদি, কর্ম্মরূপে যানে বা ইতি ভাবঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ)। অতঃ প্রার্থনা—অস্মাকং কর্ম্মণা সহ ভগবৎসম্বন্ধঃ অবিচ্ছিন্নো ভবতু।

৩। হে মম হৃন্নিহিতে সদ্‌বৃত্তে! ত্বং 'বরুণস্য' (ভগবৎসম্বন্ধি) 'ঋতসদনী' (সৎকর্ম্মণামাধারভূতা, যদ্বা—সৎকর্ম্মসাধনায় ভগবদাশ্রয়যোগ্যা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসীতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—মম হৃন্নিহিতাভিঃ সদ্‌বৃত্তিভিঃ সহ স ভগবান অবিচলিতস্তিষ্ঠতু।

৪। অতঃ হে মম হৃদয়! ত্বং 'বরুণস্য' (ভগবৎসম্বন্ধি) 'ঋতসদনং' (সৎকর্ম্মণা-মাধাররূপং, যদ্বা—সৎকর্ম্মসাধনার্থং সত্যস্যাশ্রয়ভূতং) 'অসি' (ভবসি, ভবতু বা ইতি ভাবঃ)। যেন মম হৃদয়ং ভগবদভিমুখিনং কর্ত্তুং শক্নোমি, তদ্বিধেহি—ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বরুণস্য' (স্নেহকারুণ্যরূপস্য ভগবতঃ) 'ঋতসদনং' (সত্যরূপ-মাশ্রয়স্থানং—মম হৃদয়মিতি ভাবঃ) 'আসীদ' (প্রাপ, আশ্রয়ং কুরু)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন সৎকর্ম্মণা চ ভগবন্তং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ ইতি ভাবঃ। (৪অ—৩৬ক—১ ৫ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার পাঁচটী মন্ত্রের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্র হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তির সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র জ্ঞান-ভক্তির সম্বোধনে, চতুর্থ মন্ত্র হৃদয়ের বা অন্তরের সম্বোধনে এবং পঞ্চম মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে প্রযুক্ত।]

১। হে আমার হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি! তুমি (কর্ম্মরূপ যানে স্নেহ-করুণাধার ভগবানকে উন্নতভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও। (অতএব প্রার্থনা—কর্ম্মপ্রভাবে যাহাতে আমরা শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানকে পাইতে পারি, তাহা বিহিত করুন, অথবা আমাদের কর্ম্মসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হউক)।

২। হে জ্ঞান-ভক্তি! তোমরা (আমাদের হৃদয়ে বা কর্ম্মরূপ যানে) স্নেহ-করুণাধার ভগবানকে অচঞ্চলভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও। (প্রার্থনা—আমাদের কর্ম্মসমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক)।

৩। হে আমার হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি! তুমি ভগবৎ-সম্বন্ধি সৎকর্ম্মের আধারভূতা অথবা সৎকর্ম্মসাধন-জন্য ভগবানের আশ্রয়-যোগ্যা হও। (ভাব এই যে,—আমার হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তির সহিত ভগবান অবিচলিত-ভাবে অবস্থান করুন)।

৪। অতএব হে আমার হৃদয়। তুমি ভগবৎসম্বন্ধি সৎকর্ম্মের আধাররূপ অথবা সৎকর্ম্মসাধন-নিমিত্ত সত্যের আশ্রয়ভূত হও। (ভাব এই যে, যাহাতে অন্তরকে ভগবদভিমুখী করিতে সমর্থ হই, তাহাই বিহিত করুন। মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা প্রকটিত)।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি স্নেহকারুণ্যরূপী ভগবানের সত্যরূপ আশ্রয়স্থানকে (আমার এই হৃদয়কে) প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আশ্রয়

কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক; শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা এবং সৎকর্ম্মের সাহায্যে ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উপদেশ এই মন্ত্রে নিহিত আছে)॥ (৩অ—৩৬ক—৫ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৭৷৯৷২৫) সমীপেঽন উপস্থাপ্যোত্তম্ভনেনোপস্তভ্নাতি বরুণস্যোত্তম্ভনমসীতি। পঞ্চ যজূংষি বারুণানি। হে কাষ্ঠ! ত্বং বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বস্ত্রবদ্ধস্য সোমস্যোন্নমনং ভবসি ন তু শকটস্যেত্যর্থঃ। উত্তভ্যতে শকটমুখাগ্রমুন্নতত্বেন স্থাপ্যতে যস্মিন্ কাষ্ঠে তৎকাষ্ঠমুত্তম্ভনম্। (কা০ ৭৷৯৷২৬) শম্যে চোদ্‌বৃহতি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থ ইতীতি। শকটযুগে বদ্ধয়োর্ব্বলীবর্দ্দয়োঃর্গলবহির্ভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিতে শম্যে স্থাপ্যেতে। তাভ্যাং বৃষয়োরিতস্ততো গমনং নিবার্য্যতে ততস্তে স্কম্ভসর্জ্জনীশব্দেনোচ্যেতে। হে শম্যে! যুবাং বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। স্কম্ভ রোধনে। সর্জ্জ অর্জ্জনে স্কম্ভনং স্কম্ভো রোধঃ স সর্জ্জ্যতে ক্রিয়তে যাভ্যাং তে স্কম্ভসর্জ্জন্যৌ। বিভক্তেঃ পূর্ব্বসবর্ণঃ। ব্রিয়তে বেষ্টতে বস্ত্রাদিনেতি বরুণ-শব্দেনাত্র বস্ত্রবদ্ধঃ সোম উচ্যতে। বরুণদৈবতত্বাচ্চ পঞ্চস্বপি মন্ত্রেষু॥ (কা০ ৭৷৯৷২৬ ২৮) ঔদুম্বরীমাসন্দীং নাভিদঘ্নামরত্নিমাত্রাঙ্গীমুতামাহরন্তি চত্বারোঽভিমৃশন্ত্যেনাং বরুণস্য ঋত-সদন্যসি। ঋতায় যজ্ঞায় সদ্যতে উপবিশ্যতে যস্যাং সা ঋতসদনী। করণাধিকরণয়োরিতি ল্যু-প্রত্যয়ঃ। ঋতং যজ্ঞস্তন্নিষ্পত্ত্যর্থমুপবেশনস্থানভূতাসীত্যর্থঃ॥ (কা০ ৭৷৯৷২৯) কৃষ্ণাজিন-মস্যামাস্তৃণাতি বরুণস্য ঋতসদনমসীতি। হে কৃষ্ণাজিন! বরুণস্য বদ্ধস্য সোমস্য ঋতসদনং যজ্ঞার্থমুপবেশনস্থানমসি॥ (কা০ ৭৷৯৷৩০)। তস্মিন্ সোমং নিদধাতি বরুণস্য ঋতসদন-মাসাদেতীতি। হে সোম! ত্বং বরুণস্য বস্ত্রবদ্ধস্য তব ঋতসদনং যজ্ঞার্থমুপবেশন-স্থানভূতমাসন্দীসংস্থিতং কৃষ্ণাজিনমাসীদ সুখেনোপবিশ॥ (৪অ—৩৬ক—১-৫ম)॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকার পাঁচটী মন্ত্রই বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। ভাষ্যকারের অর্থে সে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যাভাষে বুঝা যায়—এই কণ্ডিকার পাঁচটী মন্ত্রই সোম-ক্রয়ণি-বিষয়ক। ভাষ্যের মতে শকটোপরি সংস্থাপিত সোমকে এবং শকট-সংবদ্ধ প্রায় প্রত্যেক বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই যেন কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে শকট সংলগ্ন বিবিধ সামগ্রী মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যাহা সম্বোধ্য এবং মন্ত্র-সমূহে যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, আমরা একে একে প্রথমে তাহাই উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যমতে কণ্ডিকার পাঁচটী মন্ত্রই বরুণ-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

১। প্রথম মন্ত্রে কাষ্ঠদণ্ডকে সম্বোধন করা হইয়াছে। শকটের অগ্রভাগ যে কাষ্ঠের দ্বারা উন্নতভাবে স্থাপন করা হয়, এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই কাষ্ঠখণ্ড। ভাষ্যমতে,

এখানে সে কাষ্ঠ বরুণরূপী সোমকে উন্নত-মুখে স্থাপন করে, শকটকে নহে। সে মতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে কাষ্ঠ! তুমি বস্ত্রবদ্ধ সোমের উত্তম্ভন (উন্নমন) অর্থাৎ উন্নতভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও।'

২। দ্বিতীয় মন্ত্র শম্যা-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। শকটের পুরোভাগস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশ-খণ্ড বলিবর্দ্দের স্কন্ধদেশে আরোপিত হয়, তাহা শকট-যুগ নামে অভিহিত। শকটযুগে বদ্ধ বলীবর্দ্দের স্কন্ধদেশের বহির্ভাগে অবস্থিত যে কাষ্ঠ বা বংশ নির্ম্মিত শম্যের দ্বারা বৃষের ইতস্ততঃ গমন নিবারিত হয়, এ মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই শম্যাদ্বয়। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে শম্যাদ্বয়! তোমরা উভয়ে বরুণের স্কম্ভসর্জ্জনী অর্থাৎ রোধকারী বা ইতস্ততঃ-গমন-নিবারক হও। যাহা স্কম্ভন অর্থাৎ রোধ করে, তাহাই 'স্কম্ভসর্জ্জনী'।

৩। তৃতীয় মন্ত্র আসন্দী-সম্বোধনে প্রযুক্ত। ঔদুম্বরী-নির্ম্মিত আসন্দী স্থাপন করিবার বিধি এই মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের অর্থ,—'হে আসন্দী! তুমি বরুণ-সম্বন্ধি 'ঋতসদনী' হও। যজ্ঞের নিমিত্ত যাহার উপর উপবেশন করা হয়, তাহাই ঋতসদনী। অর্থাৎ, তুমি যজ্ঞ-নিষ্পত্তির নিমিত্ত উপবেশন-স্থানভূত হও।'

৪। চতুর্থ মন্ত্র কৃষ্ণাজিন-সম্বোধনমূলক। ভাষ্যকারের অর্থ—'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি বরুণের অর্থাৎ বস্ত্রবদ্ধ সোমের যজ্ঞ-নিমিত্ত উপবেশন-স্থান হও।

৫। পঞ্চম বা শেষ মন্ত্রে সোমের সম্বোধন আছে। মন্ত্রার্থ—'হে সোম! তুমি বরুণের অর্থাৎ বস্ত্রবদ্ধ তোমার 'ঋতসদনং' অর্থাৎ যজ্ঞার্থ-উপবেশনস্থানভূত আসন্দীসংস্থিত কৃষ্ণাজিনে 'আসীদ' অর্থাৎ সুখে উপবেশন কর।'

ভাষ্যকারের প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত অর্থে মন্ত্রে কি উচ্চভাব প্রকাশ পাইয়াছে, সুধীগণ তাহা লক্ষ্য করিবেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রত্রয়ে বুঝা যায়,—উদুম্বর বা যজ্ঞডুম্বুরের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পিঠিকার উপর কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি বস্ত্রবদ্ধ সোম সংস্থাপিত করিবার বিধি ছিল। এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে,—সোমকে বেদ-ব্যাখ্যাতৃ-গণ কোথাও তারল্য-সম্পন্ন সোমরস বলিয়া আবার কোথাও সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানে সে সোম—লতা কি রস, কি রূপে পরিকল্পিত, তাহার কোনও উল্লেখ ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, সোম যদি এখানে সোমরস অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; তাহা হইলে, তারল্যসম্পন্ন সোমরস বস্ত্রে আবদ্ধ করিয়া আনা—ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়নের উপাখ্যানবৎ বড়ই সমস্যামূলক। বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে, ছিদ্রকুম্ভে জল আনয়ন অধুনা সম্ভবপর হইলেও, বস্ত্রের মধ্যে তরল পদার্থ আবদ্ধ করিবার কোনও নিদর্শন বিজ্ঞান আজিও প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, বেদমন্ত্রে এতাদৃশ প্রহেলিকা, মনে সংশয়-সন্দেহ আনয়ন করে মাত্র। মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যানুসারী হইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রের ভাব যে লৌকিক ব্যাপারের অতীত কোনও অলৌকিক ব্যাপারকে লক্ষ্য করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে আদৌ সন্দেহের উদয় হয় না।

এক্ষণে আমাদের পরিগৃহীত অর্থে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা

করিতেছি। এতদুপলক্ষে আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইতে পারিবে।

ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠ শকটের মুখাগ্রভাগকে উন্নতভাবে ঊর্দ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কাষ্ঠ-দণ্ড যেরূপ শকটকে, অন্তরের সদ্‌বৃত্তিসমূহ সেইরূপ কর্ম্ম-রূপ যানকে ঊর্দ্ধাভিমুখী বা ভগবদভিমুখী করিয়া দেয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—কাষ্ঠখণ্ড শকটকে উন্নতভাবে স্থাপন করে না, শকটস্থিত সোমকেই উন্নতভাবে স্থাপন করে। ইহাও একটু প্রহেলিকাপূর্ণ। শকট উন্নত হইলে তো শকস্থিত সামগ্রী উন্নত হইবে। শকটের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তদুপরিস্থিত সোম উন্নত হয়; তেমনই অন্তর্নিহিত সম্ভাব—সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা কর্ম্মরূপ যান বা শকট উন্নত বা সৎপথে পরিচালিত হইলে কর্ম্মরূপ যানাধি-পতি ভগবানও উন্নত হন। সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়—"তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ।" সেই কর্ম্মেই ভগবান উন্নত হন অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। শুদ্ধসত্ত্বকে 'উত্তম্ভন' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—সকল সৎকর্ম্মসাধনই হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব সাপেক্ষ। হৃদয় যদি নির্ম্মল না হয়, হৃদয়ের কলুষতা যদি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে কি? কলুষ-পঙ্কিল হৃদয় কুলুষতাময় কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। হৃদয় নির্ম্মল করিতে হইলে তাই সদ্‌বৃত্তি-সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। কর্ম্ম যদি ভগবদভিমুখী হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল সৎকর্ম্মের প্রযোজক বা নিয়ন্তা ভগবানও সমুন্নত হন, দিকে দিকে তাঁহার মহাত্ম্য প্রকট হইয়া পড়ে। প্রহ্লাদাদির দৃষ্টান্তে এতদ্বিষয় বিশদীকৃত হইতে পারে। প্রহ্লাদ আপনার অন্তর্নিহিত সম্ভাবের দ্বারা আপনার কর্ম্মকে যেরূপ উন্নত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তদ্দ্বারা ভগবন্মাহাত্ম্যও উন্নতভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা মন্ত্রের অর্থ করিয়াছি,—'হে আমার হৃন্নিহিত সদ্‌বৃত্তি! তুমি কর্ম্মরূপ যানে স্নেহ-করুণাধার ভগবানকে উন্নতভাবে স্থাপনকর্ত্তা হও।' মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদের কর্ম্ম-সমূহ ভগবৎ-সম্বন্ধ সহযুত হউক।'

কণ্ডিকার মন্ত্র-পঞ্চক বরুণদেবতা-বিষয়ক। ভাষ্যকার 'বরুণস্য' পদে 'বস্ত্রবদ্ধস্য সোমস্য' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভাষ্যকারের এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। আমাদের মতে, 'বরুণস্য' পদ ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; উহার অর্থ—'স্নেহকরুণাধারস্য ভগবতঃ।'

দ্বিতীয় মন্ত্রে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বোধন আছে। জ্ঞান বলিতে এখানে শ্রদ্ধার ভাব-আসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিই, জ্ঞান ও বিবেক রূপ বলীবর্দ্দকে সংযত করিয়া থাকে। কর্ম্ম যান, জ্ঞান ও বিবেক বা বৈরাগ্য বলীবর্দ্দদ্বয় এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদের সংযমকারী কাষ্ঠ-খণ্ডদ্বয়। শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা শ্রদ্ধার' দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়; আর তৎপ্রতি যে অনন্যভক্তি, তাহাই বিবেক। ভক্তিতেই বিবেক বা যথার্থ জ্ঞান বা বৈরাগ্য একই লক্ষ্য পথে চলিতে থাকে। সেই জন্য আমরা এই মন্ত্রের সম্বোধনে জ্ঞান ও বিবেকের সংযমকারী শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাব স্বীকার করিয়াছি। বৃষের গলবহির্ভাগে অবস্থিত

বৃষের ইতস্ততঃ গমন-নিবারক শম্যাদ্বয়ের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মন্ত্রের উপমায় সংযম-শিক্ষার ভাব আসে। মনের চাঞ্চল্য নিবন্ধন কর্ম্মের গতি বিভিন্নমুখী হইতে পারে; জ্ঞান ও ভক্তি তাহাকে ভগবদভিমুখী করিয়া তুলে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাব ভিন্ন কর্ম্ম ভ্রান্ত-পথে গমন করিতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অনন্যা ভক্তির দ্বারা কর্ম্মরূপ যানকে পরিশুদ্ধ করিয়া যদি সৎপথে সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ভগবান সে যানে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিয়া মানুষকে মোক্ষপথে লইয়া যান। এই ভাবেই আমরা এই দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদের কর্ম্মের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক।'

তৃতীয় মন্ত্রও হৃন্নিহিত সদ্বৃত্তির সম্বোধন-মূলক। যে হৃদয় সদ্বৃত্তির আধারভূত, সেই হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব—দেবভাব বা ভগবান অবস্থিতি করেন। সেই হৃদয়ই তাঁহার আশ্রয়যোগ্য হয়। সৎ তিনি; সত্তের সহিতই তাঁহার সম্বন্ধ। যেখানে আবিলতা, যেখানে কলুষতা, সেখান হইতে তিনি দূরে—অতি দূরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ভগবৎকর্ম্ম—সৎকর্ম্মসাধন, তাই সদ্বৃত্তির প্রেরণা-সাপেক্ষ। তাই হৃদয়ের সদ্বৃত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'তোমরা ভগবৎ-সম্বন্ধি সৎকর্ম্মের আধারভূতা হও' ইত্যাদি। ভাব এই যে,—আমার কর্ম্মসমূহ সৎসম্বন্ধ-মণ্ডিত হউক। আর সেই কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ভগবান আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। আমার অন্তরস্থিত সদ্বৃত্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন হউক।' 'ঋতসদনী' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'যজ্ঞনিষ্পত্তিনিমিত্ত উপবেশনস্থানভূত।' আমাদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ঔদুম্বরী-নির্ম্মিত আসন্দী যেমন উপবেশন-যোগ্য বা আধারস্থানীয়, সেইরূপ হৃদয়ের সদ্বৃত্তি ভগবানের আশ্রয়যোগ্য ও ভগবদ্ধারণ-সমর্থ।

চতুর্থ মন্ত্র হৃদয়ের সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। ভগবানের উপবেশনযোগ্য উপযুক্ত আসন, হৃদয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে?—যদি সে আসন নির্ম্মল সত্ত্বসমন্বিত হয়। মন্ত্রে হৃদয়কে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে হৃদয়! তুমি ভগবৎ-কর্ম্ম সাধন জন্য, ভগবানের উপবেশনোপযোগী পবিত্র আসনে পরিণত হও।' যে ভাবে হৃদয় সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে, তাহা পূর্ব্ব-মন্ত্রত্রয়ে কথিত হইয়াছে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি, জ্ঞান-বিবেক, সৎপ্রবৃত্তি, শুদ্ধসত্ত্বভাব—ইহারাই সে পথের সহায়। তাই মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব নিহিত আছে বলিয়া মনে করি, তাহা এই,—হৃদয়কে যাহাতে ভগবদভিমুখী করিতে সমর্থ হই, তাহাই বিহিত করুন।'

শেষ—পঞ্চম মন্ত্র। ভাষ্যমতে এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—সোম। আমাদের মতে ঐ মন্ত্রে অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধন আছে। সোম যে সাধারণ মাদক দ্রব্য বা সোমলতার রস নহে; পরন্তু উহা যে সকলের সারাভূত হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব, তাহা বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা এ মন্ত্রেও হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবকেই সম্বোধ্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে সোমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'আসন্দীসংস্থ

কৃষ্ণাজিনে উপবেশন কর।' যাহা হউক, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমরা মন্ত্রে সোম অর্থে শুদ্ধসত্ত্বকেই গ্রহণ করিয়াছি। মুক্তিপ্রার্থী জন ভগবদাশ্রয়ই কামনা করেন। তাঁহার লক্ষ্য—কিসে ভগবানকে পাইতে পারা যায়—কিসে জন্মগতি রোধ হয়। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই প্রার্থী শ্রদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য, সদ্বৃত্তি সদ্ভাব প্রভৃতির উন্মেষে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এখানেও সেই ভাব—সেই প্রার্থনা। শুদ্ধসত্ত্বকে বলা হইতেছে—'আমার হৃদয়ই ভগবানের উপবেশনের যোগ্য-স্থান বলিয়া বুঝিয়াছি। কিন্তু সে হৃদয় তো এখনও প্রস্তুত হয় নাই। তাই প্রথমে তোমরা আসিয়া সেখানে উপবেশন কর। ভগবানের অঙ্গীভূত তোমরা আসিলে তিনিও না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।' এইরূপ-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সাধক সঙ্কল্প-বদ্ধ হইতেছেন,—'শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি।'

আমরা মনে করি, মন্ত্রসমূহে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাবেরই সমাবেশ রহিয়াছে। মন্ত্রে কাষ্ঠ, সোম প্রভৃতির সম্বোধন-সূচক কোনও শব্দই পরিদৃষ্ট হয় না। তাই আমরা ভাষ্যকার-পরিকল্পিত সম্বোধন-সূচক সামগ্রী-সমূহের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। মন্ত্র-সমূহের আমরা যে অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম, পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতি রক্ষার পক্ষে, তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য সুধীগণ বিচার করিবেন। (৪অ—৩৬ক—১-৫ ॥

——•——

সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(চতুর্থ অধ্যায়। সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বি-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞম্।

(২) গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্রচরা সোম দুর্যান্ ॥ ৩৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে ভগবন্। 'তে' (তবসম্বন্ধি) 'যা' (যানি) 'ধামানি' (স্থানানি, নামানি বা অবলম্ব্যেতি ভাবঃ) 'হবিষা' (জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ) 'যজন্তি' (যাগং কুর্ব্বন্তি, অর্চ্চয়ন্তি—মনুষ্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তবসম্বন্ধি) 'যজ্ঞঃ' (তবোপাসনং) 'তা' (তানি) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বানি ধামানি নামানীতি ভাবঃ) 'পরিভূঃ' (ভবান্ পরিতঃ প্রাপ্তবান্) 'অস্তু' (ভবতু)। 'হে ভগবন্। যো জনঃ যস্মিন্ স্থানে যেন নাম্না জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ত্বামর্চ্চয়তি, ত্বমপি তস্মিন্ স্থানে তেন নাম্না পরিতুষ্ট সন্ তাং উদ্ধারয়েতি ভাবঃ।

২। হে ভগবন্। 'গয়স্ফানঃ' (গৃহাভিবর্দ্ধকঃ, যদ্বা—শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'প্রতরণঃ' (প্রকর্ষেণ বিপদুদ্ধারকর্ত্তা, যদ্বা—সংসারপারনয়নকর্ত্তা), 'সুবীরঃ' (শোভনবীর্য্যসম্পন্নঃ) 'অবীরহা' (বীরাণাং পরিপালকঃ, যদ্বা—অজ্ঞা নাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা) ত্বমিতি শেষঃ; 'দুর্য্যান' (গৃহান্, অস্মাকং হৃদ্রূপান্ যজ্ঞাগারানিতি ভাবঃ) 'প্রচর' (প্রচর, প্রাপ্নুহি অধিতিষ্ঠেত্যর্থঃ)। অতস্ত্বং অকিঞ্চনান্ অস্মান্ আশ্রয়ং দেহি সংসারসমুদ্রাচ্চ তারয়েতি প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ)। (৪অ—৩৭ক—১-২ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনার সম্বন্ধি যে সকল স্থান বা নাম অবলম্বন করিয়া, জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা মানুষ যজ্ঞ করে অথবা আপনার অর্চ্চনা করে, আপনার সম্বন্ধি সেই যজ্ঞ বা অর্চ্চন আপনার যাবতীয় স্থানে বা নামে আপনি সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন! যে জন যেখান হইতে যে নামেই আপনাকে জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করে, আপনি সেই স্থান হইতে সেই নামেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন)।

২। হে ভগবন্! আপনি গৃহাভিবর্দ্ধক অথবা শ্রেয়ঃসাধক, প্রকৃষ্ট-রূপে বিপদুদ্ধারকারী অথবা সংসারপারে নয়নকর্ত্তা, শোভনবীর্য্যসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক অর্থাৎ অজ্ঞান অকিঞ্চন জনের আশ্রয়দাতা; আপনি অকিঞ্চন আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন এবং সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ করুন)। (৪অ—৩৭ক—১-২ম)। .

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

'যা ত ইতি বাচয়তীতি' (কা॰ ৭৷৯৷৩২)। সোমদেবত্যা ত্রিষ্টুপ গোতমদৃষ্টা। হে সোম, তে তব যা যানি ধামানি প্রাতঃসবনাদীনি স্থানানি প্রাপ্নোতি শেষঃ হবিষা ত্বদীয় রসরূপেণ যজন্তি ঋত্বিজো যাগং কুর্ব্বন্তি। যজ্ঞমভিলক্ষ্যেতি শেষঃ তে তব তা তানি বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি স্থানানি পরিভূরস্তু। পরিতো ভবতি প্রাপ্নোতীতি পরিভূঃ। ভূ প্রাপ্তৌ। ভবান্ পরিতঃ প্রাপ্তবান্ ভবতু। ঋত্বিজো যেষু স্থানেষু যজন্তি তানি ত্বং প্রাপ্-হীত্যর্থঃ। যদ্বা ঋত্বিজো যানি ধামানি প্রাপ্য যজন্তি তানি সর্ব্বাণি তে তব যজ্ঞং পরিভূরন্তু। যজ্ঞং পরিতো ভবিতৄণি যজ্ঞব্যাপকানি সন্তু। নপুংসকবহুবচনস্থানে পুংলিঙ্গৈকবচন-মার্ষম্। কিঞ্চ হে সোম, ত্বং দুর্য্যান্ গৃহান্ প্রচর প্রাপ্নুহি। দুর্য্যা ইতি গৃহনাম। 'ষ্যচোঽ-

তস্তিঙঃ' (পা০ ৬।৩।১৩৫) ইতি সংহিতায়াং প্রচরেতি দীর্ঘঃ। কিন্তুতস্তম্? গয়স্ফানঃ গয় ইতি গৃহনাম। (নিঘ০ ৩।৪।১)। স্ফায়ী বৃদ্ধৌ। গয়ান্ স্ফায়য়তীতি গয়স্ফানঃ গৃহাভিবর্দ্ধকঃ। প্রতরণঃ প্রকর্ষেণ তরন্ত্যাপদো যেন স প্রতরণঃ। যদ্বা প্রতারয়তি যজ্ঞপারং প্রাপয়তীতি প্রতরণং। সুবীরঃ শোভনাস্তৎ প্রসাদলব্ধা বীরা অস্মৎপুত্রপৌত্রা যস্য তব স ত্বং সুবীরঃ। অবীরহা ন বীরান্ হন্তীতি বীরাণাং পরিপালক ইত্যর্থঃ॥ (৪অ—৩৭ক—১·২ম)॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতে বেদদীপে মনোহরে।

শালাগমাদ্যাচনান্তশ্চতুর্থোঽধ্যায় ঈরিতঃ ॥ ৪ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অধ্যায়ের শেষে এই কণ্ডিকার মন্ত্রে এক মহান্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ভিন্ন-ভাব তিরোহিত,—এখানে সব এক হইয়া গিয়াছে। নদী যে পথে যে নামেই প্রবাহিত হউক, সকলেরই মূল লক্ষ্য—সেই মহাসমুদ্রে সম্মিলন; সকলেই নাম-রূপ হারাইয়া সেই মহাসমুদ্রেই মিশিয়া যায়। এ মন্ত্রেও সেই ভাব পরিব্যক্ত। মানুষ যেখানেই থাকুক, যে অবস্থায়ই থাকুক, আর যে নামেই তাঁহাকে ডাকুক;—ঐকান্তিক-ভাবে ডাকিতে পারিলে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে,—তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন! তিনি সেই নামে, সেই স্থানে, সেই অবস্থায়ই আসিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। তিনি যে ভক্তের ভগবান—তিনি যে ভক্তিডোরে ভক্তের নিকট বাঁধা আছেন! হরিবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু, ভক্তসাধক প্রহ্লাদকে যখন জিজ্ঞাসা করিল,—'বল, তোর হরি কি এই স্তম্ভে আছেন?' সরল-প্রাণে একান্ত ভক্তিভরে প্রহ্লাদ উত্তর দিল,—'হাঁ নিশ্চয়ই আছেন।' ভক্তের ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের রক্ষার জন্য—ভক্তের কথা রক্ষার নিমিত্ত—ভগবান্ সেই স্ফটিক-স্তম্ভে আবির্ভূত হইলেন! জগৎ দেখিল,—মানুষ যে অবস্থায় যে ভাবে যে নামেই তাঁহাকে ভক্তিগদগদচিত্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকে, ভক্তের ভগবান, সেই ভাবেই আসিয়া তাহার উদ্ধারসাধন করেন। এই সত্য-তত্ত্ব প্রচারের জন্যই আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের অবতারণা। মানুষকে এ মন্ত্র সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে।

কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে, ভগবানের গুণ-বিশেষণের সমাবেশে, এক উচ্চ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি জগতের শ্রেয়ঃ-বিধান করেন, একমাত্র আপনিই মানুষকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করেন, আপনার ন্যায় বীর্য্য-সম্পন্ন আর কে আছে? আপনিই অজ্ঞান অকিঞ্চনকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন। অজ্ঞান অকিঞ্চন আমরা; আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশ্রয় দান করুন। সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জ-মান্ আমরা, কূলকিনারা কিছুই পাইতেছি না; আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন। আমাদের ভববন্ধন ঘুচিয়া যাউক। আমরা আপনাতে পরমাশ্রয় লাভ করি।' দ্বিতীয় মন্ত্রে, আমাদের মনে হয়, এই ভাবই পরিব্যক্ত।

কি সূত্রে কি ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রদ্বয় সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রের ছন্দ ত্রিষ্টুপ, ঋষি গৌতম। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য ঘটে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—'হে সোম, প্রাতঃসবনাদি যে সকল

স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঋত্বিক্‌গণ তোমার রসরূপের দ্বারা যজ্ঞ করে, তোমার সেই সকল স্থান পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ তুমি সে সকল স্থান সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও। অথবা ঋত্বিক্‌গণ তোমার যে সকল স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ করে, হে সোম, সে সকল স্থানই তোমার যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত হয়। অপিচ হে সোম, তুমি গৃহসমূহ প্রাপ্ত হও। তুমি কিরূপ? 'গয়স্ফানঃ' অর্থাৎ 'গৃহাভিবর্দ্ধক, 'প্রতরণঃ' প্রকৃষ্টরূপে আপদ হইতে ত্রাণ-কর্ত্তা অথবা যজ্ঞপারে নয়নকর্ত্তা, 'সুবীরঃ' তোমার প্রসাদলব্ধ আমাদিগের বীরপুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন এবং বীরগণের পরিপালক।'

যে যে বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে, তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ, মন্ত্রের সম্বোধ্য-পদ। কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয় ভগবৎসম্বন্ধে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, ভবাব্ধিপারে নয়নকর্ত্তা—একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কে থাকিতে পারে? ভগবদনুকম্পা ভিন্ন, বিপদে উদ্ধার হওয়া অথবা সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। 'ধামানি' পদের ভাষ্যকার 'স্থানানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা ঐ পদে তদতিরিক্ত 'নামানি' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। নিরুক্তে 'নাম এবং ধাম' একই পর্য্যায়ভুক্ত। 'হবিষা' পদে 'সোমলতার রস' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভক্ত যিনি, তিনি কি আপনার অভীষ্ট দেবতাকে সাধারণ মাদক-দ্রব্য প্রদান করিতে উদ্‌বুদ্ধ হন? তাঁহার দেয়,—সেই অন্তরের সার-সামগ্রী ভক্তিসুধা। ভগবানকে তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে 'যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—যে স্থানে যে নামেং আপনাকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করে।' এই ভাবে পরবর্ত্তী অংশেও যে এক উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'অবীরহা' পদ কিঞ্চিৎ সমস্যা-মূলক। ভাষ্যের অর্থ— বীরাণাং পরিপালক।' বীর যাঁহারা, যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা তো নিজের শক্তির দ্বারাই ভগবানের কৃপাভাজন হইবেন। তাঁহাদের উদ্ধারে ভগবানের গুণমাহাত্ম্য অধিক আর কি প্রকাশ পায়? কিন্তু যাহারা অজ্ঞান নিরাশ্রয়—আপনার সামর্থ্যে যাহারা ভগবদনুকম্পা-লাভে অসমর্থ, তাহাদের উদ্ধারে বা আশ্রয়-দানেই তো তাঁহার মহিমা অধিকতর প্রকট হয়। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা 'অবীরহা' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত আর এক অর্থ—'অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা' অর্থ—অধ্যাহার করিয়াছি। এই অধ্যায়েরই ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকায় 'অবীরহণৌ' পদ আছে। সেই পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন,— 'বীরাণাং শিশূনাং হননমকুর্ব্বাণৌ।' 'বীর' অর্থে সেখানে 'শিশু' পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। শিশু—অজ্ঞান, সামর্থ্যহীন। যাহারা শিশুর ন্যায় অজ্ঞান, নিরাশ্রয় বা সামর্থ্যহীন, ভগবান তাহাদিগের আশ্রয়দাতা। এইরূপভাবে এবং অর্থে 'অবীরহা' পদে আমরা 'অজ্ঞানাকিঞ্চনানাং আশ্রয়দাতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রতরণঃ' পদের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'প্রকর্ষেণ তরন্ত্যাপদো যেন স প্রতরণঃ। যদ্বা প্রতারয়তি যজ্ঞপারং প্রাপয়তীতি প্রতরণঃ।' ভগবান যে বিপদুদ্ধারকর্ত্তা—মানুষ পদে পদেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। তিনি যজ্ঞপার প্রাপণকর্ত্তা। যজ্ঞ অর্থে কর্ম্ম বুঝায়। সংসার—কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম ভিন্ন মানুষ তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলেই কর্ম্মের বা যজ্ঞের পারে পৌঁছান যায়। যতচিতাত্মা ভিন্ন সে নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। একমাত্র ভগবদনুগ্রহেই—একমাত্র সাধনা-প্রভাবেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল ভাব হইতে মন্ত্রে এই প্রার্থনার ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'হে ভগবন্! আপনি অজ্ঞান অকিঞ্চন আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ করুন। (৪অ—৩৭ক—১-২ম)॥

—— • ——

ও

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

চতুর্থ অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

শ।

স।

হ।

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

[শুক্লযজুর্ব্বেদ—বাজসনেয়িসংহিতা।]

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথম কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। প্রথমা কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নেস্তনূরসি বিষ্ণবে ত্বা। (২) সোমস্য তনূরসি বিষ্ণবে

(৩) অতিথেরাতিথ্যমসি বিষ্ণবে ত্বা।

(৪) শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে বিষ্ণবে ত্বা।

(৫) অগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদে বিষ্ণবে ত্বা॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানরূপস্য ভগবতঃ) 'তনূঃ' (শরীররূপঃ, অঙ্গীভূতঃ, যদ্বা—তস্য বিভূতিরূপঃ ধারকো বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায়, ভগবৎপ্রীতয়ে) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি, সমর্পয়ামীতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—শুদ্ধসত্ত্বো হি ভগবতঃ স্বরূপঃ; শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান্ প্রাপ্তব্য ইতি ভাবঃ।

(২) হে মম হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'সোমস্য' (সৎস্বরূপস্য ভগবতঃ) 'তনূঃ' (শরীররূপঃ, অঙ্গীভূতঃ, যদ্বা—বিভূতিরূপঃ, প্রকাশকো ধারকো বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায়, ভগবৎপ্রীতয়ে, তল্লাভার্থং বা) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি, উৎসর্গয়া-

মীতি শেষঃ। সত্যেন সৎস্বরূপো ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ। অতঃ শুদ্ধসত্ত্বেন সদ্ভাবাদিনা চ যৎ ভগবৎসন্নিকর্ষং অধিগন্তব্যং তৎ করবাণীতি ভাবঃ।

(৩) হে মম হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'আতিথ্যে' (অতিথিরূপেণ জগৎপ্রীতিকরস্য ভগবতঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং পূজার্হস্য ভগবতঃ) 'আতিথ্যং' (প্রীণনসাধনমুপকরণং তুষ্টিসম্পাদকং বা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায়, ভগবতে, যদ্বা—তৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি, নিয়োজয়ামীতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—অতিথিরূপেণ স ভগবান জগতামারাধনীয়ঃ। তদারাধনায় সদ্ভাবশুদ্ধসত্ত্বৌ প্রধানোপকরণৌ। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থং তৎ শুদ্ধসত্ত্বং নিবেদয়ামি।

(৪) হে মম হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'সোমভৃতে' (সোমানয়নকর্ত্রে, হৃদি সদ্ভাবজনয়িত্রে) 'শ্যেনায়' (শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগামিনে—ভক্তিমতীনাং অর্চ্চনাকারিণাং প্রতি ইতি যাবৎ, ভগবতে ইতি ভাবঃ, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং, সৎকর্ম্মসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) আহ্বয়ামি; অপিচ, 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবতে, তল্লাভার্থং তৎপ্রীত্যর্থং বা) 'ত্বা' (ত্বাং) প্রতিষ্ঠাপয়ামি—হৃদি ইতি শেষঃ। সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবেন চ তুষ্টঃ সন্ ভগবান্ ত্বরয়া ভক্তমুদ্ধারয়তি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—হৃদি সদ্ভাবোন্মেষেণ সৎকর্ম্মসাধনেন চ শুদ্ধসত্ত্বং আহৃত্য মোক্ষলাভায় তং নিযোজয়ামি।

(৫) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'রায়স্পোষদে' (পরমার্থরূপধনানাং পুষ্টিদায়িনে) 'অগ্নয়ে' (জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভায়) 'ত্বা' (ত্বাং) উদ্বোধয়ামি; অপিচ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপিনে ভগবতে, যদ্বা—তৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) সমর্পয়ামি। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি পরমার্থপ্রদং। শুদ্ধসত্ত্বেন জ্ঞানাধিকরণং সমাহৃত্য ভগবৎপ্রাপ্তয়ে তং নিযোজয়ামীতি সঙ্কল্পঃ। (৫অ—১ক—১-৫ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার পাঁচটী মন্ত্রই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্র-কয়টী আত্মোদ্বোধন-মূলক।)

১। হে আমার হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের শরীররূপ (অঙ্গীভূত অথবা তাঁহার বিভূতি-রূপ বা ধারক) হও; অতএব, বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।)

২। হে আমার হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবানের শরীররূপ বা অঙ্গীভূত (অথবা তাঁহার বিভূতি-রূপ বা প্রকাশক) হও। অতএব, বিশ্বব্যাপী ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। (সত্যের দ্বারা সৎস্বরূপ ভগবানকে পাওয়া যায়। অতএব শুদ্ধসত্ত্বের এবং সদ্ভাবাদির দ্বারা যাহাতে ভগবৎ-সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা করিব।)

৩। হে আমার হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি অতিথিরূপে জগৎ-প্রীতিকর (অথবা অতিথি-রূপে সকলের পূজ্য) ভগবানের প্রীতিসাধনভূত উপকরণ বা তুষ্টিসম্পাদক হও। অতএব, বিশ্বব্যাপনশীল ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে উদ্বুদ্ধ বা নিয়োজিত করিতেছি। (ভাব এই যে,—ভগবান অতিথিরূপে জগতের আরাধনীয়। তাঁহার আরাধনার প্রধান উপকরণ—সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। তাই সঙ্কল্প—ভগবানের প্রীতির জন্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে নিয়োজিত করি।)

৪। হে আমার হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! সোমানয়নকর্ত্তা অথবা হৃদয়ে সদ্ভাবজনয়িতা, ভক্তিমান্ অর্চ্চনাকারিগণের প্রতি শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগমনকারী, ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা সৎকর্ম্ম-সাধন-নিমিত্ত, তোমাকে আহরণ করিতেছি; এবং বিশ্বব্যাপক ভগবানের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তোমাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছি। (সৎকর্ম্মের এবং সদ্ভাবের দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান ত্বরায় ভক্তের উদ্ধার-সাধন করেন। অতএব সঙ্কল্প—সদ্ভাবের উন্মেষে সৎকর্ম্ম-সাধনে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব আহরণ করিয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করিব।)

৫। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! পরমার্থরূপ ধনসমূহের পুষ্টি-দানকারী জ্ঞানজ্যোতিঃ-লাভের নিমিত্ত তোমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি। অপিচ, বিশ্বব্যাপী ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রীতির জন্য তোমাকে সমর্পণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই পরমার্থপ্রদ। শুদ্ধসত্ত্ব-সাহায্যে জ্ঞানকিরণ আহরণ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে নিয়োজিত করি।)॥ (৫অ—১ক—১-৫ম)॥

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

চতুর্থেঽধ্যায়ে সত্বিগ্‌যজমানস্য শালাপ্রবেশমারভ্য ক্রীতসোমস্য শালাপ্রবেশপর্য্যন্তা মন্ত্রা উক্তাঃ। অথ পঞ্চমেঽধ্যায়ে সত্রাদৌ আতিথ্যেষ্টৌ হবিগ্রহণাদিমন্ত্রা উচ্যন্তে॥ (কা০ ৮।১।৪) 'নির্ব্বপেদগ্নেস্তনূরিতি পঞ্চকৃত্বঃ প্রতিমন্ত্রমিতি'। পঞ্চ যজূংষি বৈষ্ণবানি। হে হবিঃ! ত্বমগ্নেস্তনূরসি অগ্নিসংজ্ঞো যো দেবঃ সোমস্য বাহ্যো ভৃত্যস্তস্য গায়ত্রীচ্ছন্দোঽধিষ্ঠাতুস্তনূঃ শরীরং ভবসি। তৃপ্তিজনকত্বাৎ তথাবিধঃ হে হবি! বিষ্ণবে বহুযজ্ঞব্যাপিনে সোমায় সোমপ্রীত্যর্থং ত্বা ত্বাং নির্ব্বপামীতি শেষঃ। সোমস্য তনূরসি। সোমসংজ্ঞঃ কশ্চিৎ সোমস্য বাহ্যো ভৃত্যস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽধিষ্ঠাতা। তস্য তৃপ্তিহেতুত্বাত্তনূরসি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। অতিথেরাতিথ্যমসি। অতিথিসংজ্ঞঃ

সোমরাজানুচরো জাগতীচ্ছন্দোঽধিষ্ঠাতা। হে হবিঃ। ত্বমতিথেরতিথিসংজ্ঞস্য সোমভৃত্যস্য আতিথ্যমসি আতিথ্যনামসংস্কাররূপমসি। তিথিবিশেষং বিনৈবাতিক্ষুধয়া পীড়িতে বিপ্রেঽতিথৌ সমাগতে তৎসৎকারায় ক্রিয়মাণঃ পাদক্ষালনভোজনসংবাহনাদিসংস্কার আতিথ্যমুচ্যতে। অতিথেরিদমাতিথ্যম্। অতিথেঞ্যঃ ইতি (পাঃ ৫।৪।২৬) ঞ্যঃপ্রত্যয়ঃ। বিষ্ণবে ত্বাং নির্ব্বপামীতি পূর্ব্ববৎ। শ্যেনায় ত্বা সোমভৃতে। শ্যেনো নাম দেবঃ সোমরাজানুচরঃ স্বর্গাৎ-সোমাহর্ত্তা শ্যেনরূপধারিগায়ত্র্যধিষ্ঠাতা তস্মৈ শ্যেনায় বিষ্ণবে সোমায় চ ত্বাং নির্ব্বপামি। কিম্ভূতায় শ্যেনায়? সোমভৃতে সোমং হরতি আনয়তীতি সোমভৃৎ তস্মৈ। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসী ইতি হরতের্হস্য ভঃ। (পা০ ৮।২।৩২) সোমানয়নকর্ত্রে। তথা চ শ্রুতিঃ (৩।৪।১।১২)—সা যদ্গায়ত্রী শ্যেনো ভূত্বা দিবঃ সোমমাহরদিতি। অগ্নয়ে ত্বা রায়স্পোষদে। রায়স্পোষং ধনপুষ্টিং দদাতি রায়স্পোষদাঃ তস্মৈ। ক্বিপ্ প্রত্যয়ঃ। রাজ্ঞো ধনং ক্রয়বিক্রয়াদিনা বহুধা পোষয়িত্বা রাজ্ঞেঽর্পয়তি স রায়স্পোষদাঃ অগ্নিসংজ্ঞোঽপরঃ সোমানুচরোঽস্তি। অনুষ্টুপ্ছন্দোঽধিষ্ঠাতা দেবঃ তস্মৈ ধনপুষ্টিদায়িনেঽগ্নয়ে হে হবিঃ। ত্বা ত্বাং গৃহ্ণামি। বিষ্ণবে ত্বেতি পূর্ব্ববৎ। বিষ্ণুশব্দাভি-ধেয়স্য সোমস্য রাজ্ঞো হবিষা তদনুচরাণামগ্ন্যাদিদেবানাং তদ্দ্বারা তৎসম্বন্ধিনাং গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দসাং চ তৃপ্তির্ভবতি। তদাহ তিত্তিরিঃ—যাবদ্ভিরৈ্ব্ব রাজানুচরৈরাগচ্ছতি সর্ব্বেভ্যো বৈ তেভ্য আতিথ্যং ক্রিয়তে ছন্দাᳬসি খলু বৈ সোমস্য রাজ্ঞোঽনুচরাণীতি ॥ ১ ॥

* * *

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ০ ——

নূতন অধ্যায়ের নূতন মন্ত্রে এক নবভাবের বিকাশ হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম কণ্ডিকার এই মন্ত্র-পঞ্চক যাজ্ঞিককে এক অভিনব পন্থা প্রদর্শন করিতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথাক্রমে সোম ক্রয় করা হইল, যাজ্ঞিক যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন এবং যজ্ঞশালায় সোম সংবাহিত হইল। এক্ষণে, সেই সোম পরিশোধিত হইয়া যজ্ঞে প্রযুক্ত হইবে। তাই এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের অবতারণা।

কণ্ডিকারমন্ত্র-পঞ্চক সরল অর্থবোধক। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা উহাকে জটিলতা-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পূর্ব্বে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার মর্ম্ম-বিষয়ে প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। মন্ত্রার্থের প্রারম্ভে ভাষ্যকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—চতুর্থ অধ্যায়ে সম্পাত্বিগ্ যজমানের যজ্ঞশালা প্রবেশ হইতে ক্রীত সোমের যজ্ঞশালা প্রবেশ পর্য্যন্ত মন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম আতিথ্যেষ্টিতে প্রযোজ্য হবিগ্রহণাদি বিষয়ক মন্ত্র-সমূহ উক্ত হইতেছে। এই প্রথম কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহ বিষ্ণুদেবাত্মক। মন্ত্রের সম্বোধ্য—হবিঃ। এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে নিম্নে প্রকটিত করিতেছি; যথা,—

(১) হে হবিঃ। তুমি 'অগ্নেস্তনূরসি' অর্থাৎ অগ্নিনামক যে দেবতা সোম রাজার ভৃত্য, তাহারই গায়ত্রীছন্দোধিষ্ঠাতা শরীর হও। হে হবিঃ। তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া

বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বাপিত করি। (২) হে হবিঃ! তুমি 'সোমস্য তনুরসি' অর্থাৎ সোমসংজ্ঞ কোনও সোমরাজার ভৃত্য ও ত্রিষ্টুপছন্দোধিষ্ঠাতা। তাহার তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া তুমি তাহার তনু হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বাপিত করি। (৩) হে হবিঃ! তুমি 'অতিথেরাতিথ্যমসি' অর্থাৎ অতিথিসংজ্ঞ সোমরাজার অনুচর জগতীছন্দোধিষ্ঠাতা। হে হবিঃ! তুমি অতিথিসংজ্ঞ সোমরাজানুচরের আতিথ্য নামক সংস্কাররূপ হও। অতএব হে হবিঃ! তথাবিধ তোমাকে, তৃপ্তিজনক বলিয়া, বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য নির্ব্বাপিত করি। (৪) সোমরাজানুচর শ্যেন নামক যে দেবতা স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করেন, তিনি শ্যেনরূপধারী গায়ত্র্যধিষ্ঠাতা। তাঁহার উদ্দেশ্যে এবং বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য, হে হবিঃ! তোমাকে নির্ব্বাপিত করি। (৫) ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা রাজার ধন বহুরূপে পরিবৃদ্ধি করিয়া যিনি রাজাকে প্রদান করেন, সোমরাজার অগ্নিনামধেয় অপর সেই অনুচর অনুষ্টুপ্‌ছন্দোধিষ্ঠাতা। ধনপুষ্টিদায়ক সেই অগ্নির উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করিয়া বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য তোমাকে নির্ব্বাপিত করি। বিষ্ণুশব্দাভিধেয় সোম-রাজার হবির্দ্বারা তাঁহার অনুচর অগ্ন্যাদি দেবগণের এবং তাঁহাদিগের সম্বন্ধি গায়ত্র্যাদি ছন্দের তৃপ্তি সাধিত হয়।

ভাষ্যমতে পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র-সমূহে সোমরাজার বিভিন্ন অনুচরের বা ভৃত্যের পরিতৃপ্তি-বিধায়ক, তাহাদের অংশস্বরূপ হবিকে বহুযজ্ঞব্যাপী সোমের পরিতৃপ্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইতেছে। মন্ত্রে অগ্নি, সোম, অতিথি, শ্যেন প্রভৃতি যে সকল পদ দৃষ্ট হয়, ভাষ্যমতে তদ্দ্বারা সোমরাজার বিভিন্ন-নামধেয় ভৃত্যকে বুঝাইতেছে। ইহারা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের অধিষ্ঠাতা; উহারাও দেব-পর্য্যায়ভুক্ত। উক্ত অগ্নি সোম প্রভৃতি যে সোমরাজার ভৃত্যস্থানীয়, সেই সোম-রাজা— বিষ্ণু। ভাষ্যে 'বিষ্ণবে' পদের যে 'বহুযজ্ঞব্যাপিনে সোমায়' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই এতদ্বিষয় উপলব্ধ হয়। যাহাই হউক, ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তানুসারে, সাধারণ-ভাবে, মন্ত্রের যজ্ঞকর্ম্মানুসারী অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—'শুদ্ধসত্ত্ব।' যে শুদ্ধসত্ত্ব জন্মগত—বীজরূপে হৃদয়ে নিহিত থাকে। ভাষ্যকারের 'হবিঃ' যেমন গো-দুগ্ধের সার; শুদ্ধসত্ত্ব তেমনি হৃদয়ের—অন্তরের সার সামগ্রী—ভক্তিসুধা। হবিঃ আহুতি পাইলে, যেমন জড় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; অন্তরের জ্ঞান-বহ্নিও তেমনি শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রদীপিত হইয়া থাকে; অথবা জ্ঞানাগ্নি-পরিশোধিত শুদ্ধসত্ত্ব উৎকর্ষসম্পন্ন হয়। হবিঃ বা ঘৃতের আহুতি দ্বারা যেমন দেবতা পরিতুষ্ট হন, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাও সেইরূপ ভগবান ভক্তহৃদয়ে সমাকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবানকে পাইতে হইলে, তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা, সদ্ভাবের উন্মেষণ, ভক্তির সংমিশ্রণ প্রধান অবলম্বন। তাই দেবভাবমূলক মন্ত্র-সমূহে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বই সম্বোধ্য বলিয়া মনে করি। পরমার্থ-জ্ঞানে হৃদয়ে নির্ম্মলতা আসে,—শুদ্ধসত্ত্বভাবের সমাবেশ হয়, হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হইয়া যায়; তাই তাহাকে 'অগ্নির' বা জ্ঞানাগ্নির 'তনু' বা আশ্রয় অর্থাৎ প্রকাশক বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব যেমন জ্ঞানাগ্নির অঙ্গীভূত ও আশ্রয়স্থানীয়,

তেমনই তাহা আবার 'সোম' বা সৎস্বরূপ ভগবানের বিভূতিস্বরূপ ও প্রকাশক। ভগবান ও তাঁহার বিভূতি অভিন্ন। তিনি যেমন বিভূতি-সমূহের ধারক, তেমনি বিভূতি-সমূহ আবার তাঁহাকে ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে পরস্পর আধার-আধেয় ব্যাপ্যব্যাপক-সম্বন্ধ। শুদ্ধসত্ত্বের যেমন তিনি ধারক ও পোষক; তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব আবার তাঁহার ধারক পোষক ও প্রকাশক। বিভূতির সমুচ্চয় ভগবান; বিভূতি তাঁহার অংশ। সুতরাং ভগবদ্বিভূতি যে ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ, তদ্বিষয়ে আদৌ সংশয় নাই। আমরা মনে করি,—এই হিসাবেই শুদ্ধসত্ত্বকে 'সোমস্য তনু' বলা হইয়াছে। জ্ঞানের অঙ্গীভূত, ভগবানের বিভূতিরূপ যে সদ্ভাবরাজি, তাহাতেই তো ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন! ভক্ত তদ্দ্বারাই তো তাঁহার পরিতুষ্টি বিধান করেন! প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে ভগবানকে সাধক আপনার হৃদ্গত ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম মন্ত্রেও সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। চতুর্থ মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্যেনায়' পদে আমরা 'ক্ষিপ্রগামিনে' অর্থ পরিগ্রহণ করি। ভক্ত যদি ব্যাকুল ক্রন্দনে আকুল আকাঙ্ক্ষা জানায়, ভগবান স্থির থাকিতে পারেন কি? তিনি তখন শ্যেনবৎ ক্ষিপ্রগতিতে তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহার উদ্ধার-সাধন করেন। মন্ত্রে তাই বলা হইতেছে,—'এমন যে ভক্তের ভগবান, তাঁহার চরণে শুদ্ধসত্ত্বমণ্ডিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করি।' তৃতীয় মন্ত্রে হৃদয়ের সদ্ভাবরাজি 'অতিথরাতিথ্যং' রূপে উপমিত। আতিথ্য পদে অতিথির প্রীণনসাধন দ্রব্যাদি—পাদ্য, অর্ঘ্য, ভোজ্যপেয়াদি বুঝাইয়া থাকে। অতিথি—দেবতা। দেবতার পরিতুষ্টির উপযোগী সামগ্রী বিশুদ্ধভাবাপন্নই হইয়া থাকে। তাহাই অতিথির আতিথ্য। শুদ্ধসত্ত্বকে—সেই 'আতিথ্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হইয়াছে। ভগবানের প্রীতিসাধক সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের সামগ্রীকে ভক্ত ভগবানকে দিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতেছেন। শেষ বা অষ্টম মন্ত্রেও সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। জ্ঞানে পরমার্থরূপ পরমধন অধিগত হয়; জ্ঞানেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইলে তৎপ্রভাবে হৃদয়ের সদ্ভাব-সমূহ তৎপ্রতি নিয়োজিত হইতে পারে। তাঁহাকে না চিনিলে, তাঁহাকে না জানিলে,—তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে, তাঁহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয় কি? (৫অ—১ক—১-৫ম)॥ *

• •

* এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের একটী প্রচলিত ইংরেজী অনুবাদ; যথা,—

"Body of Agni art thou. Thee for Vishnu. Body of Soma art thou. Thee for Vishnu. Thou art the Guest's Reception. Thee for Vishnu. Thee for the Soma-bringing Falcon. Thee for Vishnu. Thee for the giver of abundance, Agni. Thee for Vishnu."

দ্বিতীয় কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। দ্বিতীয় কণ্ডিকা। অষ্টমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নের্জনিত্রমসি। (২) বৃষণৌ স্থঃ। (৩) উর্বশ্যসি। (৪) আয়ুরসি।

(৫) পুরূরবা অসি। (৬) গায়ত্রেণ ত্বা ছন্দসা মন্থামি।

(৭) ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি।

(৮) জাগতেন ত্বা ছন্দসা মন্থামি ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নেঃ' (প্রজ্ঞানময়স্য ভগবতঃ) 'জনিত্রং' (প্রজননহেতুভূতং, প্রাপ্তিকারণমিতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। শুদ্ধসত্ত্বেন সদ্ভাবাদিভিশ্চ জ্ঞানং তথা ভগবন্তমপি গন্তব্যমিত্যর্থঃ।

২। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতৌ জ্ঞানকর্ম্মণী! যুবাং 'বৃষণৌ' (সেক্তারৌ, অভীষ্টবর্ষকৌ সর্ব্বাভীষ্টপূরকৌ বা, মোক্ষপ্রদায়কৌ ইত্যর্থঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ)। অয়ং ভাবঃ—সদ্‌জ্ঞানেন সৎকর্ম্মণা চ নরাঃ অভীষ্টং লভন্তে।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তে বা ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'উর্ব্বশী' (মহান্তং বশয়িত্রী, মহাদীপ্তিবিশিষ্টা, যদ্বা—মহৈশ্বর্য্যশালিনী) 'অসি' (ভবসি)। অয়মর্থঃ—বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা মহানৈশ্বর্য্যশালী ভগবানপি বশীভূতো ভবতি, অপিচ ভক্তিনা ভক্তেন সহ সম্মিলিতো ভবতি তঞ্চ উদ্ধারয়তীত্যর্থঃ।

৪। হে মম হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'আয়ুঃ' (আয়ুষো দাতা, অকালমৃত্যু-নিবারয়িতা) 'অসি' (ভবসি)। সদ্ভাবেন সৎকর্ম্মণা চ নরাঃ পূর্ণায়ুষ্কালপর্য্যন্তং জীবন্তি; অতঃ প্রার্থনা,—মাং পূর্ণায়ুষ্কালং চিরজীবনং দেহি।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ দেব! ত্বং 'পুরূরবা' (বহুপ্রদাতা, বহুবিধফলপ্রদাতৃত্বাৎ অভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ প্রার্থনা—ত্বং মাং অভীষ্টং মোক্ষফলং বিধেহীতি ভাবঃ।

৬। হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'গায়ত্রেণ ছন্দসা' (গায়ত্রীছন্দোবদ্ধেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ স্তুত্যা বা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মন্থামি' (জনয়ামি, হৃদি সন্দীপয়ামীতি ভাবঃ। (৭) 'ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা' (ত্রিষ্টুভ্‌ছন্দোবদ্ধেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ, স্তুত্যা বা) ত্বা (ত্বাং) 'মন্থামি' (জনয়ামি, সন্দীপয়ামি)

(৮) 'জাগতেন ছন্দসা' (জগতীচ্ছন্দোবিশিষ্টেন ব্রহ্মমন্ত্রোচ্চারণেন, স্তুত্যা বা) 'ত্বা (ত্বাং) 'মন্থামি' (জনয়ামি) ভাবার্থঃ—নিখিলসদ্ভাবসৎকর্ম্মাদিভিঃ অজ্ঞানতাং দূরীকৃত্য প্রজ্ঞানতাং লভেম, হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং দেবভাবঞ্চ জনয়ামঃ। (৫অ—২ক—১-৮ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞানকর্ম্মের এবং তৃতীয় মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তির বা ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

(১) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি জ্ঞানময় ভগবানের প্রজনন-হেতুভূত বা প্রাপ্তিকারণ হও। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি ঘটে এবং জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

(২) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞান-কর্ম্ম! তোমরা অভীষ্টবর্ষক সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক অথবা মোক্ষপ্রদায়ক হও। (ভাব এই যে,—সদ্‌জ্ঞান-সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষ অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হয়)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণী দেবি! তুমি মহতের বশ-কারী অথবা মহাদাপ্তিবিশিষ্টা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী হও। ভাব এই যে,—বিশুদ্ধা (অনন্যা) ভক্তি দ্বারা মহান্‌ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানও বশীভূত হয়েন, অপিচ ভক্তির দ্বারাই তিনি ভক্তের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করেন।

৪। হে আমার হৃদধিপতি শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আয়ুর্দ্দাতা অথবা অকাল-মৃত্যু-নিবারক হও। ভাব এই যে,—সৎভাব-প্রভাবে মানুষ পূর্ণায়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। প্রার্থনা,—আমাকে পূর্ণায়ুষ্কাল বা চিরজীবন প্রদান করুন।

৫। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপী দেব! তুমি বহুপ্রদাতা বা বহুফলদাতৃত্বহেতু অভীষ্ট-পূরক হও। প্রার্থনা,—আমাকে অভীষ্ট মোক্ষফল প্রদান কর।

৬। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ ব্রহ্মমন্ত্রের বা স্তুতির দ্বারা তোমাকে হৃদয়ে উদ্দীপিত করি; (৭) ত্রিষ্টুভছন্দোবদ্ধ ব্রহ্মমন্ত্রের বা স্তুতির দ্বারা তোমাকে উৎপন্ন করি; (৮) জগতীচ্ছন্দো বিশিষ্ট ব্রহ্ম-

মন্ত্রোচ্চারণ বা স্তুতির দ্বারা তোমাকে উৎপন্ন করি। ভাব এই যে,—নিখিলসদ্ভাবমূলক সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর করিয়া প্রজ্ঞানতা লাভ করিব অপিচ শুদ্ধসত্ত্ব-দেবভাব সঞ্চয় করিব। (৫অ—২ক—২-৮ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৩।১।২৮) অথাগ্নিমন্থনমন্ত্রাঃ। অগ্নের্জনিত্রমিতি শকলমাদায় বেদ্যাং করোতীতি॥ শকলদৈবতং যজুঃ। হে শকল! ত্বমগ্নের্জনিত্রং জননাধারভূতমসি। জায়তেঽস্মিন্নিতি জনিত্রম্। (কা০ ৫।১।২৯) বৃষণাবিতি কুশতরুণে তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ শকলে করোতীত্যর্থঃ। মন্ত্রার্থস্তু। হে দর্ভৌ! যুবাং বৃষণৌ সেক্তারৌ স্থঃ ভবথঃ। বর্ষত ইতি বৃষণৌ। কনিন্প্রত্যয়ঃ। যথা পুত্রজননায় স্ত্রীপুরুষৌ বীর্য্যস্য সেক্তারৌ তদ্বদ্যুবামপারণ্যোরগ্নিজননসামর্থ্যসম্পাদকাবিত্যর্থঃ॥ [কা০ ৫।১।৩০] উর্ব্বশ্যসীত্যধরারণিং তয়োরিতি। শকলস্থাপিতয়োর্দ্দর্ভয়োরধরারণিং নিদধ্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে অধরারণে! ত্বমুর্ব্বশী অসি। যথোর্ব্বশী পুরূরবো নৃপস্য ভোগয়াধস্তাচ্ছেতে তদ্বত্ত্বমধোঽবতিষ্ঠাসীত্যর্থঃ॥ (কা০ ৫।১।৩১) আয়ুরসীত্যুত্তরয়াজ্যস্থালীং সংস্পৃশ্যেতি। উত্তরারণ্যাজ্যস্থালীং স্পৃশেদিতি সূত্রার্থঃ॥ হে স্থালীগতাজ্য! ত্বমায়ুরসি অরণিদ্বয়েন জনিষ্যমাণস্যাগ্নেরায়ুপ্রদং ভবসি। (কা০ ৫।১।৩২) পুরূরবা ইত্যভিনিধানং তয়োরিতি। অধরারণেরভিমুখীমুত্তরারণিং নিদধ্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে উত্তরারণে! ত্বং পুরূরবা অসি। যথা পুরূরবা নৃপ উর্ব্বশ্যা অভিমুখ উপরি বর্ত্ততে তথা ত্বমপীত্যর্থঃ। উর্ব্বশীত্যাদিমন্ত্রত্রয়ং শ্রুত্যা ব্যাখ্যাতম্ (৩।৪।১।২২)। উর্ব্বশী বা অপ্সরাঃ পুরূরবাঃ পতিরথ যত্তস্মান্মিথুনাদজায়ত তদায়ুরিতি॥ (কা০ ৫।২।২) মন্থাতি গায়ত্রেণেতি প্রতিমন্ত্রং ত্রিঃ প্রদক্ষিণমিতি। মন্ত্রত্রয়েণারণ্যোর্ম্মন্থনং কুর্য্যাৎ। হে অগ্নেঃ! গায়ত্রেণ ছন্দসা গায়ত্রীচ্ছন্দোঽভিমানিনা দেবেনাহং ত্বা ত্বাং মন্থামি অরণ্যোর্ম্মন্থনেনোৎপাদয়ামি এবমুত্তরাবপি মন্ত্রৌ যোজ্যৌ॥ (৫অ—১ক—১-৮ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ০○০ঃ§——

দ্বিতীয় কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি বড়ই জটিল। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই সে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যে যে ভাব পরিস্ফুট, ভাষ্য-পাঠেই তাহা অবগত হওয়া যাইবে। ভাষ্য-পাঠে অনেকে মন্ত্রটীকে অশ্লীলতাপূর্ণ বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর তাঁহাদের দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রসমূহ পূর্ব্বাপর যে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, এখানেও তাহার কোনই অসদ্ভাব হয় নাই।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলে, মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে,—নিত্য-সত্য বেদ-মন্ত্র সত্যই কি অশ্লীলতাময়?—সত্যই কি তাহা কুরুচির প্রশ্রয়দাতা? উত্তর আপনিই আসে—

তাহা কখনই হইতে পারে না। বেদ ভগবানের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী; উহাকে অশ্লীলতার প্রশ্রয়দাতা কখনই বলা যায় না; পরন্তু উহা গতি-মুক্তির হেতু-ভূত স্বর্গীয় ভাবমণ্ডিত। এইখানে অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন উঠে। বেদাদি সৎ-শাস্ত্রে ভগবানের বিধানে সকলেরই অধিকার আছে সত্য। ভগবানের সৃষ্টিতে কাহারও অনধিকার নাই; যে চেষ্টা করিবে, সেই অধিকারী হইতে পারিবে। যাহা কিছু ঈশ্বর প্রকাশিত, সকলই জনহিতার্থে নিয়োজিত। তবে যে, অধিকার অনধিকারের বিষয় প্রখ্যাপিত হয়, তাহার কারণ এই যে,—যাহারা অনধিকারী-পদবাচ্য, তাহারা এতই মূঢ় ও অল্পবুদ্ধি যে, বেদমন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা তাহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্যই, তাহাদের হাতে পড়িয়াই, বেদমন্ত্রের অশেষ দুর্গতি হইয়া থাকে; আর সেই জন্যই বেদ-মন্ত্রের নানা কদর্থের সূচনা হয়,—অশ্লীলতা প্রভৃতির আরোপ তাহাতেই হইয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের যে শ্লীলতা-বিরুদ্ধ অর্থের অবতারণা করা হয়, তাহাও সেই অনধিকারীর বেদমন্ত্রার্থ-গ্রহণের অক্ষমতার ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই কারণেই, তথাবিধ জন বেদে অনধিকারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের বক্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। ভাষ্যকারের মতে, প্রথম মন্ত্রটী শকল নামক দেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে অরণির সম্বোধন আছে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম—এই তিনটী মন্ত্র অরণিদ্বয়-ঘর্ষণে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। আমাদের মতে প্রথম মন্ত্র, চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম মন্ত্র-সমূহ শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে, দ্বিতীয় মন্ত্র জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বোধনে, এবং তৃতীয় মন্ত্র ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রে যে উচ্চভাব নিহিত, তাহা আমাদের প্রকাশিত মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধ হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত বৃষণৌ উর্ব্বশী, পুরূরবা ও আয়ু প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই যত কিছু গণ্ডগোলের এবং অশ্লীলতার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বলেন,—তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে একটী পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা আছে। উর্ব্বশী এবং পুরূরবার সহযোগে আয়ু নামক নৃপতির উৎপত্তির বিষয়, এই মন্ত্রত্রয়ে কথিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও 'উর্ব্বশী বা অপ্সরাঃ পুরূরবা পতিরথ যত্তস্মান্মিথুনাদজায়ত তদায়ুরিতি' প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু উর্ব্বশী, পুরূরবা, আয়ুঃ প্রভৃতি অনিত্য-বস্তুর সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়া নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে অনিত্যত্বের আরোপ করিবার প্রয়োজন কি? স্বধর্ম্মানুরাগী প্রকৃত হিন্দু কদাচ বেদমন্ত্রের এবম্বিধ অগৌরবকর এবং দেবভাবাবরোধী মতের পোষকতা করিবেন না।

আমরা মনে করি, পূর্ব্বোক্ত শব্দ-চতুষ্টয় মন্ত্রের এক স্বর্গীয় অমৃতময় ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'বৃষণ' অর্থে সাধারণতঃ 'সেচক' বুঝায়। তাহাতে ভাষ্যমতে, মন্ত্রের অর্থ হয়,—'সন্তানোৎপাদনে মুষ্কদ্বয় যেমন বীর্য্যসেচক হয়, তেমনি হে দর্ভদ্বয়, অরণিদ্বয়-মন্থনে অগ্ন্যুৎপাদনে তোমরাও মুষ্কবৎ হও।' কিন্তু ইহাই কি বেদ-মন্ত্রের অর্থ? এইরূপ অর্থেই কি সনাতন বেদমন্ত্র 'চাষার গান' মধ্যে পরিগণিত হয় নাই? যাহা হউক, বর্ষণার্থক 'বৃষ' ধাতু হইতে 'বৃষণ' পদের উৎপত্তি বলিয়া আমরা মনে করি। আর তাহা হইতেই 'বৃষণ' পদের অর্থ

করি,—'অভীষ্টবর্ষকৌ, সর্ব্বাভীষ্টপূরকৌ বা মোক্ষপ্রদায়কৌ।' এখানে আমাদের সম্বোধ্য জ্ঞান ও কর্ম্ম। 'বৃষণৌ স্থঃ' মন্ত্রে সে হিসাবে 'হে জ্ঞান ও কর্ম্ম! তোমরা অভীষ্টবর্ষক, সর্ব্বাভীষ্টপূরক, মোক্ষপ্রদায়ক হও' এইরূপ অর্থ হয়। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম কিরূপে সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে?' এখানে তাহারই বিশ্লেষণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সকলেরই মূল লক্ষ্য—ভগবানে আত্মলীন করা। সৎকর্ম্ম-সাধনে সে পথ প্রস্তুত হয়; পূর্ণ বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহাতে পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকে। এইরূপে সৎকর্ম্ম-সাধনে সৎপথে অগ্রসর হইতে হইতে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কামনা, সংসারে আর কি থাকিতে পারে? সকলেরই মূল লক্ষ্য আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরম-সুখ-সাধন; অর্থাৎ, জন্ম-জরা-মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভই সংসারী জীবের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সংসারী জীব মায়া-মোহে এমনই অভিভূত যে, সে স্বতঃই সে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ পথ-প্রদর্শকের সহায়তায় কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে মানুষের সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—মানুষ মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে।

তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে প্রকারান্তরে একটী পৌরাণিক উপাখ্যানের সম্বন্ধ টানিয়া আনা হয়। এস্থলে সে উপাখ্যানের উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। সে উপাখ্যান—ইন্দ্র-সভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশীর দৃষ্টি নিপতিত হয়। রাজার রূপদর্শনে উর্ব্বশী মোহিত হন এবং তাহাতে তাঁহার নৃত্যের তালভঙ্গ হয়। ইন্দ্র (কোনও মতে মিত্রাবরুণ) ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে অভিসম্পাত দেন। তাহাতে স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া উর্ব্বশী কিছুদিন (পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ) মহারাজা পুরূরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হয়। [illegible] পুরূরবা, উর্ব্বশী ও আয়ুঃ পদে, সেই উপাখ্যানের বিষয়ই সূচিত হইয়াছে, এবং সেই উপাখ্যানের অনুসরণেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ মন্ত্র আধ্যাত্মিক-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, মন্ত্রের সহিত কোনই পৌরাণিক উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচিত হয় না। যে শব্দ-সমূহে মন্ত্রের ঐ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে, [illegible] যায়; আর তাহাতে মন্ত্রে এক অভিনব ভাবের দ্যোতনা হয়। আমরা একে একে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

'উর্ব্বশী' শব্দ—উরু + বশ্ + অ (অন্), এইরূপে নিষ্পন্ন হয়। উরু শব্দে মহৎ, এবং বশ্ অর্থে 'বশীভূত করা' অর্থ বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে 'উর্ব্বশী' পদের অর্থ হয়,—মহৎকে যিনি বশীভূত করিতে সমর্থ, তিনিই উর্ব্বশী-পদবাচ্য। উরু—মহৎ শব্দে ভগবানকে বুঝায়। শ্রুতিতে 'মহৎ' শব্দে ব্রহ্ম বা ভগবানকেই লক্ষ্য আছে; যথা, 'স্থূলং সূক্ষ্মং যো বিত্তাৎ স বিত্তাদ্ব্রাহ্মণং মহৎ', 'অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং' (কঠোপনিষৎ), 'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) ইত্যাদি। সায়ণাচার্য্যও বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'উরু' শব্দের মহৎ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ম সূক্তে প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'উরুগায়ঃ' পদের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন,—"উরুগায়ঃ উরুভির্মহদ্ভির্গীয়মানঃ।" সেখানে ঐ পদে বিশ্বব্যাপনশীল ভগবানকে, বিষ্ণুকে লক্ষ্য আছে। মহান্ যে ভগবান্, তিনি কিসে বশীভূত হন?—কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়? একমাত্র ভক্তি

ভিন্ন আর কে তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে? তিনি যে ভক্তের ভগবান! ভক্তের ভগবান বলিয়াই তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন,—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" তিনি বৈকুণ্ঠেও বাস করিতে চাহেন না, তিনি যোগীর হৃদয়েও বাস করেন না। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান। এইজন্যই ভক্ত বিল্বমঙ্গল জোর করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

ভক্তি ভিন্ন—ভক্ত ভিন্ন এমন জোরের কথা আর কে বলিতে সাহসী হয়? ভক্তি ভিন্ন—ভক্ত ভিন্ন এমন দৃঢ়-বন্ধনেই বা কে আর ভগবানকে বাঁধিতে পারে? আমরা এই ভাব উপলব্ধ করিয়াই, মন্ত্রের সম্বোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়াছি। সে হিসাবে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ভক্তিরূপিণী দেবি! আপনি মহতের বশীভূতকারিণী হয়েন। অর্থাৎ, ভক্তিপ্রভাবে ভগবান বশীভূত হইয়া ভক্তের উদ্ধার সাধন করেন, মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। 'বশ্' ধাতুর কান্তি অর্থ গ্রহণ করিলেও সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় আমরা কান্ত্যর্থক বশ্ ধাতু হইতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। সমপ্রভাববিশিষ্ট না হইলে কেহ কাহাকেও বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না। ভগবানকে বশীভূত করিতে হইলে বশীকারী সামগ্রীও তদনুরূপ প্রভাববিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এই ভাবেই 'উর্ব্বশী' পদে ভক্তিকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী বলা হইয়াছে।

'পুরূরবাঃ' পদে, আমাদের মতে, নৃপবিশেষকে বুঝায় না। আমাদের মতে, ঐ পদের অর্থ—'বহুপ্রদাতা, যদ্বা—বহুবিধফলপ্রদাতৃত্বাৎ অভীষ্টপূরকঃ।' ভাষ্যমতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—উত্তরারণি। আমাদের মতে উহার সম্বোধ্য—শুদ্ধসত্ত্ব। আমরা মনে করি,—'পুরূরাবা' বা 'পুরূরাবন্' শব্দ হইতে 'পুরূরবা' পদ নিষ্পন্ন। উহা হইতেই বহুফলপ্রদাতা এবং তাহা হইতে অভীষ্টপূরক অর্থ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব যে অভীষ্ট-পূরক—ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত, তদ্বিষয় বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে বহুত্র আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমরা যেন অভীষ্ট মোক্ষফল প্রাপ্ত হই।' তৃতীয় মন্ত্রের আয়ুঃ-পদের লক্ষ্যও—পুরূরবার পুত্র আয়ুকে নহে। উহাতে পুণ্যযুক্ত-বিধাতা মৃত্যুভয়নিবারণকারী হৃদ্-স্থিত শুদ্ধসত্ত্বকেই বুঝাইতেছে। জীবের সংসারে অবস্থিতির বা জীবিত কালের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। বিষয়টী একটু প্রহেলিকাময়। নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে যদি জীব দেহত্যাগ না করে, তাহা হইলে মৃত্যুরও নির্দিষ্ট সময় না থাকিবে কেন? তাহার কারণ এই যে,—জীব যদিও নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল লইয়া সংসারে উপস্থিত হয়, কিন্তু কৃতকর্ম্মের দ্বারা—পাপে বা পুণ্যানুষ্ঠানে—স্বল্পায়ুঃ বা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য জীব যখন ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, তখন মায়া বা অবিদ্যার সহচর পাপ আসিয়া তাহার মোহোৎপাদনে প্রয়াস পায়। যদি পূর্ব্বসুকৃতি-বলে বা সদ্ভাব-প্রভাবে হৃদিস্থিত দেবভাব শুদ্ধ-সত্ত্বের অনুকম্পায় সে, সে প্রলোভনে বশীভূত না হয়, তবেই তাহা

কল্যাণ সাধিত হয়; নচেৎ, সে পাপের অতল তলে ডুবিয়া মরে। সৎকর্ম্মে সম্ভাবে মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে বা নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। পাপ-কার্য্যে আয়ুক্ষয় হয়—অকাল-মৃত্যু ঘটে। ইহাই শাস্ত্রমত—মহাজনোক্তি। সৎকর্ম্মের দ্বারা সম্ভাব-সঞ্চয়ে সংসারে প্রধাবিত হইলে, পাপ মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না; জ্ঞানবহ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া পাপ নির্ম্মূল হয়—হৃদয় জ্ঞানের অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জীবের কর্ম্ম-ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং সৎকর্ম্মে সুফল-লাভ এবং কুকর্ম্মে দণ্ডভোগ—অনিবার্য্য। কুকর্ম্মকারীর জীবন্মৃত্যু উভয়ই সমান। মন্ত্রের তাই ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যেন অকালমৃত্যু নিবারণ করিয়া পূর্ণায়ুষ্কাল ভোগ করিতে পারি, আমরা যেন চিরজীবন বা ভগবৎসামীপ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।'

শেষ মন্ত্রত্রয় সরল ও সহজবোধ্য। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ ও জগতী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট স্তুতিমন্ত্রের উচ্চারণে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে সন্দীপিত করি অর্থাৎ নিখিল-সম্ভাব-সঞ্চয়ে এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি—মন্ত্র-সমূহে এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই মনে করি। (৫অ—১ক—১-৮ম)॥ *

—— ০ ——

তৃতীয় কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। তৃতীয় কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ভবতং নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ।
মা যজ্ঞꣳ হিꣳসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ
শিবৌ ভবতমদ্য নঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে 'জাতবেদসৌ' (সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ, মম হৃদিস্থিতৌ তথা মম হৃদয়গুহস্বামিনৌ, যদ্বা—হৃদয়রূপগৃহস্য পালকরূপেণ বিদ্যমানৌ শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতৌ হে জ্ঞানা-

---

* এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"Birthplace art thou of Agni. Ye are sprinklers. Thou art Urvasi. Thou art Agni. Thou art Pururavas. I rub and churn thee with Gayatri metre. I rub and churn thee with the Tristup metre. I rub and churn thee with the Jagati metre.

দেব)! যুবাং 'সমনসৌ' (অস্মাভিঃ সহ সমানমনোযুক্তৌ, যদ্বা—অস্মান্ প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তৌ) 'সচেতসৌ' (পরস্পরং সমানচিত্তযুক্তৌ, যদ্বা—অস্মদনুগ্রহার্থং পরস্পরং সখিত্বমাপন্নৌ) তথা অরেপসৌ' (পাপরহিতৌ, অজ্ঞানাদিভিঃ অনভিভূতৌ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মাভিঃ কৃতে অনুষ্ঠানেঽপি অনুগ্রহপরায়ণৌ ইতি ভাবঃ) ভবতমিতি শেষঃ। অপিচ, 'যজ্ঞপতিং' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতারং—মামিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞং' চ (মদনুষ্ঠিতং কর্ম্ম চ) 'মা হিংসিষ্টং' (মা বিনাশয়তং, মাং মম কর্ম্ম চ মা পরিত্যজতমিতি ভাবঃ), পরং চ 'অদ্য' (অস্মিন্দিনে, সর্ব্বকালৈব ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মদুপকারার্থং) 'শিবৌ' (কল্যাণকারিণৌ, মঙ্গলপ্রদৌ বা) 'ভবতং' (ভূয়াসমিতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভাবার্থঃ—ময়ি জ্ঞানভক্তী অবিচলিতে তিষ্ঠতাং। অপিচ মদীয় কর্ম্ম জ্ঞানানুসারিণং সদ্ভাবমণ্ডিতঞ্চ ভবতু। (৫অ—৩ক—১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসঞ্জাত হে জ্ঞানভক্তিরূপী দেবদ্বয়! (আমার হৃন্নিহিত এবং আমার হৃদয়গৃহস্বামী অথবা হৃদয়রূপ গৃহের পালকরূপে বিদ্যমান শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত হে জ্ঞানাদিদেব!) আপনারা উভয়ে আমাদিগের সহিত সমানমনোযুক্ত অথবা আমাদের প্রতি অতিশয়প্রীতিযুক্ত, পরস্পর সমানচিত্তযুক্ত অথবা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ জন্য পরস্পর সখিত্বসম্পন্ন, এবং পাপরহিত অর্থাৎ অজ্ঞানাদি দ্বারা অনভিভূত অথবা আমাদের অনমুষ্ঠানেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হউন। অপিচ, সৎকর্ম্মকারী আমাকে এবং আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে বিনাশ করিবেন না (অর্থাৎ আমাকে এবং আমার কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেন না); পরন্তু অদ্য অর্থাৎ সর্ব্বকালে আমাদিগের উপকারের জন্য আপনারা কল্যাণকারী ও মঙ্গলপ্রদ হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাবার্থ—আমাতে জ্ঞান ও ভক্তি অবিচলিত হউক; আর, আমাদের কর্ম্ম জ্ঞানানুসারী ও সদ্ভাবমণ্ডিত হউক।)॥ (৫অ—৩ক—১ম)॥

মন্ত্রভাষ্য (মহীধরং-কৃতং)

(কা০ ৫।২।৩) ভবতং ন ইতি প্রাণভীতি। মন্থনোত্থমগ্নিমাহবনীয়ে প্রাপ্যাতীত্যর্থঃ। পংক্তিঃ। যস্যাঃ অষ্টার্ণাঃ পঞ্চ পাদাঃ সা পংক্তিঃ। অত্র তু তৃতীয়ঃ ষডক্ষরঃ চতুর্থো দশার্ণঃ। নির্মথ্যাহবনীয়াবগ্নী দেবতে। হে জাতবেদসাবুভাবগ্নী! নোঽস্মদর্থে যুবামীদৃশৌ ভবতম্। কিম্ভূতৌ যুবাম্। সমনসৌ মনসা সহিতৌ। তথা সচেতসৌ সমানং চেতো যয়োস্তৌ পরস্পরং

সমানচিত্তযুক্তৌ। অন্যবিষয়ং মনঃ পরিত্যজ্যাস্মদনুগ্রহাভিমুখত্বং সমনসত্বম্। অনুগ্রহে পরস্পরবিপ্রতিপত্তিরাহিত্যং সচেতসত্বম্। তথা অরেপসৌ পাপরহিতৌ প্রমাদাদস্মাভিঃ কৃতেঽপি পাপে কোপাভাবঃ পাপরাহিত্যম্। তদেব স্পষ্টয়তি। যজ্ঞমস্মৎকর্ম্ম মা হিংসিষ্টং মা বিনাশয়তং। যজ্ঞপতিং যজমানং চ মা হিংসিষ্টম্। তথা অস্যাস্মদনুষ্ঠানদিনে নোঽস্মদর্থং শিবৌ কল্যাণকারিণৌ ভবতং পূর্ব্বোক্তবিধিনা॥ (৫অ—৩ক—১ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

তৃতীয় কণ্ডিকার এই মন্ত্রটী [illegible]-প্রার্থনামূলক ও [illegible]-সূচক। কিন্তু মন্ত্রান্তর্গত দ্বিবচনান্ত 'জাতবেদসৌ' পদে [illegible] হইয়াছে। ভাষ্যমতে ঐ সম্বোধনান্ত পদে অগ্নে অর্থাৎ [illegible] এবং আহবনীয়—এই দ্বিবিধ অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মন্ত্রটী পংক্তি-ছন্দোবিশিষ্ট। যে মন্ত্রের পাঁচটী পাদ এবং প্রত্যেক পাদে আটটী করিয়া বর্ণ থাকে, তাহাই পংক্তি-ছন্দোযুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তাহা কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয়। এখানে, এই মন্ত্রের তৃতীয় পাদে ('মা যজ্ঞং হিংসিষ্টং' অংশে) ছয়টী বর্ণ এবং চতুর্থ পাদে ('মা যজ্ঞপতিং জাতবেদসৌ' অংশে) দশটী বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য—নির্মথ্য ও আহবনীয়, এতদুভয়বিধ অগ্নি। সে মতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে নির্মথ্য ও আহবনীয় সংজ্ঞক অগ্নিদ্বয়! আপনারা আমাদিগের নিমিত্ত এইরূপ হউন। আপনারা কিরূপ হউন? অর্থাৎ,—মনের সহিত বর্ত্তমান এবং পরস্পর সমানচিত্তসম্পন্ন; 'সমনসৌ' অর্থাৎ অন্য বিষয়ে মন পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহযুক্ত। অনুগ্রহ-বিষয়ে পরস্পর বিপ্রতিপত্তিরহিত। 'অরেপসৌ' অর্থাৎ পাপরহিত; অর্থাৎ মোহবশতঃ আমাদিগের অনুষ্ঠিত পাপ-কার্য্যেও কোপশূন্য। হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের যজ্ঞকর্ম্মকে, যজ্ঞকারী যজমানকে হিংসা বা বিনাশ করিবেন না। আমাদিগের এই অনুষ্ঠান-দিনে আপনারা আমাদিগের কল্যাণকারী হউন।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। কিন্তু মন্ত্রান্তর্গত 'জাতবেদসৌ' সম্বোধন-পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। 'জাতবেদসৌ' পদে ভাষ্যকার নির্ম্মন্থনে উৎপন্ন অগ্নিকে এবং আহবনীয় নামক অগ্নিকে—এই দ্বিবিধ অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা উহাতে অন্য ভাব উপলব্ধ করি। নির্ম্মন্থন—অরণিদ্বয় ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন—আয়াস ও কর্ম্মসাপেক্ষ। সুতরাং আয়াস-সাধ্য কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ অগ্নিকে আমরা শুদ্ধসত্ত্ব নামে অভিহিত করি। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ—কর্ম্ম এবং আয়াস সাপেক্ষ। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপচয়ও সেইরূপ সৎকর্ম্ম এবং হৃদয়ের ঔৎকর্ষতা সাপেক্ষ। তাই আমরা ভাষ্যকথিত 'জাতবেদসৌ' পদে 'সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতৌ' ইত্যাদি-রূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ক্রিয়াকাণ্ডানুসারে

সেই অগ্নি আহবনীয় অগ্নি, যে অগ্নিকে গার্হপত্যাগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ সংস্কার করা যায়। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় গার্হপত্যাগ্নি অর্থে আমরা 'হৃদয়রূপ গৃহের পালক জ্ঞানাগ্নি' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। জ্ঞানাগ্নি হইতে যাহা সমুৎপন্ন, তাহা বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব। এই ভাবেই আমরা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে ভাষ্যে যে দ্বিবিধ অগ্নির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,—তাহাতে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবের অঙ্গীভূত জ্ঞানের ও ভক্তির প্রতিই লক্ষ্য আছে, ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। হৃদয়রাজ্য কামক্রোধাদি বিবিধ শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। জ্ঞানবিকাশে সদ্ভাব-সঞ্চয়ে সে শত্রুর প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞান ও ভক্তি এখানে হৃদয়গৃহের পালকরূপে পরিকীর্ত্তিত।

মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ঐ সকল পদে যে অর্থ পরিব্যক্ত, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Be ye for us one-minded, be one thoughted, free from spot or stain.
Harm not sacrifice, harm not the sacrifice's lord.
Be kind to us this day, omniscient ones !"

মন্ত্রে আছে,—'মা যজ্ঞং হিꣳসিষ্টং মা যজ্ঞপতিং।' উহার অর্থ,—'যজ্ঞকারী আমাকে এবং আমার যজ্ঞকে বিনষ্ট করিও না অর্থাৎ এতদুভয়কে পরিত্যাগ করিও না। উহার ভাব এই যে,—'জ্ঞান ও ভক্তি যেন আমাতে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করে; অজ্ঞানতায় আমি যেন কদাচ মোহাচ্ছন্ন না হই, আমি যেন কদাচ ভক্তিহীন না হই। তাহা হইলেই আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সদ্ভাবমণ্ডিত ও জ্ঞানোদ্ভাসিত হইবে।' (৫অ—৩ক—১ম)॥

চতুর্থ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। চতুর্থ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অভিশস্তিপাবা।

(২) স নঃ স্যোনঃ সুযজা যজেহ দেবেভ্যো হব্যꣳ

সদমপ্রযুচ্ছন্ স্বাহা॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'ঋষিণাং পুত্রঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৄণাং বা পুত্রস্থানীয়ঃ, যদ্বা—তেষাং সৎকর্ম্মাদিভিঃ সঞ্জাতঃ) 'অভিশস্তিপাবা' (অভিসম্পাতাৎ পাপাদ্বা পরিত্রাতা) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপো ভগবান্) 'অগ্নৌ' (হৃন্নিহিতে শুদ্ধসত্ত্বে) 'প্রবিষ্টঃ' (অধিসংগচ্ছন্, শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্য ইতি ভাবঃ) 'চরতি' (পরিচরতি, তৎ শুদ্ধসত্ত্বনিহিতং হবিং পরিগৃহ্লাতীতি ভাবঃ)। সদ্ভাবং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ ভগবৎপ্রীতিকরং। তদ্ধি ভগবত্তৃপ্তিসাধকং অপিচ তেন ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ।

(২) হে ভগবন্! 'সঃ' (তথাবিধঃ প্রজ্ঞানস্বরূপো ত্বং) 'নঃ' (অস্মদর্থং, অস্মাকমভীষ্টসিদ্ধয়ে, পরমার্থপ্রদানায়েত্যর্থঃ) 'স্যোনঃ' (সুখদায়কঃ, কল্যাণপ্রদঃ, পরমানন্দদায়কো বা—সন্নিতি যাবৎ) অপিচ 'সদঃ' (সদা, সর্ব্বকালৈব) 'অপ্রযুচ্ছন্' (অপ্রমাদ্যন, অস্মান্ প্রমাদপরিশূন্যান্ কৃত্বা, যদ্বা—অনোন্মেন চেতসা ইতি যাবৎ) 'সুযজা' (শোভনযাগেন, সুসম্পন্নেন কর্ম্মণা, যদ্বা—পরমসুখসাধকেন সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবাদিভিশ্চ) 'ইহ' (অস্মিন্নেব স্থানে কালে চ, যদ্বা সর্ব্বস্মিন্ স্থানে কালে চ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবানুদ্দিশ্য, যদ্বা—তেষাং প্রীত্যর্থং, নিখিলদেবভাবজননায়) 'হব্যং' (শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিঞ্চ) 'যজ' (দেহি, অস্মদ্দত্তং হবিঃ দেবান প্রাপয়, যদ্বা—অস্মাসু দেবভাবান্ সঞ্চারয়েতি ভাবঃ)। 'স্বাহা' (ইদং হবিঃ স্বাহামন্ত্রেণ তুভ্যং নিবেদয়ামি, মদনুষ্ঠানং সুহুতমস্ত্বীতি শেষঃ)। সৎকর্ম্মণা সদ্ভাবাদিভিশ্চ দেবভাবঃ সঞ্জায়তে। তেন চ দেবভাবাধারো ভগবান্ পরিতুষ্টো ভবতি। অতঃ প্রার্থনা,—হে ভগবন্! এবং সাধয় যেন বয়ং দেবভাবাধিকারিণাঃ সৎকর্ম্মপরায়ণাশ্চ ভবামঃ। (৫অ—৪ক—১-২ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার দুইটী মন্ত্রই প্রজ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের সম্বোধন-মূলক)।

১। আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন জনের অথবা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৃগণের পুত্রস্থানীয় অর্থাৎ তাঁহাদিগের সৎকর্ম্মাদি হইতে সঞ্জাত, অভিসম্পাত অর্থাৎ পাপ হইতে পরিত্রাণকারী, প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবান্, হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়া পরিচর্য্যা করেন অর্থাৎ সেই শুদ্ধসত্ত্বনিহিত হবিঃ বা ভক্তিকে গ্রহণ করেন। (ভাব এই যে,—সদ্ভাবশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রীতির সামগ্রী। তাহা ভগবানের তৃপ্তিসাধক এবং তদ্দারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।)

২। তথাবিধ প্রজ্ঞানরূপী সেই আপনি, হে ভগবন্! আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অথবা পরমার্থপ্রদানের জন্য, সুখদায়ক অথবা কল্যাণপ্রদ অর্থাৎ পরমানন্দদায়ক হইয়া, অপিচ সর্ব্বকালে আমাদিগকে

প্রমাদপরিশূন্য করিয়া অথবা (আমাদের প্রতি) অনোন্যচিত্ত হইয়া, শোভনযাগ অর্থাৎ পরমসুখসাধক সৎকর্ম্ম ও সদ্ভাবসমূহের দ্বারা, সর্ব্বদা সকল স্থানে বা আমাদের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মে, দেবগণের উদ্দেশে অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য অথবা আমাদিগের মধ্যে নিখিল দেবভাবপ্রজনন জন্য, আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ দেবগণকে প্রাপ্ত করুন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব অথবা হৃদয়ের ভক্তিভাব প্রদান করুন। এই হবিঃ স্বাহামন্ত্রে আপনাকে অর্পণ করিতেছি—অনুষ্ঠান সুহুত হউক। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মে এবং সদ্ভাবে দেবভাব সঞ্জাত হয়। তদ্দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বাধার ভগবান্ পরিতুষ্ট হন। অতএব প্রার্থনা,—হে ভগবন্! যাহাতে আমরা দেবভাবাধিকারী ও সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই, আপনি তাহাই করুন।)॥ (৫অ—৪ক—১-২ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরং-কৃতং)।

(কা০ ৫।২।৬) 'অগ্রাবগ্নিরিতি জুহোতি স্থাল্যাঃ স্রুবেণেতি' ॥ বিরাট্। দশাক্ষরৈশ্চতুর্ভিঃ পাদৈর্ব্বিরাট্। অত্র দ্বিতীয়তুর্য্যাবেকাদশার্ণৌ ততো হ্যধিকা। অগ্নির্মথ্যমানোঽগ্নাবাহবনীয়ে প্রবিষ্টঃ সন্ চরতি হবির্ভক্ষয়তি। চর গতিভক্ষণয়োঃ। কিম্ভূতোঽগ্নিঃ? ঋষীণাং পুত্রঃ ঋত্বিজো বেদবিদঃ ঋষয়ঃ তৈরুৎপাদিতত্বাৎ তেষাং পুত্রবৎ পুত্রঃ। তথা অভিশস্তিপাবা অভিশস্তি-র্বৈকল্যনিমিত্তোঽভিশাপস্তস্মাৎ পাতি রক্ষতীত্যভিশস্তিপাবা॥ আতো মনিন্নিতি (পা০ ৩।২।৭৪) বনিপ্ প্রত্যয়ঃ॥ হে অগ্নে! স তথাবিধস্ত্বং নোঽস্মদর্থং স্যোনঃ সুখরূপঃ সন্ সুযজা শোভনযাগেন ইহাস্মিন্ স্থানে দেবেভ্যঃ ইন্দ্রাদিভ্যঃ হব্যং সোমাদিরূপং যজ দেহি। অস্মদ্দত্তং হবির্দ্দেবান প্রাপয়েত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন? সদং সদা অপ্রযুচ্ছন্ অপ্রমাদ্যন্॥ যুচ্ছ প্রমাদে॥ স্বাহা ইদমাজ্যং তুভ্যং হুতমস্তু। যদ্বা সোঽগ্নির্নো হবির্দ্দেবেভ্যো যজ যজতু দদাত্বিতি পুরুষব্যত্যয়েন বা যোজনা॥ (৫অ—৪ক—১-২ম.)॥

• • °

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। ভাষ্যকার ক্রিয়াকাণ্ডানুসারী অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া, মন্ত্রদ্বয়কে সাধারণ যজ্ঞাগ্নিসম্পর্কে প্রয়োগ করিয়াছেন; আর আমরা, আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে অগ্নি বা প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের উদ্দেশ্যে মন্ত্রদ্বয়ের প্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি। তদনুসারে, ভাষ্যকারের অর্থ এক পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে; আর আমাদিগের অর্থ অন্য পথে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রভেদ—এই মাত্র। এই কণ্ডিকার মন্ত্র বিরাট্‌ছন্দোবিশিষ্ট। দশাক্ষর-

বিশিষ্ট চারিটী পাদযুক্ত ছন্দঃ বিরাট্ বলিয়া কথিত হয়। এখানে পূর্ব্বোক্ত বিধির কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় দৃষ্ট হইতেছে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদে একাদশ অক্ষর এবং চতুর্থ পাদে তেরটী অক্ষর আছে।

যাহা হউক, ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি; যথা,—'মথ্যমান্ অগ্নি আহবনীয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হবির্ভক্ষণ করে। কিরূপ অগ্নি? 'ঋষীণাং পুত্রঃ' অর্থাৎ ঋত্বিক বেদবিৎ ঋষিগণের উৎপাদিত বলিয়া তাঁহাদিগের পুত্রস্থানীয়; 'অভিশস্তিপাবা' অর্থাৎ বৈকল্যনিমিত্ত অভিসম্পাত হইতে রক্ষাকর্ত্তা। হে অগ্নি! তথাবিধ আপনি আমাদিগের জন্য সুখস্বরূপ হইয়া, শোভনদানশীল যাগের দ্বারা এই স্থানে ইন্দ্রাদি দেবগণকে সোমাদি-রূপ হবিঃ প্রদান করুন। কি করিবার জন্য? সর্ব্বদা প্রমাদপরিশূন্য হইবার জন্য। এই আজ্য আপনার উদ্দেশ্যে সুহুত হউক।' ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা, আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। এই ব্যাখ্যার অনুসরণে, জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মন্ত্রদ্বয়ের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

(1) "Preserver from the curse, son of the Rishis, Agni in active having entered Agni."

2. "Here for us kindly with fair worship offer oblation to the Gods with care unceasing. Svaha !"

এক্ষণে আমরা মন্ত্রে যে ভাব পরিগ্রহণ করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্টঃ' অংশ কথঞ্চিৎ জটিলতাপূর্ণ। সাধারণ-দৃষ্টিতে উহাতে দ্বিবিধ অগ্নির বিষয় মনে হয়। উহার অর্থ—'অগ্নিতে অগ্নি প্রবেশ করিয়া পরিচর্য্যা করে'। ভাষ্যকার ঐ দুই অগ্নির একটীকে 'মথ্যমান' এবং অপরটীকে 'আহবনীয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন; আর তদনুসারে 'চরতি' পদের অর্থ হইয়াছে—'হবির্ভক্ষয়তি।' আমরা ঐ দুই অগ্নিতে ভাষ্যাতিরিক্ত যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। তৃতীয় কণ্ডিকার মন্ত্রান্তর্গত দ্বিবচনান্ত 'জাতবেদসৌ' পদের যে অর্থ আমরা অধ্যাহার করিয়াছি; এতন্মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নাবগ্নিঃ' পদেও আমরা তদনুরূপ অর্থ আমনন করি। প্রথম, 'অগ্নৌ' পদে হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বের প্রতি এবং দ্বিতীয় 'অগ্নিঃ' পদে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান্, কোন্ অগ্নিতে তিনি প্রবেশ করেন?—কোন্ অগ্নি তাঁহার প্রিয়তম! হৃদয়ের সদ্ভাব—দেবভাবই কি তাঁহার আনন্দের সামগ্রী নহে? সতেই যে সতের আনন্দ! সচ্চিদানন্দ তিনি; তিনি কি ক্লেদকলঙ্কপরিমগ্ন পঙ্কিল আসন গ্রহণ করিতে পারেন? জ্ঞান হইতে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার, আবার শুদ্ধসত্ত্বেই জ্ঞান নিহিত। উভয়েরই পরিণতি ভক্তিতে। দুগ্ধের সার হবিঃ যেরূপ সামগ্রী, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের সার ভক্তিও সেইরূপ সামগ্রী। প্রজ্ঞানরূপী ভগবান্ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বে অন্তঃপ্রবিষ্ট হন,—ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য। অন্যপক্ষে ভক্তিই ভগবানকে হৃদয়ে বা শুদ্ধসত্ত্বে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ফলে উভয়ত্রই একই ভাব—একই সম্বন্ধ। এই ভাবেই আমরা উক্ত দ্বিবিধ অগ্নি-পদে

প্রজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানকে এবং হৃদ্গত শুদ্ধসত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 'হবিঃ' আর কি? সে তো সেই শুদ্ধসত্বেরই সার-নির্য্যাস ভক্তিসুধা!—ভগবানের একমাত্র পরিতৃপ্তির সামগ্রী। এই ভাবেই আমরা মন্ত্রাংশের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি,—প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্, হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার সারসামগ্রী ভক্তিকে গ্রহণ করেন। ভাব এই যে,—জ্ঞানময় ভগবানের প্রভাবে, জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার হয়; চরমোৎকর্ষে ভক্তি জন্মে; আর সেই ভক্তিডোরে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।

মন্ত্রে অগ্নিকে 'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলা হইয়াছে। অগ্নিকে 'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলিবার তাৎপর্য্য কি? ভাষ্যাভাসে বুঝা যায়,—ঋত্বিক্ বেদপারগ ঋষিগণের উৎপাদিত বলিয়া, অগ্নি ঋষিপুত্র নামে পরিকল্পিত। আমরা কিন্তু 'ঋষি' পদে অন্য ভাব উপলব্ধি করি। আমাদের মতে, যাঁহারা পরম-ত্যাগশীল, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা—যাঁহারা সদাসৎকর্ম্মপরায়ণ ও অত্যোৎকর্ষ-সম্পন্ন, তাঁহারাই ঋষি পদবাচ্য। এই সকল গুণবিশিষ্ট মহাত্মগণই প্রাচীনকালে ঋষি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সৎকর্ম্মপ্রভাবে, ইঁহাদের চিত্তের উৎকর্ষতা-হেতু, জ্ঞান-বহ্নি স্বতঃই সন্দীপিত হইয়া থাকে। ইঁহারাই জ্ঞানের জনক বলিয়া, হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-বহ্নিকে 'ঋষীণাং পুত্রঃ' বলা হইয়াছে। তাঁহাদের ন্যায় সৎকর্ম্মশীল হইতে পারিলে, তাঁহাদের ন্যায় অত্যোৎকর্ষসম্পন্ন বিজিতেন্দ্রিয় হইতে পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানবহ্নি আপনিই প্রদীপিত হয়। এইরূপ তাৎপর্য্য উপলব্ধ করিয়াই আমরা 'ঋষীণাং পুত্রঃ' পদদ্বয়ে 'অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টৄণাং অত্যোৎকর্ষসম্পন্নানাং বা পুত্রস্থানীয়ঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের অন্তর্গত 'অভিশস্তিপাবা' এবং 'অপ্রযুচ্ছন্' পদদ্বয়ের এই ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'আমি যেন এমন অপকর্ম্ম না করি, যাহার জন্য আমার প্রদত্ত হবিঃ তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়। পরন্তু, আমি যেন তেমন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই, যাহাতে নিঃসঙ্কোচে আমার প্রদত্ত হবিঃ তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে।' ফলতঃ, তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া আমার সন্তোষ হউক, তোমার সেবায় তোমারই উদ্দেশ্যে বিহিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি উপজিত হউক,—এই ভাবই এতদ্দ্বারা পরিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রান্তর্গত 'স্যোনঃ' পদে পরমানন্দ-প্রাপ্তির ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আনন্দ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, আবার আনন্দেই তাহার পরিণতি। মূলতঃ, আনন্দই ব্রহ্ম—'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' জীব-মাত্রই তাই আনন্দ লাভের কামনা করে—আনন্দেই লীন হইতে চায়। আনন্দই পরম সুখ। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি, তিনি সেই আনন্দময় পরমসুখনিদান ভগবানেই আত্মলীন করিবার কামনা করেন। এই অর্থেই 'স্যোনঃ' পদের সার্থক প্রয়োগ। এই ভাবেই 'স্যোনঃ' পদের 'পরমসুখদায়কঃ' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। 'দেবেভ্যঃ হব্যং বহ' মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই যে,—'আমাদের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব সংরক্ষণ কর অর্থাৎ আমরা যেন কদাচ সৎসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না হই।' (৫অ—৪ক—১-২ম)॥

পঞ্চম কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। পঞ্চম কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) আপতয়ে ত্বা পরিপতয়ে গৃহ্লামি তনূনপ্ত্রে

শাক্বরায় শক্বন ওজিষ্ঠায়।

(২) অনাধৃষ্টমস্যনাধৃষ্যং দেবানামোজোঽনভিশস্ত্যভিশস্তিপা

অনভিশস্তেন্যমঞ্জসা সত্যমুপগেষংস্বিতে মা ধাঃ ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। হে মম হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'আপতয়ে' (সততসর্ব্বতোগমনশীলায়, যদ্বা—জগতাং প্রাণ-স্বরূপায় ইত্যর্থঃ) 'পরিপতয়ে' (সর্ব্বব্যাপিনে, যদ্বা—মননাধিষ্ঠাত্রে ইতি যাবৎ) 'শক্বরায়' (প্রভূতশক্তিশালিনে, যদ্বা—শক্তিস্বরূপায়েতি ভাবঃ) 'শক্বন' (বিশ্বকর্ম্মকারিণে, যদ্বা—সর্ব্বেষু প্রাণিষু শক্তিবিধায়িনে, যদ্বা—সৎকর্ম্মসাধনায় শক্তিপ্রদাত্রে ইতি ভাবঃ) 'ওজিষ্ঠায়' (প্রভূততেজোবীর্য্যসম্পন্নায়, অনাধৃষ্টবলায়েতি যাবৎ) 'তনূনপ্ত্রে' (বিশুদ্ধসত্ত্বভাব-সংরক্ষকায়, জন্মকারণনিবারকায় ভগবতে, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যৈ বা তল্লাভায়েত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'গৃহ্লামি' (নিবেদয়ামি, সম্প্রদদামি, উৎসর্গয়ামি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। অত্র ভগবৎসকাশাৎ নিখিলসদ্ভাবলাভাকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে ভগবন্! মম হৃদগতং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা পরিতুষ্টঃ সন্ ময়ি সদ্ভাবান্ সংরক্ষ অপিচ মম জন্মকারণং নিরোধয়।

২। হে মম হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! (ক) ত্বং 'অনাধৃষ্টং' (সদৈব অতিরস্কৃতং, যদ্বা—প্রমাদপরিশূন্যং, অহিংসিতং, হিংসারহিতমিত্যর্থঃ, অপিচ অনভিভূতং, সর্ব্বসাফল্য-প্রদমিতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ ত্বং ময়ি অস্মাকং সম্বন্ধে বা 'অনাধৃষ্যং' (কেনাপ্যহিংসিতং অতিরস্কৃতং বা, যদ্বা—ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্যং সদানির্ম্মলং, সুখসাধক-মিত্যর্থঃ) ভবতু। (খ) ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবসমূহানাং, সদ্ভাবানামিতি যাবৎ) 'ওজঃ' (বলঃ, শক্তিরিতি যাবৎ, যদ্বা—সারভূতরিত্যর্থঃ) 'অনভিশস্তি' (অনিন্দনীয়ঃ পাপসংসর্গরহিতঃ ইতি ভাবঃ) অপিচ 'অভিশস্তিপা' (অভিসম্পাতাৎ পাপাদ্বা পরিত্রাতা), তথা 'অনভিশস্তেন্যং' (অনিন্দিতে পরমে লোকে নয়নক্ষমং, যদ্বা—ভগবৎসন্নিকর্ষপ্রাপকং) অসীতি শেষঃ। অতঃ (গ) 'অঞ্জসা' (ঋজুমার্গেণ, নির্ম্মলচিত্তেন, যদ্বা—নিখিলস্নেহার্দ্র-ভাবৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবৈর্ব্বা) যথা 'সত্যং' (সত্যস্বরূপং—ভগবন্তমিত্যর্থঃ) 'উপগেষং'

(উপগচ্ছেয়ম্, লভেয়ম্, প্রাপ্স্যামেতি ভাবঃ) তথা 'স্বিতে' (শোভনমার্গে, যদ্বা সাধুগতে কল্যাণে মার্গে—সৎকর্ম্মণীতি ভাবঃ, স্বর্গলোকে বা) 'মা' (মাং) 'ধাঃ' (ধেহি, নিধেহি—স্থাপয়েত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। অত্র প্রার্থনাকারী নির্ম্মলচিত্তেন সৎকর্ম্ম-সাধনেন চ সৎপথি সংগচ্ছন্ ভগবৎপ্রাপ্তিং কাময়তে। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে দেব! যথাহং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ ভগবৎসন্নিকর্ষং লভেম তথা বিধেহি। (৫অ—৫ক—১-২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয় আত্মোদ্বোধনমূলক প্রার্থনাসূচক। উভয় মন্ত্রই শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

১। হে আমার হৃদাধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! সততসর্ব্বত্রগমনশীল অথবা জগতের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী অথবা বিশ্বের সকলের মননাধিষ্ঠাতা, প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অথবা শক্তিস্বরূপ, জগতের যাবতীয় প্রাণীর শক্তি-বিধায়ক অথবা সৎকর্ম্ম-সাধনে শক্তিপ্রদানকারী, প্রভূততেজোবীর্য্যসম্পন্ন অথবা অনাধৃষ্টবল, বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসংরক্ষক অথবা জন্মকারণবিনাশকারী, ভগবানের উদ্দেশে অথবা ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত—তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য, তোমাকে (তাঁহার উদ্দেশে) নিবেদন করি বা উৎসর্গ করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধন-সূচক। মন্ত্রে ভগবানকে হৃদ্গত নিখিল সদ্ভাব প্রদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে পরিতুষ্ট হইয়া আমাতে সদ্ভাব-সংরক্ষণ করুন এবং আমার জন্মকারণ নিবারণ করুন।)

২। হে আমার হৃদধিষ্ঠিত শুদ্ধসত্ত্ব! (ক) তুমি অতিরস্কৃত অর্থাৎ প্রমাদপরিশূন্য অহিংসিত ও হিংসাদিরহিত অপিচ সর্ব্বসাফল্যপ্রদ হও; অতএব আমাতে অথবা আমাদের সম্পর্কে তুমি তেমনি অহিংসিত ও অতিরস্কৃত অর্থাৎ ক্লেদকলঙ্কপরিশূন্য সদানির্ম্মল অথবা সুখসাধক হও। (খ) তুমি নিখিল-সদ্ভাবসমূহের অথবা সদ্ভাবসম্পন্নজনের বলশক্তিস্বরূপ এবং অনিন্দনীয় বা পাপসংসর্গরহিত; অপিচ, তুমি অভিসম্পাত বা পাপ হইতে পরিত্রাণকর্ত্তা এবং অনিন্দিত পরমলোকে নয়নক্ষম অথবা ভগবৎসন্নিকর্ষ প্রাপক হও। অতএব (গ) নির্ম্মলচিত্তে ঋজুমার্গে গমন করিয়া অথবা নিখিল স্নেহার্দ্রভাবের বা শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা যাহাতে সৎস্বরূপ ভগবানে গমন করিতে পারি অথবা সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে পারি, সেইরূপ

শোভন বা সাধুগত কল্যাণপ্রদ মার্গে আমাকে অবস্থাপিত কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থী বিশুদ্ধচিত্তে সৎকর্ম্মসাধনে সৎপথে গমন করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তি কামনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সৎপথে চলিয়া সৎকর্ম্মসাধনে যাহাতে আমি ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারি, আপনি তাহা করুন।)॥ (৫অ—৫ক—১-১ম)।

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৮।১।১৯–২০)। ধ্রৌবং ব্রতপ্রদানে গৃহ্নাত্যাপতয় ইতি দ্বিশ্চ স্থাল্যাঃ স্রুবেণেতি। ব্রতং প্রদীয়তে যেন পাত্রেণ তত্র পাত্রে ধ্রুবাস্থমাজ্যং গৃহ্ণীয়াদিতি সূত্রার্থঃ। বায়ুদেবত্যং যজুঃ। আ সমন্তাৎ পততি গচ্ছতীত্যাপতিঃ সততগতির্ব্বায়ুস্তস্মৈ হে আজ্য! ত্বাং গৃহ্ণামি। কিম্ভূতায়? পরিপতয়ে পরিতঃ পততীতি পরিপতিস্তস্মৈ সর্ব্বব্যাপিনে। তথা তনূনপ্ত্রে। তনোতি বিস্তারয়তি বিশ্বমিতি তনূরাত্মা তস্য নপ্ত্রে পৌত্রায়। শাক্বরায় শক্নুবন্তি স্থাতুং ভূতানি যত্র স শক্বর আকাশস্তস্যাপত্যং শাক্বরস্তস্মৈ। 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুরিতি (তৈত্তি০ আরণ্য০ ৮।১) শ্রুতেঃ। তথা শক্বনে। শক্নোতি সর্ব্বং কর্ত্তুমিতি শক্বা তস্মৈ॥ অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে (পা০ ৩।২।৭৫) ইতি বনিপ্॥ ওজিষ্ঠায়। ওজো বলমস্যাস্তীত্যোজস্বী॥ অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিরিতি (পা০ ৫।২।১২১) বিনিপ্রত্যয়ঃ॥ অতিশয়েনৌজস্বী ওজিষ্ঠস্তস্মৈ॥ আতিশায়নে তমবিষ্ঠনাবিতীষ্ঠনি (পা০ ৫।৩।৫৫) প্রত্যয়ে বিন্মতোর্লুগিতি (পা০ ৫।৩।৬৫) বিনো লোপে টিলোপঃ॥ যদ্বাস্য মন্ত্রস্যার্থান্তরং তিত্তিরিব্যাখ্যাতম্। হে আজ্য! ত্বামাপতয়ে প্রাণদেবতাপ্রীতয়ে গৃহ্ণাম্যত্র পাত্রে স্বীকরোমি। আসমন্তাৎ পাতি দেহং রক্ষতীত্যাপতিঃ প্রাণঃ। তদাহ তিত্তিরিঃ—প্রাণো বা আপতিঃ প্রাণমেব প্রীণাতীতি। ইষ্টপ্রাপ্ত্যুপায়মনিষ্টপরিহারোপায়ঞ্চ চিন্তয়িত্বা পরিতঃ পাতি পালয়তীতি পরিপতির্ম্মনস্তৎপ্রীত্যৈ গৃহ্ণামি। তদাহ তিত্তিরিঃ। মনো বৈ পরিপতির্ম্মন এব প্রীণাতীতি॥ তনূনপ্ত্রে। তনূং শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনূনপ্তা জাঠরোঽগ্নিস্তস্মৈ জাঠরাগ্নিদেবতাপ্রীত্যৈ আজ্য! ত্বাং গৃহ্ণামি। শাক্বরায়। শকনশীলঃ শক্বরঃ শক্তিমান্ পুরুষস্তস্যেদং শাক্বরং শক্তিস্বরূপং তস্মৈ শক্তিস্বরূপাভিমানিদেবতাপ্রীত্যৈ ত্বাং গৃহ্ণামি। শক্বন ওজিষ্ঠায়! শক্বনে ইতি চতুর্থী সপ্তম্যর্থে। শক্বনি শক্তিমতি পুরুষে যদোজিষ্ঠং সারং তস্মৈ। ওজো নামাষ্টমো ধাতুস্তৎসারমোজিষ্ঠং তদবষ্টম্ভেনৈব শরীরে শক্তিরবতিষ্ঠতে। ওজঃসারাভিমানিদেবতাপ্রীত্যৈ ত্বাং গৃহ্ণামীত্যর্থঃ॥ (কা০ ৮।১।২৪–২৬) তনূনপ্ত্রমেতদ্দক্ষিণস্যাং বেদিশ্রোণৌ নিধায়াবমৃশন্ত্যৃত্বিজো যজমানশ্চানাধৃষ্টামিত্যদ্রোহস্তেভ্য ইতি। আজ্যদৈবতং যজুঃ। হে আজ্য! ত্বমীদৃশমসি। কিম্ভূতম্। অনাধৃষ্টমিতঃপূর্ব্বং কেনাপাতিরস্কৃতম্॥ অনাধৃষ্যং ন আধর্ষিতুং শক্যমিতঃ পরমপ্যতিরস্কার্য্যম্॥ দেবানামগ্ন্যাদীনামোজঃ সারভূতম্। অনভিশস্তি নাস্তি অভিশস্তির্নিন্দা যস্য তৎ অভিপূর্ব্বঃ শংসতির্গর্হায়াং বর্ত্ততে॥ অভিশস্তিপাঃ অভিশস্তিশ্চ দ্বিজাং পরস্পর-

বিরোধেন নিন্দনং তস্মাঃ পাতি রক্ষতীত্যভিশস্তিপাঃ ॥ পুংস্ত্বং ছান্দসম্ ॥ অনভিশস্তেন্যম্ অনভিশস্তে অনিন্দিতে স্বর্গাদৌ নয়তীত্যনভিশস্তেনীঃ ॥ দ্বিতীয়া প্রথমার্থে। পুংস্ত্বং ব্যত্যয়েন ॥ যতস্ত্বমীদৃশমসি অতো হে তনূনপত্ত্রাজ্য, অতমৃত্বিক্ অঞ্জসা ঋজুমার্গেণ মানস-কৌটিল্যরাহিতেন সত্যমাজ্যস্পর্শরূপং শপথমুপগেষমুপগচ্ছেয়ম্ ॥ উপপূর্ব্বস্য গায়তের্লে ট্যু-ত্তমৈকবচনে সিব্বহুলং লেটীতি (পা০ ৩।১।২৪) সিপি ইডাগমে লেটোঽডাটৌ (পা০ ৩।৪।৯৪) বিত্যডাগমে চ রূপম্। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেম্বিতি (পা০ ৩।৪।৯৭) ইলোপঃ ॥ কিঞ্চ হে আজ্য! স্বিতে শোভনমার্গে যজ্ঞকর্ম্মণি মা মাং ত্বং ধাঃ ধেহি স্থাপয় ॥ দধাতের্লুঙি মধ্যমৈকবচনেঽডভাবে রূপম্ ॥ (৫অ—৫ক—১-২ম) ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ০○০ঃ§——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-দুইটী বায়ুদেবতা-বিষয়ক এবং আজ্য-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ধ্রৌব-ব্রত-প্রদানে, যে পাত্রে ব্রত প্রদান করা হয়, সেই পাত্রে ধ্রুব আজ্য গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, প্রথমে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি; যথা,—'আপতয়ে' সততগমনশীল বায়ুর উদ্দেশ্যে, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করি। কিরূপ বায়ুর উদ্দেশ্যে? 'পরিপতয়ে'—সর্ব্বত্রপতনশীল অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী; 'তনূনপ্ত্রে' যিনি বিশ্বকে বিস্তারিত করেন, সেই তন্তুর বা আত্মার পৌত্রের উদ্দেশ্যে। 'শাক্বরায়'—শক্বর শব্দে আকাশ বুঝায়, তাহার অপত্য শাক্বর অর্থাৎ বায়ু। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; সুতরাং শাক্বর পদে বায়ুকে বুঝায়; 'শাক্বরায়' অর্থাৎ বায়ুর উদ্দেশ্যে। 'শক্বন' সকলের শক্তিদাতা অথবা সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ এবং 'ওজিষ্ঠায়' অতিশয় তেজস্বী বায়ুর উদ্দেশ্যে। তৈত্তিরীয়গণের মতে মন্ত্রের যে অর্থান্তর প্রখ্যাপিত হয়, তাহা এই,—'হে আজ্য! তোমাকে 'আপতয়ে' প্রাণদেবতার প্রীতির জন্য গ্রহণ করিয়া এই পাত্রে স্থাপন করিতেছি। সম্যক্‌প্রকারে দেহকে রক্ষা করে বলিয়া 'আপতিঃ' পদে প্রাণ বুঝায়। ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় এবং অনিষ্টপরিহারোপায় চিন্তা করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তিনিই 'পরিপতিঃ' অর্থাৎ মন; তাহার তৃপ্তির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। 'তনূ' বা শরীরকে যিনি বিনাশ করেন না, তিনিই 'তনূনপ্তা' বা জঠরাগ্নি। সেই জাঠরাগ্নি-দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। 'শক্বরঃ' পদে শক্তিমান্ পুরুষ বুঝায়। শক্তিমান্ পুরুষে যাহা শক্তিস্বরূপ, তাহাই শাক্বর। মন্ত্রার্থ—শক্তিস্বরূপাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। শক্তিমান পুরুষে যাহা সার-স্বরূপ বিদ্যমান, তাহাই 'ওজঃ অথবা ওজঃ নামক যে অষ্টম ধাতু, তাহারই সারভূত,—যাহাতে শরীরে শক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। মন্ত্রার্থ—ওজ বা সারাভিমানী দেবতার প্রীতির জন্য, হে আজ্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।

ভাষ্যমতে দ্বিতীয় মন্ত্রটী আজ্য-দেবতাক। 'তনূনপ্ত্রে' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণমুখ হইয়া

বেদিশ্রেণীতে আজ্যস্থালী স্থাপন-পূর্ব্বক ঋত্বিক ও যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তাহাতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে আজ্য! তুমি এইরূপ হও। কিরূপ? 'অনাধৃষ্টং' অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে অন্য কর্ত্তৃক অতিরস্কৃত, 'অনাধৃষ্যং' অর্থাৎ পরবর্ত্তিকালেও তিরস্কাররহিত। 'দেবানামোজঃ' অর্থাৎ অগ্ন্যাদি দেবগণের সারভূত; 'অনভিশস্তি' অর্থাৎ নিন্দারহিত; 'অভিশস্তিপা' অর্থাৎ ঋত্বিগ্-গণের পরস্পর-বিরোধে যে নিন্দা, তাহা হইতে রক্ষাকারী; 'অনভিশস্তেন্যং' অর্থাৎ অনিন্দিত স্বর্গাদিতে নয়নকর্ত্তা। যেহেতু তুমি এইরূপ হও, অতএব হে তনূনপ্ত্রা আজ্য! ঋত্বিক আমি ঋজুভাবে মানসকৌটিল্য রহিত হইয়া সত্যস্বরূপ আজ্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। অপিচ, হে আজ্য! আমাকে শোভন-মার্গে বা যজ্ঞকার্য্যে স্থাপন কর।' ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রদ্বয়ের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"For him who flies around and rushes onward I take thee, for Tanunapat the mighty, the very strong, of all-surpassing vigour.

"Strength of the Gods, inviolate, inviolable still art thou, the strength that turns the curse away, uncursed and never to be cursed.

"May I go straight to truth. Place me in comfort."

এই তো গেল, ভাষ্য ও ভাষ্যকারের এবং তদনুবর্ত্তী অনুবাদকের অভিমত। এক্ষণে আমরা এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ে কি ভাব উপলব্ধি করি, তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। এতৎপক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিতে বলি। আমাদিগের মতে, এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয় হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রদ্বয় আত্মোদ্বোধনমূলক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপলক্ষে আমরা অনেক স্থলে ভাষ্যকারের সাহত একমত হইতে পারি নাই। আমাদিগের প্রকাশিত ব্যাখ্যাদি ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই, তাহা উপলব্ধ হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে ভাষ্যকার মন্ত্রদ্বয়ের যে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক পক্ষে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। তবে তাহা হইতে, আধ্যাত্মিক-পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী একটা ভাবের উপলব্ধি জন্মে। সে ভাব এই যে, আজ্য লইয়া যেমন বেদিস্থিত সাধারণ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়; সেইরূপে সেই ভাবেই হৃদয়ের সত্ত্বাবরাজিও ভগবানে অর্পণ করিতে হয়। ফলতঃ, পরমত্যাগশীল হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণই জন্মগতিনিরোধের একমাত্র উপায়।

প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'তনূনপ্ত্রে' পদের নানা অর্থ ভাষ্যে দেখিতে পাই। প্রধানতঃ ঐ পদে বায়ুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আবার 'তনূ শরীরং ন পাতয়তি ন বিনাশয়তীতি তনূনপ্ত্রা' এই বাক্যে 'তনূনপাৎ' পদে জাঠরাগ্নিকে' লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়,—যিনি প্রাণবায়ু-রূপে জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে বিরাজমান, 'তনূনপ্ত্রে'

পদে সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহার নিকট কর্ম্ম নবকলেবর প্রাপ্ত হয় বলিয়াই তিনি 'তনূনপাৎ'। তনূ+উন+প+অৎ—এই পদাংশ-চতুষ্টয়ের সমাবেশে 'তনূনপাৎ' পদ সিদ্ধ হয়। তাহারই চতুর্থীর একবচনে 'তনূনপ্ত্রে' পদ পাওয়া যায়। অর্থ হয়—'উন' (অসম্পূর্ণ, ক্ষীণ), 'তনু' (দেহের) 'প' (পালক, পূর্ণতাসাধক) যে সামগ্রী, তাহা যিনি 'অৎ' (ভক্ষণ) করেন, তাঁহাকেই 'তনূনপাৎ' কহে। কর্ম্মকে বিশুদ্ধভাব দান করিয়া, তাহার স্থূলভাব ক্লেদরাশি ভস্মসাৎ করেন বলিয়াই শুদ্ধসত্বরূপী ভগবান 'তনূনপাৎ' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। দেহের 'পূর্ণতা'—কিনা 'স্থূলভাব', তাহার 'নাশ'—কিনা 'তনূনপাৎ'। ভাব এই যে, দেহাদিধারণমূলক কর্ম্মের নাশ। 'তনূনপ্ত্রে' পদে তাই আমরা 'বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসংরক্ষকায়' পক্ষান্তরে 'জন্মকারণনিবারকায়' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। এই অর্থেই 'তনূনপ্ত্রে' পদের সার্থকতা,—এই অর্থেই বিশেষণ-পদগুলির সার্থক প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয়। উবটের মন্তব্যে প্রকাশ,—'তনুশব্দেনাত্মাভিপ্রেতঃ'। আত্মা শব্দে এখানে সেই পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একমাত্র পরমাত্মাই—ভগবানই আত্মাকে রক্ষা বা পালন করেন; একমাত্র তিনিই সদ্ভাবসংরক্ষণে, জন্মগতিনিবারণে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ পদে স্থাপন করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত অপরাপর পদের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মত-পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। 'শাক্বরায়' এবং 'শক্বন' পদদ্বয়ে এই ভাব প্রকাশ পায় যে,—ভগবান্ স্বয়ং যেমন সর্ব্বশক্তির আধার, তেমনি তিনি আবার জীবে শক্তি-সঞ্চারক। ঐ দুই পদে প্রার্থনাকারীর কর্ম্মশক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভগবান্—প্রাণ, মন, শক্তি ব্যাপিয়া অবস্থান করুন; তাঁহার কার্য্যে সমস্ত প্রাণ মন ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হউক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। গুণ দেখিয়া গুণাধিকারী হইতে হইবে, তদ্‌গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে; তাই নানা গুণ-বিশেষণের সমাবেশ মন্ত্র-মধ্যে নিহিত দেখি। যে ভাবেই হউক, তাঁহাকে ভাব; যে গুণেই হউক, গুণান্বিত হও। তাঁহাকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমাকে কর্ম্মশক্তি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি প্রদান কর; আমি তোমার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, কায়মনোবাক্যে তোমার কর্ম্ম সম্পাদন করি। তাহাতেই আমার আনন্দ আসুক;—তাহাই আমার গতিমুক্তির হেতু হউক।'

দ্বিতীয় মন্ত্রে সরল প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে এ মন্ত্রটীও আজ্যসম্বোধনমূলক এবং আজ্যদেবতাক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমার মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। আমরা এই মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি। ক্রিয়াকাণ্ডানুসারে ভাব যাহাই হউক, তৎসম্বন্ধে আমরা কোনই মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু পূর্ব্বাপর আমরা যে ভাবে বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তৎসামঞ্জস্য-রক্ষণে এবং মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকটনে তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রথম (ক) অংশে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি প্রমাদ-

পরিশূন্য হিংসারহিত অর্থাৎ অজ্ঞানতা প্রভৃতি কর্তৃক অনভিভূত ও সর্ব্বাভীষ্টপূরক বা সর্ব্বফলপ্রদ; অতএব আমার কর্ম্মেও তুমি সদা-বিশুদ্ধ, অতিবদ্ধিত বা সুখসাধক হও।' শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি নষ্ট হয়। তখন আর তাহাদের আক্রমণে কোনও অনুষ্ঠানেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না, তখন আর অজ্ঞানতাজনিত ভ্রমপ্রমাদও আসিয়া কর্ম্ম পণ্ড করে না। ফলে, সৎপথে পরিচালিত হইয়া, কর্ম্ম তখন ভগবানেই নিয়োজিত হয়। ভগবানে নিয়োজিত কর্ম্মেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। তাই হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বফলপ্রদ। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে ঐরূপ গুণ-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় (খ) অংশের মর্ম্ম এই যে,—'তুমি দেবগণের শক্তিস্বরূপ, অনিন্দনীয়, পাপসংসর্গরহিত, অপিচ তুমি পাপ হইতে পরিত্রাণকারী এবং অনিন্দিত পরমলোকে নয়নসমর্থ।' পাপ যখন হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন সে হৃদয়ে আর সত্ত্বাবালোক পৌঁছিতে পারে না। তবে পাপী কি উদ্ধার-লাভ করে না? করে—যদি কোনও প্রকারে ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইতে পারে। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে তাহার হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাবে বিমণ্ডিত হয়; তখন দিব্যজ্ঞানজ্যোতিতে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই সে ভগবানকে পাইবার অধিকারী হয়। সত্ত্বাব যেমন স্বয়ং পাপসম্বন্ধরহিত, তেমনই তাহা আবার মানুষকে পাপসংসর্গ হইতে মুক্ত করে। এইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বকে পাপসংশ্রবশূন্য বলা হইয়াছে। দেবগণ তখনই শক্তিশালী হয়, যখন মানুষ পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হয়। এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব পাপ হইতে পরিত্রাণকারী, আর এই ভাবেই বিশুদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব অনিন্দিত পরমধামে ভগবৎসন্নিকর্ষে লইতে সমর্থ। তৃতীয় (গ) অংশে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'এবম্বিধ যে আপনি, সেই আপনি আমাকে এমন সাধুগত কল্যাণকর শোভনীয় মার্গে স্থাপন করুন, যাহাতে আমি নির্ম্মলচিত্তে সৎপথে চলিয়া সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারি।' মন্ত্রার্থ-বিশ্লেষণে এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৫অ—৫ক—১-২ম)॥

—•—

ষষ্ঠ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ষষ্ঠ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে ব্রতপাস্ত্বে ব্রতপা যা তব তনূরিয়ঁ সা

ময়ি যো মম তনূরেষা সা ত্বয়ি।

(২) সহ নৌ ব্রতপতে ব্রতান্যনু মে দীক্ষাং

দীক্ষাপতির্ম্মন্যতামনু তপস্তপস্পতিঃ॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) হে 'ব্রতপাঃ' (সৎকর্ম্মপালক, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণং প্রতি সদা অনুগ্রহ-পরায়ণঃ) 'অগ্নে' (প্রজ্ঞানময় দেব !) 'ত্বে' (ত্বং) 'ব্রতপাঃ' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণাং প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সদ্ভাবসংরক্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতোঽহং তং শরণং ব্রজামি ; মাং সদ্ভাবাধিকারিণং কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(খ) হে দেব ! 'তব' (তথাবিধস্য সৎকর্ম্মপালকস্য তব) 'যা তনূঃ' (যং পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) 'সা ইয়ং' (তৎ তব পবিত্রকারকং শরীরং) 'ময়ি' (মহ্যং) ভবত্বিতি শেষঃ। অপিচ, 'যা' (কলুষকলঙ্কপরিমগ্নং) 'মম তনূঃ' (মম পাপপঙ্কিলং শরীরমিতি ভাবঃ) 'সা এষা' (সা খলু তনূঃ) 'ত্বয়ি' (তব শরীরে) ভবতু, লীনং প্রাপ্নোত্বিত্যর্থঃ ; ত্বদীয়ং মদীয়ঞ্চ অভিন্নশরীরং ভবেদিতি ভাবঃ। মন্ত্রাংশোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র প্রার্থিনঃ পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশতে। প্রার্থনায়া ভাবঃ—'হে দেব ! কলুষকলঙ্ক-পরিলিপ্তং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্বা ময়ি তে পূতং দেবদেহং স্থাপয়।' মর্ম্মার্থস্তু—'পাপাৎ মাং ত্রাহি, পরং চ মাং পবিত্রং সত্ত্বসমন্বিতং কুরু।' ত্বয়া সহ আত্মসম্মিলনেন পরমাং গতিং লভেম ইতি ভাবঃ।

২। (ক) 'হে ব্রতপতে' (হে সৎকর্ম্মপালক, প্রজ্ঞানাধার দেব !) তথা সতি 'ব্রতানি' (মমানুষ্ঠেয়ানি কর্ম্মাণি) 'নৌ সহ' (ত্বয়া ময়া চ সহ) 'অনু' (অনুমন্যতাং, প্রবর্ত্ততামিত্যর্থঃ) ; যাবান্ ব্রতেষু মমাদরস্তাবানেব তবাপি ভবত্বিতি ভাবঃ।

(খ) 'দীক্ষাপতিঃ' (দীক্ষায়াঃ সৎকর্ম্মণো বা পালকঃ দেবঃ) 'মে' (মম) 'দীক্ষাং' (শোভনানুষ্ঠানং, মমানুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'অনুমন্যতাং' (স্বীকুরুতাং, গৃহ্ণাত্বিতি ভাবঃ)।

(গ) 'তপস্পতিঃ' (তপসঃ পালকঃ, শারীরবাচিকমানস যদ্বা সাত্ত্বিকরাজসতামসত্রি-বিধতপঃকারিণাং পালকো রক্ষকো বা স দেবঃ) মে 'তপঃ' (তথাবিধাস্ত্রিবিধাঃ কর্ম্মাণীতি ভাবঃ) অনুমন্যতামিতি শেষঃ।

প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে দেব ! মাং মমানুষ্ঠিতং কর্ম্ম চ সদ্ভাবসমন্বিতং কুরু, অপিচ ময়ি অনুগ্রহপরায়ণো ভব, মম পূজাং গৃহাণ—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৫অ—৬ক—১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয় প্রজ্ঞানময় জ্ঞানাগ্নি সম্বোধনে প্রযুক্ত।)

১। (ক) হে সৎকর্ম্মপালক অথবা সৎকর্ম্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ প্রজ্ঞানময় দেব ! আপনি সৎকর্ম্মের পালক অথবা সৎকর্ম্মকারিগণের প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত, অর্থাৎ তাঁহাদিগের মধ্যে সদ্ভাব-সংরক্ষক হয়েন। অতএব, আমি আপনার শরণ লইলাম। আমাকে সদ্ভাবাধিকারী করুন।

(খ) হে দেব! তথাবিধ সৎকর্ম্মপালক আপনার যে পবিত্র-কারক পুণ্যময় শরীর, আপনার সেই পবিত্র-কারক শরীর আমাতে বর্ত্তমান হউক; এবং কলুষ-কলঙ্ক-পরিমগ্ন আমার যে পাপপঙ্কিল দেহ, তাহা আপনার শরীরে বর্ত্তমান হউক অথবা লীনপ্রাপ্ত হউক। (মন্ত্রাংশ প্রার্থনামূলক। এখানে প্রার্থনাকারী পরমাত্মায় আত্মসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'কলুষ-কলঙ্কপরিলিপ্ত আমার এই ভৌতিক শরীর নাশ করিয়া আমাতে আপনার পুণ্যপূত দেবদেহ স্থাপন করুন। মর্ম্মার্থ এই যে,—আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র সত্ত্ব-সমন্বিত করুন অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমি যেন পবিত্র শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত হই।)

২। (ক) হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার দেব! (আপনার ও আমার উভয়ের শরীরে এইরূপ বিনিময় হইলে) আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ, আপনার ও আমার উভয়ের সহিত প্রবর্ত্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্য্যে আমার ন্যায় আপনারও আদর বা প্রীতি হউক।

(খ) অপিচ হে দীক্ষার বা সৎকর্ম্মের পালক দেব! আমার দীক্ষারূপ শোভন অনুষ্ঠান আপনি স্বীকার বা গ্রহণ করুন।

(গ) হে আমার শারীরবাচিক-মানস অথবা সাত্ত্বিক-রাজস ও তামস ত্রিবিধ তপঃ-কর্ম্মের পালক দেব! আমার উক্তরূপ ত্রিবিধ তপঃ-কর্ম্ম আপনি স্বীকার করুন বা গ্রহণ করুন।

(মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সদ্ভাবসমন্বিত হউক, অপিচ আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া আপনি আমার পূজা গ্রহণ করুন—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত।)॥ (৫অ—৬ক—১-২ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরং-কৃতং)।

(কা॰ ৮।২।৪।) অগ্নে ব্রতপা ইত্যাহবনীয়ে সমিধমাধায়েতি॥ আগ্নেয়ং যজুঃ। যজমানোঽনেন যজুষাগ্নিশরীরাত্মশরীরয়োর্ব্ব্যত্যয়ং করোতি। হে ব্রতপাঃ! সর্ব্বেষাং ব্রতানাং পালকাগ্নে! ত্বে ব্রতপাঃ ত্বমস্মদীয়স্য বর্ত্তমানব্রতস্য পালকো ভবসীতি শেষঃ॥ বিভক্তেঃ শে আদেশে ত্বে ইতি রূপম্॥ তব তথাবিধস্য ব্রতপালকস্য যা তনূঃ শরীরমস্তি সেয়ং তনূর্ম্ময়ি ভবত্বিতি শেষঃ। যো যা উ যা চ মম তনূঃ মদীয়ং

শরীরং সৈষা তনূস্ত্বয়ি ভবতু। তথা সতি হে ব্রতপতে! ব্রতপালকাগ্নে! ব্রতাঙ্গভূতে-য়ানি কর্ম্মাণি নৌ অগ্নিযজমানয়োঃ সহ প্রবর্ত্তন্তামিতি শেষঃ। যাবান্ ব্রতেষু মমাদরস্তা-বানেব তবাপি ভবত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ দীক্ষাপতির্দীক্ষায়াঃ পালকঃ সোমো মে মম দীক্ষামনুমন্যতাম্। তথা তপস্পতিঃ উপসদ্রূপস্য তপসঃ পালকঃ সোমঃ তপঃ মদীয়মুপ-সদ্রূপমনুমন্যতামিত্যনুবর্ত্ততে॥ (৫খ—৬ক—১-২সা)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ঃ০○০ঃ§—

এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের বিভিন্ন অংশে চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। নিষ্কাম-কর্ম্মের চরম পরিণতি এইখানে বিকশিত দেখিতে পাই। তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয়; অর্থাৎ, তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যাই; আমার দীক্ষা তপঃ—সকলই যেন তোমাতে সমর্পিত হয়;—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। আত্মায় আত্মসম্মিলন পরমাত্মায় আত্মলীন করার আকাঙ্ক্ষা এই কণ্ডিকার মন্ত্রাংশসমূহে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহার সুখে আমার সুখ হউক, তাঁহার প্রীতিতে আমার প্রীতি আসুক, তাঁহারই সেবায় আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হউক। সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ;—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া,—ইহা ভিন্ন নিষ্কাম-কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? ষষ্ঠ কণ্ডিকার এই মন্ত্র দুইটী নিষ্কাম-কর্ম্মের এই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও পার্থক্য লক্ষিত হইবে না। তবে ভাবপক্ষে আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে সকল ব্রতের পালক অগ্নি! তুমি আমাদিগের বর্ত্তমান ব্রতের পালক হও। তথাবিধ ব্রতপালক তোমার যে তনূ বা শরীর আছে, তাহা আমার হউক; আর আমার যে তনূ বা শরীর, তাহা তোমার হউক। সেরূপ হইলে, হে ব্রতপতি বা ব্রতপালক অগ্নি! অনুষ্ঠিতব্য কর্ম্মসমূহ অগ্নির এবং যজমানের সহিত প্রবর্তিত হউক অর্থাৎ ব্রতসমূহে যেমন আমার আদর, তেমনই তোমারও আদর হউক। অপিচ, হে দীক্ষার পালক সোম! আমার দীক্ষা অনুমোদন কর; এবং হে তপঃপালক সোম! আমার সম্বন্ধীয় উপসদরূপ তপঃ-কার্য্যাদিও তুমি অনুমোদন কর।'

ভাষ্যের অনুবর্ত্তী একটী ইংরাজী অনুবাদে এই ভাবই পরিব্যক্ত। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"O Agni, Guardian of the Vow, O Guardian of the Vow, in thee.

Whatever form there is of thine, may that same form be here on me ; on thee be every form of mine.

O Lord of Vows, let our vows be united. May Diksha's Lord allow my consecration, may holy Fervour's Lord approve my Fervour."

ভাষ্যকারের মতে এই যজুর্মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞকারী যজমান অগ্নির শরীরের সহিত নিজ শরীর বিনিময় করিতেছেন এবং আহবনীয় অগ্নিতে সমিধ অর্পণ করিতেছেন।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'যা' পদ বহুভাবদ্যোতক। 'যা তনূঃ' পদে যাবতীয় আকৃতি' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভগবানের আকৃতির বা রূপের অন্ত নাই। তাঁহার বিভূতি—তাঁহার রূপ যেমন অনন্ত, তাঁহার আকৃতিও সেইরূপ অনন্ত অসীম। 'যা তব তনূরিয়ং সা ময়ি'—মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে হয়,—তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমায় অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আর 'যো মম তনূরেষা সা ত্বয়ি' অংশের ভাব এই যে, আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় অংশ যে ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মূল লক্ষ্য। আত্মায় আত্মসম্মিলনই যে পরম সুখ—এস্থলে তাহাই প্রকটিত। এখানে প্রার্থনাকারীর মূল লক্ষ্যও—সেই আত্মায় আত্মসম্মিলন।

উপসংহারে, অগ্নিকে, 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতিঃ' 'দীক্ষাপতিঃ' ও 'তপস্পতিঃ' বলিবার তাৎপর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্ম্মমাত্রই ব্রত-পর্য্যায়ভুক্ত। আবার পবিত্রকারী মানসিক নির্ম্মলতা-সাধক ব্রত-নিয়মাদি তপঃ-পর্য্যায়-ভুক্ত। ব্রতাদি কর্ম্মে স্থিতি—দীক্ষা। জ্ঞান—এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া, জ্ঞানাগ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতে' প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করা হইয়াছে। স্বরূপ-জ্ঞান না জন্মিলে, কোনটী সৎকর্ম্ম কোনটী অসৎকর্ম্ম—তাহা কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতিসাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তিবিমিশ্র বা কলুষিত হইয়া থাকে। অগ্নিপরীক্ষায় পরিক্ষিত না হইলে, সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম নির্ব্বাচন করা কঠিন হইয়া উঠে। ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সৎকর্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ক্লেদরাশি আবর্জ্জনারাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া কর্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই অগ্নিদেবকে বা অন্তরস্থিত জ্ঞানবহ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'দীক্ষাপতিঃ' 'ব্রতপতিঃ', 'তপস্পতিঃ' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। * (৫অ—৬ক—১-৩)॥

---

* গীতায় ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—কায়িক, বাচিক ও মানস। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞজনের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—

সপ্তম কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। সপ্তম কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অ৺শুর৺শুষ্টে দেব সোমাপ্যায়তামিন্দ্রায়ৈকধনবিদে।

(২) আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তামা ত্বমিন্দ্রায় প্যায়স্ব

(৩) আপ্যায়য়াস্মান্ সখীন সন্যা মেধয়া।

স্বস্তি তে দেব সোম সুত্যামশীয়।

(৪) এষ্টা রায়ঃ প্রেষে ভগায় ঋতমৃতবাদিভ্যো।

নমো দ্যাবাপৃথিবীভ্যাম্ ॥ ৭ ॥

• • •

এই কয়টী শারীর তপঃ। প্রিয়, হিত, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস—এই কয়টী বাচিক তপঃ। আর মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—এই কয়টী মানস তপঃ। কোনও কোনও মতে আবার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ তপের বিষয় উল্লিখিত হয়। যাহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার নাম সাত্ত্বিক তপঃ। সৎকার মান ও পূজার্থ দম্ভপূর্ব্বক যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস, রাজস তপঃ অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। পরের উৎসাদন বা তাদৃশ দুরাগ্রহবশতঃ আত্মাকে পীড়িত করিয়া যাহার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম তামস তপঃ। মরীচির মতে—যাহার দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন, পাপ বিনষ্ট, স্বর্গসাধন ও সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার নাম তপঃ। বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রমতে, তপঃ ঈশ্বরের বিভূতি-বিশেষ। অগ্নিতে ধাতুর ন্যায় পাপাদি মলভার বিগলিত হয়; এই জন্য ইহার নাম তপঃ। তন্ত্রমতে 'দীক্ষা' অর্থ—মন্ত্রের উপদেশ। "দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।" ফলতঃ, জ্ঞানই সকলের মূলীভূত। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন সদসৎ-বিচারে আর কেহ সমর্থ নহে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'দেব' (হে দ্যোতমান, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত) 'সোম' (মমজন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'অংশুরংশুঃ' (সর্ব্বোঽপি অবয়বঃ, যদ্বা—যদপি উৎকর্ষপ্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্ব্বোঽপীত্যর্থঃ) 'একধন'বদে' (একং মুখ্যং পরমধনং তস্য বেদিত্রে, যদ্বা—মোক্ষধনপ্রদাত্রে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনে ভগবতে) 'আপ্যায়তাং' (বর্দ্ধয়তাং, উদ্বোধয়তাং, উৎসর্গয়তামিত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ সঙ্কল্পসূচকশ্চ। ভগবৎপ্রীতয়ে হৃদ্গতান্ সর্ব্বান্ সদ্ভাবান্ নিয়োজয়ামি সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হৃদি বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বাঃ সদ্ভাবাঃ ভগবৎসান্নিকর্ষং লভন্তু।

(২) হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'তুভ্যং' (তদ্গ্রহণায়, তব বিশুদ্ধতাসম্পাদনায়) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্) 'আপ্যায়তাং' (অভিবৃদ্ধো ভবতাং, যদ্বা—ত্বদভিবৃদ্ধয়ে উদ্বুদ্ধো বর্ত্ততাং)। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বমপি 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবপ্রীত্যর্থং, যদ্বা—ভগবতঃ গ্রহণায়েত্যর্থঃ) 'আপ্যায়স্ব' (অভিবৃদ্ধো ভব,—পবিত্রতাং গচ্ছত ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবল্লাভায় সম্যক্ চিত্তোৎকর্ষতাং প্রার্থতে।

(৩) (ক) হে দ্যোতমান্ দেব! 'সখীন্' (সখিবৎপ্রীতিবিষয়ান, তৎপ্রীতিহেতুভূতান, যদ্বা—তৎপ্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তান্ ইতি যাবৎ) 'অস্মান্' (সাধনসম্পন্নান্ যদ্বা—ভক্তিযুতান্ সাধকানিতি ভাবঃ) 'সন্যা' (পরমধনদানেন) 'মেধয়া' (তদ্ধারণশক্ত্যা চ) 'আপ্যায়য়' প্রবর্দ্ধয়)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষধনলাভায় হৃদি ভগবৎ-প্রতিষ্ঠার্থায় চ ভগবন্তং অর্চ্চয়তি। ভাবার্থঃ—হে ভগবন্, মাং মোক্ষাধিকারিণং মেধাবিনঞ্চ কুরু।

(খ) হে 'দেব সোম' (হে দ্যোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেব!) 'তে' (তব, তৎসম্বন্ধিনঃ) 'স্বস্তি' (ক্ষেমং, মঙ্গলং) অস্মভ্যং অবিনাশং ভবতু; তব প্রসাদাৎ অবিনাশেন 'সুত্যাং' (কর্ম্মফলং—ভগবৎপ্রাপ্তিরূপং ইতি ভাবঃ) 'অশীয়' (প্রাপ্নুয়াং, যদ্বা—তব কার্য্যে বয়ং ব্যাপৃতো ভবাম)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভাবার্থস্তু—ময়ি সদ্ভাবাঃ অবিচলিতাস্তিষ্ঠন্তু। তেনাহং সত্যাস্থাধারং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি।

৪। (ক) হে ভগবন্! 'প্রেষে' (প্রেষ্যমাণায়, অভিলষিতরূপায়েত্যর্থঃ) 'ভগায়' (ঐশ্বর্য্যায়, পরমধনায়েতি ভাবঃ) 'রায়ঃ' (ধনানি, সৎকর্ম্মফলানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণীতি ভাবঃ) 'এষ্টা' (সর্ব্বতোভাবেন দত্তা—অস্মাভিরিতি শেষঃ)। প্রার্থনা,—তৎপ্রসাদাদস্মাকমভিলষিতং মোক্ষধনং সন্ত্বিতি ভাবঃ। 'ঋতবাদিভ্যঃ' (সৎকর্ম্মসম্পন্নেভ্যঃ জনেভ্যঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্ম-কারিণামস্মাকং) 'ঋতং' (অবশ্যম্ভাবিফলোপেতং, যদ্বা—কর্ম্মফলমিতি ভাবঃ) সম্পাদয় অথবা অস্ত্বিতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—ত্বৎপ্রসাদাৎ অস্মাকং সৎকর্ম্ম সুফলমণ্ডিতং মোক্ষফলসমন্বিতং বা ভবতু।

(৫) 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' (দ্যাবাপৃথিব্যভিমানিদেবতাভ্যাং, যদ্বা—নিখিল দেবভাবেভ্যঃ) 'নমঃ' (নমস্করোমি); তয়োরনুগ্রহেণ অস্মাকং সিদ্ধির্ভবতু। অথবা, 'নমঃ' (নমস্কাররূপং সৎকর্ম্ম, মম উদ্বোধন-যজ্ঞঃ ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং' (ভূর্লোকস্বর্লোকাভ্যাং, ভূর্লোকস্বর্লোকৌ ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) প্রকাশতু ইতি শেষঃ। (৫অ—৪ক - ১-৫ম)।

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম তিনটী মন্ত্র শুদ্ধ-সত্ত্ব-সম্বোধনে এবং চতুর্থ মন্ত্রটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। শেষ মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।]

১। হে দ্যোতমান্ দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত আমার জন্মসহজাত অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার সকল অবয়ব অর্থাৎ উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও হীনতেজস্ক সকল অংশ, একধনবিৎ অর্থাৎ মোক্ষধনপ্রদায়ক পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রীতির বা সেবার নিমিত্ত নিবেদিত অর্থাৎ উৎসর্গীকৃত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাবার্থঃ—আমার হৃদিস্থিত সকল সদ্ভাবরাজি ভগবৎ সান্নিকর্ষ প্রাপ্ত হউক)।

২। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমাকে গ্রহণ জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ অভিবৃদ্ধ হউন, অথবা তোমাকে অভিবৃদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ হউন। অপিচ, তুমিও ভগবানের প্রীতির জন্য অভিবৃদ্ধ অর্থাৎ ঔৎকর্ষ বা পবিত্রতা প্রাপ্ত হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে, ভগবানকে পাইবার জন্য সাধক চিত্তের ঔৎকর্ষ প্রার্থনা করিতেছেন)।

৩। (ক) হে দ্যোতমান্ দেব! সখীবৎ প্রীতির সামগ্রী অথবা তোমার প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত, সাধনসম্পন্ন বা ভক্তিযুক্ত সাধকগণকে (অর্চ্চনাকারী আমাদিগকে) পরমধনদানে এবং আপনাকে হৃদয়ধারণযোগ্য শক্তি দ্বারা প্রবর্দ্ধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। এখানে হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত এবং মোক্ষলাভের জন্য ভক্ত সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাকে মোক্ষাধিকারী ও মেধাবী করুন)।

(খ) হে দ্যোতমান্ শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ দেব! তোমার সম্বন্ধীয় মঙ্গল আমাদিগের মধ্যে অবিনাশী হউক। তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন বিনাশরহিত হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হই, অথবা তোমার কার্য্য (সৎকর্ম্ম) সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকি। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমাতে সদ্ভাব ও শুদ্ধসত্ত্ব অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করুক; এবং তদ্দারা সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হই)।

৪। (ক) হে ভগবন্! আমাদিগের অভিলষিত পরমৈশ্বর্য্য (মোক্ষরূপ ঐশ্বর্য্য) লাভের নিমিত্ত, আমাদিগের সকল কর্ম্মফল (নিখিল শুদ্ধসত্ত্ব

সন্তোবাদি) আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে; প্রার্থনা,—আপনার প্রসাদে আমাদিগের অভিলষিত মোক্ষধন অধিগত হউক। সৎকর্ম্মকারী আমাদিগকে কর্ম্মফল অর্থাৎ মোক্ষফল প্রদান করুন। (ভাবার্থঃ—আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্ম সুফল-মণ্ডিত এবং মোক্ষফলসমন্বিত হউক)।

(খ) অন্তরিক্ষস্থ এবং পৃথিবীস্থ দেবগণকে অথবা নিখিল-দেবভাব-সমূহকে নমস্কার করিতেছি। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে আমাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। অথবা, আমার নমস্কার-রূপ সৎকর্ম্ম ভূলোক ও স্বর্গলোক ব্যাপিয়া প্রকাশ পাউক। (৫অ—৭ক—১-৫ম)।

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং।)

(কা০ ৮।২৬) যজমানপঠিতাঃ সোমমাপ্যায়ন্ত্যংশুরংশুরিতি॥ প্রকৃতিঃ চতুরবসানা সোমদেবত্যা। অংশোঽর্দ্ধর্চো লিঙ্গোক্তদৈবতঃ। চতুরশীত্যক্ষরা প্রকৃতিঃ। তত্র মন্ত্রদ্বয়ম্॥ সোমবল্ল্যা অবয়বোঽংশুরুচ্যতে। বীপ্সা সর্ব্বসংগ্রহার্থা। হে সোম দেব। তে তবাংশুরংশুঃ সর্ব্বোঽপ্যবয়ব ইন্দ্রায় ইন্দ্রপীত্যর্থমাপ্যায়তাং বর্দ্ধতাং। চিরাবস্থানেন যঃ সোমাবয়বো ম্লানঃ শুষ্কশ্চ তত্তদুভয়ং মন্ত্রেণাপ্যায়িতং ভবতি। তদাহ তিত্তিরিঃ। 'যদ্দেবস্য শুষ্যতি যন্ম্লায়তে তদেবাস্যৈতেনাপ্যায়য়ন্তীতি॥' কিম্ভূতায়েন্দ্রায়। একধনবিদে একং মুখ্যং ধনং সোমরূপং বিন্দতে লভতে স একধনবিৎ। যদ্বা সোমকণ্ডনায় যৈর্জলমানীয়তে তে কুম্ভা একধনাঃ একং ধনং সোমরূপং যত্রেতি তান্ বেত্তি জানাতীতি। সোমকণ্ডনায় জলকুম্ভা আনীতা ইতি জানাতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে সোম। তুভ্যং ত্বৎপানার্থমিন্দ্র আপ্যায়তাং বর্দ্ধতাম্। তথা হে সোম! ত্বমপি ইন্দ্রায়েন্দ্রপানায়াপ্যায়স্ব সর্ব্বতো বৃদ্ধো ভব। অনেনোভয়োরপি বৃদ্ধির্ভবতি। তদাহ তিত্তিরিঃ 'উভাবেবেন্দ্রঞ্চ সোমঞ্চাপ্যায়য়তীতি॥' কিঞ্চ হে সোম! সখীন্ সখিবৎপ্রীতিবিষয়ানস্মান্ ঋত্বিজঃ সন্যা মেধয়া চাপ্যায়য় প্রবর্দ্ধয়। সনির্ধনদানং মেধার্থধারণশক্তিঃ। 'ঋত্বিজো বা অস্য সখায়ঃ' ইত্যুক্তেঃ সখিশব্দেন ঋত্বিজঃ। কিঞ্চ হে সোমদেব! তে তব স্বস্তি ক্ষেমোঽস্তু। তব প্রসাদাদহং সুত্যাং সোমাভিষবক্রিয়াং সমাপ্তিদিনমশীয় প্রাপ্নুয়াম্॥ (কা০ ৮।২৯) 'পত্নোত্য প্রস্তরে নিহ্নুবত উত্তানহস্তা দক্ষিণোত্তানা বেষ্টা রায়' ইতি। সর্ব্বেঽপি ঋত্বিজঃ প্রস্তরে নিজহস্তানুত্তানান্ কৃত্বা দক্ষিণহস্তং বোত্তানমুপর্য্যবস্থাপ্য নিহ্নুবতে সোমং পরিচরন্তীতি সূত্রার্থঃ॥ রায়ো ধনানি এষ্টাঃ আ সমন্তাদিষ্টাঃ অস্মাকমপেক্ষিতাঃ। হে সোম! ত্বৎপ্রসাদাদস্মাকং রায়ঃ সন্ত্বিতি ভাবঃ। যদ্বা রায়ঃ দক্ষিণালক্ষণা এষ্টাঃ আ সমন্তাদ্দত্তাঃ। যজতে রূপম্। দক্ষিণা দাস্যন্ত ইতি ভাবঃ। কিমর্থং? প্রেষে ভগায়। প্রকর্ষেণেষ্যত ইতি প্রেট্। তস্মৈ প্রেষ্যমাণায় ভগায়ৈশ্বর্য্যায়। যদ্বা প্রকর্ষেণ ইষে অন্নায় ভগায় চ। কিঞ্চ ঋতবাদিভ্যোঽগ্নিহোত্রিভ্যঃ ঋতমবশ্যম্ভাবিফলোপেতং কর্ম্ম সম্পাদয়েতি

শেষঃ। ঋতং সত্যং বদন্তীতি ঋতবাদিনঃ॥ যদ্বা ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী॥ ঋতবাদিনামস্মাকমৃতং কর্ম্মফল-মাস্ত্বিতি শেষঃ॥ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং তদভিমানিদেবতাভ্যাং নমোঽস্তু। তয়োরনুগ্রহেণ যজমানানাং বিঘ্নাস্তর্ভবতীতি নমস্ক্রিয়তে। তদাহ তিত্তিরিঃ। 'দ্যাবাপৃথিবীভ্যামেব নমস্কৃত্যাস্মিংল্লোকে প্রতিতিষ্ঠতীতি॥ (৫অ—৭ক—১০ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয়ের আলোচনায় প্রথমে আমরা ভাষ্যকারের মন্তব্যের মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। মন্ত্রটী প্রকৃতিচ্ছন্দোবিশিষ্ট। চতুরশীতি অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ—প্রকৃতি ছন্দঃ নামে অভিহিত হয়। সোমদেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত হইলেও, শেষ-মন্ত্রার্দ্ধ লিঙ্গোক্ত-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রে 'অংশু' পদ আছে। ভাষ্যকার বলেন,—সোমবল্লরীর অবয়ব অংশু নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশিত হয়, তাহা এই,—'হে সোমদেব! তোমার সকল অবয়ব ইন্দ্রদেবের প্রীতির জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। চিরাবস্থান-হেতু সোমবল্লরীর যে যে অংশ শুষ্ক ও ম্লান হইয়াছে, তত্তদংশ এই মন্ত্র-প্রভাবে পুনরায় তেজঃসম্পন্ন হউক। কিরূপ ইন্দ্রের জন্য? 'একধনবিদে'—মুখ্য সোমরূপ ধন যিনি প্রাপ্ত হন, সেই সোমগ্রহণকারী ইন্দ্রের নিমিত্ত। অথবা, সোম-কণ্ডন জন্য জলকুম্ভ আনীত হইয়াছে, এতদ্বিষয় যিনি অবগত আছেন,—সেই একধনবিৎ ইন্দ্রের নিমিত্ত। (২) অপিচ, হে সোম, তোমাকে পান করিবার জন্য ইন্দ্র অভিবৃদ্ধ হউন; এবং হে সোম! তুমিও ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। উভয়েরই অভিবৃদ্ধি হউক—এতদ্দ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। (৩) অপিচ, হে সোম! সখিবৎ প্রীতিহেতুভূত এই ঋত্বিক আমাদিগকে মেধা-দ্বারা প্রবর্দ্ধিত কর; তোমার প্রসাদে আমি সোমাভিষবক্রিয়ার সমাপ্তি দিন প্রাপ্ত হই। (৪) ঋত্বিগ্-গণ প্রস্তর হইতে আপন আপন হস্ত উঠাইয়া এবং দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধমুখ (চিৎ) করিয়া, সোমকে পরিচর্য্যা করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—ধনসমূহ আমাদের অপেক্ষিত হইয়া আসিয়া আছে। হে সোম! তোমার প্রসাদে আমরা ধন প্রাপ্ত হই, অথবা দক্ষিণালক্ষণযুক্ত ধন প্রদত্ত হইয়াছে। কি জন্য? প্রেয়সীর ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা প্রকৃষ্টরূপ যশের জন্য। অপিচ, ঋতবাদী অগ্নিহোত্রীদিগের জন্য অবশ্যম্ভাবিফলোপেত কর্ম্ম সম্পাদন কর। যাহারা সত্য বলে, তাহারা ঋতবাদী। অথবা ঋতবাদী আমাদিগের কর্ম্মফল আসিয়া উপস্থিত হউক। দ্যাবাপৃথিবাভিমানী দেবতাগণ নমস্কার প্রাপ্ত হউন। তাঁহাদের অনুগ্রহে যজমানগণের বিঘ্ন বিদূরিত হউক।'*

---

* মন্ত্রের যে ভাষ্যানুসারী ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার একটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

'May every stalk of thine wax full and strengthen for Indra, Ekadhanabid, God Soma.'

ভাষ্যানুমোদিত যে মর্ম্মার্থ উপরে প্রদান করা হইল, তাহার সহিত আমাদের প্রায়ই মতপার্থক্য লক্ষিত হইবে না। তবে আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, মন্ত্রের ভাব-সঙ্গতি রক্ষার জন্য দুই এক স্থলে, সামান্য মতান্তর দৃষ্ট হইবে। ভাষ্যকার মন্ত্রের সম্বোধ্য যে সোমকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদিগের মতে, সে সোম—পার্থিব সোমলতা নহে; উহাতে এক অনুপম স্বর্গীয় সামগ্রীর সূচনা করিয়াছে। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেখানেই 'সোম' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি, আমরা সেই 'সোম' শব্দে সর্ব্বত্রই সেই অমৃতময় স্বর্গীয় সামগ্রীরই পরিকল্পনা করিয়াছি; আর, তাহাতে সর্ব্বত্রই মন্ত্র-সমূহে এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। বেদমন্ত্র-সমূহ যে একই সুরে বাঁধা—একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, আমাদিগের অর্থে তাহা সর্ব্বথা সপ্রমাণ হইয়াছে; পরন্তু কোনও স্থলেই সুরভঙ্গ বা ভাব-বৈচিত্র্য ঘটে নাই। 'সোম' শব্দের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'সোম' বলিলেই—সেই হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের সেই অনন্যা-ভক্তি-রসামৃতকেই মনে পড়ে। এ অর্থে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সোমের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-গ্রহণের আবশ্যক হয় না। এখানেও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা-কল্পে, মন্ত্রের সম্বোধ্য শুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। বোধসৌকর্য্যার্থে তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিতেছি। ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যা প্রভৃতি মিলাইয়া পাঠ করিলেই, মতদ্বৈধের বিষয় বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয়—'অংশুরংশুঃ' পদ। 'অংশু' পদ দুই বার ব্যবহৃত হইবার তাৎপর্য্য কি? ভাষ্যকার উহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই; তিনি কেবল-মাত্র বলিয়াছেন,—"সর্ব্বে তৃণাবয়বো, চিত্রা স্থানেন যঃ সোমাবয়বো মানঃ শুষ্কশ্চ তদুভয়ং।" অর্থাৎ সকল অবয়ব; চিত্রাস্থান-হেতু সোমবল্লী। মান ও শুষ্ক—এতদুভয় অংশকে ঐ 'অংশুরংশুঃ' পদে নির্দ্দেশিত করিতেছে। আমরাও কতকটা এক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ঐ দুই পদে একই সামগ্রীর [illegible] হইয়াছে। শুদ্ধ-সত্ত্ব অর্থাৎ হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তি যে [illegible], তাহা [illegible] পরিম্লান থাকে; অর্থাৎ মানুষ যখন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের বিকাশ হয় না;— মৃত্তিকাপ্রোথিত বীজে সেচনাভাবে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না, মানুষের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত

May Indra grow in strength for thee: for Indra mayest thou grow strong.

Increase us friends with strength and mental vigour. May all prosperity be thine, God Soma. May I attain the solemn Soma-pressing

May longed-for wealth come forth for strength and fortune. Let there be truth for those whose speech is truthful. To Heaven and Earth be adoration offered."

সদ্ভাবও তেমনি উৎকর্ষতা সাধন-রূপ সেচনাভাবে শুষ্ক অবস্থায়ই অবস্থিত থাকে। এই ভাব হইতে, 'অংশুরংশুঃ' পদের অন্তর্গত দ্বিবিধ 'অংশু' শব্দের অর্থ হইয়াছে,—'যদপি ঔৎকর্ষ-প্রাপ্তঃ অপিচ যদপি হীনতেজস্কঃ তৎসর্ব্বোঽপি।' এখানে, একটী 'অংশু' পদ ব্যবহারে যেন তৃপ্তি সাধিত হইল না, ; মনে হইল যেন সকল ভাব ব্যক্ত হইল না ; তাই এখানে সকল অংশ বা অঙ্গ বুঝাইবার জন্য 'অংশু' পদের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। আমার হৃদয়ে জন্মাবধি যে সদ্‌বৃত্তি নিহিত আছে, তোমার অনুগ্রহে—তোমার প্রভাবে, হে ভগবন্, তাহা পূর্ণ-শক্তি-সম্পন্ন হউক, অপিচ তাহার কোনও অংশই যেন ঔৎকর্ষাভাবে হীনবল না থাকে। ফলতঃ, প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ হউক—এই ভাবই এখানে দ্যোতিত হইতেছে।

"আ তুভ্যমিন্দ্রঃ প্যায়তাম"—এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'তৎপানার্থং ইন্দ্র বর্দ্ধতাং।' আমাদের অর্থ,—'তদ্‌গ্রহণার্থং পরমৈশ্বর্য্যশালীনো ভগবান্ উদ্‌বুদ্ধো বর্ত্ততাং।' ভাব এই যে, তোমাকে গ্রহণ করিবার জন্য ভগবান উদ্‌বুদ্ধ হউন। হৃদয়ের সারসামগ্রী শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তিসুধা গ্রহণের জন্য ভগবান উদ্‌বুদ্ধ হন কখন? যখন সেই ভক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে ঐকৈকশরণ্য হইয়া ভগবানে ন্যস্ত হয়। তখনই তিনি তাহা গ্রহণ করেন। মর্ম্মার্থ এই যে,—আমার হৃদয়ের ভক্তি অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হউক। চতুর্থ মন্ত্রের 'রায়ঃ' এবং 'ভগায়'—একই ভাবদ্যোতক। কিন্তু আমরা 'ভগায়' পদে 'পরমধনায়' এবং 'রায়ঃ' পদে 'সর্ব্বকর্ম্মফলানি—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণীতি ভাবঃ'—এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—আমি আমার সকল কর্ম্মফল অর্থাৎ আমার জীবন-ব্যাপী সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সঞ্জাত যে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব—আমার হৃদয়ের সার-সামগ্রী—আমি তোমার পায়ে উৎসর্গ করিতেছি। বিনিময়ে, হে ভগবন্! সাধনার শ্রেষ্ঠ-ধন সেই মোক্ষরূপ পরমফল আমাকে প্রদান কর।' মন্ত্রে আছে,—"সুত্যামশীয়',। ভাষ্যকারের অর্থ—"তবপ্রসাদাদহং সুত্যাং সোমাভিষবক্রিয়াং সমাপ্তিদিনমশীয় :প্রাপ্নুয়াম্।" উহা হইতে আমরা যে ভাব অধ্যাহার করি, তাহা এই,—সৎকর্ম্মের সুফল-রূপ যে ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ—যতদিন তাহা আমার অধিগত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যেন নিরুদ্বেগে তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র কয়েকটীই উচ্চভাবদ্যোতক। মন্ত্র-সমূহে যে ভাব নিহিত আছে, আমাদের ব্যাখ্যাদিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে—অন্তরের সদ্ভাবরাজি ভগবানে উৎসর্গীকৃত ; দ্বিতীয় মন্ত্রে সদ্ভাবে ও ভগবানে অভিন্নতা প্রতিপাদন ; তৃতীয় মন্ত্রে মোক্ষধন-লাভের প্রার্থনা এবং ভগবৎসামীপ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ এবং নিখিল দেবভাব সঞ্চয়ের জন্য উদ্বোধনা। ফলতঃ, ভগবান যাহাতে হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করেন, সাধকের তাহাই প্রধান লক্ষ্য। সেই জন্যই সদ্ভাব—দেবভাব সঞ্চয়ের এবং মানসিক ঔৎকর্ষ সাধনের বা জ্ঞানোন্মেষের জন্য তাঁহার প্রয়াস। (৫অ ৭ক—১-৫ম)।

—— • ——

অষ্টম কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। অষ্টম কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) যা তে অগ্নেঽয়ঃশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা। উগ্রং বচো অপাবধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা।

(২) যা তে অগ্নে রজঃশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা। উগ্রং বচো অপাবধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা।

(৩) যা তে অগ্নে হরিশয়া তনূর্বর্ষিষ্ঠা গহ্বরেষ্ঠা। উগ্রং বচো অপাবধীত্ত্বেষং বচো অপাবধীৎ স্বাহা॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'বর্ষিষ্ঠা' (উৎকৃষ্টতমং, শ্রেষ্ঠতমং, যদ্বা—ভক্তানাং অভীষ্টবর্ষণশীলমিতি ভাবঃ) 'গহ্বরেষ্ঠা' (হৃদাং অতিনিগূঢ়দেশে স্থিতং) 'অয়ঃশয়া' (লৌহময়ং, বজ্রাৎ অতিকঠোরং, তমোরূপং ইতি ভাবঃ) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'তনূঃ' (শরীরং) অস্তি, তমোরূপং তব তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচঃ' (শত্রূণাং অতিতীব্রং বাক্যং, হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকানি কর্ম্মাণীতি ভাবঃ) 'অপাবধীৎ' (অপহন্তি, বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ); অপিচ 'ত্বেষং বচঃ' (শত্রূণাং পৌরুষব্যঞ্জকং বাক্যং, কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিমিত্যর্থঃ) 'অপাবধীৎ' (বিনাশয়তি); অতস্ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়ামি, সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। তমোরূপেণ ভগবান্ সর্ব্বান্ শত্রূন নিপাতয়তি; অতঃ তমোভাবেন স ভগবান্ অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ নিরাকৃত্য অস্মাকমারব্ধং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু।

(২) 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'রজঃশয়া' (রজতময়ং, রজোভাবসমন্বিতমিতি-ভাবঃ) 'তে' (তব) 'বর্ষিষ্ঠা' (উৎকৃষ্টতমং, শ্রেষ্ঠতমং, যদ্বা—ভক্তানাং অভীষ্টপূরকমিতি ভাবঃ) 'গহ্বরেষ্ঠা' (হৃদাং অতিনিগূঢ়প্রদেশে স্থিতং) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'তনূঃ' (শরীরং) অস্তি, রজোভাবময়ং তব তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচঃ' (শত্রূণাং অতিতীব্রং বাক্যং, হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'অপাবধীৎ' (অপহন্তি, বিনাশয়তি);

অপিচ 'ত্বেষং (শত্রূণাং পৌরুষব্যঞ্জকং বাক্যং, কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিমিত্যর্থঃ) 'অপাবধীৎ' (বিনাশয়তি); অতস্ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়ামি, সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং)। মন্ত্রোঽয়মপি প্রার্থনামূলকঃ। রজোভাবেন ভগবান্ সর্ব্বান্ শত্রূন্ বিনাশয়তি। অতঃ তদ্ভাবেন স ভগবান্ অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ নিরাকৃত্য অস্মাকমারব্ধং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু।

(৩) 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবন্)! 'হরিশয়া' (হিরণ্ময়মিত্যর্থঃ, সত্ত্বভাবময়মিতি ভাবঃ) 'বর্ষিষ্ঠা' (উরুতমং, শ্রেষ্ঠতমং, যদ্বা—ভক্তানাং অভীষ্টপূরকমিতি ভাবঃ) 'গহ্বরেষ্ঠা' (হৃদাং অতিনিগূঢ়প্রদেশে স্থিতং) 'তে' (তব) 'যা' (যৎ প্রসিদ্ধং) 'তনূঃ' (শরীরং) অস্তি, সত্ত্বভাবময়ং তব তচ্ছরীরং 'উগ্রং বচঃ' (শত্রূণাং অতিতীব্রং বাক্যং, হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকং কর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'অপাবধীৎ' (অপহন্তি, নাশয়তি); অপিচ 'ত্বেষং বচঃ' (শত্রূণাং পৌরুষব্যঞ্জকং বাক্যং, কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীং শক্তিমিত্যর্থঃ) 'অপাবধীৎ' (বিনাশয়তি); অতস্ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়ামি, সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সত্ত্বভাবেন ভগবান্ সর্ব্বান্ শত্রূন্ বিনাশয়তি। অতঃ তদ্ভাবেন স ভগবান্ অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ নিরাকৃত্য অস্মাকমারব্ধং কর্ম্ম সুসিদ্ধং করোতু, অপিচ অস্মাংশ্চ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তু। (৫অ—৮ক—১-৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার তিনটী মন্ত্রই প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের সম্বোধনসূচক; মন্ত্রত্রয় প্রার্থনামূলক।]

১। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! শ্রেষ্ঠতম অথবা ভক্তগণের অভীষ্টবর্ষণশীল, হৃদয়ের অতিনিগূঢ়প্রদেশে স্থিত, লৌহময় অথবা বজ্রবৎ অতিকঠোর অর্থাৎ তমোরূপ তোমার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, তোমার সেই শরীর, শত্রুদিগের অতি-তীব্র বাক্যকে অর্থাৎ হিংসা প্রলোভনাদির পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জক কর্ম্মসমূহকে নাশ করে; অপিচ, শত্রুদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুর হৃদয়াভিভবকারিণী শক্তিকে নাশ করে। অতএব, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে পূজা করি; আমার অনুষ্ঠান সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—তমোরূপে ভগবান সকল শত্রুকে নাশ করেন। অতএব, তমোভাব দ্বারা আমাদিগের অন্তঃশত্রুকে নাশ করিয়া আমাদের আরব্ধ কর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন)।

২। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! শ্রেষ্ঠতম অথবা ভক্তগণের অভীষ্টবর্ষণশীল, হৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত, রজতময় অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন তোমার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, রজোভাবময় তোমার

সেই শরীর বা অঙ্গ শত্রুগণের অতিতীব্র বাক্যকে অর্থাৎ হিংসাপ্রলোভনাদির পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জক কর্ম্মসমূহকে নাশ করে; অপিচ, শত্রুদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুর হৃদয়াভিভবকারিণী শক্তিকে নাশ করে; অতএব, তোমাকে স্বাহা মন্ত্রে পূজা করি, আমার অনুষ্ঠান সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—রজোভাবে ভগবান্ সকল শত্রুকে নাশ করেন; অতএব, রজোভাব দ্বারা আমাদিগের অন্তঃশত্রুকে নাশ করিয়া আমাদিগের আরব্ধ কর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন)।

৩। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! শ্রেষ্ঠতম অথবা ভক্তগণের অভীষ্ট-বর্ষণশীল, হৃদয়ের অতিনিগূঢ় প্রদেশে অবস্থিত, হিরণ্ময় অথবা সত্ত্বভাবসম্পন্ন তোমার যে প্রসিদ্ধ শরীর বা অঙ্গ আছে, সত্ত্বভাবময় তোমার সেই শরীর বা অঙ্গ শত্রুগণের অতি-তীব্র বাক্যকে অর্থাৎ হিংসাপ্রলোভনাদির পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জক কর্ম্মসমূহকে নাশ করে; অপিচ শত্রুদিগের পৌরুষব্যঞ্জক বাক্যকে অর্থাৎ কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রুর হৃদয়াভিভবকারিণী শক্তিকে নাশ করে; অতএব, তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে পূজা করি, আমার অনুষ্ঠান সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবে ভগবান্ সকল শত্রুকে নাশ করেন; অতএব, সত্ত্বভাবদ্বারা আমাদিগের অন্তঃশত্রুদিগকে নাশ করিয়া আমাদের আরব্ধ কর্ম্ম সুসিদ্ধ করুন।)॥ (৫অ—৮ক—১-৩ম)॥

• . •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।২।৩৫) 'উপসদং জুহোতি স্রুবেণ যা ত ইতি'॥ আগ্নেয়ানি ত্রীণি যজূংষি। অগ্নেরমাধ্যাত্মিকা অস্তি। দেবৈঃ পরাজিতা অসুরাস্তপস্তপ্ত্বা ত্রৈলোক্যে ত্রীণি পুরাণি চক্রুঃ। লোহময়ীং ভূমৌ রাজতীমন্তরিক্ষে হৈমী দিবি। তদা দেবৈস্তা দগ্ধুমুপসদাগ্নিরারাধিতঃ। উপসদ্দেবতারূপোঽগ্নির্যদা তাসু পুর্ষু প্রাবিশ্য তা দদাহ তদা তিস্রঃ পুরোঽভুবন্। তদভিপ্রেত্যায়ং মন্ত্রঃ॥ হে অগ্নে! যা তে তবায়ঃশয়া তনূঃ অয়সি শেতে ইত্যয়ঃশয়া। লোহময়ী-ত্যর্থঃ। লোহময়পুরব্যাপিত্বেন তদ্রূপা সতী। বর্ষিষ্ঠা দেবানামতিশয়েনাভিমতফলবর্ষিণী। তথা গহ্বরেষ্ঠা গহ্বরে অসুরাণাং বিষমে দেশে তিষ্ঠতীতি গহ্বরেষ্ঠা। 'হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়ামিতি বিভক্তেরলুক (পা০ ৬।৩।৯)॥ সা তে তনূরুগ্রং বচোঽপাবধীৎ। ছিন্ধি-ভিন্ধীত্যাদিকমসুরপ্রোক্তং তীব্রং বচনং বিনাশিতবতী। তথা ত্বেষং বচঃ অসুরোক্তং দেবাধিক্ষেপরূপং প্রদীপ্তং বাক্যমপাবধীৎ। স্বাহা। তথাবিধোপকারায় তুভ্যমগ্নয়ে হবির্দত্তম্। 'ততোঽসুরা এষু লোকেষু পুরশ্চক্রিরে অয়স্ময়ীমেবাস্মিন্ লোকে রজতামন্তরিক্ষে হরিণীং

দিবি ইত্যাদি শ্রুত্যা (২।৪।৪।৩) অয়মিতিহাসো নিরূপিতঃ॥ উগ্রদ্বেষবচসোরর্থান্তরম্। যথা অসুরৈঃ পরাজিতা দেবা অন্নপানে অলভমানাঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং বয়ং পীড়িতা ইতি যদুচুস্তদুগ্রং বচঃ। তথা কিং বা বীরহত্যাদি মহাপাতকমস্মাভিঃ কৃতমিতি ক্লিশ্যন্তো যদ্বাক্যং সন্তাপ-হেতুত্বেন দীপ্তমূচুস্তদ্বেষং বচঃ। তদাহ তিত্তিরিঃ। অশনায়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচ এনশ্চ বৈ বীরহত্যাং চ দ্বেষং বচঃ ইতি॥ (কা০ ৮।২।২৮) এবমুত্তরে অয়ঃ৺ রজঃশয়া৺ হরিশয়াং চেতি। যথা প্রথমদিনে যা তে অগ্নেহয়ঃশয়েত্যুপসদেবমিতরে দ্বিতীয়তৃতীয়ে উপসদৌ দ্বিতীয়-তৃতীয়দিনয়োরনুতিষ্ঠেৎ। দ্বিতীয়স্যামুপসদি রজঃশয়েতি তৃতীয়োপসদি হরিশয়েতি মন্ত্রভেদ ইতি সূত্রার্থঃ॥ রজঃশয়া রজতময়ী। হরিশয়া হিরণ্ময়ী। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। (৫অ—৮ক—১-৩ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ ০ §——

এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের সহিত একটী উপাখ্যান বিজড়িত দেখি। সে উপাখ্যান,—দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হইলে, অসুরগণ তপস্যা আরম্ভ করে; ফলে ত্রৈলোক্যে তাহাদের তিনটী পুর নির্ম্মিত হয়—পৃথিবীতে লৌহময়, অন্তরিক্ষে রজতময় এবং স্বর্গলোকে হেমময়। তখন, সেই তিনটী পুর দগ্ধ করিবার জন্য, দেবগণ উপসদ অগ্নির আরাধনা আরম্ভ করেন। উপসদ্দেবতারূপ অগ্নি যখন সেই তিন পুরে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার ত্রিবিধ—লৌহময়, রজতময় ও হিরণ্ময়—দেহ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রে অগ্নিদেবের সেই ত্রিবিধ শরীরের বিষয় উল্লিখিত। ভাষ্য-প্রারম্ভে এতদ্বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে ভাষ্যকার এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের যে অর্থ নিষ্কাশণ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। আখ্যায়িকার অবতারণায় মন্ত্রের অর্থ জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অগ্নির দাহিকা-শক্তিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ—সকলই দগ্ধীভূত হয়, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। অগ্নি যখন লৌহের মধ্যে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ যখন অগ্নির দ্বারা লৌহকে দগ্ধ বা উত্তপ্ত করা হয়, তখন, অগ্নির লৌহময় দেহ কল্পনা করা যায়; রজতদগ্ধকালে যখন তাহা রজতে আবদ্ধ হয়, তখন অগ্নির রজতময় শরীর পরিকল্পিত হয়; আবার যখন তাহা স্বর্ণ দগ্ধ করে এবং স্বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে অগ্নির হিরণ্ময় শরীর বলা যায়। এই ত্রিবিধ ভাব হইতেই মন্ত্রে 'অয়ঃশয়া', 'রজঃশয়া' এবং 'হরিশয়া' পদের যথাক্রমে 'লৌহময়ী', 'রজতময়ী' এবং 'হিরণ্ময়ী' অর্থের পরিকল্পনা। যখন অসুরগণের পুরীত্রয় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, যুদ্ধকালে অসুরগণ 'মারমার' 'কাটকাট' প্রভৃতিরূপ যে উগ্র ও দ্বেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তখন তাহারা সে সকল বাক্য আর উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহারা হতোদ্যম এবং নির্ব্বাক হইয়া বিনষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রের এইরূপ ভাবই পরিস্ফুট। অগ্নি দেবগণের এই উপকার সাধন করেন বলিয়া দেবগণ 'স্বাহা' মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্যে হবিঃ প্রদান করেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের অন্তর্গত 'উগ্রং বচঃ' এবং 'দ্বেষং বচঃ' বাক্যদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা

এই,—অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত দেবগণ অন্ন-পানে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদের প্রতি অসুরগণ শ্লেষপূর্ণ যে বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাই 'উগ্রং বচঃ'; আর দেববীরগণের সন্তাপজনন জন্য, 'বীরগণকে হত্যা করিয়াছি' প্রভৃতি রূপ যে বাক্য অসুরগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহাই 'ত্বেষং বচঃ'—"অশনায়াপিপাসে হ বা উগ্রং বচ এনশ্চ বৈ বীরহত্যাং চ ত্বেষং বচঃ।" এই ভাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন, ভাষ্য-পাঠেই তাহা অবগত হইবেন। ভাষ্য সহজবোধ্য; বাহুল্যভয়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইলাম।

ভাষ্যানুসরণে মন্ত্রত্রয়ের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"That noblest bo ly which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in iron, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha !

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in silver hath chased the awful word, the word of terror. Svaha.

"That noblest body which is thine, O Agni, laid in the lowest deep, encased in gold around it, hath chased the awful word, the word of terror. Svaha !"

যাহা হউক, আমরা এ সকল অর্থ অনুমোদন করি না; মন্ত্রের সহিত কোনও উপাখ্যান বিজড়িত বলিয়াও আমরা স্বীকার করি না। আমরা মনে করি,—মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক এবং উচ্চ-ভাবদ্যোতক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অয়ঃশয়া' 'রজঃশয়া' ও 'হরিশয়া' পদত্রয়ে আমরা ভগবানের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধি করি। সত্ত্বরজস্তমো রূপে ভগবান সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন; এখানে এ মন্ত্রে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে হয়। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ শক্তি দ্বারা ভগবান শত্রুকে নাশ করুন,—আমাদের অর্থে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। শত্রু বহুবিধ, নানা উপায়ে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হয়। যাহাদিগকে তমোভাবে সংহার করা সম্ভবপর, তাহারা সেই তমোভাবের দ্বারাই বিনষ্ট হয়; আবার যাহাদের প্রতি সত্ত্ব বা রজোভাব রূপ শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, তাহাদের সংহার-সাধনে সেই শক্তিই প্রয়োগ করিতে হয়। এইজন্য আমরা ঐ ত্রিবিধ ভাবকেই শত্রু সংহারক রূপে পরিকল্পনা করিয়াছি। ভগবানের 'অয়ঃশয়া', রজঃশয়া ও 'হরিশয়া'—এই ত্রিবিধ শরীর হইতে আমরা যথাক্রমে তাঁহার তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব ভাব উপলব্ধি করি।

'উগ্রং বচঃ' আর 'ত্বেষং বচঃ' পদসমূহের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে যে ভাব গ্রহণ করি, তাহা এই,—মানুষ যখন হিংসা-প্রলোভনাদি দ্বারা অভিভূত হয়, কাম-ক্রোধাদি আসিয়া যখন তাহার হৃদয় অধিকার করে, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ-প্রাপ্ত হয়; তখনই তাহার মুখ হইতে অন্যায় অবৈধ বাক্যসমূহ নির্গত হইতে থাকে। তখনই 'মার্ মার্' 'কাট্ কাট্' প্রভৃতি হিংসাক্রোধাদি-বিজৃম্ভিত পৌরুষবচন প্রযুক্ত হয়।

এই ভাব হইতে যথাক্রমে 'ত্বেষং বচঃ' অর্থ 'কামক্রোধাদীনাং হৃদয়াভিভবকারিণীঃ শক্তিঃ' এবং 'উগ্রং বচঃ' অর্থে 'হিংসাপ্রলোভনাদীনাং পাপসঙ্কল্পব্যঞ্জকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইতে হইলে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি বিবিধ অন্তঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবার প্রথম আবশ্যক হয়। মোক্ষলাভেচ্ছু সাধকের প্রার্থনা সেইরূপই হইয়া থাকে। মন্ত্রত্রয়ে তাই প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্। আপনি সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিবিধ ভাবে আবির্ভূত হইয়া আমার সাধনার পরিপন্থী শত্রুগণকে বিনাশ করুন; আমার সাধনা সিদ্ধ হউক।' আমাদের মনে হয়, এইরূপ ভাবই মন্ত্র-সমূহের অন্তর্নিহিত আছে। (৫অ—৮ক—১-৩ম) ॥

—•—

নবম কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। নবম কণ্ডিকা। চতুর্দ্দশ-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) তপ্তায়নী মেঽসি। (২) বিত্তায়নী মেঽসি।

(৩) অবতান্মা নাথিতাৎ। (৪) অবতান্মা ব্যথিতাৎ।

(৫) বিদেদগ্নির্নভো নাম। (৬) অগ্নে অঙ্গির আয়ুনা নাম্নেহি।

(৭) যোঽস্যাং পৃথিব্যামসি যত্তেঽনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাদধে।

(৮) বিদেদগ্নির্নভো নাম। (৯) অগ্নে অঙ্গির আয়ুনা নাম্নেহি।

(১০) যো দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যামসি যত্তেনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাদধে।

(১১) বিদেদগ্নির্নভো নাম। (১২) অগ্নে অঙ্গির আয়ুনা নাম্নেহি।

(১৩) যস্তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামসি যত্তেনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাদধে।

(১৪) অনু ত্বা দেববীতয়ে ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'তপ্তায়নী' (পাপতাপশান্তিকারিণী, যদ্বা—পাপসন্তপ্তানাং আশ্রয়ভূতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ পাপাৎ মাং রক্ষ।

(২) পুনস্ত্বং 'মে' (মমানুগ্রহার্থং, মৎসম্বন্ধে ইতি যাবৎ) 'বিত্তায়নী' (দারিদ্র্য-দুঃখনাশিনী, পরমধনপ্রদাত্রী, যদ্বা—শ্রেষ্ঠধনানামাধারস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ মাং পরমধনং মোক্ষং দেহি।

(৩) অতস্ত্বং 'মা' (মাং) 'নাথিতাৎ' (দারিদ্র্যদুঃখাৎ, যদ্বা—পাপপ্রভাবাৎ) 'অবতাৎ' (রক্ষ)। অতঃ যেনাহং পাপেনানভিভূতো ভবামি, তৎ কুরু।

(৪) অপিচ 'ব্যথিতাৎ' (পাপভয়াৎ, প্রলোভনাদিজনিতত্বাৎ পদস্খলনাচ্চ, যদ্বা—পাপসম্মোহাদিতি ভাবঃ) 'মা' (মাং) 'অবতাৎ' (রক্ষ, পরিত্রায়স্ব)।

এতে মন্ত্রচতুষ্টয়াঃ প্রার্থনামূলকাঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে পাপসন্তাপহারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং মাং পাপসম্বন্ধচ্যুতং কুরু, মোক্ষস্য পথি চ স্থাপয়।

(৫) হে ভক্তিরূপিণি দেবি। ত্বাং 'নভো নাম' (তৎসংজ্ঞঃ, ত্বদধিষ্ঠিতঃ, যদ্বা—হৃদ্রূপে নভসি অধিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'বিদেৎ' (অনুজানাতু, গৃহ্ণাত্বিত্যর্থঃ)।

(৬) 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বস্যাধারভূত, সর্ব্বব্যাপিন্, সর্ব্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলজ্ঞানানামাধারভূত দেব!) ত্বং 'আয়ুনা নাম্না' (আয়ুঃনাম্ন অভিহিতঃ সন, যদ্বা—চিরায়ুসা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (গচ্ছ, আগচ্ছেতি ভাবঃ—মম হৃদি ইতি শেষঃ)।

(৭) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! 'যঃ' (যস্ত্বং) 'অস্যাং' (দৃশ্যমানায়াং, স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকায়াং, যদ্বা—সর্ব্বেষাং আধারভূতায়াং) 'পৃথিব্যাং' (পঞ্চভূতাত্মিকায়াং ভূম্যাং, ইহলোকে ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি, বর্ত্তসীতি ভাবঃ), কিঞ্চ 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধৃষ্টং' (কেনাপ্যহিংসিতং, অনভিভূতং, সর্ব্বসাফল্যপ্রদমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানমস্তি ইতি শেষঃ)' 'তেন' (তেন নাম্না, যদ্বা—তস্মিন্ স্থানে ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (আহ্বয়ামি, স্থাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ সঙ্কল্পমূলকঃ। জ্ঞানভক্ত্যোরভেদসম্বন্ধঃ। যত্র জ্ঞানং ভক্তিস্তত্র তিষ্ঠতি, যত্র ভক্তিস্তত্র জ্ঞানং বর্ত্ততে। অতঃ জ্ঞানেন ভক্ত্যা চ ভগবন্তং আহ্বয়ামি।

(৮) হে ভক্তিরূপিণি দেবি। ত্বাং 'নভো নাম' (তৎসংজ্ঞঃ, ত্বদধিষ্ঠিতঃ, যদ্বা—হৃদ্রূপে নভসি অধিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান্) 'বিদেৎ' (অনুজানাতু, গৃহ্ণাত্বিত্যর্থঃ)।

(৯) 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্) 'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বস্যাধারভূত, সর্ব্বব্যাপিন্, সর্ব্বত্রগমনশীল, যদ্বা—নিখিলপ্রজ্ঞানাধার হে দেব!) ত্বং 'আয়ুনা নাম্না' (আয়ুঃনাম্ন অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুসা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (গচ্ছ, আগচ্ছেতি ভাবঃ—মম হৃদি ইতি শেষঃ)।

(১০) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! 'যঃ' (যস্তং) 'দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' (অন্তরিক্ষলোকে ইতি যাবৎ) 'অসি' (বর্ত্তসি), কিঞ্চ 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধৃষ্টং' (কেনাপ্যহিংসিতং, অনভিভূতং, সর্ব্বসাফল্যপ্রদমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানমস্তি ইতি শেষঃ), 'তেন' (তেন নাম্না, যদ্বা—তস্মিন স্থানে ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (আহ্বয়ামি, স্থাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রোঽপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্রাপি পূর্ব্ববত্রাগুরূপা প্রার্থনা বর্ত্ততে।

(১১) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বাং 'নভো নাম' (তৎসংজ্ঞঃ, স্বদধিষ্ঠিতঃ যদ্বা—ত্বদ্রূপে নভসি অধিষ্ঠিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানাধারঃ ভগবান্) 'বিদেৎ' (অনুজানাতু, ত্বাং গৃহ্ণাত্বিত্যর্থঃ)।

(১২) 'অগ্নে' (হে প্রজ্ঞানাধার দেব!) 'অঙ্গিরঃ' (সর্ব্বস্যাধারভূত, সর্ব্বব্যাপিন্, সর্ব্বত্রগমনশীল, যদ্বা -নিখিলপ্রজ্ঞানাধার হে দেব!) ত্বং 'আয়ুনা নাম্না' (আয়ুর্নাম্না অভিহিতঃ সন্, যদ্বা—চিরায়ুসা, চিরনবীনরূপেণ বা) 'এহি' (গচ্ছ, আগচ্ছেতি ভাবঃ—মম হৃদি ইতি শেষঃ)।

(১৩) হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! 'যঃ' (যস্তং) 'তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' (দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, বর্ত্তসীতি যাবৎ), কিঞ্চ 'তে' (তব) 'যৎ' (প্রসিদ্ধং) 'অনাধৃষ্টং' (কেনাপ্যহিংসিতং, অনভিভূতং, সর্ব্বসাফল্যপ্রদমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞিয়ং' (যজ্ঞযোগ্যং) 'নাম' (সংজ্ঞা, স্থানমস্তি ইতি শেষঃ) 'তেন' (তেন নাম্না, যদ্বা -তস্মিন স্থানে ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আদধে' (আহ্বয়ামি, স্থাপয়ামি—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রোঽপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্রাপি পূর্ব্ববত্রাগুরূপা প্রার্থনা বর্ত্ততে।

(১৪) হে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'দেববীতয়ে' (দেবানাং প্রীত্যর্থং, যদ্বা হৃদি দেবভাবানাং প্রতিষ্ঠায়েত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনু' (অনুগৃহ্ণামি, আহরয়ামীতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্র ভক্ত্যা ভগবল্লাভায় সঙ্কল্পো বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবি! যেনাহং দেবভাবাবিকারী ভবামি, তদ্বদেতি। (৫অ -৯ক —১৫ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ প্রার্থনামূলক; অপিচ, ভক্তির এবং ভগবৎ সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

১। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত (অথবা আমার সম্বন্ধে) পাপ-তাপ-শান্তিকারিণী অথবা পাপসন্তপ্তদিগের আশ্রয়ভূতা হও। (অতঃপর, পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর।)

২। অপিচ, আমাকে অনুগ্রহের জন্য (অথবা আমার সম্বন্ধে) দারিদ্র্যদুঃখনাশিনী অথবা পরমধনপ্রদাত্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠধনসমূহের আধার-স্বরূপা হও। (অতঃপর, আমাকে পরমধন মোক্ষ প্রদান কর।)

৩। অপিচ, তুমি আমাকে দারিদ্র্য দুঃখ অথবা পাপ-প্রভাব হইতে রক্ষা কর। (অতঃপর, পাপে যেন আমি অভিভূত না হই, তাহাই কর)।

৪। অপিচ, পাপভয় হইতে অথবা প্রলোভনাদিজনিত পদস্খলন হইতে অথবা পাপসম্মোহ হইতে আমাকে রক্ষা অর্থাৎ পরিত্রাণ কর।

(মন্ত্র চারিটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে পাপ-সন্তাপহারিণি ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমাকে পাপসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত কর এবং মোক্ষপথে স্থাপন কর।)

৫। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ হৃদধিষ্ঠিত অথবা হৃদ্রূপ নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ তোমাকে জানুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

৬। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! হে সর্ব্বাধারভূত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতো-গমনশীল অথবা নিখিল-জ্ঞানের আধার দেব! আপনি আয়ুঃ-নামে অভিহিত হইয়া অথবা চিরায়ুঃ বা চিরনবীন রূপে (আমার হৃদয়ে) গমন অর্থাৎ আগমন করুন।

৭। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! যে আপনি এই পরিদৃশ্যমান্ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মাত্মিকা অথবা সকলের আধারভূতা পঞ্চভূতাত্মিকা পৃথিবীতে (ইহলোকে) বর্ত্তমান আছেন; অপিচ, অহিংসিত অনভিভূত সর্ব্বসাফল্য-প্রদ যজ্ঞযোগ্য আপনার যে নাম আছে, সেই নামে আমি আপনাকে আহ্বান করিতেছি (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি)। (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক; জ্ঞান ও ভক্তির অভেদ সম্বন্ধ। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই ভক্তি; আবার যেখানে ভক্তি, সেইখানেই জ্ঞান। অতএব, জ্ঞান ও ভক্তি সহকারে ভগবানকে আহ্বান করি।)

৮। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ হৃদধিষ্ঠাতা অথবা হৃদয়রূপ নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান তোমাকে জানুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

৯। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! হে সর্ব্বাধারভূত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতো-গমনশীল অথবা নিখিল জ্ঞানের আধার দেব! আপনি আয়ুঃ-নামে অভিহিত হইয়া অথবা চিরায়ুঃ বা চিরনবীন রূপে (আমার হৃদয়ে) গমন অর্থাৎ আগমন করুন।

১০। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! যে আপনি এই পরিদৃশ্যমান অন্তরিক্ষ-লোকে বর্ত্তমান আছেন; অপিচ, অহিংসিত অনভিভূত সর্ব্বসাফল্যপ্রদ-যজ্ঞযোগ্য আপনার যে নাম সেই নামে (আমি) আপনাকে আহ্বান করিতেছি (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি)। (এ মন্ত্রও সঙ্কল্পমূলক। এ মন্ত্রেও পূর্ব্বমন্ত্রের অনুরূপ প্রার্থনাই দ্যোতিত হইয়াছে।)

১১। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! নভঃ-সংজ্ঞ অর্থাৎ হৃদধিষ্ঠিত অথবা হৃদয়রূপ নভোদেশে অধিষ্ঠিত প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ তোমাকে জানুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন।

১২। হে প্রজ্ঞানাধার ভগবন্! হে সর্ব্বাধারভূত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতোগমনশীল অথবা নিখিল জ্ঞানের আধার দেব! আপনি আয়ুঃ-নামে অভিহিত হইয়া অথবা চিরায়ুঃ বা চিরনবীনরূপে (আমার হৃদয়ে) গমন অর্থাৎ আগমন করুন।

১৩। হে প্রজ্ঞানস্বরূপ দেব! যে আপনি স্বর্গলোকে বর্ত্তমান আছেন; অপিচ, অহিংসিত অনভিভূত সর্ব্বসাফল্যপ্রদ যজ্ঞযোগ্য আপনার যে নাম আছে, সেই নামে (বা স্থানে) আপনাকে আহ্বান করিতেছি (অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি)। (এ মন্ত্রটীও সঙ্কল্প-মূলক। এ মন্ত্রেও পূর্ব্ব-মন্ত্রের অনুরূপ প্রার্থনা রহিয়াছে)।

১৪। হে ভক্তিরূপিণি দেবি! দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত অথবা হৃদয়ে দেবভাব-সমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাকে গ্রহণ করি অর্থাৎ আহরণ করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবি! যে প্রকারে আমি দেবভাবের অধিকারী হই, তাহা বিহিত করুন)॥ (৫অ—৯ক—১-১৪ম)।

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)

কা০ (৫।৩।২০-২৫) শম্যামাদায় চাত্বালং মিমীতে পূর্ব্বেণোৎকরং৮ সঞ্চরং পরিহাপ্য শম্যামুদীচীং নিদধাতি পুরস্তাচ্চ দক্ষিণতঃ প্রাচীমুত্তরতশ্চ স্ফ্যেনাস্তুলিখতি তপ্তায়নীতি প্রতি মন্ত্রমিতি। উত্তরবেদিনিচয়ার্থং যত্র ভূপ্রদেশে মৃদং খনতি স প্রদেশশ্চাত্বাল উচ্যতে। তত্রোৎকরাৎ পূর্ব্বস্যাং সঞ্চরপরিহারেণোদগগ্রাং শম্যাং নিধায় তৎপ্রমাণাং তৎপূর্ব্বপার্শ্বে

স্ফোনরেখাং কুর্য্যাৎ। তথা তৎপূর্ব্বপার্শ্বে তথৈব শম্যাং নিধায় রেখাং কুর্য্যাৎ। অভ্যন্তরে এবং দক্ষিণোত্তরয়োরপি প্রাগগ্রাং শম্যাং নিধায় রেখাদ্বয়ং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ॥ অস্যাং কণ্ডিকায়াং চতুর্দ্দশ যজূংষি। তত্রাদ্যানি চত্বারি পৃথিবীদেবত্যানি। তত্র প্রথমং পরিলিখতি। হে পৃথিবি! ত্বং মে মমানুগ্রহার্থং তপ্তায়নী অসি। তপ্তঃ পুরুষময়তি প্রাপ্নোতীতি তপ্তায়নী। যো হি দরিদ্রঃ ক্ষেত্ররহিতোঽহমিতি সন্তপ্যতে তং তাপোপশান্ত্যর্থং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যদ্বা তপ্তঃ সন্নয়ো যস্যাময়তি সা তপ্তায়নী মমাসি। দ্বিতীয়ং লিখতি। বিত্তার্থং নরো যস্যামেতীতি বিত্তায়নী। যদ্বা বিত্তার্থং বির্দ্ধনং পুরুষময়তীতি বিত্তায়নী। পৃথিব্যাং হি প্রাপ্তায়াং সস্যনিষ্পত্তিদ্বারা মহদ্ধনং লভ্যতে। তৃতীয়ং পরিলিখতি। হে পৃথিবি! নাথিতাৎ যাচিতাৎ মা মাং ত্বম্ অবতাৎ রক্ষ। তুহ্যোস্তাতঙ্ (পা০ ৭।১।৩৫) ইতি হেস্তাতঙাদেশঃ। যথা কমপি ন যাচে তথা মাং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নাথতিধাতুর্যাচ্ঞার্থঃ। চতুর্থং পরিলিখতি। ব্যথ ভয়চলনয়োঃ। ব্যথিতাৎ ভয়াচ্চলনাৎ স্থানভ্রংশাচ্চ মা মামবতাৎ রক্ষ॥ (কা০ ৫।৩।২৬) বিদেদগ্নিরিতি চাত্বালে প্রহরতি স্ফোনেতি। প্রহরতি মৃত্তিকাং খনেদিত্যর্থঃ। আগ্নেয়ং যজুঃ। হে চাত্বালগতমৃত্তিকে! নভো নামাগ্নির্নভঃ সংজ্ঞস্ত্বদধিষ্ঠাতাগ্নির্বিদেৎ ত্বাং জানীয়াৎ। ময়া খন্যমানাং ত্বাং ত্বদধিষ্ঠাতানুজ্ঞানাত্বিত্যর্থঃ। অগ্নিনামোচ্চারণপুরঃসরং প্রহরেৎ। তথা চ শ্রুতিঃ (৩।৫।২।৩১)। স বা অগ্নীনামেব নামানি গৃহ্নন্ হরতীতি॥ (কা০ ৫।৩।২৭) অগ্নে অঙ্গির ইতি পুরীষং প্রহরতীতি পুরীষং খাতা মৃৎ। হে অগ্নে! হে অঙ্গিরঃ! অঙ্গির্গতিরস্যাস্তীতি অঙ্গিরাঃ। মত্বর্থে রস্প্রত্যয়ঃ। তৎসম্বোধনম্। হে অগ্নে! ত্বমায়ুনা নাম্নাভিহিতঃ সন্ এহি গচ্ছ। এতি গচ্ছতীত্যায়ুরগ্নের্নাম। অধিষ্ঠাতর্যাগত এবাধিষ্ঠেয়মাগচ্ছতীত্যগ্নেরাগমনাদিকং প্রার্থ্যতে॥ (কা০ ৩।৫।২৮) 'যোঽস্যামিতি নিবপতি পূর্ব্বার্দ্ধে শঙ্কুসহিতমিতি।' উত্তরবেদিস্থানে মৃদং নিক্ষিপেদিত্যর্থঃ। হে অগ্নে! যস্ত্বমস্যাং দৃশ্যমানায়াং পৃথিব্যাং ভূমাবসি। কিঞ্চ তে তব যজ্ঞিয়ং যজ্ঞযোগ্যং যৎ নামাগ্নিরিতি প্রসিদ্ধমনাধৃষ্যং কেনাপি যাজ্ঞিকেনাতিরস্কৃতং তেন ত্বাদধে তেন নাম্না যুক্তং ত্বাং স্থাপয়ামি॥ (কা০ ৫।৩।৩০—৩১) এবং দ্বিরপরং দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যামিতি বিশেষ ইতি। যথা পূর্ব্বৈস্ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ খাত্বা হৃত্বা মৃৎপ্রক্ষিপ্তা বেত্যর্থমেতত্ত্রিতয়ং পুনরপি দ্বিঃ কুর্য্যাদিতি মন্ত্রয়োঃ তত্রাস্যামিতি পদস্থানে দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যামিতি পাঠবিশেষ ইতি সূত্রার্থঃ। যদ্যপি পৃথিবীশব্দেন ভূমিরেব তথাপি দ্বিতীয়স্যামিতি তৃতীয়স্যামিতি বিশেষণত্বাৎ দ্বিতীয়া পৃথিব্যন্তরিক্ষং তৃতীয়া পৃথিবী দ্যৌঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেয়ম্॥ (কা০ ৫।৩।৩২) 'অনু ত্বেতি চতুর্থং যথার্থমাহৃত্যেতি'। যথা পূর্ব্বস্মিন্ পর্য্যায়ত্রয়ে মৃদাহৃতা প্রক্ষিপ্তা এবং চতুর্থমপি প্রক্ষেপণপর্য্যন্তং মৃদাহরণং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ॥ দেববীতয়ে দেবানাং প্রীতয়ে হে মৃত্তিকে! ত্বা ত্বামনু পূর্ব্বোক্তমাহরণত্রয়মনুসৃত্যাহরামীতি শেষঃ॥ (৫অ—৯ক—১-১৪ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই নবম কণ্ডিকার চোদ্দটী মন্ত্র কিঞ্চিৎ জটিল-ভাবাপন্ন। ভাষ্যমতে উহার প্রথম চারিটী মন্ত্র পৃথ্বীদেবতা সম্বন্ধী। মন্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ে ভাষ্যকার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা

এই,—'শম্যা গ্রহণ করিয়া চাত্বাল পরিমিত করিবে। পূর্ব্বোৎকীর্ণ সঞ্চর মৃত্তিকা পরিহার করিয়া, তাহার উত্তর দিকে সেই শম্যা স্থাপন করিবে। সমুখ হইতে দক্ষিণ দিকে, তার পর পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে এবং মধ্য-ভাগে স্ফেনা বা কুশ দ্বারা রেখা অঙ্কন করিবার বিধি। প্রত্যেক রেখা অঙ্কন কালে যথাক্রমে 'তপ্তায়নী' প্রভৃতি মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিতে হয়—কাত্যায়ন-সূত্রে (কা০ ৫।৩।২০-২৫) উক্ত হইয়াছে। উত্তরবেদি-নির্ম্মাণ-কালে ভূপ্রদেশের যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন করিতে হয়, সেই প্রদেশকে চাত্বাল কহে। সেই প্রদেশের যে অংশে মৃত্তিকা উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল, সেই অংশের পূর্ব্ব দিকের সঞ্চর পরিহার করিয়া, উত্তরদিকে শম্যা স্থাপন করিয়া, তৎপ্রমাণে তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে স্ফেন দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিবে। তার পর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে পূর্ব্ববৎ শম্যা স্থাপনে রেখা করিবে। এইরূপে ক্রমে তাহার অভ্যন্তরে এবং দক্ষিণোত্তরদিকে পূর্ব্বাভিমুখে শম্যার অগ্রভাগ দ্বারা আরও দুইটী রেখা অঙ্কিত করিয়া লইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া-কালে কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবার বিধি সূত্র গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। সে হিসাবে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথমে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। যথা,—

(১) হে পৃথিবি! আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তুমি 'তপ্তায়নী' হও। 'তপ্ত পুরুষকে যে প্রাপ্ত হয়, সেই তপ্তায়নী। দারিদ্র ক্ষেত্ররহিত সন্তাপগ্রস্ত যে আমি, সেই আমাকে তাপশান্তির জন্য প্রাপ্ত হও। অথবা তাপিত হইয়া মানুষ যাহাকে আশ্রয় করে, তপ্তায়নী সেই তুমি আমাতে হও।

(২) বিত্তের জন্য মানুষ যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকে বিত্তায়নী কহে। অথবা, বিত্তের জন্য যে বিধন পুরুষকে আশ্রয়-দান করে, সেই 'বিত্তায়নী'। পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া মানুষ শস্য-নিষ্পত্তি দ্বারা মহদ্ধন প্রাপ্ত হয়।

(৩) হে পৃথিবী! যাচ্ঞা হইতে আমাকে রক্ষা কর। অর্থাৎ, যাহাতে কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে না হয়, আমাকে সেইরূপ কর।

(৪) ভয়ে চলন-হেতু স্থানভ্রষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর।

(৫) এই মন্ত্রে মৃত্তিকা খনন করিতে হয়। মন্ত্রটী অগ্নিদেবতাক। অর্থ,—'হে চাত্বালগতমৃত্তিকে! তোমার অধিষ্ঠাতা (অথবা তোমাতে অধিষ্ঠিত) নভঃ-সংজ্ঞ অগ্নি তোমাকে জানুন। আমি তোমাকে খনন করিতেছি, তোমার অধিষ্ঠাতা অগ্নি যেন তাহা অবগত হন।' এইরূপে অগ্নির নাম উচ্চারণ করিয়া মৃত্তিকায় প্রহার করিবে।

(৬) হে অগ্নি! হে অঙ্গির! তুমি আয়ুঃ-নামে অভিহিত হইয়া গমন কর; অনুষ্ঠিত যাগকর্ম্মে অধিষ্ঠান জন্য আগমন কর।

(৭) উত্তর-বেদিস্থানে মৃত্তিকা নিক্ষেপ কালে এই মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। মন্ত্রার্থ—'হে অগ্নি! যে তুমি এই দৃশ্যমানা পৃথিবীতে আছ; অপিচ, তোমার যজ্ঞযোগ্য যে অগ্নি নাম প্রসিদ্ধ এবং যাজ্ঞিকগণ কর্তৃক অতিরস্কৃত, তোমার সেই নামে তোমাকে ধারণ করি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ নাম-যুক্ত তোমাকে (বেদিতে) স্থাপন করিতেছি।'

পূর্ব্ব-মন্ত্রত্রয়ে মৃত্তিকা খনন, আহরণ এবং বেদি-রচনার জন্য তাহা স্থাপিত করিবার বিষয়

উক্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কয়েকটি মন্ত্রেও তাহাই কথিত হইতেছে। কেবলমাত্র 'দ্বিতীয়স্যাং' এবং 'তৃতীয়স্যাং' এই পাঠ-বিশেষ মাত্র আছে। 'পৃথিবী' শব্দে যদিও ভূমি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি 'দ্বিতীয়স্যাং' ও 'তৃতীয়স্যাং' এই বিশেষণদ্বয়ে অর্থ অন্যরূপ হইতেছে; 'দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' পদদ্বয়ে অন্তরিক্ষলোক এবং 'তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' পদদ্বয়ে দ্যুলোককে বা স্বর্গলোককে বুঝাইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যায়ত্রয়ে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া তাহা প্রক্ষেপ করিবার বিধি, চতুর্থ পর্য্যায়েও প্রক্ষেপণ পর্য্যন্ত মৃদাহরণ কর্ত্তব্য—ইহাই সূত্রার্থ।

(১৪) দেবগণের প্রীতির জন্য, হে মৃত্তিকা, পূর্ব্বোক্তরূপ আহরণ-প্রক্রিয়া অনুসরণ-পূর্ব্বক তোমাকে আহরণ করিতেছি।

ভাষ্যে মন্ত্রের এইরূপ অর্থই নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি। ভাষ্যের ভাব অপেক্ষা ইংরাজী অনুবাদের ভাব কতকটা সহজবোধ্য বলিয়া অনুমিত হইবে। সেই ইংরাজী অনুবাদটী এই,—

"For me thou art the home of the afflicted.

"For me thou art the gathering-place of riches.

"Protect me from the woe of destitution.

"Protect me from the state of purturbation.

"May Agni know thee, he whose name is Nabhas. Go, Agni, Angiras, with the name of Ayu.

"Thou whom this earth containeth, down I lay thee with inviolate holy name thou bearest.

"Thou whom the second earth containeth, down I lay thee with each inviolate holy name thou bearest.

"Thou whom the third earth containeth, down I lay thee with each inviolate holy name thou bearest.

"Thee, further, for the Gods delight."

এক্ষণে আমরা মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদের অনুসরণে পাঠকগণ আমাদিগের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় অনুধাবন করিবেন। মন্ত্র-মধ্যে 'পৃথিবী' বা মৃত্তিকা' সম্বোধন-মূলক কোনও পদই পরিদৃষ্ট হইবে না। সে অবস্থায় ঐ দুই পদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রের অর্থান্তর ঘটাইবার কোনও আবশ্যকতা দেখি না। কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনানুসারে মন্ত্রের সম্বোধ্য যদি ঐরূপই হয়, হউক; তাহাতে আপত্তির বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করি না; তদ্বিষয়ে আমাদের মতান্তরেরও কোনও কারণ নাই। তবে আমরা যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাহাতে আমাদের

দৃষ্টিতে মন্ত্রের সম্বোধ্য অন্যরূপই মনে হয়। আমরা আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, প্রথম হইতে পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ ও চতুর্দ্দশ—এই কয়েটী মন্ত্রে হৃদয়ের সার-সামগ্রী ভক্তির সম্বোধন আছে বলিয়াই মনে করি। তাহাতে 'তপ্তায়নী' 'বিত্তায়নী' 'নাথিতাৎ' 'ব্যাথিতাৎ' প্রভৃতি পদের সুন্দর আধ্যাত্মিকতামূলক অর্থ প্রকটিত হয়। অন্যান্য মন্ত্রের সম্বোধ্য যে অগ্নি, তাহা মন্ত্রেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু আমরা সে অগ্নি অর্থে জ্ঞানাগ্নি অর্থাৎ নিখিল-প্রজ্ঞানাধার ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়াছি। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে; ভগবানের আগমন ও উপবেশন জন্য বেদি-নির্ম্মাণের—তাঁহার উপযুক্ত আসন-প্রস্তুতের—আবশ্যক হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তিই সে আসনের একমাত্র উপাদানভূত। তাই ভক্ত, হৃদয়-রূপ চাত্বাল খনন করিয়া, জ্ঞান-ভক্তি-রূপ বেদি-নির্ম্মাণে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছেন; আর সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ও সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াই ভগবানের নিকট তদনুরূপ প্রার্থনা জানাইতেছেন। তিনি পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষলোকে ও স্বর্গলোকে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি যখন যেখানেই থাকুন, তাঁহার পবিত্র নাম ধরিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিলে, সেখানে হইতে সেই নামে আসিয়াই তিনি সাধক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। স্থূলতঃ এই ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদ কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। 'তপ্তায়নী' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'তপ্তং পুরুষময়তি প্রাপ্নোতীতি তপ্তায়নী।' ভাব এই যে,—তপ্ত অর্থাৎ সন্তপ্ত পুরুষকে যে প্রাপ্ত হয়, সেই তপ্তায়নী। ইহাতে ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইল না। মন্ত্রের প্রচলিত ভাব—'দরিদ্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহার দারিদ্র্য দুঃখ-মোচনের জন্য, ফলশস্যাদি প্রদান দ্বারা তাহার দুঃখ দূর কর।' লৌকিক অর্থে এ ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতেও ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয়, যদি উহার অর্থ করি—'পাপসন্তপ্তানাং আশ্রয়ভূতা—পাপতাপশান্তিকারিণী।' দারিদ্র্য—আর কি? পাপের কঠোর নিষ্পেষণ ভিন্ন তাহাকে আর কি বলিতে পারি? মানুষ অদৃষ্টবাদী। পূর্ব্ব-কর্ম্মফলে কেহ ধনী কেহ বা নির্ধন হয়; অর্থাৎ জীব আপন আপন কর্ম্মানুসারে ইহসংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সেই কর্ম্মফল নষ্ট করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ অর্থাৎ পাপসন্তাপ দূর করিবার পক্ষে, হৃদয়ের শুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানভক্তি অদ্বিতীয়। ইহলৌকিক অর্থাভাব-জনিত দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচনে আর কি ফললাভ হইল—যদি পারলৌকিক দুঃখ-দারিদ্র্য -পুনঃপুনঃ গতাগতি—নিরোধ না হইল? তাই 'তপ্তায়নী' পদে আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ ('তপ্ত' অর্থাৎ পাপসন্তপ্তদিগের অয়নী অর্থাৎ আশ্রয়-ভূতা) অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার পাপ সন্তাপ দূর করিয়া আমাকে পরমাশ্রয় প্রদান কর।' পাপ-সন্তাপ কিসে দূর হয়? যদি পাপ মূল—হৃদয়ের অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়। মূল উচ্ছিন্ন হইলে কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? অজ্ঞানতা যদি দূর হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার শাখা-প্রশাখা কাম-ক্রোধ-হিংসা-প্রলোভনাদি সকলেরই উচ্ছেদ সাধিত হইয়া থাকে। জ্ঞান এবং ভক্তির সহায়তায় সে অসাধ্য সাধিত হইতে পারে। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়াছে। 'বিত্তায়নী' পদেরও অর্থ প্রায় একইরূপ। ভাষ্যের অর্থ—'বিত্তার্থ নরো যস্যামেতীতি

বিত্তায়নী।' আমাদের অর্থ—'শ্রেষ্ঠধনানানামাধারস্বরূপা, দারিদ্র্যদুঃখনাশিনী, পরমধন-প্রদাত্রী।' জ্ঞান ও ভক্তিতেই মোক্ষ অধিগত হয়; মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গরূপ ধন—অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন আর কি হইতে পারে? পার্থিব ধনরত্নে ইহলোকে বিত্তবান হওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা তো কলুষকলঙ্ক-পরিশূন্য নহে! তাহা তো ক্ষণস্থায়ী! ভক্ত সাধক সে ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা কদাচ করেন না। তাঁহার লক্ষ্য—সেই পরমধন-লাভ;—যে ধন লাভ করিলে ইহলোকে এবং পরলোকে উভয় লোকেই সুখী হইতে পারা যায়;—যে ধনের অধিকারী হইতে পারিলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দুঃখ বিদূরিত হয়। 'নাথিতাৎ মা অবতাৎ' মন্ত্রের অর্থ—'দরিদ্রতা হইতে আমাকে রক্ষা কর; আমাকে যেন কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে না হয়।' ভাব এই যে,—'আমার হৃদয়ের সদ্ভাবনাশ রূপ দরিদ্রতা যেন আমার না আসে। অর্থাৎ তুমি আমার হৃদয়ে সদ্ভাব—দেবভাব—সংরক্ষা কর।' 'ব্যথিতাৎ মা অবতাৎ' মন্ত্রের তাৎপর্য্য—'পাপ আসিয়া যেন আমাকে অভিভূত না করে।' অজ্ঞানতা—পাপের মূল; তাহার উচ্ছেদই শান্তি—তাহার নির্ম্মূল-সাধনই মুক্তি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পাপমূল উচ্ছেদ করিয়া আমাকে জ্ঞানলোকে প্রদান কর; হৃদয়ে দেবভাব সংরক্ষিত হউক।'

'বিদেদগ্নির্নভো নাম'—পঞ্চম, অষ্টম, ও একাদশ মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের অর্থ, ভাষ্যমতে—'হে পৃথিবি! তোমাতে অধিষ্ঠিত নভোনামক অগ্নি জানুন যে, আমি তোমাকে খনন করিতেছি।' ইহা হইতে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুধীগণ অনুধাবন করিবেন। নিরুক্তে 'নাম সদ্ম সদনম্' (নি০ ১।২২) প্রভৃতি একই পর্য্যায়ভুক্ত। 'নভঃ' অর্থে আকাশ বা উন্নত স্থান বুঝায়। হৃদয়ই জ্ঞান ও ভক্তির আধারস্থানীয়। 'নভোঃ নাম' অর্থে তাই আমরা 'হৃদরূপ নভসি আধিষ্ঠিতঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থ হইয়াছে,—'আমার হৃদয়ে যে জ্ঞানাগ্নি নিহিত আছে, তিনি তোমাকে জানুন অর্থাৎ গ্রহণ করুন'; ভাব এই যে—'আমার হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলন ঘটুক।' আমাদের মতে 'যজ্ঞিয়ং নাম' পদদ্বয়ের অর্থ 'যজ্ঞযোগং স্থানং'। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমার এই দেহ বা হৃদয়ই আপনার যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান। আমার এই দেহের মধ্যে বা হৃদয়ে সদ্বৃত্তি-স্ফুরণ অথবা ভক্তি-রূপ কুসুম-বিকাশ হইলে, সেই কুসুম-সম্ভারেই আপনার পূজা সম্পন্ন হইতে পারে। এই হৃদয়ের মধ্যে হৃদভ্যন্তরে জ্ঞানভক্তিসদ্ভাব জাগিয়া উঠিলে, তাহাই আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ-মধ্যে পরিগণিত হইবে।' আকাঙ্ক্ষা—শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা প্রাপ্তি। 'যত্তেনাধৃষ্টং নাম যজ্ঞিয়ং তেন ত্বাদধে' মন্ত্রাংশে সাধক তাই কহিতেছেন,—'আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞস্থানে আপনাকে আপনার পবিত্র নামে আহ্বান করি, অথবা আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করি। আপনি আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে জ্ঞান ও ভক্তির স্ফূরণে আমার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটিবে;—আমি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে জ্ঞান-ভক্তির সম্মিলনে পরিত্রাণ লাভ করিব।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে অগ্নিকে 'অঙ্গিরঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন,—'অঙ্গঃ' অর্থাৎ গতি যাঁহার আছে, তিনিই অঙ্গিরাঃ। উহার সম্বোধনে অঙ্গিরঃ পদ হয়। তাহা হইতে গতিশীল অর্থের এবং 'এহি' ক্রিয়াপদের অধ্যাহার। অগ্নি সকল জিনিসকে দগ্ধ করিতে করিতে গমন করে, এবং দগ্ধীভূত সামগ্রী অঙ্গার হইয়া যায়,—তাবে

ইহাই অনুমিত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন,—'অঙ্গিরস নামে এক ঋষিবংশ ছিল। অগ্নি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। অগ্নি হইতে অঙ্গিরস ঋষি-বংশের উৎপত্তি হয়; এইজন্য অগ্নি অঙ্গিরঃ নামে অভিহিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্যই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বেদমন্ত্রের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলে অনিত্য ঋষিবিশেষের সহিত তাহার সম্বন্ধ সূচনা করা যায় না। যাহা হউক, আমরা ঐ 'অঙ্গিরঃ' পদের 'অশেষপ্রজ্ঞানাধার' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা মনে করি, 'অগ্নে' সম্বোধন এখানে ভগবানের সম্বন্ধে (সমষ্টিভূত কেন্দ্রীভূত বিভূতি-বিষয়ে) প্রযুক্ত হইয়াছে। অঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞান+ঈরস্ (বিদ্যমান) যাহাতে আছে, সেই অঙ্গিরস। 'জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ অশেষপ্রজ্ঞানাধার' অর্থই সে পক্ষে সমীচীন। ভগবান—জ্ঞানের আধার—জ্ঞানময়, অগ্নির 'অঙ্গিরঃ' সম্বোধনে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। সায়ণাচার্য্যও অনেক স্থলে 'অঙ্গিরঃ' পদের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ঋষির সম্বন্ধ পরিহার করিয়াছেন। তিনি প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন রূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ম—৩১সূ—১ম ও ১৭শ ঋক এবং ৪৫সূ—৩ঋ)। কিন্তু আমাদের অর্থে সর্ব্বত্রই একই রূপ ভাব প্রকাশ পায়। কোনও স্থলেই ভাব-পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয় না।

মন্ত্রে তিনটী 'পৃথিব্যাং' * পদ আছে। আমরা ঐ পদত্রয়ের ভাষ্যানুমোদিত অর্থই পরিগ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের ভাব এই যে,—ভগবান পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষলোকে এবং স্বর্গধামে,—এক কথায় এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সুতরাং যেখান হইতে যে নামেই তাঁহাকে ডাক না কেন, ভক্তিভাবে ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, তিনি যেখান হইতে সেই নামে আসিয়াই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি, ইহাই সুসঙ্গত অর্থ। এই ভাবে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ করি। (৫অ—৯ক—১-১৪ম)॥

—— ० ——

দশম কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। দশম কণ্ডিকা। মন্ত্রত্রয়াত্মিকা।)

(১) সিꣳহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ কল্পস্ব।

(২) সিꣳহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব।

(৩) সিꣳহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব॥ ১০॥

---

* 'পৃথিব্যাং', 'দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যাং এবং 'তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যাং'—পদসমূহের কেহ কেহ ভিন্ন অর্থও গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে—'পৃথিব্যাং' পদে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, 'দ্বিতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' পদে হৃদয়রূপ অন্তরিক্ষলোক, এবং 'তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যাং' পদে সহস্রারোপরি অবস্থিত সহস্রদলকমল অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীবৎ শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিশালিনী) 'সপত্নসাহী' (বহিরন্তঃশত্রূণাং—রিপুরূপাণাং লোভমোহপ্রলোভনাদীনাঞ্চ অভিভবিত্রী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবপ্রীত্যর্থং, যদ্বা—হৃদি দেবভাবসংরক্ষণায়েতি ভাবঃ) 'কল্পস্ব' (ক্লিপ্ত প্রীণনসমর্থা ভবেতি যাবৎ,—হৃদি অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভক্ত্যা হৃদি শুদ্ধসত্ত্বাহরণায় সঙ্কল্পঃ অত্র বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ।

(২) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, যদ্বা—নিখিলশক্তের্য়োরাধারভূতা) 'সপত্নসাহী' (বহিরন্তঃশত্রূণাং—রিপুরূপাণাং লোভমোহপ্রলোভনাদীনাঞ্চ অভিভবিত্রী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবপ্রীত্যর্থং, যদ্বা—হৃদি দেবভাবসংরক্ষণায়েতি ভাবঃ) 'শুন্ধস্ব' (শুদ্ধা অনন্যা ইতি ভাবঃ—ভবেতি শেষঃ)। অনন্যয়া ভক্ত্যা ভগবল্লাভায় সঙ্কল্পঃ অস্মিন মন্ত্রে বিদ্যতে।

(৩) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, যদ্বা—নিখিলশক্তের্য়োরাধারভূতা ইতি ভাবঃ) 'সপত্নসাহী' (বহিরন্তঃশত্রূণাং—রিপুরূপাণাং লোভমোহপ্রলোভনাদীনাঞ্চ অভিভবিত্রী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'দেবেভ্যঃ' (দেবপ্রীত্যর্থং, যদ্বা—হৃদি দেবভাবসংরক্ষণায় ইতি ভাবঃ) 'শুম্ভস্ব' (অলঙ্কৃতা ভব, শোভনীয়া ভবেতি যাবৎ)। অয়ং মন্ত্রোঽপি পূর্ব্বমন্ত্রদ্বয়ানুরূপাং প্রার্থনাং সূচয়তি। (৫অ-১০ক—১-৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

১। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না অথবা সর্ব্বশক্তিশালিনী এবং বহিরন্তঃ-শত্রুদিগের (রিপুরূপ অন্তঃশত্রুর এবং লোভমোহপ্রলোভনাদিরূপ বহিঃশত্রুগণের) অভিভব-কারিণী হও; অতএব, তুমি দেবগণের প্রীতির জন্য অথবা হৃদয়ে দেবভাব-সংরক্ষণ জন্য লিপ্ত অর্থাৎ তাঁহাদের প্রীণনসমর্থা হও অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভক্তিসাহায্যে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-আহরণের সঙ্কল্প এই মন্ত্রে বিদ্যমান্)।

২। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না অথবা নিখিলশক্তির আধারভূতা, বহিরন্তঃ-শত্রুদিগের (অর্থাৎ রিপুরূপ অন্তঃ-শত্রুগণের এবং লোভমোহপ্রলোভনাদি বহিঃশত্রুদিগের) অভিভবকারিণী হও; অতএব, তুমি দেবগণের প্রীতির জন্য অথবা হৃদয়ে দেবভাব-সংরক্ষণের নিমিত্ত শুদ্ধ অর্থাৎ অনন্যা বিশুদ্ধা হও। (অনন্যা-ভক্তির সাহায্যে ভগবানকে লাভ করিবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত।)

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না অথবা নিখিল শক্তির আধারভূতা এবং বহিরন্তঃশত্রুর (রিপু-রূপ অন্তঃশত্রুগণের এবং লোভমোহপ্রলোভনাদিরূপ বহিঃ-শত্রুদিগের) অভিভবকারিণী হও। অতএব তুমি দেবগণের প্রীতির জন্য অথবা হৃদয়ে দেবভাব-সংরক্ষণের নিমিত্ত অলঙ্কৃতা হও। (এই মন্ত্রেও পূর্ব্ব-মন্ত্রদ্বয়ের অনুরূপ প্রার্থনা ও সঙ্কল্প সূচিত হইয়াছে।)॥ (৫অ—১০ক—১-৩ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৫৩।২২) সিংহ্যসীতি ব্যাঘ্রত্বাত্তরবেদিং শম্যামাত্রামিতি। বিশেষেণ পাংশুভিঃ সমাং করোতি। ত্রয়াণাং বেদির্দেবতা। বাক্ পূর্ব্বমসুরেভ্যঃ ক্রুদ্ধা সিংহী ভূত্বা চচারেতীতিহাসঃ (৩।৫।১।৩২)। সা বেদিমন্ত্রেষূচ্যতে। হে উত্তরবেদে! যা ত্বং সিংহী সিংহসমানা ভূত্বা সপত্ন-সাহী সপত্নান্ সহতেঽভিভবতীতি সপত্নসাহী কর্ম্মণান্ শত্রূণামভিভবিত্রী অসি ভবসি। অতো দেবেভ্যঃ দেবোপকারার্থং কল্পস্ব সমর্থা উত্তরবেদিরূপেণ কৢপ্তা ভব॥ (কা০ ৫।৩।৩১) প্রোক্ষত্যুত্তরবেদিং সিকতাশ্চ প্রকিরতি সিংহ্যসীতি প্রতিমন্ত্রমিতি। হে উত্তরবেদে! শুন্ধস্ব শুদ্ধা ভব। শুন্ধ শুদ্ধৌ। অন্যৎ পূর্ব্বৎ। হে উত্তরবেদে! ত্বং শুম্ভস্ব সিকতাপ্রক্ষেপেণ শোভিতা ভব। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। শুম্ভতিরলঙ্কারার্থঃ॥ (৫অ—১০ক—১-৩ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—§ ০ §—

এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের ব্যাপারে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়। অসুরগণের অত্যাচারে ক্রুদ্ধা হইয়া পুরাকালে বাক্ সিংহীরূপ-ধারণে অসুরগণকে সংহার করিয়াছিল। মন্ত্রে এই উপাখ্যানের প্রতি লক্ষ্য আছে। মন্ত্রত্রয় উত্তরবেদি-সম্বোধন-মূলক। মন্ত্র তিনটীই বেদীদেবতাক। বেদিমন্ত্রমাত্রই পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানমূলক,—ভাষ্যকারের ইহাই অভিমত।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতভেদ ঘটে নাই। যে সামান্য ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হইবে, সে কেবল, মন্ত্রের উচ্চভাব প্রকটন জন্য। ভাষ্যকার যে উপাখ্যানের সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন, আমরা মন্ত্রের সহিত সেরূপ কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ স্বীকার করি না, অথবা উত্তরবেদির সম্বোধন-বিষয়েও কোনও যৌক্তিকতা দেখিতে পাই না। আমাদের মতে, এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় হৃন্নিহিতা শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতা ভক্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভগবানকে ভক্তিডোরেই বাঁধিতে পারা যায়। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। ভগবানকে যাহা বাঁধিয়া রাখিতে পারে, তাহার শক্তি যে অপরিসীম, তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই ভক্তিকে নিখিল শক্তির আধারভূতা এবং সর্ব্বশত্রুসংহার-

কারিণী বলা হইয়াছে; অসুরের শত্রু দূর না হইলে ভগবান তো আসেন না! ভক্তিতে হৃদয়ে সদ্ভাব আনয়ন করে; সদ্ভাবেই অর্থাৎ সৎস্বরূপের ভাবনাতেই ভক্তি অনন্তা ও অলঙ্কৃতা হয়। যখন ভক্তি এই ভাবে একৈকশরণা হইয়া ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই সে হৃদয়ে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হন। আমরা মনে করি, দশম কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহে এই ভাবই নিহিত রহিয়াছে। (৫অ—১০ক—১-৩ম) ॥ *

—— • ——

একাদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। একাদশ কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ইন্দ্রঘোষস্ত্বা বসুভিঃ পুরস্তাৎ পাতু।

(২) প্রচেতাস্ত্বা রুদ্রৈঃ পশ্চাৎ পাতু।

(৩) মনোজবাস্ত্বা পিতৃভির্দক্ষিণতঃ পাতু।

(৪) বিশ্বকর্ম্মা ত্বাদিত্যৈরুত্তরতঃ পাতু।

(৫) ইদমহং তপ্তং বার্ব্বহির্ধা যজ্ঞান্নিঃসৃজামি ॥ ১১ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'ইন্দ্রঘোষঃ' (ভগবতঃ মাভৈরিতি অভয়বাণী, পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্নো ভগবান্ ইতি যাবৎ) 'বসুভিঃ' (স্বকীয়াভিঃ পরমধনযুক্তাভির্বিভূতিভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পুরস্তাৎ' (পূর্ব্বস্যাং দিশি, পুরোভাগাৎ ইতি ভাবঃ) 'পাতু' (গোপায়তু, রক্ষতু)।

(২) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ব! 'প্রচেতাঃ' (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নঃ, চৈতন্যস্বরূপঃ চিন্ময়ো বা ভগবান্) 'রুদ্রৈঃ' (শত্রুসংহারকৈঃ উগ্রৈঃ প্রভাবৈঃ, কঠোরভাবাপন্নাভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পশ্চাৎ' (পশ্চিমায়াং দিশি, পশ্চাদ্ভাগাৎ) 'পাতু' (গোপায়তু, রক্ষতু)।

---

* মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"A foe-subduing lioness art thou; be fitted for the Gods.
"A foe-subduing iioness art thou; be purified for Gods.
"A foe-subduing lioness art thou; adorn thyself for Gods."

যজুঃ—১৯শ—৭৬

(৩) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'মানোজবা' (মনোবৎগতিশীলঃ, প্রকৃষ্টমননশীলঃ, হৃদধিষ্ঠিতঃ ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'পিতৃভিঃ' (পিতৃগুণৈঃ, স্নেহকারুণ্যময়াভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দক্ষিণতঃ' (দক্ষিণস্যাং দিশি, দক্ষিণভাগাৎ ইতি যাবৎ) 'পাতু' (রক্ষতু)।

(৪) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব। 'বিশ্বকর্ম্মা' (নিখিলকর্ম্মকুশলঃ, নিখিলকর্ম্মনামাধারভূতঃ, সর্ব্বকর্ম্মতত্ত্ববিৎ বা ভগবান্) 'আদিত্যৈঃ' (অজ্ঞানতানাশকৈঃ প্রভাবৈঃ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িকাভিঃ স্বকীয়াভিঃ বিভূতিভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উত্তরতঃ' (উত্তরস্যাং দিশি, বামভাগাদিতি যাবৎ) 'পাতু' (রক্ষতু)।

[এতে মন্ত্রচতুষ্টয়াঃ প্রার্থনামূলকাঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সর্ব্বাভিঃ বিভূতিভিঃ পরিবৃতঃ সন্ ভগবান্ হৃদি অধিতিষ্ঠতু কিঞ্চ সর্ব্বাসু দিক্ষু মাং সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতু।]

(৫) 'ইদং' (মম হৃদি বর্ত্তমানং, ভগবতা সুরক্ষিতমিতি ভাবঃ) 'তপ্তং' (প্রবৃদ্ধং, উদ্বোধিতমিতি ভাবঃ) 'বাঃ' (সৎকর্ম্মণা লব্ধং সদ্ভাবানামাধারং শুদ্ধসত্ত্বং সৎকর্ম্মফলমিতি ভাবঃ) 'যজ্ঞাৎ' (যজ্ঞদেশাৎ, হৃদ্রূপাদিতি ভাবঃ) 'বহির্ধা' (বাহ্যপ্রদেশে—অবস্থিতে ভগবতি ইতি ভাবঃ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'নিঃ সৃজামি' (নিক্ষিপামি, সমর্পয়ামীতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলং মম ভগবতি সমর্পয়ামি ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ অত্র বিদ্যতে ইতি ভাবঃ। (৫অ—১১ক—১-৫ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম চারিটী মন্ত্র প্রার্থনামূলক এবং শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। শেষ মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক।]

(১) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ভগবানের মাভৈঃ-রূপ অভয়বাণী অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্, আপনার পরমধনযুক্ত বিভূতির দ্বারা তোমাকে পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ সম্মুখভাগ হইতে রক্ষা করুন।

(২) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন চৈতন্য-স্বরূপ চিন্ময় ভগবান্ শত্রুসংহারক উগ্রপ্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ কঠোর-ভাবাপন্ন আপনার বিভূতিসমূহের দ্বারা, তোমাকে পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ হইতে রক্ষা করুন।

(৩) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! মনোবৎগতিশীল অর্থাৎ প্রকৃষ্টমননশীল হৃদধিষ্ঠিত ভগবান্ পিতৃগুণের দ্বারা অর্থাৎ স্নেহকারুণ্য-পূর্ণ আপনার বিভূতিসমূহের দ্বারা তোমাকে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগ হইতে রক্ষা করুন।

(৪) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! নিখিলকর্ম্মকুশল অর্থাৎ নিখিলকর্ম্মসমূহের আধারভূত অর্থাৎ সকলকর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভগবান্, অজ্ঞানতা-নাশক প্রভাবের দ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িকা স্বকীয় বিভূতি-সমূহের দ্বারা তোমাকে উত্তরদিকে অর্থাৎ বামভাগ হইতে রক্ষা করুন।

[এই মন্ত্র-চতুষ্টয় প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব,—সকল বিভূতি-পরিবৃত হইয়া ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন এবং সকল দিক হইতে আমাকে রক্ষা করুন।]

(৫) আমার হৃদয়ে বর্ত্তমান ভগবান্ কর্তৃক সুরক্ষিত, উদ্বোধনা-প্রাপ্ত, সৎকর্ম্মলব্ধ সন্তানসমূহের আধার শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্ম্মফলকে) আমি আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞদেশ হইতে, বাহ্য-প্রদেশে অর্থাৎ ভগবানে নিক্ষেপ:করি—সমর্পণ করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। আমার সকল কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করি,—মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প বিদ্যমান।) (৫অ—১১ক—১-৫ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৫।৪।১১) বেদ্যন্তরে স্থিত্বাদভ্যুত্তরবেদিং প্রোক্ষতীন্দ্রঘোষ ইতি প্রতিমন্ত্রং প্রতিদিশং যথালিঙ্গমিতি॥ চতুর্ণাং যজুষামুত্তরবেদিদেবতা। ইন্দ্র ইতি শব্দেন ঘুষ্যতে বিস্পষ্টং কথ্যতে যো দেবঃ সোঽয়মিন্দ্রঘোষঃ বসুভিঃ অষ্টসংখ্যাকৈর্গণদেবৈর্যুক্তঃ সন্ হে উত্তরবেদে! ত্বা ত্বাং পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি পাতু রক্ষতু॥ প্রচেতাঃ প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞো বরুণো রুদ্রৈরেকাদশসংখ্যৈর্গণদেবৈঃ সহিতঃ পশ্চাৎ পশ্চিমায়াং দিশি ত্বাং পাতু॥ মনোজবাঃ মনোবদ্বেগযুক্তো যমো দেবঃ পিতৃভিঃ স্বর্লোকবাসিদেববিশেষৈর্যুক্তো দক্ষিণতঃ দক্ষিণস্যাং দিশি ত্বা ত্বাং পাতু॥ বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বানি কর্ম্মাণি জগদুৎপত্ত্যাদীনি যস্য স বিশ্বকর্ম্মা আদিত্যৈঃ দ্বাদশসংখ্যৈর্গণদেবৈঃ সহিত উত্তরতঃ উত্তরস্যাং দিশি ত্বাং পাতু॥ একদা অসুরা দেবান্ অভ্যাগতাস্তদা দেবসেনাধিপতয় ইন্দ্রঘোষাদয়শ্চতসৃষু দিক্ষু তানসুরানপাকুর্ব্বন্। তস্মাদেতৈর্ম্মন্ত্রৈর্দিক্চতুষ্টয়ে রক্ষা প্রার্থনীয়া। তদাহ তিত্তিরিঃ। অসুরা বজ্রমুদ্যম্য দেবানভ্যায়ন্ত তানিন্দ্রঘোষো বসুভিঃ পুরস্তাদপানুদতিত্যাদি॥ (কা০ ৫।৪।১২) বহির্ব্বেদিশেষং নিষিঞ্চতীদ-মহং তপ্তং বারিতি। অসুরনিবারণায় যেনোদকেন প্রোক্ষণং কৃতং তদুদকমুগ্ররূপত্বাত্তপ্ত-মিত্যুচ্যতে। তপ্তমিদং বাঃ উদকং প্রোক্ষণশেষভূতং যজ্ঞাৎ বহির্ধা যজ্ঞপ্রদেশাদ্বাহ্যপ্রদেশেঽহং নিঃসৃজামি নিক্ষিপামি॥ (৫অ—১১ক—১-৫ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ ০ §——

ভাষ্যানুসরণে একাদশ কণ্ডিকার এই মন্ত্র-পঞ্চকের ভাবগ্রহণ নিতান্ত দুরূহ। মন্ত্রে উত্তর-বেদির সম্বোধন আছে। এক সময়ে অসুরগণ দেবগণকে হত্যা করিতে আসে। তখন ইন্দ্রঘোষাদি দেবসেনাপতিগণ, সেই অসুরদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করেন। তাহারা যজ্ঞবেদি হিংসা করিতে না পারে,—এই জন্য এই কণ্ডিকার প্রথম চারিটী মন্ত্রে দিক্‌চতুষ্টয়ে বেদিরক্ষার প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। ক্রিয়াকাণ্ডে হোমকার্য্যে বেদিরক্ষাকল্পে প্রার্থনাসূচক এই মন্ত্র সমূহের যেরূপ প্রয়োগের বিষয় সূত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ভাষ্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম প্রদান করিতেছি।

অন্তর্বেদিতে পরিস্থাপিত জল লইয়া প্রতি মন্ত্রে প্রতি বার উত্তরবেদিতে সেই জল প্রোক্ষণ করিবার বিধি। প্রথম মন্ত্র-চতুষ্টয় উত্তরবেদি দেবতা সম্বোধনে বিনিযুক্ত। মন্ত্র-চতুষ্টয়ের অর্থ,—'(১) ইন্দ্র শব্দের দ্বারা যে দেবতাকে স্পষ্টরূপে ঘোষণা বা নির্দ্দেশ করা হয়, সেই দেবতা বসুনামক অষ্টসংখ্যক গণদেবতাযুক্ত হইয়া, হে উত্তর-বেদি! তোমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন। (২) প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞ বরুণদেবতা রুদ্রাখ্য একাদশসংখ্যক গণদেবতা-যুক্ত হইয়া পশ্চিম দিকে তোমাকে রক্ষা করুন। (৩) মনোবদ্বেগযুক্ত যমদেবতা পিতৃসংজ্ঞক স্বর্লোকবাসী দেববিশেষে যুক্ত হইয়া দক্ষিণদিকে তোমাকে রক্ষা করুন। (৪) জগৎসৃষ্ট্যাদি সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা, আদিত্যাখ্য দ্বাদশ-সংখ্যক গণদেবতার সহিত উত্তরদিকে তোমাকে রক্ষা করুন। (৫) অসুর-নিবারণ জন্য যে জল দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-চতুষ্টয়ে উত্তরবেদিকে প্রোক্ষণ করা হইল, সেই জলকে, উগ্ররূপত্ব-হেতু 'তপ্ত' বলা হইয়াছে। প্রোক্ষণশেষভূত তপ্ত এই জল যজ্ঞ-প্রদেশ হইতে বাহ্য-প্রদেশে নিক্ষেপ করিতেছি।' * ক্রিয়াকাণ্ডে মন্ত্রের প্রয়োগানুসরণেই

---

* মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাষ্যকার, বসু, রুদ্র, আদিত্য প্রভৃতি শব্দে যে সকল গণদেবতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে প্রকটিত হইল। যথা,—

(১) বসু।—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। তাঁহাদের সংখ্যা আট—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব। 'বসু' শব্দে যথাক্রমে কুবের, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিকেও স্বতন্ত্রভাবে বুঝাইয়া থাকে।

(২) রুদ্র—রুদ্র বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। কিন্তু রুদ্রগণের সংখ্যা—একাদশ। তাঁহাদের নাম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়; যথা,—একমতে, অজ, একপাদ, অহিবধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর—এই একাদশ গণদেবতা-বিশেষ। অন্য মতে—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একাদশ গণদেবতা।

(৩) পিতৃলোক সাতটী; যথা,— অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্‌, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, ক্রব্যাদ

ভাষ্যকার মন্ত্রসমূহের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। যজ্ঞকার্য্যে বেদিরক্ষা-কল্পে মন্ত্রের এইরূপ প্রয়োগ-বিধির যে উল্লেখ সূত্রগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, লৌকিক হিসাবে, তদ্বিষয়ে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি না। তবে লৌকিক-প্রয়োগের অনুরূপ অর্থ ব্যতীত, মন্ত্রের মধ্যে যে এক আলৌকিক ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত আছে, তাহারই প্রকটন জন্য আমাদিগের এই ব্যাখ্যাদির অবতারণা। মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

"Indra's shout guard thee in the front with Vasus.
The wise One guard thee from the rear with Rudras.
The Thought-swift guard thee on the right with Fathers.
The Omnific guard thee leftward with the Adityas."

"This heated water I eject and banish from the sacrifice."

ভাষ্যকার 'পুরস্তাৎ' 'পশ্চাৎ' 'দক্ষিণতঃ' উত্তরতঃ' প্রভৃতি পদে যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্-চতুষ্টয় অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। অনুবাদক কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করে নাই।

যাহা হউক, মন্ত্রার্থ আলোচনায়; প্রথমেই মন্ত্রের সম্বোধ্য পদের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। আর লক্ষ্য পড়ে—'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের প্রতি। আমাদের মতে, মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃদয়ের অন্তর্নিহিত

সুকালীন। এই সকল লোকে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারই 'পিতৃভিঃ' পদের লক্ষ্যস্থানীয়। পিতা সপ্তবিধ—"কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতা ভয়ত্রাতাভয়প্রদঃ। জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অন্যমতে পিতা পঞ্চবিধ—"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

(৪) আদিত্য।—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। কালিকা-পুরাণে বিধাতার পরিবর্ত্তে সোম নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়টী বলিয়া উল্লিখিত আছে,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। এতদ্ব্যতীত কোনও স্থলে সাত, আবার কোনও স্থলে আটটী আদিত্যের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আটটী আদিত্যের নাম দৃষ্ট হয়; যথা,—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, ও বিবস্বান্। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু সেস্থলে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হন নাই; সেখানে তাঁহারা দ্বাদশ মাসের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত। মতান্তরে আবার দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ রাশি রূপেও পরিকল্পিত হয়। কল্পান্তরে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃসহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন, সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে বিভিন্ন নামে উদিত হন। যথা,—

"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তি শ্রাবণে মাসে যমো ভাদ্রপদে তথা॥
ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে তপেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥
ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

শুদ্ধসত্ত্ব। 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ,—"ইন্দ্র ইতি শব্দেন ঘুষ্যতে বিস্পষ্টং কথ্যতে যো দেবঃ সোঽয়মিন্দ্রঘোষঃ।" অর্থাৎ, ইন্দ্র বলিতে যে দেবতাকে স্পষ্টরূপে ঘোষণা বা নির্দ্দেশ করে, সেই দেবতা। কিন্তু তিনি যে কোন্ দেবতা, কোন্ দেবতা যে ইন্দ্র-নামে বিঘোষিত, ভাষ্যকার তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ঐ উপাখ্যানমূলক ভাষ্যের একস্থলে 'ইন্দ্রঘোষাদয়ঃ' 'পদের ব্যবহার আছে। তাহা হইতে 'ঘোষঃ' পদে ইন্দ্রের অনুচরগণ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আবার 'ঘুষ্' ধাতুর 'শব্দ করা' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদে 'ইন্দ্রের ধ্বনি' অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে। নিরুক্তে 'ঘোষঃ' পদ বাঙ্-নামের মধ্যে পঠিত হয়। তাহাতেও 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদে 'ইন্দ্রের বাক্য' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এই ভাব হইতেই আমরা ঐ 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'ভগবতঃ মাভৈরিতি অভয়বাণী' অথবা 'পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো ভগবান্।' ভগবানের বাক্য—তাঁহার অভয়বাণী ভিন্ন আর কি হইতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহার অভয়বাণী উভয়ই অভিন্ন। তাহা হইতে ভাবার্থে আমরা 'পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নো ভগবান্' প্রতিবাক্য অধ্যাহার করিয়াছি। বেদের সর্ব্বত্রই 'ইন্দ্র'-পদের পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে;—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বলিতে বেদে যে ভগবদ্বিভূতি-ক্রমে ভগবানকেই লক্ষ্য করা হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের আলোচনায় আমরা নানা স্থানে তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

মন্ত্র-সমূহের অন্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রৈঃ', 'পিতৃভিঃ', 'আদিত্যৈঃ' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ সকল পদের যে যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, ভাষ্যেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। তিনি ঐ সকল পদের সহিত বিভিন্ন গণদেবতার সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধ স্বীকার করি না। স্বীকার করিতে হইলে, আমরা মনে করি, ঐ পদ-সমূহে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহারা বা যিনি তাঁহার গণ বা অনুচর, তাঁহারা বা তিনি ভগবানেরই সহিত সংশ্লিষ্ট—ভগবানেরই অভিব্যক্তি মাত্র। সে হিসাবে গণদেবতা বলিতে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিকেই বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে আমাদিগের মতে, মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'ভগবান্ তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি-সমূহে পরিবৃত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।' বসু প্রভৃতি পদের যদি ভাষ্যকারের অনুমোদিত বিভিন্ন গণদেবতাই লক্ষ্য-স্থল হয়, তাহা হইলেও আমাদিগের অধ্যাহৃত অর্থের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন দেবতা ভগবানেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে? সসীম মন অসীম অনন্তকে ধারণা করিতে পারে না। তাই নানাভাবে অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস পায়। সেই প্রয়াস-হেতুই অনন্তে সান্তের সমাবেশ;—সে প্রয়াস জন্যই অসীমকে সসীম করিবার প্রচেষ্টা। এইজন্যই ভগবানের নানা নাম-রূপে অবতারণা দেখিতে পাই। বিভিন্ন দেবদেবীর পরিকল্পনাও—সেই অসীমকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার ফল মাত্র। ভাষ্যের উল্লিখিত গণদেবতাগণকে এই ভাবে ভগবানের অংশীভূত তাঁহার বিভিন্ন বিভূতির বিকাশ বলিতে পারি। এই হিসাবেই আমরা পূর্ব্বোক্ত 'বসুভিঃ' প্রভৃতি পদসমূহে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির বিষয় পরিকল্পনা করিয়াছি। আবার অন্য দিক দিয়া

দেখিলেও, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। 'বসু' শব্দে ধন বুঝায়। মুক্তিপ্রার্থী জন ভগবানের নিকট পার্থিব অকিঞ্চিৎকর ধনরত্নের প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা পরমধন মোক্ষেরই অধিকারী হইতে চাহেন। ভগবানের যে সকল বিভূতিতে তাহার সমাবেশ আছে, অপিচ যে সকল বিভূতির প্রভাবে পরমধন মোক্ষ অধিগত হয়, 'বসুভিঃ' পদে সেই সকল বিভূতির প্রতিই লক্ষ্য আসে। 'রুদ্রৈঃ' পদে শত্রুসংহারক উগ্রকঠোর-ভাবাপন্ন বিভূতি-সমূহকে বুঝাইতেছে। রৌদ্রভাবে ভগবান্ সংহার করেন, রুদ্রভাবেই লয়কার্য্য সমাহিত হয়। সংসারে মানুষের শত্রুর পরিসীমা নাই। ভগবৎ-কার্য্যসম্পাদনে বাহ্য-আন্তর বিবিধ শত্রু আসিয়া অন্তরায় ঘটায়। সেইজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে, —'আপনি রুদ্রভাবাপন্ন বিভূতি-সমূহে পরিবৃত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।' ভাব এই যে,—'রৌদ্র ভাব দ্বারা আমার বাহ্য-আন্তর সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাকে মোক্ষের পথে স্থাপন করুন।' 'পিতৃভিঃ' পদের অর্থ,—'স্নেহকারুণ্যময়াভিঃ বিভূতিভিঃ।' পিতামাতার ন্যায় স্নেহকরুণার আধার সংসারে আর কে থাকিতে পারে? তাঁহাদিগের স্নেহকারুণ্যের তুলনা আছে কি? সে অনুভূতি সকলেরই আছে। এইরূপ ভাব হইতেই 'পিতৃভিঃ' পদে 'স্নেহকারুণ্যময় বিভূতিযুক্ত হইয়া' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে,—'আমাদের মধ্যে স্নেহকারুণ্যরূপ সদ্ভাবের বিকাশ হউক এবং আপনি অধিষ্ঠিত হইয়া সে ভাবের অসদ্ভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' 'আদিত্যৈঃ' পদের লক্ষ্য—অজ্ঞানতা-নাশ। সূর্য্যরশ্মি জগতের অন্ধকার দূর করে; জ্ঞানসূর্য্যও তেমনি নিখিল-প্রাণিগণের হৃদয়ের অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা নাশ করিয়া থাকে। এই ভাব হইতে আমরা 'আদিত্যৈঃ' পদে অজ্ঞানতানাশকৈঃ প্রভাবৈঃ, জ্ঞানধনপ্রদায়িকাভিঃ বিভূতিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাবার্থ এই যে,—'আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া, আমাদিগকে রক্ষা করুন অর্থাৎ জ্ঞান-ধন-প্রদানে আমাদিগকে মুক্ত করুন।'

প্রথম মন্ত্রে পরমধন মোক্ষলাভের প্রার্থনা আছে। কিন্তু মোক্ষ তো আর সহজে লাভ হয় না! মোক্ষ-লাভে অধিকারী হওয়া চাই তো! সে অধিকার কিসে আসে? বাহ্য ও আন্তর শত্রুর উচ্ছেদ সাধিত হইয়া অন্তর-বাহির পরিশুদ্ধ হইলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হওয়া যায়। তাই দ্বিতীয় মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা—'রুদ্রৈঃ পাতু'। কিন্তু কেবল বাহ্য ও আন্তর শত্রুর নাশে—কাম-ক্রোধ-লোভ-প্রলোভনাদির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইলেই মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায় না। হৃদয় নির্ম্মল হওয়া চাই, তাহাতে সদ্ভাবের সমাবেশ হওয়া চাই। তৃতীয় মন্ত্রে তাই 'পিতৃভিঃ পাতু' প্রার্থনায় স্নেহকারুণ্যাদি সদ্‌গুণে গুণান্বিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। সদসৎ-বিচারের ক্ষমতা জন্মে—যদি বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। চতুর্থ মন্ত্রে 'আদিত্যৈঃ পাতু' প্রার্থনায় তাই জ্ঞানাধিকারী হইবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে বলা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আপনি অজ্ঞানতানাশক জ্ঞানপ্রদায়ক বিভূতিসমূহে পরিবৃত হইয়া আমাকে রক্ষা করুন।' 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ'—জ্ঞানেই মুক্তি; জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিলেই আমি মুক্তির অধিকারী হইতে পারিব। মন্ত্র-চতুষ্টয়ে এইরূপ ভাব নিহিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র-চতুষ্টয়ে একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। বিষয়টী এই,—বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার সহিত বিভিন্ন গণ-দেবতার বা ভগবানের বিভিন্ন বিভূতির সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথম মন্ত্রে ইন্দ্রের সহিত বসুগণের, দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রচেতার সহিত রুদ্রগণের, তৃতীয় মন্ত্রে মনোজবার সহিত পিতৃলোকস্থিত দেবতাবিশেষের এবং চতুর্থ মন্ত্রে বিশ্বকর্ম্মার সহিত আদিত্য-গণের সংযোগিতা সমাখ্যাত হইয়াছে। একই ভগবানের বিভিন্ন অভিব্যক্তির সহিত তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি-সমাবেশের তাৎপর্য্য কি? ইহারও এক নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে আছে—"বিশ্বকর্ম্মাত্বা আদিত্যৈঃ পাতু।" এখানে বিশ্বকর্ম্মার সহিত আদিত্যের সংযোগিতা। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেই বুঝা যায়,—তিনি সকল কর্ম্মেই অধিকারী ও সকল কর্ম্মেরই আধারস্থানীয়; আর, কর্ম্মতত্ত্বে তিনি যে অশেষ পারদর্শী, তদ্দ্বারা তাহাও বুঝা যায়। ভগবান্ যে বিশ্বকর্ম্মা, কর্ম্মে কুশলতা না জন্মিলে,—নিগূঢ় কর্ম্মতত্ত্বে অধিকার না হইলে, তাহা উপলব্ধ হয় না। কর্ম্মে কুশলতা লাভ করিতে হইলে, সূক্ষ্ম কর্ম্মতত্ত্বে অধিকারী হওয়া চাই। সে অধিকার পাইতে হইলে, জ্ঞানাধিকারী হইতে হয়। সুতরাং যিনি সকলকর্ম্মতত্ত্ববিৎ, তিনি যে নিখিল-প্রজ্ঞানাধার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই ভগবানকে যখন বলা হয়,—'হে ভগবন্, আপনি বিশ্বকর্ম্মারূপে আমাকে রক্ষা করুন; তখনই বুঝিতে হয়, যিনি তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মারূপে ডাকিতে পারিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা-রূপেই চিনিয়া লইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, বিশ্বকর্ম্মা-রূপে ভগবানকে চিনিতে হইলে, কি অধিকার প্রয়োজন হয়? জ্ঞানের ও কর্ম্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। উভয়ে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাব। তাই বিশ্বকর্ম্মা-রূপে তাঁহাকে জানিতে হইলে, তিনি যে বিশ্বকর্ম্মা, তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন, দুরূহ কর্ম্মতত্ত্বেও অধিকারী হইতে হয়। কর্ম্ম-তত্ত্বে অধিকারী হইলে কর্ম্মের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানাধিকারী হইতে হয়। এইরূপে কর্ম্মের সকল তত্ত্বে সম্যক্-জ্ঞান লাভ হইলে, তবে ভগবানকে 'বিশ্বকর্ম্মা' রূপে চিনিতে পারা যায়। ভাব এই যে, ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মা-রূপে আবির্ভূত হইয়া আমাকে কর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করুন। এই ভাবেই মন্ত্রে 'বিশ্বকর্ম্মা' পদের সহিত 'আদিত্যৈঃ' পদ-সংযোজনের সার্থকতা। 'মনোজবাঃ' বলিতে মনের ন্যায় ত্বরিতগতি যিনি অথবা যিনি পিতৃতুল্য স্নেহকারুণ্যপূর্ণ, তাঁহাকেই বুঝায়। সন্তানের বিপদ-আপদে পিতৃমাতৃ-স্নেহ যেমন অতি সহজে স্বতঃ-বিগলিত হয়, তাহার আর তুলনা আছে কি? মন্ত্রে যখনই বলা হইল,—ভগবান পিতৃগণের সহিত পিতার ন্যায় আসিয়া তোমাকে রক্ষা করুন, তখনই তাঁহাতে পিতৃগুণসমূহের সমারোপ করা হইল। এই ভাবেই আমরা মনে করি,—'মনোজবাঃ' পদের সহিত 'পিতৃভিঃ' পদ-সন্নিবেশের সার্থকতা। 'প্রচেতাঃ' পদের অর্থ—প্রকৃষ্ট-চিত্ত অর্থাৎ চেতনাযুক্ত। যিনি বিবেকবাণী রূপে হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত, চৈতন্য-স্বরূপ, তাঁহাকেই প্রচেতা বলা যায়। মানুষের চিত্ত সর্ব্বদাই চাঞ্চল্যময়। যখন চিত্তের বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, মন যখন চঞ্চল হইয়া উঠে; সেই সময় চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান্ বিবেকবাণীরূপে আবির্ভূত হন। তখন তিনি উগ্র-কঠোর মূর্ত্তিতে চিত্তবিক্ষোভ বা চিত্তের চাঞ্চল্য নাশ করেন। অঙ্কুশ আঘাতে যেমন মত্ত-মাতঙ্গ বশীভূত হয়; রৌদ্রভাবরূপ অঙ্কুশের

শাসনে তিনি তেমনি চিত্তবিক্ষোভ দূর করিয়া চিত্তের সমতা সাধন করেন। তখন রুদ্রভাবে চিত্তবিক্ষোভকারী আন্তরবাহ্য সকল শত্রুর সংহার সাধিত হয়। তিনি চৈতন্যরূপে চির-জাগরূক; তাই যখনই সেরূপ কোনও অননুভবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্রম হয়, তখনই ভগবান্ তাঁহার উগ্র-কঠোর-ভাবাপন্ন শত্রুসংহারক বিভূতি-সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইয়া, সকল বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করেন। এই ভাবেই আমাদের মনে হয়, 'প্রচেতাঃ' পদের সহিত 'রুদ্রৈঃ' পদসমাবেশের সার্থকতা। এক্ষণে 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের সহিত 'বসুভিঃ' পদের সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ইন্দ্র বলিতে যে একমাত্র পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন অথবা সকল ঐশ্বর্য্যের আধার ভগবানকেই বুঝায়,—'ঘোষঃ' পদে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। যিনি সকল ঐশ্বর্য্যের আধারভূত, তিনি প্রার্থনার অনুরূপ সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-প্রদানেই সমর্থ। তাঁহার নিকট প্রার্থনা—ঐশ্বর্য্য-কামনামূলক। এদিকে বসু-পদেও ধন বা ঐশ্বর্য্য বুঝায়। পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত যিনি, তাঁহার গণ বা বিভূতিসমূহও পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত। এই ভাব হইতেই আমরা মনে করি, 'ইন্দ্রঘোষঃ' পদের সহিত 'বসুভিঃ' পদের সংযোজনা। এইরূপ ভাব হইতেও মন্ত্রে এক উচ্চ আদর্শ প্রকটিত বলিয়া মনে করি।

উপসংহারে পঞ্চম বা শেষ মন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, আমাদের অর্থ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা অনুসরণ করিয়াছে। ভাষ্যের অর্থ,—'প্রোক্ষণশেষভূত উত্তপ্ত এই জল যজ্ঞপ্রদেশের বাহির্ভাগে নিক্ষেপ করি।' এ অর্থে মন্ত্রে কি সুষ্ঠু ভাব দ্যোতিত হয়, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাঃ' এবং 'তপ্তঃ' পদদ্বয়, কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। 'বাঃ' পদের সাধারণ অর্থ—জল। যখন 'তপ্তঃ' বাঃ' বলা হইয়াছে, তখন উহার অর্থ—'তপ্ত জল' ভিন্ন আর কি হইতে পারে?' আর তাহার সঙ্গে যখন 'ইদং' পদের সমাবেশ আছে, তখন প্রোক্ষণ-শেষভূত কোষাস্থিত জল না হইয়া যায় কোথায়? সেখানে তো আর নদী-তড়াগাদি নাই! সুতরাং কোষাস্থিত জল ভিন্ন অন্য কোনও জল বলিলে চলিবে না! প্রোক্ষণের পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, সেই জলের উগ্ররূপ পরিকল্পনা করিয়া, তাহাকে 'তপ্তঃ' বলা হইয়াছে; প্রকৃত-পক্ষে উত্তাপ দ্বারা জলকে তপ্ত করা হয় নাই অথবা জল উত্তপ্তও নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বমন্ত্রচতুষ্টয়ের সহিত সম্বন্ধ-রক্ষায় আমরা 'ইদং' পদে 'ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত' অর্থ অধ্যাহার করি। কারণ, পূর্ব্বমন্ত্র-চতুষ্টয়ে বিভিন্ন বিভূতির সহিত আগমন করিয়া রক্ষা করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সেই সংরক্ষিত সামগ্রী—'বাঃ' অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা লব্ধ কর্ম্মফল বা শুদ্ধসত্ত্বভাব। সেই শুদ্ধসত্ত্ব 'তপ্ত' হয় তখনই, যখন কর্ম্মদ্বারা তাহার ঔৎকর্ষ সাধিত হয়। এইরূপে 'ইদং তপ্তঃ বাঃ' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—'আপনার দ্বারা সংরক্ষিত আমাদের কর্ম্মের উৎকর্ষ-প্রাপ্ত যে শুদ্ধসত্ত্ব বা কর্ম্মফল।' তার পর মন্ত্রের অপরাপর অংশের ভাব-বিষয়ে লক্ষ্য করুন। মন্ত্রে 'যজ্ঞাৎ বহির্ধা' দুইটী পদ আছে। ভাষ্যের অর্থ—'যজ্ঞপ্রদেশের বহির্ভাগে।' আমাদের পরিগৃহীত ভাব—অন্যরূপ। এখানে 'যজ্ঞ' বলিতে মানস-যজ্ঞকে বুঝাইতেছে। হৃদয়-রূপ যজ্ঞপ্রদেশে সেই মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সেই যজ্ঞের ফললাভ হইল—শুদ্ধসত্ত্ব। সেই শুদ্ধসত্ত্বকে যজ্ঞপ্রদেশ বা হৃদয় হইতে গ্রহণ করিয়া 'যজ্ঞাৎ বহির্ধা' অর্থাৎ

হৃদয়ের বহির্ভাগে ভগবানে সমর্পণ করা হইতেছে। ফললাভ এই হইবে যে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন এবং মানসযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন। আমাদিগের মতে, মন্ত্রে এইরূপ ভাবই পরিব্যক্ত। (৫অ—১১ক—১-৫ম)।

—— • ——

দ্বাদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। দ্বাদশ কণ্ডিকা। ষট্‌মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সিꣳহ্যসি স্বাহা। (২) সিꣳহ্যস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা।

(৩) সিꣳহ্যসি ব্রহ্মবনিঃ ক্ষত্রবনিঃ স্বাহা।

(৪) সিꣳহ্যসি সুপ্রজাবনী রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা।

(৫) সিꣳহ্যস্যাবহ দেবান্ যজমানায় স্বাহা। (৬) ভূতেভ্যস্ত্বা ॥ ১২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্ত্যোরাধারভূতা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); কর্ম্মশক্তিলাভায় ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ আবাহয়ামি, পূজয়ামীতি শেষঃ—সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভক্ত্যা ভগবৎপূজনসামর্থ্যং লভেমহি ইত্যেবং সঙ্কল্পো অত্র বিদ্যতে।

(২) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিরূপিণীতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); 'আদিত্যবনিঃ' (প্রজ্ঞানময়ী, বিবেকরূপিণী) ত্বাং প্রজ্ঞানলাভায় 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ আবাহয়ামি, পূজয়ামীতি ভাবঃ—সুসিদ্ধমস্তু মম সঙ্কল্পঃ)। অয়মপি সঙ্কল্পমূলকঃ। অত্র সাধকঃ প্রজ্ঞানলাভায় ভগবদনুগ্রহং কাময়তে।

(৩) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তিসম্পন্না, সর্ব্বশক্তিরূপিণীতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ব্রহ্মবনিঃ' (ব্রাহ্মণভাবাপন্না, সত্ত্বগুণোপেতা—ব্রহ্মস্বরূপা,) 'ক্ষত্রবনিঃ' (ক্ষত্রভাবোপেতা, রজোগুণসম্পন্না) ত্বাং সত্ত্বরজোগুণলাভায়, যদ্বা—ত্রিগুণসাম্যার্থং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়ামি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামীতি ভাবঃ—সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবদনুকম্পালাভায় ভগবদ্ভাবং শুদ্ধসত্ত্বং চ প্রার্থয়তে।

(৪) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তিরূপিণীতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); 'সুপ্রজাবনিঃ' (সন্তাবানাং জনয়িত্রী) 'রায়স্পোষবনিঃ' (পদার্থরূপধনস্য পোষয়িত্রী) ত্বাং সদ্ভাবজননায় পরমার্থলাভায় চ 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়ামি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ামীতি ভাবঃ—সুসিদ্ধমস্তু মম সঙ্কল্পঃ)। সঙ্কল্প-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ পরমার্থলাভায় সাধকস্য সঙ্কল্পঃ বিজ্ঞাপয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবি! মাং সদ্ভাবং পরমার্থঞ্চ দেহি।

(৫) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'সিংহী' (সিংহীসমানা শক্তি-সম্পন্না, সর্ব্বশক্তিরূপিণীতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসীত্যর্থঃ); স্বশক্তিপ্রভাবেন ত্বং 'যজমানায়' (যজমানোপকারায়, লোকহিতায়—মদুপকারার্থমিতি যাবৎ) 'দেবান্' (দেবভাবান্—শুদ্ধসত্ত্বরূপানিতি যাবৎ) 'আবহ' (আনয়, প্রতিষ্ঠাপয়—মম হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনা-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ সদ্ভাবসঞ্চয়ায় সাধকস্য সঙ্কল্পঃ সূচয়তি। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে দেবি! যেনাহং সদ্ভাবাধিকারী ভবামি তদ্বিধেহি।

(৬) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! 'ভূতেভ্যঃ' (ভূতানাং লোকানাং বা পালনায়, জগদুপকারায়, বিশ্বসেবায়েতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ নিয়োজয়ামি, উদ্বোধয়ামীতি শেষঃ; সুহুতমস্তু মমানুষ্ঠানং)। অত্র লোকহিতার্থং সঙ্কল্পো বর্ত্ততে। জগদুপকারায় বিশ্বসেবায় চ অহং হৃদগতং শুদ্ধসত্ত্বাবমিশ্রং ভক্তিং নিয়োজয়ামি—ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (৫অ—১২ক—১-৬ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ হৃদ্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত ভক্তির সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

১। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না অর্থাৎ সকল শক্তির আধারভূতা হও। কর্ম্ম-শক্তিলাভের জন্য, তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে আবাহন অর্থাৎ পূজা করিতেছি। আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভক্তি দ্বারা ভগবৎ-পূজার সামর্থ্য লাভ করিব,—এখানে এইরূপ সঙ্কল্প দ্যোতিত হইতেছে)।

২। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিরূপিণী হও; প্রজ্ঞানময়ী অর্থাৎ বিবেক-রূপিণী তোমাকে (প্রজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত) স্বাহা-মন্ত্রে আবাহন অর্থাৎ পূজা করি; আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক। (এই মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। প্রজ্ঞানলাভের জন্য সাধক এই মন্ত্রে ভগবদনুগ্রহ কামনা করিতেছেন)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায়

শক্তিসম্পন্না অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী হও; ব্রাহ্মণ-ভাবাপন্না অর্থাৎ সত্ত্বগুণোপেতা ব্রহ্মস্বরূপা এবং ক্ষত্রভাবোপেতা রজোগুণসম্পন্না তোমাকে (সত্ত্বরজাদিগুণ লাভের জন্য) অথবা ত্রিগুণ-সাম্যের জন্য স্বাহা-মন্ত্রে পূজা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করি; আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক। (এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এ মন্ত্রে সাধক ভগবদনুকম্পা-লাভের নিমিত্ত আপনার হৃদয়ে ভগবদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা করিতেছেন)।

(৪) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিরূপিণী হও। সদ্ভাবজনয়িত্রী, পরমার্থরূপ ধনের পোষণকারী তোমাকে (সদ্ভাব উৎপাদনের জন্য এবং পরমার্থ-লাভের নিমিত্ত) স্বাহা-মন্ত্রে পূজা করি অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি; আমার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। এই মন্ত্র পরমার্থ-লাভের জন্য সাধকের সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত করিতেছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবি! আমাকে সদ্ভাবসম্পন্ন করুন এবং আমাকে পরামার্থ প্রদান করুন)।

(৫) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি সিংহীর ন্যায় শক্তিসম্পন্না অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী হও। তুমি (আপনার শক্তিপ্রভাবে) যজমানের উপকারের জন্য অর্থাৎ আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অথবা লোকহিতার্থ শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবভাব-সমূহকে আনয়ন কর অর্থাৎ আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত কর। (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্র সদ্ভাব-সঞ্চয়ে সাধকের সঙ্কল্প সূচনা করিতেছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবি! আমাকে সদ্ভাব পরমার্থ প্রদান কর)।

(৬) হে শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! ভূতসমূহের বা লোকসমূহের পালনের জন্য অর্থাৎ জগতের উপকারের নিমিত্ত বিশ্ব-সেবায় তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রে নিয়োজিত করি অর্থাৎ উদ্বোধিত করি। (বিশ্ব-সেবায় বা লোকহিতসাধন জন্য এই মন্ত্রে সঙ্কল্প বিদ্যমান। জগতের উপকারের নিমিত্ত অর্থাৎ বিশ্বসেবায় আমি আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব-বিমিশ্র ভক্তিকে নিয়োজিত করি—মন্ত্রটী এইরূপ সঙ্কল্প মূলক)॥ (৫অ—১২ক—১-৬ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

(কা০ ৫।৪।১৪) নাভ্যোঃ শ্রোণ্যংসেষু পঞ্চগৃহীতং জুহোত্যক্ষয়া দক্ষিণেঽংসে শ্রোণ্যাং শ্রোণ্যামংসে মধ্যে চ হিরণ্যং পঞ্চস্ন্ সিংহ্যসীতি। যোঽয়মুত্তরবেদের্নাভ্যাখ্যো মধ্যদেশস্তস্য শ্রোণ্যংসেষু আগ্নেয়ৈশকোণাবংসৌ বায়ব্যনৈর্ঋতকোণৌ শ্রোণী তেষু চতুর্ষু মধ্যে চ জুহ্বাং পঞ্চবারং গৃহীতেনাজ্যেন জুহুয়াৎ। কথম্। অক্ষয়া কোণস্পৃগ্‌প্রদেশেন। তদ্যথা। প্রথমং দক্ষিণেঽংসে তত উত্তরশ্রোণৌ ততো দক্ষিণশ্রোণৌ তত উত্তরাংসে ততো মধ্যে। এবং পঞ্চসু স্থানেষু হিরণ্যং নিধায় তবদলোকয়ন্ পঞ্চভির্মন্ত্রৈর্জুহুয়াদিতি সূত্রার্থঃ॥ পঞ্চযজুষাং বাগ্দেবতা। পুরা কদাচিদুত্তরবেদিদেবতা কেনাপি নিমিত্তেন দেবেভ্যোঽপক্রম্যাসুরান্ প্রাপ্যোভয়োর্দ্বিরাসুরসেনয়োর্মধ্যে সিংহরূপং ধৃত্বা তস্থৌ। তদয়ং মন্ত্র আহ। তচ্চশ্রুতিঃ তিত্তিরিণা। 'তেভ্যোঽপক্রম্যোত্তরবেদিঃ সিংহীরূপং কৃত্বোভয়ানন্তরাতিষ্ঠদিতি'। তদভিপ্রেত্য সিংহী উচ্যতে। হে উত্তরবেদে! ত্বং সিংহ্যসি সিংহরূপা ভবসি। তাদৃশ্যৈ তুভ্যং স্বাহা হবির্দত্তম্॥ সিংহ্যসি কিম্ভূতা? আদিত্যবনিঃ। আদিত্যান্ বনুতে সম্ভজতি প্রীণয়তীত্যাদিত্যবনিঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। সিংহ্যসি ব্রহ্মবনিঃ ক্ষত্রবনিঃ। ব্রহ্মক্ষত্রং চ বনুত ইতি ব্রাহ্মণজাতিক্ষত্রিয়জাত্যোঃ প্রীণয়িত্র্যমন্ত্র বিশেষঃ॥ সিংহ্যসি সুপ্রজাবনিঃ পুত্রপৌত্রাদিরূপায়াঃ শোভনপ্রজায়াঃ সম্পাদয়িত্রী। রায়স্পোষবনিঃ সুবর্ণরজতাদিধনপুষ্টেঃ সম্পাদয়িত্রী। সিংহ্যসি যজমানায় যজমানোপকারার্থং দেবানাবহানয়েতি বিশেষঃ॥ (কা০ ৫।৪।১৫) ভূতেভ্যস্ত্বেতি স্রুচমুদ্যচ্ছতীতি। ভূতেভ্যঃ জরায়ুজাণ্ডজাদিচতুর্ব্বিধভূতগ্রামপ্রীত্যর্থং হে হোমাবশেষাজ্যযুক্তে জুহু! ত্বামুদ্যচ্ছামিতি শেষঃ। তদাহ তিত্তিরিঃ। ভূতেভ্যস্ত্বেতি স্রুচমুদ্‌গৃহ্ণাতি য এব দেবা ভূতাস্তেষাং তদ্ভাগধেয়ং ভবতি তানেব তেন প্রীণাতীতি॥ (৫অ—১২ক—১-৬ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রার্থ আলোচনায় প্রথমেই আমাদের মতান্তর ঘটিয়াছে—কণ্ডিকার মন্ত্রের বিভাগ লইয়া। ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'পঞ্চযজুষাং বাগ্দেবতা'; অর্থাৎ, পাঁচটী যজুর্মন্ত্র বাগ্দেবতা-মূলক। কিন্তু ভাষ্যকার কি ভাবে কণ্ডিকার পাঁচটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিলেন, ভাষ্যে তাহা স্পষ্টীকৃত হয় নাই। 'স্বাহা' পদে যদি মন্ত্রের উপসংহার হয়, তাহা হইলে, মন্ত্রের পাঁচটী বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় বটে; কিন্তু "ভূতেভ্যস্ত্বা" বাক্যটী তাহাতে বাদ পড়িয়া যায়। এদিকে ভাষ্যকার 'ভূতেভ্যস্ত্বা' বাক্যাংশের সম্বোধ্য ভিন্ন পদ—'হে হোমাবশেষাজ্যযুক্তে জুহুঃ' পদ—নির্দ্দেশে 'উদ্যচ্ছামি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া মন্ত্রের উপসংহার করিয়াছেন। তাহাতে 'ভূতেভ্যস্ত্বা' বাক্যে একটী স্বতন্ত্র মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপিচ, পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহের সম্বোধ্য—'উত্তরবেদি'; আর 'ভূতেভ্যস্ত্বা' মন্ত্রাংশের সম্বোধ্য—'জুহুঃ।' এই হইতেই আমরা বক্ষ্যমাণ কাণ্ডকার মন্ত্র-সমূহকে ছয়টী মন্ত্রে বিভক্ত করিয়াছি এবং তদনুসারেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের সহিত যে উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচিত হয়, তাহা এই,—কোনও

কারণে উত্তরবেদিদেবতা দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া অসুরগণকে আশ্রয় করেন। সেই সময় সিংহরূপ ধারণ করিয়া তিনি দেবগণের ও অসুরগণের সৈন্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত হন। এই উপাখ্যান অবলম্বনেই ভাষ্যের সূচনা ; আর এই উপাখ্যান হইতেই মন্ত্রের অবতারণা,—ভাষ্য-পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে মন্ত্রের সূত্রোক্ত (কা০ ৫।৪।১৪) প্রয়োগ-বিধির বিষয় উল্লেখ করিতেছি। উত্তরবেদির নাভ্যাখ্য যে মধ্যদেশ, তাহার শ্রোণ্যংসের অগ্নি ও ঈশান কোণে এবং বায়ু ও নৈঋত কোণে, শ্রোণীচতুষ্টয়ের মধ্যে, গৃহীত আজ্য পাঁচ বার নিক্ষেপ করিবার বিধি। তার পর, প্রথমে দক্ষিণ অংশে, পরে উত্তরশ্রোণীতে, তার পর দক্ষিণ শ্রোণীতে, অতঃপর উত্তরাংশে এবং সর্ব্বশেষে মধ্যভাগে—এই পঞ্চস্থানে সুবর্ণ স্থাপন করিয়া, তাহা নিরীক্ষণ করিতে করিতে এই পাঁচটী যজুর্মন্ত্রে হোম করিবে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে, এই প্রয়োগ-বিধির অনুসরণে, ভাষ্যকার মন্ত্র-সমূহের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যেই পরিদৃষ্ট হইবে। ভাষ্যের ভাষা সরল; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রের অর্থ সহজবোধ্য। মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যবনিঃ', 'ব্রহ্মবনিঃ', 'সুপ্রজাবনিঃ, 'রায়স্পোষবনিঃ', 'ভূতেভ্যঃ' প্রভৃতি পদের অর্থের আলোচনায় মন্ত্রার্থ বিশদীকৃত হইবে। ভাষ্যকার ঐ সকল পদের যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুমোদন করিলাম না। 'সিংহ্যসি' মন্ত্রাংশে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করি, দশম কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের আলোচনায় তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের 'আদিত্যবনিঃ' পদের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—'আদিত্যান্ বনুতে সম্ভজতি প্রীণয়তি ইতি আদিত্যবনিঃ।' এখানে 'আদিত্যান্' এই বহুবচনের পদ প্রয়োগে প্রকারান্তরে পূর্ব্ব-মন্ত্রোক্ত দ্বাদশ আদিত্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 'আদিত্য' একবচনান্ত পদ হইতে বহুবচনান্ত 'আদিত্যান্' পদ গ্রহণের কোনও আবশ্যকতাই আমরা অনুভব করি না। আদিত্য বলিতে, আমাদের মতে, জ্ঞানসূর্য্যকেই বুঝাইয়া থাকে। সেই জ্ঞানকে যিনি ভজনা করেন, তিনিই 'আদিত্যবনিঃ' পদ-বাচ্য। ভক্তির সহিত জ্ঞানের অভেদ সম্বন্ধ। সেই জন্য ভক্তিকে 'আদিত্যবনিঃ' অর্থাৎ 'প্রজ্ঞানময়ী বা বিবেকরূপিণী' বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'আদিত্যবনিঃ' পদের এইরূপ অর্থই সমীচীন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্রহ্মবনিঃ' ও 'ক্ষত্রবনিঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—ব্রাহ্মণজাতির এবং ক্ষত্রিয়জাতির প্রীণনকারী। কিন্তু এখানে, বেদমন্ত্রে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির সম্বন্ধ কিরূপে প্রখ্যাপিত হয়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। প্রথম অধ্যায়ের সপ্তদশ কণ্ডিকায় এই দুই পদ দৃষ্ট হয়। সেখানে ভাষ্যে স্পষ্টতঃ কোনও জাতির সম্বন্ধ সূচিত হয় নাই। যাহা হউক, আমরা এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ব্রহ্মবনিঃ' ও 'ক্ষত্রবনিঃ' পদদ্বয়ে কোনও জাতির সম্বন্ধ স্বীকার করি না। ঐ দুই পদে ভগবানের সত্ত্ব-রজঃ গুণদ্বয়ের ব্যাখ্যান হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সেই জন্য 'ব্রহ্মবনিঃ' পদের 'ব্রহ্মস্বরূপা—সত্ত্বগুণোপেতা' এবং 'ক্ষত্রবনিঃ' পদের 'ক্ষত্রভাবোপেতা—রজোগুণসম্পন্না' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। রজোভাবে আসুরবাহ্য সকল শত্রুর সংহার, আর সত্ত্বভাবে সৎস্বরূপের প্রতিষ্ঠা—ঐ দুই পদের ইহাই লক্ষ্য। 'সুপ্রজাবনিঃ' এবং 'রায়স্পোষবনিঃ' পদদ্বয়েরও ভাষ্যানুমোদিত অর্থ গ্রহণ

করিলাম না। 'প্রজা' বলিতে 'অপত্য' বুঝায়। সুপ্রজা অর্থে শোভন অপত্য। ভক্তির সুপ্রজা বা শোভন অপত্য—সত্ত্বাব ও শুদ্ধসত্ত্ব। ভক্তিতে সত্ত্বাবের উদয় হয়; এই জন্যই ভক্তি—'সুপ্রজাবনিঃ'। ভক্তি আবার পরমার্থরূপ ধনের পোষয়িত্রী। ভক্তিতেই মুক্তি। তাই ভক্তিকে 'রায়স্পোষবনিঃ' বলা হইয়াছে।

'ভূতেভ্যঃ' পদে, ভাষ্যমতে, জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের প্রতি লক্ষ্য আছে। আমরাও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছি। ভূত-সমষ্টি লইয়াই জগৎ। সেই সকল ভূতের বিলয়-সাধনে জগৎও বিলুপ্ত হয়। আবার তাহাদের স্থিতিতেই জগতের স্থিতি। ভূতসমূহের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়েই এই জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই ভাব হইতে আমরা, 'ভূতেভ্যঃ' পদে 'ভূতানাং লোকানাং বা পালনায়, জগদুপকারায়, বিশ্বসেবায়েত্যর্থঃ' অর্থাৎ জগতের উপকারের জন্য জন-হিতসাধনের নিমিত্ত, অর্থাৎ বিশ্বসেবার অর্থ গ্রহণ করিলাম। ভক্তের আদর্শে—ভক্তির অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত হইলে, জীব যে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। এইরূপে এই কণ্ডিকার মন্ত্র সমূহের যে অর্থ পরিগ্রহণ করিলাম, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। * (৫অ—১২ক—১-৬ম)॥

ত্রয়োদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ত্রয়োদশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ধ্রুবোঽসি পৃথিবীং দৃꣳহ। (২) ধ্রুবক্ষিদস্যন্তরিক্ষং দৃꣳহ।

(৩) অচ্যুতক্ষিদসি দিবং দৃꣳহ। (৪) অগ্নেঃ পুরীষমসি॥ ১৩॥

---

* দ্বাদশ কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—

"Thou art a lioness. All-hail!

"Thou art a lioness winning Adityas. All-hail!

"Thou art a lioness winning Brahmans and Nobles. All-hail!

"Thou art a lioness that wins fair offsprings, win abundant wealth. All-hail!

"A lioness art thou! Bring the Gods hither for him who offers sacrifice. All-hail!

"To living creatures thee."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম মনঃ! ত্বং 'ধ্রুবঃ' (স্থিরঃ, অবিচলিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); 'পৃথিবীং' (আধারক্ষেত্রং, তব সদ্‌বৃত্তিমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। অবিচলিতেন মনসা সদ্‌বৃত্তিং সঞ্চয়ামঃ—ইত্যেবং সঙ্কল্প অস্মিন্ মন্ত্রে বিদ্যতে।

(২) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ধ্রুবক্ষিৎ' (সত্যে সৎস্বরূপে বা বাসয়িতা, অথবা সত্যস্য সৎস্বরূপস্য বা আধারভূতঃ) 'অসি' (ভবসি); 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্ত-প্রসারিতং সৎকর্ম্মমূলং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। মন্ত্রার্থস্তু—হে দেব! মাং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বিধেহি।

(৩) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অচ্যুতক্ষিৎ' (বিনাশরহিতে ভগবতি নিবসয়িতা, অথবা অক্ষরব্রহ্মণঃ আধারস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); 'দিবং' (মম হৃদয়রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলমিতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ী কুরু)। শুদ্ধসত্ত্বো হি ভগবতঃ স্বরূপঃ; তদ্ধি পরম-সুখনিদানঃ। যেনাহং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরমসুখনিদানং ভগবন্তং প্রাপ্নোমি, হে দেব! তদ্বিধেহি—ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র বিদ্যতে।

(৪) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানধারস্য ভগবতঃ, যদ্বা প্রজ্ঞানস্য) 'পুরীষং' (পূরকঃ, পূর্ণতাসাধকঃ) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ মাং পূর্ণজ্ঞানং দেহীতি প্রার্থনাঃ। (৫অ—১৩ক—১-৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী মনঃসম্বোধনে এবং অবশিষ্ট তিনটী শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত]।

১। হে আমার মন! তুমি স্থির অবিচলিত হও; তোমার আধার-ক্ষেত্র বা সদ্‌বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর। (অবিচলিত মনের দ্বারা সদ্‌বৃত্তি সঞ্চয় করি—মন্ত্রে এইরূপ সঙ্কল্প বিদ্যমান।)

২। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি সত্যে সৎস্বরূপে বাসয়িতা অথবা সত্যের সৎস্বরূপের আধারভূত হও। অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত তোমার সৎকর্ম্মমূলকে দৃঢ় কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রার্থ—হে দেব! আমাকে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করুন)।

৩। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব। তুমি বিনাশরহিত ভগবানে বাসয়িতা অথবা অক্ষর পরব্রহ্মের আধারস্বরূপ হও। তুমি হৃদয়রূপ দেবস্থানকে অথবা পরমসুখমূলকে দৃঢ় কর। (শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ এবং পরমসুখনিদান। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যাহাতে আমি পরমসুখনিদান ভগবানকে প্রাপ্ত হই, হে দেব! তাহার বিধান করুন)।

৪। হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি জ্ঞানাধার ভগবানের অথবা প্রজ্ঞানের পূরক অর্থাৎ পূর্ণতাসাধক হও। (অতএব আমাকে পূর্ণজ্ঞান প্রদান কর।)॥ (৫অ—১৩ক—১-৪ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৫।৪।১৬) নাভিং পৈতদারবৈঃ পরিদধাতি পূর্ব্ববৎ ধ্রুবোঽসীতি প্রতিমন্ত্রমিতি। পীতদারুদেবদারুঃ তদীয়ৈঃ পরিধিভিরুত্তরবেদের্ম্মধ্যদেশরূপাং নাভিং পরিদধ্যাৎ পূর্ব্ববদ্দর্শপৌর্ণমাসেষ্টৌ যথা পশ্চিমদক্ষিণোত্তরেষু তথাত্রাপীতি সূত্রার্থঃ॥ ত্রয়াণাং পরিধয়ো দেবতাঃ। হে মধ্যমপরিধে। ত্বং ধ্রুবঃ স্থিরোঽসি। অতঃ পৃথিবীং দৃংহ দৃঢ়ীকুরু। হে দক্ষিণপরিধে! ত্বং ধ্রুবে স্থিরে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি ধ্রুবক্ষিদসি তস্মাদন্তরিক্ষং দৃঢ়ীকুরু॥ অচ্যুতে বিনাশরহিতে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতীত্যচ্যুতক্ষিৎ হে উত্তরপরিধে! ত্বং তাদৃশোঽসি তস্মাৎ দিবং দ্যুলোকং দৃংহ॥ (কা০ ৫।৪।১৭) অগ্নেঃ পুরীষমিতি নিবপতি গুগ্‌গুলুসুগন্ধিতেজনবৃষ্ণেঃস্তকাশ্চোপরি শীর্ষণ্যা অভাবেঽন্যা ইতি। গুগ্‌গুলুধূপদ্রব্যং সুগন্ধিতেজনং তৃণবিশেষঃ বৃষ্ণেঃ স্তকা অবিরোমাণি। এতানি নাভৌ প্রক্ষিপেদিতি সূত্রার্থঃ॥ হে গুগ্‌গুলুপ্রভৃতিসম্ভারসমূহ। ত্বমগ্নেঃ পুরীষং পূরকমসি। পূরয়তীতি পুরীষম্। অগ্নেহ্যে তৎপুরীষং যৎসম্ভারা ইতি তিত্তিরিঃ॥ (৫অ—১৩ক—১-৪ম)।

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রের দেবতা—পরিধি। মধ্যম, দক্ষিণ ও উত্তর—এই পরিধিত্রয় যথাক্রমে প্রথম মন্ত্রত্রয়ের সম্বোধ্য। উত্তর-বেদির মধ্যদেশ নাভি-নামে অভিহিত। পীতদারু অর্থাৎ দেবদারুকাষ্ঠের যষ্টির দ্বারা উত্তরবেদির মধ্যভাগ-রূপ নাভি আচ্ছাদন করিয়া, পশ্চিম-দক্ষিণ-উত্তর-ক্রমে, দর্শপৌর্ণমাসেষ্টিতে পরিগৃহীত প্রক্রিয়ানুসারে, ক্রমান্বয়ে প্রথম মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে। সে মতে মন্ত্রের অর্থ এই,—'হে মধ্যমপরিধি! তুমি স্থির হও; অতএব পৃথিবীকে দৃঢ় কর। হে দক্ষিণপরিধি! তুমি স্থির যজ্ঞে বাস কর; অতএব তুমি অন্তরিক্ষকে দৃঢ় কর। হে উত্তর-পরিধি! তুমি বিনাশরহিত যজ্ঞে বাস কর; অতএব তাদৃশ তুমি দ্যুলোককে দৃঢ় কর।' গুগ্‌গুল-ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্য পরিধির নাভিদেশে প্রক্ষেপ করিতে করিতে এই কণ্ডিকার শেষমন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। সে মতে মন্ত্রের অর্থ,—'হে গুগ্‌গুলপ্রভৃতি সম্ভারসমূহ! তোমরা অগ্নির পূরক হও।" মন্ত্রের ইহাই ভাষ্যানুসারী অর্থ।

মন্ত্র-সমূহের ব্যবহারিক বা লৌকিক প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই। বেদমন্ত্র নিত্য; উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই সম্ভবপর। উহাদের লক্ষ্য—সার্ব্বজনীন ভাবমূলক। সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতিরিক্ত বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক প্রয়োগও

সম্বন্ধপর। তাই আমরা মনে করি, এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহ, সাধকের মনোরূপ বেদির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। বেদি যেমন যজ্ঞের আধারস্থানীয় ; মনও সেইরূপ সকল সদ্‌বৃত্তির—সকল সদ্ভাবের মূলীভূত। মন যদি স্থির হয়, গুণত্রয়ের আধার-স্থান যদি দৃঢ়তা অবলম্বন করে, গুণসাম্যে সর্ব্বগুণাধার ভগবান্ সহজপ্রাপ্য হন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন ভাবই অন্তরে বিদ্যমান। সেই ত্রিগুণের সাম্যসাধনে, মনকে স্থির ও দৃঢ় করিয়া পরমাত্মায় ন্যস্ত করিতে পারিলে সকল শ্রেয়ঃ সাধিত হয়। মনঃপক্ষে প্রথম মন্ত্রের তাই ভাব এই যে,—'হে মন! তিন গুণেরই আধারস্থান তুমি। তুমি যদি স্থিরতা অবলম্বন কর অর্থাৎ তুমি যদি শত্রুর আক্রমণে বিচলিত বিক্ষোভিত না হও, তাহা হইলে তুমি শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইতে পার।' ভাব এই যে,—অন্তরে সদ্ভাব-সদ্‌বৃত্তি সঞ্চিত হউক। শুদ্ধসত্ত্ব-পক্ষে মন্ত্রের ভাব এই যে, কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রু যেন হৃদয়ের সত্ত্বভাব-নাশে সমর্থ না হয়। তাহা হইলে, সদ্‌বৃত্তিমূল অর্থাৎ সকল সদ্ভাবের আধার-কেন্দ্র যে হৃদয় বা অন্তর, তাহা দৃঢ় হইবে। অর্থাৎ, সত্ত্বভাবের উদয়ে সকল শত্রু বিদূরিত হইয়া, অন্তর অবিচলিতভাবে পরমাত্মায় সংন্যস্ত হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের 'ধ্রুবক্ষিৎ' এবং 'অচ্যুতক্ষিৎ' পদদ্বয় কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ। ভাষ্যের অর্থ যথাক্রমে—"ধ্রুবে স্থিরে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি ধ্রুবক্ষিৎ" এবং "অচ্যুতে বিনাশরহিতে যজ্ঞে ক্ষিয়তি নিবসতি অচ্যুতক্ষিৎ"। 'স্থির যজ্ঞে' এবং 'বিনাশরহিত যজ্ঞে'—যজ্ঞের যে এই দ্বিবিধ পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য-বিষয়ে ভাষ্যকার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঐ দ্বিবিধ যজ্ঞই যে সেই ধ্রুব অচ্যুত ভগবানের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপক তাহাই উপলব্ধ হয়। তদনুসারে আমরা এই মন্ত্রদ্বয়ের সম্বোধ্য হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া মনে করি। ভগবানে ও শুদ্ধসত্ত্বে—পরস্পর আধার-আধেয় সম্বন্ধ। শুদ্ধসত্ত্বে ভগবান্, আবার ভগবানে শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবান্ সত্যস্বরূপ ; তিনি অক্ষয়, অব্যয়, অচ্যুত, অনন্ত। তিনি জন্মজরামরণরহিত ; তিনি অবিনাশী—বিনাশরহিত। তিনি অক্ষর পরব্রহ্ম। 'ধ্রুবক্ষিৎ' পদে তাই আমরা 'সত্যে সৎস্বরূপে বা বাসয়িতা' অথবা, 'সত্যস্য সৎস্বরূপস্য বা আধারভূতঃ' এবং 'অচ্যুতক্ষিৎ' পদে 'বিনাশরহিতে ভগবতি বাসয়িতৃ' অথবা 'অক্ষরব্রহ্মণঃ আধারস্বরূপঃ' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি। ব্যাপ্যব্যাপকভাবাপন্ন আধার-আধেয়-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ও ভগবান্ যে অভিন্ন, এতদ্বিষয় প্রখ্যাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই মন্ত্রে ঐ দুই পদের প্রয়োগ বলিয়া আমরা মনে করি। তৃতীয় মন্ত্রের 'দিবং' পদে সাধারণতঃ দেবগণের নিবাসস্থান স্বর্গলোক বুঝায়। কিন্তু এই হৃদয়ই দেবস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়, যদি সে হৃদয়ে সদ্ভাবসদ্‌গুণাবলি অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করে। নির্ম্মল হৃদয়ই পরমসুখের আকর। এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা 'দিবং' পদের অর্থ করিয়াছি—"মম হৃদ্‌রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলমিতি ভাবঃ।" 'অন্তরিক্ষং' পদে আমরা আকাশ অর্থ পরিগ্রহণ করি নাই। আকাশ যেমন অনন্ত-বিস্তৃত, তাহার যেমন সীমা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন ; সংসারে সৎকর্ম্ম-সচ্চিন্তাও সেইরূপ অপরিসীম। সৎকর্ম্মমূল যে সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাও অনন্তপ্রসারিত। এইরূপ বিশ্লেষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রের যে অর্থ হয়, বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত করিয়া আমাকে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন।'

চতুর্থ বা শেষ মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বকে 'অগ্নেঃ পুরীষং' বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বই যে জ্ঞানের পূর্ণতা-সাধক, তদ্বিষয়ে সংশয় আছে কি? জ্ঞানাধিকারী হইলে সদ্ভাব-সঞ্চয় করিতে হয়। জ্ঞান না জন্মিলে, সদসৎ বিচারে সমর্থ না হইলে, সদ্ভাবের বিকাশ কিরূপে সম্ভবপর? তাই যখন হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তখনই পূর্ণজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই হিসাবেই শুদ্ধসত্ত্বকে জ্ঞানের পূর্ণতাসাধক বলা হইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে দেব! শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা আমাকে পূর্ণজ্ঞান প্রদান করুন।' * (৫অ—১৩ক—১-৪ম)॥

—— • ——

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। চতুর্দ্দশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।

বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ

পরিষ্টুতিঃ স্বাহা ॥ ১৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃহতঃ' (মহতঃ, মহত্ত্বাদিগুণোপেতস্য, সর্ব্বসাধনসম্পন্নস্য) 'বিপশ্চিতঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞস্য, ত্রিকালজ্ঞস্য) 'বিপ্রস্য' (প্রাপ্তকর্ম্মশক্তেঃ, ধর্ম্মকর্ম্মতত্ত্ববিদঃ, ত্রিকালদর্শিনঃ ইতি যাবৎ) 'বিপ্রাঃ' (পরমার্থতত্ত্বপ্রদর্শকাঃ হে সদ্‌গুণাদয়ঃ।) যুষ্মদনুগ্রহেণ 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) নির্ম্মলং সৎ 'যুঞ্জতে' (যুক্তং ভবতি—পরমাত্মনীতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) যুষ্মদনুগ্রহেণ 'ধিয়ঃ' (চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'যুঞ্জতে' (যুক্তা ভবন্তি—পরমাত্মনীতি যাবৎ); 'হোত্রা' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ, দেবানাং দেবভাবানাং বা আনয়নকর্ত্তারঃ) হে বিপ্রগুণাঃ! যুষ্মদনুগ্রহেণ মনঃধিয়শ্চ 'বয়ুনাবিৎ' (সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বেষাং মনস্তত্ত্ববিৎ—অন্তর্যামীতার্থঃ) স ভগবান্ 'এক ইৎ' (অদ্বিতীয়ঃ খলু) এতত্ত্বং 'বিদধে' (ধারয়ন্তি—হৃদি ইতি ভাবঃ, জানন্তীত্যর্থঃ); অপিচ, যুষ্মদনুগ্রহেণ

---

* মন্ত্রের একটী প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল; যথা,—

"Firm art thou, steady thou the earth.
"Firm-seated art thou, steady thou the air.
"Movelessly set art thou, steady the sky.
"Agni's completion art thou."

'সবিতুঃ' (জ্ঞানপ্রেরকস্য, জ্ঞানাধারস্য, যদ্বা—বিশ্বস্য প্রসবিতুরিত্যর্থঃ) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, দীপ্তিদানাদিগুণযুক্তস্য ভগবত ইত্যর্থঃ) 'মহী' (মহতী, সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়া) 'পরিষ্টুতিঃ' (নিত্যা-স্তুতিঃ, নিত্যার্চ্চতিঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ উদ্যাপিতা ভবতীতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্য-সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। সাধুসজ্জনা হি পরমার্থপথপ্রদর্শকাঃ। নরা যদি তেষাং আদর্শানুসরণায় উদ্বুদ্ধা ভবন্তি, তেষাং অভিষ্টসিদ্ধির্জ্জায়তে ॥ (৫অ—১৪ক—১ম) ॥

• • •

অথবা,

'বৃহতঃ' (মহতঃ, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাতুরিত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিতঃ' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞস্য, অন্তর্য্যামিনঃ, জ্ঞানময়স্য) 'বিপ্রস্য' (বিপ্ররূপস্য ভগবতঃ) 'বিপ্রাঃ' (সদ্ভাবপ্রেরয়িত্র্যঃ সত্ত্বভাবজনয়িত্র্যঃ বিভূতয়ঃ) 'মনঃ' (আত্মানং—অজ্ঞানানামিতি ভাবঃ) 'যুঞ্জতে' (সংবধ্নন্তি ভগবতা সহেত্যর্থঃ, যদ্বা—সুনয়ন্তি পুনন্তি বা, ভগবৎপ্রাপণায়েতি ভাবঃ) ; 'উত' (অপিচ) তেষাং 'ধিয়ঃ' (চিত্ত-বৃত্তীশ্চ) 'যুঞ্জতে' (নিয়ময়ন্তি, পুনন্তীতি যাবৎ—ভগবৎপ্রীত্যর্থ ইতি ভাবঃ) ; অজ্ঞানজনানাং অনুগ্রহার্থং 'হোত্রা' (হোমনিষ্পাদিকাঃ, দেবভাবানাং জনয়িত্র্যঃ সর্ব্বাসিদ্ধিপ্রদাত্র্যঃ ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'এক ইৎ' (অদ্বিতীয়মেব) 'বয়ুনাবিৎ' (অন্তর্য্যামিনং ভগবন্তং) 'বিদধে' (ধারয়ন্তি, বিজ্ঞাপয়ন্তি—অজ্ঞানানামিতি ভাবঃ) ; তেষামনুগ্রহেণ 'সবিতুঃ' (প্রজ্ঞানাধারস্য ভগবতঃ) 'মহী' (মহতী) 'পরিষ্টুতিঃ' (নিত্যস্তুতিরিত্যর্থঃ) 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ সম্পাদয়ন্তি ; যদ্বা—সাধকা উদ্যাপিতা ভবন্তীত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। ভগবৎপ্রেরণাং বিনা নরাঃ কথমপি সৎকর্ম্মসাধয়িতুং ন শক্নুবন্তি। অতঃ সৎকর্ম্মসাধনায় ভগবদনুগ্রহলাভঃ কর্ত্তব্যঃ। তেন অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতীতি ভাবঃ ॥ (৫অ—১৪ক—১ম) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মহত্ত্বাদিগুণোপেত, সর্ব্বসাধনক্ষম, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ, প্রাপ্তকর্ম্ম-শক্তি, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ, ত্রিকালদর্শীর পরমার্থতত্ত্বপ্রকাশক হে সদ্গুণাবলি! তোমাদিগের অনুগ্রহে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া পরমাত্মায় যুক্ত হয়; আরও, তোমাদিগের অনুগ্রহে চিত্তবৃত্তিসমূহও পরমাত্মায় যুক্ত হয়; সৎকর্ম্মসাধক দেবভাবসমূহের আনয়নকর্ত্তা হে বিপ্রগুণাবলি! তোমা-দিগের অনুগ্রহে মনঃ ও ধী, সর্ব্বসাক্ষী সকলের মনস্তত্ত্ববিৎ অন্তর্য্যামী সেই ভগবান্ যে অদ্বিতীয়—এ তত্ত্ব ধারণ করে অর্থাৎ জানিতে সমর্থ হয়; আরও, তোমাদিগের অনুগ্রহে জ্ঞানপ্রেরক, জ্ঞানময় জ্ঞানাধার অর্থাৎ বিশ্বপ্রসবিতা দীপ্তিদানাদিগুণযুক্ত ভগবানের মহতী অর্থাৎ সকলের বরণীয় নিত্যস্তুতি বা নিত্যার্চ্চনা স্বাহামন্ত্রে উদ্যাপিত হয়। (মন্ত্রটি

নিত্যসত্যতত্ত্বপ্রকাশক। সাধুসজ্জনগণই পরমার্থপথপ্রদর্শক। মানুষ যদি তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসরণে উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইয়া থাকে।)॥ (৫অ—১৪ক—১ম)॥

অথবা,

মহৎ অর্থাৎ সৎকর্ম্মফলপ্রদাতা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ অন্তর্যামী জ্ঞানময় বিপ্ররূপী ভগবানের সদ্ভাবপ্রেরক সত্ত্বভাবজনক বিভূতিসমূহ, অজ্ঞানজনের আত্মাকে ভগবানের সহিত সংযোজিত বা সংবদ্ধ করে; অথবা, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সুব্রত বা পবিত্র করে; আরও, অজ্ঞানজনের চিত্তবৃত্তিসমূহকে (ভগবৎপ্রীতির জন্য) নিয়মিত (সংযত) পবিত্র করে। অজ্ঞান জনে অনুগ্রহ জন্য, দেবভাবসমূহের জনয়িতা অর্থাৎ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ভগবদ্বিভূতি-সমূহ, অদ্বিতীয় অন্তর্যামী ভগবানকে ধারণ করায় অর্থাৎ অজ্ঞানদিগকে উপলব্ধি করায়; তাহাদের অনুগ্রহে প্রজ্ঞানাধার ভগবানের মহৎ স্তুতি বা পূজা স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয় অথবা সাধকগণ কর্তৃক উদ্‌যাপিত হয়। (মন্ত্রটী সত্যতত্ত্বপ্রকাশক। ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন মানুষ কোনও সৎকর্ম্মসাধনেই সমর্থ হয় না। অতএব সৎকর্ম্মসাধন জন্য ভগবদনুগ্রহ লাভ কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।)॥ (৫অ—১৪ক—১ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

অস্তি তাবৎ প্রাচীনবংশা শালা। তস্যামাহবনীয়াগ্নিত্রয়মৈষ্টিকাবদিশ্যন্তি। তস্যাঃ শালায়াঃ পুরতঃ ষট্‌ত্রিংশৎ পদদীর্ঘা সৌমিকী বেদির্ব্বিধেয়া। তদ্বেদ্যা অগ্রভাগে পূর্ব্বোক্তোত্তরবেদিঃ। ততঃ পশ্চান্মধ্যভাগে হবির্দ্ধানাখ্যো মণ্ডপো বিধেয়ঃ। ততোঽপি পশ্চাৎ-সদোঽভিধানোদগ্‌বংশা শালা নির্ম্মাতব্যা। তস্যাঃ স্থানে প্রাচীনশালায়াঃ পুরতো দক্ষিণোত্তর-ভাগয়োর্হবির্দ্ধানসংজ্ঞকে দ্বে শকটে স্থাপিতে স্তঃ। তচ্ছকটদ্বয়ং পুরতঃ প্রবর্ত্য তদাবর-কত্বেন হবির্দ্ধানাখ্যমণ্ডপো বিধেয়ঃ। তচ্ছকটদ্বয়ং সাবিত্রহোমাদূর্দ্ধং প্রবর্ত্তনীয়ম্। তদাহ তিত্তিরিঃ—'সাবিত্র্যর্চ্চা হুত্বা হবির্ধানে প্রবর্ত্তয়তি' ইতি। তং হোমং বিধত্তে কাত্যায়নঃ 'চতুর্গৃহীতং শালাদ্বার্যে জুহোতি যুঞ্জত ইতি স গার্হপত্যোঽহুতঃ' (৮।৩।২৯) ইতি। প্রাচীনশালায়া দ্বারসমীপে পূর্ব্বসিদ্ধ আহবনীয়ো বর্ত্ততে। তস্মিন্ জুহুয়াৎ স চ পূর্ব্বমাহব-নীয়োঽপি সন্ উত্তরবেদ্যাখ্যোঽন্যাস্মিন্নাহবনীয়ে নিষ্পন্নে সতি তদপেক্ষয়া স্বয়ং গার্হপত্যো ভবতীতি হুত্বার্থঃ। সাবিত্রী জগতী শ্যাবাশ্বদৃষ্টা। বিপ্রস্য ব্রাহ্মণস্য যজমানস্য সম্বন্ধিনো বিপ্রা ব্রাহ্মণা

ঋত্বিজো মনো যুঞ্জন্তি। লৌকিকচিন্তাভ্যো মনো নিবার্য্য যজ্ঞচিন্তায়াং নিয়মযন্তি। উত ধিয় ইন্দ্রিয়াণ্যপি যজ্ঞার্থেষু নিয়মযন্তি। কীদৃশস্য বিপ্রস্য! বৃহতো মহতঃ। তথা বিপশ্চিতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য। অধীতবেদত্বাদ্বৃহত্ত্বমর্থাভিজ্ঞত্বাদ্বিপশ্চিত্ত্বম। কিম্ভূতা বিপ্রাঃ। হোত্রা হোম-কর্ত্তারঃ। তদিদং বিপ্রাণাং মনোনিয়মানাদিসামর্থ্যমেক ইৎ এক এব বিদধে সসর্জ্জ। কিম্ভূত একঃ। বয়ুনাবিৎ 'বয়ুনং বেত্তেঃ কান্তির্ব্বা প্রজ্ঞা বা' (নি০ ৫।১৪) ইতি যাস্কোক্তের্ব্বয়ুনং প্রজ্ঞাং সর্ব্বভূতানাং মনোবৃত্তিং বেত্তীতি বয়ুনবিৎ। সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সর্ব্বধীসাক্ষীত্যর্থঃ। নম্বেকস্য সর্ব্বসৃষ্টৌ কথং সামর্থ্যং তত্রাহ। যতঃ সবিতুঃ প্রেরকস্যান্ত-র্য্যামিণো দেবস্য পরিষ্টুতিঃ সর্ব্বদোক্তা স্তুতিঃ মহী মহতী। তথা চাথর্ব্বণিকাঃ—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি। বৃহদারণ্যকেঽপি 'স এব সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ' (মা০ ৪।২।২৪। কা০ ৪।৪।২১) ইতি। শ্বেতাশ্বতরাশ্চ—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' ইতি। যদ্বাস্য মন্ত্রস্যার্থান্তরম্। বিপ্রা ঋত্বিজো বিপশ্চিতো যজ্ঞস্য কর্ম্মণীতি শেষঃ। মনো ধিয়ো বাচশ্চ যুঞ্জতে প্রযুঞ্জতে। 'যজ্ঞো বৈ বিপশ্চিৎ' (৩ ৫ ৩।১১) ইতি শ্রুতেঃ। কিম্ভূতস্য বিপশ্চিতঃ। বিপ্রস্য বিশেষেণ প্রাতি পূরয়তি ফলমিতি বিপ্রস্তস্য। ফলদানং প্রতি প্রাপ্তক্রিয়াশক্তেঃ। প্রা পূর্ত্তৌ। তথা বৃহতঃ মহতঃ সর্ব্বসাধনসম্পন্নস্য। হোত্রা হোতারঃ সপ্ত বষট্কর্ত্তারঃ বিদধে বিদধতে স্ব স্ব কর্ম্মণীতি শেষঃ। পুরুষবচনব্যত্যয়ঃ। তন্মধ্যে বয়ুনাবিদেক ইৎ ত্রিবেদজ্ঞানবান্ ব্রহ্মাখ্য এক এব। সবিতুর্দ্দেবস্য মহী মহতী পরিষ্টুতিঃ স্তবনম্। ব্রহ্মাদ্যা ঋত্বিজো যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে তৎ সবিতুঃ প্রেরণেনৈবেতি সবিতুর্ম্মহতী স্তোতারতার্থঃ॥ (৫অ—১৪ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—০ঃ০ঃ০—

চতুর্দ্দশ কণ্ডিকার এই মন্ত্রটি নানা ভাবে জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে জটিলতা নিরসন করিয়া মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে বিশেষ আয়াস-স্বীকার করিতে হইল। কোনও স্থলে বচন-ব্যত্যয়, কোনস্থলে পুরুষ-ব্যত্যয়, কোনস্থলে বিভক্তি-ব্যত্যয়—এইরূপ নানা বিষয়ের ব্যত্যয়ে, মন্ত্রের জটিলতা অশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা একে একে তদ্বিষয় প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি।

ভাষ্য-প্রারম্ভে ভাষ্যকার হবির্দ্ধান অর্থাৎ যজ্ঞশালা-প্রস্তুতের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সোম-সংবাহনকারী শকট ও অন্যান্য হোম-দ্রব্যের রক্ষণোপযোগী শালা, ঋত্বিগ্গণের জন্য স্বতন্ত্র স্থান, সোমহুতন স্থান এবং যজ্ঞস্থান—এই চতুর্ব্বিধ শালা-নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং মন্ত্র-প্রয়োগের প্রক্রিয়া-বিধি প্রভৃতি তথায় উল্লিখিত দেখিতে পাই। ভাষ্যের অভিমত প্রথমে উল্লেখ করিতেছি; যথা,—প্রথমতঃ প্রাচীন বংশশালা; সেই বংশশালায় আহবনীয়াদি অগ্নিত্রয় পরিস্থাপন জন্য ত্রিবিধ বেদি রচিত হইয়াছে। এই বংশশালার পুরোভাগে ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) পদ দীর্ঘ সৌমিক-বেদি নির্ম্মিত হইবে। তাহার অর্থাৎ

সৌমিক-বেদীর অগ্রভাগে পূর্ব্বোক্ত উত্তরবেদি। তাহার পশ্চাতে মধ্যভাগে হবির্দ্ধানাখ্য মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। প্রাচীনার পুরোভাগে, তাহার স্থানে দক্ষিণোত্তরভাগে, হবির্দ্ধানসংজ্ঞক দুইখানি শকট স্থাপিত করিবার বিধি। সেই শকটদ্বয়ের সম্মুখভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শকটের আবরণস্বরূপ হবির্দ্ধানাখ্য মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শকটদ্বয় সাবিত্রা হোমবেদি হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে প্রবর্ত্তিত করা বিধেয়। প্রাচীনশালার দ্বারসমীপে পূর্ব্বসিদ্ধ আহবনীয় বিদ্যমান। সেই আহবনীয়ে হোম করিবে। পূর্ব্বোক্ত আহবনীয় আবার উত্তর-বেদ্যাখ্য অপর আহবনীয় হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায়, তদপেক্ষায় স্বয়ং গার্হপত্য আহবনীয় নিষ্পন্ন হয়। সূত্রের ইহাই অর্থ। এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী সাবিত্রীজগতী ছন্দোবিশিষ্ট; শ্যাবাশ্ব ঋষি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা।

পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগবিধি অনুসারে ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতঃপর তাহা উল্লেখ করিতেছি। আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে, পাঠকগণ উভয় ব্যাখ্যার ঔচিত্যানৌচিত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ; যথা,—ব্রাহ্মণ-যজমানের যজ্ঞার্থী ব্রাহ্মণ ঋত্বিগ্‌গণ লৌকিক চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া যজ্ঞচিন্তায় মনোনিবেশ করিতেছেন। আপচ, যজ্ঞের নিমিত্ত তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়সমূহকেও সংযত করিয়া নিয়োগ করিতেছেন। কিরূপ বিপ্রগণের? মহৎ ও 'বিপশ্চিতঃ' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। বেদাধ্যয়ন-হেতু 'বৃহতঃ' এবং বেদার্থাভিজ্ঞতা হেতু 'বিপশ্চিতঃ'। কিরূপ ঋত্বিগ্‌গণ? 'হোত্রা' অর্থাৎ হোমকর্ত্তা। এই সকল বিপ্রগণ মনোনিয়মনাদি-ব্যাপারে এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কিরূপ 'একঃ'; 'বয়নাবিৎ'—সর্ব্বধীসাক্ষী; সকলের প্রজ্ঞান-বিষয়ে বা মনোবৃত্তি-সম্বন্ধ অভিজ্ঞ। অথবা, সেই হোমকর্ত্তা ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে 'বয়নাবিৎ' মাত্র একজন থাকেন। সেই একের সর্ব্বস্মৃষ্টি-সামর্থ্য বিষয়ে কথিত হইতেছে;—যেহেতু প্রেরক অন্তর্য্যামী দেবতার সর্ব্বদা-উচ্চারিতব্য স্তুতি মহতী। অতঃপর 'একঃ' শব্দের বিশ্লেষণে ভাষ্যকার কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া মন্ত্রের যে অর্থান্তর অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা এই,—যজ্ঞকর্ম্মে বিপশ্চিত ঋত্বিগ্‌গণ মন এবং বাক্য যোজনা করিতেছেন। কিরূপ 'বিপশ্চিতঃ'? 'বিপ্রস্য' অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের ফল বিশেষরূপে পূরণ করেন অর্থাৎ ফলদান প্রতি প্রাপ্তক্রিয়া-শক্তি। আর 'বৃহতঃ' অর্থাৎ সর্ব্বসাধনসম্পন্ন সপ্তবষট্‌কর্ত্তা স্ব স্ব কর্ম্মে ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ত্রিবেদজ্ঞানবান ব্রহ্মাখ্য একজন। ব্রহ্মাত্মা ঋত্বিগ্‌গণ যে কার্য্য করেন, তৎ-সমুদায়ই সবিতা দেবতার প্রেরণা-জনিত; এই জন্যই সবিতৃদেবতার স্তুতির মাহাত্ম্য প্রখ্যাত।

এই হইল, ভাষ্যের ভাব! এখানে কেবলমাত্র লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য-বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। লৌকিক ব্যবহারে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি সম্বন্ধে আমাদিগের কোনই বক্তব্য নাই। অলৌকিক বেদমন্ত্রে লৌকিক অর্থ ব্যতিরিক্ত যে এক লোকাতীত ভাবের সমাবেশ আছে, তাহা প্রকটনই আমাদিগের ব্যাখ্যা প্রভৃতির প্রধান উদ্দেশ্য। সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভগবন্মুখনিঃসৃত অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রে যে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকটিত ও প্রখ্যাপিত, এবং তাহা যে গতিমুক্তির হেতুভূত,

আমাদিগের ব্যাখ্যাদিতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বেদমন্ত্রের সেই অলৌকিক ভাবলহরী, বেদমন্ত্রের সেই বিশ্বজনীন উদারনীতি, বেদমন্ত্রের সেই হৃদ্গ্রন্থিভেদকারী অমিয় পীযূষ-ধারা—মানুষের প্রাণে যে শান্তিধারা বর্ষণ করে; যিনি একবার সেই ভাবতরঙ্গে ডুবিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত যে যে বিষয়ে আমাদিগের মতান্তর ঘটিয়াছে, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা বিশদীকৃত হইবে। মন্ত্রের প্রথমেই দুইটী 'যুঞ্জতে' পদ দৃষ্ট হয়। ঐ পদ আত্মনেপদের একবচনে প্রযুক্ত। ভাষ্যকার 'বিপ্রাঃ' এই বহুবচনান্ত পদকে 'যুঞ্জতে' একবচনান্ত ক্রিয়াপদের কর্তৃপদ-রূপে গ্রহণ করিয়া, উহার বচন-ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। আবার 'বিদধে' ক্রিয়াপদকে 'বিদধতে' রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া, উহার পুরুষ এবং বচন উভয়েরই বিপর্য্যয় সংঘটন করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ বিবিধ বিপর্য্যয় ঘটাইবার কোনই আবশ্যক ছিল না। 'মনঃ' পদকে যদি 'যুঞ্জতে' পদের কর্ত্তা-স্বরূপ গ্রহণ করি, তাহা হইলে একটী 'যুঞ্জতে' ক্রিয়াপদ অব্যাহত থাকে। অন্যত্র ঐ 'যুঞ্জতে' এবং 'বিদধে' পদদ্বয়ের বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয় বটে; কিন্তু পুরুষ-ব্যত্যয়ের কোনই প্রয়োজন অনুভব হয় না। আমরা দ্বিবিধ অন্বয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতেই এ বিষয় উপলব্ধি হইবে। ভাষ্যকারের মতে 'মনঃ' ও 'ধিয়ঃ' পদদ্বয় 'যুঞ্জতে' ক্রিয়াপদদ্বয়ের কর্ম্মপদ-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'মনস্' শব্দের প্রথমার একবচনে 'মনঃ' আর 'ধী' শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'ধিয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন। কর্ম্মণিবাচ্য ভিন্ন কর্ম্মপদে প্রথমা বিভক্তি প্রশস্ত নহে। সেস্থলে কর্তৃপদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। কিন্তু 'বিপ্রাঃ' পদকে যদি কর্তৃপদ ধরা যায়, তাহা হইলে কর্তৃবাচ্যে 'মনঃ' এবং 'ধিয়ঃ' পদদ্বয়ে দ্বিতীয়া বিভক্তি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সুতরাং 'মনঃ' এবং 'ধিয়ঃ' পদদ্বয়কে কর্ম্মপদ-রূপে আমরা গ্রহণ করিলাম না। আমাদিগের মতে 'বিপ্রাঃ' পদ সম্বোধনে প্রযুক্ত; আর 'মনঃ' ও 'ধিয়ঃ' পদদ্বয় যথাক্রমে 'যুঞ্জতে' পদদ্বয়ের কর্ত্তা। যদিও শেষোক্ত 'যুঞ্জতে' পদের বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে এক উচ্চভাবই প্রকাশ পায়।

'বিপ্র' শব্দ বহুবাচী। যাঁহারা ত্রয়ী বিদ্যায় পারদর্শী, যাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ক্রান্তদর্শী, তাঁহারাই বিপ্র-বাচ্য। প্রথম অন্বয়ে আমরা 'বিপ্রস্য' পদে এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। আবার 'বিপ্র' শব্দ ভগবানদ্যোতক। শ্রুতি আছে,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" এস্থলে 'বিপ্রাঃ' পদের লক্ষ্য—একমাত্র ভগবান্। দ্বিতীয় অন্বয়ে 'বিপ্রস্য' পদে এই ভাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। 'বিপ্রস্য' পদের লক্ষ্য ভগবান্ নির্দ্দিষ্ট হইলে, 'বয়ুনাবিৎ এক ইৎ' মন্ত্রাংশের অর্থও সুগম হইয়া আসে, এবং 'সবিতুঃ' পদের অর্থও সহজবোধ্য হয়। 'সবিতুঃ' বলিতে যে উদীয়মান সূর্য্যকে বুঝায় না; অপিচ, উহার লক্ষ্য যে সেই অক্ষর অব্যয় ভগবান্, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার এই লক্ষ্যেই ভাষ্যে 'সবিতুঃ' পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবিধ শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হউক, প্রথম অন্বয়ে, আমাদিগের মতে, 'বিপ্রাঃ' পদ সম্বোধন-মধ্যে পরিগণিত। ঐ পদের অর্থ,—যাঁহারা 'বিপ্র' পদবাচ্য, তাঁহাদিগের যে সদ্গুণাবলি,—যদ্দ্বারা পরমার্থতত্ত্ব প্রদর্শিত

হয়,—যাহার প্রভাবে বা যাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে মোক্ষ-পথের পথিক হওয়া যায়। ত্রিকালদর্শী বা ক্রান্তদর্শীদিগের সেই সদ্‌গুণসমূহই 'বিপ্রস্য বিপ্রাঃ' পদের লক্ষ্য। 'বৃহতঃ' এবং 'বিপশ্চিতঃ' পদে সেই গুণাবলীর কর্ম্মশক্তির বা মাহাত্ম্যের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গের সৎপ্রসঙ্গের প্রভাব অপরিসীম। প্রবাদ আছে,—"কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ", "কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গাৎ ধত্তে মারকতী দ্যুতিঃ" ইত্যাদি। সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের প্রভাবও তদ্রূপ। সাধুসঙ্গের সৎপ্রসঙ্গের প্রভাব যে অপরিসীম, বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় নানাস্থানে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ক্রান্তদর্শী সাধুসজ্জন—সত্যপ্রকাশকারী। সত্যের আলোক সকলেই পাইবার অধিকারী; যেখানেই সত্যের আলোক প্রকাশ পায়, সেখানেই বিশ্বজনীন উপকার সাধিত হয়। সেই সত্যে যিনি অনুপ্রাণিত হইতে পারেন, তিনিই ভগবানে আপনার অন্তরকে যুক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদিগের সদ্‌গুণাবলি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এ তত্ত্ব অধিগত হইয়া আসে; আর, তখন ভগবানের প্রকৃত পূজারও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। ত্রিকালদর্শী সাধুসজ্জনের প্রভাব যখন মনোমধ্যে স্থান পায়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, 'বয়ুনাবিৎ এক ইৎ' অর্থাৎ তিনি এক অদ্বিতীয়। অর্থাৎ, যে নামে যাঁহারই অর্চ্চনা কর না কেন, সে অর্চ্চনা তাঁহাতেই গিয়া পৌঁছাইয়া থাকে। সদাকাল যেখানে যে অর্চ্চনা চলিয়াছে—মানুষ যেরূপে যে ভাবেই তাঁহার উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সকলই বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান, সেই এক তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইতেছে। প্রথম অন্বয়ের মন্ত্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের সার মর্ম্ম এই যে,—যদি অভীষ্ট লাভের বাসনা থাকে, সৎপ্রসঙ্গে সৎসঙ্গে সদ্ভাব আহরণ কর। তাহাই তোমার শ্রেয়ঃ সাধক। ইহাতে তোমার ত্রিবিধ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে;—প্রথমতঃ তোমার মন ও চিত্তবৃত্তিসমূহ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানে যুক্ত হইবে; দ্বিতীয়তঃ—ভগবান্ যে অদ্বিতীয় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তদ্বিষয়ে তোমার অনুভূতি আসিবে; তৃতীয়তঃ—তুমি ভগবানের যথার্থ পূজার অধিকারী হইবে।

দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রকারান্তরে সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে যে অশেষ উপকার সাধিত হয়, এস্থলে তাহাই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে অতি অধম অভাজনও পরমা গতি লাভ করিতে পারে। ভাষ্যকারের অনুসরণে আমরাও ক্রিয়াপদসমূহের বিভক্তি-ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিপ্রাঃ' পদের এখানে অর্থ হইয়াছে—'সদ্ভাব জনয়িত্র্যঃ', অথবা 'সদ্ভাবপ্রেরয়িত্র্যঃ।' বিভূতয়ঃ 'বিশেষরূপে পূরণ করে যাহা'—এই অর্থ হইতে 'বিপ্রাঃ' পদের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞান—মোহ-তমসাচ্ছন্ন, এক হিসাবে তাহাদের অন্তর শূন্যময়—মরুসদৃশ। সচ্চিন্তা সদ্ভাব, সে হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু সেই শূন্যময় মরুহৃদয় পূর্ণ হয়,—যদি মরুভূমে বারিধারার ন্যায় সে হৃদয়ে সদ্ভাবের সদ্‌গুণের সমাবেশ হয়। তখনই অজ্ঞানের আত্মা এবং তাহার চিত্তবৃত্তিসমূহ পবিত্র ভাব ধারণ করে। সদ্ভাবের সঞ্চার হইলেই তাহারা সংযত ও সৎপথে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাব হইতেই 'যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ' মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছি,—'ভগবানের সদ্ভাবজনক বিভূতিসমূহ অজ্ঞজনের

আত্মাকে ভগবানের সহিত সংযোজিত বা সংবদ্ধ করে এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের মনোবৃত্তিসমূহ নিয়মিত হয়।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বয়ুনাবিৎ এক ইৎ' অংশের ভাষ্যকার যে অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন, আমরা সে অর্থ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। যজ্ঞকার্য্যে যে সপ্তবষট্‌কর্ত্তা ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ত্রিবেদজ্ঞানবান ব্রাহ্মণ মাত্র একজন থাকেন—ভাষ্যকারের এবম্বিধ অর্থে বেদ-মন্ত্রে কি উচ্চ ভাব প্রকাশ পায়, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন। সাধুসজ্জনগণের অনুগ্রহে, 'ভগবান্ যে অদ্বিতীয়, তাঁহার প্রতিযোগী যে কেহ নাই—এ তত্ত্বে সম্যক্ উপলব্ধি জন্মে; অথবা, 'দেবভাবসমূহ অজ্ঞানজনকেও অদ্বিতীয় অন্তর্য্যামী ভগবানকে জানাইয়া দেয়; অথবা, দেবভাব-প্রভাবে অজ্ঞজনও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে জানিতে সমর্থ হয়। 'দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ' মন্ত্রাংশের অর্থ ভাষ্যমতে, 'ঋত্বিগ্‌গণ যে কর্ম্ম করেন তাহা সবিতা দেবতার প্রেরণা'। আমাদিগের অর্থ—ভগবানের অনুগ্রহে অজ্ঞজনও তাঁহার প্রকৃত পূজানুষ্ঠানে সমর্থ হয়।' এই অর্থকেই সমীচীন; বা ইহাই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। * (৫অ—১৪ক—১ম)।

— • —

পঞ্চদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। পঞ্চদশ কণ্ডিকা। একমন্ত্রাত্মিকা।)

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।

সমূঢ়মস্য পাংসুরে স্বাহা ॥ ১৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরঃ) 'ইদং' (সর্ব্বং জগৎ) 'বিচক্রমে' (বিশিষ্টভাবেন ব্যাপ্তঃ); 'ত্রেধা' (অতীতানাগতবর্ত্তমানত্রিকালমেব) 'পদং' (স্থানং, আধিপত্যং, ঐশ্বর্য্যং, মাহাত্ম্যং) 'নিদধে' (নিরন্তরং ধৃতং, চিরায় অক্ষুণ্ণং, যদ্বা—ধৃতবান্ স ইতি শেষঃ); 'অস্য' (বিষ্ণোঃ) 'পাংসুরে' (রশ্মিকণযুক্তে প্রভুত্বে, জ্ঞানস্বরূপে পদে) 'সমূঢ়ং' (সম্যগন্তর্ভূতং, সংস্থিতং জগদিতি শেষঃ); তস্মৈ বিষ্ণবে 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়ামি, সুসিদ্ধমস্তু মম অনুষ্ঠানং)।

---

* মন্ত্রের যে ভাষ্যানুসারী ইংরাজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"The priests of him the lofty Priest well-skilled in hymns harness their spirits, yea harness their holy thoughts.

"He only knowing works assigns their priestly tasks. Yea, lofty is the praise of Savitar the God. All-hail."

মন্ত্রোহয়ং বিষ্ণুস্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকস্য বিষ্ণোঃ প্রভুত্বে নিখিলং জগৎ সদৈব অবস্থিতং। বিষ্ণুরেব বিভূতিস্বরূপেণ অণুপরমাণুক্রমেণ সর্ব্বমধিকৃত্য তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। (৫অ—১৫ক—১ম)।

* * *

অথবা,

'বিষ্ণুঃ' (বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরঃ) 'ইদং' (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) 'বিচক্রমে (বিশেষেণ ব্যাপ্নোতি, স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য সর্ব্বপ্রাণিনো হি মনোজীবভাবাভ্যাং অনুপ্রাবিশতি ইত্যর্থঃ); 'ত্রেধা' (অগ্নি-বায়ুসূর্য্যরূপেণ ভূম্যন্তরিক্ষদ্যুলোকেষু ত্রিধা) 'পদং' (স্থানং, স্বমাহাত্ম্যং) 'নিদধে' (নিরন্তরং তং—নিহিতবানিতি যাবৎ); 'অস্য' (বিষ্ণোঃ বিজ্ঞানঘনানন্দাজাদ্বৈতাক্ষরমিত্যাদি লক্ষণযুক্তং পরমং পদং স্বরূপং বা,) 'পাংসুরে' (পাংসুল ইব প্রদেশে—অতিনিগূঢ়প্রদেশে ইতি ভাবঃ) 'সমূঢ়ং' (নিহিতং—অজ্ঞৈরজ্ঞাতমিতি ভাবঃ); তস্মৈ বিষ্ণবে 'স্বাহা' (স্বাহা-মন্ত্রেণ পূজয়ামি, সুহুতমস্তু মমাণুষ্ঠানং)। মন্ত্রোহয়ং ভগবতঃ স্বরূপং বর্ণয়তি। বিশ্বব্যাপকস্য বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যং জগদ্বিশ্রুতং। তস্য বিষ্ণোরদ্বৈতমক্ষরমিতি স্বরূপং সূরয়ঃ পশ্যন্তি। অনাত্মজ্ঞানিনঃ তৎস্বরূপং ন পশ্যন্তি॥ (৫অ—১৫ক—১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণু এই সমগ্র জগৎকে বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন; অতীত অনাগত বর্ত্তমান—তিন কালেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ধৃত (অক্ষুণ্ণ) রহিয়াছে; অথবা তিনি ধারণ করিয়া আছেন; সেই বিষ্ণুর জ্যোতির্ম্ময় পদে (প্রভুত্বে) এই নিখিলজগৎ সম্যগ্‌ভাবে অবস্থিত আছে। সেই বিষ্ণুকে স্বাহা-মন্ত্রে পূজা করি; আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক। এই মন্ত্রে বিষ্ণুর স্বরূপ পরিবর্ণিত রহিয়াছে। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর প্রভুত্বে নিখিল জগৎ সদাকাল অবস্থিত। বিষ্ণুই বিভূতিস্বরূপে অণুপরমাণুক্রমে বর্ত্তমান্ সকলকে অধিকার করিয়া আছেন।)॥ (৫অ—১৫ক—১ম)॥

* * *

অথবা,

বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিশেষভাবে ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল প্রাণীর মন ও জীবভাবসকলের মধ্যেই অনুঃপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন; অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যরূপে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং স্বর্গ-লোকে তাঁহার মাহাত্ম্য নিরন্তর বিধৃত বা নিহিত রহিয়াছে; সেই বিষ্ণুর বিজ্ঞানঘনানন্দ-অজ-অদ্বৈত-অক্ষর-লক্ষণযুক্ত পরম পদ বা স্বরূপ, অতি

নিগূঢ় প্রদেশে নিহিত অর্থাৎ অজ্ঞানের নিকট অপরিজ্ঞাত; সেই বিষ্ণুর স্বাহা-মন্ত্রে পূজা করি; আমার অনুষ্ঠান সুহুত হউক। (মন্ত্রটী ভগবানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছে। বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর মাহাত্ম্য জগদ্বিশ্রুত। সেই বিষ্ণুর অদ্বৈত অক্ষর স্বরূপ সুরিগণই দর্শন করিতে পারেন; অজ্ঞজন তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না।)॥ (৫অ—১৫ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর কৃতং)।

(কা০ ৮।৩।৩১) 'দক্ষিণে বর্ত্মনি দক্ষিণস্থানসো হিরণ্যং নিধায়াভিজুহোতীদং বিষ্ণুরিতি'। দক্ষিণশকটসংবন্ধিদক্ষিণচক্রমার্গে হিরণ্যং নিধায় তত্রৈব হোমঃ। বিষ্ণুদেবত্যা গায়ত্রী মেধাতিথিদৃষ্টা। বিষ্ণুঃ ত্রিবিক্রমাবতারং কৃত্বা ইদং বিশ্বং বিচক্রমে বিভজ্য ক্রমতে স্ম। তদেবাহ। ত্রেধা পদং নিদধে ভূমাবেকং পদমন্তরিক্ষে দ্বিতীয়ং দিবি তৃতীয়মিতি ক্রমাদগ্নিবায়ু-সূর্য্যরূপেণেত্যর্থঃ। পাংসবো ভূম্যাম্‌দলোকরূপা বিদ্যন্তে যস্ত তৎ পাংসুরং তস্মিন্‌পাংসুরে অস্য বিষ্ণোঃ পদে সমূঢ়ং সম্যগন্তর্ভূতং বিশ্বমিতি শেষঃ। যদ্বায়মর্থঃ। অস্য বিষ্ণোঃ পদং পশ্যতে জ্ঞায়ত ইতি পদমদ্বৈতাখ্যং স্বরূপং সমূঢ়মন্তর্হিতমজ্ঞাতমকৃতাত্মভিঃ। কস্মিন্নিব। পাংসুরে ইব লুপ্তো-পমানং। পাংসুলে রজস্বলে প্রদেশে নিহিতং যথা ন জ্ঞায়তে তদ্বৎ। তদুক্তং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদঙ্‌সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' (অধ্যা০ ৬।৫ ক০) ইতি। স্বাহা তস্মৈ বিষ্ণবে হবির্দত্তম্‌॥ ১৫॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—————§:•○•:§—————

দক্ষিণ-শকটের দক্ষিণ-চক্র-গমন-পথে স্বর্ণ স্থাপন করিয়া হোম-কালে এই মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। মন্ত্রটী গায়ত্রীছন্দোবিশিষ্ট এবং বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

এই মন্ত্রের দ্বিবিধ অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। 'ত্রেধা বিচক্রমে' 'পদং নিদধে' এবং 'পাংসুলে সমূঢ়ং'—এই বাক্যাংশ-ত্রয় সেই বিভিন্ন রূপ অর্থ-গ্রহণের হেতুভূত। 'ত্রেধা' পদে 'তিন বার' এবং 'বিচক্রমে' পদে 'ভ্রমণ করিয়াছিলেন,'—সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করা হয়। 'পদং' পদে 'পা' এবং 'নিদধে' পদে 'ধারণ বা রক্ষা' করিয়াছিলেন,—এবম্বিধ অর্থ নিষ্কর্ষ করা হইয়া থাকে। তার পর, 'পাংসুলে' পদে 'ধূলিকণায়' এবং 'সমূঢ়ং' পদে 'সমাবৃত হইয়াছিল,—এইরূপ অর্থ স্থির হইয়া যায়। তাহাতে এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'বিষ্ণু যখন মধ্য এসিয়া হইতে দলবল সহ এ দেশে আসিতেছিলেন, তখন পথে তিনি তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণধূলিতে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' * কেহ বা, বিষ্ণুর পদধূলিতে জগৎ আচ্ছন্ন—

---

* বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"পূর্ব্বোক্ত ভূ-প্রদেশ এবং বর্ত্তমান বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তিস্থানে বিষ্ণুদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং নিজের

ইরূপ উক্তি হইতে জগতে বিষ্ণুর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। * কেহ বিষ্ণুকে সূর্য্য জ্ঞান করিয়া, সূর্য্যরশ্মির বিষয় ধূলি-বিস্তৃতির উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে দ্ধান্ত করিয়া লন। †

প্রচলিত সকল মতের ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়া, আমরা কিন্তু বুঝিলাম, ন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রচলিত অর্থসকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন। মন্ত্রের অন্তর্গত বহুভাবদ্যোতক ।-কয়টির বিষয় অনুধাবন করিলে, সে মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইতে পারিবে। 'বিষ্ণুঃ' পদে বং 'বিচক্রমে' পদে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে ঋগ্বেদ-সংহিতায় ষ্ণু সংক্রান্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (১ম—২২সূ—১৭ঋ প্রভৃতিতে) ব্যক্ত করিয়াছি। ঐ দুই দে, বিশ্বব্যাপক ভগবান্ যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন—এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রেধা' পদে, আমরা মনে করি, অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালকে বুঝাইতেছে; র্থাৎ, তিন কালে সমভাবে তাঁহার বিদ্যমানতা প্রকাশ করিতেছে। ঐ পদে আরও এক াব মনে আসিতে পারে;—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—অবস্থাত্রয়ও ঐ পদে সূচিত হয়। এতৎপক্ষে গুণের সাম্যাবস্থায় তাঁহার স্থিতিশীলতার ভাব মনে আসে। বিষ্ণু যে পালনকর্ত্তা ক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হয়, এই ভাব হইতেই তাহা দ্যোতনা করে। মন্ত্রের আর কটী পদ—'পদং'। আমরা মনে করি, ঐ পদে আধিপত্য ঐশ্বর্য্য, জ্যোতিঃ প্রভৃতি ঝায়। মন্ত্রের আর একটী পদ—'নিদধে।' কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের মতে, ঐ দে 'অবস্থিতি' 'ক্ষেপণ' প্রভৃতি অর্থ সূচনা করে। এক জন ব্যাখ্যাকার ('নি' নিতরাং ধে' ধৃতবান্) 'নিয়ত ধারণ করিয়াছিলেন'—অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু নে করি, ঐ পদে 'চিরধৃত' অর্থাৎ 'চির-অক্ষুণ্ণ' ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মন্ত্রের 'পাংসুলে' দে—ধূলি নহে—'অণু' বা 'সূক্ষ্ম' ভাব প্রকাশ করে; অর্থাৎ, অণুপরমাণুময় জ্ঞান-স্বরূপে জ্ঞানরশ্মিরূপে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া) তিনি চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। পরিশেষে—'সমূঢ়ং'

বপুচ্ছপদ এই অন্তরীক্ষ প্রদেশে তিন বার স্থাপন করিয়াছিলেন' অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তিন ানে বিশ্রাম করিয়া অবশেষে বর্তমান নিবাসস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।" এটী মানাথ সরস্বতীর অনুবাদ। কিন্তু রমেশ বাবুর অনুবাদ আবার আর এক প্রকার। যথা,—"বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" সায়ণের ভাষ্যের াষানুবাদে ভাব দাঁড়ায়,—'ত্রিবিক্রমাবতারধারী (বামন) ভগবান্ বিষ্ণু, এই প্রতীয়মান্ পরিদৃশ্যমান্) সমগ্র জগৎকে উদ্দেশ করিয়া বিশেষরূপে ক্রমণ (বিস্তার) করিয়াছিলেন। তখন তিনি তিন প্রকারে স্বকীয় পদকে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। সর্ব্বজগৎ সম্যগ্রূপে এই বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।'

* বেনফে (Benfey) এই মত (বিষ্ণুর পদধূলির বিস্তারে আধিপত্য প্রকাশ করেন।

† মুইর (Muir) এই মত (ধূলিকণার উপমায় সূর্য্যরশ্মি) ব্যক্ত করিয়াছেন।

পদ। ঐ পদে, 'এই জগৎ সম্যগ্‌রূপে তাঁহাতে অবস্থিত রহিয়াছে'—এই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। *

এইরূপে, মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়ায় এই যে,—'সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু এই চরাচরাত্মক অখণ্ড বিশ্বকে স্বকীয় বিভূতির দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন। চিরকাল সকলের মধ্যে সম্যগ্‌রূপে তাঁহার জ্ঞানময় পরমাণু ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত আছে।' এ হিসাবে, এ মন্ত্রটীতে প্রার্থনার ভাবও আছে মনে করিতে পারি। সেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; কিন্তু

---

* যজুর্ব্বেদ-সংহিতায় এই মন্ত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শ্রীমন্মহীধরের কৃত। ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও সামবেদ সংহিতায় এই মন্ত্রের যে ভাষ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সায়ণাচার্য্যেরকৃত। মহীধর-কৃত ভাষ্যের এবং সায়ণাচার্য্য-কৃত ভাষ্যের মর্ম্মসম্বন্ধে একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়। সায়ণ-ভাষ্যের মধ্যে মন্ত্রার্থে নিগূঢ় লক্ষ্য প্রতিভাত দেখি। যাস্কের যে নিরুক্ত সায়ণভাষ্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, (তাহার "যদিদং" হইতে "ঔর্ণবাভঃ" প্রভৃতি অংশ লক্ষ্য করুন); তাহাতে শাকপূণি ঔর্ণবাভ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণের মতের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই—যাহাতে আমাদিগের ব্যাখ্যার কোনরূপ বিঘ্ন আনয়ন করে। পরন্তু, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্মানুধাবন করিলে, আমাদিগের অভিমতেরই দৃঢ়ত্ব সাধিত হয়। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য সেই নিরুক্তটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ॥ সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ॥ সমূঢ়মস্য পাংসুরে প্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে॥ অপি বোপমার্থে স্যাৎ সমূঢ়মস্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি॥ পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা, পিংশনীয়া ভবন্তীতি বা॥" ঐ নিরুক্তের উপর দুর্গাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবের অন্তরায়-জ্ঞাপক নহে। কিন্তু তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেই নানাপ্রকার মতান্তর আনয়ন করিয়াছে। আমরা, এখানে দুর্গাচার্য্যের কৃত পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, কোথায় গোল দাঁড়াইয়াছে—বোধগম্য হইবে। যথা,—"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি? যত আহ—ত্রেধা নিদধে পদং। নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক? তৎ তাবৎ পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নিভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বিদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং—তমূ অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে, বিষ্ণুপদে মাধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্য মন্যতে।"

দুর্গাচার্য্যের উক্ত মন্তব্যের মুখ্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার শেষাংশের অর্থে উদয়গিরি মধ্যাকাশ অস্তাগিরি রূপ ভাব মাত্র আমনন করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহাতে বিষ্ণু শব্দে সূর্য্য (পরিদৃশ্যমান সূর্য্য) ও তাঁহার পাদক্রম বলিতে উদয় অস্ত স্থিতি রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই এই প্রকার

আমার হৃদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না কেন? এইরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে, মানুষ ঈশ্বরের নিকট স্বতঃই প্রার্থনা করিতে পারে,—'হে পরমেশ্বর! কৃপাপুরঃসর আমাতে আপনার সত্ত্বা বিস্তার করুন। আমি যেন জ্ঞান-চক্ষুর প্রভাবে সমগ্র জগতে এবং আমাতে আপনার সত্ত্বা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হই।' এই মন্ত্র হইতে এই সকল নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অর্থের প্রবর্ত্তক। 'পাংসুলে সমূঢ়ং' পদের ব্যাখ্যায়, দুইর 'সূর্য্য-রশ্মি' অর্থ করেন। বিষ্ণুর পদপরিক্রম অর্থে ম্যাক্সমুলার Max Muller লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"The stepping of Vishnu in emblematic of the rising, the culminating, and setting of sun."

এই হইতে পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী প্রায় অনেকেই ঐ অংশে সূর্য্যের গতি অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যার 'সূর্য্যাত্মনা' 'বৈদ্যুতাত্মনা' প্রভৃতির ভাব কেহই গ্রহণ করেন নাই। তাহা বুঝিলে ঐরূপ স্থূল অর্থ পরিগৃহীত হইত না; তাহাতে 'সূক্ষ্মভাবে তিনি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন,' তাহাই প্রতীত হইত।

তার পর, বিষ্ণু যে একজন মনুষ্য, তিনি যে মধ্য-এশিয়া হইতে এদেশে আসেন, এ মতও পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃকই প্রবর্তিত হয়। ম্যাক্সমুলারের 'বৈদিক-মন্ত্র' সংক্রান্ত গ্রন্থে বিষ্ণুকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করার পক্ষে যে প্রযত্ন দেখা যায়, তাহাই উক্ত মতের ভিত্তি-স্থানীয় বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন,—'তৈত্তিরীয়-সংহিতার একটী মন্ত্রে (৪।১।১১৩) ইন্দ্রের সখা ও সহচররূপে বিষ্ণু বর্ণিত হইয়াছেন। তার পর, ঋগ্বেদের (৪র্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ১১ ঋকে) একটী মন্ত্রে ইন্দ্রদেব বিষ্ণুকে 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন লিখিত আছে। অধিক কি, ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণু পরিচালিত হন, এমন মন্ত্রও (৮ম মণ্ডল, ১২ সূক্ত, ২৭ ঋক্) দেখা যায়।' এইরূপ আরও নানা প্রমাণ-প্রয়োগে বিষ্ণু একবার সূর্য্য ও একবার মনুষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। (The Sacred Books of the East, vol XXXII, Vedic Hymns translated by F. MaxMuller, P. 133)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এইরূপ গবেষণার ফলে শেষে এ দেশের পণ্ডিতগণও বিষ্ণুকে নরদেব কল্পনা করিয়া লন। তার পর, তিনি যে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তৎপ্রসঙ্গ পল্লবিত হইয়া পড়ে। রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমানাথ সরস্বতী—এ মতের প্রথম ও প্রধান পোষক ছিলেন। 'এরিয়ান উইট্নেসে' ("Arian Witness") রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন,—"The 'three strides' of Vishnu are noticed in the Rig-Veda, in language which clearly points the place whence the Arians commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself." রমানাথ সরস্বতী লেখেন,—'ষোড়শ হইতে একবিংশতি পর্য্যন্ত ছয় ঋকে আর্য্যদিগের আদিম-নিবাস, তথা হইতে বিষ্ণুর অধীনে (বিশ্রাম) এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষা-

দ্বিতীয় প্রকার অন্বয়েও সেই একই ভাব পরিব্যক্ত। এস্থলে 'বিচক্রমে' পদের ভাব—ভগবান্ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় প্রাণীর দেহেন্দ্রিয়াদি যাবতীয় স্থানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-রূপে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে ও স্বর্গলোকে সমভাবে তাঁহার মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত—'ত্রেধা' পদে, এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'সমূঢ়মস্য পাংসুরে' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—ভগবানের যে প্রকৃত স্বরূপ—বিজ্ঞানঘনানন্দ অজ অদ্বৈত অক্ষর রূপ যে পরম পদ—তাহা অতি সূক্ষ্ম, অতি গুহ্য। যথার্থ জ্ঞান ভিন্ন, তাঁহার সে স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। আত্মদর্শী জনই সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবানের সেই পরম পদ—প্রকৃত স্বরূপ—তর্কের অতীত। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" মন্ত্রের তাই উপদেশ,—'যথার্থজ্ঞানলাভে প্রয়াসী হও। আত্মদর্শনশক্তি প্রাপ্ত হইলেই পরমাত্মার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিবে, তাহা হইলেই সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানের পরম পদে আত্মবলি দিতে সমর্থ হইবে।' (৫অ—১৫ক—১ম)।

—•—

ষোড়শ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ষোড়শ কণ্ডিকা। এক মন্ত্রাত্মিকা।)

ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতꣳ সূয়বসিনী মনবে দশস্যা।
ব্যস্কভ্না রোদসী বিষ্ণবে তে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ স্বাহা॥ ১৬॥

•••

পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা এবং আর্য্যদিগের একজন সাহায্যকারী রক্ষক।' যাহা হউক, যিনি যে দৃষ্টিতেই দেখুন, সর্ব্বত্র অর্থের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে এবং বেদবাক্যের প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিলে, আমরা যে অর্থ যে ভাব গ্রহণ করিলাম, তাহারই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইবে।

এই মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Forth through This All-strode Bishnu: thrice his foot he planted, and the whole was gathered in his footstep's dust. All-hail."

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২২ম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। সামবেদের প্রথম ঐন্দ্রপর্ব্বে ১১শ দশতিতেও এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয় (১১খ—১১দ—৯সা)। সেখানে 'পাংসুরে' স্থলে 'পাংসুলে' এইরূপ পাঠ আছে। অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণেও (১।১৭) এ মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে বিষ্ণোঃ তব প্রশাসনে 'হি' (যস্মাৎ) দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'ইরাবতী' (শস্যবত্যৌ) 'ধেনুমতী (গবাশ্বাদিভিঃ পশুভির্যুক্তে) 'সুযবসিনী' (শোভনান্নবত্যৌ, সুসস্যবত্যৌ বা) 'মনবে' (মানবুপকারায়) 'দশস্যা' (যজ্ঞসাধনানাং দাত্র্যৌ) 'ভূতং (অভূতাম্, ভবতঃ ইতি যাবৎ), তস্মাৎ হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্! 'রোদসী' (এতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ) ত্বং 'ব্যস্কভ্নাঃ' (বিশেষেণ স্তম্ভিতবানসি, ব্যাপৃতবানসি বা); অপিচ 'ময়ূখৈঃ' (স্বতেজোভিঃ, স্বশক্তিভিঃ স্বমাহাত্ম্যৈঃ বা) 'পৃথিবীং' (ইমাং ভূমিং) 'অভিতঃ' (সর্ব্বপ্রকারেণ) 'দাধর্থ' (ধৃতবানসি)। এবম্বিধাং মহিমোপেতাং ত্বাং 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়াম)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশকঃ। সর্ব্বেষু বস্তুষু স ভগবান্ সমকরুণাসম্পন্নঃ। ভগবান্ তেষামভ্যন্তরেষু তিষ্ঠতি। তেষাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়শ্চ ভগবল্লীলাসাপেক্ষঃ। বিশ্বব্যাপকঃ স ভগবান সর্ব্বেষাং পূজনীয়ঃ ইতি ভাবঃ। (৫অ—১৬ক—১ম)॥

অথবা,

হে বিশ্বব্যাপক দেব! তবানুগ্রহেণ 'হি' (এব) হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তী 'ইরাবতী' (স্নেহকারুণ্যরূপিণ্যৌ, সদ্ভাবরূপাণাং শোভনাপত্যানাং জনয়িত্র্যৌ) 'ধেনুমতী' (প্রজ্ঞানবত্যৌ) 'সুযবসিনী' (সৎকর্ম্মফলং মোক্ষং বা দাত্র্যৌ) 'মনবে' (মানবুপকারার্থং, বিশ্বহিতায়েতি ভাবঃ) 'দশস্যা' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাত্র্যৌ) 'ভূতং' (অভূতাম, ভবতঃ); অতস্ত্বং 'রোদসী' (ইমে জ্ঞানভক্তী) ব্যস্কভ্নাঃ' (বিশেষেণ স্তম্ভিতবানসি, সম্যক্ ব্যাপ্যাস্তিষ্ঠসি); অপিচ ময়ূখৈঃ (স্বতেজোভিঃ, স্বমহিমাভিঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিবীং' (তয়োঃ জ্ঞানভক্ত্যোরাধার-মূলং) 'অভিতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'দাধর্থ' (ধারিতবানসি, ধৃতবানসীতি যাবৎ)। এবম্বিধাং মহিমোপেতাং ত্বাং 'স্বাহা (স্বাহামন্ত্রেণ পূজয়ামীতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশকঃ। সর্ব্বেষাং সদ্ভাবানাং আধারস্থানীয়স্য ভগবতঃ অনুকম্পয়া অস্মাসু সদ্ভাবোন্মেষো ভবত্বিতি ভাবঃ। (৫অ—১৬ক—১ম)।

বঙ্গানুবাদ।

যেহেতু হে বিষ্ণু তোমার প্রশাসনে এই দ্যাবাপৃথিবী শস্যবতী, গবাশ্বাদি পশুসমূহযুক্ত, শোভনান্নবতী বা সুশস্যবতী এবং মানবগণের উপকারের জন্য যজ্ঞসাধন-দ্রব্যাদির প্রদাত্রী হয়; সেই হেতু হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্! তুমি এই দ্যাবাপৃথিবীকে বিশেষভাবে স্তম্ভিত বা ব্যাপ্ত কর; অপিচ আপনার তেজের, শক্তির বা মাহাত্ম্যের দ্বারা এই পৃথিবীকে সর্ব্ব-প্রকারে ধারণ কর। এবম্বিধ মহিমোপেত তোমাকে স্বাহামন্ত্রে পূজা করি। (মন্ত্রটি ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক। সকল বস্তুতেই ভগবান

সমভাবে করুণাসম্পন্ন। ভগবান তাহাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন। তাহাদের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ও ভগবল্লীলা-সাপেক্ষ। বিশ্বব্যাপক সেই ভগবান সকলেরই পূজনীয়, ইহাই ভাবার্থ। (৫অ—১৬ক—১ম)॥

• • •

অথবা,

হে বিশ্বব্যাপক দেব! তোমার অনুগ্রহেই হৃন্নিহিত জ্ঞান ও ভক্তি স্নেহকারুণ্যরূপিণী, সদ্ভাবরূপ শোভন অপত্যের জনয়িত্রী, প্রজ্ঞানবতী, সৎকর্ম্মের সুফল বা মোক্ষ প্রদাত্রী, মানবের উপকারার্থ বা বিশ্বহিত-নিমিত্ত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাত্রী হয়। অতএব, সেই জ্ঞান ও ভক্তিকে তুমি বিশেষভাবে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি কর; অপিচ আপনার তেজের বা মহিমার দ্বারা সেই জ্ঞানভক্তির অধার-মূলকে সর্ব্বতোভাবে ধারণ কর। এবম্বিধ মহিমোপেত তোমাকে স্বাহা-মন্ত্রের দ্বারা পূজা করি। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক। সকল সদ্ভাবের আধারস্থানীয় ভগবানের কৃপায় আমাদের মধ্যে সদ্ভাবের উন্মেষ হউক, —মন্ত্রের ইহাই ভাবার্থ)॥ (৫অ—১৬ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮৩৩৫) 'স্রুক্স্থাল্যা প্রতিগৃহ্য প্রতিপ্রস্থাতোত্তরস্যেরাবতী ইতি পূর্ব্ববাদাত।' যথা দক্ষিণশকটদক্ষিণচক্রমার্গে অধ্বর্য্যুর্হুতবান্ তথা উত্তরশকটসংবন্ধ্যুত্তর-চক্রমার্গে প্রতিপ্রস্থাতা জুহুয়াদিতি সূত্রার্থঃ। বৈষ্ণবী ত্রিষ্টুব্ বসিষ্ঠদৃষ্টা। হে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ যুবামীদৃশ্যৌ ভূতং ভবতম্। ভবতের্লুঙি মধ্যমদ্বিবচনে রূপম্। অডভাব-শ্ছান্দসঃ। কিংভূতে যুবাম্। ইরাবতী ইরাবত্যৌ অন্নবত্যৌ সত্ত্ববত্যৌ। ধেনুমতী বহুধেনুযুক্তে। সূযবসিনী সুষ্ঠু যবসানি বিদ্যন্তে যয়োস্তে সূযবসিনী। যবসশব্দেনাত্রাভ্য-বহার্য্যাণি বস্তূনি। তথা মনবে দশস্যা। মনুতে জানাতীতি মনুর্জ্ঞানবান্ যজমানঃ তস্মৈ দশস্যা দাত্র্যৌ যজ্ঞসাধনানাম্। দাশৃ দানে। দাশতস্তে দশস্যা। অসুন্প্রত্যয়ে উপধাহ্রস্বঃ ওবিভক্তের্ড্যাদেশশ্চ। এবং দ্যাবাপৃথিব্যৌ সংপ্রার্থ্য বিষ্ণুমাহ। হে বিষ্ণো, এতে রোদসী ত্বং ব্যাস্কভ্নাঃ বিভজ্য স্তম্ভিতবানসি। কিংচ পৃথিবীং ময়ূখৈঃ স্বতেজোরূপৈর্নানাজীবৈর্ব্বরাহাস্তনেকাবতারৈর্ব্বা অভিতো দাধর্থ দধর্থ সর্ব্বতো ধারিত-বানসি। তুজাদীনাং দীর্ঘোঽভ্যাসস্য (পা০ ৬।১।৭) ইত্যভ্যাসদীর্ঘঃ। স্বাহা তস্মৈ বিষ্ণবে হবির্দ্দত্তম্॥ (৫অ—১৬ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভগবানের করুণাধারা ইহসংসারে কেমনভাবে প্রবাহিত রহিয়াছে, বিশ্বসংসারের হিতের নিমিত্ত ভগবানের সে করুণাধারা কেমন-ভাবে সহস্রমুখে প্রবাহিত হয়, মন্ত্রে তাহারই উপদেশ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যেও অনেকাংশে সেই ভাবই পরিব্যক্ত। কিন্তু উহার মধ্যে যে এক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমরা তাহারই বিশ্লেষণের প্রয়াস পাইতেছি।

মন্ত্রের আমরা যে দ্বিবিধ অন্বয় প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। বাহ্য-জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপার-পরম্পরার সহিত অন্তর্জ্জগতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব সে বিশ্লেষণে তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই মন্ত্রের লক্ষ্য—হৃদয়ের প্রতি। দ্যাবা-পৃথিবীরূপ আধারক্ষেত্র যেমন ভগবানের করুণা-নিঃস্যন্দিনী অমৃতধারায় ভূতসমূহের পরিপোষক হয়; আর সেই সকল সামগ্রী দ্যাবাপৃথিবীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভগবান্ যেমন আপনার মহিমার ও করুণার অশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন; সেইরূপ সেই করুণাময় ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়রূপ আধারমূলে জ্ঞানভক্তি এবং সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতির সুধাধারা স্বতঃ-প্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার করুণার প্রস্রবণ কত দিকে কত ভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাঁহার প্রভাবে এই দ্যাবাপৃথিবী 'ইরাবতী' অর্থাৎ শস্যবতী, 'ধেনুমতী' অর্থাৎ যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মের সাধনভূত সামগ্রীসমূহের উৎপাদয়িত্রী' ইত্যাদি। ভগবানের করুণাবলে এতৎসমুদায় সম্পাদিত হয়; সেইজন্য তিনি সে সকল ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন বলা হইয়াছে। ভগবান তৎসমুদায় ধারণ করেন, পোষণ করেন এবং রক্ষা করেন; তাঁহার করুণা ভিন্ন জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহিত হওয়া সুকঠিন।

অন্তর্জ্জগতের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও সেই একই ভাব উপলব্ধ হয়। জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যদিও মানুষের জন্মসহজাত, যদিও প্রথম হইতেই তাহাদের বীজ হৃদয়ে নিহিত থাকে, কিন্তু ভগবানের করুণা ভিন্ন সে বীজ অন্তরেই বিলীন হয়, সে অঙ্কুর অকালেই মলিনতাপ্রাপ্ত শুষ্ক হইয়া যায়। ক্ষেত্রে বীজ উপ্ত হইলে, বৃষ্ট্যাদির সেচনাভাবে সে বীজে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয় না; সে বীজ যেমন অন্তরেই অন্তরিত হয়; আভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদিতেও তাহাই বুঝিতে হইবে। হৃদয়ের অন্তর্নিহিত যে সদ্ভাব-সৎ-প্রবৃত্তির বীজ, উপযুক্ত সেচনাভাবে অর্থাৎ ঔৎকর্ষ্যাদি প্রাপ্ত না হইলে, সে যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া থাকে। অজ্ঞানতারূপ শত্রু সদলবলে তাহাকে এমনই অভিভূত করিয়া ফেলে যে, এ জীবনে তাহার আর উদ্ধার-সাধন হয় না। বৃষ্টি-সেচনে বারিপাতে শস্য-বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনিই হৃদয়ের জ্ঞান-ভক্তির-সদ্ভাব সৎপ্রবৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদ্গমও ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করে।

তাঁহার কৃপায় দ্যাবাপৃথিবী যেরূপ 'ধেনুমতী', 'ইরাবতী', 'সুযবসিনী', 'দশস্যা' প্রভৃতি হয়, —এ যেমন তাঁহার করুণার এক নিদর্শন; তেমনই তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারিলে হৃদয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞানভক্তি হইতে বিবিধ সদ্ভাবের অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণেই তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত, আবার বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু তাঁহাকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। আমাদের মনে হয়, মন্ত্র এই উচ্চ ভাবই প্রকটিত করিতেছে।

মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত যে ব্যাখ্যা আছে, প্রথমোক্ত অন্বয়ে আমরা সেই ব্যাপারই অনুসরণ করিয়াছি। সে ব্যাখ্যা হইতেও 'মনবে দশস্যা' পদের বিশ্লেষণে দ্বিতীয় অন্বয়ের ভাব অনেকটা উপলব্ধ হইতে পারিবে। ভাষ্যকার 'মনবে' পদের অর্থে লিখিয়াছেন,—'জ্ঞানবান্ যজমান তস্মৈ,' 'দশস্যা'—দাত্রৌ যজ্ঞসাধনানাম্।' ভাব এই যে, যাঁহারা জ্ঞানবান তাঁহাদিগের পক্ষেই ভগবানের করুণালাভ সুগম হইয়া থাকে। যেমন লৌকিক জগতে, তেমনই আধ্যাত্মিক জগতে —উভয়ত্রই এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধ হয়। কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সুশস্য-লাভ যেমন সুকঠিন; আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির পক্ষেও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ-সাধন তেমনই সুদূরপরাহত। অনভিজ্ঞ কৃষাণের পক্ষে পৃথিবী 'ইরাবতীও' নহে 'ধেনুমতীও' নহে, আবার 'সুযবসিনীও' নহে। সুতরাং পৃথিবীকে ইরাবতী ধেনুমতী সুযবসিনী করিতে হইলে, কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা-লাভ যেমন একান্ত প্রয়োজন; তেমনি হৃদয়কে বা অন্তরকে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির আধারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ এবং সাধনা প্রয়োজন। উভয়ত্রই জ্ঞানের এবং একনিষ্ঠার আবশ্যক। * (৫অ—১৬ক—১ম)।

সপ্তদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। সপ্তদশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দেবশ্রুতৌ দেবেষ্বাঘোষতং। (২) প্রাচী প্রেতমধ্বরং কল্পয়ন্তী ঊর্দ্ধ্বং যজ্ঞং নয়তং মা জিহ্বরতম্। (৩) স্বং গোষ্ঠমাবদতং দেবি দুর্য্যে আয়ুর্ম্মা নির্ব্বাদিষ্টং প্রজাং মা নির্ব্বাদিষ্টং।

(৪) অত্র রমেথাং বর্ষ্মন্ পৃথিব্যাঃ॥ ১৭॥

---

* মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

"Rich in sweet food be ye, and rich in milch-kine, with fertile pastures, fain to do men service.

Both these worlds, Vishnu hast thou stayed asunder, and firmly fixed the earth with pegs around it."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'দেবশ্রুতৌ' (দেবানাং আহ্বায়িত্রৌ হে হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী!) 'অধ্বরং কল্পয়ন্তী' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যপ্রদাত্রৌ) যুবাং 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দেবভাবান্ শুদ্ধসত্ত্বান্ বা) 'আঘোষতম্' (কথয়তং, আনয়তং—মম হৃদি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ায় অত্র সঙ্কল্পঃ বিদ্যতে।

(২) (ক) হে হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'প্রাচী' (প্রাঙ্মুখে—ভগবৎসকাশে ইতি ভাবঃ) 'প্রেতং' (প্রকর্ষেণ গচ্ছতং—মাং নয়তমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ)।

(খ) কিঞ্চ হে হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'যজ্ঞং' (মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম) 'ঊর্দ্ধং' (দেবান্ প্রতি—ভগবন্তং প্রতি বা) 'নয়তং' (সংবাহয়তং—ভগবন্তং প্রাপয়তং বেত্যার্থঃ)।

(গ) অপিচ, হে হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'মা জিহ্বরতং' (মা কুটিলে ভবতং, মাং মা পরিত্যজতমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিচলিতে মা ভবতম্, অবিচলিতভাবেন মম হৃদি তিষ্ঠতমিতি ভাবঃ)।

(মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। জ্ঞানং ভক্তিশ্চ উভে সৎকর্ম্মসহায়কে। তয়োরনুকম্পয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিঃ সুগমা ভবতি। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে জ্ঞানভক্তী! যুবাং মাং সৎকর্ম্মপরং কুরু; অপিচ মাং ভগবৎপ্রাপ্তিসামর্থ্যং বিধেহি)।

(৩) 'দেবি' (হে দ্যোতনাত্মিকে দেবভাবজননয়িত্রে) হে 'ভর্য্যে' (হে গৃহভূতে, সদ্ভাবানামাধারভূতে) ভক্তিরূপিণি দেবি! ত্বং 'স্বং' (স্বকীয়ং) 'গোষ্ঠং' (আধারস্থানং, মম হৃদয়মিতি ভাবঃ) 'আবদতং' (সর্ব্বতঃ আবিশতং ইতি যাবৎ); অপিচ 'আয়ুঃ' (মম পূর্ণায়ুষ্কাল ইত্যর্থঃ) 'মা নির্ব্বাদিষ্টং' (নিরাকরণং মা কুরুতং, মা নাশয়তমিতি ভাবঃ); কিঞ্চ 'প্রজাং' (মম সদ্বৃত্তিং) 'মা নির্ব্বাদিষ্টং' (নিরাকৃতাং মা কুরুতং, মা নাশয়তমিতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবদনুকম্পয়া হৃদি ভক্তিভাবঃ পরিবৃদ্ধো ভবতি। সদ্বৃত্ত্যা সদ্ভাবেন চ পূর্ণায়ুষ্কালং প্রাপ্য সাধনাপ্রভাবেন ভগবন্তং লভেম ইতি ভাবঃ।

(৪) হে মম হৃন্নিহিতে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'অত্র' (আত্মন্) 'পৃথিব্যা বর্ষ্মন্' (শরীরভূতে দেবযজনে, যদ্বা—আত্মন্ সৎকর্ম্মণি, মম হৃদি ইতি ভাবঃ) 'রমেথাং' (ক্রীড়াং কুরুতং, সদা তিষ্ঠতমিত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ময়ি জ্ঞানভক্তী আবিচলিতে তিষ্ঠতাম্। তেন মমাভীষ্টলাভং ভবতু ইত্যেবং প্রার্থনা অত্র দ্যোততে। (৫অ—১৭ক—১-৪ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার চারিটী মন্ত্রের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ মন্ত্র জ্ঞানভক্তির সম্বোধনে এবং তৃতীয় মন্ত্র ভক্তিরূপিণী দেবীর সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

১। দেবগণের আহ্বানকারী হে হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য-প্রদানকারী তোমরা (আমার হৃদয়ে) দেবভাব শুদ্ধসত্ত্ব আনয়ন কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-সঞ্চয়ের জন্য এখানে প্রার্থনা আছে)।

২। (ক) হে হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! তোমরা প্রাঙ্মুখে অর্থাৎ ভগবৎ-সকাশে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর, অথবা আমাকে লইয়া যাও;

(খ) অপিচ হে হৃন্নিহিত জ্ঞান-ভক্তি! তোমরা আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম দেবগণের অর্থাৎ ভগবানের প্রতি সংবাহিত কর অথবা ভগবানকে প্রাপ্ত করাও;

(গ) আরও, হে হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! তোমরা কুটিল হইও না অর্থাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিও না, অথবা বিচলিত হইও না অর্থাৎ অবিচলিতভাবে আমার হৃদয়ে অবস্থিতি কর।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই সৎকর্ম্মের সহায়ক। তাহাদের অনুকম্পায় ভগবৎ-প্রাপ্তি সুগম হয়। ভাব এই যে,—হে জ্ঞান ও ভক্তি! তোমরা আমাকে সৎকর্ম্মপরায়ণ কর এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি-সামর্থ্য দেও)।

৩। হে দ্যোতনাত্মিকে দেবভাবজনয়িত্রে, হে গৃহভূতে অর্থাৎ সদ্ভাব-সমূহের আধারভূতে ভক্তিরূপিণি দেবি! তুমি আমার হৃদ্‌রূপ আধার-স্থানকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও; অপিচ, আমার পূর্ণায়ুষ্কালকে নিরাকৃত বা নাশ করিও না। আরও, আমার সদ্‌বৃত্তি-সমূহকে নিরাকৃত বা নাশ করিও না। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবদনুকম্পায় হৃদয়ে ভক্তিভাব পরিবৃদ্ধি হয়। সদ্‌বৃত্তি এবং সদ্ভাব দ্বারা পূর্ণায়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইয়া সাধনা-প্রভাবে ভগবানকে লাভ করি—এই ভাব মন্ত্রের অন্তর্নিহিত)।

৪। হে আমার হৃন্নিহিত জ্ঞানভক্তি! তোমরা এই শরীরভূত দেবযজনে অর্থাৎ আমার এই সৎকর্ম্মে অথবা আমার হৃদয়ে ক্রীড়া কর অর্থাৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহ। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক; আমাতে জ্ঞানভক্তি অবিচলিতভাবে অবস্থিত থাকুক এবং তদ্দ্বারা আমার অভীষ্ট লাভ হউক,—মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা দ্যোতিত)। (৫অ—১৭ক—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধর-কৃতং।)

(কা০ ৮।৩।৩২) 'দক্ষিণয়া দ্বারানীতা পত্নী পাণিভ্যাং শেষং প্রতিগৃহ্যাক্ষধুরাবনক্তি পরাগেদ্‌বশ্রেত্তাবিতি'। প্রতিপ্রস্থাত্রা সমানীতা পত্নী চোমশেষেণাজ্যেনাক্ষস্থোকাবগ্রভাগা-বধ্বায়াদিতি সূত্রার্থঃ। অক্ষধুরৌ দেবতে। দেবেষু শ্রূয়তে দেবশ্রুতৌ। শূণোতেঃ ক্বিপ্তু গাগমশ্চ।

হে দেবশ্রুতৌ দেবসভায়াং প্রসিদ্ধে অক্ষধুরৌ অক্ষাগ্রভাগৌ যুবাং যজমানোঽয়ং যক্ষতীতি দেবেষু আঘোষতম্ উচ্চধ্বনিনা কথয়তম্। 'ঘুষির্ শব্দে'। (কা০ ৮।৪।৩) "প্রাচী প্রেতমিতি বাচয়তীতি" হবির্ধানাখ্যে যদা প্রবর্ত্তেতে তদা যজমানং বাচয়েদিতি সূত্রার্থঃ। ত্রয়াণাং যজুষাং হবির্ধানে দেবতে। হে উভে শকটে যুবাং প্রাচী প্রাঙ্মুখে প্রেতং প্রকর্ষেণ গচ্ছতম্। প্রাগঞ্চতস্তে প্রাচী। কিংভূতে যুবাম্। অধ্বরং কল্পয়ন্তী ইদং কর্ম্ম সমর্থং কুর্ব্বাণে। কিংচ যজ্ঞমিমমূর্ধ্বং নয়তমুপরিবর্ত্তিদেবান্‌প্রতি প্রাপয়তম্। মা জিহ্বরতং মা কুটিলে ভবতম্। 'হ্বৃ কৌটিল্যে'। পিজন্তস্য লুঙি রূপম্। যদ্বা 'হ্বল চলনে' মা চলতম্। (কা০ ৮।৪।৪)। 'স্বং গোষ্ঠমিতি চ ধর্জতীতি'। প্রবর্ত্তমানয়োঃ শকটয়োরক্ষে ধর্জতি ধ্বনিং কুর্ব্বতি সতি স্বং গোষ্ঠমিতি যজমানং বাচয়েদিতি সূত্রার্থঃ। দুর্য্যাশব্দো গৃহবাচী। 'গৃহা বৈ দুর্য্যাঃ' (৩।৫।৩।১৮) ইতি শ্রুতেঃ। তেন গৃহসদৃশে শকটে লক্ষ্যেতে। হে দেবি দুর্যে গৃহসদৃশ-শকটদ্বয়রূপে দেবতে, স্বং গোষ্ঠং স্বকীয়ং গোস্থানমাবদতং সর্ব্বতঃ কথয়তম্। যোঽয়মক্ষশব্দস্তেন যজমানস্য গৃহং বহুনাং গবাং যথা স্থানং ভবতি তথা কথয়তমিত্যর্থঃ। যুবাভ্যামুচ্চারিতং তথৈব স্যাদিতি ভাবঃ। কিং চ আয়ুর্মা নির্বাদিষ্টং যজমানস্য যাবদায়ুরস্তি তাবৎ সর্ব্বং মা নিরাকার্ষ্টম্। বদতের্লুঙি মধ্যমদ্বিবচনে রূপম্। যদ্বা নিকৃষ্টং পশুপনাদিরহিতং মা উচ্চারয়তম্। প্রজাং মা নির্ব্বাদিষ্টং যজমানস্য প্রজাং পুত্রাদিরূপাং মা নিরাকার্ষ্টম্। অনেনাক্ষশব্দেনায়ুঃপ্রজয়োর্নিরাকরণং মা ভূদিতি ভাবঃ। উভয়বদ্ধো যোঽক্ষঃ স দুষ্টবাক্ বরুণদেবরূপঃ। তদাহ শ্রুতিঃ 'বরুণো বা এষ দুর্বাগুভয়তো বদ্ধো যদক্ষঃ' (৩।৫।৩ ১৮) ইতি। তস্মাচ্ছাপরূপদুর্ব্বাক্যপরিহারায়াশীর্ব্বাদরূপং সুবাক্যমনেন মন্ত্রেণ প্রার্থ্যতে। (কা০ ৮।৪।৫)। 'পশ্চাদুত্তরবেদেস্ত্রিষু প্রক্রমেষু মত্যা বা নভ্যস্থে অভিমন্ত্রয়তেঽত্র রমেথামিতি'। বেদিনিকটস্থাপিতে উভে শকটে অভিমন্ত্রয়েদিতি সূত্রার্থঃ। হে শকটে পৃথিব্যাঃ বর্ষ্মন্ বর্ষ্মণি ভূমেঃ শরীরভূতেঽত্রাস্মিন্ দেবযজনে যুবাং রমেথাং ক্রীড়াং কুরুতং। বর্ষ্মণি স্তীর্ণে বা। 'সুপাং সুলুক্' (পা০ ৭।১।৩৯) ইতি ঙের্লোপে 'ন ঙিবুদ্ধ্যোঃ' (পা০ ৮।২।৮) ইতি ন লোপাভাবঃ। দেবযজনস্য ভূমেঃ শরীরত্বং তিত্তিরিণোক্তম্—'বর্ষ্ম হ্যেতৎ পৃথিব্যা যদ্দেবযজনম' ইতি॥ (৫অ—১৭ক—১-৪ম)॥

. • . •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—•:○:•—

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। কিন্তু ভাষ্যের ব্যাখ্যায় মন্ত্রটী জটিলতা-পূর্ণ হইয়াছে। মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি অনুসারে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, প্রথমে পর পর তাহার উল্লেখ করিতেছি। দক্ষিণদ্বারে আনীত যজমান-পত্নী হবিঃশেষ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা অক্ষধুরদ্বয় অভিসিঞ্চন করিতে করিতে 'দেবশ্রুতৌ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। প্রতি-প্রস্থাতা কর্ত্তৃক সমানীতা যজমানপত্নী হোমশেষভূত আজ্য দ্বারা অক্ষের উভয় অগ্রভাগকে অভিসিঞ্চিত করিবেন। প্রথম মন্ত্রের দেবতা অক্ষধুর। এ হিসাবে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—

'দেবসভায় প্রসিদ্ধ হে অক্ষধুর বা অক্ষাগ্রভাগদ্বয়! এই যজমান তোমাদিগকে অভিসিঞ্চিত করিতেছে, এই কথা দেবগণের নিকট উচ্চ-ধ্বনিতে বিঘোষিত কর।' পরবর্ত্তী তিনটী মন্ত্রের হবির্দ্ধান দেবতা। হবির্দ্ধানাখ্য প্রবর্ত্তিত হইলে যজমান এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। মন্ত্রত্রয়ের অর্থ,—'হে উভয় শকট! তোমরা প্রাঙ্মুখ প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। তোমরা কিরূপ? 'অধ্বরং কল্পয়ন্তী' অর্থাৎ এই কার্য্যে সমর্থকারী, অপিচ এই যজ্ঞকে উপরিবর্ত্তী দেবগণের প্রতি নয়নকর্ত্তা। তোমরা কুটিল হইও না।' প্রবর্ত্তমান শকটে অক্ষধ্বনি উত্থিত হইলে যজমান 'স্বং গোষ্ঠং' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। 'দুর্য্য' শব্দ গৃহবাচক। তাহাতে 'দুর্য্য' পদে গৃহসদৃশ শকটের প্রতি লক্ষ্য আসে। হে গৃহসদৃশ শকটদ্বয়রূপ দেবতা! স্বকীয় গোস্থানকে সর্ব্বতোভাবে বল। যেহেতু এই অক্ষশব্দে যজমানের গৃহে যাহাতে বহু গবাদির স্থানসংকুলান হয়, সেইরূপ ভাবে বল। তোমাদের উচ্চারিত শব্দ তদ্রূপ হউক,—ইহাই ভাবার্থ। অপিচ, যে পর্য্যন্ত যজমান জীবিত থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমরা নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ধ্বনি উচ্চারণ করিও না; অথবা যজমানের প্রজাপুত্রাদিগকেও নিরাকৃত করিও না। এই অক্ষশব্দের দ্বারা যজমানের আয়ুঃ ও পুত্র নিরাকৃত না হয়, ইহাই ভাবার্থ। উভয়দিকে বদ্ধ যে অক্ষাগ্রভাগ, তাহা দুষ্টবাক্ বরুণদেবরূপী—শ্রুতিতে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। অতঃপর বেদির নিকটে স্থাপিত উভয় শকটকে অভিমন্ত্রিত করিবার বিধি। মন্ত্রের অর্থ—'হে শকটদ্বয়! ভূমিশরীরভূত এই দেবযজনস্থানে তোমরা ক্রীড়া কর।'

মন্ত্রের ইহাই ভাষ্যানুসারী অর্থ। কিন্তু শকট বা অক্ষ বোধক কোনও সম্বোধন পদ মন্ত্রের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। সূত্র-গ্রন্থোক্ত প্রয়োগবিধির অনুসরণেই বোধ হয় ভাষ্যকার মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বোধন-পদ-সমূহ আমনন করিয়াছেন। তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়াই, ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থবিকৃতি ঘটাইয়াছেন। আমাদের এইরূপ মনে হয়। যাহা হউক আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের অনুসৃত পন্থা পরিহার করিয়া আমাদের অনুমোদিত স্বতন্ত্র পন্থার অনুসরণ করিয়াছি। বেদমন্ত্রের সেই সার্ব্বজনীন ভাব সংরক্ষণ-পক্ষে আমাদের পরিগৃহীত অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। নতুবা, একই পদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ অর্থ পরিগ্রহণের আবশ্যক হয়। যাহা হউক, আমরা কি সূত্রে ভাষ্যকারের অধ্যাহৃত ব্যাখ্যা পরিহার করিতে বাধ্য হইলাম, একে একে তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিতেছি। সে পক্ষে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার এবং বঙ্গানুবাদের অনুসরণ করিতে বলি।

মন্ত্রের সম্বোধ্য দ্বিবচনান্ত প্রথম পদ—'দেবশ্রুতৌ'। ভাষ্যকারের অর্থ—'দেবসভায়াং প্রসিদ্ধে অক্ষধুরৌ।' যে বাক্যে এই অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহা এই,—'দেবেষু শ্রূয়তে।' ইহার অর্থ দেবগণের মধ্যে যাহারা শ্রুত হয়। ইহা হইতে দেবগণকে যাহারা শ্রবণ করায়,—এ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে? ভাবার্থে—দেবগণকে আহ্বান করে। এইরূপ ভাবের অনুসরণে 'দেবশ্রুতৌ' পদের অর্থ হইয়াছে—'দেবানাং আহ্বায়িত্র্যৌ।' মন্ত্রের সম্বোধ্য, আমাদের মতে, জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞান ও ভক্তি সদ্ভাব-সদ্গুণাবলির জনয়িত্রী; সদ্ভাবোদয়ে সৎস্বরূপের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তি যে দেবতাগণের মধ্যে শ্রুত হয় অর্থাৎ দেবগণকে আহ্বান করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনটী বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ঐ তিন অংশে যে উচ্চভাব প্রকটিত, আমাদের ব্যাখ্যায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাব সরল; সুতরাং বিশ্লেষণ বাহুল্য-মাত্র। 'মা জিহ্বরতং' বাক্যাংশের ভাষ্যের অর্থ—'মা কুটিলে ভবতং।' এ অর্থে ভাব বিশেষ পরিস্ফুট হইল না। যখন হৃদয় অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন হয়, যখন জ্ঞান ও ভক্তি দূরে সরিয়া যায়; তখনই তাহাকে কুটিলতা-সম্পন্ন বলা যাইতে পারে। এই ভাব হইতে অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে—'অবিচলিতভাবে তোমরা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাক।'

তৃতীয় মন্ত্রের 'দুর্যো' সম্বোধন-পদে শকট লক্ষিত হইয়াছে। শকট যেমন দ্রব্য-সম্ভার-সংবাহী ও সেই দ্রব্যসম্ভারের আধার-স্থানীয়; হৃদয়ের বিশুদ্ধা-ভক্তিও তেমনি ভগবানকে সংবাহন করিয়া আনে এবং তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও ধারণ করে। ভগবানে একনিষ্ঠাই এ হিসাবে ভক্তিপদবাচ্য। ভক্তি হৃদয়ের সামগ্রী। তাই মন্ত্রের প্রথমেই ভক্তিকে আবাহন করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্পমূলক প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। সেই হিসাবেই 'গোষ্ঠং' পদের 'আমার হৃদয় রূপ আধারকে' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'বদতং' ক্রিয়াপদের অর্থ—ভাষ্যমতে 'কথয়তম্'। 'স্বং গোষ্ঠং আবদতং' মন্ত্রাংশের তদনুসারে অর্থ হইয়াছে—'স্বকীয় গোস্থানকে বল।' মন্ত্রে শকটের সম্বোধন আছে। অর্থ—'হে শকট! তুমি স্বকীয় গোস্থানকে বল'। এ অর্থে মন্ত্রের কি ভাব প্রকাশ পায়, সুধীগণেরই তাহা বিচার্য্য। 'বদ' ধাতু হইতে 'আবদতং' (আ+বদ্+লোটে তম্) পদ নিষ্পন্ন। ঐ বদ্ ধাতুর 'বলা' হয়, আবার উহার অর্থ—'স্থির থাকা' হয়। আমরা শেষোক্ত ভাবই গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহা হইতে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে—'সর্ব্বত আবিশতং'। মন্ত্রের সম্বোধ্য—ভক্তিরূপিণী দেবী। ভক্তি হৃদয়কেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর তাহাই ভক্তির উপযুক্ত স্থান। 'হৃদয়ে তুমি স্থির থাক'—ভক্তিকেই, হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকেও বলা চলিতে পারে। শকটকে গোশালায় পাঠাইয়া মানুষের কি ফললাভ হয়? শকট যজ্ঞের দ্রব্য-সম্ভার বহন করে; হৃদয় ভগবানের পূজার উপকরণ-সমূহ সঞ্চয় করিয়া রাখে; হৃদয়ের ভক্তি তৎসমুদায় ভগবানের নিকট সংবাহিত করিয়া লইয়া যায়। মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

এই কণ্ডিকার অন্যান্য মন্ত্রের আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করিলাম, তাহার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ভাষ্যকারের সহিত আমাদের সে সকল বিষয়ে বিশেষ মতদ্বৈধ ঘটে নাই। কণ্ডিকার সকল মন্ত্রেরই ভাব সরল ও উচ্চভাবদ্যোতক। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তদ্বিষয় উপলব্ধ হইবে। (৫অ—১৭ক—১-৪ম)॥ *

---

* মন্ত্রের একটী প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদ, যথা,—

"Heard by the Gods, ye twain, to Gods proclaim it.
"Go eastward, O ye twain, proclaiming worship. Swerve ye not; bear the sacrifice straight upward.
"To your own cowpen speak, ye godlike dwellings.
"Speak not away my life, speak not away my children.
"On the earth's summits here may ye be joyful".

অষ্টাদশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। অষ্টাদশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাᳬংসি।

(২) যো অস্কভায়দুত্তরᳬ সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ।

(৩) বিষ্ণবে ত্বা ॥ ১৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'যঃ' (যো বিষ্ণুঃ) 'পার্থিবানি' (পৃথিবীসম্বন্ধীনি পঞ্চভূতাত্মকানি ইত্যর্থঃ) 'রজাংসি' (সারভূতানি কারণানি, সৃষ্ট্যুপকরণানি নিখিলাণুপরমাণুজাতানীতি যাবৎ) 'বিমমে' (নির্ম্মমে, নির্ম্মিতবান্) তস্য 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'বীর্য্যাণি' (অলৌকিক-কার্য্যাণি, মাহাত্ম্যানীতি ভাবঃ) 'নুকং' (নিত্যং, স্বতঃ) 'প্রবোচং' (প্রকৃষ্টরূপেণ কীর্ত্তয়ামি, প্রত্যক্ষং করোমি)। ভগবন্মহিমা অস্মাকং নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত ইতি ভাবঃ।

(২) 'ত্রেধা বিচক্রমাণঃ' (সর্ব্বপ্রাণিনো মনোজীবভাবেষু অনুপ্রবিশ্যমানঃ, যদ্বা—অগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপেণ ভূম্যন্তরিক্ষদ্যুলোকেষু স্বমাহাত্ম্যবিজ্ঞাপকঃ) 'উরুগায়ঃ' (মহাত্মভির্গীয়তঃ, ক্রান্তদর্শিভিঃ স্তুতঃ) 'যঃ' (যো বিষ্ণুঃ—ভগবান্) 'উত্তরং' (শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং) 'সধস্থং' (লোক-ত্রয়াশ্রয়ভূতং অন্তরিক্ষং, দেবভাবানাং আধারস্থানং—সাধনসম্পন্নানাং হৃদ্রূপমিতি ভাবঃ) 'অস্কভায়ৎ' (স্তম্ভয়তি, উন্নময়তি, যদ্বা—যথা অধো ন পততি অজ্ঞানমোহাৎ স্থানভ্রষ্টং ন ভবতি তথা ধারয়তীতি ভাবঃ)।

(৩) তস্মৈ 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবৎপ্রীতয়ে) হে হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামীতি শেষঃ।

বিশ্বপ্রকাশকঃ স ভগবান্ সর্ব্বেষামারাধনীয়ঃ। সর্ব্বপ্রাণিনো মনোজীবভাবেষু অনুপ্রবিশ্য স ভগবান্ তান্ সদৈব নিয়ময়তি। তদনুগ্রহেণ হি কেবলং নরাঃ চিত্তোৎকর্ষং লভন্তে। মোক্ষেচ্ছুঃ জনঃ তস্য ভগবতঃ প্রীত্যর্থং সারভূতং শুদ্ধসত্ত্বং নিবেদয়তি। ইত্যেবং তাৎপর্য্য এতে মন্ত্রাঃ দ্যোতয়ন্তি। (৫অ—১৮ক—১-৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

[এই অষ্টাদশ কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক।]

১। যে বিষ্ণু পৃথিবীসম্বন্ধী পঞ্চভূতাত্মক সারভূত কারণসমূহ অর্থাৎ নিখিল অনুপরমাণুজাত সৃষ্ট্যুপকরণসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই

বিশ্বব্যাপক ভগবানের অলৌকিক কার্য্যের মাহাত্ম্যের বিষয় আমরা নিত্যই কীর্ত্তন করিতেছি বা করিয়া থাকি। (ভাবার্থ—ভগবন্মহিমা আমাদিগের নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত)।

২। সকল প্রাণীর মনোজীবভাব-সমূহের মধ্যে অনুঃপ্রবিষ্ট, অথবা অগ্নিবায়ু-সূর্য্যরূপে পৃথিবী-অন্তরিক্ষ-দ্যুলোকে স্বমহিমাবিজ্ঞাপক, মহাত্ম-গণের আরাধনীয় যে বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান্ শ্রেষ্ঠস্থানীয় লোকত্রয়াশ্রয়ভূত অন্তরিক্ষকে অর্থাৎ দেবভাবসমূহের আধারস্থান সাধনসম্পন্নগণের হৃদয়কে মন্থন করেন অর্থাৎ অজ্ঞান-মোহে স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাহাতে অধঃপতিত না হয়, এমনভাবে যিনি ধারণ করেন।

৩। সেই বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির জন্য, হে হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব, তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।

(বিশ্বপ্রকাশক সেই ভগবান সকলের আরাধনীয়। তিনি সকল প্রাণীর মনোজীবভাবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদা সকল সময়ে নিয়মিত করেন। কেবল তাঁহারই অনুগ্রহে মানুষ চিত্তোৎকর্ষ লাভ করে। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি সেই ভগবানের প্রীতির জন্য সারভূত শুদ্ধসত্ত্বকে নিবেদন করেন। মন্ত্রত্রয়ের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। (৫অ—১৮ক—১-৩ম)॥

• • •

(মন্ত্রভাষ্যং) মহীধরকৃতং।

(কা০ ৮।৪।৬)। 'উত্তরেণ পরিক্রম্য দক্ষিণযূপস্তম্ভনাতি বিষ্ণোর্নুকমিতি'। দক্ষিণ শকটস্যাগ্রং ওড়ুমাধারভূতং কাষ্ঠং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তিস্রো বৈষ্ণব্যস্ত্রিষ্টুভঃ আদ্যে যজুরন্তে। বিষ্ণবে ত্বেতি যজুঃ। নুকমিত্যব্যয়মবধারণার্থম্। বিষ্ণোরেব বীর্য্যাণি কর্ম্মাণ্যহং প্রবোচং প্রব্রবীমি। প্রপূর্ব্বস্য বচেলুঙি রূপং বচেরুম্ অডভাবঃ। কানি কর্ম্মাণীত্যাহ। যো বিষ্ণুঃ পার্থিবানি রজাংসি পৃথিব্যন্তরিক্ষলোকস্থানানি বিমমে নির্ম্মমে। লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে (নিরু০ ৪।১৯) ইতি যাস্কোক্তেঃ রজঃশব্দো লোকবাচকঃ। যদ্বা যঃ পার্থিবানি রজাংসি পার্থিবপরমাণূন্ বিমমে পরিগণিতবান্। যশ্চ বিষ্ণুরুত্তরমুপরিতনং সধস্থং দেবানাং সহবাসস্থানং দ্যুলোকরূপমস্কভায়ৎ যথাধো ন পততি তথা স্তম্ভিতবান্। সহ দেবাঃ তিষ্ঠন্তি যস্মিংস্তৎ সধস্থম্। "সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি" (পা০ ৩।৬।১৬) ইতি সহস্য সধাদেশঃ। "স্কম্ভু রোধনে।" 'ক্র্যাদিভ্যঃ শ্না'। 'হলঃ শ্নঃ শানজ্ঝৌ' (পা০ ৩।১।৮৩) ইতি হেরনুবৃত্তৌ ছন্দসি শায়জপি' (পা০ ৩।১।৮৪) ইতি যদ্যপি হৌ পরে শ্নাপ্রত্যয়স্য শায়জাদেশোঽবিহিতস্তথাপ্যত্র ব্যত্যয়ো

বহুলম্ (পা০ ৩।১।৮৫) ইতি লঙ্যপি শ্নঃ শায়জাদেশে অস্কভায়দিতি রূপম্। কীদৃশো বিষ্ণুঃ? ত্রেধা বিচক্রমাণস্ত্রিষু লোকেষগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপেণ পদত্রয়ং নিদধানঃ। বিপূর্ব্বস্য ক্রমতেঃ লিটঃ কানজ্ (পা০ ৩।২।১০৬) ইতি কানচি রূপম্। তথা উরুগায়ঃ উরুগায়ো গমনং যস্য উরুভির্মহাত্মভির্গীয়তে ইতি বা। (কা০ ৮।৪।৭) দক্ষিণতঃ স্থূণাম্যুপনিহন্তি বিষ্ণবে ত্বেতি। হে স্থূণে কাষ্ঠ! বিষ্ণবে হবির্ধানশকটাভিমানিবিষ্ণুপ্রীত্যর্থং ত্বাং নিহন্মি নিখনামীতি শেষঃ॥ ১৮॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ০⊂⊃০ঃ§——

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে এবং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়, কোনও ব্যক্তি-বিশেষ যেন কহিতেছেন,—'আমি পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের নির্ম্মাণকারী বিষ্ণুর পূর্ব্বকৃত বীর্য্যের বিষয় কহিতেছি। তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোকে তিন পদ স্থাপন করিয়া আছেন, দেবগণের বাসস্থান দ্যুলোক অধঃপতিত না হয়,—এই ভাবে তিনি তাহা ধারণ করিয়া আছেন।' মন্ত্রান্তর্গত 'প্রবোচং', 'অস্কভায়ৎ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদই ব্যাখ্যা-কারগণকে ঐরূপ অর্থের অন্বেষণে সহায়তা করিয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত পন্থারই প্রদর্শক বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যারম্ভে মন্ত্রের সূত্রোক্ত প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ করিয়া, পরে তিনি আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তর দিক পরিক্রমণানন্তর দক্ষিণ দিকে আসিয়া, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, দক্ষিণশকটাগ্রভাগকে উন্নতভাবে রাখিবার জন্য কাষ্ঠ-স্থূণা স্থাপন করিবার বিধি। এই যজুর্ম্মন্ত্রদ্বয়ের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ এবং মন্ত্রদ্বয় বিষ্ণুদেবতা-সম্বন্ধ। 'বিষ্ণবে ত্বা' ইত্যাদি যজুঃ এবং উহার সম্বোধ্য স্থূণাকাষ্ঠ। মন্ত্রের অর্থ—বিষ্ণুর কর্ম্ম-সমূহের বিষয় কহিতেছি। বিষ্ণুর সেই সকল কর্ম্ম কিরূপ? তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক স্থান-সমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তিনি উপরিতন দেবগণের দ্যুলোকরূপ সহবাসস্থান যাহাতে অধঃপতিত না হয়, সেইরূপ ভাবে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। বিষ্ণু কিরূপ? যিনি তিন লোকে অগ্নি বায়ু-সূর্য্যরূপে তিন পদ স্থাপন করিয়া আছেন; আর মহাত্মগণ যাঁহার বিষয় গান করিয়া থাকেন। হে স্থূণে কাষ্ঠ! হবির্দ্ধান-শকটাভিমানী বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে নিখনন করিতেছি।' ইহাই মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ।

ভাষ্যকারের সহিত আমাদের প্রথম মতান্তর ঘটিয়াছে—মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়াপদ লইয়া। আমাদের মতে মন্ত্রান্তর্গত ক্রিয়াপদে অতীতের সহিত ত্রিকালের সম্বন্ধ বিদ্যমান। করিয়াছেন, করিবেন, করিতেছেন, করিয়াছিলেন, করেন,—এই সকল প্রকার ভাবই ক্রিয়াপদে নিহিত আছে বলিয়া প্রতীত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'প্রবোচং' পদ লৌকিক ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার উহার অর্থ করিয়াছেন,—'প্রব্রবীমি' অর্থাৎ 'কহিতেছি' বা 'বলিতেছি।' উভয়ই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াপদ। কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন,—ঐ ক্রিয়াপদের উৎপত্তিস্থল—'প্র+অবোচন্'। ঐ পদের অর্থে তাঁহারা বলেন,—'প্র প্রকর্ষেণ অবোচন্

ব্রবীমি।' ভাষ্যে আছে,—'বচেলুঙি রূপং।' তাহা হইলে, বুঝিয়া দেখুন, ভূতকালদ্যোতক 'লুঙের' পদকে বর্ত্তমানকালদ্যোতক 'লট' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই কোনও শ্রোতার বিদ্যমানতা মানিয়া লইয়াছেন, বুঝা যায়। তাহা না হইলে এবং মন্ত্রোচ্চারণকালে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। সুতরাং পরবর্ত্তী 'অস্কভায়ৎ' ক্রিয়াপদকে অতীতকালজ্ঞাপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতে মন্ত্রের কাল-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।

কিন্তু নিত্য-সত্য বেদমন্ত্র ত্রিকালেই সমান ভাব ব্যক্ত করে। আমরা আমাদের ব্যাখ্যায় সেই নিত্যকালের সম্বন্ধ-সংরক্ষার বিষয়েই প্রয়াস পাইয়াছি। 'অস্কভায়ৎ' যে অতীত কালের ক্রিয়াপদ, তাহাতেও আমাদের মনে হয়, নিত্যকালের সম্বন্ধই সংরক্ষিত। যিনি যে ভাবে যে কালেই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, মন্ত্রের অর্থ অচ্ছিন্ন-ভাবেই ব্যক্ত হইবে। 'বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং' মন্ত্রাংশের অর্থ—'বিষ্ণুর বা ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।' এ কথা অতীতকালেও বলা হইয়াছে, আবার ভবিষ্যৎকালেও বলিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, 'প্রবোচং' ক্রিয়াপদ বৈদিকভাষায় সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে—সকল কালেই ভগবান এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, সকল কালে সকল স্থানেই তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, আবার সকল কালে সকল সময়েই তিনি মোক্ষেচ্ছু জনের চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া, আপনার নিকট টানিয়া লন। ভগবান যে বিশ্বের উপাদানভূত পঞ্চভূতাত্মক অণুপরমাণু-সমূহ—বিশ্বের সারভূত কারণ—সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা যে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সমাহিত করিয়াছেন—ইহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালেই সত্য স্বতঃসিদ্ধ। তিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে বিদ্যমান, জীবের মনোজীবভাব সকলই তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন,—এ ভাব সকল কালে সকল অবস্থাতেই পরিগৃহীত হইতে পারে।

উপসংহারে এবম্বিধ মহিমোপেত ভগবানকে হৃদয়ের সারসামগ্রী সদ্ভাব—জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি—প্রদানের উপদেশ আছে। ভগবানের অশেষ শক্তির ও করুণার পরিচয় নিয়তই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। তাঁহার প্রেম-পীযূষ-ধারা নানা দিকে নানা ভাবে প্রবহমান্। মন্ত্রের উপদেশ—'যদি তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইতে চাও, তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাহাই মোক্ষলাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।' * (৫অ—১৮ক—১-৩ম)॥

* মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ; যথা,

"Now I will tell thee mighty deeds of Vishnu, of him who measured out the earthly regions.

"Who propped the highest place of congregation, thrice setting down his foot and widely striding.

"For Vishnu thee."

একোনবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। একোনবিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দিবো বা বিষ্ণ উত বা পৃথিব্যা মহো বা

বিষ্ণ উরোরন্তরিক্ষাৎ।

উভা হি হস্তা বসুনা পৃণস্বা পযচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ।

(২) বিষ্ণবে ত্বা ॥ ১৯ ॥

• • •

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) 'বিষ্ণো' (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন)! ত্বং 'দিবো বা' (দ্যুলোকাদ্বা, স্বর্গলোকাদ্বেতি যাবৎ) 'উত' (অপিচ) 'পৃথিব্যাঃ বা' (পৃথিবীলোকাদ্বা, ভূবিসকাশাদ্বা) 'বা' (এবং) 'বিষ্ণো' (হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্) 'মহো' (মহতঃ) 'উরোঃ' (অনন্তপ্রসারিতাৎ) 'অন্তরিক্ষাৎ' (অন্তরিক্ষলোকাদ্বা সমানীতেন) 'বসুনা' (ধনেন, পরমধনেন—শুদ্ধসত্ত্বরূপেণেতি ভাব) 'উভা' (উভৌ) 'হি' (অপি, এব) 'হস্তা' (হস্তৌ—উভাবপি স্বকীয়ৌ হস্তৌ) 'পৃণস্ব' (পূরয়স্ব, আপূরয়েতি যাবৎ); ততঃ 'দক্ষিণাৎ উত সব্যাৎ' (ধনপূর্ণাভ্যাং উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, অকৃপণতয়া মুক্তহস্তেন বা) 'আ প্রযচ্ছ' (দেহি—অস্মভ্যমিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান অকৃপণতয়া অস্মাসু করুণাধারাং বর্ষয়তু আপিচ সর্ব্বলোকাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপং পরমধনং সমানীত্য অস্মাসু স্থাপয়তু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(২) হে মম হৃদ্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকায় ভগবৎপ্রীতয়ে) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামিতি শেষঃ। (৫অ—১৯ক—১-২ম) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র প্রার্থনাজ্ঞাপক। প্রথম মন্ত্র ভগবৎসম্বোধনে এবং দ্বিতীয় মন্ত্র শুদ্ধসত্ত্ব-সম্বোধনে বিনিযুক্ত]।

১। হে বিশ্বব্যাপক ভগবন্! আপনি দ্যুলোক বা স্বর্গলোক হইতে অপিচ পৃথিবী বা ভূলোক হইতে এবং মহৎ অনন্তপ্রসারিত অন্তরিক্ষলোক হইতে সমানীত ধনের দ্বারা আপনার উভয় হস্তই পূর্ণ করুন এবং দক্ষিণ

ও বাম উভয় হস্ত হইতে (দ্বারা) অর্থাৎ মুক্তহস্তে বা কৃপণতারহিত হইয়া (সেই ধন) আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। ভগবান কার্পণ্যরহিত হইয়া আমাদিগের প্রতি তাঁহার করুণাধারা বর্ষণ করুন এবং সর্ব্বলোক হইতে শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধন আনিয়া আমাদিগের মধ্যে স্থাপন করুন,—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত)।

২। হে আমার হৃদ্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিবেদন করিতেছি। (৫অ—১৯ক—১-২ম)॥

• • •

(মন্ত্রভাষ্যং) মহীধরকৃতং।

(কা০ ৮।৪।৮-৯)। দিবো বেত্যন্তরং প্রতিপ্রস্থাতোত্তরস্থূণং পূর্ব্ববদিতি। যথাধ্বর্য্যু-দক্ষিণশকটং মন্ত্রেণোপষ্টভ্য বিষ্ণবে ত্বেতি স্থূণাং নিখাতবানেবং প্রতিপ্রস্থাতোত্তরশকটে কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে বিষ্ণো। দিবো দ্যুলোকাদুত অপিচ পৃথিব্যাঃ ভূলোকাৎ বাপিচ মহো মহতঃ উরোর্বিস্তীর্ণাদন্তরিক্ষলোকাদ্বা সমানীতেন বসুনা দ্রব্যেণ উভা হি হস্তা উভাবপি স্বকীয়ৌ হস্তৌ পৃণস্ব পূরয়স্ব। ততো ধনপূর্ণাদ্দক্ষিণাদুত সব্যাদ্বামাদ্ধস্তাৎ আ প্রযচ্ছ বহুকৃত্ব আবৃত্য প্রকৃষ্টং মণিমুক্তাদিধনমস্মভ্যং দেহি। বিষ্ণবে ত্বেত্যয়ং মন্ত্রঃ পূর্ব্ববৎ॥ ১৯॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

অধ্বর্য্যু যেমন 'বিষ্ণবে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে দক্ষিণশকটের স্থূণা নিখনন করিবেন, সেইরূপ প্রতিপ্রস্থাতা এই মন্ত্রে উত্তর-শকটে তদনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ইহাই মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি। মন্ত্রটী সরল অর্থজ্ঞাপক। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের প্রায়ই মতদ্বৈধ ঘটে নাই। মন্ত্রটীর লৌকিক অর্থ-গ্রহণে ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'বসুনা' পদে 'মণিমুক্তাদি পার্থিবধন' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'বসুনা' পদের লৌকিক অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক অর্থ অধ্যাহার করি। ভগবানের করুণায় যেমন পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য লাভ হয়, তেমনি পরমার্থধনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি তাঁহার নিকট যেরূপ ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার সেইরূপ ধনই অধিগত হইয়া থাকে। সাধক যিনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যিনি, তিনি পার্থিব-ধনলাভের প্রলোভনের অতীত; তাঁহার লক্ষ্য—পরমার্থধনের প্রতি। ভগবানের নিকট তিনি সেই ধনই যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। তাই আমরা, 'বসুনা' পদের ভাষ্যাতিরিক্ত 'পরমধনেন—শুদ্ধসত্ত্বরূপেণ' অর্থ অধ্যাহার করিলাম।

মন্ত্রের 'আপ্রযচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ' মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'তুমি তোমার দক্ষিণ ও বাম হস্তের দ্বারা প্রদান কর।' কেহ কেহ উহার অর্থ করিয়াছেন,—'দক্ষিণ দিক ও বাম

দিক হইতে।' আমাদের মতে উহার অর্থ—কার্পণ্যরহিত হইয়া অর্থাৎ মুক্তহস্তে আমাদিগকে ধনদান করুন।. কি ধন দান করিবেন? ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই ত্রিলোকাস্থিত যে দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্ব সেই ধন দান করিবেন,—'দিবঃ', 'পৃথিব্যাঃ', 'অন্তরিক্ষাৎ' প্রভৃতি পদে সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

মন্ত্রের প্রার্থনা পার্থিব ধনলাভের প্রার্থনা নহে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার করুণাধারা অনন্তরূপে অনন্ত দিকে ধাবমানা। আপনি কার্পণ্যরহিত হইয়া আমাদিগের প্রতি সে করুণাধারা বর্ষণ করুন। যে দেবভাব—শুদ্ধসত্ত্বরূপ পরমধন ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক অর্থাৎ সর্ব্বলোকে ব্যাপিয়া আছে, আপনি মুক্তহস্তে তাহা আমাদিগকে প্রদান করুন। আপনার কৃপায় পরমধন লাভ করিয়া আমরা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হই।' (৫অ—১৯ক—১·২ম)॥

—— • ——

বিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। বিংশ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।

(২) যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ২০॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'উরুষু' (মহৎসু, অনন্তপ্রসারিতেষু ইতি যাবৎ) 'ত্রিষু বিক্রমণেষু' (ভূম্যন্তরিক্ষদ্যুলোকরূপেষু ত্রিষু লোকেষু অবস্থিতেষু আশ্রিতেষু, যদ্বা—অগ্নিবায়ু-সূর্য্যরূপেষু অবস্থিতেষু আশ্রিতেষু) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) ভুবনানি (ভূতজাতানি) 'অধিক্ষিয়ন্তি' (নিবসন্তি, প্রকাশয়ন্তি); অপিচ, যো ভগবান্ 'মৃগো ন ভীমঃ' (সিংহ ইব ভীষণঃ, সিংহঃ যথা কাঞ্চিদন্যান্ প্রাণিবিশেষান্ হননত্বাৎ তেষাং প্রাণিনাং ভীতিজনকঃ, তদ্বৎ ভগবানপি পাপরূপাণাং বৈরিণাং হননত্বাৎ পাপাত্মনাং ভীত্যুৎপাদকঃ), অথবা 'মৃগঃ' (শুদ্ধোপহতপাপ্মা, পাপসম্বন্ধং নাশয়িতা বা) 'ন' (এবং) 'ভীমঃ' (শত্রূণাং পাপাত্মনাং বা ভীতিজনকঃ) 'কুচরঃ' (প্রলয়কালে অনন্তশায়ী, মৎস্যাদিরূপেণ পৃথিবীং ধারয়িতা বা, যদ্বা—সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বত্রসঞ্চারী বিশ্বব্যাপীত্যর্থঃ) 'গিরিষ্ঠাঃ' (গিরিবদুচ্চ্রিত-লোকস্থায়ী, বেদমন্ত্রাদিরূপায়াং বাচি আত্মত্বেন অধিষ্ঠিতঃ, যদ্বা—দেহেষু অন্তর্য্যামিরূপেণ বিরাজিতঃ ইতি ভাবঃ) 'তদ্বিষ্ণুঃ' (স মহানুভাবো ভগবান্) 'বীর্য্যেণ' (স্বকীয়েন অসাধারণ-বীরকর্ম্মণা, স্বমহিম্নেতি ভাবঃ) 'প্রস্তবতে' (প্রকর্ষেণ স্তূয়তে—সর্ব্বৈরিতি শেষঃ)।

মন্ত্রোঽয়ং ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ। ভগবান্ চেতনাচেতনেষু সর্ব্বেষু অন্তর্য্যামিরূপেণ বিরাজতিঃ। স দেবঃ সর্ব্বৈর্ব্বন্দনীয়ঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে মনঃ! ত্বং ভগবন্তং শরণং কুণুহি; তেন সর্ব্বাভীষ্টলাভো ভবতি'। (৫অ—২০ক—১-২ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এবং আত্মোদ্বোধক।]

যে বিশ্বব্যাপক ভগবানের অনন্তপ্রসারিত মহৎ পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গরূপ তিন লোকে অথবা অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য তিন রূপে বিদ্যমান বা অবস্থিত বিশ্বের সকল ভূতজাতসমূহ প্রকাশমান রহিয়াছে; সিংহের ন্যায় যিনি ভীষণ অর্থাৎ সিংহ যেমন অন্যান্য প্রাণীর হনন জন্য তাহাদের ভীতিজনক, তদ্রূপ ভগবানও পাপরূপ বৈরিগণের হননহেতু পাপাত্মগণের ভীত্যুৎপাদক, অথবা যিনি পাপাত্মগণকে পরিশুদ্ধ করিয়া পাপসম্বন্ধ নাশ করেন, যিনি শত্রুগণের বা পাপাত্মগণের ভীতিজনক, যিনি প্রলয়কালে অনন্তশায়ী অথবা মৎস্যাদি-রূপে পৃথিবীর ধারণকর্ত্তা অথবা সর্ব্বলোকে সর্ব্বত্রসঞ্চারী বিশ্বব্যাপী, যিনি বেদমন্ত্রাদি বাক্যে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত অথবা দেহের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত, সেই মহানুভাব ভগবান আপনার বীর-কার্য্যের বা মহিমার দ্বারা সকলের কর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হন।' (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। চেতন অচেতন সকলের মধ্যেই ভগবান অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান্। তিনি সকলের বন্দনীয়। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে মন! তুমি ভগবানের শরণ লও, তদ্দ্বারাই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।)॥ (৫অ—২০ক—১-২ম)॥

• • •

(মন্ত্রভাষ্যং) মহীধরকৃতং।

(কা০ ৮৪.১৩)। 'প্র তদ্বিষ্ণুরিতি বাচয়তি মধ্যমং ছদিরালভ্যোতি'। তৎ স প্রসিদ্ধো বিষ্ণুঃ বীর্য্যেণাসাধারণবীরকর্ম্মণা প্রস্তবতে প্রস্তূয়তে সর্ব্বৈরিতি শেষঃ॥ তদিতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। প্রস্তবতে ইত্যত্র ব্যত্যয়েন যকঃ স্থানে শপ্ প্রত্যয়ঃ। কিম্ভূতো বিষ্ণুঃ? 'মৃজূষ্ শুদ্ধৌ' মাষ্টি শোধয়তীতি মৃগঃ। নোঽনর্থকঃ পাদপূরণঃ। ভীমঃ বিভেত্যস্মাদসৌ ভীমঃ॥ ভীমাদয়োঽপাদানে (পা০ ৩।৪।৭৪) ইতি মপ্রত্যয়ঃ। কুচরঃ কৌ পৃথিব্যাং' মৎস্যাদিরূপেণ চরতীতি কুচরঃ। গিরিষ্ঠাঃ গিরি বেদবাণ্যাং গিরৌ দেহে বান্তর্য্যামিরূপেণ তিষ্ঠতীতি গিরিষ্ঠাঃ। অথবা ম ইবার্থঃ। গিরিষ্ঠাঃ পর্ব্বতস্থিতঃ কুচরঃ কুৎসিতচারী

প্রাণিবধজীবনো ভীমঃ ভয়ঙ্করো মৃগো ন সিংহ ইব স যথা বীর্য্যেণ স্তূয়তে তদ্বৎ। স কো বিষ্ণুরিত্যাহ। যস্য বিষ্ণারুরুষু প্রভূতেষু ত্রিষু বিক্রমণেষু পাদপ্রক্ষেপণস্থানেষু লোকেষু বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি অধিক্ষিয়ন্তি অধিনিবসন্তি স স্তূয়ত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ' মন্ত্রাংশটী সম্বন্ধে নানা বিতর্ক উপস্থিত হয়। যাস্ক, উবট, মহীধর, সায়ণ—ঐ অংশের বিবিধ প্রকার অর্থ-নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কি, তদ্বিষয়ে কেহই স্থির-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের ব্যাখ্যায় মৃগো ন ভীমঃ' অংশ কখনও উপমা-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কখনও বা তাঁহারা ঐ অংশকে উপমারূপে গ্রহণ করেন নাই। 'ন'—এই পদকে তাঁহারা একবার উপমা-বাচক এবং একবার 'পাদপূরণে ব্যবহৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহীধর এই কণ্ডিকার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাংশের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, ভাষ্যমধ্যেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। যাস্ক, উবট এবং সায়ণাচার্য্য ঐ অংশের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে যথাক্রমে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

যাস্ক।—মৃগ ইব ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। মৃগো মার্ষ্টের্গতিকর্ম্মণঃ॥ ভীমো বিভ্যত্যস্মাদ্। ভীষ্মোঽপ্যেতস্মাদেব। কুচর ইতি চরতি কর্ম্ম কুৎসিতম্॥ অথ চেদ্দেবতাভিধানম্। ক্বায়ং ন চরতীতি। গিরিষ্ঠা গিরিস্থায়ী। গিরিঃ পর্ব্বতঃ সমুদ্গীর্ণো ভবতি। পর্ব্ববান্ পর্ব্বতঃ॥ পর্ব্ব পুনঃ পৃণাতেঃ প্রীণাতের্ব্বা। অর্দ্ধমাসপর্ব্ব—দেবাস্মিন্ প্রীণন্তীতি। তৎপ্রকৃতীতরৎসন্ধিসামান্যাৎ। মেঘস্থায়ী। মেঘোঽপি গিরিরেতস্মাদেব।

'মৃগো ন' মৃগ ইব ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা। 'ভীমঃ' ভীষণঃ। 'কুচরঃ' কুৎসিতচরণঃ, হিংস্রঃ, প্রাণিবধজীবনঃ। 'গিরিষ্ঠাঃ' পর্ব্বতাশ্রয়ঃ। স যথা কঞ্চিদন্যং প্রাণিবিশেষং হন্তি। তেনান-ভূয়মানঃ। অথ চেৎ দেবতাভিধানম্। এতৎ কুচর ইতি। ততঃ 'ক্বায়ং ন চরতীতি' সর্ব্বত্র চরতীতি। 'গিরিষ্ঠাঃ' 'মেঘস্থায়ী' ইতি চ। অনুক্ষপক্ষীণশক্রয়ো হি বিভবো বেদশব্দা যথা প্রজ্ঞ-পুরুষামর্থাভিধানেষু বিপরিণমমানাঃ সর্ব্বতোমুখা অনেকার্থান্ প্রব্রুবন্তীতেতদনেন প্রদর্শিতঃ ভবতীত্যাথ চেদ্ দেবতাভিধানমিতি॥

মৃগাদিশব্দান্ নিগমপ্রসক্তান্ নিব্রবীতি,—'মৃগো মার্ষ্টের্গতিকর্ম্মণঃ' নিত্যং হ্যসৌ গচ্ছতি। 'ভীমো বিভত্যস্মাৎ' সর্ব্বে এব হ্যস্মাদ্বিভেতি। ভীষ্মশব্দং সারূপ্যপ্রসক্তং নিরাহ—'ভীষ্মোঽপ্যে-তস্মাদেব' ইতি। 'কুচরঃ ইতি, চরতি কর্ম্ম কুৎসিতম্, চরতি হ্যসৌ কর্ম্ম কুৎসিতম্. ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা। 'অথ চেদ্দেবতাভিধানম্'—'ক্বায়ং ন চরতীতি দেবতাভিধানত্বে। 'গিরিঃ পর্ব্বতঃ।' 'সমুদ্গীর্ণো ভবতি' সমস্তো হ্যসাবুদ্গীর্ণ ইব ভূমৌ ভবতি॥

পর্ব্বতশব্দং পর্য্যায়ানুপ্রসক্তং নিরাহ—'পর্ব্ববান্ পর্ব্বতঃ' ইতি। শিলাশিখরসন্ধিভিরসৌ তদ্বান্ হি ভবতি॥ পর্ব্বশব্দং বিগ্রহপ্রসক্তং নিরাহ—'পর্ব্ব পুনঃ পৃণতেঃ' পূরণার্থস্য। পূরয়তি

হি তে শিলাশিখরসম্বন্ধয়োঽখিলং পর্ব্বতম্। 'প্রীণাতের্ব্বা' তর্পণার্থস্য। তৎ পুনরেতৎ। 'অর্দ্ধমাসপর্ব্ব।' কিং কারণম্? 'দেবান্ অস্মিন্' হবির্ভিঃ প্রীণন্তীতি। 'তৎপ্রকৃতীতরৎসন্ধিসামান্যাৎ' কালসন্ধিশ্চ শিলা সন্ধিশ্চ সমানং সন্ধিত্বমিতি॥ দেবতাভিধানপক্ষে 'মেঘস্থায়ী' গিরিষ্ঠাঃ'। মেঘোঽপি গিরিরেতস্মাদেব' অসাবপি সমুদ্গীর্ণো ভবতি অন্তরিক্ষলোকে।"

উবট।—"মৃগো ন ভীমঃ'। যথা মৃগঃ সিংহঃ স্তূয়তে। ভীমঃ বিভেতাস্মাদিতি ভীমঃ। কুচরঃ কুৎসিতচারী প্রাণিবধজীবনঃ। গিরিষ্ঠাঃ পর্ব্বতস্থানঃ। যদ্বা হীনোপমানত্বাদন্যথা ব্যাখ্যায়তে। সর্ব্বৈরেতৈর্মৃগাদিভিঃ পদৈঃ ইন্দ্রো বিশিষ্যতে। স হি বিষ্ণোরুপমানং ভবিতুমর্হতি। মৃগো ন। মৃজূষ্ শুদ্ধৌ। যথা শুদ্ধোপহতপাপ্মা ইন্দ্রঃ। ভীমো ভীষণঃ। কুচরঃ কায়ং চরতীতি কুচরঃ। গিরিষ্ঠাঃ গিরির্মেঘঃ তত্র ইন্দ্রো বৃষ্ট্যর্থং তিষ্ঠতি। অথ কৌ পৃথিব্যাং চরতীতি কুচরঃ মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপেণ। অথ গিরি বেদবাক্যে তিষ্ঠতি গিরিষ্ঠাঃ। অথ দেহোঽপি গিরিরুচ্যতে। তস্মিনাত্মত্বেন তিষ্ঠতীতি গিরিষ্ঠাঃ॥"

সায়ণ।—"মৃগো ন সিংহাদিরিব যথা স্ববিরোধিনো মৃগয়িতা সিংহো ভীমো ভীতিজনকঃ কুচরঃ কুৎসিতহিংসাদিকর্ত্তা দুর্গমপ্রদেশগন্তা বা গিরিষ্ঠাঃ পর্ব্বতাদ্যুন্নতপ্রদেশস্থায়ী সর্ব্বৈ স্তূয়তে... তদ্বদয়মপি মৃগঃ অন্বেষ্টা শত্রূণাং ভীমঃ ভয়ানকঃ সর্ব্বেষাং ভীত্যাপাদানভূতঃ। পরমেশ্বরাদ্ভীতিঃ ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ইত্যাদি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধা। কিঞ্চ কুচরঃ শত্রুবধাদিকুৎসিতকর্ম্মকর্ত্তা কুষু সর্ব্বাসু ভূমিষু লোকত্রয়েষু সংচারী বা তথা গিরিষ্ঠাঃ গিরিবদুচ্ছ্রিতলোকস্থায়ী যদ্বা গিরি মন্ত্রাদিরূপায়াং বাচি সর্ব্বদা বর্ত্তমানঃ ঈদৃশোঽয়ং স্বমাহম্না স্তূয়তে।"

পূর্ব্বোক্ত ভাষ্য-ব্যাখ্যা-সমূহে দুইটি পক্ষ পরিগৃহীত হইয়াছে। একটী লৌকিক পক্ষ, অপরটী দেবপক্ষ। লৌকিক পক্ষে 'মৃগো ন ভীমঃ' অংশকে উপমা বলিয়া ধরা হইয়াছে, আর দেবতাভিধানে 'ন' পদ পাদপূরণে ব্যবহৃত বলিয়া উপমা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু উপমা পরিহার না করিয়াও 'মৃগো ন ভীমঃ' বাক্যে যে এক অতি সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইতে পারে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তদ্বিষয় উপলব্ধি হইবে। 'বীর্য্যেণ' পদের 'স্বমহিম্না' অর্থে মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশ করে, সিংহ কর্ত্তৃক ইতরপশু-বধরূপ বীর কার্য্য অর্থে সে ভাব আদৌ পরিব্যক্ত হয় না। বরং তাহাতে ভগবানের বীর্য্যবত্তার সম্যক পরিচয়ে অন্তরায় উপস্থিত করে। 'মৃগো ন ভীমঃ'—এই উপমা-স্বীকারে এবং মন্ত্রের লৌকিক প্রয়োগানুসারে মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য-জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।"

এবম্বিধ অর্থে মন্ত্রের যে কি ভাব প্রকাশ পায়, সুধীগণেরই তাহা বিচার্য্য। যে ভাবে উপমার অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে শেষাংশে বিষ্ণুর দেবত্ব-বিষয়ে সন্দেহ আনয়ন করে। বিষ্ণু পদে যদি এখানে ভগবানকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিংস্র, গিরিশায়ী প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহার পক্ষে কিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা বোধগম্য হয় না। সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি আরণ্য জন্তু নিরপরাধে ইতরপ্রাণিদিগকে হিংসা করে। কিন্তু ভগবানের প্রতি সেরূপ প্রকৃতির আরোপ ভগবদ্বিদ্বেষীর পক্ষেই সম্ভবপর। 'মৃগো ন ভীমঃ'—এই উপমাই যদি স্বীকার করিতে

হয়, তাহা হইলেও ঐ উপমা-বাক্যে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি আরণ্য জন্তুর ন্যায় হিংস্রস্বভাবসম্পন্ন, ভয়ঙ্কর এবং গিরিকন্দরশায়ী প্রভৃতি অর্থ ব্যক্ত করে না। আমাদের মতে 'মৃগো ন ভীমঃ' মন্ত্রাংশের উপমা-সম্বলিত অর্থ এই যে,—'সিংহ যেমন ইতর প্রাণীদিগকে হত্যা করে বলিয়া, তাহাদিগের ভীতিজনক; সেইরূপ ভগবান্ পাপরূপ বৈরিদিগকে দমন করেন বলিয়া, তাঁহাদের অর্থাৎ পাপাত্মাদিগের ভীতি উৎপাদক।' হিংস্র-স্বভাব যাহারা, তাহাদের নিকট পাপ-পুণ্যের বিচার নাই; কিন্তু পুণ্যাত্মগণের নিকট ভগবান্ সদা শান্তসৌম্যমূর্ত্তিতে প্রকাশমান্ হন। তিনি পাপকে হিংসা করেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য সদা বদ্ধপরিকর। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই তাঁহার বজ্র-কঠোর হিংস্র-স্বভাব প্রকটিত হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন,—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখন এই সংসারে ধর্ম্মকর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন মানুষ নিঃশ্রেয়সসাধক সদাচারভ্রষ্ট হইয়া উঠে, যখন বর্ণাশ্রম-বিহিত আচারানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মানুষ উন্মার্গগামী হয়, যখন হতাদর ও অপরিপালনপ্রযুক্ত ধর্ম্ম পরিম্লান হইয়া পড়েন, অপিচ যখন বেদবিরুদ্ধ নানা অসদাচার প্রাবল্য লাভ করে, মানবগণ যখন অশেষ-দুঃখবিধায়ক নানা অপকর্ম্মের সেবক হয়, তখনই ভগবান আপন মায়া-প্রভাবে আত্মসৃষ্টি করিয়া জগতে আবির্ভূত হন। তিনি কদাচার কদনুষ্ঠানে প্রীতি লাভ করেন বলিয়া নহে; পরন্তু তৎসমুদায় নিরাকরণ জন্যই ভগবানের অবতাররূপ-গ্রহণ। সংসারে অধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হইলে, ধর্ম্মনিষ্ঠ বেদবিহিত-কর্ম্মপরায়ণ সাধুপুরুষদিগের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। তাঁহাদিগের সংরক্ষণ জন্য এবং বিরুদ্ধ-কর্ম্মনিরত পাপিগণের দমনের উদ্দেশ্যে ভগবান কঠোররূপ ধারণ করেন, আর তখনই 'মৃগো ন ভীমঃ' রূপ হিংস্র-স্বভাব প্রকটিত হয়। যদি উপমা বলিয়া স্বীকার করা হয়, এই হিসাবেই 'মৃগো ন ভীমঃ' উপমার সার্থকতা। তদ্ভিন্ন ঐ উপমায় ভগবৎপক্ষে অন্য কোনও ভাব আসিতে পারে না। 'মৃগ' পদের ধাত্বর্থ গ্রহণ করিলেও আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। 'মৃযজ্' ধাতুর অর্থ শুদ্ধ (পরিশোধিত) করা। তিনি প্রাণিগণকে পরিশোধিত করেন। পাপ-কলুষ মানুষকে কলঙ্কিত করিয়া রাখে। পাপ-সম্বন্ধ পরিচ্ছিন্ন হইলেই—অন্তরে ভগবদধিষ্ঠান হইলেই, মানুষ বিশুদ্ধ হয়; সেই জন্যই তিনি 'মৃগঃ' অর্থাৎ পাপ-সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্নকারী পাপাত্মগণের পরিশোধক। ভগবান পাপ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন বলিয়াই, তাঁহার প্রভাবে পাপ-সম্বন্ধ বিদূরিত হয় বলিয়াই, তিনি পাপীদিগের পাপ-তাপের শান্তিবিধান করেন বলিয়াই, তিনি 'ভীমঃ' অর্থাৎ পাপাত্মগণের ভীতি উৎপাদক এবং পাপীদিগের ভয়প্রদ। আমরা মনে করি, 'মৃগো ন ভীমঃ' মন্ত্রাংশের এইরূপ অর্থই সমীচীন এবং সর্ব্বসামঞ্জস্য-সংরক্ষক।

'কুচরঃ' এবং 'গিরিষ্ঠাঃ' পদদ্বয়ের যে অর্থ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাও আমরা সর্ব্বথা অনুমোদন করি না। 'কুচরঃ' পদের সাধারণতঃ 'কুৎসিতাচারী, কুকর্ম্ম-কারী' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু ভগবৎপক্ষে ঐরূপ অর্থের কোনই সার্থকতা দেখি না।

যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য সাধুগণের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি কি কদাচ কুৎসিতাচারী বা কুকর্ম্মকারী হইতে পারেন? কুকর্ম্ম-কদাচার-নাশই যে তাঁহার উদ্দেশ্য! সুতরাং প্রচলিত উপমাবাচক অর্থাদি সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। ঐ দুই পদের প্রকৃত যে তাৎপর্য্য, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধানে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেছি। 'কুচরঃ' পদের আমরা ত্রিবিধ অর্থ আমনন করিয়াছি। ঐ ত্রিবিধ অর্থেরই সার্থকতা আছে। 'কু' শব্দ, জল এবং ভূমি বা পৃথিবী—এই উভয় অর্থ-বোধক। 'কৌ বা কুষু চরতি'—এই বাক্যে 'কুচরঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে 'কু' শব্দের যদি জল অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে 'কুচরঃ' পদের অর্থ হয়—জলে যিনি চরণ বা গমন করেন। প্রলয়-কালে ভগবান্ অনন্ত-শয়নে অবস্থিত ছিলেন, আবার মৎস্য-কূর্ম্মরূপে সৃষ্টি-রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদর্থে 'কুচরঃ' পদের যে দ্বিবিধ অর্থ আমরা অধ্যাহার করিয়াছি, তাহা এই—'প্রলয়কালে অনন্তশায়ী' এবং 'মৎস্যাদিরূপেণ পৃথিব্যাং ধারয়িতা'। আবার, 'কু' শব্দের 'ভূমি' বা 'পৃথিবী' অর্থে গ্রহণ করিলে 'কুচরঃ' পদের অর্থ হয়—'সর্ব্বলোকেষু সর্ব্ব-প্রাণীষু বা সর্ব্বত্রসঞ্চারী।' 'পৃথিবী' শব্দে নিরুক্তে লোকত্রয়কে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে বুঝায়। তাহা হইতে বিশ্বের সকল সৃষ্ট-পাদর্থকেই বুঝাইয়া থাকে। ভগবান সকল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, তিনি বিশ্বের সকল পদার্থে বিরাজমান,—এতদর্থে এই ভাব পরিগ্রহণ করা যাইতে পারে। ভগবন্মাহাত্ম্য-পরিজ্ঞাপক বেদমন্ত্রের প্রতি পদ-বিন্যাসে তাঁহার মাহাত্ম্য-তত্ত্বই উদ্ঘাটিত। সুতরাং 'কুচরঃ' পদের যে সকল ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা সমীচীন নহে। বেদ-মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেরূপ ভাব আসিতেই পারে না। 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের প্রচলিত অর্থ—'পর্ব্বতাদ্যুন্নতপ্রদেশস্থায়ী প্রচ্ছন্নচারী।' সাধারণতঃ এ অর্থ 'মৃগঃ' পদের সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি অর্থের পরিকল্পনায় পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এরূপ অর্থেও ভগবানের মহিমার বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। গিরি বা পর্ব্বত যেরূপ উন্নত বা প্রশান্ত-মূর্ত্তি, আত্মদর্শী জ্ঞানিগণের হৃদয়ও তদ্রূপ কলুষকলঙ্ক-পরিশূন্য প্রশান্ত ও উন্নত। ভগবান্ সেই আত্মদর্শীদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন বলিয়া, তাঁহাকে গিরবদুন্নতপ্রদেশস্থায়ী বলা যাইতে পারে; আবার তিনি প্রচ্ছন্নভাবে জীবদেহে অবস্থিত। অজ্ঞান যিনি, তিনি তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাকে জাগরিত করা সাধনা-সাপেক্ষ। কিন্তু সে সাধনায় কয় জন সমর্থ হয়? এই হিসাবে ভগবান গিরিষ্ঠাঃ। আবার 'গিরিঃ' পদে বেদবাণী এবং দেহ বুঝাইয়া থাকে। সে হিসাবে 'গিরিষ্ঠাঃ' পদের অর্থ হয়—(১) যিনি বেদ-বাণীতে অবস্থিত, আর (২) যিনি দেহের মধ্যে বিরাজিত। এতদুভয়বিধ অর্থ হইতে আমরা গিরিষ্ঠা পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি,—(১) 'বেদমন্ত্রাদিরূপায়াং বাচি আত্মত্বেন অধিষ্ঠিতঃ', এবং (২) 'দেহেষু অন্তর্য্যামিরূপেণ বিরাজিতঃ।' বেদমন্ত্র ভগন্মুখনিঃসৃত, নিত্য ও অপৌরুষেয়। শব্দব্রহ্মরূপে তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। সুতরাং বেদধ্বানতে তিনি ব্রহ্মস্বরূপে সতত বিদ্যমান রহিয়াছেন।

'ত্রিষু বিক্রমণেষু'—অংশের অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ 'ত্রিষু পাদবিক্ষেপেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের পরিগৃহীত ভাবও প্রায় তদনুরূপ। ভগবান্ ত্রিপাদে এই বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়াছেলেন। সেই ভাব হইতে প্রথম প্রকারের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ পরিগৃহীত হয়। দ্বিতীয় অর্থ 'অগ্নিবায়ুসূর্য্যরূপেষু অবস্থিতেষু আশ্রিতেষু।' অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যরূপে এই বিশ্ব

কি ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা সমস্যা-মূলক বটে; কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, অগ্নি বায়ু বা সূর্য্য এই তিনের যে কোনটীর অভাবে এই বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হয়। এ তত্ত্ব দুরধিগম্য নহে; সুতরাং অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই জন্যই, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য—এই তিনের যে কোনটীর অভাবে বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া,—'ত্রিষু বিক্রমণেষু' অংশের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। আমরা মনে করি, এই অর্থই সমীচীন।

পূর্ব্বোক্ত-প্রকার অলৌকিক-বীর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ সকলেরই পূজনীয়;—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—'হে মন অথবা হে জীব! তুমি সেই ভগবানের শরণ লও; তাহা হইলেই তোমার সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ভগবানের যিনি শরণাপন্ন হন, তাঁহার আর ভাবনা থাকে কি? তিনি সকল পাপ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হন; পদ্ম-পত্র যেমন জলে থাকিয়াও, জলসংস্পর্শ-বিমুক্ত থাকে অর্থাৎ জলে আর্দ্র হয় না, তিনিও তেমনি সংসারে থাকিয়াও নির্লিপ্ত হইতে পারেন। সংসার-সন্ন্যাস তাঁহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়। তিনিই মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। * (৫অ—২০ক—১ম)।

—— ০ ——

একবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। একবিংশ কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বিষ্ণো ররাটমসি। (২) বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রে স্থঃ।

(৩) বিষ্ণোঃ স্যূরসি। (৪) বিষ্ণোর্ধ্রুবোঽসি।

(৫) বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা॥ ২১॥

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দ্বিতীয় অষ্টকে ১৫৪ সূক্তে (প্রথম মণ্ডলের, ২১ অনুবাকে, ২৪ বর্গের ২য় মন্ত্র) পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্রের যে ইংরেজী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

"For this his mighty deed is Vishnu lauded, like some wild beast, dread, prowling, mountain roaming,

"He within whose three wide-entended paces all living creatures have their habitation."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে শুদ্ধসত্ব! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'ররাটং' (ললাটং, ললাটবৎ শ্রেষ্ঠস্থানবর্ত্তিনং—হৃদ্রূপমিতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। শুদ্ধসত্ত্বো হি ভগবতঃ স্বরূপঃ; শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ।

(২) হে জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ কর্ম্মণা সহ—মদনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মণা সহেতি ভাবঃ) 'শ্নপ্ত্রে' (লিপ্তে) 'স্থঃ' (তিষ্ঠতঃ); অথবা, 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতা সহ) 'শ্নপ্ত্রে' (সংযোজয়িত্রে—মম সৎকর্ম্মণঃ ইতি যাবৎ) 'স্থঃ' (ভবথঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। মদনুষ্ঠিতেন সৎকর্ম্মণা সহ জ্ঞানভক্তী অবিচলিতে তিষ্ঠতাং, অপিচ জ্ঞান-ভক্তি-প্রভাবেন মম কর্ম্ম ভগবতি যুক্তং ভবতু।

(৩) হে মম হৃন্নিহিতে ভক্তি! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'স্যূঃ' (গ্রন্থিরূপা, বন্ধনহেতুভূতা) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। ভক্ত্যা ভগবান্ প্রাপ্তব্য। অতঃ ভক্তিসামর্থ্যেন ভগবন্তং লভেম ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(৪) হে শুদ্ধসত্ব! ত্বং 'বিষ্ণোঃ' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ) 'ধ্রুবঃ' (নিত্যসত্যরূপঃ) 'অসি' (ভবসি)। সত্যেন সৎস্বরূপঃ প্রাপ্তব্যঃ; অতঃ শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবল্লাভং কুর্ম্মেতি ভাবঃ।

(৫) হে শুদ্ধসত্ব! ত্বং 'বৈষ্ণবং' (বিষ্ণুসম্বন্ধিনং, ভগবতঃ স্বরূপামত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'বিষ্ণবে' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামীতি শেষঃ। সদ্ভাবেন ভগবল্লাভঃ সুগমো ভবতি। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে নিখিলাঃ সদ্ভাবাঃ প্রদেয়াঃ॥ (৫ম—২১ক—১-৫ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকায় পাঁচটী মন্ত্রের দ্বিতীয় মন্ত্রটী জ্ঞানভক্তির সম্বোধনে এবং তৃতীয় মন্ত্র ভক্তির এবং অন্যান্য তিনটী শুদ্ধসত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত)।

১। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের ললাটরূপ শ্রেষ্ঠস্থানবর্ত্তী হও। (মন্ত্রটী সত্যতত্ত্ব-প্রকাশক। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়)॥

২। হে জ্ঞানভক্তি! তোমরা বিশ্বব্যাপক ভগবানের কর্ম্মের অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের সহিত লিপ্ত থাক; অথবা, বিশ্বব্যাপক ভগবানের সহিত, আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের সংযোজক হও। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনা-মূলক। আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি অবিচলিত থাকুক এবং জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমার কর্ম্ম ভগবানে যুক্ত হউক,—মন্ত্রে এই ভাব সূচিত)।

৩। হে আমার হৃন্নিহিত ভক্তি! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের গ্রন্থিস্বরূপা অর্থাৎ বন্ধনহেতুভূতা হও। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রকাশক।

ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। অতএব ভক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিব, মন্ত্রে এইরূপ প্রার্থনা দ্যোতিত)॥

৪। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের নিত্য-সত্যরূপ হও। (সত্যের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শুদ্ধ-সত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে লাভ কর)॥

৫। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎসম্বন্ধী অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও। অতএব ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত করি। (সদ্ভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি সুগম হয়। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য নিখিল সদ্ভাব প্রদান করা কর্ত্তব্য)। (৫ম—২১ক—১-৫ম)॥

(মন্ত্রভাষ্যং) মহীধরকৃতং।

(কা০ ৮।৪।১৫) বিষ্ণো ররাটমিতি ররাট্যমিতি। বাচয়তীতানুবর্ত্ততে। হবির্দ্ধানাখ্যে দ্বে শকটে দক্ষিণোত্তরভাগয়োঃ স্থাপয়িত্বা তদাবরকত্বেন পরিতো হবির্দ্ধানাখ্যং মণ্ডপং কুর্য্যাৎ। স চ মণ্ডপো বিষ্ণুদেবতাকত্বাদ্বিষ্ণুরিত্যুপচর্য্যতে। বিষ্ণোশ্চ মূর্ত্তিধরস্য সর্ব্বায়বসত্ত্বাল্ললাটা-খ্যোঽবয়বোঽস্তি। তদ্ধবির্ধানমণ্ডপস্যাপি পূর্ব্বদ্বারবর্ত্তিস্তম্ভয়োর্ম্মধ্যে কাচিদ্দর্ভমালা প্রণাতে। তাং মালাং তদ্বন্ধনাধারতির্যগ্বংশং বা সংবোধ্য পুরুষললাটত্বেনোপচর্য্যতে। দর্ভময়মালাধার-বংশ। ত্বং বিষ্ণোঃ বিষ্ণুমূর্ত্তিত্বেনোপচরিতস্য হবির্ধানমণ্ডপস্য ররাটমসি ললাটস্থানীয়োঽসি। বিষ্ণোঃ স্নপ্ত্রে স্থ ইত্যুচ্ছ্রায্যাবিতি। (কা০ ৮।৪।১৬)। উচ্ছ্রায্যৌ ররাটীপ্রান্তাবুপস্পৃশ্য বাচয়েদিত্যর্থঃ। হে ররাট্যান্তৌ, যুবাং বিষ্ণোঃ বিষ্ণুনামকস্য হবির্দ্ধানমণ্ডপস্য শ্নপ্ত্রে স্থঃ ওষ্ঠসন্ধিরূপে ভবথঃ। (কা০ ৮।৫।১৮)। 'দ্বার্যাঃ পরিষীব্যতি লস্যুজনি প্রতিহৃতয়া রজ্জ্বা বিষ্ণোঃ স্যূরসীতি'। বৃহৎসূচিসমর্পিতয়া রজ্জ্বা দ্বারশাখাঃ সীব্যতীতি সূত্রার্থঃ। হে লস্যুজনি, ত্বং বিষ্ণোর্হবির্ধানস্য স্যূরসি। সীব্যন্তানেনেতি স্যূঃ সূচিঃ। ষিবু তন্তুসন্তানে। ক্বিপ চ্ছ্বোঃ শূডনুনাসিকে চ (পা০ ৬।৪।১৯) ইতি বস্যোডাদেশঃ। (কা০ ৮।৬।১৬)। বিষ্ণো-ধ্রুবোঽসীতি গ্রন্থিং করোতি হে রজ্জুগ্রন্থে, ত্বং বিষ্ণোঃ হবির্দ্ধানস্য ধ্রুবোঽসি গ্রন্থির্ভবসি। (কা০ ৮।৫।২১) 'প্রাগ্বংশং হবির্দ্ধানং নিষ্ঠাপ্য বৈষ্ণবমসীত্যালভতে। প্রাগবৈষ্ণবংশম্ মণ্ডপং নির্ম্মায়ানেন মন্ত্রেণ স্পৃশেদিতি সূত্রার্থঃ। হে হবির্দ্ধান, ত্বং বৈষ্ণবমসি বিষ্ণুদেবতাকত্বেন তৎসম্বন্ধি ভবসি। তস্মাদ্বিষ্ণবে বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং ত্বা ত্বাং স্পৃশামীতি শেষঃ॥ (৫অ—২১ক—২ম)

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহ বড়ই জটিল। ভাষ্যে মন্ত্রে যে সকল সম্বোধ্য পদের প্রয়োগ দেখি, তাহাতে সেই জটিলতা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রের ভাব সরল ও সুগম। একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে, বুঝা যায়, মন্ত্রের সম্বোধ্য স্বতন্ত্র, মন্ত্রের

ভাব স্বতন্ত্র, মন্ত্রের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। স্থূলতঃ, মন্ত্র এক অতি মহান ভাব লইয়া অবতীর্ণ। আমরা একে একে সে সকল বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ ভাষ্যকারের মন্তব্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ভাষ্যের প্রারম্ভেই, মন্ত্র কি ভাবে প্রযুক্ত হইবে, তাহার উল্লেখ দেখি। তাহাতে, যেখানে যে সামগ্রীকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাও স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। মন্ত্রের সেই প্রয়োগ-প্রক্রিয়া এই,—দক্ষিণোত্তর-ভাগে হবির্দ্ধানাখ্য দুইটী শকট স্থাপন করিয়া তাহার চারিদিকে আবরক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। সেই মণ্ডপ বিষ্ণুদেবতাক ; এই জন্য তাহাকে 'বিষ্ণুরিতি' প্রভৃতি মন্ত্রে পরিচর্য্যা করিবার বিধি। বিষ্ণুর দৃশ্যমান্ সকল অবয়বকে বুঝাইবার জন্য ললাটাখ্য অবয়বকে কল্পনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুমূর্ত্তিরূপে উপচরিত হবির্দ্ধানাখ্য মণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারবর্ত্তী স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে দর্ভমালা বন্ধন করিবে। সেই মালাকে অথবা তাহার বন্ধনাধার বংশকে সম্বোধন করিয়া, বিষ্ণুর ললাটরূপ পরিকল্পনায় তাহাকে উপচর্য্যা করিবে। এইরূপ বিধিক্রমে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—সেই দর্ভময়-মালাধার বংশ। মন্ত্রের অর্থ,—'হে দর্ভময় মালাধার বংশ! তুমি বিষ্ণু-মূর্ত্তির ন্যায় পরিচর্য্যা-যুক্ত হবির্দ্ধান-মণ্ডপের ললাটস্থানীয় হও।' উন্নতভাবেস্থিত ররাটী-প্রান্তদ্বয় স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি। সে হিসাবে মন্ত্রের সম্বোধ্য 'ররাটান্তৌ'। মন্ত্রের অর্থ—'হে ররাটান্তদ্বয়! তোমরা বিষ্ণুনামাখ্য হবির্দ্ধান-মণ্ডপের ওষ্ঠসন্ধিরূপ হও।' শকটদ্বারের অর্গলকে লম্যাজনি কহে। সেই লম্যাজনি-প্রতিহত বৃহৎসূচীসমন্বিত রজ্জু দ্বারা দ্বারশালা বন্ধন হয়। মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই অর্গল বা লম্যাজনি। মন্ত্রের অর্থ—'হে লম্যাজনি! তুমি হবির্দ্ধানাখ্যের সূচীস্বরূপ হও।' চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য—রজ্জুগ্রন্থি। মন্ত্রের অর্থ—'হে রজ্জুগ্রন্থি! তুমি হবির্দ্ধানের গ্রন্থি হও।' অগ্রভাগযুক্ত বংশের দ্বারা মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া শেষ মন্ত্রে তাহা স্পর্শ করিবে। মন্ত্রের অর্থ—হে হবির্দ্ধান্! তুমি বিষ্ণুদেবতাক বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধীয় হও ; অতএব বিষ্ণুর্ প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করিতেছি।'

মন্ত্রের এই ভাষ্যানুমোদিত অর্থে মন্ত্রে কি ভাব প্রকাশ পায়, সুধীগণেরই তাহা বিচার্য্য। মন্ত্র-সমূহের মধ্যে কোনই সম্বোধ্য পদ নাই। সে ক্ষেত্রে শকট, হবির্দ্ধান, ররাটান্ত, লম্যাজনি প্রভৃতি পদ অধ্যাহার করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না। বেদমন্ত্র কামধেনু। আপন আপন জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে তাই যিনি যেমন ইচ্ছা, অর্থ নিষ্কাষণ করিয়া থাকেন। বেদ আজি তাই নানাভাবে উপেক্ষিত। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, সনাতন বেদমন্ত্র-সমূহ এক মহান্ লক্ষ্য লইয়া অবতীর্ণ। মানুষের গতিমুক্তির পথপ্রদর্শক বেদ-মন্ত্র-সমূহে ভগবানের মহীয়সী মহিমাই পরিব্যক্ত ; উহাতে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যভাবের সমাবেশ সম্ভবপর নহে। তাই আমরা মনে করি, লৌকিক ক্রিয়াকর্ম্মে এক ভাব দ্যোতনা করে, আর পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে অন্য ভাবের বিকাশ হয়—বেদমন্ত্রের উদ্দেশ্য তাহা নহে। পরন্তু যেমন ইহলৌকিক ক্রিয়াকর্ম্মে, তেমনই পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনে—বেদমন্ত্রসমূহ সমভাবে ফলপ্রদ এবং উভয়ত্রই সমান অর্থ-জ্ঞাপক। উভয়ত্রই একই ভাব একই উদ্দেশ্য নিহিত। উদ্দেশ্য যখন অভিন্ন, লক্ষ্য যখন অভিন্ন, তখন বিভিন্নভাবে প্রয়োগ-ব্যাপারে বেদমন্ত্র যে বিভিন্ন ভাব দ্যোতনা করে, তাহা কদাচ মনে হয় না। মূঢ় আমরা ; উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারি না; তাই জ্ঞানবুদ্ধি-প্রকৃতি অনুসারে আমরা আমাদের মনের মত অর্থ পরিকল্পনা করিয়া লই। তাই বেদমন্ত্রের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ, বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্নরূপ ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যাহা হউক, ভগবন্মুখনিঃসৃত ভগবদ্বাণী বেদমন্ত্রে ভগবানের মাহাত্ম্য-কথাই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। মানুষের গতি-মুক্তির পদপ্রদর্শক বেদবাণী তদুপযোগী উপদেশ-পরম্পরাই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই ভাব—এই লক্ষ্যই আমাদের ব্যাখ্যাদিতে পরিস্ফুট।

এক্ষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ভাষ্যকার মন্ত্রসমূহের যে সকল সম্বোধ্য পদ. অধ্যাহার করিয়াছেন এবং তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে, আমরা তাহা আদৌ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে মন্ত্রসমূহের যাহা সম্বোধ্য, তাহা বঙ্গানুবাদের প্রারম্ভেই প্রকাশ করিয়াছি। ভাষ্যকার শকটাবরক এক মণ্ডপ পরিকল্পনা করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন; সেই লক্ষ্য অনুসারেই ভাষ্যের অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। আর সেইজন্যই মন্ত্রের অর্থ-বোধ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। মণ্ডপটীকে বিষ্ণুরূপে এবং মণ্ডপের বিভিন্ন অংশ বিষ্ণুর বিভিন্ন অবয়বরূপে পরিকল্পিত।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'শ্নপ্ত্রে' এবং 'স্যূঃ' পদদ্বয় কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। ঐ দুই পদের উপমা হইলেই ও তাৎপর্য্য বোধগম্য মন্ত্রের অর্থ সরল ও সহজবোধ্য হইবে। 'শ্নপ্ত্রে' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'সৃক্কণী বা ওষ্ঠসন্ধিরূপে'। ওষ্ঠদ্বয়ের উভয়পার্শ্বস্থিত সন্ধিদ্বয়কে ঐ 'শ্নপ্ত্রে' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'লিপ্তে' ও 'সংযোজয়িত্রে।' মন্ত্রে আমাদের লক্ষ্য—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম। সন্ধিদ্বয় যেমন ওষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর সম্মিলিত রাখে; তেমনি জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মকে ভগবানের সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়। ইহা হইতে মন্ত্রে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। প্রথম—'তোমরা আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত অবস্থিত হও অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম জ্ঞান-ভক্তি বিমিশ্র হউক; এবং দ্বিতীয়—'আমার কর্ম্মকে ভগবানের সহিত যুক্ত কর।' এই দ্বিবিধ ভাবই মন্ত্রের উচ্চ আদর্শ প্রকটন করে। তৃতীয়-মন্ত্রান্তর্গত 'স্যূঃ' পদও পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চভাব ব্যক্ত করিতেছে। 'সিব্যন্তানেনেতি স্যূঃ' এই বাক্যে 'স্যূঃ' পদে ভাষ্যমতে সূঁচকে বুঝাইতেছে। সূঁচ বিভিন্ন দুইটী বস্তুকে গ্রন্থি দ্বারা একত্র আবদ্ধ করে। সে হিসাবে 'স্যূঃ' পদ বন্ধনসাধক। ভক্তি দ্বারা ভগবানকে আবদ্ধ করা যায়। ভক্তি সে হিসাবে ভগবানের বন্ধনসাধক বা ভক্ত-হৃদয়ে তাঁহার বন্ধনের হেতুভূত। ভগবানের উক্তিতে দেখিতে পাই,—'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' তাই ভক্ত সাধক জোর করিয়া বলিতে পারেন,—'হস্তমুৎক্ষিপ্য যাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্। হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥'' তুমি দৈহিক বলের দ্বারা আমার হাত ছিনাইয়া চলিয়া গেলে; আমি শারীরিক বলে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম, সত্য। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্; দৈহিক বলে আমাকে পরাজিত করিবে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমার হৃদয়ে যে বল আছে, আমি সেই ভক্তিবলে তোমাকে ধরিলাম। তুমি যদি আমার সেই শক্তিকে পরাজিত করিয়া চলিয়া যাইতে পার, তবেই তোমাকে পৌরুষসম্পন্ন বলিয়া মনে করিব।' ভক্ত ভিন্ন, ভক্তের অলৌকিক শক্তি ভিন্ন, এমন জোরের কথা কি কেহ বলিতে পারে?—না, এমন দৃঢ়-বন্ধনে

ভগবানকে কেহ বাঁধিতে পারে? তাই আমরা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তিকে ঐ 'স্যূঃ' পদের লক্ষ্যস্থল মনে করিয়া, উহার 'গ্রন্থিরূপা, বন্ধনহেতুভূতা' অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি।

কণ্ডিকার অন্যান্য মন্ত্র সরল ও সহজবোধ্য। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভাষ্যে 'ধ্রুবঃ' পদের 'গ্রন্থিঃ' অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন 'সূচ'-বাচক পদ আছে; কাজেই 'ধ্রুবঃ' পদের 'গ্রন্থিঃ' অর্থ আমনন করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না। ভক্তিরূপ সূচী দ্বারা যে বন্ধন সমাহিত হয়, তাহার অপেক্ষা দৃঢ়তর বন্ধন আর কিছু হইতে পারে কি? সে বন্ধন যে 'ধ্রুবঃ' অর্থাৎ নিত্য-সত্য—অতি দৃঢ়তম। ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই একতম অংশ। তাই ভক্তি বা শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা নিত্যসত্যরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমার কর্ম্ম ভগবানে যুক্ত হউক। সেই কর্ম্মই মোক্ষহেতুভূত—যাহার সহিত জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ থাকে। ভক্তিতে ভগবান অধিগত হন। সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্বই তদ্বিষয়ে প্রধান সহায়। সুতরাং মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান ও ভক্তি-সহযুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ভগবানে আত্মনিয়োজিত করা একান্ত আবশ্যক। তাহাই তাহার গতি-মুক্তির প্রধান সহায়। * (৫অ.—২১ক—১-৫ম)॥

দ্বাবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। দ্বাবিংশ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্ আদদে।

(২) নার্য্যসীদমহং রক্ষসাং গ্রীবা অপি কৃন্তামি।

(৩) বৃহন্নসি বৃহদ্রবা বৃহতীমিন্দ্রায় বাচং বদ॥ ২২॥

---

* "Thou art the frontlet for the brow of Vishnu, ye are the corners of the mouth of Vishnu. Thou art the needle for the work of Vishnu. Thou art the firmly-fastened knot of Vishnu. To Vishnu thou belongest, Thee for Vishnu."

ইহাই হইল ভাষ্যানুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক 'স্যূঃ' এবং 'ধ্রুবঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে সূঁচ (needle) এবং দৃঢ়গ্রন্থি (firmly-fastened knot) অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেও একটা ভাব পাওয়া যায়। সূঁচ দ্বারা যেমন গ্রন্থিবন্ধন হয়, সত্ত্ব-ভাবে ভগবান তেমনি এই বিশ্বের বুনন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত করেন।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম হৃন্নিহিত হবিঃ! 'সবিতুঃ' (সর্ব্বস্য প্রসবয়িতুঃ জ্ঞানপ্রদস্য) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য বা ভগবতঃ) 'প্রসবে' (প্রেরণে সতি) 'অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য ভবব্যাধিনিবারকস্য বা অশ্বিদ্বয়স্য ভুজাভ্যাং) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগপূরকস্য) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং, ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টং হবিঃরূপং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাঞ্চ) 'আদদে' (পরিগৃহ্নামি, নিবেদয়ামীতি ভাবঃ)। ভগবৎকর্ম্মসু বাহুহস্তশ্চ দেবসম্বন্ধী ইতি বিচিন্তনং কর্ত্তব্যং। সর্ব্বাত্মকস্য ভগবতঃ সম্বন্ধিনো হবিঃ মনুষ্যেণ কথং গ্রহীতুং শক্যমিতি। দেবতাস্মৃত্যাভাবে তু মনুষ্যাণামনৃতরূপত্বাৎ তৎকৃতমনুষ্ঠানং নিষ্ফলত্বাদনৃতং ভবতীতি দেবতাস্মরণমিত্যভিপ্রায়ঃ। দেবানাং সত্যরূপত্বাদনুস্মৃতিপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলোপধায়কত্বাৎ সত্যং ভবতীতি ভাবঃ।

(২) শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! ত্বং 'নার্য্যসি' (ভগবৎসম্বন্ধিনঃ, যদ্বা—তদংশস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি)। অতঃ 'ইদং' (অনেন হবিষা—শুদ্ধসত্ত্বেনেতি যাবৎ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী যাজ্ঞিকঃ সাধকোঽহং) 'রক্ষসাং' (যজ্ঞবিঘাতৃণাং—সৎকর্ম্মনাশয়িতৃণাং—সদসচ্চরাণাং অজ্ঞানাদিনামিতি যাবৎ) 'গ্রীবা অপি' (কণ্ঠদেশোঽপি) 'কৃন্তামি' (ছিনদ্মি, সর্ব্বতোভাবেন নাশয়ামীতি ভাবঃ)। হৃদগতাঃ সদ্ভাবাঃ অন্তঃশত্রূন্ নাশয়ন্তি।

(৩) হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! ত্বং 'বৃহৎ' (মহান্, অনন্তস্বরূপঃ) অপিচ ত্বং 'বৃহদ্রবা' (মহদ্ধ-নিযুক্তঃ, মহামহিমোপেতঃ শব্দব্রহ্মরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তায় ভগবৎপ্রীতয়ে) 'বাচং' (স্তোত্রলক্ষণং বাক্যং, স্তুতিমন্ত্রং) 'বদ' (উচ্চারয়)। (৫অ—২২ক—১৩ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

(ভগবদুদ্দেশ্যে হবিঃ-প্রদান-কালে যাজ্ঞিক যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এই কণ্ডিকায় মন্ত্রত্রিতয়ে সেই ভাবের অধ্যাস হইয়াছে। মন্ত্র-তিনটী অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হবিঃ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।)

১। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবিঃ। দীপ্তিমান্ জ্ঞানপ্রদ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সকলের প্রসবিতা সবিতৃদেবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যুস্থানীয় ভবব্যাধি-নিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করযুগলকে দেবগণের পূজাংশভাগী হবির্ভাগপূরক পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের দ্বারা, তোমাকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি। (ভগবৎকর্ম্মে আপনাকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার বাহুযুগলকে এবং করদ্বয়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাত্মক ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবিঃ মানুষ কিরূপে গ্রহণ

করিতে পারিবে? দেবতার স্মরণ না করিলে, মানুষের অনৃতত্বরূপ-হেতু, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে নিষ্ফল করে এবং অনিষ্ট উৎপাদন করে। সেইজন্য সকল কার্য্যেই দেবতার স্মরণ কর্ত্তব্য। দেবগণ সত্যস্বরূপ। দেবগণের অনুস্মরণপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলোপধায়ক হয় এবং সত্যস্বরূপ হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য)॥

২। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সম্বন্ধি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও। অতএব, এই হবির অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা, প্রার্থনাকারী যাজ্ঞিক সাধক আমি, যজ্ঞবিঘাতকদিগকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মনাশকারী সহচর অজ্ঞানতা প্রভৃতিকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করি। (হৃদগত সদ্ভাব অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশ করে)।

৩। হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি মহান্ অনন্তস্বরূপ এবং মহদ্ধনিযুক্ত অর্থাৎ মহামহিমোপেত শব্দব্রহ্মরূপ হও। পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবানের প্রীতির জন্য তুমি স্তোত্রলক্ষণযুক্ত বাক্য অর্থাৎ স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর। (১অ—১২ক—১-৩ম)॥

• • •

(মন্ত্রভাষ্যং) মহীধরকৃতং।

(ক° ২৬) ইত উত্তরমুপরবমন্ত্রা দেবস্য ত্বেত্যস্মাৎ প্রাক্। (কা° ৮।৪।২৫)। 'দক্ষিণস্থানসোহধঃ প্রউগং খনত্যুপরবানভ্র্যাদিকরোত্যবটবদিতি।' যথা যূপস্যাবটঃ ক্রিয়তে তথাত্রাপ্যুপরবনামকাংশ্চতুরো গর্ত্তানভ্রিস্বীকারমারভ্য পরিলেখনপূর্ব্বকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অবটার্থমভ্রিস্বীকারমেবাহ। (কা° ৬।২।৮) 'দেবস্য ত্বেত্যভ্রিমাদায়েতি'। অভ্রিশব্দেন কাষ্ঠনির্ম্মিতং খননসাধনমুচ্যতে। অভ্রিদেবতা। হে অভ্রে! সবিতুর্দেবস্য প্রসবে বর্ত্তমানঃ সন্নশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং ত্বামাদদে স্বীকরোমি। ত্বং তু নার্য্যসি খননসাধনত্বেন কর্ম্মোপযোগিত্বান্নরাণাং পুরুষাণামনুষ্ঠাতৄণাং সম্বন্ধিনী ভবসি। (কা° ৬।২।৮) 'যূপাবটং পরিলিখতীদমিতি'। য ইদং চতুরোঽবটান্ পরিলিখামি। ইদমিতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। অনেন পরিলেখনেন রক্ষসাং যজ্ঞঘ্নানাং গ্রীবা অপি কৃন্তামি কণ্ঠপ্রদেশান্ ছিনদ্মি। (কা° ৮।৫।৭) 'বৃহন্নসীতি যথাপরিলিখিতং খনতীতি'। আগ্নেয়ীং বিদিশমারভ্য চতসৃষু বিদিক্ষু চতুর উপরবান্ খাতুং ভূমিঃ পরিলিখিতা। তেন পরিলেখনক্রমেণাবটান্ খনেদিতি সূত্রার্থঃ। কে উপরবাখ্যগর্ত্ত। ত্বং বৃহন্নসি মহান্ ভবসি, বর্ত্তুলস্য গর্ত্তস্য প্রাদেশপরিমাণেন বিস্তৃতত্বাদ্বাহুপরিমাণেন খাতত্বাচ্চ মহত্ত্বম্। তথা ত্বং বৃহদ্রবাঃ বৃহন্মহান্ রবো ধ্বনির্যস্য সঃ। সকারান্তো রবস্‌শব্দঃ। খাতুং ভূমৌ প্রহারে মহান্ ধ্বনির্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাত্ত্বমিন্দ্রায়েন্দ্রপ্রীত্যর্থং বৃহতীং বাচং বদ প্রৌঢ়ধ্বনিযুক্তং বাক্যং বদ॥ ২২॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

———§:০:০:§———

এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ আধ্যাত্মিক এক অতি উচ্চভাবপূর্ণ। ভগবানকে মানুষ কি উপায়ে প্রাপ্ত হইতে পারে? জপ তপ পূজা আরাধনা কর্ম্ম—যাহা কিছু কর না কেন, সকল কর্ম্মের মধ্যেই দেবভাবের অধিষ্ঠান চাই। এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে সেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বিস্তৃতভাবে যে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেখিতে পাই, এখানে বীজরূপে সেই উপদেশের অমোঘ-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

আমি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আমি যে জপ তপ পূজা আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব, আমার সেই কর্ম্মের নিয়োগ-কর্ত্তা কে হইবেন? অজ্ঞানতা হইলে চলিবে না, অসদ্‌বুদ্ধির প্রেরণায় পরিচালিত হইলে চলিবে না। সেই জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব যদি আমায় প্রেরণা দেন, তবেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু-কার্য্যে সংসারের অনেককে ব্রতী করিতে পারি; আমার এই বাহুদ্বয় সে কার্য্যের প্রধান সহায় হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে তো চলিবে না! যাহাকে তাহাকে অধ্বর্য্যু-কার্য্যে ব্রতী করিলে তো আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হইবার নহে! মন্ত্র তাই বলিতেছেন,—'তোমার বাহুযুগল যেন দেবঅধ্বর্য্যু অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগলের ন্যায় হয়; আর তোমার হস্তদ্বয় যেন দেবভাগভাগী পূষাদেবতার হস্তদ্বয়ের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।' অর্থাৎ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—'আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সে তো যাহার তাহার প্রেরণা নহে! সে যে সবিতৃদেবের প্রেরণা। আর আমার এই বাহুদ্বয় বা করদ্বয় যে কার্য্য করিতেছে, তাহা তো আমার কার্য্য নহে! সে যে দেবতার কার্য্য—দেবতা করাইতেছেন! এই ভাবের ভাবুক হইয়া, এই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া, যখন আমি বলিতে পারিব,—'হে আমার হবিঃ! হে আমার হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাব! আমি তোমাকে ভগবৎপূজায় উৎসৃষ্ট করিতেছি'; তখনই আমার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে—কর্ম্ম সফল হইবে—কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী সেই সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-ভাবের দ্যোতনা করিতেছে।

ফলতঃ, কর্ম্ম-মাত্রেই দেবতার অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; আলোকই আলোককে প্রকাশ করে। দেবগণ সত্যস্বরূপ দেবতাকে পাইতে হইলে—দেবত্ব লাভ করিতে হইলে, দেবতার সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হয়। দেবতা অবিনশ্বর। অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পাইতে হইলে, তাই অবিনশ্বর দেবভাবেরই আবশ্যক হয়। আমাদের অনৃত বিনশ্বর দেহাদিরূপ ভাবনায় অবিনশ্বর পরমতত্ত্ব অধিগত হয় না। তাই, অবিনশ্বর শাশ্বত দেবভাবের সহায়তা গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য। কণ্ডিকার মন্ত্র সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন যে উচ্চভাবপূর্ণ মন্ত্র, প্রচলিত ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে তাহারও বিকৃতি সংঘটিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে কাষ্ঠনির্ম্মিত খনন-সাধন অভ্রিকে এবং তৃতীয় মন্ত্রে সেই অভ্রি দ্বারা খনিত উপরবাখ্য গর্ত্তকে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে

মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—(১) সবিতৃদেবের প্রেরণায় অশ্বিদ্বয়ের বাহুযুগল এবং পূষাদেবতার হস্ত দ্বারা, হে অভ্রি, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (২) খনন-সাধন কর্ম্মের উপোযোগী বলিয়া তুমি অনুষ্ঠাতা যাজ্ঞিকগণের সম্পর্কীয় হও। এই অভ্রি দ্বারা আমি যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদনকারীদিগের কণ্ঠদেশ ছিন্ন করি।' (৩) অভ্রি দ্বারা খনিত গর্ত্তকে সম্বোধন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে উপরবাখ্য গর্ত্ত! তুমি মহান্ হও এবং তুমি মহদ্ধ্বনি উচ্চারণ কর। 'সেই হেতু ইন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত তুমি প্রৌঢ়ধ্বনিযুক্ত বাক্য বল।' এই কি মন্ত্রের অর্থ? গর্ত্ত-খনন-কালে ভূমিতে প্রহার-জনিত মহান্ ধ্বনি উত্থিত হয়। ভূমির পরিবর্ত্তে গর্ত্তে ধ্বনি আরোপ করা হইয়াছে, নতুবা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধির বিষয় ভাষ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এ সকল অর্থ স্বীকার করি না। আমাদের মন্তব্য প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাহু' ও 'হস্ত'—সাধারণতঃ উভয়ই একার্থবোধক বলিয়া মনে হয়। উহাদের পার্থক্য সহসা উপলব্ধ হয় না। সাধারণতঃ বাহু শব্দের অর্থে আমরা 'হাত' প্রভৃতি শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। 'বাহুভ্যাং' এবং 'হস্তাভ্যাং' পদের অর্থে সে পার্থক্য উপলব্ধ হইবে। 'বাহু' বলিতে 'অংসমণিবন্ধয়োর্ম্মধ্যভাগো দীর্ঘদণ্ডাকারো বাহুঃ'; আর হস্ত বলিতে 'পঞ্চাঙ্গুলিযুক্তাগ্রভাগো হস্তঃ' বুঝায়। তাহা হইলেই বুঝা গেল,—অংশ অর্থাৎ স্কন্ধদেশ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত অংশকে বাহু এবং মণিবন্ধ হইতে পঞ্চাঙ্গুলি-সমেত অগ্রাংশকে হস্ত বলে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নারী' পদের ভাষ্যকার যে সাধারণ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই—'পুরুষাণামনুষ্ঠাতৃণাং সম্বন্ধিনী'। কিন্তু আমাদের অর্থ স্বতন্ত্র। 'নরঃ' শব্দে ভগবান বিষ্ণুকে বুঝায়। সেই হইতে ঐ পদে ভগবৎ-সম্বন্ধী বা তদংশস্বরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। * এখানে 'নরঃ' পদের স্ত্রীলিঙ্গে 'নারী' শব্দের সাধারণ অর্থ 'স্ত্রীলোক' পরিগৃহীত হয় নাই।

পরিশেষে মন্ত্রের সম্বোধ্য পদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী প্রথম অধ্যায়ের দশম কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে মন্ত্রের সম্বোধ্য-রূপে হবিঃ বা কতকগুলি ধানকে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এখানে এই কণ্ডিকায় সেই একই মন্ত্রে গর্ত্ত-খনন জন্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অভ্রিকে সম্বোধন আছে। প্রয়োজনানুসারে একই মন্ত্রের বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন সম্বোধ্য পদ এবং বিভিন্ন অর্থের পরিকল্পনা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় না কি? বেদ-মন্ত্রের এরূপ অর্থ ও প্রয়োগ কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হউক, আমরা যে সম্বোধন-পদের অধ্যাহার করিয়াছি, তাহাতে পূর্ব্বে, পরে, সর্ব্বত্রই একই অর্থ একই ভাব প্রকাশ করে। কোথাও সে অর্থের বা সে ভাবের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। এই ভাবই আমাদের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে। (৫অ—২২ক—১-৩ম)॥

---

* কৌতূহলের বিষয়, জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'নার্য্যসি' মন্ত্রাংশের অর্থ করিয়াছেন,—"Thou art a woman." অনুবাদকের এ অর্থ—'গোপাল উড়ে' পদদ্বয়ের অনুবাদেরই (Gopal flying in the sky) অনুরূপ।

ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকা। পঞ্চ-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) রক্ষোহণং বলগহনং বৈষ্ণবীমিদমহং তং বলগমুৎকিরামি।

(২) যং মে নিষ্ট্যো যমমাত্যো নিচখানেদমহং তং বলগমুৎকিরামি।

(৩) যং মে সমানো যমসমানো নিচখানেদমহং তং বলগমুৎকিরামি।

(৪) যং মে সবন্ধুর্যমসবন্ধুর্নিচখানেদমহং তং বলগমুৎকিরামি।

(৫) যং মে সজাতো যমসজাতো নিচখানোৎকৃত্যাং কিরামি ॥ ২৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) (ক) হে শব্দব্রহ্মস্বরূপে মন্ত্ররূপে বাক্! 'রক্ষোহণং' (সৎকর্ম্মবিঘাতিকাং, অজ্ঞানান্ধকারনাশিকাং) 'বলগহনং' (মায়ামোহাদিনাশিকাং) 'বৈষ্ণবীং' (ভগবদুদ্দেশে প্রযুক্তত্বাৎ ভগবৎস্বরূপাং) ত্বাং উদ্বোধয়ামীতি শেষঃ।

(খ) 'অহং' (সৎকর্ম্মকারী ভক্তসাধকোঽহং) 'ইদং' (অনেন প্রবর্ত্তমানেন মন্ত্ররূপায়া বাচা) 'তং' (সর্ব্বং) 'বলগং' (মোহজনকং আন্তর্ব্বাহ্যপ্রকৃতিং) 'উৎকিরামি' (উৎকীর্ণং করোমি, মূলেন সহ নাশয়ামীতি ভাবঃ)।

(২) 'মে' (মম) 'নিষ্ট্যঃ' (মৎকৃতং কর্ম্ম) 'যং' (শত্রুং—মোহজনকং কুপ্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (উৎপাদয়তি) তথা 'অমাত্যঃ' (মম জন্মসহজাতঃ, সহাবস্থিতো বা কুসংস্কারঃ) 'যং' (শত্রুং—মোহজনকং কুপ্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (উৎপাদয়তি), 'ইদং' (অনেন প্রবর্ত্তমানেন মন্ত্ররূপায়া বাচা) 'তং' (তৎসর্ব্বং) 'বলগং' (মোহজনকং আন্তর্ব্বাহ্যপ্রকৃতিং) 'অহং' (সৎকর্ম্মকারী ভক্তসাধকোঽহং) 'উৎকিরামি', (উৎকীর্ণং করোমি, মূলেন সহ নাশয়ামীতি ভাবঃ)।

(৩) 'মে' (মম) 'সমানঃ' (সহাধিষ্ঠিতঃ, অন্তরস্থিতো বা রিপুঃ) 'যং' (যং শত্রুং—মোহজনকং কুপ্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (জনয়তি) অপিচ 'অসমানঃ' (বহিরাগতঃ রিপুঃ) 'যং' (যং শত্রুং—মোহজনকং আন্তর্ব্বাহ্যপ্রকৃতিং) 'নিচখান' (জনয়তি) ইদং (অনেন প্রবর্ত্তমানেন মন্ত্ররূপায়া বাচা) 'তং' (তৎসর্ব্বং) 'বলগং' (মোহজনকং আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিং) 'অহং' (সৎকর্ম্মকারী ভক্তসাধকোঽহং) 'উৎকিরামি' (উৎকীর্ণং করোমি, মূলেন সহ নাশয়ামীতি ভাবঃ)।

৪। 'মে' (মম) 'সবন্ধুঃ' (আত্মসম্বন্ধী অন্তঃশত্রুঃ) 'যং' (শত্রুং'—মোহজনকং পাপ-প্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (জনয়তি), তথা 'অসবন্ধুঃ' (সম্ভাব্যবহিঃশত্রুরিত্যর্থঃ) 'যং' (শত্রুং—মোহজনকং পাপপ্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (উৎপাদয়তি), 'ইদং' (অনেন প্রবর্ত্তমানেন মন্ত্ররূপায়া বাচা) 'তং' (তৎসর্ব্বাং) 'বলগং' (মোহজনকাং আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিং) 'অহং' (সৎকর্ম্মকারী ভক্তসাধকোঽহং) 'উৎকিরামি' (নিঃশেষেণ নাশয়ামীতি শেষঃ)।

৫। 'মে' (মম) 'স্বজাতঃ' (জন্মসহজাতা অসদ্‌বৃত্তিঃ) 'যং' (শত্রুং—মোহজনকং পাপ-প্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (জনয়তি), তথা 'অসজাতঃ' (বহিরাগতা, কর্ম্মণা সঞ্জাতা ইত্যর্থঃ বৃত্তিঃ) 'যং' (শত্রুং—মোহজনকং পাপপ্রবৃত্তিরূপং) 'নিচখান' (জনয়তীতি ভাবঃ) 'ইদং' (অনেন মন্ত্ররূপায়া বাচা) 'তং' (তৎসর্ব্বাং) 'বলগং' (মোহজনকাং বৃত্তিং) 'উৎকৃত্যাং' (উৎকীর্ণং কৃত্বা) 'কিরামি' (দূরে নিক্ষিপামি)।

সঙ্কল্পমূলকাঃ এতে মন্ত্রাঃ। অন্তঃশত্রুঃ বহিঃশত্রুঃ অথবা হিংসাপরায়ণোঽন্যো যঃ শত্রুঃ বিদ্যতে, মন্ত্রপ্রভাবেন সর্ব্বান্ শত্রূন্ বয়ং বিনাশসমর্থাঃ ভবামঃ; বেদমন্ত্রোঽস্মাকং রক্ষকো ভবতু ইতি ভাবঃ। (৫অ—২৩ক—১-৫ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহে শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদমন্ত্ররূপা স্তোত্রবাক্যকে সম্বোধন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি; মন্ত্র-কয়টী আত্মোদ্বোধনমূলক এবং সঙ্কল্পসূচক)।

১। (ক) হে শব্দব্রহ্মস্বরূপা মন্ত্ররূপা বাক্! সৎকর্ম্মের বিঘ্ন-উৎপাদনকারী অজ্ঞানান্ধকারনাশিকা, মায়ামোহবিনাশকারিণী, ভগবদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হেতু ভগবৎস্বরূপা তোমাকে উদ্বোধিত করি।

(খ) সৎকর্ম্মকারী ভক্ত সাধক আমি এই প্রবর্ত্তমান মন্ত্ররূপা বাক্যের দ্বারা মোহজনক সর্ব্বপ্রকার আন্তরবাহ্য প্রকৃতিকে সমূলে বিনাশ করি।

২। আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যে মোহজনক কুপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুকে উৎপাদন করে, এবং আমার জন্মসহজাত কুসংস্কার যে মোহজনক পাপ-প্রবৃত্তিরূপ শত্রুকে উৎপন্ন করে, প্রবর্ত্তমান এই মন্ত্ররূপা বাক্যের দ্বারা সেই সকল আন্তরবাহ্য প্রবৃত্তিকে সৎকর্ম্মকারী ভক্ত সাধক আমি সমূলে বিনাশ করি।

৩। আমার সহাধিষ্ঠিত অন্তরস্থ রিপু যে মোহজনক কুপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুকে উৎপন্ন করে, অপিচ বহিরাগত রিপু যে মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্য

প্রকৃতিকে উৎপাদিত করে, প্রবর্ত্তমান এই মন্ত্ররূপা বাক্যের দ্বারা সেই সকল মোহজনক আন্তরবাহ্যবৃত্তিকে সৎকর্ম্মকারী ভক্তসাধক আমি উৎকীর্ণ করি অর্থাৎ সমূলে বিনাশ করি।

৪। আমার আত্মসম্বন্ধী অন্তঃশত্রু যে মোহজনক পাপপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুকে উৎপন্ন করে এবং সম্ভাব্যবহিঃশত্রু যে মোহজনক কুপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুকে উৎপাদন করে, প্রবর্ত্তমান এই মন্ত্ররূপা বাক্যের দ্বারা সেই সকল মোহজনক আন্তরবাহ্যবৃত্তিকে সৎকর্ম্মকারী ভক্তসাধক আমি উৎকীর্ণ করি অর্থাৎ সমূলে বিনাশ করি।

৫। আমার জন্মসহজাত অসদ্বৃত্তি যে মোহজনক পাপপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুকে উৎপন্ন করে এবং বহিরাগত অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত কুপ্রবৃত্তি যে মোহজনক পাপপ্রবৃত্তিরূপ শত্রুকে উৎপন্ন করে, প্রবর্ত্তমান এই মন্ত্ররূপা বাক্যের দ্বারা সেই সকল মোহজনক বৃত্তিকে উৎকীর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করি।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহ সঙ্কল্পমূলক। অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু অথবা হিংসাপরায়ণ আর যে সকল শত্রু-আছে, মন্ত্র-প্রভাবে সেই সকল শত্রুকে আমরা যেন বিনাশ করিতে সমর্থ হই। সে পক্ষে বেদ-মন্ত্র আমাদের রক্ষক হউন। মন্ত্রসমূহে এই ভাব পরিব্যক্ত।) ॥ (৫অ—২৩ক—১-৫ম) ॥

. . .

(মন্ত্রভাষ্যং) মহীধরকৃতং।

কিন্তু,তাং বাচম্। রক্ষোহণং রক্ষাংসি হন্তীতি রক্ষোহা তাং রক্ষোবধবিষয়াম। তথা বলগহনম বলগান্ হন্তীতি বলগহা তাম্। 'বহুলং ছন্দসি' (পা০ ৩।২।৮৮) ইতি ক্বিপ্। পরাজয়ং প্রাপ্য পলায়মানৈ রক্ষসৈরিন্দ্রাদিবধার্থমভিচাররূপেণ ভূমৌ নিখাতা অস্থিকেশনখাদি-পদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষা বলগাঃ। বলগো বৃণোতেঃ' (নিরু০ ৬।২) ইতি যাস্কঃ। যস্তু বধার্থং ক্রিয়তে তং বৃক্ষন্নাচ্ছাদয়ন্ গচ্ছতীতি বলগঃ। তে বলগা বাহুমাত্রে খাতাস্তত্তস্তদুদ্ধারাণমুপরবসা তাবন্মাত্রখননম্। 'তান্ বাহুমাত্রান্ খনেৎ' ইতি শ্রুতিঃ (৩।৫।৪।৯)। তদাহ তিত্তিরিঃ—অসুরা বৈ নির্যান্তো দেবানাং প্রাণেষু বলগান্ ন্যখনন্ তান্ বাহুমাত্রে ঽবিন্দন্ তস্মাদ্বাহুমাত্রাঃ খায়ন্তে ইতি। তথা বৈষ্ণবীং যজ্ঞরক্ষকস্য বিষ্ণোঃ সম্বন্ধিনীম। ঈদৃশীং বাচমিন্দ্রায় বদেতি সম্বন্ধঃ। (কা০ ৮।৫।৮) ইদমহমিত্যুৎকিরতি যথা খাতং প্রতিমন্ত্রমিতি। যেন ক্রমেণ চত্বারো গর্ত্তাঃ খাতাস্তেন ক্রমেণ চতুর্ভ্যো গর্ত্তেভ্যঃ খাতং মৃত্তৃণাদিকং চতুর্ভির্মন্ত্রৈরুৎকিরেদিতি সূত্রার্থঃ। যদ্বা নির্গতা স্ত্যে স্ত্যো শব্দসঙ্ঘাতয়ো। নিষ্টরাং স্ত্যায়তি সঙ্ঘাতরূপেণ সহ বর্ত্তত ইতি নিষ্টাঃ।

শরীরাৎ স্থানতি বিস্তীর্ণো ভবতীতি নিষ্টাঃ পুত্রাদিঃ। যদ্বা নির্গতো, বর্ণাশ্রমেভ্যো নিষ্ট্যঃ চণ্ডালাদিঃ। 'নিসো গতে' (পাং ৪।২।১০৪ বাং৫) ইতি বার্ত্তিকেন 'নিস উপসর্গাদ্গতার্থে ত্যপ' ইতি কাশিকায়াম্। অমাশব্দো গৃহার্থঃ সহার্থো বা। অমা গৃহে সহ বা ভবোঽমাত্যঃ 'অব্যয়াত্ত্যপ্ (পাং ৪।২।১০২) ইতি ভাবার্থে ত্যপ্। ধনিকস্ত স্বামিনো ধনগৃহাদিনির্ব্বাহকোঽমাত্যঃ। কেনাপি নিমিত্তেন কুপিতঃ পুত্রোঽমাত্যো বা মে মহ্যং মদর্থং যং বলগং নিচখান নিখাতবান্ তং বলগমহমুৎকিরামি উদ্ধৃত্যান্যত্র পরিত্যজামি। ইদং শব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণম্। ইদং প্রত্যক্ষং যথা ভবতি তথোদ্বপামীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মুৎকিরতি। সমানো ধনকুলাদিভিঃ সদৃশঃ। অসমানো ন্যূনোঽধিকো বা। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। তৃতীয়মুৎকিরতি। সবন্ধুঃ কুলশীলাদিভিঃ সমানো মাতুলপৈতৃষ্বস্রেয়াদিঃ তদ্বিপরীতোঽসবন্ধুঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। চতুর্থমুৎকিরতি। সজাতঃ সমানজন্মা ভ্রাতা তদ্বিপরীতোঽসজাতঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ (কাং ৮।৫।৯) 'উৎকৃত্যাং কিরামীতি পশ্চাৎসর্ব্বেভ্যঃ' ইতি। অসাধারণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্বোক্তক্রমেণোৎকিরণং কৃত্বা পশ্চাৎ সাধারণেন মন্ত্রেণ চতুর্ভ্যো গর্ত্তেভ্যো উৎকিরেদিতি সূত্রার্থঃ। যেষং কৃত্যা শত্রুভিরভিচরদ্ভিঃ সম্পাদিতা বলগরূপা তমুৎকিরামি উদ্ধৃত্য দূরে ক্ষিপামি॥ (৫অ—২৩ক—১-৫ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

কি কুহেলিকা-জালেই মন্ত্র-কয়টী সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে! সে কুহেলিকা-জাল ভেদ করা যে বিশেষ আয়াস-সাধ্য, আমাদের ব্যাখ্যা ও আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, তাহা উপলব্ধ হইবে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, মন্ত্রে যেন মানুষের সহিত মানুষের যুদ্ধের বিষয় প্রখ্যাপিত। তাহা হইতে কেহ কেহ দেবাসুরের, কেহ বা আর্য্য ও অনার্য্যের দ্বন্দ্বের সম্বন্ধ টানিয়া আনেন। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহাতে পুত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি, স্বজাতি, সবন্ধু, সমবলসম্পন্ন, অল্পবলসম্পন্ন—নানাবিধ মানুষ শত্রুর উপদ্রব-নিবারণ-কল্পে এই মন্ত্রের প্রয়োগের বিষয় উপলব্ধ হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বলগ' পদটী সকল সমস্যার মূলীভূত। 'বলগ' পদ বহুভাবদ্যোতক। ইহার এক অর্থ—'অভিচাররূপেণ ভূমৌ নিখাতা অস্থিকেশনখাদিপদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষা বলগাঃ।' শত্রুসংহারের জন্য একগজ মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত যে অস্থি-কেশ চূর্ণ প্রোথিত করা হয়, তাহাকে 'বলগা' বলে। অধুনাতন-কালে যে 'তুক-তাক', প্রাচীনকালের 'বলগাঃ' তাহারই ভিত্তিস্থানীয় বলিয়া মনে হয়। আবার নিরুক্ত মতে 'বলগাঃ' পদের অর্থ—'বলগো বৃণোতে' (নিং ৬২) অথবা 'বলো বৃণোতেঃ।' বল পদে মেঘ বুঝায়। মেঘ সূর্য্যরশ্মি আচ্ছাদন করে; মেঘে আকাশ সমাচ্ছাদিত হয়। এতদর্থে 'বলগা' পদে মেঘ বা অজ্ঞানান্ধকারকে বুঝাইতে পারে। যাহা হউক, ভাষ্যকার প্রথমোক্ত 'তুক-তাক'-ভাবজ্ঞাপক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ভাবেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যে পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়াছে। দ্বাবিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রের উপসংহার—'ইন্দ্রায় বাচং বদ।' কিন্তু কিরূপ বাক্য বলিতে হইবে, তাহার বিশেষ করা হয় নাই। এই মন্ত্রে সেই 'বাচং বদ' মন্ত্রাংশের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। পুত্র-মিত্র-অমাত্য-ভৃত্য-জ্ঞাতি-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন বা অপর যে কেহই হউন, অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ এই মারণ-প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিলে, কণ্ডিকার প্রতিমন্ত্রে উপরবাধ্য খাত খনন করিয়া তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত 'বলগা' উৎকীর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। প্রতি বলগা উৎকীর্ণ করিবার সময় কণ্ডিকার এক একটী মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। প্রত্যেক গর্ত্ত বাহুপরিমিত হইবে। যে মন্ত্রে গর্ত্ত-চতুষ্টয় খনন করিবার বিধি, সেই মন্ত্রেই তন্মধ্যস্থিত বলগা উৎকীর্ণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রের সহিত সচরাচর দেবাসুরের সংগ্রামের সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। অসুরগণ পরাজিত হইলে বিজেতা দেবতাদিগের সংহারের জন্য তাহারা অভিচাররূপে অস্থি-কেশ-নখ প্রভৃতি পদার্থ লইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করে। সেই সকল 'বলগা' উৎকীর্ণ-কালে কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহ উচ্চারিত হইয়াছিল,—পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানে তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে এবং আধ্যাত্মিক জগতের সহিত এই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বুঝিতে পারিলে, আমরা যে পথে যে ভাবে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতেছি, তাহার যৌক্তিকতা-উপলব্ধ হইবে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে অহরহ যে সংগ্রাম চলিয়াছে, আমরা মনে করি, মন্ত্রে সেই সংগ্রামের বিষয়ই প্রখ্যাত হইয়াছে। সে সংগ্রামে চারিদিকে অসংখ্য শত্রু বিবিধ আয়ুধ-ধারণে দণ্ডায়মান। কোনও শত্রু আমাদিগের অন্তরের মধ্যে আমাদের জন্ম-সহচর হইয়া আছে; কতকগুলি শত্রুকে আমরা আমাদের কর্ম্মের দ্বারা আহ্বান করিয়া আনিতেছি; কতকগুলি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আমাদের অনিষ্ট-সাধন করিতেছে। এইরূপ বিবিধ শত্রু আমাদের অনুষ্ঠিত ভগবৎকর্ম্মে নিয়ত বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। সেই সকল শত্রু মন্ত্রে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রের 'নিষ্টাঃ' 'অমাত্যাঃ', 'সমানঃ', 'অসমানঃ', 'সবন্ধুঃ', অসবন্ধুঃ, 'সজাতঃ,' 'অসজাতঃ' প্রভৃতি পদে সেই সকল শত্রুর প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। ঐ সকল পদের ভাষ্যকার যেরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহাতেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন কথঞ্চিৎ দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা ঐ সকল পদের অর্থ-বিশ্লেষণে মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইতেছি।

'নিষ্টাঃ' পদে নানা অর্থ দ্যোতিত হয়। মহীধরের মতে ঐ পদের প্রথম অর্থ—'নিতরাং স্থায়তি সজ্ঘাতরূপেণ সহ বর্ত্ততে।' 'ষ্টৈ শব্দসজ্ঘাতয়োঃ' অর্থাৎ স্থা ধাতুর শব্দ ও সজ্ঘাত অর্থে পূর্ব্বোক্ত অর্থ অধ্যাহৃত হয়। সজ্ঘাতরূপে সঙ্গে থাকে যাহা তাহাই 'নিষ্টাঃ'। দ্বিতীয় অর্থে পুত্রাদি বুঝায়; তৃতীয় অর্থে বর্ণাশ্রম হইতে নির্গত চণ্ডালাদিকে 'নিষ্টাঃ' পদকে লক্ষ্য করে। সায়ণের মতে (অথর্ব্ববেদ-সংহিতা, চতুর্থ অনুবাক, তৃতীয় সূক্ত, তৃতীয় মন্ত্র) 'নিষ্টাঃ' পদে নিকৃষ্টবল শত্রু'কে বুঝায়,—'নিষ্টাঃ নির্গতবীর্য্যো নিকৃষ্টবলো যঃ শত্রুঃ।' এইরূপ বিবিধ

অর্থ হইতে 'নিষ্ট্যাঃ' পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা সুকঠিন। কিন্তু লৌকিক অর্থ পরিহার করিয়া আমাদের পন্থার অনুসরণে আমরা ঐ 'নিষ্ট্যাঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'মৎকৃতং কর্ম্ম'। ভাষ্যের মতে 'যং মে নিষ্ট্যো নিচখান' মন্ত্রাংশের অর্থ এই যে,—'আমাকে সংহার করিবার জন্য আমার পুত্রাদি যে 'বলগা' প্রোথিত করিয়াছিল'। পুত্রের ভাব বজায় রাখিয়া আমাদের ব্যাখ্যায় ঐ অংশের অর্থ হইয়াছে,—'মৎকৃতং কর্ম্ম যং মোহজনকং কুপ্রবৃত্তিং উৎপাদয়তি' অর্থাৎ আমার কর্ম্ম যে মোহজনক প্রবৃত্তিকে উৎপন্ন করে।' এস্থলে ভাষ্যের 'পুত্রঃ' অর্থ এবং আমাদের 'কর্ম্ম' অর্থ একই পদবাচ্য। 'অমাত্য' পদেও সেই একই ভাব পরিব্যক্ত হয়। 'অমা' পদে ভাষ্যমতে 'গৃহকে' বুঝায়; তাহাতে 'অমাত্য' পদের অর্থ হয়—'গৃহে সহ বা ভবঃ।' ধনী ব্যক্তির ধন ও গৃহাদি কার্য্যনির্ব্বাহক অমাত্য। আমাদের মতে ইহার অর্থ—'জন্মসহজাতঃ সহাবস্থিতো বা কুসংস্কারঃ।' তাহাতে 'যং মে অমাত্যঃ নিচখান' মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে,—'আমার জন্মসহজাত কুসংস্কার দ্বারা যে 'বলগা' উৎপন্ন হয়।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমানঃ', 'অসমানঃ', 'সবন্ধুঃ', 'অসবন্ধুঃ', 'সজাতঃ', 'অসজাতঃ' প্রভৃতি পদেও পূর্ব্বোক্তরূপ ভাবই পরিব্যক্ত হয়। উহাদের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়ই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। 'সবন্ধুঃ' পদে আপনার বন্ধুবান্ধব মিত্রদিগকে বুঝায়, আর 'সজাতঃ' পদে সহোদর জ্ঞাতি প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। মিত্রাদি যেমন নিকটে থাকিয়া অনিষ্টসাধনে প্রয়াস পায়, সহোদর জ্ঞাতি প্রভৃতি যেমন স্বগৃহে থাকিয়াই অনিষ্টসাধনে তৎপর হইয়া থাকে, কামক্রোধাদি রিপুশত্রুও সেইরূপ হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াই হৃদয়কে বিপথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পায়; আর তাহাতে বিষম অনর্থের সূত্র-পাত ঘটে। সেইজন্য হৃদিস্থিত অন্তঃশত্রুসমূহকে—জন্মসহজাত অসদ্বৃত্তি-সমূহকে সবন্ধু এবং স্বজাতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মানুষের সদসৎবৃত্তিদ্বয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধির তারতম্যানুসারে সেই সকল বৃত্তি পরিস্ফুট বা বিশুষ্ক হইয়া থাকে। 'সজাতঃ' পদে এখানে সেই সকল অসদ্বৃত্তির ভাব মনে আসে। এতদ্ব্যতীত, 'অসমানঃ' অসবন্ধুঃ, অসজাতঃ প্রভৃতি যে সকল মানসিক বৃত্তির বা শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহারা আমাদের কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত হয়। আমাদিগের কর্ম্ম তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনে, অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহারা আমাদিগের অনিষ্ট সাধন করে। এমন অনেক কুকর্ম্ম আছে, যাহা আমাদের অজ্ঞাতে সাধিত হয়। সে সকল কর্ম্মের ফলাফল আমরা বুঝিতে পারি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না; অথচ সে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকি। এখানে পূর্ব্বোক্ত পদত্রয়ে, সেই সকল কর্ম্মকৃত শত্রুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, মনে করা যায়। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'আমরা পূর্ব্বোক্তরূপে সঞ্জাত অসদ্বৃত্তি-সমূহ এবং কামক্রোধাদিকে বেদমন্ত্রাদিরূপ বাক্যের দ্বারা হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করি।' এতদ্ভিন্ন মন্ত্রের অন্য কোনও অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহাতে মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্ব—জ্ঞাতি-স্বজাতির, পুত্র-ভৃত্যের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের ভাব আসে। তদ্ভিন্ন মন্ত্রে অন্য কোনও ভাবই উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বেদমন্ত্র

যে পারিবারিক দ্বন্দ্বের স্বজাতিদ্রোহের বা জ্ঞাতি-নাশের বিষয় বর্ণনা করে নাই, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। বেদমন্ত্রসমূহ উচ্চ-শিক্ষামূলক; উহাতে লৌকিক অনিত্য সম্বন্ধের বিষয় প্রকটিত হয় নাই।* (৫অ ২৩ক— ৫ম)॥

চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকা। চতুর্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) স্বরাডসি সপত্নহা। (২) সত্ত্ররাডস্যভিমাতিহা।

(৩) জনরাডসি রক্ষোহা। (৪) সর্ব্বরাডস্যমিত্রহা ॥ ২৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে ভগবন্! ত্বং 'স্বরাট্' (স্বাত্মনি স্বয়মেব রাজমানোঃ দীপ্যমানো বা) তথা 'সপত্নহা' (অন্তরস্থিতানাং সহাধিষ্ঠানাং জন্মসহজাতানাং শত্রূণাং নাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ অস্মাকং হৃদি আধিষ্ঠিতো ভূত্বা অস্মাকং অন্তঃশত্রূন্ বিনাশয়েতি প্রার্থনাঃ।

(২) হে ভগবন্! ত্বং 'সত্ত্ররাট্' (সর্ব্বেষু সৎকর্ম্মসু রাজমানো বিদ্যমানো বা) তথা 'অভিমাতিহা' (অননুকূলানাং মোহজনকানাং আন্তরবাহ্যশত্রূনাং নাশয়িতা ইতি যাবৎ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ অস্মাকং কর্ম্মসু দীপ্যমানো ভব অপিচ অস্মান্ শত্রুনাশসামর্থ্যান্ বিধেহীতি ভাবঃ।

(৩) হে ভগবন্! ত্বং 'জনরাট' (জনেষু, সাধনসম্পন্নানাং হৃদয়েষু ইত্যর্থ রাজমানো

---

* এই মন্ত্রের সহিত যাঁহারা আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাঁহারা বলেন,— আর্য্যগণ যখন এ দেশে আসেন, তখন এ দেশের লোকের মধ্যে দুইটী দল ছিল। এক দল আর্য্যগণের পক্ষ অবলম্বন করেন; আর এক দল, তাঁহাদিগের প্রতিযোগী হন। সেই প্রতি-যোগী দলের মধ্যে অনেকে জ্ঞাতি-শত্রু ছিলেন, অনেকে আবার বাহিরের লোক ছিলেন। অনেকে নিকটে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা দূরে থাকিয়াই নানা উপায়ে অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা পাইতেন। আমরা অবশ্য বেদমন্ত্রের সহিত এই সকল উপাখ্যানের সম্বন্ধের বিষয় স্বীকার করি না। তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। জনৈক পাশ্চাত্য অনুবাদক 'নিষ্ট্যঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন—stranger অর্থাৎ, আগন্তুক, বিদেশী বা অপরিচিত। কিন্তু কি সূত্রে 'নিষ্ট্যঃ' পদের অর্থ-নিষ্কাশনে তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। 'বলগা' পদের অর্থ, তাঁহার মতে—Charm of magic power ইত্যাদি।

দীপ্যমানো বা) তথা 'রক্ষোহা' (সৎকর্ম্মবিনাশকানাং শত্রূনাং নাশয়িতা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ অস্মাকং হৃদি বিরাজমানো ভূত্বা অস্মাকং সৎকর্ম্মবিঘাতকান্ শত্রূন্ নাশয়েতি প্রার্থনাঃ।

(৪) হে ভগবন্! ত্বং 'সর্ব্বরাট্' (বিশ্বচরাচরস্য সর্ব্বেষাং অন্তরেষু রাজমানো দীপ্যমানো বা) তথা 'অমিত্রহা' (অমিত্রানাং শত্রূনাং নাশয়িতা) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং অস্মাসু অধিষ্ঠিতো ভব, অপিচ অস্মান্ শত্রুনাশকান্ সদ্ভাবসমন্বিতাংশ্চ কুরু ইতি প্রার্থনাঃ)॥ (৫অ—২৪ক—১-৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র চতুষ্টয় ভগবৎসম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

(১) হে ভগবন্। আপনি স্বয়ংই আপনাতে বিদ্যমান্, দীপ্যমান্ ও প্রকাশমান্; এবং অন্তরস্থিত সত্ত্বাধিষ্ঠিত অর্থাৎ জন্মসহজাত শত্রুগণের বিনাশকারী হয়েন। (অতএব আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগের অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করুন—ইহাই প্রার্থনা।)

(২) হে ভগবন্! আপনি সকল সৎকর্ম্মে বিরাজমান, দীপ্যমান্ ও প্রকাশমান্; এবং অননুকূল মোহোৎপাদক আন্তরবাহ্য শত্রুগণের বিনাশকারী হয়েন। (অতএব আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহে দীপ্যমান হউন এবং আমাদিগকে শত্রুনাশ-সামর্থ্য প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা)।

(৩) হে ভগবন্! আপনি সাধনসম্পন্নগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান্, দীপ্যমান্ ও প্রকাশমান্ আছেন; এবং সৎকর্ম্মবিঘাতক শত্রুগণের নাশয়িতা হয়েন। (অতএব আমাদিগের হৃদয়ে বিরাজমান হইয়া আমাদের কর্ম্ম-বিঘাতক শত্রুগণকে বিনাশ করুন—ইহাই প্রার্থনা)।

(৪) হে ভগবন্! আপনি বিশ্বচরাচরের সকলের অন্তরেই বিরাজমান্, দীপ্যমান্ বা প্রকাশমান্; এবং শত্রুগণের বিনাশক হয়েন। (অতএব আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে শত্রুনাশক সদ্ভাবসম্পন্ন করুন—ইহাই প্রার্থনা)। (৫অ—২৪ক—১-৪ম)।

• • •

(মন্ত্রভাষ্যং) মহীধরকৃতং।

(কা০ ৬।৫।১৩) 'স্বরাডিত্যাভিমর্শয়তি যথাখাতং প্রতিমন্ত্রমিতি। খননক্রমেণ চতুর্ষু গর্ত্তেষু যজমানহস্তস্য স্পর্শং চতুর্ভির্মন্ত্রৈঃ কারয়েদিতি সূত্রার্থঃ। চত্বারি যজূংষি উপরবাণি। তত্র প্রথমং। হে প্রথমগর্ত্ত! ত্বং স্বরাডসি। স্বেনৈব রাজত ইতি স্বরাট্। স্বয়মেব রাজমানো

ভবসি। অতঃ সপত্নহা শত্রুঘাতী ভবেতি শেষঃ। অথ দ্বিতীয়ং। সত্ররাট্ সত্রেষু দ্বাদশাহাদিষু রাজত ইতি সত্ররাট্। অভিমাতিহা শত্রুঘাতী। অথ তৃতীয়ং। জনরাট্ জনেষু যজমানেষু রাজত ইতি জনরাট্। রক্ষোহা যজ্ঞবিনাশকরাক্ষসঘাতী। অথ চতুর্থং। সর্ব্বরাট্ সর্ব্বেষু রাজত ইতি সর্ব্বরাট্। অমিত্রহা শত্রুঘাতী॥ (৫অ—২৪ক—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——•:○:•——

চতুর্বিংশ কণ্ডিকার এই মন্ত্র-চতুষ্টয় সরল প্রার্থনা-জ্ঞাপক। মন্ত্রটী ভগবানের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয়ে ভগবানের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত দেখি। ভাষ্যকারের অর্থের সহিত যদিও আমাদের বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই; কিন্তু তথাপি মন্ত্রের প্রয়োগ অনুসারে তিনি যে ভাবে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, তাহা আমরা আদৌ অনুমোদন করি না। মৃত্তিকা-মধ্যে খনিত গর্ত্তকে স্বরাট্, সর্ব্বরাট্ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া, যাজ্ঞিকের কি পারলৌকিক ফলোদয় হয়, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। যাহা হউক, আমরা এ মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধি করি, নিম্নে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

ভগবানকে প্রথমে 'স্বরাট্' বিশেষণে বিশেষিত করা হইল। কিন্তু তাহাতেও যেন যাজ্ঞিক সাধকের পরিতৃপ্তি ঘটিল না। তিনি তার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে 'সত্ররাট্' 'জনরাট' প্রভৃতি রূপে উপলব্ধি করিলেন। পরিশেষে যখন তিনি সাধনার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিলেন, তখনই তাঁহাকে 'সর্ব্বরাট' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন; তখনই তিনি বুঝিলেন,—যিনিই স্বরাট, তিনিই সত্র রাট, তিনিই জনরাট্— তিনিই সর্ব্বরাট্। যে নামেই অভিহিত কর, যে বিশেষণেই বিশেষিত কর,—পরিণামে সেই বিরাটত্বই উপলক্ষিত হয়। বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, অবস্থা-বিশেষ বিভিন্ন গুণপ্রকাশ করিলেও, জল যেমন একই পদার্থ—বস্তুগত যেমন কোনই পার্থক্য হয় না; বিভিন্ন নামে অভিহিত এবং বিভিন্ন গুণ-বিশেষণে বিশেষিত হইলেও, সে নাম সে গুণ-বিশেষণ সেই অদ্বিতীয় বিরাটকেই নির্দ্দেশ করে। সাধকের যখন এ তত্ত্ব অধিগত হয়, তখনই আত্মায় আত্মসম্মিলন ঘটে। আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই ভাবই পরিস্ফুট।

মন্ত্রের 'স্বরাট্' পদে এক অতি উচ্চভাব দ্যোতনা করে। 'স্ব' পদে 'আপনাকে' আত্মাকে বুঝায়। যিনি 'আপনার আত্মায় আপনিই 'রাট্' অর্থাৎ রাজমান্'—তিনিই 'স্বরাট'। ভগবান্ স্বয়ংই আপনাতে বিরাজিত; তিনি আত্মারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান্। সেই অনাদি পুরুষের কেহ অধিপতি বা বশিকর্ত্তা নাই, অথচ তিনি সকলকেই বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন; তাই বেদমন্ত্রে তিনি স্বরাট্‌রূপে পরিব্যক্ত। এই ভাব হইতে আমরা ঐ 'স্বরাট্' পদের অর্থ করিয়াছি,—'আত্মনি স্বয়মেব রাজমানঃ'; অর্থাৎ তিনি আপনাতে আপনিই বিরাজিত। আবার 'স্বরাট' পদের অন্য অর্থও অধ্যাহার করা যাইতে পারে। অধুনা 'স্বরাজ'

বলিতে যে অর্থ উপলব্ধ হয়, আমরা মনে করি—তাহাতে ঐ পদের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিব্যক্ত হয় না। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে,—যিনি আপনাতে আপনি রাজ্য-বিস্তার করিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ যিনি আপনাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'স্বরাট্'। ইহার মধ্যে রাজ্য-জয়ের বা জাতি-বিদ্বেষের লেশমাত্র নাই। ইহা আধ্যাত্মিক জগতের এক নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিতেছে। আপনাকে বশীভূত করিতে হইলে, কি আয়োজন করিতে হইবে! আমাকে দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রভৃতিকে বশীভূত করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়া আত্মাকে জয় করিতে পারিলেই 'স্বরাজ' লাভ হইবে। যিনি এই ভাবে আত্মাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই 'স্বরাট্' পদবাচ্য—তাঁহারই 'স্বরাজ্য' লাভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। ফলতঃ, আত্মজয়ী যিনি, তিনিই 'স্বরাট্'; আত্মজয় 'স্বরাজ'-লাভ।

মন্ত্রের আলোচ্য অপরাপর পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রেও ঐ সকল পদের আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহে যে প্রার্থনার ভাব নিহিত রহিয়াছে, পূর্ব্বেই বঙ্গানুবাদ-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ফলতঃ, মন্ত্রের আদর্শ মহান্; ভাব মহান্—সরল আধ্যাত্মিকতা-পূর্ণ। (৫অ—২৪ক—১-৫ম)॥

—— • ——

পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। পঞ্চবিংশ কণ্ডিকা। সপ্ত-মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্।

(২) রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্।

(৩) রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্।

(৪) রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী।

(৫) রক্ষোহণৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী।

(৬) বৈষ্ণবমসি। (৭) বৈষ্ণবাঃ স্থঃ॥ ২৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! 'বৈষ্ণবান্' (ভগবদংশভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎকর্ম্মবিঘ্নতৃণাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বলগহনঃ' (মোহজনকান্ আসুর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকান, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'প্রোক্ষামি' (নিয়োজয়ামি—ভগবতি ইতি শেষঃ; প্রকৃষ্টরূপেণ সুসংস্কৃতান্ করোমি, যদ্বা—ভগবৎ-প্রীত্যর্থং প্রকৃষ্টরূপেণ উৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমীতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। হৃদ্গতাঃ সদ্ভাবাঃ হি ভগবৎপ্রীতিসাধকাঃ। ভগবৎপ্রীতয়ে তান্ সদ্ভাবান্ নিয়োজয়ামীতি সঙ্কল্পঃ।

(২) হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! 'বৈষ্ণবান্' (ভগবদঙ্গীভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃনাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বলগহনঃ' (মোহজনকান্ আসুর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকান্, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান্ ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অবনয়ামি' (অবনতান্ করোমি, যদ্বা—ভগবৎপ্রীতিসাধনোপযোগিরূপেণ সুসংস্কৃতান্ করোমি)। অয়ং মন্ত্রোঽপি সঙ্কল্পমূলকঃ। যথা মম হৃদ্গতাঃ সদ্ভাবাঃ ভগবৎপ্রীতিসাধনসমর্থাঃ ভবিষ্যন্তি, তথা তান্ উৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমীতি ভাবঃ।

(৩) হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! 'বৈষ্ণবান্' (ভগবদঙ্গীভূতান্) 'রক্ষোহণঃ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃনাং হন্তৄন্, অজ্ঞানান্ধকারনাশকান্ ইতি ভাবঃ) 'বলগহনঃ' (মোহজনকান্ আসুর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকান্, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকান্ ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অবস্তৃণামি' (সংপাতয়ামি; যথা যূয়ং ভগবৎপ্রীণনসাধকাঃ ভবন্তি তথা যুষ্মান্ আস্তীর্ণান্ উৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমীত্যর্থঃ)।

(৪) হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী! 'বৈষ্ণবী' (ভগবদঙ্গীভূতে) 'রক্ষোহণৌ' (সৎকর্ম্মবিঘাতৃণাং হন্ত্রৌ, অজ্ঞানান্ধকারনাশকে বেতি যাবৎ) 'বলগহনা' (মোহজনকে আসুর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকে, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকে ইত্যর্থঃ) 'বাং' (যুবাং) 'উপদধামি' (স্থাপয়ামি—শত্রুহননায় ভগবৎপ্রীতয়ে চ নিয়োজয়ামীতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—মম জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভগবৎপ্রীত্যুপোযোগিনী ভবতু।

(৫) হে মম জ্ঞানকর্ম্মণী! 'বৈষ্ণবী' (ভগবদঙ্গীভূতে) 'রক্ষোহণৌ' (সৎকর্ম্ম-বিঘাতৃণাং হন্ত্রৌ, অজ্ঞানান্ধকারনাশকে বেতি যাবৎ) 'বলগহনৌ' (মোহজনকে আসুর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকে, যদ্বা—মায়ামোহাদিনাশকে ইতি ভাবঃ) 'বাং' (যুবাং) 'পর্য্যূহামি' (সদ্ভাবেন পরিতঃ ছাদয়ামি, ঔৎকর্ষসাধনেন ভগবন্তং প্রাপয়ামি, যদ্বা—ভগবতা সহ নিলীয়ামীতি ভাবঃ)। অয়ং মন্ত্রোঽপি সঙ্কল্পমূলকঃ। মম জ্ঞানকর্ম্মণী এবম্বিধে ভবতাং, যেন মম ভগবৎপ্রাপ্তিঃ সুগমা ভবতীতি ভাবঃ।

(৬) হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বৈষ্ণবং' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ স্বরূপং) 'অসি' (ভবসি)।

(৭) অতঃ হে মম হৃদ্গতাঃ শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ! যূয়ং 'বৈষ্ণবাঃ' (বিশ্বরূপস্য ভগবতঃ প্রীতিসাধকাঃ) 'স্থ' (ভবথ)। মম হৃদ্গতাঃ সদ্ভাবাঃ ভগবৎপ্রীতি-সাধনানুকূলাঃ ভবন্ত ইতি ভাবঃ। (৫অ—২৫ক—১-৭ম)।

বঙ্গানুবাদ।

[এই পঞ্চবিংশ কণ্ডিকার সাতটী মন্ত্রের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রসমূহ হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। মন্ত্র-কয়েকটী সঙ্কল্পমূলক ও প্রার্থনাসূচক।]

১। হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! ভগবদংশভূত, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকদিগের নাশয়িতা অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকারী অথবা মায়ামোহাদিবিনাশক তোমাদিগকে ভগবানে নিয়োজিত করি অথবা প্রকৃষ্টরূপে সুসংস্কৃত করি অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে উৎকর্ষসাধন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্প-মূলক। হৃদ্গত সদ্ভাবরাজি ভগবৎপ্রীতিসাধক। ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সেই সদ্ভাবসমূহকে বিনিযুক্ত করি,—সাধকের ইহাই সঙ্কল্প।) ॥

২। হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! ভগবদংশভূত, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকদিগের বিনাশকারী অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশক অথবা মায়ামোহবিনাশকারী তোমাদিগকে অবনত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধনোপযোগিরূপে সুসংস্কৃত করিতেছি। (এ মন্ত্রটীও সঙ্কল্পমূলক। আমার হৃদ্গত সদ্ভাবরাজি যাহাতে ভগবৎপ্রীতি-সাধনসমর্থ হয়, সেইরূপভাবে তাহাদিগকে ঔৎকর্ষসম্পন্ন করি।) ॥

৩। হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ! ভগবদংশভূত, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকদিগের বিনাশকারী অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশক অথবা মায়ামোহবিনাশকারী তোমাদিগকে সংপাতিত করি অর্থাৎ যাহাতে তোমরা ভগবানের প্রীণনসাধক হও, সেইরূপভাবে তোমাদিগকে আস্তীর্ণ অর্থাৎ ঔৎকর্ষসম্পন্ন করি।

৪। হে আমার জ্ঞানকর্ম্ম! ভগবদঙ্গীভূত সৎকর্ম্মবিঘাতকদিগের বিনাশক অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যবৃত্তিনাশকারী অথবা মায়ামোহাদিবিনাশক তোমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত করি অর্থাৎ শত্রুনাশের জন্য এবং ভগবানের প্রীতিসাধনোদ্দেশ্যে নিয়োজিত করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম ভগবানের প্রীতিসাধনযোগ্য হউক।) ॥

৫। হে আমার জ্ঞানকর্ম্ম! ভগবদঙ্গীভূত, সৎকর্ম্মবিঘাতকদিগের বিনাশক অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, মোহজনক আন্তর্ব্বাহ্যপ্রবৃত্তিনাশকারী অথবা মায়ামোহাদিবিনাশক তোমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে আচ্ছাদন করি অর্থাৎ ঔৎকর্ষসাধনের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করি অথবা ভগবানের সহিত বিলীন করিতেছি। (এ মন্ত্রটীও সঙ্কল্পমূলক। আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম এরূপ হউক, যাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি সুগম হয়।)॥

৬। হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বব্যাপক ভগবানের স্বরূপ হও।

৭। অতএব হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব! তোমরা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রীতিসাধক হও। (ভাব এই যে, আমার হৃদ্গত সদ্ভাবরাজি ভগবৎপ্রীতিসাধনানুকূল হউক)॥ (৫অ—২৫ক—১-৭ম)॥

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৫।২২—২৩) 'প্রোক্ষত্যেনান্ রক্ষোহণ ইতি ভেদে মন্ত্রাবৃত্তিরিতি'। চতুরো গর্ত্তান্মন্ত্রেণ প্রোক্ষেৎ। তস্য মন্ত্রস্য গর্ত্তভেদে সত্যাবৃত্তিঃ কর্ত্তব্যেতি সূত্রার্থঃ। সপ্ত-যজূংষি বৈষ্ণবানি। বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুদেবতাকান্ গর্ত্তান্ বো যুষ্মান্ প্রোক্ষামি। কীদৃশান্? রক্ষোহণো রাক্ষসহন্তৄন্ বলগহনঃ অভিচারসাধনহন্তৄন্। (কা০ ৮।৫।২৪)। 'অবনয়নঞ্চ-বস্তরণে চাবটবদ্রক্ষোহণো রক্ষোহণ ইতি।' গর্ত্তেষু প্রোক্ষণশেষোদকাসেচনমবনয়নং দর্ভৈ-রাচ্ছাদনং সংস্তরণং তয়োর্দ্বয়োরপি ক্রিয়য়োর্গর্ত্তভেদাত্তন্মন্ত্রাবৃত্তির্দ্রষ্টব্যেতি সূত্রার্থঃ। তত্রাবনয়নমন্ত্রঃ। অবনয়ামি সিঞ্চামি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। অথাবস্তরণমন্ত্রঃ। আস্তৃণামি দর্ভৈরাচ্ছাদয়ামি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। কা০ ৮।৫।২৫) 'তন্নুপরি কুশানক্ত্বাধিষবণে ফলকে দ্ব্যঙ্গুলান্তরে প্রক্ষালিতে প্রাচী অরত্নিমাত্রে সংতৃণ্ণে বোপদধাতি পর্য্যূহতি চ রক্ষোহণৌ রক্ষোহণাবিতি।' যয়োঃ ফলকয়োরুপরি সোমোঽভিষূয়তে তে দ্বে অধিষবণ ফলকে তয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে দ্ব্যঙ্গুলব্যবহিতে অরত্নিপ্রমাণে সংতৃণে ঈষদ্বক্রকোণেতে চতুর্ণাং গর্ত্তানামুপরি স্থাপয়েৎ। তয়োঃ পরিতো মৃদাচ্ছিদ্রাপিধানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্রোপধানমন্ত্রঃ। যাবধিষবণফলকবিশেষৌ রক্ষোহণৌ রক্ষসাং নাশকৌ বলগহণৌ কৃত্যাবিনাশকৌ বৈষ্ণবী বৈষ্ণবৌ বিষ্ণুদেবতাকৌ। লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। তৌ বাং যুবামহমুপদধামি দ্বয়োর্গর্ত্তয়োরুপরি একৈকং ফলকং স্থাপয়ামি। অথ পর্য্যূহণমন্ত্রঃ। পর্য্যূহামি মৃদা পরিতশ্ছাদয়ামি। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। (কা০ ৮।৫।২৬) 'তয়োশ্চর্ম্মাধিষবণং পরিকৃত্ত৺ সর্ব্বরোহিতং নিদধাতি বৈষ্ণবমসীতি।' যস্মিংশ্চর্ম্মণি সোমোঽভিষূয়তে তচ্চর্ম্মাধিষবণাখ্যম্ অগ্রভাগে ছিন্নং সর্ব্বমপি লোহিতবর্ণং তয়োঃ ফলকয়োরুপরি স্থাপয়েদিতি সূত্রার্থঃ। হে চর্ম্ম! ত্বং বৈষ্ণবমসি যজ্ঞরক্ষক বিষ্ণুসম্বন্ধি ভবসি। (কা০ ৮।৫।২৭) 'তস্মিন্ গ্রাব্ণঃ পঞ্চ বৈষ্ণবাঃ স্থেতি।' নিদধাতীত্যনু-

বর্ত্ততে। তস্মিংশ্চর্ম্মণি সোমাভিষবহেতূন্ পঞ্চপাষাণান্ স্থাপয়েদিতি সূত্রার্থঃ। হে গ্রাবাণঃ! যূয়ং বৈষ্ণবাঃ স্থ যজ্ঞরক্ষকবিষ্ণুসম্বন্ধিনী ভবথ॥ (৫—২৫ক—১-৭ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী একটু জটিলভাবাপন্ন। ভাষ্যকার মন্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা অধ্যাহৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব পরিগ্রহণ সহজসাধ্য নহে। মন্ত্রের প্রয়োগবিধি অনুসারে ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহার উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রসমূহে যে গর্ত্তচতুষ্টয়-খননের বিষয় উক্ত হইয়াছে, এই কণ্ডিকার মন্ত্র দ্বারা সেই কয়েকটী গর্ত্তকে অভিসঞ্চন করিবার সময়, কণ্ডিকার সাতটী মন্ত্র যথাক্রমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মন্ত্র কয়টী বিষ্ণুদেবতা-সম্বন্ধী। গর্ত্তভেদে মন্ত্রভেদের বিষয় সূত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রের দ্বারা গর্ত্তসমূহে জলপ্রোক্ষণ করিবে। পরে প্রোক্ষণ শেষভূত জল লইয়া তদ্দ্বারা গর্ত্তসমূহকে সেচন, অবনয়ন এবং দর্ভ বা কুশ দ্বারা গর্ত্তসমূহ আচ্ছাদন করিবার বিধি। এইরূপ প্রক্রিয়ানুসরণে গর্ত্তভেদে বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রটী প্রোক্ষণ বা সেচন মন্ত্র; দ্বিতীয়টী অবনয়ন মন্ত্র এবং তৃতীয়টী দর্ভের দ্বারা আচ্ছাদন করিবার মন্ত্র। এবম্বিধ প্রয়োগ-বিধি অনুসারে মন্ত্র-ত্রয়ের যে অর্থ হয়, তাহা এই,—(১) 'হে বিষ্ণুদেবতাক গর্ত্ত! তোমাদিগকে প্রোক্ষণ করিতেছি। তোমরা কিরূপ? অর্থাৎ, রাক্ষসহন্তা এবং অভিচারসাধকদিগের হননকর্ত্তা। (২) হে বিষ্ণুদেবতাক গর্ত্ত! তোমাদিগকে জল দ্বারা সিঞ্চিত করিতেছি। তোমরা কিরূপ? অর্থাৎ রাক্ষসহন্তা এবং অভিচার-সাধকদিগের হনন-কর্ত্তা। (৩) হে বিষ্ণুদেবতাক গর্ত্ত! তোমাদিগকে দর্ভের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছি। তোমরা কিরূপ? অর্থাৎ, রাক্ষসহন্তা এবং অভিচারসাধকদিগের হননকর্ত্তা। পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহের অপরাপর প্রয়োগ-বিধির বিষয় কথিত হইতেছে। যে ফলকের উপর সোম অভিষুত হয়, সেই দুইটী অভিষবণ-ফলকে, ফলক-দুইটীর মধ্যভাগে, দুই অঙ্গুল পরিমাণ ব্যবধানে, অরত্নিপ্রমাণে আস্তীর্ণ ঈষদ্বন্ধনোপেত চারিটী গর্ত্তের উপরিভাগে প্রাচী স্থাপন করিবে। মৃত্তিকা দ্বারা তাহার উপরের ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপ কার্য্যকালে চতুর্থ অর্থাৎ উপাধান-মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে। তদনুসরণে চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ হয় এই,—'যে দুইটী অভিষবণফলকবিশেষ রাক্ষসগণের নাশক এবং কৃত্যাবিনাশকারী ও বিষ্ণুদেবতাসম্বন্ধী, সেই তোমাদিগকে দুইটী গর্ত্তের উপরিভাগে পৃথক্‌ভাবে স্থাপন করিতেছি।' অতঃপর পর্য্যূহণ-মন্ত্র। পঞ্চম মন্ত্রের অর্থ,—'রাক্ষসগণের নাশক কৃত্যাবিশসননাশকারী বিষ্ণুদেবতাসম্বন্ধী গর্ত্তদ্বয়ের উপরিভাগ মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদন করি।' চতুর্থ মন্ত্রে যে দুইটী ফলককে গর্ত্তের উপর স্থাপন করিয়া, পঞ্চম মন্ত্রে মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদন করা হইল, ষষ্ঠ মন্ত্রে তদুপরি চর্ম্ম-স্থাপনের বিধি বিহিত হইয়াছে। যে চর্ম্মে সোম অভিষুত হয়, তাহার চর্ম্মাধিষবণাখ্য ছিন্ন অগ্রভাগকে লোহিতবর্ণ সেই ফলকের উপরিভাগে

স্থাপন করিবে। তদনুসারে ষষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে চর্ম্ম! তুমি যজ্ঞের রক্ষক বিষ্ণু-দেবতা-সম্বন্ধী হও।' অতঃপর সেই চর্ম্মের উপরিভাগে সোমাভিষব জন্য পাঁচটী প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া শেষ বা সপ্তম মন্ত্রটী পাঠ করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে পাষাণখণ্ড-সমূহ! তোমরা যজ্ঞরক্ষক বিষ্ণুদেবতাসম্বন্ধী হও।'

মন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগ-বিধি এবং তদনুযায়ী অর্থ সম্বন্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনানুসারে মন্ত্রের প্রয়োগ যাহাই হউক, কর্ম্মকাণ্ডানুসারী পণ্ডিতগণ মন্ত্রের যেরূপ প্রয়োগই স্বীকার করুন, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। তবে যে কর্ম্ম যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সকল কর্ম্মেরই লক্ষ্য এক অভিন্ন; সকল কর্ম্মেরই লক্ষ্য—দুঃখনিবৃত্তি ও সুখসাধন। সুখশান্তি-লাভের আশায়ই মানুষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কোনও কর্ম্মই হইতে পারে না। কর্ম্ম—সকামই হউক, আর নিষ্কামই হউক, লক্ষ্য সেই একই। সুতরাং কর্ম্মসাধনমূলক বেদমন্ত্রেরও লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখসাধন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবদ্বাণী বেদমন্ত্র, মানুষকে সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমাদের উদ্দেশ্য সেই লক্ষ্য প্রকটন করা। আমাদের সেই উদ্দেশ্য-সাধনে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইতেছি, সেই উদ্দেশ্য-প্রকটনে আমরা কতদূর সাফল্য লাভ করিতেছি,—সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন।

ভাষ্যকারের সহিত আমাদের প্রথম মতান্তর,—মন্ত্রের সম্বোধন পদ লইয়া। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্রে গর্ত্ত-চতুষ্টয়ের সম্বোধন আছে, মন্ত্রে অভিষবণাখ্য চর্ম্মের সম্বোধন আছে, মন্ত্রে সোমরস-নিঃসারক শিলাখণ্ডের সম্বোধন আছে। আমরা অবশ্য ভাষ্যকারের সহিত এতদ্বিষয়ে একমত হই নাই। আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, মন্ত্রের মহদুদ্দেশ্য প্রকটনে, আমরা মনে করি,—এই পঞ্চবিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে হৃদয়ের সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্বকে, জ্ঞান-কর্ম্মকে সম্বোধন করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ শত্রুনাশে, সদ্ভাব সৎকর্ম্ম সৎজ্ঞান যেমন পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, তেমন আর কিছুই নহে। অজ্ঞানতা-রূপ মানুষের পরম শত্রু, ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্রই মানুষকে নানা প্রকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। কাম, ক্রোধ, মায়া, মোহ, লোভ, প্রলোভন,—অজ্ঞানতা-সহচর সকলেই তখন তাহাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সদ্জ্ঞান ও সৎকর্ম্ম প্রভাবে হৃদয়ে যদি সদ্ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের উন্মেষ হয়, তখন অজ্ঞানতা আর তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না; তখন সে আপনিই পরাভূত হইয়া সদলবলে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। গর্ত্ত বা চর্ম্ম অথবা মুষল সে পক্ষে কি সহায়তা করে, এবং মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল ঐ সকল সামগ্রী হইলে মন্ত্র কি উচ্চভাব দ্যোতনা করে, সুধীগণেরই তাহা বিচার্য্য। যেমন বাহ্য-জগতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান, তেমনই অন্তর্জগতে হৃদয়-ক্ষেত্রেও যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। বাহ্যজগতে যেমন রাক্ষসাদির উপদ্রবে যজ্ঞ পণ্ড হয়, অন্তর্জগতে হৃদয়ের যজ্ঞও তেমন সসহচর অজ্ঞানতা-রূপ রাক্ষসাদির উপদ্রবে পণ্ড হইয়া থাকে। মন্ত্রে সেই অন্তর্যাজ্ঞিকের আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং দৃঢ়-সঙ্কল্পের বিষয়ই প্রকটিত হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'রক্ষোহনঃ' 'বলগহনঃ' 'বৈষ্ণবান্' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যার আলোচনা ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যায় পরিদৃষ্ট হইবে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে যে সকল ক্রিয়াপদ আছে, সেইগুলিই লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম মন্ত্রের ক্রিয়াপদ—'প্রোক্ষামি'। ঐ পদের ভাষ্যকার বিশেষ কোনও অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। 'ঈক্ষ' ধাতুর অর্থ—দর্শন করা। প্রকৃষ্ট-দর্শন তখনই সম্ভবপর হয়, যখন বস্তু-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে। বস্তু বিষয়ে জ্ঞানলাভ তখনই হয়, যখন সে জ্ঞান ঔৎকর্ষ-সম্পন্ন হয়। তখনই তাহা ভগবানে নিয়োজিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা ঐ 'প্রোক্ষামি' ক্রিয়াপদের অর্থ করিয়াছি,—'প্রকৃষ্টরূপেণ নিয়োজয়ামি—ভগবতি ইতি ভাবঃ, সুসংস্কৃতান্ করোমি, যদ্বা—ভগবৎপ্রীত্যর্থং প্রকৃষ্টরূপেণ ঔৎকর্ষসম্পন্নান্ করোমি।' সে মতে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—'হে আমার হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ! তোমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে ভগবানে নিয়োজিত করি বা সুসংস্কৃত করি অর্থাৎ ভগবানের প্রীতির জন্য প্রকৃষ্টরূপে তোমাদিগের ঔৎকর্ষসাধন করি।' গর্ত্তে জলসিঞ্চন করা অপেক্ষা, হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহকে ভগবানের তৃপ্তির জন্য উৎসর্গ করা যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় মঙ্গলসাধক, মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে। আমাদের তাহাই সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় মন্ত্রের 'অবনয়ামি' ক্রিয়াপদও সেই একই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। ভাষ্যকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'সিঞ্চামি' অর্থাৎ গর্ত্তসমূহে জলসেচন করি। আমাদের মতে ঐ পদের অর্থ—'ভগবানের প্রীতিসাধনোপযোগী করিয়া স্থাপন করি।' এইরূপে অন্যান্য ক্রিয়াপদের যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ফলতঃ, মন্ত্র-কয়েকটী ভগবদ্ভাবমূলক। হৃদয়ের আবিলতা দূর হউক, হৃদয়ে সঞ্চিত শুদ্ধসত্ত্বের ও সদ্ভাবের প্রভাবে যেন ভগবানের কৃপা-লাভে সমর্থ হই,—মোক্ষা-ভিলাষী ব্যক্তির এবম্বিধ কামনা এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রসমূহ উপদেশ দিতেছেন,—'যদি ভগবদনুকম্পা পাইতে চাও, সদ্ভাবের অধিকারী হও। সৎকর্ম্মের অনুরাগী হও। সদ্জ্ঞান-সঞ্চয়ে প্রয়াস পাও। তাহা হইলে, ভগবানের করুণা-ধারা স্বতঃবিগলিত হইবে'। * (৫অ—২৫ক—১-৭ম)॥

---

* এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের ভাষ্যানুসারী একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"I sprinkle you whom Vishnu owns, killers of fiends and evil charms.
"I lay down you whom Vishnu loves, killers of fiends and wicked charms.
"I scatter you whom Vishnu loves, killers of fiends and wicked charms.
"You two whom Vishnu loves, who kill fiends and ill charms I do I lay down.
"You two whom Vishnu loves, who kill fiends and ill charms I compass round.
"To Vishnu though belongest. Ye are Vishnu's."

ষড়্বিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ষড়্বিংশ কণ্ডিকা। অষ্টমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং

পূষ্ণো হস্তাভ্যাম্ আদদে।

(২) নার্য্যসীদমহং৺ রক্ষসাং গ্রীবা অপি কৃন্তামি।

(৩) যবোঽসি যবয়াস্মদ্দ্বেষো যবয়ারাতীঃ। (৪) দিবে ত্বা।

(৫) অন্তরিক্ষায় ত্বা। (৬) পৃথিব্যৈ ত্বা।

(৭) শুন্ধন্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ। (৮) পিতৃষদনমসি ॥ ২৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধরূপ হবিঃ! 'সবিতুঃ' (সর্ব্বস্য প্রসবয়িতুঃ, জ্ঞানপ্রদ ইতি যাবৎ) 'দেবস্য' (দ্যোতমানস্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য বা ভগবতঃ) 'প্রসবে' (প্রে সতি) 'অশ্বিনোঃ' (দেবানামধ্বর্য্যুরূপস্য ভবব্যাধিনিবারকস্য বা অশ্বিদ্বয়স্য) 'বাহুভ্যাং' (ভুজাভ্যাং) 'পূষ্ণঃ' (দেবানাং হবির্ভাগপূরকস্য পূষাদেবস্য) 'হস্তাভ্যাং' (করাভ্যাং) 'ত্বা' (ত্বাং—ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্টং হবিঃরূপং শুদ্ধসত্ত্বং ভক্তিসুধাঞ্চ) 'আদদে' (পরিগৃহ্ণামি, নিবেদয়ামীতি ভাবঃ)। ভগবৎকর্ম্মসু বাহুহস্তশ্চ দেবসম্বন্ধী ইতি বিচিন্তনং কর্ত্তব্যং। সর্ব্বাত্মকস্য ভগবতঃ সম্বন্ধিনো হবিঃ মনুষ্যেণ কথং গ্রহীতুং শক্যমিতি। দেবতানুস্মরণাভাবে তু মনুষ্যাণামনৃতরূপত্বাৎ তৎকৃতমনুষ্ঠানং নিষ্ফলত্বাদনৃতং ভবতীতি দেবতাস্মরণমিত্যভিপ্রায়ঃ। দেবানাং সত্যরূপত্বাদনুস্মৃতিপূর্ব্বকং হবির্গ্রহণং ফলোপধায়কত্বাৎ সত্যং ভবতীতি ভাবঃ।

(২) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! ত্বং নার্য্যসি 'নারী' (ভগবৎসম্বন্ধিনী, যদ্বা—তদংশস্বরূপা) 'অসি' (ভবসি); অতঃ 'ইদং' (অনেন হবিষা—শুদ্ধসত্ত্বেনেতি যাবৎ) 'অহং' (প্রার্থনাকারী যাজ্ঞিকঃ সাধকোঽহং) 'রক্ষসাং' (সৎকর্ম্মবিঘাতকানাং—সসহচরাণাং অজ্ঞানাদিনামিতি ভাবঃ) 'গ্রীবা অপি' (কণ্ঠদেশোঽপি) 'কৃন্তামি' (ছিনদ্মি, মূলেন সহ নাশয়ামীতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—হৃদ্গতেন সদ্ভাবেন সর্ব্বে শত্রবঃ বিনশ্যন্তু।

(৩) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! ত্বং 'যবঃ' (ভগবতা সহ মিলনসাধকঃ, যদ্বা—পরমাত্মনা সহ আত্মানং মিশ্রয়িতা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'দ্বেষঃ' (দ্বেষ্টৄন্—অস্মাকং শত্রূন্) 'অস্মৎ' (অস্মত্তঃ) 'যবয়' (পৃথক্‌কুরু, দূরে অপসারয়, নাশয়েতি যাবৎ); তথা 'অরাতীঃ' (দানপ্রতিবন্ধকান্, যদ্বা—সদ্‌বৃত্তিনাশকান্ শত্রূনপি ইত্যর্থঃ) 'যবয়' (নাশয় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং আন্তর্ব্বাহ্য-শত্রূন্ নাশয়িত্বা অস্মান্ পরমাত্মনা সহ সংযোজয়।

(৪) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ। 'দিবে' (দিবিস্থিতানাং ভূতসঙ্ঘানাং প্রীত্যর্থং, যদ্বা—স্বর্গলোকস্য হিতসাধনায়) 'ত্বা' (ত্বাং) সুসংস্কৃতং করোমি, নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ।

(৫) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! 'অন্তরিক্ষায়' (অন্তরিক্ষলোকস্থিতানাং ভূতসঙ্ঘানামুপকারায়, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকস্য হিতসাধনায় ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) সুসংস্কৃতং করোমি নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ।

(৬) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! 'পৃথিব্যৈ' (পৃথ্বীতলনিবাসিনাং ভূত-সঙ্ঘানাং উপকারায়, যদ্বা—ভূর্লোকহিতায় ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) সুসংস্কৃতং করোমি নিয়োজয়ামি বা ইতি শেষঃ।

অত্র বিশ্বচরাচরস্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রকটিতা ভবতি। মম চিত্তবৃত্তয়ঃ এবম্বিধাঃ ভবন্তু যেন তেষাং আদর্শেন সর্ব্বাঃ লোকাঃ উন্নতাঃ ঔৎকর্ষসম্পন্নাশ্চ ভবন্তি—এষু ত্রিষু মন্ত্রেষু সাধকস্য এবম্বিধা কামনা বর্ত্ততে।

(৭) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তব প্রভাবেন 'পিতৃষদনাঃ' (পিতৃগুণানাং আশ্রয়ভূতাঃ) 'লোকাঃ' (সর্ব্বাঃ লোকাঃ, যদ্বা—পিতৃগুণানাং আশ্রয়ভূতানি হৃদয়ানি) 'শুন্ধতাং' (বিশুদ্ধানি ভবন্তু, যদ্বা—উদ্ধারং প্রাপ্নোন্তু ইতি ভাবঃ)।

(৮) হে মম হৃদয়! ত্বং 'পিতৃষদনং' (পিতৃগুণানাং—শুদ্ধসত্ত্বরূপাণামিতি ভাবঃ আশ্রয়-ভূতঃ) 'অসি' (ভবসি), অতস্ত্বং বিশুদ্ধং ভবিষ্যতি ভাবঃ। (৫অ—২৬ক—১-৮ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার প্রথম সাতটী মন্ত্র হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হবিঃ-সম্বোধনে এবং শেষ মন্ত্রটী হৃদয়ের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভগবদুদ্দেশ্যে হবিঃ-প্রদানকালে যাজ্ঞিক যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে সেই ভাবের অধ্যাস হইয়াছে।]

১। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বভাবরূপ হে হবিঃ! সকলের প্রসবিতা জ্ঞানপ্রদ দীপ্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্মবাহুকে দেবগণের অধ্বর্য্যুস্থানীয় ভবব্যাধিনিবারক অশ্বিদ্বয়ের বাহু-যুগলবৎ মনে করিয়া, এবং আপনার করগযুলকে দেবগণের হবির্ভাগ-পূরক পূষাদেবতার করস্বরূপ মনে করিয়া, সেই বাহুযুগলের ও করদ্বয়ের

দ্বারা, তোমাকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি। (ভগবৎকর্ম্মে আপনাকে বিনিযুক্ত করিতে হইলে, আপনার বাহুযুগলকে এবং করদ্বয়কে দেবতার বাহু ও হস্ত বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাত্মক ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবিঃ মানুষ কিরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে? দেবতার স্মরণ না করিলে, মানুষের অনৃতস্বরূপহেতু, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং তাহাতে অনিষ্টোৎপাদন ঘটে। সেইজন্য সকল কার্য্যেই দেবতার স্মরণ কর্ত্তব্য। দেবগণ সত্যস্বরূপ। দেবগণের অনুস্মরণ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা ফলোপধায়ক হয় এবং সত্যস্বরূপ হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।)॥

২। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! তুমি ভগবানের সম্বন্ধি অথবা ভগবানের অংশস্বরূপ হও। অতএব, এই হবির অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা, প্রার্থনাকারী যাজ্ঞিক সাধক আমি, যজ্ঞবিঘাতকদিগকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মনাশকারী সসহচর অজ্ঞানতা প্রভৃতিকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হৃদ্গত সদ্ভাবের প্রভাবে সকল শত্রুবিনাশপ্রাপ্ত হয়।)॥

৩। আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত মিলনসাধক অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার মিশ্রণকারী হও। অতএব তুমি আমাদিগ হইতে আমাদিগের শত্রুদিগকে পৃথক অর্থাৎ দূরে অপসারণ ও বিনাশ কর; অপিচ, দানপ্রতিবন্ধক অর্থাৎ সদ্বৃত্তিনাশক শত্রুদিগকে বিনাশ কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের আন্তর্ব্বাহ্য সকল শত্রুকে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত কর।)॥

৪। আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! দ্যুলোকস্থিত ভূতসঙ্ঘের প্রীতির নিমিত্ত অথবা স্বর্গলোকের হিতসাধন জন্য তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

৫। আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ। অন্তরিক্ষ-লোকস্থিত ভূতসঙ্ঘের উপকারের নিমিত্ত অথবা অন্তরিক্ষলোকের হিতসাধন জন্য তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

৬। আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! পৃথিবী-নিবাসী

ভূতসঙ্ঘের উপকারের নিমিত্ত অথবা পৃথিবীর হিতকামনায় তোমাকে সুসংস্কৃত অর্থাৎ নিয়োজিত করিতেছি।

(এই তিনটী মন্ত্রে বিশ্বচরাচরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আমার চিত্তবৃত্তি এবম্বিধ হউক, যাহার আদর্শে বিশ্ববাসী সকলে উন্নত ও ঔৎকর্ষসম্পন্ন হয়—মন্ত্রত্রিতয়ে সাধকের এবম্বিধ কামনা বর্ত্তমান।)।

৭। আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বরূপ হে হবিঃ! তোমার প্রভাবে পিতৃগুণসমূহের আশ্রয়ভূত সকল লোক অর্থাৎ পিতৃগুণসমূহের আশ্রয়ভূত হৃদয় বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হউক অথবা পরিত্রাণ পাউক।

৮। হে আমার হৃদয়! তুমি পিতৃগুণসমূহের আশ্রয়ভূত হও; অতএব তুমি বিশুদ্ধতা লাভ কর। (৫অ—২৬ক—১-৮ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ইত উত্তরমৌদুম্বরী মন্ত্রাঃ। (কা০ ৮।৫।৩০-৩২) 'ঔদুম্বরীং মিনোতি যজমানমাত্রীং যূপবচ্ছেতেঽভ্রয়াদি করোত্যাবস্তরণাদিতি।' উদুম্বরবৃক্ষাদুৎপন্নাং কাঞ্চিচ্ছাখাং যজমানদেহমিতাং সদোমণ্ডপমধ্যে নিখনেৎ। সা চ শাখা নিখননাৎ পূর্ব্বং যূপবদ্ভূমৌ শয়িত্বা বর্ত্ততে যূপাবটখননবদভ্রিস্বীকারমারভ্য দর্ভোপস্তরণপর্য্যান্তান্ পদার্থান্ মন্ত্রৈরেব কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। যূপাবটপ্রদেশে (কা০ ৬।২।৮) 'দেবস্য ত্বেত্যভ্রিমাদায়েতি' ব্যাখ্যাতং যজুঃ। (কা০ ৬।২।৮) 'যূপাবটং পরিলিখতীদমহমিতি' এতদপি ব্যাখ্যাতম্। (কা০ ৬।২।১৫) 'যবোঽসীত্যপ্সু যবানোপ্যেতি।' যবদৈবত্যং হে ধান্যবিশেষ! ত্বং যবোঽসি। যৌতি পৃথক্করোতীতি যবঃ। অস্মৎ দ্বেষো দ্বেষ্টৄন্ শত্রূন্ দ্বেষো দৌর্ভাগ্যং বা অস্মৎ অস্মত্তো যবয় পৃথক্ কুরু। তথা অরাতীঃ অদানানি চ যবয় পৃথক্ কুরু। অনেন সৌভাগ্যং ধনং চ প্রার্থ্যত ইতি ভাবঃ। (কা০ ৬।২।১৫-১৬) 'প্রোক্ষত্যগ্রমধ্যমূলানি দিবে ত্বেতি প্রতিমন্ত্রং প্রোক্ষামীতি সর্ব্বত্র সাকাঙ্ক্ষত্বা'দিতি।' তত্র প্রথমো মন্ত্রঃ। হে ঔদুম্বর্য্যগ্রভাগ! দিবে দ্যুলোকপ্রীত্যর্থং ত্বা ত্বাং প্রোক্ষামীতি শেষঃ। দ্বিতীয়ঃ হে মধ্যভাগ! অন্তরিক্ষায়ান্তরিক্ষলোকপ্রীত্যৈ ত্বাং প্রোক্ষামি। অথ তৃতীয়ঃ। হে মূলভাগ! পৃথিব্যৈ পৃথিবীপ্রীত্যৈ ত্বাং প্রোক্ষামি। (কা০ ৬।২।১৩) 'অবটে শেষমাসিঞ্চতি শুন্ধতামিতি।' দ্বে যজুষী পিত্র্যে পিতরঃ সীদন্তি যেষু লোকেষু তে পিতৃষদনাঃ লোকাঃ শুন্ধন্তামনেনোদকসেচনেন শুদ্ধা ভবন্তু। খননোৎপন্নস্য ক্রৌর্য্যস্য শান্ত্যর্থমিদমুদকসেচনম্। তদাহ তিত্তিরিঃ 'ক্রূরমিব বা এতৎ করোতি যৎ খনতি যৎপয়োঽবনয়তি শান্ত্যৈ তাদিতি।' (কা০ ৬।২।১৮) 'বর্হীংষি প্রাগুদগ্রাণি চ প্রাস্যতি পিতৃষদনমসীতি। তস্মিন্নবটে প্রাগগ্রানুদগগ্রাংশ্চ দর্ভানাস্তৃণাতীতি সূত্রার্থঃ। পিতরঃ সীদন্ত্যুপবিশন্তি যস্মিন্ তৎ পিতৃষদনম্। হে বর্হিঃ! ত্বং পিতৃষদনমসি। (৫অ—২৬ক—১-৮ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— §:০○০:§ ——

ভাষ্যমতে এই কণ্ডিকার মন্ত্রগুলি ঔদুম্বরী-শাখা অর্থাৎ যজ্ঞডুম্বুরের শাখা প্রোথিত করিবার মন্ত্র। যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষ হইতে যজমানের দেহপরিমিত একটী শাখা কাটিয়া লইয়া, ঋত্বিগ্‌গণ-পরিবৃত মণ্ডপের মধ্যস্থলে প্রোথিত করিবার বিধি—সূত্রগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। প্রোথিত করিবার পূর্ব্বে সেই শাখাকে যূপের ন্যায় মৃত্তিকোপরি শায়িতভাবে রাখিবে। যূপাবট-খননবৎ অভ্রিস্বীকার হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভোপস্তরণ পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থের আবশ্যক হয়, এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের দ্বারা সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করিবার বিধি। যূপাবট-প্রদেশে 'দেবস্য ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে অভ্রি গ্রহণ করিবে। তার পর, তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রোক্ষণভূত জলে যবচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর সেই ঔদুম্বরী-শাখার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ ও নিম্নভাগ বা মূলাংশকে যথাক্রমে দ্যুলোক অন্তরিক্ষলোক এবং পৃথিবীলোক-রূপে পরিকল্পনা করিয়া, চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই প্রোক্ষণভূত জল দ্বারা ঔদুম্বরী শাখার অগ্রভাগ, মধ্যভাগ এবং নিম্নভাগ অভিষিঞ্চিত করিবে। ঔদুম্বরী-শাখা প্রোথিত করিবার জন্য যে গর্ত্ত খনন করা হয়, প্রোক্ষণশেষ-ভূত জল সপ্তম মন্ত্রে সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর অষ্টম মন্ত্রে সেই গর্ত্তে দর্ভ স্থাপন করিবে। এইরূপ প্রয়োগ-বিধি অনুসারে, মন্ত্র-সমূহের যে সকল সম্বোধন পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহা এই,—প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত অভ্রিসম্বোধনে বিনিযুক্ত। তৃতীয় মন্ত্রে যব-শস্যের, চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ মন্ত্রত্রয় ঔদুম্বরী-শাখার অগ্র মধ্য ও মূলভাগের, সপ্তম মন্ত্রে ঔদুম্বরী-শাখা-প্রোথিতকরণোদ্দেশ্যে খনিত গর্ত্তের এবং অষ্টম বা শেষ মন্ত্রে দর্ভের সম্বোধন পরিকল্পিত হইয়াছে। সে হিসাবে মন্ত্র-সমূহের যে অর্থ হইয়াছে, ভাষ্যানুসারী সেই অর্থ নিম্নে প্রকটিত হইল। যথা,—প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বাবিংশ কণ্ডিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য—যবশস্য। মন্ত্রের অর্থ,—'হে যবধান্যবিশেষ!' তুমি পৃথক্‌কারী হও; আমাদিগ হইতে আমাদিগের চর্ত্তাশত্রুরূপ শত্রুকে পৃথক কর; অপিচ অদানরূপ শত্রুকে পৃথক কর।' ফলতঃ, এই মন্ত্রে সৌভাগ্য ও ধন-লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী-শাখার অগ্রভাগ। মন্ত্রের অর্থ—'হে ঔদুম্বর্য্যগ্রভাগ! দ্যুলোকের প্রীতির জন্য তোমাকে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ বা সিঞ্চন করিতেছি।' পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী শাখার মধ্যভাগ। মন্ত্রের অর্থ,—'হে মধ্যভাগ! অন্তরিক্ষলোকের প্রীতির জন্য তোমাকে জলের দ্বারা সিঞ্চিত করিতেছি।' ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী-শাখার মূলভাগ। মন্ত্রের অর্থ—'হে মূলভাগ! পৃথিবীর প্রীতির জন্য তোমাকে সিঞ্চিত করিতেছি।' সপ্তম মন্ত্রের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী-শাখা-প্রোথিত-করণোদ্দেশে খনিত গর্ত্ত। অবটে প্রোক্ষণ-শেষভূত জল-সিঞ্চন করিতে করিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—'পিতৃগণের আশ্রয়স্থানভূত লোক-সকল এই জল-সিঞ্চনে

পবিত্রতা প্রাপ্ত হউক।' শেষ মন্ত্রের সম্বোধ্য—বর্হি। মন্ত্রের অর্থ,—'হে বর্হি! তোমরা পিতৃগণের উপবেশন-স্থানভূত হও।'

ভাষ্যানুসারী সম্বোধন-পদ-সমূহে এবং তৎসম্বোধনে মন্ত্রের পরিগৃহীত অর্থে মানুষের পারত্রিক কি মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের সকল অনুষ্ঠানেরই লক্ষ্য—ঐহিক দুঃখনাশে পারত্রিক কল্যাণ-সাধন। বেদানুসারী ক্রিয়া-কর্ম্মের মূল লক্ষ্য তাহাই মনে হয়। এইভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষ আপনার পারত্রিক মঙ্গল-বিধায়ক কর্ম্ম-সাধনে তৎপর হউক,—কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার সকল কর্ম্মের অবসান হউক, কর্ম্মই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করুক,—আমাদের মনে হয়, ক্রিয়া-পদ্ধতির অবতারণায় বেদমন্ত্র মানুষকে সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে। একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, মন্ত্র-সমূহের এই লক্ষ্যই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সেই উদ্দেশ্য প্রকটনই আমাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল। তদ্ভিন্ন, বেদানুসারী বৈদিক ক্রিয়া-পদ্ধতির কোনও ব্যতিক্রম সংঘটন করা, আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যা, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বাপর মন্ত্রের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার পক্ষে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় সুধীগণেরই বিচার্য্য। মন্ত্রে কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই। সুতরাং সেস্থলে কেন ঔদুম্বরী-শাখা, যব শস্য অথবা অবট ও বর্হি কল্পনা করিব? আমরা কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের সে সকল সম্বোধ্য-পদ অধ্যাহার করিয়াছি, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও তাহার আলোচনা দ্বাবিংশ কণ্ডিকায় পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বাপর যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, সেই ভাবের অনুসরণে ঐ দুই মন্ত্রের সম্বোধ্য—হৃদয়ের অন্তর্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বভাব। পরবর্ত্তী পাঁচটী মন্ত্রেরও সম্বোধ্য সেই শুদ্ধভাব বলিয়া মনে করি। শেষ মন্ত্রের লক্ষ্য—হৃদয়। তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ, সে হিসাবে, এই হয় যে—'হে আমার অন্তরের শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবিঃ! তুমি ভগবানের সহিত সংযোজনসাধক অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত আত্মার সংমিশ্রণকারী হও। অতএব, তুমি আমাদিগ হইতে আমাদের শত্রুগণকে পৃথক অর্থাৎ দূরে অপসারণ কর ও বিনাশ কর।' এখানে 'যব' পদ প্রধান লক্ষ্যস্থল। ভাষ্যকারের অর্থ—'যৌতি পৃথক্করোতীতি যবঃ।' তাহাতে 'যবোঽসি' মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—'তুমি পৃথক্‌কারী হও।' আমরা এ অর্থ গ্রহণ করি না। 'যু' ধাতু হইতে (যু+অল্—ক) 'যব' পদ নিষ্পন্ন। ঐ যু ধাতুর অর্থ—মিশ্রিত করা। তাহা হইতে 'যবঃ' পদের অর্থ হয়—'মিশ্রয়িতা।' ভগবানের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে, হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হয়। হৃদয় নির্ম্মল হয় তখনই, যখন সে হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিদূরিত হয়। শুদ্ধসত্ত্ব সেই অজ্ঞানতা প্রভৃতি সদ্ভাবনাশক শত্রুকে পৃথক করে এবং ভগবানের সহিত সাধককে সম্মিলিত করিয়া দেয়। যতক্ষণ অন্তরে অসদ্ভাবের সমাবেশ থাকে, ততক্ষণ সে হৃদয়ে সদ্ভাবের স্থান হয় না; আবার সদ্ভাবের উদয়ে অসদ্ভাব দূরে পলায়ন করে। এই জন্যই শুদ্ধসত্ত্ব যেমন একদিকে হৃদয়কে অসদ্ভাব হইতে পৃথক করে, তেমনই অন্যদিকে সত্তের

সহিত তাহাকে সংযোজিত করিয়া দেয়। হৃদয় সদসৎ উভয়েরই আধারস্থানীয়। সৎকে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, অসৎ দূর করিবার আবশ্যক হয়। শুদ্ধসত্ত্ব এতদুভয় ব্যাপার সংঘটনেই সমর্থ বলিয়া মনে করি। কর্ম্ম-কাণ্ডানুসারে, যবশস্য যেরূপভাবেই কার্য্যকরী হউক না কেন, কিন্তু হৃদয়ের আবিলতানাশে হৃদয়কে ভগবদনুসারী করিতে যবশস্য কিরূপ কার্য্যকরী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি;—ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গল-সাধন। সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ভক্তসাধক হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশে অসদ্ভাব দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রের লক্ষ্য—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের হিতসাধন। এই তিনটী মন্ত্রে এক বিশ্বজনীন ভাবের বিকাশ হইয়াছে। সাধক কহিতেছেন,—'আমার শুদ্ধসত্ত্ব যে কেবল আমারই মঙ্গলসাধক হউক, তাহা নহে; পরন্তু তদ্দ্বারা এই বিশ্ব-চরাচরের সকলেই উপকৃত হউক। আমি যেন এমন সাধনা-সম্পন্ন হই, আমি যেন এমন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বচরাচরের সকলেই নিজ নিজ উৎকর্ষতাসাধনে সমর্থ হয়। 'দিবে,' 'অন্তরিক্ষায়' 'পৃথিব্যৈ' প্রভৃতি পদ, আমরা মনে করি, সেই বিশ্বজনীন ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। শেষ দুইটী মন্ত্রের প্রার্থনা সরল। সুতরাং তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সদ্গুণের অধিকারী হইতে হইলে বিশুদ্ধতা ও নির্ম্মলতা প্রয়োজন। চিত্তের বিক্ষোভ দূর না হইলে সদ্ভাবের অধিকারী হওয়া যায় না। তাই মন্ত্রদ্বয় উপদেশ দিতেছে,—চিত্তের বিক্ষোভ দূর কর; হৃদয় নির্ম্মল কর; সদ্ভাব আপনিই আসিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।' আমরা মনে করি, মন্ত্রসমূহে পূর্ব্বোক্ত ভাব-তরঙ্গ প্রবাহিত। (৫অ—২৬ক—১৮ম)॥

—— ০ ——

সপ্তবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। সপ্তবিংশ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) উদ্দিবꣳ স্তভানান্তরিক্ষং পৃণ দৃꣳহস্ব পৃথিব্যাং।

(২) দ্যুতানস্ত্বা মারুতো মিনোতু মিত্রাবরুণৌ ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা।

(৩) ব্রহ্মবনি ত্বা ক্ষত্রবনি রায়স্পোষবনি পর্য্যূহামি।

(৪) ব্রহ্ম দৃꣳহ। (৫) ক্ষত্রং দৃꣳহ।

(৬) আয়ুর্দৃꣳহ। (৭) প্রজাং দৃꣳহ॥ ২৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মনঃ! ত্বং 'দিবং' (দ্যুলোকং, দ্যুলোকসম্বন্ধিনং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'উৎ' (উৎকৃষ্টরূপেণ) 'স্তভান' (স্তম্ভয়, তদ্‌যথা পরিক্ষীণো ন ভবতি তথা রক্ষ ইত্যর্থঃ); 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষলোকং, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকস্থিতং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'আপৃণ' (আপূরয়, সর্ব্বতোভাবেন পরিপূর্ণং কুরুষ); 'পৃথিব্যাং' (পৃথ্বীতলে অবস্থিতং, ভূলোকসম্বন্ধিনং দেবভাবং ইত্যর্থঃ) 'দৃংহস্ব' (দৃঢ়ীকুরু)। সর্ব্বে দেবভাবাঃ মম হৃদয়মধিতিষ্ঠন্তু ইতি ভাবঃ।

অথবা

(১) হে ভগবন! ত্বং 'দিবং' (মম হৃদ্‌রূপং দেবস্থানং, পরমসুখমূলমিতি ভাবঃ) 'উৎ' (উন্নতভাবেন, প্রকৃষ্টরূপেণ) 'স্তভান' (স্তম্ভয়, পতনাৎ রক্ষেতি ভাবঃ); 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিতং মম সৎকর্ম্মমূলমিতি যাবৎ, যদ্বা—সত্ত্বাবানাং সর্ব্বব্যাপকত্বমিতি ভাবঃ) 'আপৃণ' (পরিপূরয়, পরিবর্দ্ধয়েতি ভাবঃ); 'পৃথিব্যাং' (সত্ত্বাবানাং আধারক্ষেত্রং, মম সদ্‌বৃত্তিমূলমিতি যাবৎ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু)। সত্ত্বাবপ্রভাবেন শুদ্ধসত্বেন চ ময়ি সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যঃ অবিচলিতস্তিষ্ঠতু; তেন পূর্ণজ্ঞানং লভেমহি, ভগবন্তং চ প্রাপ্নোমীতি ভাবঃ।

(২) হে মনঃ! 'দ্যুতানঃ' (দীপ্যমানঃ, পরমজ্ঞানময়ঃ) 'মারুতঃ' (মরুদ্দেবতা, বিবেকাত্মকং জ্ঞানং বা, যদ্বা—প্রাণবায়ুরূপেণ স্থিতঃ ভগবান্) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধ্রুবেণ' (অবিচলিতেন, অবিচ্ছিন্নেন) 'ধর্ম্মণা' (রক্ষণেন) 'মিনোতু' (রক্ষতু, পোষয়তু); তথা 'মিত্রাবরুণৌ' (মিত্রাবরুণদেবৌ, প্রীতিসাধকাভীষ্টপ্রদৌ দেবৌ, যদ্বা—মিত্রস্বরূপো হিতসাধকঃ তথা অভীষ্টবর্ষকরূপো শ্রেয়ঃবিধায়কঃ তৌ দেবদ্বয়ৌ ইতি ভাবঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ধ্রুবেণ' (অবিচলিতেন, অবিচ্ছিন্নেন) 'ধর্ম্মণা' (রক্ষণেন) মিনুতামিতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনা-মূলকঃ। দেবভাবপ্রভাবেন মনঃ অচঞ্চলং তিষ্ঠতু।

(৩) হে মনঃ! 'ব্রহ্মবনি' (ব্রাহ্মণভাবাপন্নং সত্ত্বগুণোপেতং ব্রহ্মস্বরূপং বা) 'ক্ষত্রবনি' (ক্ষত্রভাবোপেতং, রজোগুণসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'রায়স্পোষবনি' (পরমার্থরূপধনস্য পোষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পর্য্যূহামি' (পরিতো স্থাপয়ামি, যদ্বা—পরমাত্মনি নিয়োজয়ামীতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। মনো হি সকলসদ্‌বৃত্তিমূলং সত্ত্বাবপোষকঞ্চ। মনঃ যথা সদাভগবৎ-পরায়ণং ভবতি, তথা বিধায়তু ইতি ভাবঃ।

(৪) হে মনঃ! ত্বং 'ব্রহ্ম' (ব্রাহ্মণভাবং, সত্ত্বভাবমিত্যর্থঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

(৫) হে মনঃ! ত্বং 'ক্ষত্রং' (ক্ষত্রভাবং, রজোগুণং কর্ম্মসামর্থ্যং ইতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

(৬) হে মনঃ! ত্বং 'আয়ুঃ' (জীবনং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যমিতি ভাবঃ) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

(৭) হে মনঃ! ত্বং 'প্রজাং' (সত্ত্বাবং) 'দৃংহ' (দৃঢ়ীকুরু, পোষয় ইতি ভাবঃ)।

শেষোক্তাঃ ইমে চত্বারঃ মন্ত্রাঃ প্রার্থনামূলকাঃ সর্ব্বে। সত্ত্বাবাঃ মামধিগচ্ছন্তু অপিচ পরমার্থ-প্রাপ্তিপক্ষে মে সহায়কাঃ ভবন্তু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৫অ—২৭ক—১-৭ম)॥

মন্ত্রানুবাদ।

(১) হে আমার মন! তুমি দ্যুলোককে অর্থাৎ দ্যুলোক-সম্বন্ধি দেবভাবকে উৎকৃষ্ট-রূপে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ যাহাতে তাহা পরিক্ষীণ না হয়, সেইরূপভাবে রক্ষা কর; এবং পৃথিবীতলে অবস্থিত অথবা ভূলোকসম্বন্ধি সদ্ভাবকে দৃঢ় কর। (ভাব এই যে,—সকল দেবভাব আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)।

অথবা,

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি আমার হৃদয়-রূপ দেবস্থানকে অর্থাৎ পরম-সুখমূলকে উন্নতভাবে বা প্রকৃষ্টরূপে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ পতন হইতে রক্ষা কর; অন্তরিক্ষবৎ অনন্তপ্রসারিত আমার সৎকর্ম্মমূলকে অথবা সদ্ভাবসমূহের সর্ব্বব্যাপকত্বকে পরিপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধিত কর; এবং সদ্ভাবসমূহের আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ আমার সদ্বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর। (সদ্ভাবপ্রভাবে ও শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাতে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করুক। তাহাতে পূর্ণজ্ঞান লাভ হইবে এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে পারিব)।

(২) হে আমার মন! দীপ্যমান্ পরমজ্ঞানময় মরুদ্দেবতা বা বিবেকানুমত জ্ঞান অথবা প্রাণবায়ুরূপে অধিষ্ঠিত ভগবান্ তোমাকে অবিচলিত বা অবিচ্ছিন্ন রক্ষার দ্বারা রক্ষা বা পোষণ করুন; অপিচ, মিত্রবরুণদেবতা অর্থাৎ সকলের প্রীতিসাধক ও অভীষ্টপূরক দেবতা অর্থাৎ মিত্রের ন্যায় হিতসাধক এবং অভীষ্টবর্ষকরূপ শ্রেয়ঃবিধায়ক দেবদ্বয় তোমাকে অবিচলিত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন রক্ষার দ্বারা তোমাকে রক্ষণ ও পোষণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। দেবভাবপ্রভাবে মন চাঞ্চল্যরহিত ও ভগবৎপরায়ণ হউক,—ইহাই প্রার্থনা)।

(৩) হে মন! ব্রাহ্মণভাবাপন্ন অর্থাৎ সত্ত্বগুণোপেত ব্রহ্মস্বরূপ, ক্ষত্রভাবোপেত অর্থাৎ রজোভাবাপন্ন, পরমার্থরূপ ধনের পোষক তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করিতেছি, অথবা পরমাত্মায় নিয়োজিত করিতেছি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। মনই সকল সদ্বৃত্তির মূল এবং সদ্ভাবের পোষক। মন যাহাতে সর্ব্বদা ভগবৎপরায়ণ হয়, তৎপক্ষে বিহিত কর,—ইহাই ভাবার্থ)।

(৪) হে মন! তুমি ব্রাহ্মণভাবকে অর্থাৎ শুদ্ধভাবকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর।

(৫) হে মন! তুমি ক্ষত্রভাবকে বা রজোগুণকে অর্থাৎ কর্ম্ম-সামর্থ্যকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর।

(৬) হে মন! তুমি জীবনকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর।

(৭) হে মন! তুমি সদ্ভাবকে দৃঢ় অর্থাৎ পোষণ কর।

(শেষোক্ত এই চারিটী মন্ত্র প্রার্থনামূলক। সকল সদ্ভাব আমাকে প্রাপ্ত হউক, অপিচ পরমার্থপ্রাপ্তি-পক্ষে তাহারা আমার সহায় হউক, এইরূপ প্রার্থনার ভাব মন্ত্রে প্রকটিত।)॥ (৫অ—২৭সূ—১-৭ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৫।৩৩) 'উদ্দিবমিত্যুচ্ছ্রয়তীতি উচ্ছ্রয়ণমূর্দ্ধ্বাগ্রত্বেন স্থাপনম্। পঞ্চ-যজুংষ্যৌদুম্বরীদেবত্যানি। হে ঔদুম্বরি, ত্বং দিবং দ্যুলোকমুত্তভান শুস্তয় উর্দ্ধ্বঃ সন্ যথা ন পততি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষং পৃণ পূরয়। পৃথিব্যাং দৃংহস্ব দৃঢ়া ভব। পৃথিব্যামিতি সপ্তমী দ্বিতীয়ার্থে। পৃথিবীং দৃঢ়ীকুরু। (কা০ ৮।৫।৩৪) 'দ্যুতান ইতি মিনোতীতি।' শাখাং গর্ত্তে প্রক্ষিপতীতি সূত্রার্থঃ। হে ঔদুম্বরি, দ্যুতানঃ দীপ্যমানো মারুতো বায়ুঃ ধ্রুবেণ স্থিরেণ ধর্ম্মণা ধারণেন ত্বাং মিনোতু গর্ত্তে প্রক্ষিপতু। 'ডুমিঞ প্রক্ষেপে' স্বাদিঃ। তথা মিত্রাবরুণৌ দিবৌ ধ্রুবেণ ধর্ম্মণা ত্বাং প্রক্ষিপতামিতি শেষঃ। (কা০ ৮।৫।৩৫) 'পর্য্যূহণাদ্যোপসেচনাৎ কৃত্বেতি।' পর্য্যূহণমারভ্যোপসেচনপর্য্যন্তং যথা যূপে কৃতং তথাত্রাপি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্র যূপস্থানে 'ব্রহ্মবনি ত্বেতি পাংশুভিঃ পর্য্যূহতীতি' (কা০ ৬।৩।১০)। হে ঔদুম্বরি! ত্বা ত্বাং পর্য্যূহামি পরিতো মৃত্তিকাং ক্ষিপামি। কিম্ভূতাং ত্বাম্। ব্রহ্মবনি ব্রাহ্মণজাতিং বনতি সম্ভজত ইতি ব্রহ্মবনিঃ। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিং বনতীতি ক্ষত্রবনিঃ। রায়ো ধনস্য পোষং পুষ্টিং বনতীতি রায়স্পোষবনিঃ। সর্ব্বত্র 'সুপাং সুলুক' (পা০ ৭।১।৩৯) ইতি বিভক্তের্লুক্। (কা০ ৬।৩।১১) ব্রহ্ম দৃংহেতি মৈত্রাবরুণদণ্ডেন সমন্তং ত্রিঃ পর্য্যূষতীতি'। পরিতো দৃঢ়ীকুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে ঔদুম্বরি, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিং ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়জাতিমায়ুঃ জীবনং প্রজাং পুত্রাদিরূপাং চ দৃংহ দৃঢ়ীকুরু। (৫অ—২৭ক—১-৭ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহও ঔদুম্বরী-শাখা সম্বন্ধে বিনিযুক্ত। ভাষ্যকারের মতে এই কণ্ডিকায় পাঁচটী মন্ত্র আছে। সেই পাঁচটী মন্ত্রেই ঔদুম্বরীর সম্বোধন আছে। মন্ত্রের

অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের অভিমত নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি। (১) হে ঔদুম্বরি! তুমি দ্যুলোককে স্তম্ভিত কর অর্থাৎ উর্দ্ধ হইতে পতিত না হয়, তাহাই কর। অন্তরিক্ষকে পূরণ কর; এবং পৃথিবীতে দৃঢ় হও অথবা পৃথিবীকে দৃঢ় কর।' ঔদুম্বরী-শাখা গর্ত্তে স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রের অর্থ—(২) হে ঔদুম্বরী! দ্যোতমান্ বায়ু, স্থির রক্ষার দ্বারা তোমাকে গর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত করুন; মিত্রাবরুণদেবতাও স্থির রক্ষার দ্বারা তোমাকে গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করুন।' যূপাবটস্থানে তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে। সে হিসাবে মন্ত্রের অর্থ,—(৩) 'হে ঔদুম্বরি! তোমার উপরে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতেছি। তুমি কিরূপ? অর্থাৎ—ব্রাহ্মণজাতির সম্ভজনকারী, ক্ষত্রিয় জাতির সম্ভজয়িতা, ধন এবং পুষ্টি প্রদানকারী।' শাখার চতুর্দ্দিকে স্থাপিত মৃত্তিকা দৃঢ় করিতে করিতে অর্থাৎ পিটিতে পিটিতে, শেষ মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। সে হিসাবে মন্ত্রের অর্থ—'হে ঔদুম্বরী! ব্রাহ্মণজাতি ক্ষাত্রয়জাতি জীবন এবং পুত্রাদিকে দৃঢ কর।' অর্থ-হিসাবে কণ্ডিকার মন্ত্রের চারিটী বিভাগই পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু ব্যাখ্যাকারের প্রথম মন্তব্য হিসাবে পাঁচটী বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের সাতটী বিভাগ পরিকল্পনা করিয়া মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করিলাম।

মন্ত্রের প্রার্থনা সরলভাবদ্যোতক। প্রথম মন্ত্রে নিখিল দেবভাব আহরণ করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। এই মন্ত্রে দ্বিবিধ অর্থ সংসূচিত হইতে পারে। দ্বিতীয় অর্থে, হৃদয়ের বিবিধ বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি। "আমাদিগের মতে মন্ত্র-কয়টী মন বা চিত্তবৃত্তির সম্বোধন-মূলক। মন বা চিত্তবৃত্তি পাপ-পুণ্য সৎ-অসৎ--সকল ভাবেরই আধার। মন স্থির না হইলে, পাপ বা অসৎ মন হইতে বিদূরিত না হইলে, পরিত্রাণের আশা অতি বিরল। প্রার্থনাকারীর তাই আকাঙ্ক্ষা—তাহার হৃদয় নির্ম্মল হউক, তাহার মন সকল সদ্ভাবের ধারক ও পোষক হউক। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, অন্তরিক্ষে—যেখানে যত দেবভাব আছে, যতগুলি ভগবানের বিভূতিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাব আছে, সমস্তই তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক। দ্বিতীয় অন্বয়েও প্রায় এই প্রকারের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। 'অন্তরিক্ষ' পদে অনন্তত্বের ভাব দ্যোতিত হইতেছে। মন বা চিত্তবৃত্তি অকাশের ন্যায় বহু ও অনন্ত। আকাশের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই; মনের বা চিত্তবৃত্তিরও তেমনি আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। সেই আদ্যন্তমধ্যহীন মন বা চিত্তবৃত্তিই সকল সদ্ভাবের—সকল সৎকর্ম্মের মূলীভূত। সেই চিত্তবৃত্তিকে সদ্ভাবে পরিপূর্ণ করিবার প্রার্থনা, 'অন্তরিক্ষং আপৃণ' মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার ঐ 'অন্তরিক্ষং' পদে সদ্ভাবরাশির অনন্তত্বের বিষয়ও দ্যোতিত হয়। সদ্ভাবের সৎকর্ম্মের বা পুণ্যানুষ্ঠানের অন্ত নাই,—তাহা সকলেরই অনুমিত। 'দিবং' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। দ্যুলোক বা স্বর্গ যেমন সর্ব্বোন্নতভাবে অবস্থিত, হৃদয়ও তেমনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হৃদয়ই দেবতার আসন, হৃদয়ই পরমসুখের বা মোক্ষের মূলীভূত! হৃদয় যদি পুণ্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলেই পরমার্থ-লাভের সম্ভাবনা। আর হৃদয় কলুষিত হইলে, সে আশা অতি বিরল। তাই প্রার্থনা,—'যে হৃদয়-সিংহাসন ভগবানের আসন, যে হৃদয় পরমার্থলাভের বা পরমসুখের মূলীভূত, আমার সেই হৃদয় যেন কুলষ-পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়,—'দিবং স্তভান' প্রভৃতি মন্ত্রাংশে এই প্রার্থনাই প্রকাশ

পাইয়াছে। 'পৃথিব্যাং দৃংহ' মন্ত্রাংশের 'পৃথিব্যাং' পদ সপ্তম্যন্ত। ঐ পদের বিভক্তি-ব্যত্যয়ে 'পৃথিবীং' পদ গ্রহণ করা হয়। আমাদের ব্যাখ্যায় আমরাও ঐ প্রকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। তাহাতে ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ হইয়াছে,—'আধারক্ষেত্রকে অর্থাৎ সদ্বৃত্তিমূলকে দৃঢ় কর।' পৃথিবী সকলের আধার, পুণ্যাত্মা পাপাত্মা সৎ অসৎ সকলকেই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। চিত্তবৃত্তি বা মনও তদ্রূপ পাপ-পুণ্য সৎ অসৎ সকল ভাবের আশ্রয়। এই ভাব হইতেই 'পৃথিব্যাং দৃংহ' মন্ত্রাংশের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আবার 'পৃথিব্যাং' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিলেও এক সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হইতে পারে,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ ভগবন্! আপনি পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বধারণক্ষম আধারক্ষেত্র আমার এই হৃদয়ে 'দৃংহ'—'দৃঢ়ী ভব' অর্থাৎ অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করুন।' ফলতঃ মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে,—'আমাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সদ্ভাব সমাবিষ্ট হউক। আমি পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হই। আমার হৃদয়ে ভগবানের পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠিত হউক।'

মন বা চিত্তবৃত্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত। মন চাঞ্চল্যরহিত না হইলে, চিত্তবৃত্তি স্থির না হইলে, শ্রেয়ঃ লাভে নানা অন্তরায় ঘটে। কিন্তু চিত্তবৃত্তি কিসে স্থির হয়?—মনের চাঞ্চল্য কিসে দূর হয়? শাস্ত্র সে বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়াছেন—নানা পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সকল বিষয়েই ভগবদনুগ্রহ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ভিন্ন চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রয়াসই আসিতে পারে না। কর্ম্মফল সে পথের অন্তরায় হয়। সেইজন্য দেবানুগ্রহের প্রয়োজন। দ্বিতীয় মন্ত্রে তাই চিত্তস্থৈর্য্যসাধনে ভগবদনুকম্পালাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। দেবতাগণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, তাঁহাদের অনুকম্পায় মন চাঞ্চল্যরহিত হইয়া অবস্থিতি করুক,—মন্ত্রে সাধক সেই প্রার্থনা করিতেছেন। ষষ্ঠ মন্ত্রে 'আয়ুঃ' বা জীবন দৃঢ়ীকৃত করিবার প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'আয়ুর্দৃংহ' অর্থাৎ 'আমার আয়ুকে বা জীবনকে দৃঢ় কর।' আয়ুকে দৃঢ় করিয়া কি ফললাভ হইবে? এই সংসারতাপ-তপ্ত আয়ু যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই তো মঙ্গল! তবে আয়ু পাইবার প্রার্থনা কেন? আমরা মনে করি, এখানে সেই ভোগায়তন আয়ুর্ব্বৃদ্ধির কামনা প্রকাশ পায় নাই। এখানকার প্রার্থনা,—'আমি যেন সেইরূপ আয়ুঃ পাই, যে আয়ুঃ আমাকে সৎকর্ম্মের পথে লইয়া যায়। এই হিসাবে 'আয়ুঃ' পদে আমরা এখানে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য অর্থ আমনন করি। আহার-মৈথুন-নিদ্রা লইয়া যে আয়ুঃ বা জীবন, তাহা তো আয়ুঃ-পদ-বাচ্য হইতে পারে না। তেমন আয়ুঃ, তেমন জীবন তো পশুতেও ধারণ করে—অতি নীচ পাষাণেরও তাহাতে অধিকার আছে। প্রার্থী এখানে ভগবা[ন্‌এর] নিকট তেমন আয়ুর্ব্বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছেন না। এখানকার প্রার্থনা—সৎকর্ম্ম[-] পুণ্যপূত আয়ুঃলাভের। এই হিসাবেই মন্ত্রের আমরা অর্থ করিয়াছি,—'আমার সৎকর্ম্মসা[ধন-] সামর্থ্যকে দৃঢ় কর।' মনের চাঞ্চল্যরহিত হইলেই, চিত্তে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই, ত[বে] সম্ভবপর হয়। মন্ত্র সেই উপদেশই প্রদান করিতেছে।

এই কণ্ডিকার অপরাপর মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বিশে[ষ] ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'প্রব

ব্রহ্মবনি, ক্ষত্রবনি, রায়স্পোষবনি' প্রভৃতি পদের এবং অন্যান্য পদের আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী কণ্ডিকা সমূহে দ্রষ্টব্য। মন্ত্র কয়েকটী মনঃ-সম্বোধন-মূলক। • (৫অ - ২৭ক—১-৭ম)॥

—— • ——

অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ধ্রুবাসি ধ্রুবোঽয়ং যজমানোঽস্মিন্নায়তনে প্রজয়া পশুভির্ভূয়াৎ।

(২) ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী পূর্য্যেথাং।

(৩) ইন্দ্রস্য ছদিরসি। (৪) বিশ্বজনস্য ছায়া॥ ২৮॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মনোবৃত্তে। ত্বং 'ধ্রুবা' (নিত্যসত্যরূপা, সৎস্বরূপা বা) 'অসি' (ভবসি); ভবানুগ্রহেণ ভবৎপ্রভাবেন চ 'অয়ং যজমানঃ' (সৎকর্ম্মসাধনপরায়ণোঽহমং জনঃ—অহমিত্যর্থঃ)

• এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"Prop heaven, fill full the air, on earth stand firmly.

Dyutana, offspring of the Maruts, plant thee !, Mitra and Varuna with firm upholding.

I close thee in, thou winner of the Brahmans, winner of Nobles and abundant riches.

Strengthen the Brahmans, Strengthen thou the Nobles, Strengthen our vital power, strengthen our offspring."

এই কণ্ডিকার 'দ্যুতানঃ' পদ একটু সমস্যামূলক। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'দীপ্যমানঃ'। কিন্তু অনুবাদকের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি ঐ 'দ্যুতানঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'the name of a Vedic Rishi' অর্থাৎ ঐ পদে 'দ্যুতানঃ' নামক কোনও বৈদিক ঋষিকে বুঝাইতেছে। অনুবাদকের এবম্বিধ অর্থ-গ্রহণের যৌক্তিকতা অনুধাবন করিতে পারিলাম না। 'দ্যুতানঃ' পদে তন্নামধেয় ঋষিকে লক্ষ্য থাকিলে, ভাষ্যকার অবশ্যই তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, আমরা এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। নিত্যসত্য বেদ মন্ত্রের সহিত অনিত্য ঋষি প্রভৃতির সম্বন্ধের কল্পনা অমূলক মাত্র।

'অস্মিন্ আয়তনে' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, ইহলোকে বা) 'প্রজয়া পশুভিঃ' (ধনেন পুষ্টিভিশ্চ) 'ধ্রুবঃ' (স্থিরঃ, নিত্যসমৃদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) 'ভূয়াৎ' (ভবতু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—মম মনোবৃত্তি এবম্বিধা ভবতু যেনাহং ইহলোকে পরলোকে চ ধনপুষ্টিভিঃ সহ পরমাগতি লভেমহি, ইতি ভাবঃ।

(২) হে মনোবৃত্তে! তব প্রভাবেন 'ঘৃতেন' (হবিষা—শুদ্ধসত্ত্বরূপেণ ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকভূলোকৌ—সর্ব্বে লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্য্যেথাং' (পরিপূর্ণে ভবতাং)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। মম সদ্ভাবাঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তু অধিকুর্ব্বন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ।

(৩) হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ) 'ছদিঃ' (আশ্রয়স্বরূপঃ, আধারস্থানীয়ঃ বা) 'অসি' (ভবসি)।

(৪) অতঃ হে মনোবৃত্তে! ত্বং 'বিশ্বজনস্য' (নিখিলভূতজাতস্য, যদ্বা—নিখিলসদ্ভাবস্য) 'ছায়া' (আশ্রয়ঃ, ধারকঃ বা) ভব ইতি শেষঃ। (৫অ—২৮ক—১-৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ মনোবৃত্তি-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি।)

১। হে মনোবৃত্তি! তুমি নিত্যসত্যস্বরূপ বা সৎস্বরূপ হও। তোমার অনুগ্রহে অথবা তোমার প্রভাবে, সৎকর্ম্মসাধনপরায়ণ ব্যক্তি অর্থাৎ আমি, এই কার্য্যে অথবা ইহলোকে যেন ধন ও পুষ্টির দ্বারা স্থির অর্থাৎ নিত্য-সমৃদ্ধ হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব—আমার মনোবৃত্তি এরূপ হউক, যাহাতে আমি ইহলোকে ও পরলোকে ধনপুষ্টি সহ পরমাগতি লাভ করিতে পারি।)

(২) হে মনোবৃত্তি! তোমার প্রভাবে শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির দ্বারা দ্যুলোক ভূলোক অর্থাৎ সকল লোক পরিপূর্ণ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমার অন্তরস্থিত সদ্ভাবরাজি সকল লোকে অবস্থিতি অর্থাৎ সকল লোকে অধিকার করুক)।

(৩) হে মনোবৃত্তি! তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ আধারস্থানীয় হও।

(৪) অতএব হে মনোবৃত্তি! তুমি নিখিলভূতসমূহের অথবা নিখিল সদ্ভাবের আশ্রয় বা ধারক হও। (৫অ—২৮ক—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতঃ)।

(কা০ ৮।৫।৩৫) 'ধ্রুবাসীতি যাচয়ত্যোদুম্বরীমালভ্যেতি।' আলম্ভনং স্পর্শনম্। হে ঔদুম্বরি! ত্বং ধ্রুবাসি স্থিরা ভবসি। ত্বমেবায়ং যজমানোঽস্মিন্নায়তনে স্বকীয়ে গৃহে ধ্রুবো ভূয়াৎ প্রজয়া পুত্রাদিকয়া পশুভিঃ গবাদিভিশ্চ সহ স্থিরোঽস্তু। (কা০ ৮।৫।২৭) 'স্রুবেণ বিশাখে জুহোতি ঘৃতেনৈতি।' ঔদুম্বর্য্যা বিশাখে যস্মিন্ প্রদেশে দ্বিধা শাখোৎপত্তিস্তত্র জুহুয়াদিতি সূত্রার্থঃ। হূয়মানেনানেন ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ পূর্য্যেথাং পূরিতে ভবতাম্। (কা০ ৮।৬।১০) 'ইন্দ্রস্য ছদিরসীতি মধ্যমং ছদিরারোপয়তি।' ঔদুম্বরী নিখননাদূর্দ্ধং সদোনামকং মণ্ডপং নির্ম্মায় তস্যোপরি প্রাবরণায় মধ্যং কটমারোপয়েদিতি সূত্রার্থঃ। ছাদিঃ-শব্দেন তৃণনির্ম্মিতঃ কট উচ্যতে। হে তৃণময় কট! ত্বমিন্দ্রস্য ছদিরসি ইন্দ্রসম্বন্ধী কটো ভবসি। অতস্ত্বং বিশ্বজনস্য ছায়া ভবেতি শেষঃ। সদোমধ্যবর্ত্তিনঃ সর্ব্বজনস্য যজমানর্ত্বিগ্‌রূপস্য প্রাণিনঃ প্রাবরণায় ছায়া ভবেত্যর্থঃ। সদস ইন্দ্রদেবতাকত্বেন তদীয় ছদিষ ইন্দ্রসম্বন্ধিত্বম্॥ ২৮॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী সরল। কিন্তু ভাষ্যের ভাব জটিল। ভাষ্যে মন্ত্রের সম্বোধ্য—ঔদুম্বরী, তৃণময় কট প্রভৃতি। 'ধ্রুবাসি' প্রভৃতি মন্ত্রে ঔদুম্বরী শাখা আলম্ভন অর্থাৎ স্পর্শ করিতে হয়। তাহাতে প্রথম মন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায়,—'হে ঔদুম্বরী! তুমি 'ধ্রুবা' অর্থাৎ স্থির হও। তোমার ন্যায় এই যজমান আপনার গৃহে পুত্রাদি এবং গবাশ্বাদি পশুর সহিত স্থির হউক।' ঔদুম্বরী শাখার যেখান হইতে দুইটী ডাল বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে স্রুব বা ঘৃত ঢালিয়া দিবে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ,—'হূয়মান এই ঘৃতের দ্বারা, হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা পরিপূর্ণ হও।' ঔদুম্বরীর উপরে সদনামক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরিভাগে, প্রাবরণের মধ্যভাগে তৃণনির্ম্মিত কট আরোপণ করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে তৃণময় কট! তুমি ইন্দ্রের বা ইন্দ্র সম্বন্ধী ছদি অর্থাৎ কট হও। অতএব তুমি সকলের ছায়া হও। অর্থাৎ যজমান ঋত্বিক্ প্রভৃতি প্রাণিদিগকে আশ্রয় দান কর বলিয়া তাহাদের ছায়া হও।'

ভাষ্যের অর্থ এইরূপ। ইহা হইতে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ছায়া' 'ছদি' প্রভৃতি পদের বিশ্লেষণে এবং অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রে যে উচ্চ ভাব প্রকটিত হইতে পারে, আমাদের অন্বয়বোধিনী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত করিয়াছি। আমাদের মতে এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য— মনোবৃত্তি। মনোবৃত্তি সকলের আধারস্থানীয়; মনোবৃত্তিই সকল মঙ্গলামঙ্গলের নিদান। মনোবৃত্তি অনুসারেই মানুষ সংসারে সুফল-কুফলের অধিকারী হইয়া থাকে। সেই মনোবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া সৎপথে স্থাপন করিতে পারিলে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা মনে করি, সেই সদ্ভাব-মণ্ডিত মনোবৃত্তিই এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য। সদ্ভাবমণ্ডিত শুদ্ধসত্ত্ব-পরিশোধিত মনোবৃত্তি ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান

সহায়। প্রথম মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছেন,—'তোমার মনোবৃত্তি সদ্ভাবের আধার হউক; তাহা হইলে ইহলোকে এবং পরলোকে তোমার পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।' সংক্ষেপতঃ মন্ত্র সেই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সৎকর্ম্মপরায়ণ জন ধনপুষ্টি দ্বারা নিত্যসমৃদ্ধ হউক,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'দ্যাবাপৃথিবী' পদ ভাষ্যে সম্বোধন-রূপে ব্যবহৃত। আমরা ঐ পদকে কর্ত্তৃপদরূপে গ্রহণ করি; এবং ঐ পদে দ্যুলোক ও ভূলোক অভিপ্রায়ে সকল লোক অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থ আমরা গ্রহণ করি। মন্ত্রের ভাব এই যে,—আমাদের সদ্ভাবসমূহ সকল লোকে পরিব্যাপ্ত হউক। 'ছদি' পদে তদাখ্য মণ্ডপ উপলক্ষিত হয়। কিন্তু ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ তৃণনির্ম্মিত কট অর্থাৎ মাদুরের ন্যায় সামগ্রী। ফলতঃ, ঐ পদে আবরকের ভাব আসে। সেই আবরণ—আশ্রয়-স্থান, আবার আধাররূপেও পরিগৃহীত হইতে পারে। এই ভাব হইতেই আমরা 'ছদি' পদের অর্থ অধ্যাহার করিয়াছি—'আশ্রয়স্বরূপঃ বা আধারস্থানীয়ঃ'। ভগবানকে ধারণ—মনোবৃত্তিই করিতে পারে। এই হিসাবেই মনোবৃত্তি ভগবানের আশ্রয় বা আধার-স্বরূপ। আবার 'ছায়া' পদের ভাবও পূর্ব্বোক্তরূপ। এতৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রদ্বয় কহিতেছে—'মনোবৃত্তিকে ভগবানের আশ্রয়-স্বরূপ বা আধারস্থানীয় করিতে হইলে, তাহাকে সদ্ভাবমণ্ডিত কর।' প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা—'হে আমার মনোবৃত্তি! তুমি ভগবানকে আশ্রয় কর এবং তৎপক্ষে নিখিলসদ্ভাবের ধারক হও। তাহা হইলে পরমাগতি লাভ হইবে। (৫অ—২৮ক—১-৪ম)॥

—•—

একোনত্রিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। একোনত্রিংশ কণ্ডিকা। এক-মন্ত্রাত্মিকা।)

পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।

বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গির্বণঃ' (স্তুতমন্ত্রসেব্য হে ভগবন্!) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রযুজ্যমানাঃ) 'ইমাঃ গিরঃ' (অস্মদীয় এতা স্তুতয়ঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'পরিভবন্তু' (সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তু); 'বৃদ্ধায়ুং' (দীর্ঘায়ুষং, নিত্যং ত্বাং সন্তোষ্য ইতি ভাবঃ) 'অনু' (পশ্চাৎ) 'বৃদ্ধয়ঃ' (সুখং বর্দ্ধয়ন্তু); 'জুষ্টা' (ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ) 'জুষ্টয়ঃ' (অস্মাকং প্রীতিহেতবঃ) ভবন্তু। অস্মদীয়া গিরঃ তৎকর্ম্মনিরতাঃ সত্যঃ ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তু; ত্বাং সন্তোষ্য অস্মাকং সন্তোষং বর্দ্ধয়ন্তু। ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ অস্মাকং প্রীতিহেতবো ভবন্ত্বিতি ভাবঃ। (৫অ—২৯ক—১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্তুতিমন্ত্রসেবনীয় হে ভগবন্! সর্ব্বপ্রকারে সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান্ আমাদের এই স্তুতিবাক্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে প্রাপ্ত হউক; (তদ্দ্বারা) নিত্যসত্যস্বরূপ আপনার সন্তোষসাধনেই আমাদের সন্তোষ হউক; (তদ্দ্বারা) আপনার সেবাই আমাদের প্রীতির হেতুভূত হউক। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের বাক্য-সমূহ আপনাকেই প্রাপ্ত হউক; আপনার সেবায় নিযুক্ত হইয়াই আমার প্রীতি হউক।') ॥ (৫অ—২৯ক—১ম) ॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৬।১২) 'পরি ত্বেতি পরিবার্য্যেতি।' পরিতঃ কুড্যবদারণং কৃত্বেতি সূত্রার্থঃ। ঐন্দ্র্যানুষ্টুবনিরুক্তা মধুচ্ছন্দো দৃষ্টা। গীর্ভিঃ স্তুতিভির্বননীয়ো ভজনীয়ো গির্ব্বণ ইন্দ্রঃ সদোঽ-ভিমানী। হে গির্ব্বণ ইন্দ্র! স্তোত্রশস্ত্ররূপা গিরঃ ত্বা ত্বাং বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ কটরূপেণ পরিভবন্তু পরিগৃহ্ণন্তু। কিম্ভূতং ত্বাম্। বৃদ্ধায়ুং বৃদ্ধা আয়বো মনুষ্যা যজমানাদয়ো মরুতো বা যস্য তম্। যদ্বা বৃদ্ধঃ শ্রেষ্ঠশ্চাসাবায়ুশ্চ তং মহামনুষ্যম্। কিংভূতাঃ গিরঃ। অনুবৃদ্ধয়ঃ অনু সবনক্রমেণ বৃদ্ধির্যাসাং তাঃ শনৈঃ প্রাপ্তঃ সবনং তত উচ্চৈর্মাধ্যন্দিনং সবনং তারস্বরেণ তৃতীয়ং সবনমিতি ক্রমঃ। কিঞ্চ জুষ্টয়োঽস্মৎ সেবাস্তব জুষ্টাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তু। জুষী প্রীতি-সেবনয়োঃ' জোষণং জুষ্টিঃ ॥ (৫অ—২৯ক—১ম) ॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

মন্ত্রটী সরলপ্রার্থনা-মূলক। কিন্তু ভাষ্যের ভাব জটিলতা-পূর্ণ। মন্ত্রটী ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধী—ইন্দ্রদেবতার সম্বোধনে বিনিযুক্ত। কুড্যবদারণে এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। তাহাতে ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে গির্ব্বণ ইন্দ্র! স্তোত্রশস্ত্ররূপা বাক্ (বাক্য) তোমাকে সর্ব্বদিকে বা সর্ব্বপ্রকারে কটরূপে পরিগ্রহণ করুক! কিরূপ তোমাকে? অর্থাৎ—'বৃদ্ধায়ুঃ' মহামনুষ্য অথবা বৃদ্ধ মনুষ্য বা মরুদ্গণ যাহার, সেইরূপ তোমাকে। কিরূপ বাক্? অর্থাৎ—সবনক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; অর্থাৎ প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন-সবন, তৃতীয় সবন প্রভৃতি ক্রমে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতমভাবে, অনুক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অপিচ, আমাদের সেবা আপনার প্রিয় হউক।' ইত্যাদি।

মন্ত্রের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমরা ভাষ্যকারের সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে এক চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার যে পরম

পরিণতি, এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। সকল কর্ম্মে প্রযুজ্যমান আমার স্তুতি যেন তোমাকে প্রাপ্ত হয়,—এতদ্বাক্যের মর্ম্মার্থ কি? মর্ম্মার্থ কি এই নয় যে, আমি যেন এমন অপকর্ম্ম কিছু না করি, যাহার জন্য আমার স্তুতি তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়; পরন্তু, আমি যেন তেমন কর্ম্ম করিতে পারি, যাহাতে নিঃসঙ্কোচে আমার স্তুতি তোমার নিকট পৌঁছিয়া যায়।

তোমার সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া আমার সন্তোষ হউক, তোমার সেবায় তোমারই উদ্দেশ্যে বিহিত সৎকর্ম্মে আমার প্রীতি আসুক;—এ ভাবের কি তুলনা আছে? শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেবের লেখনীমুখে বুঝি বা এই ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর বুঝি, গীতার মধ্যে ভগবদ্বাক্যে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ-ব্যপদেশে, এই ভাবের কিঞ্চিৎ দ্যোতনা আছে। শাস্ত্র-সমুদ্রের অনন্ত বক্ষে নানা আকারে এ ভাব পরিস্ফুট বটে; কিন্তু এ ভাবের ভাবুক হইতে পারিয়াছেন—এ সংসারের কয় জন?

এ ভাবের এক প্রস্ফুট চিত্র—শ্রীমতী শ্রীরাধা। কিন্তু তিনি লোকাতীত—এখন আর এ লোকের নহেন—গোলোকের। ধ্রুবপ্রহ্লাদাদি হরিপরায়ণ—অধুনা উপাখ্যানের আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। তবে আর কাহার আদর্শ সম্মুখে ধরিব? কে আর কহিবে এখন,—

'তোমারি সুখেতে আমারি সুখ,
তোমারি সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারি হাসি অমিয়-রাশি,
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই॥'

সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ;—তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশ্যে সাধিত হইতেছে—এই মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন;—এ ভিন্ন শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? ইহাই তো চরম সাধনা! এ মন্ত্র সেই উপদেশ অন্তরে ধারণ করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমরা মনে করি,—মন্ত্রমধ্যে এই উচ্চভাব—উচ্চনীতি নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্র বলিতেছে,—'মানুষ! যদি তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চাও, এই ভাবের ভাবুক হও; তাঁহার প্রেমে প্রেমিক হও; পাগল হইয়া পাগলের প্রতি ধাবমান হও। নিষ্কাম-কর্ম্মের সাধনা কর, সকল কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই তোমার পরম-শ্রেয়ঃ লাভ হইবে।' মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছে। (৫অ—২৯ক—১ম)॥

---

* এই উনত্রিংশ কণ্ডিকার মন্ত্রের ভাষ্যানুসারী একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—

"Lover of song, may these our songs encompass thee on every side;

"Strengthening thee of lengthened life, may they be dear delights to thee."

যজুঃ—২২শ—৮৮

ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) ইন্দ্রস্য স্যূরসি। (২) ইন্দ্রস্য ধ্রুবোঽসি।

(৩) ঐন্দ্রমসি। (৪) বৈশ্বদেবমসি ॥ ৩০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ) 'স্যূঃ' (সীবনহেতুভূতং, গ্রন্থিস্বরূপং, যদ্বা—বন্ধনহেতুভূতং) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্য-সত্যপ্রকাশকঃ। ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বেন চ ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ। অতঃ ভক্তিসামর্থ্যেন সদ্ভাবেন চ অহং মাং ভগবতি নিলীয়ামীতি ভাবঃ।

(২) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ) 'ধ্রুবঃ' (নিত্যসত্যস্বরূপং) 'অসি' (ভবসি)। সত্যেন সদ্ভাবেন চ সৎস্বরূপঃ ভগবান্ প্রাপ্তব্যঃ। মোক্ষমিচ্ছন্তঃ জনাঃ হৃদ্গতেন ভক্তিসুধয়া তং ভগবন্তং পূজয়ন্তি। অতঃ ভগবদ্ভাবায় শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধো ভব ইতি ভাবঃ।

(৩) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'ঐন্দ্রং' (ইন্দ্রসম্বন্ধিনং, ভগবতঃ স্বরূপমিত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। মন্ত্রোঽয়ং সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ। শুদ্ধসত্ত্বো হি ভগবতঃ স্বরূপঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবান প্রাপ্তব্যঃ ইতি ভাবঃ।

(৪) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'বৈশ্বদেবং' (বিশ্বদেবসম্বন্ধিনং, যদ্বা—সর্ব্বদেবাত্মকং সর্ব্বদেবময়ং বা ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবৎপ্রীতয়ে নিখিলাঃ সদ্ভাবাঃ প্রদেয়াঃ ইতি ভাবঃ। (৫অ—৩০ক—১-৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

[এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়েকটী হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

(১) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সীবনহেতুভূত অথবা গ্রন্থিস্বরূপ অর্থাৎ বন্ধনহেতুভূত হও। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভক্তির ও শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। ভক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা এবং সদ্ভাবের দ্বারা আমি আমাকে ভগবানে লীন করি,—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত)।

(২) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের নিত্যসত্যস্বরূপ হও। (ভাব এই যে,—সত্যের দ্বারা এবং সদ্ভাবের দ্বারাই সৎস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোক্ষেচ্ছু-ব্যক্তি আপনার হৃদ্গত ভক্তিসুধারূপ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে পূজা করেন। অতএব শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হও)।

(৩) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি ভগবৎসম্বন্ধি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ হও। (মন্ত্রটী সত্যতত্ত্বপ্রকাশক। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়)।

(৪) হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি বিশ্বদেবসম্বন্ধি অর্থাৎ সর্ব্বদেবাত্মক বা সর্ব্বদেবময় হও। (ভগবৎপ্রীতির জন্য নিখিল সদ্ভাব প্রদান করা কর্ত্তব্য)॥ (৫অ—৩০ক—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৬।১২) 'পরিষীবণগ্রন্থ্যাভিমর্শনানৈন্দ্রৈরিতি।' ইন্দ্রদেবতাকৈস্ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ পরিষীবণাদিত্রয়ং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। তত্র প্রথমঃ। হে রজ্জো! ত্বমিন্দ্রস্য সদোঽভিমানিদেবস্য সংবন্ধিনী স্যূঃ সীবনমসি। সীব্যতেঽনয়া সা স্যূঃ 'ক্বিপ্'। 'ছ্বোঃ শূডনুনাসিকে চ' (পা০ ৬।৪।১৯) ইতি উঠাদেশঃ। দ্বিতীয়ঃ। হে গ্রন্থে! ত্বমিন্দ্রসম্বন্ধী ভূত্বা ধ্রুবঃ স্থিরো ভবসি। অথ তৃতীয়ঃ। হে সদঃ! ত্বমিন্দ্রসম্বন্ধি ভবসি। (কা০ ৮।৬।১৩—১৪) 'হবির্দ্ধানাপরাস্থমুত্তরেণাগ্নীধ্রমগ্ন্যাগারদ্বারমন্তর্বেদ্যর্থং ভূয়ঃ সর্ব্বং বা নিষ্টাপ্য বৈশ্বদেবমসীত্যালভতে' ইতি। হবির্দ্ধানমণ্ডপস্যাপরস্তো বায়ব্যকোণস্থস্যোত্তরভাগে কিঞ্চিদাগ্নীধ্রনামকমাগ্নিস্থানং কৃত্বা তস্য স্পর্শং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। হে আগ্নীধ্র! ত্বং সর্ব্বদেবসম্বন্ধি ভবসি॥ (৫অ—৩০ক—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

ভাষ্য-মধ্যে মন্ত্রের তিনটী সম্বোধন পদ দৃষ্ট হয়। সে তিনটী সম্বোধন পদ রজ্জু, গ্রন্থি ও সদস্। এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে ত্রিবিধ পরিষীবণাদি ক্রিয়া করিবার বিধি। প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য—রজ্জু। রজ্জু দ্বারা কটকে সদসাখ্য মণ্ডপে বাঁধিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ—'হে রজ্জু! তুমি সদসভিমানী ইন্দ্রদেবতার সম্বন্ধি সীবন অর্থাৎ বন্ধনহেতুভূত হও।' দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধন—গ্রন্থি। মন্ত্রার্থ—'হে গ্রন্থি! তুমি ইন্দ্রসম্বন্ধি হইয়া স্থির হও।' তৃতীয় মন্ত্র সদসাখ্য মণ্ডপের সম্বোধনে বিনযুক্ত। মন্ত্রের অর্থ,—'হে সদ! তুমি ইন্দ্র সম্বন্ধি হও।' হবির্দ্ধানের

একাংশকে অগ্ন্যাগার-দ্বারের অন্তর্ব্বেদিরূপে পরিকল্পনা করিয়া 'বৈশ্বদেবমসি' মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—'হে আগ্নীধ্র! তুমি সর্ব্বদেবসম্বন্ধি হও।' মন্ত্রসম্বন্ধে ভাষ্যের ভাব এইরূপ।

আমরা মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে তিনটী সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়াছেন, মন্ত্রে সেরূপ কোনও সম্বোধন পদের অধ্যাস নাই। সুতরাং মন্ত্রের সম্বোধ্য ভাষ্যোল্লিখিত পদত্রয় ভিন্ন অন্য পদ যে হইতে পারে না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। বেদমন্ত্রের সার্ব্বজনীন অর্থ হওয়াই সঙ্গত। সার্ব্বজনীনত্ব রক্ষা করিতে হইলে মন্ত্রের সম্বোধ্য এবং মন্ত্রের ভাব তদনুরূপ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। গ্রন্থি, রজ্জু বা সদস—এই তিনটী সম্বোধন ভাষ্যকার স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্যান্য স্থানে ঐ সকল মন্ত্রের সম্বোধ্য ভিন্নরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং সার্ব্বজনীনত্ব রক্ষার বিষয়ে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের সম্বোধ্য হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে পরিগ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে পূর্ব্বাপর মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি রক্ষা বিষয়ে কোনই বিঘ্ন ঘটে নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'স্যূ,' 'ধ্রুবঃ' প্রভৃতি পদের বিশ্লেষণ একবিংশ কণ্ডিকায় করা হইয়াছে। এখানেও আমরা ঐ সকল পদের সেই অর্থই পরিগ্রহণ করি। সুতরাং এস্থলে পুনরায় বিস্তৃত আলোচনা বাহুল্য মাত্র। শুদ্ধসত্ত্বভাব যে সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বাত্মক, পূর্ব্ব মন্ত্রের অর্থপ্রসঙ্গে তাহাও বিশ্লেষিত হইয়াছে। সৎস্বরূপ ভগবানে লীন হইতে হইলে, সদ্ভাব সচ্চিন্তা নিত্যসহচর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই কণ্ডিকার মন্ত্র তাই উপদেশ দিতেছে,—'ভগবদ্ভাবে ভাবান্বিত হও, তাঁহার গুণালোচনা কর, তদ্‌গুণে গুণান্বিত হও; তাহা হইলেই পরমার্থলাভে সফলকাম হইতে পারিবে।' * (৫অ—৩০ক—১-৪ম)॥

—•—

একত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। একত্রিংশ কণ্ডিকা। চতুর্ম্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) বিভূরসি প্রবাহণঃ। (২) বহ্নিরসি হব্যবাহনঃ।

(৩) শ্বাত্রোঽসি প্রচেতাঃ। (৪) তুথোঽসি বিশ্ববেদাঃ॥ ৩১॥

• • •

* ত্রিংশৎ কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—"Thou art the needle for the work of Indra. Thou art the firmly fastened knot of Indra. Indra's art thou. Thou art the Visvedevas."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(১) হে ভগবন্! ত্বং 'বিভুঃ' (বিবিধরূপেণ প্রকাশশীলঃ স্বপ্রকাশো বা, যদ্বা—সর্ব্বব্যাপী বহুরূপো বা ইতি ভাবঃ) 'প্রবাহণঃ' (প্রকৃষ্টরূপেণ বহনকর্ত্তা, যদ্বা—নরাণাং ভবাব্ধি-পারনয়নকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি)। অতস্ত্বং মাং সমুদ্ধারয়, মম ভববন্ধনং চ ছেদয় ইতি ভাবঃ।

(২) হে ভগবন্! ত্বং 'বহ্নিঃ' (সৎকর্ম্মসম্পূরকঃ, সৎকর্ম্মময়ঃ, যজ্ঞেশ্বরো বা) 'হব্যবাহনঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু জনেষু শুদ্ধসত্ত্ব-সদ্ভাব-সংরক্ষকঃ, যদ্বা—সদ্ভাবজনকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং ময়ি সদ্ভাবং শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ সংস্থাপয় ইতি প্রার্থনাঃ।

(৩) হে ভগবন্! ত্বং 'শ্বাত্রঃ' (জগতাং মিত্রভূতঃ হিতসাধকঃ অপিচ অভীষ্টবর্ধকঃ শ্রেয়োবিধায়কঃ) 'প্রচেতাঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ, প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্নো বা) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং মাং প্রজ্ঞানসম্পন্নং কুরু, অভীষ্টঞ্চ পূরয় ইতি প্রার্থনাঃ।

(৪) হে ভগবন্! ত্বং 'তুথঃ' (পাপীনাং সন্তাপকঃ, যদ্বা—পূর্ণব্রহ্মস্বরূপঃ) 'বিশ্ববেদাঃ' (সর্ব্বধনোপেতঃ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো বা) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং মাং পরমাগতিং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (৫অ—৩১ক—১-৪ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-চতুষ্টয় প্রার্থনামূলক এবং ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।)

১। হে ভগবন্! আপনি বিবিধ-রূপে প্রকাশশীল স্বপ্রকাশ অথবা সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ বহুরূপ এবং প্রকৃষ্টরূপে বহনকর্ত্তা অর্থাৎ মনুষ্যদিগকে ভবাব্ধিপারে নয়নকর্ত্তা। (অতএব আমাকে উদ্ধার করুন এবং আমার ভববন্ধন ছেদন করিয়া দিউন।)॥

(২) হে ভগবন্! আপনি সৎকর্ম্মপূরক সৎকর্ম্মময় বা যজ্ঞেশ্বর এবং আত্মোৎকর্ষসম্পন্নজনের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ সদ্ভাব-সংরক্ষক হয়েন। (অতএব আমাতে শুদ্ধসত্ত্বরূপ সদ্ভাব সংস্থাপিত করুন।)॥

(৩) হে ভগবন্! আপনি জগতের মিত্রভূত হিতসাধক ও অভীষ্টবর্ধক শ্রেয়ঃবিধায়ক এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন। (অতএব আমাকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন এবং আমার অভীষ্ট-পূরণ করুন।)॥

(৪) হে ভগবন্! আপনি পাপীদিগের সন্তাপক পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বধনোপেত এবং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ হয়েন। (অতএব আমার অভীষ্টপূরণ করুন এবং আমার পরমাগতি বিধান করুন।)॥ (৫অ—৩১ক—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং।)

ইত উত্তরং ষোড়শ ধিষ্ণ্যমন্ত্রাঃ। তদাহ (কা০ ৮।৬।১৫) 'ধিষ্ণ্যাগ্নিবপতুৗদ্ধৃতাবোক্ষিতে পুরীষং নিবপতি স্ফোনাম্বারব্ধ উদঙ্ উপবিশ্য বিভুরসীতি প্রতিমন্ত্রমিতি।' অগ্নীনামাশ্রয়ভূতা মৃদা নির্ম্মিতাঃ স্বল্পবেদিকা ধিষ্ণ্যামুচ্যন্তে। (কা০ ৮।৬।১৬) 'আগ্নীধ্রীয়ং পূর্ব্বমিতি।' বিভুশব্দপ্রবাহণশব্দাবাগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণস্য নামনী। 'তে বৈ দ্বিনামানো ভবন্তি' (৩।৬।২।২৪) ইতি শ্রুতেঃ। অষ্টযজুষাং ধিষ্ণ্যা অগ্নয়ো দেবতাঃ। হে আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ! ত্বং বিভুঃ প্রবাহণশ্চাসি। বিবিধং ভবতীতি বিভুঃ এতস্মাদেব ধিষ্ণ্যাদিতরধিষ্ণ্যেম্বগ্নিবিহরণাদেতস্য বিভুত্বম্। প্রবাহয়তীতি প্রবাহণঃ তস্য হি দক্ষিণোত্তরত ঋত্বিজো গচ্ছন্তু হবিষঃ প্রবাহয়িতৃত্বাদ্বা প্রবাহণত্বম্। ধিষ্ণ্যাগতানগ্নীন্ প্রত্যক্ষে দেবা উচুঃ প্রত্যেকং স্বং নামধেয়ং সংপাদয়তেতি। তদাহ তিত্তিরিঃ—'তান্ দেবা অব্রুবন্ দ্বে দ্বে নামনী কুরুতেতি।' মৈত্রাবরুণহোতৃব্রাহ্মণাচ্ছংসিপোতৃনেষ্ট্রচ্ছাবাকানাং ধিষ্ণ্যান্ সদসি কুর্য্যাৎ। তদাহ (কা০ ৮।৬।১৮-২১) 'ষট্ সদসি প্রত্যঙ্মুখো দ্বারমপরেণ হোতুর্দক্ষিণপূর্ব্বেণোদুম্বরীং মৈত্রাবরুণস্য হোতৃধিষ্ণ্যমুত্তরেণ চতুরঃ সমান্তরান্ ব্রাহ্মণাচ্ছংসিপোতৃনেষ্ট্রচ্ছাবাকানামিতি।' হোতৃধিষ্ণ্যং হে হোতৃধিষ্ণ্য! বহ্নিহব্যবাহনশ্চাসি। বহতি যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বহতীতি বহ্নিঃ। হব্যং বহতি দেবান্ প্রতি প্রাপয়তীতি হব্যবাহনঃ। যথাগ্নীধ্রীয়ধিষ্ণ্যস্য নামদ্বয়মুক্তং তথা হোত্রাদিধিষ্ণ্যানামপি বোধ্যম্। মৈত্রাবরুণধিষ্ণ্যং হে মৈত্রাবরুণধিষ্ণ্য! ত্বং শ্বাত্রঃ প্রচেতাশ্চাসি। শু ক্ষিপ্রমততীতি শ্বাত্রো মিত্রঃ। প্রকৃষ্টং চেতো জ্ঞানং যস্য স প্রচেতাঃ বরুণঃ তদ্রূপোঽসি। ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনঃ হে ব্রাহ্মণাচ্ছংসিধিষ্ণ্য! ত্বং তুথো বিশ্ববেদাশ্চাসি। 'ব্রহ্ম বৈ তুথঃ' (৪।৩।৪।১৫) ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মরূপোঽসি। বিশ্বং বেত্তি বিশ্ববেদাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। যদ্বা তুথশব্দেন দেবান্ প্রতি দক্ষিণানাং বিভাগকর্ত্তা পুরুষ উচ্যতে। তদাহ তিত্তিরিঃ—তুথো হ স্ম বৈ বিশ্ববেদা দেবানাং দক্ষিণা বিভজতীতি॥ (৫অ—৩১ক—১-৪ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

——§ঃ০○০ঃ§——

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী সরল প্রার্থনা-দ্যোতক। ভাষ্যের ভাব যদিও জটিল; তথাপি দুই এক স্থলে মন্ত্রের সুষ্ঠু সঙ্গত ভাবই অধ্যাহৃত হইয়াছে। ভাষ্যকারের মতে, মন্ত্র-চতুষ্টয়ের সম্বোধ্য—ধিষ্ণ্যাস্থিত অগ্নি। অগ্নির আশ্রয়ভূত মৃৎনির্ম্মিত স্বল্পবেদিকা ধিষ্ণ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই ধিষ্ণ্যায় যে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়, মন্ত্র-কয়েকটীর সম্বোধ্য—সেই ধিষ্ণ্যাধিষ্ঠিত অগ্নি। মন্ত্রের অপরাপর যে প্রয়োগ-বিধি ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, ভাষ্যপাঠে তাহা অবগত হওয়া যাইবে। ভাষ্যের ভাষা সরল; সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মতে মন্ত্র-কয়েকটীর সম্বোধ্য—ভগবান্! বিবিধ গুণবিশেষণে মন্ত্রে তাঁহারই স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। আর সেই গুণ-ব্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাকারীর বিবিধ প্রার্থনা সংসূচিত হইয়াছে। ভগবান বহুরূপ। তিনি বিবিধরূপে প্রকটিত বলিয়া, তাঁহাকে মন্ত্রে 'বিভুঃ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাষ্যকারও এই ভাব গ্রহণ করিয়া 'বিবিধং ভবতীতি বিভুঃ' এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ঐ 'বিভুঃ' পদে আবার ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং স্বতঃপ্রকাশশীলতার ভাবও প্রকাশ করে। 'প্রবাহণঃ' পদের আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, ভাষ্যকারের অর্থের সহিত কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহা একটু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। যিনি বিবিধ হন, অর্থাৎ যিনি অনন্তমূর্ত্তি, তিনিই 'বিভুঃ' অর্থাৎ ভগবান্! তিনি প্রকৃষ্টরূপ বহন করিয়া লইয়া যান; সেইজন্য তিনি 'প্রবাহণঃ' নামে অভিহিত। অর্থাৎ, তিনি মানুষকে ভবসমুদ্রের পারে লইয়া যান, এইজন্য তিনি 'প্রবাহণঃ'। 'তুথ' পদে, ভাষ্যমতে, 'দেবান্ প্রতি দক্ষিণানাং বিভাগকর্ত্তা পুরুষ;' অর্থাৎ, যিনি দেবগণের উদ্দেশে দক্ষিণাদি বিভাগ করিয়া দেন, তিনিই 'তুথ।' এ হিসাবে 'তুথ' পদে কোনও ঋত্বিককে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া স্বতঃই মনে আসে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ-সহকারে বিচার করিয়া দেখিলে, 'তুথ' পদের লক্ষ্যস্থল যে অতি মহান্, তাহা উপলব্ধি হইবে। 'তুদ' ধাতু হইতে (তুদ্+থক্ 'থ') 'তুথ' পদ নিষ্পন্ন। 'তুদ' ধাতুর অর্থ—'ব্যথিত করা', 'পীড়া দেওয়া।' এই ধাত্বর্থ হইতে আমরা 'তুথ' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি—'পাপীনাং সন্তাপকঃ'। ভগবানের কৃপা-কণা-লাভে যখন পাপীর জ্ঞানোন্মেষ হয়, যখন সে বুঝিতে পারে—তাহার মত মহাপাপী সংসারে নাই, সুতরাং তাহার গতি কি হইবে, তখনই তাহার মনে অনুশোচনার উদয় হয়। 'আমি কি করিয়াছি। সারাজীবন কেবল পাপই করিয়া আসিয়াছি, একদিনও তো আমি ভ্রমেও তাঁহাকে ডাকি নাই। সুতরাং আমার উপায় কি হইবে? আমি কি জন্মজন্ম নিরয়কূপেই নিমজ্জমান্ থাকিব। হে ভগবন্! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আমায় উদ্ধার করুন।' তাহার মনে তখন এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয়। তখন সে অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহে জ্বলিতে থাকে। সেই অনুতাপ-প্রজনন জন্যই ভগবানকে 'পাপীনাং সন্তাপকঃ' বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এদিকে আবার শ্রুতিবাক্য অনুসারে—'ব্রহ্ম বৈ তুথঃ'—তুথ পদে পরব্রহ্ম ভগবানকে বুঝায়। অন্যান্য মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। (৫অ—৩১ক—১-৪ম)॥

---

* এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের ভাষ্যানুসারী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"All present art thou, carrying off. Oblation-bearing priest art thou. Thou art the swift, the very Wise. Tuthá art thou, who knoweth all."

এই মন্ত্র সম্বন্ধে অনুবাদক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাঁহার মতে এই কণ্ডিকার এবং পরবর্ত্তী কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ

দ্বাত্রিংশ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। দ্বাত্রিংশ কণ্ডিকা। নবমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) উশিগসি কবিঃ। (২) অঙ্ঘারিরসি বম্ভারি।

(৩) অবস্যুরসি দুবস্বান্। (৪) শুন্ধ্যুরসি মার্জ্জালীয়ঃ।

(৫) সম্রাডসি কৃশানুঃ। (৬) পরিষদ্যোঽসি পবমানঃ।

(৭) নভোঽসি প্রতক্বা। (৮) মৃষ্টোঽসি হব্যসূদন।

(৯) ঋতধামাসি স্বর্জ্যোতি ॥ ৩২ ॥

'ধিষ্ণ্য' অর্থাৎ অগ্নিপ্রজ্বালনের বেদি নির্ম্মাণের মন্ত্র। এই কণ্ডিকার চারিটী মন্ত্রে চতুর্ব্বিধ বেদি-নির্ম্মাণের বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। এতৎসম্বন্ধে অনুবাদক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"31 and 32 contain formulas for the consecration of the Eight Dhishnyas, side-altars or hearths, each of which is addressed in turn: (1) the Agnidhriya or hearth of the Agnidhra or Firekindler (carrying off, meaning bearing oblations to the Gods); (2) the Hotar's hearth; (3) the hearth of the Maitra-Varuna or first Assistant of the Hotar; (4) the hearth of the Brahmanachhansi (TUTHA meaning 'Brahman priest,' who knows how priestly fees are to be distributed)."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(এই কণ্ডিকার নয়টী মন্ত্রই ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি।)

(১) হে ভগবন্! ত্বং 'উশিক্' (সর্ব্বেষাং অপি কামনীয়ঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শনঃ, যদ্বা প্রজ্ঞানাধারঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভাবার্থঃ—ভগবদনুগ্রহেণ জনাঃ প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ ভবন্তি; অতঃ প্রার্থনাঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ প্রজ্ঞানসম্পন্নান্ কুরু।

(২) হে ভগবন্! 'অঙ্ঘারিঃ' (সর্ব্বপাপনাশকঃ) ত্বং 'বম্ভারিঃ' (সর্ব্বেষাং পালকঃ ধারকঃ চ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! সর্ব্বপাপনাশকঃ ত্বং অস্মান্ পাপেভ্যঃ রক্ষ অপিচ সম্যক্ পালয় ইতি প্রার্থনাঃ।

(৩) হে ভগবন্! 'অবস্যুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপঃ হবিগ্রাহকঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং রক্ষকঃ) ত্বং 'দুবস্বান্' (হবিষ্মান্, শুদ্ধসত্ত্বাধারঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নান্ কুর্ব্বিতি প্রার্থনাঃ।

(৪) হে ভগবন্! 'শুন্ধ্যুঃ' (বিশুদ্ধতাপাদকঃ, নিত্যপূতঃ নিত্যশুদ্ধঃ বা ইত্যর্থঃ) ত্বং 'মার্জ্জালীয়ঃ' (পরমপবিত্রতাসাধকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং কলুষং দূরীভবতু, অপিচ অস্মাকং হৃদয়ং নির্ম্মলং ভবতু ইতি ভাবঃ।

(৫) হে ভগবন্! 'সম্রাট্' (সম্যক্ রাজমান, সর্ব্বেষাং অধিপতিঃ স্বামী ইত্যর্থঃ) ত্বং 'কৃশানুঃ' (সর্ব্বেষাং জীবনস্বরূপ, যদ্বা—ক্ষীণপাপানাং তপঃক্ষীণানাং ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্নানাং বা রক্ষকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবান্ হি সর্ব্বেষাং আয়ুঃ; তদনুগ্রহেণ হি কেবলং লোকাঃ জীবন্তি, অথবা আত্মজ্ঞানসম্পন্নেষু জনেষু ভগবান্ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ইতি ভাবঃ।

(৬) হে ভগবন্! ত্বং 'পরিষদ্যঃ' (সর্ব্বেন ভক্ত্যা সহ বর্ত্তমানঃ ইত্যর্থঃ) অতঃ ত্বং 'পবমানঃ' (পবিত্রতাকারকঃ পুণ্যবিধায়কঃ বা ইত্যর্থঃ)। 'অসি' (ভবসি)। ভগবান্ হি ভক্তিস্বরূপঃ। ভক্ত্যা হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ।

(৭) হে ভগবন্! ত্বং 'নভঃ' (আকাশরূপঃ, বিরাট্রূপঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'প্রতক্বা' (সর্ব্বেষাং পরমাশ্রয়ঃ, বিশ্বরূপঃ বা) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ একঃ এব পরমাশ্রয়ঃ। সঃ ভগবান্ অস্মান্ পরমাশ্রয়ং বিধায়তু।

(৮) হে ভগবন্! 'মৃষ্টঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'হব্যসূদনঃ' (বাহ্যান্তরস্য পবিত্রতাসাধকঃ ইতি যাবৎ, সদ্ভাবজনকঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং বহিরন্তরং পবিত্রং ভবতু অপিচ অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বং উপজায়তু ইতি ভাবঃ।

(৯) হে ভগবন্! 'ঋতধামা' (সৎকর্ম্মণাং কারণভূতঃ) ত্বং 'স্বর্জ্যোতিঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং প্রকাশকঃ, সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তকঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। জ্যোতিষাং আধারঃ ভগবান্ জ্ঞানজ্যোতিঃবিচ্ছুরণেন অস্মান্ প্রদীপ্তান্ কুরু ইতি ভাবঃ॥ (৫অ—৩২ক—১-৯ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনি সকলেরই কামনীয় এবং ক্রান্তদর্শন অর্থাৎ প্রজ্ঞানাধার হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহেই

মানুষ প্রজ্ঞানসম্পন্ন হয়। তাহাতে প্রার্থনার ভাব এই হয় যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন)।

২। হে ভগবন্! সর্ব্বপাপনাশক আপনি সকলের পালক বা ধারক হয়েন। (ভাবার্থ,—হে ভগবন্! সর্ব্বপাপনাশক আপনি আমাদিগকে সকল পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং পালন করুন)।

৩। হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বরূপ হবির গ্রাহক অথবা সকলের রক্ষক আপনি শুদ্ধসত্ত্বের আধার হয়েন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন করুন)।

৪। হে ভগবন্! বিশুদ্ধতাপ্রাপক নিত্যশুদ্ধ আপনি সকলের পরমপবিত্রতাবিধায়ক হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদের সর্ব্ববিধ কলুষ দূরীভূত হউক এবং আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হউক)।

৫। হে ভগবন্! সকলের অধিপতি—স্বামী আপনি, সকলের জীবন-স্বরূপ হয়েন অর্থাৎ ক্ষীণপাপ বা তপঃক্ষীণ সদ্বুদ্ধিসম্পন্নদিগের রক্ষক হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবানই সকলের প্রাণ বা আয়ুঃ। তাঁহার অনুগ্রহেই সকলে জীবিত থাকে; অথবা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জনের হৃদয়ে ভগবান্ স্বতঃপ্রকাশিত হয়েন)।

৬। হে ভগবন্! আপনি ভক্তের ভক্তির সহিত বর্ত্তমান আছেন; অতএব আপনি পতিতোদ্ধারক পুণ্যবিধায়ক হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবান ভক্তির স্বরূপ। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

৭। হে ভগবন্! আপনি আকাশরূপ—বিরাট্ এবং বিশ্বরূপ বা সকলের পরমাশ্রয় হয়েন। (ভাব এই যে,—একমাত্র ভগবানই পরমাশ্রয়। সেই ভগবান্ আমাদিগকে পরমাশ্রয় দান করুন)।

৮। হে ভগবন্! পবিত্রকারক আপনি অন্তর-বাহ্য উভয়েরই পবিত্রতা-সাধক অর্থাৎ সদ্ভাবজনক হয়েন। (ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের বাহ্যান্তর পবিত্র হউক এবং শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হউক)।

৯। হে ভগবন্! সৎকর্ম্মের কারণভূত আপনি বিশ্বের প্রকাশক বা সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক হয়েন। (ভাবার্থ,—জ্যোতির আধার ভগবান জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগকে প্রদীপ্ত করুন)॥ (৫অ—৩২ক—১-৯ম)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (মহীধর-কৃতং)।

পোতুঃ। হে পোতৃধিষ্ণ্য! ত্বমুশিক্ কামনীয়ঃ কবিঃ বিদ্বাংশ্চাসি। নেষ্টুঃ। অজন্যাংহসঃ পাপস্যারিরজ্যারিঃ বিভক্তীতি বস্তারিঃ ত্বং তদ্রূপোঽসি। হে নেষ্টৃধিষ্ণ্য। দিবি সোমরক্ষকৌ দ্বাবজ্যারিবস্তারী তথা চ সোমরক্ষকমন্ত্রে স্বান ভ্রাজাঙ্ঘারে বম্ভার ইত্যাম্নাতং (৪অ০—২৭ক০)। অচ্ছাবাকস্য। হে অচ্ছাবাকধিষ্ণ্য। ত্বমবস্যুঃ দুবস্বান্ চাসি। অবোঽন্নমিচ্ছতীত্যবস্যুঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ ক্যাচ্ছন্দসীতি ক্যজন্তাদুপ্রত্যয়ঃ দীর্ঘশ্ছান্দসঃ ঔণাদিক উপ্রত্যয়ো বা। দুবোঽস্যাস্তীতি দুবস্বান্ হবিষ্মান্ দুব ইতি হবির্নাম। অচ্ছাবাকো হি পুরোডাশভাগং লভতে। এবং হোত্রাদিধিষ্ণ্যান্ সদসি নিধায় বেদের্দক্ষিণভাগে মার্জ্জালীয়ং নির্ম্মাতি। তদাহ (কা০ ৮।৬।২২) আগ্নীধ্রবদ্দক্ষিণং সম্প্রতি বেদ্যন্তে। দক্ষিণামুখো মার্জ্জালীয়মিতি। শুন্ধয়তীতি শুন্ধ্যুঃ মার্ষ্টীতি মার্জ্জালীয়ঃ তত্র হি পাত্রাণি প্রক্ষাল্যন্তে। (কা ৮।৬।২৩) সদোদ্বারং পূর্ব্বেণ। উত্তরস্যা দিশি আহবনীয়বহিষ্পবমানদেশচাত্বালশামিত্রৌদুম্বরীব্রহ্মাসনশালাদ্বার্য্যপ্রাজহিতান্ সম্রাডসি প্রতিমন্ত্রমিতি। সদোদ্বারস্য পূর্ব্বভাগেঽবস্থিতাহবনীয়াদীন্ সম্রাডসীত্যাদ্যষ্টমন্ত্রৈঃ ক্রমেণ নির্দ্দিশেদিতি সূত্রার্থঃ। তত্রাদাবাহবনীয়ঃ। হে উত্তরবেদিগতাহবনীয়! ত্বং সম্রাট্ কৃশানুশ্চাসি। বহুযাগসাধারণত্বেন সম্যগ্রাজত ইতি সম্রাট্। পয়োব্রতাদিভিঃ কৃশং ক্ষীণং যজমানমনুগচ্ছতীতি কৃশানুঃ। বহিষ্পবমানদেশঃ। হে বহিষ্পবমানদেশ! ত্বং পরিষদ্যঃ পবমানশ্চাসি। স্তোতুং সমেতা ঋত্বিজঃ পরিষৎ তদ্যোগ্যাঃ পরিষদ্যঃ অতএব শুদ্ধত্বাৎ পবমানঃ। চাত্বালম্। হে চাত্বাল! ত্বং নভোঽসি খননে ছিদ্ররূপত্বাদাকাশঃ ন ভাতীতি বা। তথা প্রতক্বা পদাগ্নিং তকন্তি গচ্ছন্তি ঋত্বিজো যত্র স প্রতক্বা। তকতির্গত্যর্থঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। শামিত্রম্। পশুবিশসনপ্রদেশঃ শামিত্রশব্দেনোচ্যতে। হে শামিত্র! ত্বং মৃষ্টোঽসি পশুবিশসনস্য বিহিতত্বেনাশুদ্ধিহেত্বভাবাৎ সত্যপি বিশসনে শুদ্ধোঽসি। যদ্বা মৃষ্টঃ শুদ্ধান্মৃষ্টঃ পক্বং হবিষ্মৃষ্টং ভবতি। তথা হব্যসূদনঃ হৃদয়জিহ্বাদিরূপস্য হবিষঃ সূদনঃ পাকহেতুশ্চাসি। ঔদুম্বরী। হে ঔদুম্বরি! ত্বমৃতধামা ঋতং সামগানং ধামোপবেশনস্থানং যস্যাঃ সা। ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্গায়তীত্যুক্তেঃ। স্বর্জ্জ্যোতিঃ উন্নতত্বেন স্বর্গে প্রকাশকঃ যদ্বা স্বর্গজ্যোতিঃ॥ (৫অ - ৩২ক - ১-৯ম)॥

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— ১ ——

এই কণ্ডিকার নয়টী মন্ত্রই ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। মন্ত্র সমূহে ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনের এবং স্বরূপ-বর্ণনের লক্ষে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ের প্রার্থনাও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

ভাষ্যে কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের যে ভাব পরিব্যক্ত, অনেক স্থলে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে,—ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ভাষ্যে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন সম্বোধ্য পরিকল্পিত দেখিতে পাই। ভাষ্যে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য পোতৃধিষ্ণ্য, দ্বিতীয় মন্ত্রের

সম্বোধ্য নেষ্টৃধিষ্ণ্য, তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য অচ্ছাবাকধিষ্ণ্য, চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য মার্জ্জালীয়, পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধ্য উত্তরবেদিগত আহবনীয়, ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য বহিষ্পবমানদেশ, সপ্তম মন্ত্রের সম্বোধ্য চাত্বাল, অষ্টম মন্ত্রের সম্বোধ্য শামিত্র এবং নবম মন্ত্রের সম্বোধ্য ঔদুম্বরী। মন্ত্রে কোনও সম্বোধন পদের উল্লেখ নাই। ভাষ্যকার যে সকল সম্বোধন পদ অধ্যাহার করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেরূপ সম্বোধন পদ অধ্যাহারের কোনও হেতুই পরিদৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিভিন্ন সম্বোধনে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, ভাষ্যে তাহা প্রকটিত দেখিবেন।

পূর্ব্বোক্ত সম্বোধ্য-পদসমূহের অনুক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রের যে অর্থ ভাষ্যকার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বথা সেই সকল সম্বোধ্য পদের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের তাৎপর্য্য প্রদর্শনে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ যে ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রথম মন্ত্রের অর্থ বিষয়ে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতভেদ ঘটে নাই। দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও ভাষ্যানুমোদিত ব্যাখ্যার অনুসরণই প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হইবে। চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকায় 'বস্বারিঃ' ও 'অজ্মারিঃ' পদের যে অর্থ আমরা নিষ্পন্ন করিয়াছি, এতৎপ্রসঙ্গে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাৎপর্য্য বোধগম্য হইতে পারে। প্রথম তিন মন্ত্রের ভাব সরল—প্রার্থনাও সরল। সুতরাং তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রথম মন্ত্রের 'উশিক্' পদ—'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। 'বশ্' ধাতু কান্ত্যর্থক। তাহা হইতে 'উশিক্' পদে 'কান্তঃ' বা 'কামনীয়ঃ' অর্থ আমরা অধ্যাহার করি। 'কবিঃ' পদের 'ক্রান্তদর্শী' অর্থ আমরা বেদমন্ত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে বহুত্র প্রদর্শন করিয়াছি।

চতুর্থ মন্ত্রের 'মার্জ্জালীয়ঃ' পদ কথঞ্চিৎ সমস্যামূলক। ভাষ্যকারের মতে, যেখানে পাত্রাদি প্রক্ষালিত হয়, তাহাকেই মার্জ্জালীয় বলে। প্রক্ষালিত হইলেই পাত্র বিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধতাসম্পাদনই ভাষ্যকারের লক্ষ্য বলিয়া আমরা মনে করি। এই বিশুদ্ধীকরণের ভাব হইতেই আমরা 'মার্জ্জালীয়ঃ' পদের 'পরমপবিত্রতাসাধকঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'কৃশানুঃ' পদের 'পয়োব্রতাদির দ্বারা ক্ষীণতনু যজমানগণ' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত ঐ 'কৃশানুঃ' পদে 'ক্ষীণপ্রাণ' বা 'তপঃক্ষীণ' জনগণের রক্ষক—সকলের জীবনস্বরূপ অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'হব্যসূদনঃ' পদ, আমাদের মতে, অন্তর-বাহ্যের পবিত্রতাসাধক অর্থ সূচনা করে। ভাষ্যে 'সুধয়াজস্বাদিকরণ হবির পাকহেতুভূত' অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সে অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি না। যাহা হউক, আমাদের মতে মন্ত্রের যে অর্থ সঙ্গত বলিয়া উপলব্ধ হয়, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রের প্রার্থনা অন্তরবাহ্য বিশুদ্ধীকরণের; মন্ত্রের উদ্দেশ্য,—শত্রুনাশে হৃদয়ের নির্ম্মলতা সাধনের; মন্ত্রের সঙ্কল্প,—শুদ্ধসত্ত্ব-লাভে ভগবৎ প্রাপ্তির। আমরা মনে করি, মন্ত্রমধ্যে এই সকল ভাবই পরিস্ফুট। আমরা মনে করি,—মন্ত্রসমূহ এই ভাব লইয়াই অবতীর্ণ। (৫অ ৩২ক—১-৯ম)।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। ষড়্মন্ত্রাত্মিকা।)

(১) সমুদ্রোঽসি বিশ্ববাচাঃ। (২) অজোঽস্যেকপাৎ।

(৩) অহিরসি বুধ্ন্যঃ। (৪) বাগস্যৈন্দ্রমসি সদোঽসি।

(৫) ঋতস্য দ্বারৌ মা মা সন্তাপ্তম্।

(৬) অধ্বনামধ্বপতে প্র মা তির স্বস্তি মেঽস্মিন্

পথি দেবযানে ভূয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(এই কণ্ডিকার ছয়টী মন্ত্রের মধ্যে প্রথম তিনটী ভগবৎ-সম্বোধনে, চতুর্থ মন্ত্র হৃদয়ের সম্বোধনে, পঞ্চম মন্ত্র অন্তর্নিহিত জ্ঞানভক্তির সম্বোধনে এবং ষষ্ঠ মন্ত্র জ্ঞানদেবের সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি।)

(১) হে ভগবন্! ত্বং 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রঃ ইব অগাধঃ প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ, যদ্বা,—অদ্বিতীয়-প্রজ্ঞানাধারঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ 'বিশ্ববাচাঃ' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং দেবভাবানাং কর্ম্মণাং বা বাচয়িতা আধারস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি), অথবা, 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ, সমুদ্রঃ যথা বিশালত্বাৎ সর্ব্বেষাং বারীণাং আধারঃ ভবতি তদ্বৎ) হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্ববাচাঃ' (অনন্তত্বাৎ বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং জ্ঞানকর্ম্মণাং কারণস্বরূপঃ) 'অসি' (ভবসি ইত্যর্থঃ); অথবা 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রঃ ইব) 'বিশ্ববাচাঃ' (সর্ব্বস্য ধারকঃ) 'অসি' (ভবসি ইত্যর্থঃ) বিশ্বানি সর্ব্বাণি বারীণি যথা সমুদ্রং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ নিখিলানি জ্ঞানকর্ম্মাণি কৃতাকৃতনির্ব্বিশেষেণ ভগবতি গচ্ছন্তি প্রবিলীয়ন্তে বা ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং জ্ঞানকর্ম্মাণি ভগবন্তং প্রাপ্নোন্তু।

(২) হে ভগবন্! "অজঃ' (জন্মজরারহিতঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষু ভূতজাতেষু বর্ত্তমানঃ" ইত্যর্থঃ) ত্বং 'একপাৎ' (একঃ এব পাতা রক্ষকর্ত্তা, যদ্বা—সর্ব্বভূতানাং পরমাশ্রয়ঃ বিশ্ব-মূলাধারঃ বা ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভাবার্থঃ—বিশ্বমূলাধারঃ পরমাশ্রয়ঃ ভগবান্ অস্মাকং পরম আশ্রয়ং বিধেহি ইতি প্রার্থনাঃ।

(৩) হে ভগবন্! ত্বং 'অহিঃ' (বিকাররহিতঃ নির্ব্বিকারঃ ইত্যর্থঃ) অতএব 'বুধ্ন্যঃ,

(জগৎকারণঃ সর্ব্বেষাং উৎপত্তিমূলঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অথবা, হে মম হৃন্নিহিত: শুদ্ধসত্ত্ব:! ত্বং 'অহিঃ' (ঔৎকর্ষসাধকঃ) অপিচ 'বুধ্ন্যঃ' (কারণরূপাৎ ভগবতঃ সমুদ্ভূতঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশকঃ অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বঃ ভগবৎসম্বন্ধযুতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ।

(৪) হে মম হৃদয়! ত্বং 'বাক্' (কর্ম্মণাং নিষ্পাদকঃ) 'অসি' (ভবসি); অপিচ, ত্বং 'ঐন্দ্রং' (ভগবৎসম্বন্ধযুতঃ ভগবৎপ্রীতিসাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); অতস্ত্বং 'সদঃ' (ভগবদধিষ্ঠানায় প্রকৃষ্টাসনঃ ইতি ভাবঃ) 'অসি' (ভবসি)। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্মাণি ভগবৎপ্রীতিসাধনকানি ভবতু; অপিতু হে ভগবন্! কর্ম্মপ্রভাবেন যথা বয়ং হৃদি ভগবন্তং প্রতিষ্ঠাপয়িতুং শক্নুমঃ তথা বিধেহি।

(৫) হে মম জ্ঞানভক্তী! যুবাং 'ঋতস্য দ্বার্যো' (সৎকর্ম্মণিঃ প্রবর্ত্তকৌ, যদ্বা- দ্বারদেশঃ যথা গৃহং প্রাপয়তি, তদ্বৎ জ্ঞানভক্তী লোকান্ সৎকর্ম্মণি প্রাবিশয়াতে ইতি ভাবঃ) ভবথ ইত্যর্থঃ; অতঃ যুবাং 'মা' (মাং) মা সন্তাপ্তং' (মা সন্তাপয়তং, মা পরিত্যজ্য সন্তাপং মা বিধায়তং ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানভক্তী এব সৎকর্ম্মণাং মূলৌ; তৌ ময়ি অবিচলিতৌ তিষ্ঠেতাং।

(৬) 'অধ্বপতে' (সৎপথি সৎকর্ম্মাণি বা প্রবর্ত্তক, সৎপথপ্রদর্শক হে জ্ঞানদেব ইত্যর্থঃ!) ত্বং 'অধ্বনাং' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিত', যদ্বা - সৎপথি বর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ) 'মা' (মাং) 'প্রতির' (প্রবর্দ্ধয়, প্রকর্ষেণ পরিচালয় ইতি ভাবঃ); অপিচ ভগবদনুগ্রহেণ 'অস্মিন্' (প্রবর্ত্তমানে) 'দেবযানে' (দেবভাবজনকে ভগবৎপ্রাপকে বা ইত্যর্থঃ) 'পথি' (মার্গে কর্ম্মমার্গে ইতি ভাবঃ) 'মে' (মম) 'স্বস্তি' (কল্যাণং, সিদ্ধিং ইত্যর্থঃ) 'ভবেৎ' (ভূয়াৎ, ভবতু ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবান অস্মান্ সৎপথি পরিচালয়তু অপিচ অস্মাকং সর্ব্বমঙ্গলং বিধায়তু ইতি ভাবঃ। (৫অ—৩৩ক—১-৬ম)।

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনি সমুদ্রের ন্যায় অগাধ প্রজ্ঞানসম্পন্ন অথবা অদ্বিতীয় প্রজ্ঞানাধার; অপিচ, আপনি বিশ্বের সকল দেবভাবের ও সৎকর্ম্মের আধারস্বরূপ হয়েন। অথবা, বিশালত্ব-হেতু সমুদ্র যেমন বারিরাশির আধার, হে ভগবন! অনন্তত্ব-হেতু আপনিও তেমনি বিশ্বের সর্ব্ববিধ জ্ঞান-কর্ম্মের কারণ-স্বরূপ। অথবা, বিশ্বের সকল বারিরাশি যেমন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিখিল জ্ঞানকর্ম্মধারা, কৃতাকৃত-নির্ব্বিশেষে, ভগবানে লীন হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সকল জ্ঞানকর্ম্ম ভগবানকে প্রাপ্ত হউক)।

২। হে ভগবন্! জন্মজরারহিত অথবা সকল ভূতে বর্ত্তমান

আপনিই একমাত্র ত্রাণকর্তা, অথবা সর্ব্বভূতের পরমাশ্রয় বিশ্বমূলাধার হয়েন। (ভাবার্থ,—ভগবান বিশ্বমূলাধার পরমাশ্রয়। প্রার্থনা—তিনি আমাদিগের পরমাশ্রয় বিধান করুন)।

৩। হে ভগবন্! আপনি বিকাররহিত নির্ব্বিকার অতএব জগৎ-কারণ হয়েন; অথবা, হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি উৎকর্ষ-সাধক এবং কারণস্বরূপ ভগবান হইতে সমুদ্ভূত হও। (নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্র ভগন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক। ভাব এই যে,—আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত হউক)।

৪। হে আমার হৃদয়! তুমি কর্ম্ম সমূহের নিষ্পাদক; অপিচ, তুমি ভগবৎসম্বন্ধযুত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধক হও; অতএব তুমি ভগবদ-ধিষ্ঠানের প্রকৃষ্ট আসন হও। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মসমূহ ভগবৎপ্রীতিসাধক হউক এবং আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে যেন আমরা হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সমর্থ হই)।

৫। হে আমার জ্ঞানভক্তি! তোমরা সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক হও; (অর্থাৎ দ্বারদেশ যেমন গৃহকে প্রাপ্ত করায়, জ্ঞানভক্তিও তেমনি লোক-সমূহকে সৎকর্ম্মে প্রবিষ্ট করে); অতএব তোমরা আমাকে সন্তাপিত করিও না অর্থাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কষ্ট দিও না। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিই সকল সৎকর্ম্মের মূল। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাতে যেন সেই জ্ঞানভক্তি অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান থাকে)।

৬। সৎপথে প্রবর্ত্তক অথবা সৎপথ-প্রদর্শক হে জ্ঞানদেব! আপনি সৎপথে বর্ত্তমান বা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত আমাকে প্রবর্দ্ধিত বা প্রকৃষ্টরূপে পরিচালিত করুন। আরও, আপনার অনুগ্রহে, দেবভাবজনক বা ভগবৎ-প্রাপক প্রবর্ত্তমান এই কর্ম্মমার্গে যেন আমার কল্যাণ বা সিদ্ধি লাভ হয়। (ভাবার্থ,—ভগবান আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করুন এবং আমা-দিগের সকল মঙ্গল বিধান করুন)। (৫অ—৩৩ক—১-৬ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ব্রহ্মাসনম্। হে ব্রহ্মাসন! ত্বং সমুদ্রঃ বিশ্বব্যচাশ্চাসি। সর্ব্বে দেবাঃ সম্যগুৎকর্ষেণ দ্রবন্ত্যত্রেতি সমুদ্রঃ। সমুদ্র ইবাগাধো জ্ঞানেন, ব্রহ্মা যত্র তিষ্ঠতীতি বা। বিশ্বং সর্ব্বং বজ্রং

ঋচতি গচ্ছতি।' কৃতাকৃতপ্রত্যবেক্ষণায়েতি বিশ্বব্যচাঃ। শালাদ্বার্য্যাম্। হে প্রাচীনবংশ-শালাদ্বারবর্ত্তিন্নগ্নে! ত্বমজোঽসি। অজতি আহবনীয়রূপেণ যজ্ঞপ্রদেশে গচ্ছতীত্যজঃ। যদ্বা পরব্রহ্মত্বমুপচর্য্যতে। ন জায়ত ইত্যজঃ। একঃ পাতীত্যেকপাৎ। যদ্বা একঃ পাদঃ সর্ব্বাণি ভূতানি যস্যেত্যেকপাৎ। 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' ইতি শ্রুতেঃ। প্রাজ্জিহিতম্। পত্নীশালাপশ্চিমভাগবর্ত্তী পুরাতনো গার্হপত্যোঽগ্নিঃ প্রাজহিত উচ্যতে। হে প্রাজহিত! ত্বমহিরসি। ন হীয়ত ইত্যহিঃ শালাদ্বারীয়ে নূতনে গার্হপত্যে উৎপন্নেঽপি অয়মগ্নিঃ স্বরূপেণ ন হীয়তে। বুধ্ন্যো মূলং তত্র ভবো বুধ্ন্যঃ। আধানকালে প্রথমমাহিতত্বাদ্যম্, লক্ষাবিত্থম্ স হি প্রথমং মথ্যতে। নামভিরেবাত্র ধিষ্ণ্যানাং স্তুতিঃ। উক্তঞ্চ। 'স্তুতিঃ স্বনাম্না কর্ম্মণা বাথ রূপৈরিতি।' (কা. ৯।৮।২২)। বাগসীতি সদোঽভিমর্শনামিতি। হে সদঃ! ত্বং বাগসি বাচাস্মিন কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি বাকৃশব্দেনাভেদোপচারেণ সদ উচ্যতে। ঐন্দ্রমিন্দ্রদেবতাকং চাসি। সীদন্ত্যস্মিন্নিতি সদঃ। (কা. ৯।৮।২৩) 'ঋতস্য দ্বারাবিতি দ্বার্য্যৌ' ইতি। দ্বার্য্যো সদোদ্বারশাখে অভিমৃশতীতি সূত্রার্থঃ। হে ঋতস্য যজ্ঞস্য দ্বারৌ দ্বারদেশস্থায়িন্যৌ শাখে! যুবাং মা মাং মা সন্তাপ্তং মা সন্তাপয়তং প্রবেশনিঃক্রমেণ শাসনাদিনা। তপতেলুর্ঙি মধ্যমৈকবচনে 'ঝলো ঝলি' (পা. ৮।২।২৬) ইতি সিজলোপে রূপম। (কা. ৫।৮।২৪-২৫)। 'অভিমন্ত্রণমন্ত্রৈরধ্বনামধ্বপত ইতি সূর্য্যং' উত্তরৈস্ত্রিভির্মন্ত্রৈরেষামভিমন্ত্রণং দর্শনমিত্যর্থঃ। অধ্বনামিতি সূর্য্যমভিমন্ত্রয়ত ইতি সূত্রার্থঃ। অধ্বনাংপতে মার্গপালক রবে! অধ্বনাং মার্গাণাং মধ্যে বর্ত্তমানং মা মাং ত্বং প্রতির প্রবর্দ্ধয়। তিরতির্বৃদ্ধ্যর্থঃ। কিঞ্চ অস্মিন দেবযানে দেবযানপ্রাপকে পথি যজ্ঞমার্গে মে মম স্বস্তি কল্যাণং ভূয়াৎ॥ (৫অ - ৩৩ক—১-৬ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

—•—

বহির্দৃষ্টিতে মন্ত্রটী সরলভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাষ্যের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের ভাব কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ভাষ্যমতে প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য ব্রহ্মাসন, দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য শালাদ্বার, তৃতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য প্রজাহিত নামক গার্হপত্যাগ্নি, চতুর্থ মন্ত্রের সম্বোধ্য সদ, পঞ্চম মন্ত্রের সম্বোধ্য শালাদ্বার এবং ষষ্ঠ মন্ত্রের সম্বোধ্য মার্গপালক রবি। বিভিন্ন মন্ত্রের পূর্ব্বোক্তরূপ বিভিন্ন সম্বোধ্য পদ অধ্যাহারে, মন্ত্রসমূহের ক্রিয়াকাণ্ডানুমোদিত যে অর্থ অধ্যাহৃত হয়, ভাষ্যে তাহার পরিচয় বর্ত্তমান। আমরা অবশ্য ক্রিয়াকাণ্ডের কদাচ বিরোধী নই। পূর্ব্বাপরই আমরা তাহা বলিয়া আসিতেছি। ক্রিয়াকাণ্ডের অনুমোদিত অর্থ-ব্যতিরিক্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক-ভাব-প্রকাশক অপর যে অর্থ বেদমন্ত্রসমূহে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে বেদমন্ত্রের ত্রিবিধ অর্থের বিষয় উল্লিখিত দেখি। আমাদের অধ্যাহৃত অর্থ তাহারই একবিধ। তদ্ভিন্ন আমাদের ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপন প্রচলিত অন্যবিধ ব্যাখ্যার প্রতি বিদ্বেষপ্রদর্শন অথবা তাহার নিকৃষ্টতা প্রখ্যাপন—আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সেইজন্যই আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যপ্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে প্রায়শঃ স্বতন্ত্র ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ কণ্ডিকার মন্ত্রে আমরা ভাষ্যানুমোদিত প্রচলিত অর্থের সর্ব্বথা অনুসরণ করিতে পারি নাই। ভাষ্যকার কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহের যে সকল সম্বোধ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমাদিগের অনুসৃত পন্থার অনুসরণে আমরা তৎসমুদায়ও অনুমোদন করিতে পারি নাই। আমাদের মতে মন্ত্রের যে সকল সম্বোধ্য এবং মন্ত্রসমূহের যে তাৎপর্য্য, তাহা আমরা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে কি সূত্রে কি অবলম্বনে আমরা তদ্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, ক্রমে ক্রমে প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথম মন্ত্র, আমাদের মতে, ভগবানের গুণমাহাত্ম্য কীর্ত্তনে বিনিযুক্ত। মন্ত্রটী ভগবৎসম্বোধনমূলক বলিয়াই মনে করি। মন্ত্রের মধ্যে 'সমুদ্রঃ' এবং 'বিশ্বব্যচাঃ'—দুইটী পদ আছে। দুইটী পদই উচ্চ ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যকার এক 'সমুদ্রঃ' পদেই দ্বিবিধ ভাব অধ্যাহার করিয়াছেন। প্রথম,—উৎকর্ষের দ্বারা দেবগণ যেখানে দ্রবীভূত হন অর্থাৎ আশ্রয় লাভ করেন; দ্বিতীয়,—সমুদ্রের ন্যায় অগাধ প্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মা যেখানে অবস্থান করেন। সুতরাং ভাষ্যমতে এতদর্থের অযৌক্তিকতা পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা 'সমুদ্রঃ বিশ্বব্যচাঃ' পদদ্বয়ের ত্রিবিধ অর্থ আমনন করি। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা যে ভাবে সে ভাব ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাতে এস্থলে তদ্বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে, প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্য—ভগবান; সম্বোধ্য—ভগবান। সমুদ্রের সহিত তুলনায় তাঁহার জ্ঞানের অসীমত্বের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না বলিয়াই আমাদের সিদ্ধান্ত। তাঁহা হইতেই যখন স্থাবরজঙ্গমচরাচরের উৎপত্তি, আর স্থাবরজঙ্গমচরাচর সকলই যখন তাঁহাতে একাধারে বর্ত্তমান, তখন তাঁহার বিরাটত্বের—তাঁহার অসীমত্বের ইয়ত্তা হয় কি? তিনি জগৎকারণ, উৎপত্তি স্থিতি লয়—সকলেরই তিনি বিধানকর্ত্তা। সুতরাং তাঁহাতে যে কৃত অকৃত সকল কর্ম্ম সকল জ্ঞান পর্য্যবসিত, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহা হইতে যেমন সকলের উৎপত্তি, তাঁহাতেই আবার সকলের লয়প্রাপ্তি। তিনি যেমন সর্ব্ববিধ জ্ঞানকর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তিনিই আবার সে সকলের গ্রাহক। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনার দেওয়া সামগ্রী আপনিই যখন গ্রহণ করেন, তখন আপনার প্রদত্ত আমাদের সকল জ্ঞান সকল কর্ম্ম আপনাতেই যেন লয়প্রাপ্ত হয়।'

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভাষ্য মতে, প্রাচীনশালাদ্বারবর্ত্তী অগ্নির সম্বোধন আছে। আমরা ভগবৎসম্বোধন স্বীকার করি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'অজঃ' 'একপাৎ' প্রভৃতি পদে পরব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য আছে, ভাষ্যেও তাহা প্রকটিত দেখি। শ্রুতিতে দেখিতে পাই, তিনি

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

তাঁহার জন্ম নাই, তাঁহার মৃত্যু নাই; তিনি শাশ্বত—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্বকালেই তিনি বর্ত্তমান। তিনি অজ, তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত, তিনি পুরাণ, শরীরের ধ্বংস হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহার জন্ম নাই, তাই তিনি অজ; তাঁহার মৃত্যু নাই, তাই তিনি অজ; তাঁহার জরা নাই, তাই তিনি অজ। আবার তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই,

তাই তিনি নিত্য; তাঁহার ক্ষয় নাই, তাই তিনি শাশ্বত; তাঁহার পরিণাম নাই, তাই তিনি পুরাণ। ভাষ্যের আভাস হইতে 'অজঃ' পদের এই এক অর্থ নিষ্পন্ন হয়। আবার স্বামর্থের অনুসরণে 'অজঃ' পদে আর এক উচ্চভাবমূলক অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। ভাষ্যমতে 'অজতি আহবনীয়রূপেণ যজ্ঞদেশে গচ্ছতীত্যজঃ'। এখানে আমরা 'আহবনীয়' পদে হৃদয়ের সদ্ভাবসমূহকে লক্ষ্য করি; আর 'যজ্ঞ' পদে সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে শুদ্ধসত্বরূপী ভগবান সত্বরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন — ইহাই এবম্বিধ অর্থের তাৎপর্য্য। তার পর, 'একপাৎ' পদ। ভগবান 'অজৈকপাদ' রূপে শাস্ত্রে পরিব্যক্ত আছেন। 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' — এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ভূতসমষ্টি তাঁহার এক পাদে অবস্থিত বলিয়া বুঝা যায়। তাহা হইতে ভগবানকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বিশ্বমূলাধার ও সর্ব্বভূতের পরমাশ্রয় বলিতে পারি। আবার 'একপাৎ' পদের 'একঃ এব পাতা' অর্থাৎ অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপে মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা এই,—'সকল ভূতের আশ্রয় ভগবান আমাদের পরমাশ্রয় বিধান করুন; সর্ব্বজীবের-পরিত্রাণকারক ভগবান আমাদিগকে ত্রাণ করুন।'

তৃতীয় মন্ত্রের 'অহিঃ' পদ কিঞ্চিৎ সমস্যামূলক। ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্র 'প্রাজহিত' অগ্নির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। পত্নীশালার পশ্চিমভাগবর্ত্তী পুরাতন গার্হপত্যাগ্নি 'প্রাজহিত' নামে অভিহিত হয়। সেই অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া, 'অহিঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে,—'নূতন গার্হপত্যাগ্নি উৎপন্ন হইলেও তোমার স্বরূপের হানি হয় না।' আমরা এই ভাব হইতে 'অহিঃ' পদে 'বিকাররহিতঃ নির্ব্বিকারঃ' অর্থ গ্রহণ করি। 'স্বরূপের হানি হয় না' বাক্যে বিকাররাহিত্যের ভাবই মনে আসে। ভগবান যে বিকাররহিত নির্ব্বিকার — শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। আবার মন্ত্রটীকে শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্তও বলিতে পারি। তাহাতেও সঙ্গত অর্থ হইতে পারে। সে স্থলে 'অহিঃ' পদের 'উৎকর্ষসাধকঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। যদ্দ্বারা হীনতা প্রাপ্ত হইতে হয় না, — তাহাই 'অহিঃ'; সুতরাং উৎকর্ষসাধক মনে করিতে পারি। ভাষ্যের সেই অর্থেই 'অহিঃ' পদের এবম্বিধ অর্থ অধ্যাহার করা যায়। 'বুধ্ন্যঃ' পদে আদিকারণ ভগবান হইতে সমুদ্ভূত অর্থ পরিগ্রহণ করি। ভাষ্যের ভাব হইতেই সে ভাব মনে আসে। ভাষ্যে 'বুধ্নং মূলং তত্র ভবো বুধ্ন্যঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই অংশীভূত, — ভগবানেরই বিভূতি। ভাষ্যের আভাস হইতে আমরা 'বুধ্ন্যঃ' পদের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রের ভাব এই যে, — আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী হই। আর আমাদের সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। ভগবান নির্ব্বিকার; সুতরাং তাঁহার বিভূতিও বিকারহীন।' আমরা এই মন্ত্রে এবম্বিধ ভাবই উপলব্ধি করি।

কণ্ডিকার অন্যান্য মন্ত্রে যে ভাব উপলব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের ভাব বিশেষরূপে প্রকটিত করিয়াছি। কণ্ডিকার সকল মন্ত্রই উচ্চ-ভাব-প্রকাশক। ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে যে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও উচ্চ আদর্শমূলক। আত্মার আত্ম-সম্মিলনের

যে আকাঙ্ক্ষা, তাহার তুলনা আছে কি? বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন মাহাত্ম্য খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে চরম প্রার্থনা—মোক্ষলাভে পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সৎসঙ্গে সদালাপে সৎপথে চলিলে যে সুফল লাভ হয়, শেষ মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত। (৫অ-৩৩ক—১-৬ম)।

—— • ——

চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। চতুস্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। পঞ্চমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) মিত্রস্য মা চক্ষুষেক্ষধ্বম্।

(২) অগ্নয়ঃ সগরাঃ সগরা স্থ সগরেণ নাম্না।

(৩) রৌদ্রেণানীকেন পাত। (৪) মাগ্নয়ঃ পিপৃত মাগ্নয়ো গোপায়ত।

(৫) মা নমো বোহস্তু মা মা হিংসিষ্ট। ৩৪।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(এই কণ্ডিকায় পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে প্রথমটী ভগবৎ-সম্বোধনে এবং অবশিষ্ট চারিটী মন্ত্র দেবভাব বা শুদ্ধসত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত বলিয়া মনে করি।)

(১) হে ভগবন্! ত্বং 'মিত্রস্য' (মিত্রভূতস্য জনস্য ইত্যর্থঃ) 'চক্ষুষা' (নেত্রেণ, যথা—সখা যথা সখায়ং হিতচক্ষুষা পশ্যতি তথা) 'মা' (মাং) 'ঈক্ষধ্বং' (পশ্যধ্বং); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! মিত্রভূতঃ সন্ ত্বং অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধেহি।

(২) 'সগরাঃ' (কর্ম্মণা সহ সম্প্রাপ্তাঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নয়ঃ' (প্রজ্ঞানরূপিণঃ দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) যুয়ং 'সগরেণ নাম্না' (অস্মাকং স্তুত্যা কর্ম্মণা বা সহিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সগরাঃ' (সম্মিলিতাঃ, সঙ্গতাঃ ইতি যাবৎ) 'স্থ' (ভবত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং কর্ম্মাণি (স্তুতয়ঃ চ) জ্ঞানসমন্বিতানি ভবন্তু ইত্যর্থঃ।

(৩) 'অগ্নয়ঃ' (হে প্রজ্ঞানরূপাঃ দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) যূয়ং 'রৌদ্রেণ' (রুদ্রদেবতাত্মকেন, ভগবৎসম্বন্ধযুক্তেন ইতি ভাবঃ) 'অনীকেন' (মুখেন) অথবা 'রৌদ্রেণ' (শত্রুবিনাশকত্বাৎ উগ্রেণ) 'অনীকেন' (বলেন) 'মা' (মাং) 'পাত' (পালয়ত, পরিত্রায়ত)। অয়ং ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ শত্রুসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ কুরু, অস্মাকং ভগবৎসম্বন্ধযুতং পরমসুখং চ বিধেহি।

(৪) 'অগ্নয়ঃ' (হে প্রজ্ঞানরূপিণঃ দেবাঃ!) 'মা' (মাং) 'পিপৃত' (ধনাদিভিঃ অভীষ্টং পূরয়ত, যদ্বা—পরমধনদানেন প্রবর্দ্ধয়ত ইতি ভাবঃ) অপিচ 'মা' (মাং) 'গোপায়ত' (নিরন্তরং রক্ষত—শত্রোরাক্রমণাৎ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! পরমধনদানেন অভীষ্টং পূরয় অপিচ শত্রোরাক্রমণাৎ অস্মান্ রক্ষ ইতি ভাবঃ।

(৫) হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) 'নমঃ' (নমস্কারঃ) 'অস্তু' (ভবতু; নমস্কারেণ যুষ্মান্ পরিচরামি ইতি ভাবঃ)। যূয়ং 'মা' (মাং) 'মা হিংসিষ্ট' (পরিক্ষীণং মা কুরুত, মম কর্ম্মসামর্থ্যং মা হরত, অথবা মা পরিত্যজত ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মসামর্থ্যং প্রবর্দ্ধিতং ভবতু। (৫অ ৩৩ক - ১-৫ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন্! আপনি মিত্রভূত ব্যক্তির চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ সখা যেমন সখাকে হিতচক্ষুতে দর্শন করে তেমনিভাবে আমাকে দর্শন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের মিত্রভূত হইয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল বিধান করুন)।

২। কর্ম্মের সহিত সঞ্জাত হে প্রজ্ঞানরূপী দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! আপনারা আমার স্তোত্র বা কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হউন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্ম এবং উপাসনা জ্ঞানসমন্বিত হউক)।

৩। হে প্রজ্ঞানরূপী দেবগণ বা দেবভাবসমূহ! রুদ্রদেব অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধযুত সুখের দ্বারা অথবা শত্রুনাশক উগ্র বলের দ্বারা আমাকে পালন করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শত্রুসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন এবং আপনার সম্বন্ধী পরম সুখের বিধান করুন)।

৪। হে প্রজ্ঞানরূপী দেবগণ! আপনারা পরমধনের দ্বারা আমার অভীষ্ট পূরণ করুন এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরন্তর রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! পরমধন দানে অভীষ্ট পূরণ করুন এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন)।

৫। হে দেবগণ! আপনাদিগকে নমস্কার করি অর্থাৎ নমস্কারের দ্বারা পরিচর্য্যা করি। আপনারা আমাকে পরিক্ষীণ করিবেন না অর্থাৎ আমার কর্ম্ম-সামর্থ্যের হীনতা-সাধন করিবেন না। (ভাব এই যে,—ভগবদনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রবর্দ্ধিত হউক)। (৫অ—৩৩ক—১-৫ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৯।৮।২৬) 'মিত্রস্যেত্যাহিজ' ইতি। অভিমন্ত্রয়ত ইতি শেষঃ। হে ঋত্বিজঃ! মিত্রস্যাদিত্যস্য চক্ষুষা নেত্রেণ মা মামীক্ষধ্বং পশ্যত সখ্যুর্নেত্রেণ বা সখা যথা সখায়ং স্নিগ্ধ-চক্ষুষা পশ্যতি তথা মাং পশ্যধ্বমিত্যর্থঃ। (কা০ ৯।৮।২৭) 'অগ্নয়ঃ সগরা ইতি ধিষ্ণ্যানিতি'। অভিমন্ত্রয়ত ইতি শেষঃ। হে অগ্নয়ঃ সগরাঃ! 'গৄ স্তুতৌ' গরেণ স্তুত্যা সহিতাঃ সগরাঃ যূয়ং সগরেণ নাম্না স্তুতিসহিতেন নাম্না ধিষ্ণ্যা ইতি মন্ত্রা বাগভিধীয়মানত্বাৎ সগরাঃ স্থ সমানস্তুতয়ো ভবথ। সমানো গরো যেষাং তে সগরাঃ। হে অগ্নয়ঃ! তে যূয়ং রৌদ্রেণানীকেন শক্রনিনাশকত্বাদুগ্রেণ তবদীয়েন সৈন্যেন মা মাং পাত রক্ষত। যথা রুদ্রদেবত্যেন মুখেন মাং পাত। অনীকং মুখং সৈন্যং চ। হে অগ্নয়ঃ! মা মাং পিপৃত ধনাদিভিঃ পূরয়ত। মা মাং গোপায়ত রক্ষত। 'অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে' (নিরু০ ১০।৪২) ইতি যাস্কোক্তেঃ। নিরন্তরং রক্ষতেত্যর্থঃ। বো যুষ্মভ্যং নমোঽস্তু। মা মাং মা হিংসিষ্ট। মা বাধিষ্ট। নির্বিঘ্নং যজ্ঞং কারয়তেত্যর্থঃ। (৫অ—৩৪ক—১-৫ম)।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

———:•:———

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্র-সমূহের লক্ষ্য—ভগবান। আকাঙ্ক্ষা—ভগবানের সহিত আত্ম-সম্মিলন। মন্ত্র-সমূহে এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই আমরা মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছি।

প্রথম মন্ত্রে ভগবানকে সখ্যভাবে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'মিত্রস্য চক্ষুষা' পদদ্বয়ে আমরা মনে করি, সেই ভাবই দ্যোতনা করে। ভাষ্যকারও সেই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন মনে করিতে পারি। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'বন্ধু যেমন বন্ধুর কল্যাণ-সাধনে প্রযত্নপর, বন্ধু যেমন সর্ব্বদা বন্ধুকে স্নিগ্ধচক্ষে দর্শন করেন; হে ভগবন, আপনিও সেইরূপ বন্ধু বা মিত্রভাবে আমাদিগকে দর্শন করুন,—সেইরূপ মিত্রভাবে—সখ্যভাবে আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করুন। ব্রজরাখালগণ যেমন সখ্যভাবে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমরাও যেন তোমাকে সেই ভাবে প্রাপ্ত হই।' ভাষ্যমতে মন্ত্রের সম্বোধ্য ঋত্বিক্; তাঁহার নিকট যেন যজমান, তাঁহার কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা জানাইতেছেন। ভাষ্যের ভাবে তাহাই উপলব্ধি হয়। কিন্তু যাঁহার কর্ম্ম তিনি যদি সম্পন্ন না করাইয়া দেন, কাহার সাধ্য—তাহা সম্পন্ন করে! কর্ম্মে আমার কর্তৃত্ব নাই, যাঁহার কর্ম্ম তিনিই করাইতেছেন,—এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিতে পারিলে তো সিদ্ধিলাভ হইবে! নচেৎ, কিবা ঋত্বিক্, কিবা যজমান—কাহারও কর্তৃত্বাভিমান কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তরায় বলিয়াই মনে করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনটী 'সগরাঃ' পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যমতে ঐ পদ স্তুত্যর্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাহাতে 'সগরাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'স্তুত্যা সহিতাঃ' অর্থাৎ স্তুতির সহিত বর্ত্তমান। কিন্তু তিনটী 'সগরাঃ' পদের ঐ একই অর্থ গ্রহণ করিলে মন্ত্রের ভাব বড়ই

সমস্তা-সমাকুল হইয়া পড়ে। তাই আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় 'সগরাঃ' পদের অর্থ স্থল-বিশেষে ভিন্নরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মতে প্রথম 'সগরাঃ' পদ, 'অগ্নয়ঃ' সম্বোধন পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অগ্নয়ঃ পদে আমরা 'প্রজ্ঞানরূপী দেবতাগণ বা দেব-ভাবসমূহকে' লক্ষ্য করি। 'গরেণ স্তুত্যা সহিতাঃ'—ভাষ্যের এই অর্থ হইতে আমরা 'সহজাত, সঙ্গত বা সম্মিলিত' হওয়ার ভাব উপলব্ধি করি। তাহাতে 'সগরাঃ' 'অগ্নয়ঃ' পদদ্বয়ের অর্থ হয়,—'কর্ম্মের সহিত সঞ্জাত প্রজ্ঞানরূপী দেবগণ বা দেবভাবসমূহ।' দ্বিতীয় 'সগরাঃ' পদের অর্থ আমরা ভাষ্যের অনুসরণেই নিষ্পন্ন করিয়াছি। সেখানে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে,—'অস্মাকং স্তুত্যা কর্ম্মণা বা সহিতাঃ' অর্থাৎ আমাদিগের স্তুতি বা কর্ম্মের সহিত।' তৃতীয় 'সগরাঃ' পদের অর্থ তাহা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে,—'সংযুক্তাঃ, সম্মিলিতাঃ।' এইরূপে মন্ত্রের ভাব হয়,—'আপনারা আমার কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হউন।' অর্থাৎ, আমাদিগের স্তুতি বা কর্ম্ম যেন জ্ঞানসংযুত অথবা সদ্ভাবসমন্বিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে,—প্রকৃত জ্ঞান না জন্মিলে, উচ্চ নীচ সদসৎ সু-কু বিচার-শক্তির উন্মেষ না হইলে, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। তাই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রখ্যাপিত দেখিতে পাই। সে সম্বন্ধ—একের বিহনে অপরে যেন তিষ্ঠিতেই পারে না। সুতরাং সৎকর্ম্মে সুফল-লাভের আশা করিতে হইলে, সজ্জ্ঞান লাভের একান্ত প্রয়োজন। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—'আমার কর্ম্ম—আমার প্রার্থনা—যেন জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। আমি যেন সৎকর্ম্ম-সাধনে সৎপথের পথিক হইতে পারি।

তৃতীয় মন্ত্রের 'অনীকেন' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ পদের 'সৈন্যেন' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য সে অর্থ যে অযৌক্তিক, তাহা বলিতে পারি না; অথবা তাহা হইতে যে কোনও উচ্চ ভাবের সূচনা হয় না, তাহাও বলিতে চাহি না। ভাষ্যের ভাব হইতে আমরা যে সূত্র প্রাপ্ত হই, তাহা এই;—মানবের অন্তঃকরণে নিয়ত মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিয়াছে। কামক্রোধাদি রিপুগণ সে যজ্ঞের প্রধান অন্তরায়। তাহাদের শত্রুতাচরণে সকল সদনুষ্ঠানই পণ্ড হইয়া যায়। জ্ঞান প্রভাবে সে সকল শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যের রশ্মির অন্ধকার নাশের ন্যায়, জ্ঞান-রশ্মির হৃদয়ের শত্রু অজ্ঞানান্ধকারকে বিনাশ করে। সে হিসাবে, রশ্মিসমূহ অনীকের কার্য্য করিয়া থাকে; অগ্নির শিখা-সমূহে পুড়িয়া সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; তাই অগ্নির তেজকে 'অনীক' বলা যাইতে পারে। আবার, 'অনীক' শব্দে 'মুখ' অর্থও সূচিত হয়। উভয় অর্থই এস্থলে সঙ্গত বলিয়া মনে করি। সেই উভয় অর্থেই আমরা মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'হে ভগবন্, আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন শত্রুসম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি, অপিচ আমরা যেন আপনার সম্বন্ধি পরমসুখ বা মোক্ষ লাভে সমর্থ হই।'

কণ্ডিকার চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র সরল প্রার্থনা-মূলক। উভয় মন্ত্রই ভাষ্যমতে অগ্নির সম্বোধনে বিনিযুক্ত। শেষ মন্ত্রে জ্ঞান দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'মা মা হিংসিষ্ট'। অর্থাৎ আমাকে হিংসা করিবেন না।' এখানে প্রশ্ন হয়,—দেবতা আবার হিংসা করেন কিরূপে? সে সমস্যার নিরসনে আমরা বলিতে পারি,—'দেবগণও মানুষকে হিংসা করিতে

পায়েন। যখন তাঁহারা মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখনই তাঁহাদের হিংসা প্রকাশ পায়। যখন অন্তর হইতে সদ্ভাব সত্ত্বভাব অন্তরিত হয়, তখনই মানুষ দেবতাগণ কর্তৃক হিংসিত হয়। 'দেবগণ যেন হিংসা না করেন' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—'তাঁহাদের অনুগ্রহে আমরা যেন প্রবর্দ্ধিত হই। আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য যেন প্রবর্দ্ধিত হয়, আর আমরা যেন সদ্ভাবমণ্ডিত হইতে পারি।' কণ্ডিকায় বিভিন্ন মন্ত্রে এইরূপ বিভিন্ন ভাব দ্যোতনা করে বলিয়া আমরা মনে করি। ফলতঃ, কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহ যে ভগবানের বিভূতি-লাভের জন্য মানুষকে উদ্বোধিত করিতেছে, প্রার্থনার ভাবে তাহাই বুঝিতে পারি। (৫অ—৩৪ক—১০৫ম) ॥

পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। পঞ্চত্রিংশৎ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) জ্যোতিরসি বিশ্বরূপং বিশ্বেষাং দেবানাꣳ সমিৎ।

(২) ত্বꣳ সোম তনূকৃদ্ভ্যো দ্বেষোভ্যোঽন্যকৃতেভ্য উরু যন্তাসি বরূথꣳ স্বাহা।

(৩) জুষাণো অপ্তুরাজ্যস্য বেতু স্বাহা ॥ ৩৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র ভগবৎ-সম্বোধনে এবং দ্বিতীয় মন্ত্র হৃন্নিহিত শুদ্ধ-সত্ত্বের সম্বোধনে বিনিযুক্ত। তৃতীয় মন্ত্র আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক বলিয়া মনে করি।)

১। হে ভগবন্! ত্বং 'জ্যোতিঃ' (দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপঃ) 'অসি' (ভবসি); 'বিশ্বরূপং' (সর্ব্বরূপৈর্যুক্তঃ, সর্ব্বময়ঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বিশ্বেষাং' (সর্ব্বেষাং) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং, শুদ্ধসত্ত্বানাং ইত্যর্থঃ) 'সমিৎ' (দীপকঃ, উদ্দীপকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি)। ভগবদনুগ্রহেণ হি কেবলং জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং উদ্ভাসিতং ভবতি। সঃ হি একঃ এব সদ্ভাবসঞ্চারকঃ। অতঃ প্রার্থনাঃ—হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতিঃবিচ্ছুরণেন সদ্ভাবোন্মেষণেন চ অস্মান্ পরিরক্ষ পরমপদে চ প্রতিষ্ঠাপয়।

২। 'সোম' (হে মম হৃন্নিহিতঃ দেবভাবঃ!) ত্বং 'তনূকৃদ্ভ্যঃ' (ইহজন্মনি কৃতেন কর্ম্মণা সঞ্জাতেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'দ্বেষোভ্যঃ' (জন্মনা সহ আগতেভ্যঃ, যথা—পূর্ব্বজন্মকৃতেন

কর্ম্মণা সহ আগতেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'অন্যেভ্যঃ' (অপরৈঃ কৃতেভ্যঃ, যদ্বা—বহিরন্তঃশত্রুনাং কৃতেভ্যঃ ইতি যাবৎ, দুরিতস্য ইতি ভাবঃ) 'উরু' (প্রভূতং, বহুপ্রকারেণ ইত্যর্থঃ) 'যন্তা' (নিয়ন্তা, বিনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি) ; শত্রবঃ যথা অস্মান্ ন বাধন্তে তথা অস্মান্ সুরক্ষিতান্ প্রতিষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ। অপিচ তস্মাৎ ত্বং 'বরূথং' (লোকানাং অশেষকল্যাণ-করঃ) 'অসি' (ভবসি) ; 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং উদ্বোধয়ামি, সুসিদ্ধমস্তু অস্মাকং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোহয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং হৃদিস্থিতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু—ইতি প্রার্থনাঃ।

৩। 'জুষাণঃ' (প্রীয়মাণঃ—অস্মাকং সদ্ভাবগ্রহণেন সৎকর্ম্মণা চ ইত্যর্থঃ) 'অপ্তুঃ' (সর্ব্বতোব্যাপ্তঃ ভগবান) 'আজ্যস্য' (অস্মাকং হৃদিস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বং) 'বেতু' (জানাতু, গৃহ্নাতু ইত্যর্থঃ) ; তস্মৈ ভগবতে 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বং ভগবন্তং পূজয়ামি। সুসিদ্ধমস্তু অস্মাকং অনুষ্ঠানং)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সঃ ভগবান্ অস্মাকং কর্ম্মণা প্রীতঃ সন্ অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং অপিচ পরমমঙ্গলং বিধায়তু। ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৫অ—৩৫ক—১-৩ম)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

১। হে ভগবন! আপনি দৃশ্যমান্ জ্যোতীরূপ হয়েন। সর্ব্বরূপ-যুক্ত সর্ব্বময় আপনি বিশ্বের সমস্ত দেবভাবের বা শুদ্ধসত্ত্বের দীপক বা উদ্দীপক হয়েন। (কেবলমাত্র ভগবানের অনুগ্রহেই জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তিনিই একমাত্র সদ্ভাব সঞ্চারক। অতএব প্রার্থনা —হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিয়া সদ্ভাবোন্মেষণের দ্বারা আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন)।

২। হে আমার হৃদিস্থিত দেবভাব! ইহজন্মে কৃত কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত, জন্মসহ আগত অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের সহিত জাত এবং অপরের কৃত অর্থাৎ বহিরন্তঃশত্রুর কৃত দুরিত-সমূহের আপনি প্রভূত প্রকারে নিয়ন্তা অর্থাৎ বিনাশক হয়েন। (শত্রুগণ যাহাতে আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদিগকে বাধা দিতে না পারে, সেইরূপে আপনি আমাদিগকে সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠাপিত করুন); সেইজন্য, আপনি লোক-সমূহের অশেষ কল্যাণকারী হয়েন। স্বাহা মন্ত্রে আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি ; আমাদিগের কর্ম্ম সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হউক)।

৩। আমাদিগের সদ্ভাবগ্রহণে (অথবা সৎকর্ম্মের দ্বারা) প্রিয়মাণ সর্ব্বতোব্যাপ্ত ভগবান্, আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন। সেই ভগবানকে স্বাহা মন্ত্রে পূজা করি; আমাদিগের অনুষ্ঠান সুসিদ্ধ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগের শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করুন, অপিচ আমাদিগের পরম-মঙ্গল বিধান করুন)। (৫অ—৩৫ক—১-৩ম)॥

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৫।৪।২৬) 'ধ্রুবায়াঃ পুরস্তাৎ পৃষদাজ্যমাজ্যং দধিমিশ্রং পঞ্চগৃহীতং জ্যোতিরসীতি সমিদন্তেনেতি'। হে আজ্য! ত্বং জ্যোতিরসি। কিম্ভূতং? বিশ্বরূপং সর্ব্বরূপং বহ্বাহুতিষুপ্রযুক্তত্বাদ্বিশ্বরূপত্বং আজ্যস্য। দীপ্যমানত্বাদ্বা জ্যোতিষ্ট্বং। বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং দেবানাং সামৎ সামঞ্জনং সম্যগ্দীপকং। দেবা হ্যাজ্যং ভুক্ত্বা দীপ্যন্তে। (কা০ ৮।৭।১) 'প্রদীপ্তমিধ্মং ত্ব৺সোমেতি। প্রচরণ্যাভিজুহোতীতি'। জুহূরিব হোমসাধনা কাচিৎ স্রুক্ প্রচরণীত্যুচ্যতে। অবসানরহিতা সোমদেবত্যা গায়ত্রী ভৃগুসুতক্রতুদৃষ্টা। তনূং শরীরং কৃন্তন্তি ছিন্দন্তীতি তনূকৃতো রাক্ষসাঃ। 'কৃতী ছেদনে'। দ্বিষন্তীতি দ্বেষাংসি দৌর্ভাগ্যানি। অন্যৈরস্মদ্বিরোধিভিঃ কৃতানি প্রেরিতান্যন্যকৃতানি। হে সোম! ত্বং তেভ্যো যন্তা নিয়ন্তাসি। যচ্ছতীতি যন্তা 'যম উপরমে' তৃচ্। যথা তাদৃশা অস্মান্মা বাধন্তে তথাস্মান সুরক্ষিতপ্রদেশে সংস্থাপ্য পালয়সীত্যর্থঃ। তস্মাৎ ত্বমেবাস্মাকমুরু প্রভূতং বরূথং বলমসি। তস্মৈ তুভ্যমিদং হুতমস্তু। সোমং নেতুং তমুদ্দিশ্যাসাবাজ্যাহুতীর্হ্রুতেতি ভাবঃ। (কা০ ৭।৮।২) 'জুষাণোহপ্তুরিতি দ্বিতীয়ামিতি'। জুহোতীত্যনুবর্ত্ততে। অপ্তুর্দেবত্যৈকপদা বিরাট্ যজুরন্তা। 'বিরাজো দশ' ইত্যুক্তের্দশাক্ষরত্বাদ্বিরাট্। অপ্তুশ্চাত্র সোমঃ আপ্নোতি। পীতঃ সন্ শরীরমিত্যপ্তুঃ 'আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ' 'আপ্নোতের্হ্রস্বশ্চেতি' (উণা০ ১।৭৪) তুপ্রত্যয়ো ধাতোর্হ্রস্বশ্চ। জুষাণঃ প্রীয়মাণোঽপ্তুঃ সোম আজ্যস্য বেতু আজ্যং পিবতু। বর্ম্মণ্যপীতি কেচিৎ। স্বাহা তস্মৈ সুহুতমস্তু। (৫অ-৩৫ক—২ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

— • —

ভাষ্যমতে এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র 'আজ্য' সম্বোধনে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র সোম সম্বোধনে প্রযুক্ত। ধ্রুবের সম্মুখভাগস্থিত দধিমিশ্রিত আজ্য প্রথম মন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। বহু আহুতিতে প্রযুক্ত হয় বলিয়া আজ্যের বিশ্বরূপত্বের পরিকল্পনা। আজ্যপ্রক্ষেপ দ্বারা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করা হয় এবং আজ্য-প্রক্ষেপে অগ্নির জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তাই আজ্য জ্যোতিঃস্বরূপ।

আজ্যের দ্বারা দেবগণকে আহুতি দান করা হয়, দেবগণ আহুতিপ্রদত্ত আজ্য ভক্ষণ করিয়া দীপ্ত হয়েন, তাই মন্ত্রে আজ্যকে 'সমিৎ' বলা হইয়াছে।

আমাদের পরিগৃহীত ভাব কিন্তু অন্যরূপ। আমাদের মতে এই মন্ত্র ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। ভগবান বিশ্বরূপ—সর্ব্বময়। তিনি পরিদৃশ্যমান জ্যোতীরূপে যে বিরাজমান, আমরা তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। সূর্য্যের যে জ্যোতিঃ সে তো তাঁহারই প্রকাশরূপ! জ্যোতীঃ-রূপেই বল, আর অগ্নিরূপেই বল,—যে রূপেই বল তিনি কোথায় নাই! দ্যুলোক ও ভূলোক বিশ্বচরাচর—তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান! তিনি দেহের অভ্যন্তরে আছেন, তিনি দেহের বহির্ভাগে আছেন, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি তেজোরূপে যেমন সর্ব্বত্র প্রকাশমান, তিনি বায়ুরূপে যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান; তেমনি তিনি আবার প্রাণরূপে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত। আমরা যাঁহাকে অগ্নি বলিয়া পূজা করি, যাঁহাকে আমরা জ্যোতিঃ বা তেজঃ বলিয়া ধারণা করিয়া লই; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে, তাঁহারা কেহই ভিন্ন নহেন। সকলই সেই এক তেজোময়—সেই জ্যোতির্ম্ময় ভগবানেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি;—একই সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে প্রকাশমান মাত্র। তিনি জড়, তিনি চৈতন্য, আবার তিনি জড়চৈতন্যের অতীত; তাই তিনি জ্যোতী-রূপ;—তাই তিনি বিশ্বরূপ;—তাই তিনি সর্ব্বময়। তাঁহার জ্যোতিতেই স্থাবরজঙ্গমচরাচর জ্যোতিঃ বা প্রাণ লাভ করে। সেই জ্যোতির বিকাশেই মানুষের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়। তাই তিনি 'সমিৎ'। সে দিব্যজ্যোতিঃ-লাভে কুয়াসাচ্ছন্ন অন্তরে সদ্ভাবসমূহের বিকাশ হয়,—তাই ভগবান্ 'দেবানাং সমিৎ।' আমাদের মতে কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র এই ভাব দ্যোতনা করে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি জ্যোতীরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; হে ভগবন্! আপনি বিশ্বরূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হউন! আপনার জ্যোতিতে হৃদয়ে জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠুক; আপনার প্রভাবে হৃদয়ে সদ্ভাব প্রদীপ্ত হউক! ফলতঃ, আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরপরায়ণ হইয়া আমরা যেন আপনার অনুগ্রহ-লাভে পরাগতি প্রাপ্ত হই।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী সোম-সম্বোধনে বিনিযুক্ত। আমরাও সে ভাব গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের সোম অন্যরূপ। আমরা 'সোম' পদের যে অর্থ পূর্ব্বাপর পরিগ্রহণ করিয়াছি, এখানেও আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। আমাদের সোম—হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব, দেবভাব সদ্ভাবরাজি। ভাষ্যকারের অর্থেও সেই ভাবেরই আভাস পাই। বেদের বিভিন্ন স্থানে সোম শব্দের প্রয়োগ আছে। সে সকল স্থলে 'সোম' শব্দে প্রায়ই সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিবা ঋগ্বেদ, কিবা সামবেদ, কিবা যজুর্ব্বেদ—সর্ব্বত্রই এ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। কিন্তু এখানকার ভাব অন্যরূপ বলিয়াই মনে হয়। এখানে সোমকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে সোম! ত্বং তনূকৃতেভ্যঃ দ্বেষোভ্যঃ অন্যকৃতেভ্যঃ যন্তা অসি।' ভাবার্থ—'তাদৃশাঃ অস্মান্ মা বাধন্তে তথাস্মান্ সুরক্ষিতপ্রদেশে সংস্থাপ্য পালয়সীত্যর্থঃ।' শত্রুগণ আমাদিগকে বাধা প্রদান করিতে না পারে, সেইরূপভাবে আমাদিগকে সুরক্ষিত-প্রদেশে স্থাপন করিয়া পালন করুন।' এখন, এ সোমকে কি বলিব? শত্রুসংহার করিয়া সুরক্ষিত প্রদেশে স্থাপন করে যে সোম, সে সোম কি সামগ্রী? তাহাকে কি মাদক-দ্রব্য বলিব? চতুর্থ অধ্যায়ে সোমক্রয়ণ-ব্যাপারে যে সোমের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে 'সোমকে' সোমলতা-রূপ

মাদক-দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছুই বলা চলে না। কিন্তু মাদক দ্রব্যের এমন কি সামর্থ্য আছে যে, সে শত্রুনাশ করিয়া সুরক্ষিত প্রদেশে স্থাপন করে? শত্রু নাশ করা দূরে থাকুক, মাদক-দ্রব্য শত্রুকে বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। সুতরাং, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে উল্লিখিত এ সোম যে মাদকতা-সাধক সোম নহে,—এ সোম যে তদতিরিক্ত কোনও শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। আমরা 'সোম' শব্দে হৃদয়ের 'শুদ্ধসত্ত্ব', 'ভক্তিসুধা' প্রভৃতি অর্থ পূর্ব্বাপর পরিগ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমরা সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি। আমাদের মতে ভাষ্যকারও তাদৃশ কোনও অর্থেই এখানে 'সোম' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন। নচেৎ, মাদকতা-বিশিষ্ট সোম হইলে, ভাষ্যে তিনি তাহার আভাস প্রদানেও বিরত হইতেন না। যে সোম হৃদয়ের শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ, যে সোম শত্রু নাশ করিয়া সুরক্ষিত প্রদেশে স্থাপন করিতে সক্ষম, তাহাকে কোনপ্রকারেই মাদকতা-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে না। পরন্তু সে সোম যে অশেষ শক্তিশালী, সে সোম যে অমৃতত্ব-প্রদানে অধিকারী, তাহাই উপলব্ধ হয়। অথর্ব্ববেদের 'অপ্সু মে সোম অব্রবীৎ' প্রভৃতি মন্ত্রে যে সোমের পরিচয় পাইয়াছি, আমাদের মতে, ভাষ্যের ভাবে, এখানে সোম-সম্বোধনে সেই সোমের প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে সোম শুদ্ধসত্ত্ব-রূপী ভগবান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সে সোম—অন্তরের সামগ্রী; অন্তরে থাকিয়া অন্তরের শত্রুদিগকে, কামক্রোধাদিকে বিনাশ করেন; আর সেই সোমের প্রভাবেই সংসার অমৃতত্বের অধিকারী হয়। আমাদের মতে, বেদমন্ত্রে যেখানেই 'সোম' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেখানেই এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন, মাদকতা বিশিষ্ট সোমের কার্য্যকারিতার বিষয় আমরা কোনও স্থলেই উপলব্ধি করি না। ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, তিনি শুদ্ধসত্ত্বের আধার। শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেই তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন; আবার শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই তাঁহার পরমানন্দ লাভ করা যায়। শরণাপন্ন জনগণকে তিনিই আসিয়া রক্ষা করেন। মন্ত্রটিতে এবং মন্ত্রের অন্তর্গত 'সোম' শব্দে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায়ও 'সোম' সম্বোধনের এইরূপ পরিচয়ই প্রাপ্ত হই। মন্ত্রার্থের সঙ্গতি-রক্ষায় সোমের এই পরিচয়ই যে সমীচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পরিচয়ে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'সোম' শব্দের বিভিন্ন অর্থ অধ্যাহারের কোনও প্রয়োজন হয় না। পরন্তু বেদমন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যায়ও এক অভিনব উচ্চ ভাবের বিকাশ হয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত 'তনূকৃতেভ্যঃ' 'দ্বেষোভ্যঃ' ও 'অন্যকৃতেভ্যঃ' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা ভাষ্য-ব্যতিরিক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'তনূকৃতেভ্যঃ' পদের ভাষ্য অনুমোদিত অর্থ,—'তনুং শরীরং কৃন্তন্তি ছিন্দন্তীতি তনূকৃতো রাক্ষসাঃ' অর্থাৎ শরীরকে ছেদন করে যে রাক্ষসগণ।' কিন্তু ভাষ্যের এই অর্থ অপেক্ষা আর একটু সঙ্গত অর্থ হয়,—'তন্বা শরীরেণ ক্রিয়ন্তে যানি দৌর্ভাগ্যানি' অর্থাৎ শরীরের দ্বারা যে দৌর্ভাগ্যের সৃষ্টি করা যায় তাহা। তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'ইহজন্মে কৃত কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত।' এইরূপ, 'দ্বেষোভ্যঃ' পদে 'পূর্ব্বকৃতেন কর্ম্মণা সহ জাতেভ্যঃ অর্থাৎ জন্মনা সহ সঞ্জাতেভ্যঃ জন্ম-সঞ্জাত, আর 'অন্যেভ্যঃ' পদে 'বহিরন্তঃশত্রুভ্যঃ কৃতেভ্যঃ' অর্থ আমরা অধ্যাহার করি। আমাদের পূর্ব্ব-জন্মকৃত, ইহজন্মকৃত এবং অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু-কৃত যে দৌর্ভাগ্য—দেবতা শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রভাবে

সে সকলই বিদূরিত হয়,—ইহাই মন্ত্রের সঙ্গত ও তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া মনে করি। মন্ত্রে তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে শুদ্ধসত্ত্ব। তোমাদের প্রভাবে আমাদের পূর্ব্বজন্মকৃত, ইহজন্মে কৃত এবং অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রুকৃত সমস্ত কলুষ বিদূরিত হউক।' সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই,—সৎ ও অসৎ, সু ও কু কদাচ একাধারে থাকিতে পারে না। সদ্ভাবের উদয়ে অসদ্ভাবের অন্তর্দ্ধান, আবার অসদ্ভাবের আবির্ভাবে সদ্ভাবের তিরোধান—এ দৃশ্য সংসারে নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। কিন্তু শত্রু যতই প্রবল হউক, শত্রু যতই প্রতিহিংসা-পরায়ণ হউক, সদ্ভাবের বশীভূত সকলকেই হইতে হয়। যিনি সদ্ভাবে মণ্ডিত, তাঁহার নিকট শত্রু-মিত্র সকলই সমান। তাই "উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্' প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা। সদ্ভাবের এমনই প্রভাব!—সদ্ভাবের এমনই মাহাত্ম্য! মন্ত্র বলিতেছেন,—'আমাদের সদ্ভাব, আমাদের হৃদিসঞ্জাত সত্ত্বভাব আমাদিগকে রক্ষা করুক।' অর্থাৎ, সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া সৎস্বরূপের অনুগ্রহ-লাভে আমরা যেন জন্মগতিরোধে সমর্থ হই।

তৃতীয় মন্ত্রের ভাব সরল—প্রার্থনা সরলতাপূর্ণ। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণ করুন আমাদের কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হউন,—সেখানে এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে, পর পর মন্ত্র-ত্রিতয়ের তাৎপর্য্যার্থ অনুধাবনে বুঝা যায়,—প্রথম মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের জ্যোতিঃ এবং সদ্ভাব-লাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে এবং সদ্ভাবের উন্মেষণে বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়, দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহার আভাস আছে। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের দ্বারা যে মানুষ উন্নত হয় এবং তাহাতেই যে সকল শত্রু নিরাকৃত হয়, দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই তত্ত্ব প্রকটিত। এইরূপে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে ভগবান স্বয়ংই যে সে সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন, আর তদ্দ্বারা যে পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তৃতীয় মন্ত্রে সেই তত্ত্বের বিকাশ দেখি। ফলতঃ সদ্ভাবই যে আত্মোন্নতি-লাভের প্রধান সহায়,—জ্ঞানজ্যোতিই যে আত্মজ্ঞান-লাভের একমাত্র সোপান,—মন্ত্র-কয়টীতে সেই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (৪অ ৩৫ক—১ ও ম)॥

ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

(২) যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥ ৩৬॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্!) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'দেব' (দানাদিগুণযুতানি অপিতু শুদ্ধসত্ত্বজনকানি) 'বয়ুনানি' (প্রকৃষ্টজ্ঞানানি, প্রজ্ঞানানি বা—কর্ম্মমার্গান ইত্যর্থঃ)

'বিদ্বান্' (জানানঃ, বেদয়িতারঃ—সর্ব্বজ্ঞানাধারঃ ইতি ভাবঃ) ত্বং 'অস্মান্' (তব শরণাগতান্ উপাসকান্ ইত্যর্থঃ) রায়ে' (পরমধনপ্রদানায়) 'সুপথা' (শোভনমার্গেণ) 'নয়' (প্রাপয়, পরিচালয় ইত্যর্থঃ)। ভগবতঃ বিজ্ঞানশক্তীনাং প্রমাণং নাস্তি। সঃ ভগবান্ অস্মান্ শোভনমার্গেণ পরিচালয়তু সংকর্ম্মাণি চ নিয়োজয়তু ইতি ভাবঃ। অপিচ হে দেব! 'অস্মৎ' (মত্তঃ, মদনুষ্ঠিতেভ্যঃ আরব্ধকর্ম্মেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'জুহুরাণং' (কুটিলীকর্ত্তুমিচ্ছন্ অভিলষিতক্রিয়াপ্রতিবন্ধকং ইতি যাবৎ) 'এনঃ' (পাপং) যুযোধি' (বিযোজ, পৃথক্ কুরু ইত্যর্থঃ); কিঞ্চ হে দেব! 'তে' (ত্বদর্থং, ভবৎপ্রীত্যর্থং) 'ভূয়িষ্ঠাং' (বহুলতমং, প্রভূতং ইত্যর্থঃ) 'নম উক্তিং' (নমস্কারেণ সহযুতং স্তুতিবাক্যং) 'বিধেম' (পরিচরেম, উচ্চারয়েম বয়মিতি শেষঃ)। ন হি সংকর্ম্মবাধকানাং প্রমাণং অস্তি। প্রজ্ঞানরূপিণঃ ভগবতঃ প্রভাবেণ সর্ব্বে বাধকাঃ বিনাশং প্রাপ্নোন্তি। অতঃ প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মাকং সংকর্ম্মণঃ বিরোধিনঃ বিনাশয়; সদ্ভাবোন্মেষণেন চ অভীষ্টফলং প্রদেহি। (৫ম ৩৬ক ১ম)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বজনক দীপ্তিদানাদিযুক্ত বিশ্বের সর্ব্ববিধ প্রকৃষ্টজ্ঞানের (প্রজ্ঞানের) উন্মেষকারী আপনি আমাদিগকে পরমধনদানের জন্য আমাদিগকে শোভনমার্গে (সৎপথে) পরিচালিত করুন। (ভগবানের বিজ্ঞানশক্তির পরিমাণ বা পরিসীমা নাই। সেই ভগবান আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত এবং সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন)। অপিচ হে দেব! আমাদিগ হইতে অর্থাৎ আমার অনুষ্ঠিত আরব্ধ কর্ম্ম হইতে অভিলষিতক্রিয়া-প্রতিবন্ধক পাপকে বিযুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ করুন। হে দেব! আপনার প্রীতির জন্য নমস্কার-সহযুত স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছি। (সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুর অন্ত নাই। প্রজ্ঞানরূপী ভগবানের প্রভাবে সকল বাধক শত্রুই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! আমাদিগের সৎকর্ম্মের বিরোধীদিগকে বিনাশ করুন এবং সদ্ভাব উন্মেষণে আমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুন)। (৫ম—৩৬ক—১ম)।

* * *

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৭৫) 'অগ্নে নয়েতি বাচয়তীতি'। আগ্নেয়ী ত্রিষ্টুবগস্ত্যদৃষ্টা। হে অগ্নে হে দেব! বিশ্বানি সর্ব্বাণি বয়ুনানি মার্গান্ জ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানানস্ত্বমস্মানস্মত্তান্ রায়ে ধনায় যজ্ঞফলায় সুপথা শোভনমার্গেণ নয় প্রাপয়। কিঞ্চ অস্মদস্মত্তোহস্মত্তাত্ত্বভ্যঃ এনঃ পাপং যুযোধি পৃথক্কুরু। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। যৌতে শপঃ শ্লুঃ 'বা ছন্দসি' (পা০ ৩।৪।৮৮)

ইতি। হেঃ-পিদ্বপক্ষে 'অঞ্জিতশ্চ' (পা০ ৬।৪।১০৩) ইতি হের্দ্ধিঃ পিদ্বাদগুণঃ। কিন্তু তমেনঃ জুহুরাণং। 'হৃর্চ্ছা কৌটিল্যে' অস্মাৎ হূর্চ্ছতেঃ সনৌ লুক্ ছন্দোপশ্চিত (উণা০ ২।৮৮) ঔণাদিকসূত্রেণানচ্ প্রত্যয়ে রূপম্। হূর্চ্ছতুং কুটিলীকর্ত্তুমিচ্ছতীতি জুহুরাণম্। আভাষিত-ক্রিয়াপ্রাতবন্ধকামত্যর্থঃ। কিঞ্চ তে তব ভূয়িষ্ঠাং বহুলতমাং নমউক্তিং হবিষাং বচনং বাজ্যাপুরোনুবাক্যালক্ষণং বিধেম করবাম। নম ইত্যন্ননাম (নিঘ ২।৭।২২)। যদ্বা অন্নস্তারেন বিষয়ামুক্তিং সম্পাদয়াম॥ (৫অ—৩৬ক—১ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই মন্ত্রের দ্রষ্টা—অগস্ত্য ঋষি। মন্ত্রটী অগ্নিদেবতার উপাসনায় বিনিযুক্ত। মন্ত্রের প্রার্থনা সরল উচ্চভাবমূলক। বিশ্ব সংসারের হিতের জন্ত ভগবানের করুণাধারা সহস্র মুখে প্রবাহিত হয়। তিনি জ্ঞান-ভক্তি ও সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির সুধাধারা স্বতঃপ্রবাহিত করিয়া আপনার অশেষ করুণার ও মহিমার পরিচয় প্রকাশ করেন। বৃষ্টির সেচনে বারিপাতে শস্যবীজের অঙ্কুরোদগম ও পরিবৃদ্ধি যেমন ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ, তেমনি জ্ঞান-ভক্তির সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির বীজাদির অঙ্কুরোদগমও ভগবানের অশেষ করুণার উপর নির্ভর করে। তাই মন্ত্রে প্রথম প্রার্থনা হইয়াছে,—অশেষ-প্রজ্ঞানাধার ভগবানের অনুকম্পায় হৃদয়ে সদ্ভাবসমন্বিত জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হউক; এবং সেই জ্ঞানের প্রভাবে আমরা সৎপথে গমন করিয়া সৎস্বরূপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।'

ইহসংসারে বিচরণ করিতে হইলে নানা পথে নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। পথে আশঙ্কার অন্ত নাই,—বিপদের অবধি নাই। একদিকে যেমন দস্যুতস্করাদির উপদ্রব, অন্যদিকে তেমনি হিংস্র শ্বাপদাদির বিভীষিকা। সংসারে যেমন এই সকল বিভীষিকায় বিপর্য্যস্ত হইতে হয়; হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তেমনি নানা বিঘ্ন নানা অন্তরায় আসিয়া মানুষকে বিপর্য্যস্ত করে। জীবন-পথে, সাধন মার্গে—সেই সকল শত্রুর উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলে সকল শত্রুর ভয় বিদূরিত হয়। সে ভয় বিদূরণের একমাত্র উপায়—সজ্‌জ্ঞান-লাভ। জ্ঞানাঙ্কুর—সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি মানুষের জন্মসঞ্জাত। বীজ হৃদয়ে প্রথম হইতেই নিহিত থাকে। উপযুক্ত সেচনাভাবে সে বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। বৃষ্ট্যাদির অভাবে যেমন ক্ষেত্রপ্রোথিত বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়; অন্তরে যে বীজ নিহিত থাকে, ঔৎকর্ষ্যাদির অভাবে তাহা তেমনি অন্তরেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ভগবানের করুণা ভিন্ন বীজের অঙ্কুরোদগম সম্ভবপর হয় না। যে তিমিরে সেই তিমিরেই সে ডুবিয়া থাকে। সেই অবস্থায়ই শত্রুর উপদ্রব বিশেষভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাহারা আত্ম-জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ, তাহাদের পক্ষে অভীষ্টলাভ সুদূরপরাহত। অভীষ্টলাভে জ্ঞানভক্তি সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তিই একমাত্র সহায়। মানুষকে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির এবং

সৎ-জ্ঞানের আধারে পরিণত করিতে হইলে, ভগবানের করুণালাভ ও সাধনা একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বত্রই জ্ঞানের ও একনিষ্ঠার প্রয়োজন।

মন্ত্রে সৎপথে চলিবার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে; মন্ত্রে অভীষ্ট-লাভের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শত্রুনাশের কামনা উভয়বিধ প্রার্থনারই মূলীভূত। যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর না কেন, যদি তাহার প্রকৃতি-নির্ব্বাচনের সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যায়। তাই জ্ঞান-সাহায্যে সদসৎ-নির্ব্বাচন প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। প্রথমে জ্ঞানলাভ, তার পর শত্রুদমন, তার পর সৎপথে চলিয়া সদ্ভাবের সমাবেশে অভীষ্ট-লাভ—মন্ত্রে এই সকল ভাবেরই বিকাশ হইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদের অন্তঃশত্রু-বহিঃশত্রু নাশ করুন; সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিচালিত করুন এবং পরিশেষে আমাদের অভীষ্ট পূরণে মোক্ষফল প্রদান করুন। আমরা মনে করি,—মন্ত্রে এইরূপ সরল প্রার্থনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ কোনও মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ভাষ্যমধ্যে ক্রিয়াকাণ্ডোপযোগী যে সকল ব্যাপারের অবতারণা হইয়াছে, আমাদের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে, আমরা তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিয়াছি বটে; কিন্তু তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করি নাই। ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতের এই মাত্র পার্থক্য ঘটিয়াছে। (৫অ—৩৬ক—১ম)।

সপ্তত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

অয়ং নো অগ্নির্ব্বরিবস্কৃণোত্বয়ং মৃধঃ পুর এতু প্রভিন্দন্।

অয়ং বাজান্ জয়তু বাজসাতাবয়ং শত্রূন্ জয়তু

জর্হৃষাণঃ স্বাহা॥ ৩৭॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্র ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।)

'অয়ং' (অস্মাভিঃ প্রার্থিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অগ্নিঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ ভগবান্) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বরিব' (ধনং, পরমধনং) 'কৃণোতু' (করোতু, প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); অপিচ 'অয়ং' (সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মৃধঃ' (শত্রূন্) 'প্রভিন্দন্' (বিদারয়ন্, বিদূরয়ন্ ইতি যাবৎ) 'পুরঃ' (পুরতঃ, অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ) 'এতু' (আগচ্ছতু, অধিতিষ্ঠতু); অনন্তরং 'অয়ং' (সঃ ভগবান) 'বাজসাতৌ' (অস্মভ্যং শ্রেষ্ঠধনপ্রদানায় ইতি ভাবঃ) 'বাজান্' (শত্রূন্, যদ্বা

—শত্রুসম্বন্ধিনং ধনং) 'জয়তু' (বিজয়তু); কিঞ্চ 'অয়ং' (সঃ এব জ্ঞানদেবঃ) 'অন্ধ্বাপঃ' (অত্যর্থং হৃষ্যন্, অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেন প্রীতঃ সন্) 'শত্রূন্' (অস্মাকং সৎকর্ম্মবিরোধিনঃ অন্তঃশত্রূন) 'জয়তু' (নাশয়তু); 'স্বাহা'। স্বাহামন্ত্রেণ তং ভগবন্তং পূজয়ামি, সুহুতমস্তু মম কর্ম্ম অনুষ্ঠানং চ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবান হি অশেষপ্রজ্ঞানাধারঃ। তদনুগ্রহেণ অস্মাসু প্রজ্ঞানং উপজায়তু। সজ্জ্ঞানদানেন সঃ ভগবান্ অস্মাকং শত্রূন্ নাশয়তু অপিচ অস্মান্ পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয়তু। ইতি প্রার্থনা অত্র বর্ত্ততে। (৫অ—৩৭ক—১ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের প্রার্থিত প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। আরও, সেই জ্ঞানদেব শত্রুগণকে বিদূরিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন। তদনন্তর সেই ভগবান্ আমাদিগকে পরমধনদানের জন্য শত্রুদিগকে অথবা শত্রুসম্বন্ধী ধনসমূহকে জয় করুন এবং সেই ভগবান্ আমাদিগের হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণে প্রীত হইয়া আমাদিগের সৎকর্ম্মবিরোধী অন্তঃশত্রুকে বিনাশ করুন। স্বাহা মন্ত্রে সেই ভগবানকে পূজা করি; আমার কর্ম্মানুষ্ঠান সুহুত অর্থাৎ সুসিদ্ধ হউক। (ভাব এই যে,—ভগবান অশেষ প্রজ্ঞানাধার। তাঁহার অনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে প্রজ্ঞান উপজিত হউক। সজ্জ্ঞানদানে সেই ভগবান আমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ করুন এবং আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। মন্ত্রে এই প্রার্থনা প্রকটিত)। (৫অ—৩৭ক—১ম)।

• • •

মন্ত্র-ভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৭।৭-৯) 'উত্তরেণ সদো হবির্ধানৌ গ্রেহাগ্নিং নিদধাতি গ্রাবদ্রোণকলশসোমপাত্রাণি চাগ্নিং ন ইতি জুহোত্যগ্নিরিতি'। শালামুখীয়মগ্নিং গ্রাবাদীনি চ সদস উত্তরভাগে নীধ্রাগ্নীধ্র-মণ্ডপে নিধায় তত্রত্যাদিষ্ণ্যাগতেঽগ্নৌ ঘৃতেন জুহুয়াদিতি সূত্রার্থঃ। আগ্নেয়ী ত্রিষ্টুব্ যজুরন্তা। অয়মগ্নির্নোঽস্মাকং বরিবঃ ধনং কৃণোতু করোতু। অয়মেবাগ্নির্ম্মৃধঃ সংগ্রামান্ প্রভিন্দন্ বিদারয়ন সন পুর এতু অগ্রতো যাতু। অয়মেবাগ্নির্ব্বাজসাতৌ বাজানামন্নানাং সম্ভজনে নিমিত্তে বাজান শত্রুসম্বন্ধীন্যন্নানি অস্মভ্যং দাতুং জয়তু। ততোঽয়মেবাগ্নির্জ্জর্হৃষাণোঽত্যর্থং হৃষ্যন্ শত্রূন্ জয়তু স্বাহা তুভ্যং সুহুতমস্তু। (৫অ—৩৭ক—২ম)।

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

মন্ত্রটী অগ্নিদেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত। বক্ষ্যমাণ কণ্ডিকার মন্ত্র উচ্চারণে অগ্নিতে আহুতি দিবার একটী প্রক্রিয়ার বিষয় ভাষ্যারম্ভে প্রকটিত দেখি। ভাষ্যমতে উত্তর সদ হইতে আহরণ করিয়া আগ্নীধ্র অগ্নি স্থাপনান্তর গ্রাব, দ্রোণকলস ও সোমপাত্র প্রভৃতি 'অগ্নং নঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে সেই অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। তার পর শালামুখী অগ্নি ও গ্রাবাদি সদের উত্তরভাগে লইয়া, আগ্নীধ্র মণ্ডপে স্থাপন করিবার বিধি। তত্রত্য ধিষ্ণ্যাগত অগ্নিতে ঘৃতের দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। ইহাই মন্ত্রের অর্থ।

যাহা হউক, যূপবন্ধে কল্পকারানুমোদিত প্রক্রিয়া-পদ্ধতির অনুসরণের বিষয় উল্লিখিত হইলেও ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, তাহার ভাব সরল—প্রার্থনাও সরলতাপূর্ণ। আমরা ভাষ্যকারের অর্থ সর্ব্বথা অনুমোদন করি। আর সেই ভাষ্যেরই অনুসরণে, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে, আমরা মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি।

মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনার আভাস পাই। প্রথম প্রার্থনা,—পরমধন-লাভের; দ্বিতীয় প্রার্থনা—শত্রু নাশের; তৃতীয় প্রার্থনা, শুদ্ধসত্ত্বদানে পরমাত্মায় আত্মসাম্মিলনের। অজ্ঞানতা বা কামক্রোধাদিজনিত চিত্তের যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, সে বিক্ষোভের নিবৃত্তি ঘটিলেই চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হয়। চিত্তস্থৈর্য্যসাধনে, হৃদয়ের আবিলতা দূর হইয়া সত্ত্বভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবস্থায়ই ভগবদধিষ্ঠান—সেই অবস্থায়ই পরমধন প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ। মন্ত্রে সেই চিত্ত-স্থৈর্য্যের, শুদ্ধসত্ত্বলাভের এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পরিব্যক্ত। (৫অ ৩৭ক—১ম)॥

— • —

অষ্টাত্রিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। অষ্টাত্রিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) উরু বিষ্ণো বিক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি।

(২) ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্র প্র যজ্ঞপতিং তির স্বাহা॥ ৩৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

[আমদিগের মতে মন্ত্র দুইটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

(১) 'বিষ্ণো' (বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্) ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণেন, অনন্তেন বা পদক্রমেণ ইতি ভাবঃ) 'বিক্রমস্ব' (ব্যাপ্নুহি অস্মান্ ইত্যর্থঃ); কিঞ্চ 'উরুক্ষয়ায়' (অনন্ত-নিবাসায়, শ্রেষ্ঠনিবাসায়) নঃ' (অস্মান্) 'কৃধি' (কুরু, সামর্থ্যসম্পন্নান্ কুরু ইতি ভাবঃ)।

(২) অপিচ 'ঘৃতযোনে' (হে শুদ্ধসত্ত্বজনক ভগবন্) ত্বং 'ঘৃতং' (হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং, ভক্তিসুধা বা ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকর্ষেণ) 'প্রতির' (প্রবর্দ্ধয়); 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ বয়ং ত্বাং পূজয়ামঃ, ভবদনুগ্রহেণ সুহুতমস্তু অস্মাকং কর্ম্মানুষ্ঠানং)।

ইমৌ মন্ত্রৌ প্রার্থনামূলকৌ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বেন সহ অস্মাসু আগচ্ছ। যথা বয়ং শ্রেষ্ঠনিবাসং ত্বাং প্রাপ্নুমঃ তথা অস্মান্ সামর্থ্যসম্পন্নান্ কুরু। অপিচ স্বয়ংপ্রদত্তেন শুদ্ধসত্ত্বেন অস্মান্ সমুদ্ধারয় স্বাত্মনি চ প্রতিষ্ঠাপয়॥ (৫অ—৩৮ক ১ম)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(১) বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্! আপনি অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রের দ্বারা আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুন এবং অনন্তনিবাস বা শ্রেষ্ঠনিবাস লাভের জন্য আমাদিগকে সামর্থ্যসম্পন্ন করুন।

(২) আরও, হে শুদ্ধসত্ত্বজনক ভগবন্! আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তিসুধা গ্রহণ করুন এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে প্রবর্দ্ধিত করুন। স্বাহামন্ত্রে আমরা আপনার পূজা করি; আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান সুহুত হউক।

(মন্ত্র দুইটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আপনি আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন; আমরা যাহাতে শ্রেষ্ঠনিবাসভূত আপনাকে প্রাপ্ত হই, সেইরূপভাবে আমাদিগকে সামর্থ্য-সম্পন্ন করুন। অপিচ, আপনার প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন এবং আপনাতে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (৫অ—৩৮ক—১-২ম)॥

• • •

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৭।৫) 'উরু বিষ্ণবিতি জুহোতীতি'। পূর্ব্বমন্ত্রপাঠানন্তরে হোমোহনেন আহবনীয় ইতি সূত্রার্থঃ। বৈষ্ণবানুষ্টুব্ যজুরন্তা। হে বিষ্ণো ব্যাপিন্ আহবনীয়! উরু বিক্রমস্ব শত্রুষু বহুলং পরাক্রমং কুরু। কিঞ্চ ক্ষয়ায় ব্রহ্মগৃহনিবাসায় নোঽস্মাকমুরু বহু যথা তথা কৃধি কুরু। হে ঘৃতযোনে অগ্নে! ঘৃতং পিব হূয়মানমদমাজ্যং ভক্ষয়। 'অগ্নির্যাত্যৈ যোনেরসৃজ্যত তস্মৈ ঘৃতমুল্বমাসীৎ' ইতি শ্রুতেস্ত্বং ঘৃতযোনিস্ত্বম্। কিঞ্চ যজ্ঞপতিং যজমানং প্রতির অতিশয়েন বর্দ্ধয়। 'প্রসমুপোদঃ পাদপূরণ' (পা০ ৮।১।৬) ইতি প্রশব্দস্য দ্বিত্বং। স্বাহা তস্মৈ তুভ্যং সুহুতমস্তু॥ (৫অ—৩৮ক ১-২ম)॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা ।

১

মন্ত্র দুইটী সরল প্রার্থনা-মূলক হইলেও ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রদ্বয় দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয়ের সম্বোধ্য—ভগবান। কিন্তু ভাষ্যকার মন্ত্রের দ্বিবিধ সম্বোধন স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য হইয়াছে—আহবনীয় এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য হইয়াছে—অগ্নি। ভাষ্যকার বলেন,—পূর্ব্ব মন্ত্রে যেমন আগ্নীধ্র হোমের বিধি, তেমন এই মন্ত্রে আহবনীয় হোমের বিধি আছে। এইরূপে ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই,—'হে ব্যাপক আহবনীয়, শত্রুদিগের মধ্যে বহুল পরাক্রম কর এবং ব্রহ্মগৃহনিবাসের নিমিত্ত আমাদিগকে বহু কর। হে ঘৃতযোনে অগ্নে! হূয়মান এই আজ্য ভক্ষণ কর এবং যজমানকে অতিশায়িতরূপে প্রবৃদ্ধ কর। সেইরূপ আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত আমাদের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক।'

ভাষ্যের এ অর্থে লৌকিক প্রার্থনায় লৌকিক ঐশ্বর্য্য-লাভের বিষয়ই সূচনা করে। যে অর্থ ভাষ্যকার নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ডের দিক দিয়া দেখিলে হয় তো তৎসম্বন্ধে মতভেদ না হইতে পারে; কিন্তু আমাদের পন্থার অনুসরণে, আমরা কোনক্রমেই ভাষ্যকারের সাথে একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মতে এই কাণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের লক্ষ্য—ভগবান। মন্ত্রে তাঁহাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। আরও, মন্ত্রের ভাবও যে ভাষ্যোক্তরূপ অন্য কিছু, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। 'বিষ্ণো' সম্বোধন পদে এখানে সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যকার 'উরু' পদের 'বহুলং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু 'উরু' পদে আমরা 'অনন্তেন সত্ত্বসমুদ্রেন' অর্থ পরিগ্রহণ করি। ভগবান সত্ত্বের আধার; তাঁহা হইতেই সকল সত্ত্বের সমুদ্ভূত। 'বিক্রমস্ব' ক্রিয়াপদে আমরা 'ব্যাপ্নুহি' অর্থ গ্রহণ করি। এখানে এ মন্ত্রে লৌকিক শত্রুনাশের প্রার্থনা নাই। মন্ত্রের লক্ষ্য অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে অবগাহন, সত্ত্বস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া। সাধক বলিতেছেন,—আপনার অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রের দ্বারা আমাকে ব্যাপ্ত করুন। আর অনন্ত শ্রেষ্ঠনিবাস লাভের জন্য আমাদিগকে সামর্থ্যসম্পন্ন করুন, অর্থাৎ আমরা যাহাতে আপনাতে লীন হইতে পারি, আপনি আমাদিগকে তদুপযুক্ত করুন।' এখানে সেই অধিকার-লাভের প্রসঙ্গই আসিয়া পড়ে। অধিকারী না হইলে, অধিকার লাভ না করিতে পারিলে, ভগবৎপ্রাপ্তি যে সুদূরপরাহত এ প্রসঙ্গে তাহাই স্পষ্টীকৃত দেখিতে পাই। তাই ভগবানের নিকট তাঁহাকে পাইবার অধিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে। আর প্রার্থনা করা হইয়াছে—শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের। তিনি বিশ্বের সকল সত্ত্বের আধার তিনি সৎস্বরূপ। সত্ত্বে মণ্ডিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রমধ্যে পরিস্ফুট দেখি। ভাষ্যের মন্ত্রের সহিত শত্রুর কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝা যায় না।

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'ঘৃতযোনে' পদের বিশ্লেষণে মন্ত্রের ভাব সুস্পষ্ট হয়। 'ঘৃতযোনে' পদে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বজনক' অর্থাৎ যিনি শুদ্ধসত্ত্ব জন্মান বা উৎপন্ন করেন, আমরা সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করি। 'অগ্নি' পদে এখানে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে বুঝাইতেছে। ভগবান হৃদয়েই

চ, যদ্বা—পরমধনদানেন ইত্যর্থঃ) 'সচ' (সার্দ্ধং) মাং উপাগচ্ছ। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। ভগবান স্বয়মেব সদ্ভাবসম্পন্নেষু জনেষু স্বতঃপ্রকাশমানঃ ভবতি। অতঃ সাধকঃ নরদেবতাসু সম্ভবান পৌরুষসামর্থ্যান প্রার্থয়তি। পরমধনদানেন ভগবান মাং উদ্ধারয়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(৩) হে ভগবন! 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ ত্বাং পূজয়ামি, যদ্বা শুদ্ধসত্ত্বং নিবেদয়ামি ইত্যর্থঃ); অনেন 'বরুণস্য' (সংসার-বন্ধন-জনকস্য কামনাবাসনাদিরূপস্য পাপসম্বন্ধস্য) পাশান্ (বন্ধনানি, যদ্বা - ভববন্ধনানি ইত্যর্থঃ) 'নির্ম্মুচে' (নির্ম্মুক্তোঽস্মি)। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ ভগবান্ সদ্ভাবাদীনা অস্মান্ প্রবর্দ্ধয়তু অপিচ ভববন্ধনাৎ মুক্তং করোতু ইতি ভাবঃ। (৫অ ৩৯ক—১০৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। স্বতঃপ্রকাশমান্ জ্ঞানপ্রেরক (জ্ঞানপ্রদাতা বা) হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত এই শুদ্ধসত্ত্ব আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনাকে অর্পিত সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ সোম আপনি গ্রহণ করুন। শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রেরক অথবা শুদ্ধসত্ত্বের সংরক্ষক আপনাকে আমাদিগের অন্তঃশত্রু-গণ যেন হিংসা না করে। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সাধক ভগবানকে আপনার অন্তরস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে উৎসর্গ করিতেছেন। প্রার্থনা করিতেছেন,—যেন আমাদের অন্তঃশত্রু আপনাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ না হয়, অথবা আমাদের অন্তঃশত্রুর উপদ্রব যেন বিনষ্ট হয়। অপিতু, শত্রুবিনাশে শুদ্ধসত্ত্ব যাহাতে অবিচলিতভাবে তিষ্ঠিতে পারে, হে ভগবন, আপনি তাহার বিহিত করুন।)॥

২। দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপী হে ভগবন্! আপনি নিত্যকাল স্বতঃ-প্রকাশমান হইয়া দেবভাবসম্পন্নদিগকে প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ দেবভাব-সমূহের সহিত কিংবা দেবভাবসম্পন্নদিগের হৃদয়ে আগমন করেন। প্রার্থনাকারী আমি মনুষ্যোচিত অর্থাৎ নরদেবতাদিগের মধ্যে সম্ভাবিত পৌরুষ-সামর্থ্য প্রার্থনা করি। আপনি ধনের ও পোষণের সহিত অর্থাৎ পরমধনের সহিত আমাকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভগবান সদ্ভাবসম্পন্নদিগের মধ্যে স্বয়ংই স্বতঃ-প্রকাশমান্ হন। এখানে সাধক নরদেবতাগণের মধ্যে সম্ভাবিত পৌরুষ-সামর্থ্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থনার ভাব—পরমধনদানে ভগবান্ আমাকে উদ্ধার করুন)।

৩। হে ভগবন্! স্বাহা মন্ত্রে আপনাকে পূজা করি, অথবা শুদ্ধসত্ত্ব নিবেদন করি। তাহাতে, আপনার অনুগ্রহে, কামনাবাসনাদিরূপ পাপ-সম্বন্ধের বন্ধন হইতে অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করি। (ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান্ সত্ত্বাদির দ্বারা আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন এবং ভববন্ধন হইতে মুক্ত করুন।) (৫অ—৩১ক—১-৩ম)।

* * *

মন্ত্র-ভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৭।১৭) 'দক্ষিণেঽনসি কৃষ্ণাজিনমাস্তীর্য্য তস্মিন্ সোমং নিদধাতি দেব সবিতঃ' ইতি। অনসি শকটে। সাবিত্রং যজুঃ হে সবিতঃ! সর্ব্বস্য প্রেরক দেব! এষ সোমস্তে তুভ্যমর্পিতঃ। তং ত্বাদৃশং সোমং ত্বং রক্ষস্ব পালয় মা ত্বা দভন্ সোমস্য রক্ষিতারং ত্বামসুরা মা বিহিংসিষুঃ। (কা০ ৮।৭।১৮) 'এতত্ত্বমিতি বিস্রস্তোপতিষ্ঠতে' ইতি কৃষ্ণাজিনে স্থাপিতং বদ্ধং সোমং বিস্রস্তোপস্থানং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ। সৌম্যং যজুঃ হে সোম দেব! ত্বং দেবঃ সন্ ভবদীয়ান্ দেবানেতদিদানীমুপাগাঃ প্রাপ্তোঽসি। অহং মনুষ্যো যজমানো মদীয়ান্মনুষ্যানিদমিদানীং রায়স্পোষেণ সহ পশ্বাদিধনেন সার্দ্ধমুপাগমং প্রাপ্তোঽস্মীত্যর্থঃ। (কা০ ৮।৭।৯) স্বাহা নিরিতি নিষ্ক্রামতি' হবির্দ্ধানমণ্ডপান্নির্গচ্ছেদিতি সূত্রার্থঃ। [illegible] স্বাহা স্বাহাগঃ সোমেনাত্মানং নিষ্ক্রীণামীত্যেবমস্মীত্যর্থঃ। যদ্বা স্বাহা সোমরূপমন্নং দেবেভ্যো দত্তমস্তু। অনেন সোমপ্রদানেনাহং বরুণপাশান্নির্ম্মুক্তো নিমুক্তোঽস্মি। (৫অ ৩১ক—১-৩ম)।

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সম্বন্ধে ভাষ্যকার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎকর্ত্তৃক মন্ত্রের যে ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে, প্রথমে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে দক্ষিণ শকটে কৃষ্ণাজিন বিস্তৃত করিয়া তাহাতে 'দেব সবিতঃ' মন্ত্রে সোম স্থাপন করিবে। মন্ত্রের নাম—'সাবিত্রং যজুঃ'। মন্ত্রের অর্থ,—এই সোম তোমাকে অর্পণ করা হইল। তুমি সেই সোমকে রক্ষা কর। সোম-রক্ষয়িতা আপনাকে অসুরগণ যেন হিংসা না করে। দ্বিতীয় মন্ত্রে এই 'সৌম্য যজুঃ' পাঠ করিয়া কৃষ্ণাজিনে স্থাপিত বদ্ধ সোমকে উপস্থান করিবে। মন্ত্রের অর্থ,—হে সোম দেব! দেব হইয়া তুমি তোমার সম্বন্ধী দেবগণকে ইদানীং প্রাপ্ত হও। আমি মনুষ্য যজমান আমার সম্বন্ধী মনুষ্যদিগকে ইদানীং ধনের ও পোষণের সহিত অর্থাৎ পশ্বাদিধনের সহিত প্রাপ্ত হইতেছি। তৃতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হবির্দ্ধানমণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। মন্ত্রের অর্থ—সোমরূপ অন্নকে দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিতেছি। এই সোম প্রদানের দ্বারা বরুণ-পাশ হইতে নির্ম্মুক্ত হই।' ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—'স্বাহা

মিমিক্তি নিক্রমেতি। হানং বা ম হা অহা স্বস্থাহা স্বাহা স্বাত্যাগঃ সোমেনাস্মাকং নিষ্ক্রীয়া-জীয়োঽভমস্মীত্যর্থঃ" ইত্যাদি। লৌকিক ব্যবহারে ভাষ্যের ভাব বা মন্ত্রের প্রয়োগ ও অর্থ যাহাই হউক না কেন, আমাদের মতে মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ। আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি।

প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। প্রথম মন্ত্রের প্রার্থনা সরল। এখানে প্রার্থনাকারী ভগবানের উদ্দেশ্যে আপনার হৃদিহিত ভক্তিসুধা শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করিতেছেন। মন্ত্রে 'মা দভন্' পদদ্বয়ে বলা হইতেছে,—'আমাদের অন্তঃশত্রু যেন আপনাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ না হয়।' তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ স্বপ্রকাশ। তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়াই সৎকর্ম্মে সদ্ভাবে তাঁহার স্বরূপ বিকাশ হয়। ভগবানের আবির্ভাবের জন্য হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রথম প্রয়োজন। হৃদয়ের আবিলতা, আভ্যন্তরীণ অদৃশ্য শত্রু—কাম-ক্রোধাদি—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও সংসাধনের প্রেরণা বা আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করিতে না পারে, এই জন্যই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। সদ্ভাবের আধার—ভগবান। ভগবানের বিরহে সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তি কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে। মূল নষ্ট হইলে কাণ্ডাদি জীবিত থাকিতে পারে কি? তখন অন্ধকারের নিবিড়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে তিমিরে সেই তিমিরেই হৃদয় ডুবিয়া থাকে। তাই প্রার্থনা,—'আমাদিগের অন্তঃশত্রু যেন আপনাকে হিংসা করিতে না পারে অর্থাৎ হৃদয় হইতে অপসারিত না করে। আমাদের কর্ম্মপ্রভাবে, আমাদিগের সদ্ভাবের প্রভাবে, আপনি আমার হৃদয়ে অবিচলিতভাবে অবস্থান করুন।' হৃদয় যদি পাপ-পরিশূন্য হয়, সৎকর্ম্ম-প্রভাবে হৃদয় যদি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়, দেবভাবের সমাবেশে হৃদয়ে যদি ভগবান স্বপ্রকাশ হন, তাহা হইলে ভাবনা থাকে কি! ভক্তের ভগবান সে হৃদয় কখনও পরিত্যাগ করেন না। তাই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে,—'ভগবান আমাতে অবিচলিত থাকুন; আমার কর্ম্ম-সামর্থ্য ও সদ্ভাবসমূহ আমাতে অবিচলিত থাকুক। তাহা হইলেই আমার মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া আসিবে তাহা হইলেই আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

দ্বিতীয় মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ সমস্যামূলক। ভাষ্যমতে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, প্রারম্ভেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভাষ্যকারের অর্থ 'সোমদেব যেমন অন্যান্য দেবতার নিকট গমন করেন; মানুষ আমি, আমিও তেমনি মানুষের নিকট গমন করি।' এ ভাবে মন্ত্রে কি উচ্চ ভাব প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। মানুষ মানুষের স্থায়ী মঙ্গল কি বিধান করিতে পারে? আর তাহার সামর্থ্যই বা কতটুকু! তাই আমরা মনে করি, মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান যে স্বতঃপ্রকাশমান,—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ। সদ্ভাবসম্পন্ন হইতে পারিলে, ভগবান আপনিই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন। তিনি যে ভক্তের ভগবান! 'মনুষ্যান্' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'মদীয়ান মনুষ্যান্।' আমরা ঐ পদের অর্থ করি—'মনুষ্যোচিতানি পৌরুষসামর্থ্যানি' অথবা 'নরদেবতাবু ভবিতান্ পৌরুষ-সামর্থ্যান্।' 'মানুষ' পদে 'নরদেবতা' অর্থ গ্রহণের একটু তাৎপর্য্য আছে। এই মানুষই যে সংসারে থাকিয়াও দেবতার আসন পাইতে পারে, ঋগ্বেদে ঋভুদেবতাগণের প্রসঙ্গে তাহা

প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সংকর্ম্মশীল জীবনযাপনে, সংকর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং সদ্ভাবের পোষণে মানুষ যে দেবতার আসন প্রাপ্ত হয়, তাদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তের অবধি নাই। এখনও, বর্ত্তমান কালেও, তাই দেখিতে পাই,—ব্যক্তি-বিশেষ দেবতার আসনে সমাসীন হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং মানুষ হইয়া দেবতার আসনে সমাসীন হইতে হইলে, সংকর্ম্মপর হইতে হইবে, সজ্‌জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং সদ্ভাবে মণ্ডিত হইতে হইবে। তবেই দেবতার আসন লাভ করা যাইবে আমরা 'মনুষ্যান' পদে এইরূপ ভাবই উপলব্ধি করি। প্রার্থনাকারী আমি যাহাতে মনুষ্যোচিত কর্ম্মসামর্থ্য লাভ করিতে পারি, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা জানান হইয়াছে। নরদেহ ধারণ করিয়া দেবগণ মনুষ্যরূপে সংসারে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের সে দেহধারণের সার্থকতা তখনই উপপন্ন হয়, যদি তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহাদের জন্মগত গুণাবলি অব্যাহত থাকে। তখনই তাঁহারা মনুষ্য-পদবাচ্য হইতে পারেন। তদ্ভিন্ন, সদ্ভাব সচ্চিন্তা ও সংকর্ম্মের অভাবে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্যই হইতে পারে না। তাই বলা হইয়াছে,—আমার জন্মসঞ্জাত যে দেবভাবসমূহ, তাহা যেন আমাতে অবিচলিতভাবে বর্ত্তমান থাকে। আর আমি সেই জন্যই প্রার্থনা করিতেছি,—আপনার অনুগ্রহে আমাতে মনুষ্যোচিত কর্ম্ম সামর্থ্য যেন উপজিত হয় এবং পরমধন লাভ করিয়া আমি যেন ধন্য হই।

তৃতীয় মন্ত্রের উপসংহারে, ভববন্ধন-মোচনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। 'বরুণস্য পাশাৎ' পদদ্বয়েই সে ভাব দ্যোতনা করে। ভাষ্যকার উক্ত পদদ্বয়ের কোনও অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তবে, যেমন ইন্দ্রের বজ্র, যমের দণ্ড, মহাদেবের ত্রিশূল প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আয়ুধের পরিচয় পাই; সেইরূপ বরুণদেবতার পাশাস্ত্রের পরিচয়ও শাস্ত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত দেখি। সেই পাশাস্ত্রের প্রতিই সম্ভবতঃ ভাষ্যকারের লক্ষ্য আছে। আর সেইজন্য বোধ হয় তিনি ভাষ্যে 'বরুণস্য পাশাৎ' পদদ্বয়ের কোনও ব্যাখ্যার উল্লেখ হয় নাই। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বে প্রায় সকল স্থলেই 'বরুণ' পদে অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে ঐ 'বরুণস্য' পদে ভিন্ন অর্থ সূচিত করে। আমরা ঐ পদের অর্থ করি,—সংসাররূপ পাপবন্ধন অর্থাৎ ভব-বন্ধন। ভগবানের নিকট ভববন্ধনমোচনের প্রার্থনাই সঙ্গত প্রার্থনা। তদ্ভিন্ন, দেবতার বন্ধন ছিন্ন করিবার কামনা, সাধনমার্গগামী মুক্তিকামেচ্ছু জন কখনও করিতে পারে না। দেবতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার, দেবতাকে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিবার জন্যই তো যত কিছু প্রার্থনার যত কিছু পূজা-উপাসনার প্রয়োজন। সকলেরই উদ্দেশ্য—সংসারবন্ধন ছেদন, পাপ-বন্ধন নাশ—গতাগতি-নিবারণ। ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে, তাঁহাকে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, সকলই সম্ভব হয়। নচেৎ, মনের আশা মনেই রহিয়া যায়, বীজ-অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেবতাকে বন্ধন করাই সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। দেবতাকে বন্ধন করিয়া সংসার বন্ধন ছেদন করাই উদ্দেশ্য। দেবতার সহিত বন্ধন ছেদন করিয়া সংসার-বন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া, কাহারও লক্ষ্য বা আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। আমাদের মতে তাই দেবতার বন্ধন ছেদন করিবার ভাব উক্ত পদদ্বয়ে

কখনও আসিতে পারে না। তাই আমাদের অর্থ—'সংসাররূপস্য পাপবন্ধনস্য'। আমি ভগবানকে পূজা করি; উদ্দেশ্য—তাঁহার পূজায় তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে যেন আমার ভববন্ধন দূর হয়—আমার সংসার-বন্ধন যেন টুটিয়া যায়। আমরা মনে করি,—কণ্ডিকার এ মন্ত্রে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। (৫অ—৩৯ক—১-২ম)।

—— • ——

চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। চত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অগ্নে ব্রতপাস্ত্বে ব্রতপা যা তব তনূর্ময্যভূদেষা সা ত্বয়ি

যো মম তনূস্ত্বয্যভূদিয়ঁ সা ময়ি।

(২) যথাযথং নৌ ব্রতপতে ব্রতান্যনু মে দীক্ষাং

দীক্ষাপতিরমংস্তানু তপস্তপস্পতিঃ। ৪০ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

১। (ক) 'ব্রতপা' (সৎকর্ম্মপালক, যদ্বা—সৎকর্ম্মকারিণঃ প্রতি সদা-অনুগ্রহপরায়ণ) 'অগ্নে' (জ্ঞানময় হে দেব!) 'ত্বে' (ত্বং) 'ব্রতপাঃ' (সৎকর্ম্মণঃ পালকঃ, যদ্বা—সৎকর্ম্ম-কারিণঃ প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্তঃ, কিঞ্চ তেষু সদ্ভাবসংরক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ অহং ত্বাং শরণং ব্রজামি; মাং সদ্ভাবাদিকারিণং কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(খ) হে দেব! 'তব' (তথাবিধস্য সৎকর্ম্মপালকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'যা তনূঃ' (যৎ পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং) 'ময়ি অভূৎ' (ময়ি সংযুক্তং অভবৎ) 'এষা সা'। (তব তৎ পবিত্রকারকং শরীরং ইত্যর্থঃ) 'ত্বয়ি' (ভবতি) ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ, 'যঃ' (কলুষকলঙ্কপরিমগ্নং) 'মম তনূঃ' (মম পাপপঙ্কিলং শরীরং ইতি ভাবঃ) 'ত্বয়ি' (কলুষনাশায় ত্বয়ি সংযুক্তং চকার—অহং ইতি ভাবঃ) 'সা ইয়ং' (ভবতাং সৎসংযোগেন পবিত্রতাপ্রাপ্তং মম তৎ শরীরং ইত্যর্থঃ) 'ময়ি' (সৎকর্ম্মসাধনায় ময়ি পুনরাগচ্ছতু, যদ্বা—পরমাত্মনি লীনং প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। অথবা,—

হে দেব! 'তব' (তথাবিধস্য সৎকর্ম্মণঃ পালকস্য তব ইত্যর্থঃ) 'যা তনূঃ' (যৎ পবিত্রকারকং পুণ্যময়ং শরীরং ইতি যাবৎ) 'ময়ি অভূৎ' (মদীয় আত্মনি অবস্থিতং ভবতি) 'সা এষা' (ভবতাং তৎ পবিত্রকারকং পতিতোদ্ধারকং বা শরীরং ইতি ভাবঃ) 'ময়ি' (মদাত্মনি)

ভবতু ইতি শেষঃ। অপিচ 'যঃ' (কলুষকলঙ্কপরিম্লানঃ) 'মম তনূঃ' (মম পাপপঙ্কিলং শরীরং) 'ত্বয়ি অভূৎ' (মদাত্মনি অবস্থিতঃ সন্ অশেষক্লেশং, যদ্বা—বন্ধনমূলং উৎপাদয়তি ইতি ভাবঃ) 'সা ইয়ং' (তথাবিধং অকিঞ্চিৎকরং পাঞ্চভৌতিকং শরীরং ইত্যর্থঃ) পাপকলুষনাশায় ভববন্ধনমোচনায় চ 'ত্বয়ি' (তব পুণ্যময়ে পবিত্রকারকে শরীরে) বিলীনং যাতু ইতি শেষঃ।

মন্ত্রাংশোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র পরমাত্মনি আত্মলীনাকাঙ্ক্ষা বর্ত্ততে। অগ্নেঃ প্রার্থনাকারিণশ্চ অভেদশরীরং ভবেৎ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! কলুষকলঙ্কপরিলিপ্তং মম ভৌতিকং শরীরং নাশয়িত্বা ময়ি তে পূতং দেবদেহং স্থাপয়। মদ্ধ্যবস্থ পাপাৎ মাং ত্রাহি, পরং চ মাং পবিত্রং সত্ত্বসমন্বিতং কুরু। ত্বয়ি তথা চ পরমাত্মনি আত্মসম্মিলনেন যেনাহং পরাগতিং লভেম হে দেব তৎ বিধেহি।

(২) (ক) 'ব্রতপতে' (সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানময় হে দেব!) ত্বয়ি সতি 'ব্রতানি' (মদনুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'নৌ' (তুভ্যং মহ্যং চ) 'যথাযথং' (যথানুক্রমেণ ইত্যর্থঃ) 'অস্তু' (অনুমতস্তু প্রবর্ত্তিতো ভবন্তু ইত্যর্থঃ)। যানানি ব্রতেষু মমাদরসম্ভাবনেব তথাপি ভবতু; অপিচ অনুষ্ঠানরূপং ব্রতং মম অস্তু তৎপালনরূপং ব্রতং তবাস্তু ইতি ভাবঃ।

(খ) 'দীক্ষাপতিঃ' (দীক্ষায়াঃ সৎকর্ম্মণঃ বা পালকঃ দেবঃ) 'মে' (মম) 'দীক্ষাং' (মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'অনু অমংস্ত' (অনুমতবান স্বীকরোতু গৃহ্ণাতু বা ইত্যর্থঃ)।

(গ) 'তপস্পতিঃ' (তপসঃ পালকঃ শারীরবাচিকমানস যদ্বা-সাত্ত্বিক-রাজসতামসত্রিবিধং তপঃকারিণাং পালকো রক্ষকো বা সঃ দেবঃ) মে 'তপঃ' (তথাবিধানি কর্ম্মাণীতি ভাবঃ) অনুমন্যতু গৃহ্ণাতু বা ইতি শেষঃ।

প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে দেব। মমানুষ্ঠিতং কর্ম্ম সদ্ভাবমণ্ডিতং কুরু অপিচ মাং প্রতি অনুগ্রহপরায়ণঃ ভব মম পূজাং গৃহাণ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৫অ—৪০ক ১-২ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

১। (ক) হে সৎকর্ম্মপালক অথবা সৎকর্ম্মকারিগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ প্রজ্ঞানময় দেব। আপনি সৎকর্ম্মের পালক অথবা সৎকর্ম্মকারি-গণের প্রতি প্রীত্যাতিশয়যুক্ত অর্থাৎ তাঁহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবসংরক্ষক হয়েন। (অতএব আমি আপনার শরণ লইলাম। শরণাগত আমাকে আপনি সদ্ভাবাধিকারী করিয়া ত্রাণ করুন)।

(খ) হে দেব! তথাবিধ সৎকর্ম্মপালক আপনার যে পবিত্রকারক পুণ্যময় শরীর, আমাতে সংন্যস্ত বা বর্ত্তমান ছিল, আপনার সেই পবিত্র-কারক শরীর আপনাতেই বর্ত্তমান থাকুক; আর কলুষকলঙ্কপরিমগ্ন পাপ-পঙ্কিল আমার যে দেহ কলুষনাশের জন্য আপনাতে সংন্যস্ত করিয়াছিলাম,

আপনার সহযোগে পবিত্রতাপ্রাপ্ত আমার সেই দেহ সৎকর্ম্মসাধনের জন্য আমাতে ফিরিয়া আসুক অথবা পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হউক। অথবা,—

হে দেব! তথাবিধ সৎকর্ম্মের পালক আপনার যে পবিত্রকারক পুণ্যময় শরীর আপনাতে অবস্থিত আছে, পবিত্রকারক পতিতোদ্ধারক আপনার সেই দেহ আমাতে বর্ত্তমান হউক; আর, কলুষকলঙ্ক-পরিম্লান আমার যে শরীর আমাতে অবস্থিত থাকিয়া অশেষ ক্লেশ-প্রদানে বন্ধনমূল উৎপাদন করিতেছে; তথাবিধ অকিঞ্চিৎকর আমার সেই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ, পাপকলুষনাশের নিমিত্ত অর্থাৎ ভববন্ধনমোচনের জন্য আপনার পুণ্যময় পবিত্রকারক শরীরে বিলীন হউক।

(মন্ত্রাংশ প্রার্থনামূলক। এখানে প্রার্থনাকারী পরমাত্মায় আত্ম-সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'কলুষ-কলঙ্কপরিলিপ্ত আমার এই ভৌতিক শরীর নাশ করিয়া আমাতে আপনার পুণ্যপূত দেবদেহ স্থাপন করুন। মর্ম্মার্থ এই যে,—আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন; আমাকে পবিত্র সত্ত্বসম্পন্ন করুন; আপনাতে আত্ম-সম্মিলন করিয়া আমি যেন পরাগতি লাভ করি, হে দেব, তাহা বিহিত করুন)।

(ক) হে সৎকর্ম্মপালক প্রজ্ঞানাধার দেব! (আপনার ও আমার উভয়ের শরীরে এইরূপ বিনিময় হইলে) আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহ, আপনার ও আমার উভয়ের সহিত প্রবর্ত্তিত হউক অর্থাৎ আমার কার্য্য আমার ন্যায় আপনারও আদর বা প্রীতি হউক। (ভাব এই,—অনুষ্ঠানরূপ ব্রত আমি সম্পন্ন করি, আর সেই কর্ম্মের পালনরূপ ব্রত আপনি গ্রহণ করুন)।

(খ) অপিচ, দীক্ষার বা সৎকর্ম্মের পালক ভগবান, আমার দীক্ষারূপ শোভন অনুষ্ঠান অবগত হউন অর্থাৎ স্বীকার বা গ্রহণ করুন।

(গ) আমার শারীর বাচিক মানস অথবা সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ত্রিবিধ তপঃকর্ম্মের পালক ভগবান আমার উক্তবিধ ত্রিবিধ তপঃকর্ম্ম অবগত হউন অর্থাৎ স্বীকার বা সুসিদ্ধ করুন।

(মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সদ্ভাবসমন্বিত হউক, অপিচ আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া ভগবান আমার পূজা গ্রহণ করুন—মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত)॥ (৫ম—৪০ক—১-২ম)॥

মন্ত্র-ভাষ্যঃ (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৮।৩।৪) 'অগ্নে ব্রতপা ইত্যাহবনীয়ে সমিধমাধায়েতি' আগ্নেয়ং যজুঃ যজমানো-হগ্নিশরীরেণাত্মশরীরস্য কৃতব্যত্যয়োহধস্তনং কর্ম্মকলাপং কৃতার্থং যথা স্বশরীরং কুর্ব্বাণ আহ। হে অগ্নে! ব্রতপাঃ মদীয় ব্রতস্য পালকো ভবেতি শেষঃ। হে অগ্নে! ব্রতপ্রার্থনকালে তব সম্বন্ধিনী যা তনূর্ময়ি অভূদবস্থিতা সা এষা তব তনুঃ ত্বয়ি ভবত্বিতি শেষঃ। যো বা উ যা চ মম তনুস্ত্বয্যভূৎ সা ইয়ং ময়ি ভবতু। কিঞ্চ হে ব্রতপতে ব্রতপালকাগ্নে! নৌ আবয়োর্ব্রতানি কর্ম্মাণি যথাযথং যথাস্বং স্বসম্বন্ধমনতিক্রম্য সন্ত্বিতি শেষঃ। অনুষ্ঠানরূপং ব্রতং মমাস্তু তৎপালনরূপং ব্রতং তবাস্ত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ দীক্ষাপতিঃ দীক্ষায়াঃ পালকোহগ্নিঃ মে দীক্ষাং মদীয় দীক্ষার্থং নিয়মবন্ধমং অনুমতবান্ অঙ্গীকৃতবানিত্যর্থঃ। তপস্পতিঃ তপসঃ পালকো-হগ্নিস্তপো মদীয়মুপসদমবন্ধমং অনুমতবান্॥ (৫অ - ৪০ক—১-২য়)॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

——:§০§:——

'অগ্নে ব্রতপা' ইত্যাদি মন্ত্রে আহবনীয়ে সমিধ আধান করিতে হয়। এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় অগ্নি-বিষয়ক। অগ্নি-শরীরের দ্বারা আত্ম-শরীরের কৃত ব্যত্যয় অধস্তন কর্ম্মকলাপের পরি-শোধন করিয়া, স্বশরীর-কামনায় মন্ত্রে প্রার্থনা জানান হইতেছে। ভাষ্যের প্রারম্ভে ভাষ্যকার এই ভাবেরই অভিব্যক্তি করিয়াছেন।

কিন্তু কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ের বিভিন্ন অংশে চরম প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। নিষ্কাম-কর্ম্মের চরম পরিণতি এইখানেই দেখিতে পাই। তোমার দেহে আমার দেহ যেন সম্মিলিত হয়; অর্থাৎ, তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তোমার সহিত যেন অভিন্ন হইয়া যাই। আমার দীক্ষা তপঃ সকলই যেন তোমাতে সমর্পিত হয়। মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। আত্মার আত্মসাম্মিলনের, পরমাত্মায় আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা, এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহে পরিব্যক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি তাঁহার সুখে আমার সুখ হউক, তাঁহার প্রীতিতে আমার প্রীতি আসুক, তাঁহারই সেবায় আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হউক। সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ, তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশে সাধিত হইতেছে মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া,—ইহা ভিন্ন নিষ্কামকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা সংসারীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় নিষ্কাম কর্ম্মের এক আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

ভাষ্যের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার সামান্য ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইলেও মূলতঃ কোনও পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে না। তবে ভাবপক্ষে আমরা যে তাৎপর্য্য গ্রহণ করি, ভাষ্যে তাহার অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। ভাষ্যে মন্ত্রের যে অর্থ পরিব্যক্ত, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে অগ্নে! তুমি স্বভাবতঃ সকল ব্রতের পালক হও। সেই কারণে ইদানীং তুমি আমার ব্রতের পালক হও। হে অগ্নি! ব্রতপ্রার্থনকালে তোমার সম্বন্ধী যে তনু আমাতে অবস্থিত ছিল, তোমার সেই তনু তোমাতে হউক। হে ব্রতপতি অগ্নি! আমাদের অনুষ্ঠিতব্য কর্ম্ম-সমূহ যেন স্বসম্বন্ধ অতিক্রম না করে। অপিচ, হে

দীক্ষার পালক অগ্নি! আমার দীক্ষা-নিয়ম অনুমোদন কর; হে তপঃপালক সোম! আমার সম্বন্ধী উপসদরূপ তপঃকর্ম্ম তুমি অনুমোদন কর।'

যাহা হউক, এক্ষণে মন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'যা' পদ বহু ভাবের দ্যোতনা করে। ঐ পদে ভগবানের 'যাবতীয় রূপ বা আকৃতি' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাঁহার অনন্ত নাম-রূপের পরিচয়ও উহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের আকৃতির বা রূপের অন্ত নাই। তাঁহার বিভূতি যেমন অনন্ত তাঁহার গুণ যেমন অনন্ত; তেমনি তাঁহার আকৃতিও অনন্ত অপরিসীম। মন্ত্রের প্রথম পাদের 'ক'-চিহ্নিত অংশে 'যা তব তনূঃ' ইত্যাদি অংশে বলা হইতেছে,—তুমি যে রূপে যে ভাবেই আমার অনুগ্রহ কর না কেন, সেই রূপের সেই ভাবের সহিতই যেন আমি আত্মলীন করিতে সমর্থ হই। আমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় অংশ যে ভাবে যে পরিণতিই প্রাপ্ত হউক না কেন, সেই ভাবেই যেন তোমার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। আর ইদানীং তাহা সম্ভবপর না হইলেও, সে দেহ যাহাতে সৎকর্ম্মশীল হয়, সে দেহের পাপকলুষতা দূরীভূত হইয়া আপনার পুণ্যস্পর্শে যাহাতে পাপপরিশূন্য হইতে পারে, আপনি তাহার বিধান করুন। তাহা হইলেই সে আপনাতে মিশিয়া যাইতে পারিবে।' ফলতঃ, জ্ঞানের স্পর্শে দিব্যজ্যোতির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আমি যেন তোমারই কর্ম্ম তোমারই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিতে পারি। হে দেব! আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট করিয়া দেও,—আমার ফলাকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া দেও।' ফলতঃ, ভগবানে চরম পরিণতিই ইহার মূল লক্ষ্য,—আত্মায় আত্মসম্মিলনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানুষের কোনও অনুষ্ঠানই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত নহে। তাহার প্রতি কার্য্যেই স্বার্থপরতার পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। মানুষ পূজা করে, হোম করে, জপতপ যাহারই অনুষ্ঠান করে, সকলেরই উদ্দেশ্য—তাহানমধ্যে ভগবানের নিকট কিছু পাইবার কামনায়। 'রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'—এ কামনা, এ প্রার্থনা তাহার প্রতি অনুষ্ঠানের মূল সূত্র। সুতরাং নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য কর্ম্মের সূচনা, তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হয়? তুমি আমার হও, আর আমি তোমার হই; আমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তুমি আসিয়া তাহা পূর্ণ কর, তাহার ফল তুমিই গ্রহণ কর,—এ কথা মানুষ সহজে বলিতে পারে কি? কিরূপ সোপানে কত উচ্চে আরোহণ করিলে, মানুষের মুখে এ কথা ফুটিয়া বাহির হয়, 'ধনং দেহি' প্রার্থনার পরিবর্ত্তে 'আমার সর্ব্বস্ব তুমি গ্রহণ কর' বলিবার সামর্থ্য জন্মে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মানুষের এ উক্তি সহজে বাহির হয় কি? কত কালের কত কঠোরকৃচ্ছ্র সাধনার ফলে মানুষ বলিতে অধিকারী হয়, 'তোমারই দেওয়া এ দেহ মন তোমাতেই সমর্পণ করিলাম; তোমারই প্রদর্শিত পথে চলিয়া তোমারই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। কর্ম্ম সম্পাদন তুমি করিবে, ফলভাগীও তুমিই হইবে। কর্ত্তৃত্বের দাবী আমার আর কিছুই নাই; আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি—

"তোমারই সুখেতে　　আমারই সুখ
তোমারই সেবায় প্রীতি পাই।
তোমারই হাস্য　　অমিয় রাশি,
হৃদয়ে মাখিয়া স্নিগ্ধ হই।"

ভগবান্ যে বলিয়াছেন,—'বিষয়ের চিন্তা কায়মন করিতে মানুষ বিষয়ের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; আর যাঁহারা নিরন্তর আমার চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন, তাঁহারা আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন;'—এতদ্বাক্যের সার্থকতা এখানেই উপলব্ধ হয়। যতক্ষণ মানুষের প্রাণে সেই পরাচিন্তা জাগরিত না হয়, ততক্ষণ তাহার পরাগতিলাভের কোনও আশা নাই।

উপসংহারে অগ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতিঃ' 'দীক্ষাপতিঃ', 'তপস্পতিঃ' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। অগ্নিকে এই সকল সম্বোধনের তাৎপর্য্য কি? এইরূপ সংশয়-প্রশ্নের অবতারণা অনেকত্র পরিদৃষ্ট হয়। সেই তাৎপর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। প্রথমতঃ, 'ব্রত' কাহাকে কহে? পাপক্ষয়কারী পুণ্যজনক কর্ম্মমাত্রই ব্রতপর্য্যায়ভুক্ত। আবার পবিত্রতাসাধক, মানসিক নির্ম্মলতা সাধক ব্রতনিয়মাদি তপঃ-পর্য্যায়ভুক্ত। ব্রতাদি কর্ম্মে স্থিতি দীক্ষা। জ্ঞান—এতৎসমুদায়ের পথ প্রদর্শন করে বলিয়া জ্ঞানাগ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'ব্রতপতে' প্রভৃতি সম্বোধনে অভিহিত করা হইয়াছে। স্বরূপ-জ্ঞান না জন্মিলে, কোনটী সৎ কোনটী অসৎ, তাহা কেমন করিয়া চিনিতে পারা যায়? অনেক সময় আমরা যাহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করি, যাহাকে ভগবানের প্রীতি-সাধক বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হয় তো ভ্রান্তিবিমিশ্র ও কলুষতাপূর্ণ হইয়া থাকে। অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে সৎ অসৎ নির্ব্বাচন করা কঠিন। ভ্রান্তিবশে অনেক সময় অনেক কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম বলিয়া আমরা মনে করি বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎসমুদায় সৎকর্ম্ম নহে। অগ্নিদেব অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নিই তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ। ক্লেদরাশি আবর্জ্জনারাশি ভস্মীভূত করিতে তিনিই অদ্বিতীয়। পরীক্ষার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া কর্ম্ম ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হয়—তাঁহারই নিকট। তাই অগ্নিদেবকে—জ্ঞানবহ্নিকে 'ব্রতপাঃ' 'দীক্ষাপতিঃ' 'তপস্পতিঃ', 'ব্রতপতিঃ' প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করা হইয়াছে। ফলতঃ, নামরূপ বিভিন্ন হইলেও, একমাত্র তিনিই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং';—তিনিই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং সকল যজ্ঞের একমাত্র ফলভাগী। (৫অ ৪০ক – ২ম)।

—•—

একোচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। একচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। দ্বিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) উরু বিষ্ণো বিক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি।

(২) ঘৃতং ঘৃতযোনে পিব প্র-প্র যজ্ঞপতিং তির স্বাহা॥ ৪১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

[আমাদিগের মতে মন্ত্র-দুইটী ভগবৎ-সম্বোধনে বিনিযুক্ত।]

(১) 'বিষ্ণো' (বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্) ত্বং 'উরু' (বিস্তীর্ণেন, অনন্তেন বা সত্ত্বসমুদ্রেণ ইতি ভাবঃ) 'বিক্রমস্ব' (ব্যাপ্নুহি অস্মান্ ইত্যর্থঃ); কিঞ্চ 'উরুক্ষয়ায়' (অনন্ত-নিবাসায়, শ্রেষ্ঠনিবাসায়) 'নঃ' (অস্মান্) 'কৃধি' (কুরু, সামর্থ্যসম্পন্নান্ কুরু ইতি ভাবঃ)।

(২) অপিচ 'ঘৃতযোনে' (হে শুদ্ধসত্ত্বজনক ভগবন্) ত্বং 'ঘৃতং' (হৃন্নিহিতং শুদ্ধসত্ত্বং, ভক্তিসুধা বা ইত্যর্থ.) 'প্র' (প্রকর্ষেণ) 'পিব' (প্রবর্দ্ধয়); 'স্বাহা' (স্বাহামন্ত্রেণ বয়ং ত্বাং পূজয়ামঃ, ভবদনুগ্রহেণ সুহুতমস্তু অস্মাকং কর্ম্মানুষ্ঠানং)।

ইমৌ মন্ত্রৌ প্রার্থনামূলকৌ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! শুদ্ধসত্ত্বেন সহ অস্মান্ আগচ্ছ। যথা বয়ং শ্রেষ্ঠনিবাসং ত্বাং প্রাপ্নুমঃ তথা অস্মান্ সামর্থ্যসম্পন্নান্ কুরু। অপিচ ভবৎপ্রদত্তেন শুদ্ধসত্ত্বেন অস্মান্ সমুদ্ধারয় স্বাত্মনি চ প্রতিষ্ঠাপয়॥ (৫অ—৪১ক-১ম)॥

বঙ্গানুবাদ।

(১) বিশ্বব্যাপিন্ হে ভগবন্! আপনি অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রের দ্বারা আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুন এবং অনন্তনিবাস বা শ্রেষ্ঠনিবাস লাভের জন্য আমাদিগকে সামর্থ্যসম্পন্ন করুন।

(২) আরও, হে শুদ্ধসত্ত্বজনক ভগবন্! আমাদের হৃন্নিহিত শুদ্ধ-সত্ত্ব বা ভক্তিসুধা গ্রহণ করুন এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে প্রবর্দ্ধিত করুন। স্বাহামন্ত্রে আমরা আপনার পূজা করি; আপনার অনুগ্রহে আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠান সুহুত হউক।

(মন্ত্র দুইটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আপনি আমাদিগের মধ্যে আগমন করুন; আমরা যাহাতে শ্রেষ্ঠ-নিবাসভূত আপনাকে প্রাপ্ত হই, সেইরূপভাবে আমাদিগকে সামর্থ্য-সম্পন্ন করুন। অপিচ, আপনার প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন এবং আপনাতে প্রতিষ্ঠাপিত করুন। (৫অ—৪১ক—১-২ম)॥

মন্ত্রভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

ইদানীং যূপসম্পাদনমন্ত্রাঃ (কা০ ৬।১।৩-৪) গৃহেষু যূপাহুতিং জুহোতি চতুর্গৃহীতাজ্যং স্রুবেণ বোরু বিষ্ণবিতীতি'। চতুর্গৃহীতমাজ্যমাহবনীয়ে জুহোতি। যূপং ছেত্তুং গমিষ্যন্ সা যূপাহুতিরিতি সূত্রার্থঃ। ব্যাখ্যাতা॥ (৫অ-৪১ক ১ম)॥

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

মন্ত্র দুইটী সরল প্রার্থনা মূলক হইলেও ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রদ্বয় দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মতে মন্ত্রদ্বয়ের সম্বোধ্য—ভগবান। ভাষ্যের প্রারম্ভেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'দ্বাভ্যাং যূপসম্পাদনমন্ত্রাঃ।' অর্থাৎ এইটী যূপসম্পাদন মন্ত্র। গৃহমধ্যে যূপাহুতি দিবার বিধি। চতুর্গৃহীত স্রুবের দ্বারা 'উরু বিষ্ণো' ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবে, চতুর্গৃহীত আহবনীয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তার পর যূপচ্ছেদনে গমন করিয়া 'সা যূপাহ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। এখানেও ভাষ্যকার মন্ত্রের দ্বিবিধ সম্বোধন স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথম মন্ত্রের সম্বোধ্য হইয়াছে—আহবনীয় এবং দ্বিতীয় মন্ত্রের সম্বোধ্য হইয়াছে—অগ্নি। ভাষ্যকার মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা এই,—'হে ব্যাপক আহবনীয়, শত্রুদিগের মধ্যে বহুল পরাক্রম কর এবং ব্রহ্মগৃহনিবাসের নিমিত্ত আমাদিগকে বহু কর। হে ঘৃতযোনে অগ্নে! হূয়মান এই আজ্য ভক্ষণ কর এবং যজমানকে অতিশয়িতরূপে প্রবৃদ্ধ কর। সেইরূপ আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত আমাদের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হউক।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যের নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা অষ্টচত্বারিংশৎ কণ্ডিকার উক্ত ব্যাখ্যার অনুসরণ করিয়াছি।

ভাষ্যের এ অর্থে লৌকিক প্রার্থনায় লৌকিক ঐশ্বর্য্য-লাভের বিষয়ই সূচনা করে। যে অর্থ ভাষ্যকার নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ডের দিক দিয়া দেখিলে হয় তো তৎসম্বন্ধে মতভেদ না হইতে পারে; কিন্তু আমাদের পন্থার অনুসরণে, আমরা কোনক্রমেই ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মতে এই কাণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয়ের লক্ষ্য—ভগবান। মন্ত্রে তাঁহাকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। আরও, মন্ত্রের ভাবও যে ভাষ্যাতিরিক্ত অন্য কিছু, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। 'বিষ্ণো' সম্বোধন পদে এখানে সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যকার 'উরু' পদের 'বহুলং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু 'উরু' পদে আমরা 'অনন্তেন সত্ত্বসমুদ্রেন' অর্থ পরিগ্রহণ করি। ভগবান সত্ত্বের আধার; তাঁহা হইতেই সকল সদ্ভাব সমুদ্ভূত। 'বিক্রমস্ব' ক্রিয়াপদে আমরা 'ব্যাপ্নুহি' অর্থ গ্রহণ করি। এখানে এ মন্ত্রে লৌকিক শত্রুনাশের প্রার্থনা নাই। মন্ত্রের লক্ষ্য অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রে অবগাহন; সত্ত্বস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া। সাধক বলিতেছেন,—'আপনার অনন্ত সত্ত্বসমুদ্রের দ্বারা আমাকে ব্যাপ্ত করুন। আর অনন্ত শ্রেষ্ঠনিবাস লাভের জন্য আমাদিগকে সামর্থ্য-সম্পন্ন করুন; অর্থাৎ আমরা যাহাতে আপনাতে লীন হইতে পারি, আপনি আমাদিগকে তদুপযুক্ত করুন।' এখানে সেই অধিকার-লাভের প্রসঙ্গই আসিয়া পড়ে। অধিকারী না হইলে, অধিকার লাভ না করিতে পারিলে, ভগবৎপ্রাপ্তি যে সুদূরপরাহত এ প্রসঙ্গে তাহাই স্পষ্টীকৃত দেখিতে পাই। তাই ভগবানের নিকট তাঁহাকে পাইবার অধিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে। আর প্রার্থনা করা হইয়াছে—শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের। তিনি বিশ্বের সকল সদ্ভাবের আধার তিনি সৎস্বরূপ। সদ্ভাবে মণ্ডিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রমধ্যে পরিস্ফুট দেখি। ভাষ্যের মন্ত্রের সহিত শত্রুর কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝা যায় না।

দ্বিতীয় মন্ত্রের 'ঘৃতযোনে' পদের বিশ্লেষণে মন্ত্রের ভাব সুস্পষ্ট হয়। 'ঘৃতযোনে' পদে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বজনক' অর্থাৎ যিনি শুদ্ধসত্ত্ব জন্মান বা উৎপাদন করেন, আমরা সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করি। 'অগ্নি' পদে এখানে প্রজ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে বুঝাইতেছে। ভগবান্ হইতেই যে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়, তিনিই যে শুদ্ধসত্ত্বের জনক, এখানে 'ঘৃতযোনে অগ্নে' পদদ্বয়ের তাহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে মন্ত্রের যে ভাব হয়, মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রে ভগবানের নিকট যেমন শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনা আছে, তেমনি আবার ভগবানকে শুদ্ধসত্ত্বদানের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারই সামগ্রী তাঁহাকে প্রদান করিয়া আনন্দ-লাভের কামনাই মন্ত্রের লক্ষ্যস্থানীয়। (৫অ-৪১ক—১-২ম)।

—— • ——

দ্বিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। দ্বিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। সপ্তমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) অত্যন্যান্ ২ ॥ (২) অগাং নান্যান্ ২ ॥

(৩) উপাগামর্বাক্ ত্বা পরেভ্যোঽবিদং পরোঽবরেভ্যঃ।

(৪) তং ত্বা জুষামহে দেব বনস্পতে দেবযজ্যায়ৈ দেবাস্ত্বা

দেবযজ্যায়ৈ জুষন্তাং। (৫) বিষ্ণবে ত্বা।

(৬) ওষধে ত্রায়স্ব। (৭) স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ ॥ ৪২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

(এই কণ্ডিকায় কয়েকটী মন্ত্রই ভগবৎ-সম্বোধনে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি।)

(১) হে ভগবন্! একমেবাদ্বিতীয়স্ত্বং 'অন্যান' (বিশ্বান্ সর্ব্বান্) 'অতি' (অতিক্রম্য বর্ত্তসি ইতি শেষঃ), অথবা 'অন্যান' (বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং) 'অতি' (অতীতঃ, জ্ঞানবিজ্ঞানানাং অতীতঃ ইতি ভাবঃ) অসি ইতি শেষঃ। ভাবার্থঃ—ভগবান হি সর্ব্বমূলাধারঃ।

(২) ইত্থং বিদিত্বা হে ভগবন্! অহং ত্বাং 'অগাং' (আগতবানস্মি, শরণং প্রাপ্তবানস্মি ইতি ভাবঃ, ত্বং মাং উদ্ধারয় ইতি ভাবঃ) 'ন' (ন তু) 'অন্যান' (ততঃ অপরান্ কাঞ্চিদপি প্রাপ্তবান্; যদ্বা—ত্বত্তঃ অন্যঃ কোঽপি তারয়িতুং ন শক্নোতি ইতি ভাবঃ)।

এতৌ মন্ত্রৌ ভগবতঃ মাহাত্ম্যবিজ্ঞাপকৌ। বিশ্বেষাং সর্ব্বেষাং অতীতঃ অপিচ অবাঙ্-মনসোগোচরঃ সঃ ভগবান মাং উদ্ধারয়তু। অতঃ তং ভগবন্তং শরণং ব্রজামি। ত্বং বিনা, হে ভগবন্! অন্যঃ কোঽপি ভবাব্ধিং তারয়িতুং ন শক্নোতি। হে ভগবন্! ত্বং হি একঃ এব উদ্ধারকারকঃ কর্ম্মফলনাশকঃ ইতি ভাবঃ।

(৩) হে ভগবন্! 'উপাগাং' (ভবৎসমীপে আগতবানস্মি, যথা,—প্রত্যাগতোঽস্মি ইত্যর্থঃ) ; 'অর্ব্বাক্' (নিকটে) 'অবরেভ্যঃ পরঃ' (নিকটেভ্যঃ পরস্তাৎ, দূরে ইত্যর্থঃ) অথবা, 'পরেভ্যঃ' (নিকটাৎ দূরাৎ বা তদন্তরে বর্ত্তসি, নিকটে বা দূরে বা অপরে বা স্থানে যস্মিন্ ত্বং বর্ত্তসি তস্মিন্নপি স্থানে ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অবিদং' (লব্ধবান্, জ্ঞাতবান্ অস্মি অর্থাৎ যেন ত্বাং অহং প্রাপ্নোমি ইতি ভাবঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং।

(৪) 'বনস্পতে' (হৃদ্রূপস্য অরণ্যস্য স্বামিন্, যথা—অরণ্যসদৃশস্য হৃদয়স্য পবিত্রাণ-কারিন্) 'দেব' (দ্যোতমান, স্বপ্রকাশ হে ভগবন্) তং (তাদৃশং, তথাবিধং ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'দেবযজ্যায়ৈ' (দেবযাগায়, সদ্ভাবজননায় দেবভাবানাং উন্মেষণায় চ ইত্যর্থঃ) 'জুষামহে' (সেবামহে, প্রীণিমহে ইত্যর্থঃ) ; কিঞ্চ 'দেবযজ্যায়ৈ' (অস্মাসু সদ্ভাবপ্রতিষ্ঠাপনায় ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'জুষন্তাং' (সেবন্তাং, উদ্দীপয়ন্তু ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। পরমপদপ্রাপ্ত্যর্থং সদ্ভাবলাভায় শুদ্ধসত্ত্বজননায় চ যথাহং ত্বাং সেবয়ামি, হে ভগবন্! কৃপয়া তথা কুরু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।

(৫) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিষ্ণবে' (বিশ্বব্যাপকস্য ভগবতঃ প্রীণনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) নিয়োজয়ামি, উৎসৃজামি ইতি শেষঃ। সদ্ভাবেন ভগবান্তঃ সুগমো ভবতি, ভগবৎপ্রাপ্ত্যৈ নিখিলাঃ সদ্ভাবাঃ প্রদেয়াঃ ইতি ভাবঃ।

(৬) 'ওষধে' (কর্ম্মফলনাশক হে দেব!) 'ত্রায়স্ব' (অজ্ঞানাৎ মোহাৎ বা উদ্ধারয়—মামিতি শেষঃ)। হে দেব! ঝটিতি মম কর্ম্মফলক্ষয়ং বিধেহি ইতি ভাবঃ।

(৭) 'স্বধিতে' (ভববন্ধনচ্ছেদক হে দেব! 'এনং' (জনং—মামিতি যাবৎ) 'মা হিংসীঃ' (ন হিংস্যাঃ, মাং প্রতি প্রতিকূলঃ বিরূপঃ বা মা ভব)। মম ভববন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ।

প্রার্থনামূলকাঃ এতাঃ মন্ত্রাঃ। ভগবান অস্মাকং কর্ম্মফলং ভববন্ধনঞ্চ নাশয়িত্বা অস্মান্ পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয়তু ইত্যেবং প্রার্থনা মন্ত্রেষু বর্ত্ততে। (৫অ ৪২ক—১-৭ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(১) হে ভগবন্! একমেবাদ্বিতীয় আপনি বিশ্বের সকলকে অতি-ক্রম করিয়া রহিয়াছেন; অথবা আপনি বিশ্বের সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের অতীত হয়েন। (ভাব এই—ভগবানই সর্ব্বমূলাধার)।

(২) ইহা জানিয়া, হে ভগবন্! আমি আপনার শরণ লইতেছি; আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি ভিন্ন অপর কাহারও শরণ লইতেছি না; কারণ, আপনি ভিন্ন অন্য কেহই ত্রাণ করিতে সমর্থ নহেন।

(মন্ত্রদ্বয় ভগবানের মাহাত্ম্য-বিজ্ঞাপক। বিশ্বের সকলের অতীত অপিচ অবাঙ্মনসোগোচর সেই ভগবান্ আমাকে উদ্ধার করুন; আমি সেই ভগবানের শরণ লইতেছি। হে ভগবন্! আপনি ভিন্ন কেহই ভবাব্ধি পার করিতে অর্থাৎ ত্রাণ করিতে সমর্থ নহে। হে ভগবন্! আপনিই একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। মন্ত্র এই ভাব পরিব্যক্ত)।

(৩) হে ভগবন্! আপনার সমীপে আগমন করিলাম। নিকটে, দূরে অথবা নিকট ও দূরের বাহিরে যে কোনও স্থানে, আপনি থাকুন না কেন, সেই স্থানেই যেন আমি আপনাকে প্রাপ্ত হই।

(৪) হৃদয়রূপ অরণ্যের স্বামিন্ অথবা শরণ্যসদৃশ হৃদয়ের পরিত্রাণ-কারী জ্যোতিষ্মান্ স্বপ্রকাশ হে দেব! তথাবিধ আপনাকে, হৃদয়ে সদ্ভাব-জননের অর্থাৎ দেবভাব-উন্মেষণের জন্য সেবা করি অর্থাৎ প্রীত করি। অপিচ, আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য দেবভাবসমূহ আপনাকে সেবা অর্থাৎ উদ্দীপিত করুক। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। হে ভগবন্! পরমপদপ্রাপ্তির কামনায় সদ্ভাবলাভের জন্য এবং শুদ্ধসত্ত্ব-প্রজনন জন্য আমি যাহাতে আপনার সেবা করিতে পারি, আপনি কৃপা করিয়া তাহার বিধান করুন)।

(৫) হে মম হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বব্যাপক ভগবানের প্রীতির জন্য তোমাকে নিয়োজিত বা উৎসর্গীকৃত করিতেছি। (ভাব এই যে,—সদ্ভাবের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি সুগম হয়। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য নিখিল সদ্ভাব প্রদান করা কর্ত্তব্য)।

(৬) কর্ম্মফলনাশকারিন্ হে দেব! আমাকে অজ্ঞান মোহ হইতে উদ্ধার করুন। (ভাবার্থ,—হে দেব! শীঘ্র আমার কর্ম্মফল ধ্বংস করুন)।

(৭) হে ভববন্ধনচ্ছেদনকারি দেব! এই জনের (আমার) প্রতি প্রতিকূল বা নিরূপ হইবেন না। (ভাব এই যে,—আমাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করুন)।

(মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। ভগবান্ আমাদিগের কর্ম্মফল ও ভববন্ধন নাশ করিয়া আমাদিগকে পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করুন—মন্ত্রত্রয়ে এবম্বিধ প্রার্থনা বিদ্যমান রহিয়াছে)। (৫অ—৪২ক—১-৭ম)॥

• • •

মন্ত্র-ভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৬।১৫-৭) 'আজ্যশেষমাদায় স তক্ষা গচ্ছতি যূপমভিমৃশত্যত্যন্যানিতি প্রাঙ্‌ তিষ্ঠন্নভিমন্ত্রয়তে বেতি'। যূপাহুতিশেষাজ্যযুতো যূপতক্ষণার্থং বনং গত্বা যূপমভিমৃশেদভিমন্ত্রয়েদ্বেতি সূত্রার্থঃ। বনস্পতিদেবত্যম্। বৃক্ষা দ্বিবিধাঃ যূপ্যা অযূপ্যাশ্চ। পলাশখদিরবিল্বাদয়ো যূপ্যাঃ নিম্বজম্বীরাদয়স্ত্বযূপ্যাঃ। হে পুরোবর্ত্তিযূপবৃক্ষ! ত্বত্তোঽন্যোন কাংশ্চিদ্যূপানপি সমপ্রদেশ-জন্মাদিলক্ষণরহিতানত্যগাম্ অতিক্রান্তবানস্মি অন্যাংশ্চাযূপ্যাংস্তোপাগাং। কিঞ্চ পরেভ্যো বৃক্ষেভ্যো দূরবর্ত্তিভ্যোঽর্ব্বাক্ নিকটং ত্বা ত্বামবিদং লব্ধবানস্মি। অবরেভ্যো নিকটেভ্যঃ পরঃ পরস্তাদবিদং 'বিদলৃ লাভে' 'পুষাদি' (পা০ ৩।১।৫৫) ইত্যাঙ লুঙ রূপং। কিঞ্চ হে বনস্পতে বনস্য পালক! হে দেব দীপ্যমান বৃক্ষ! দেবযজ্যায়ৈ দেবযাগার্থং তং তাদৃশং ত্বাং বয়ং জুষামহে সেবামহে। দেবা অপি দেবযজ্যায়ৈ ত্বাং জুষন্তাং সেবন্তাং। (কা০ ৬।১।১১) 'স্রুবেণোপস্পৃশতি বিষ্ণবে ত্বেতি'। হে যূপবৃক্ষ! ত্বা ত্বাং বিষ্ণবে যজ্ঞায় উপস্পৃশামীতি শেষঃ। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃরিতি শ্রুতেঃ। (কা০ ৬।১।১২) 'ওষধ ইতি কুশতরুণং তিরস্করোতি'। যূপবৃক্ষস্য কুশমন্তর্দ্ধানং কুর্য্যাদিতি সূত্রার্থঃ হে ওষধে। ত্বং ত্রায়স্ব স্বধিতিভয়াৎ মাং রক্ষ। (কা০ ৬।১।১৩) 'স্বধিত ইতি পরশুনা প্রহরতীতি'। হে স্বধিতে পরশো! এনং যূপং মা বধীঃ॥ ৪২॥

• • •

মন্ত্রার্থ আলোচনা।

— • —

এই কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহ বড়ই জটিল-ভাবাপন্ন। মন্ত্র কয়টী যূপতক্ষণে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যে মন্ত্র সমূহের যে প্রয়োগ-বিধির উল্লেখ আছে, তাহাই প্রথমে বিবৃত করিতেছি। আজ্যশেষ গ্রহণান্তর তক্ষাভিমুখে গমন করিয়া 'অত্যন্যান' প্রভৃতি মন্ত্রে যূপকে অভিমর্শন এবং পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া অভিমন্ত্রিত করিবে। তার পর যূপাহুতিশেষ আজ্য গ্রহণান্তর যূপতক্ষণ জন্য বনে গমন করিয়া আবার যূপকে অভিমর্শন বা অভিমন্ত্রিত করিবার বিধি সূত্রে উক্ত আছে। কাণ্ডকার মন্ত্র সমূহ বনস্পতি দেবতা বিষয়ে বিনিযুক্ত। কোন্ বৃক্ষ যূপের উপযুক্ত এবং কোন বৃক্ষ যূপের উপযুক্ত নয়, ভাষ্যে তাহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ভাষ্যকারের উক্তি; যথা,—যূপ্য ও অযূপ্য ভেদে বৃক্ষ দ্বিবিধ। পলাশ, খদির ও বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ যূপ্য; আর নিম্ব জম্বীরাদি বৃক্ষ অযূপ্য। এবম্বিধ সূচনায় অবতারণা করিয়া ভাষ্যকার কাণ্ডকার মন্ত্রসমূহের নিম্নরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—

হে পুরোবর্ত্তি যূপবৃক্ষ! আপনি ভিন্ন, সমপ্রদেশে-জন্মাদিলক্ষণ-বিরহিত অপর সকল যূপকেই আমি করিয়াছি। অন্যান্য যূপসমূহকেও আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। পর, অপর এবং দূরবর্ত্তী বৃক্ষ-সমূহের নিকটস্থ তোমাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকট হইতে পুরোবর্ত্তী তোমাকেই জানিয়াছি। হে বনপালক, হে দীপ্যমান্ বৃক্ষ! দেবযাগের নিমিত্ত তাদৃশ তোমাকে আমরা সেবা করি। দেবযাগের নিমিত্ত দেবগণও তোমাকে সেবা করুন। অতঃপর স্রুবের দ্বারা বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া 'বিষ্ণবে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বিধি।

মন্ত্রার্থ—হে যূপবৃক্ষ! যজ্ঞের নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করি। 'ঔষধে ত্বা' প্রভৃতি মন্ত্রে কুশতরুণকে তিরস্কৃত করিবে। যূপবৃক্ষের কুশকে অপসারিত করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠের বিধি। মন্ত্রার্থ—'হে ওষধে! স্বধিতি ভয় হইতে আমাকে রক্ষা কর।' 'স্বধিতি' প্রভৃতি মন্ত্রে পরশুনা প্রহরণের বিধি। মন্ত্রের অর্থ,—'হে স্বধিত পরশু। এই যূপকে বধ করিও না।'

ভাষ্যে ভাষ্যকারের অর্থ এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকারের এ অর্থে মন্ত্রের কোনও উচ্চভাব হৃদয়ে ধারণা করা যায় না। যূপ-বৃক্ষের নিকট এরূপ অর্থহীন প্রার্থনায় ঐহিক বা পারত্রিক কি সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বৃক্ষের দীপ্তিমানত্বও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। ভাষ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়াই এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বেদকে 'চাষার গান' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন; এবং বেদকে জড়োপাসনা—প্রাকৃতিক অবস্থা-বৈচিত্র্যের আরাধনার প্রবর্ত্তক বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম-বিচারে মূল-তত্ত্ব নিষ্কাশন করিতে পারিলে, তাঁহাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা প্রকট হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, কণ্ডিকার মন্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যায় আমরা কোনক্রমেই ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। পরন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থাই পরিগ্রহণ করিয়াছে। কি সূত্রে আমাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিয়াছে, আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহার বিশদ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইবে। 'অত্যগ্লান্' মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'হে যূপবৃক্ষ! তোমাকে দেখিয়া, যূপলক্ষণরহিত অন্যান্য বৃক্ষকে আমি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।' কিন্তু বৃক্ষবাচক কোনও পদ বা অন্যান্য বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়া আসার ভাব মন্ত্রের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না; এমন কি, তাহার আভাস-মাত্রও মন্ত্রের মধ্যে নাই। মন্ত্রে আছে মাত্র 'অতি' ও 'অগ্লান্' পদদ্বয়। ইহাতে আমরা কেন বৃক্ষের সম্বন্ধ টানিয়া আনিব? সকল ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থানীয় বেদে ভগবানের মাহাত্ম্যই পরিকীর্ত্তিত। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভগবানের গুণগান, ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন, ভগবানের অনুস্মরণ—ইহাই হইল বেদের মূল সূত্র। অপার্থিব সামগ্রীতে পার্থিব সামগ্রীর পার্থিব সম্বন্ধ স্থাপন, নিত্য সামগ্রীর সহিত অনিত্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা—কদাচ সমীচীন নহে। বৃক্ষাদি বনস্পতিগণ অনিত্য জড়পদার্থ; আর বেদমন্ত্র নিত্য অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় নিত্য সামগ্রীর সহিত, অনিত্য পৌরুষেয় সামগ্রীর সম্বন্ধ সূচনায়, বেদের নিত্যত্বে ও অপৌরুষেয়ত্বে বিঘ্ন ঘটে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কেহই তাহা অনুমোদন করিবেন না। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্র ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। ভগবানের মাহাত্ম্যই মন্ত্রে পরিব্যক্ত। 'একমেবাদ্বিতীয়' ভগবান সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত—মন্ত্র সেই তত্ত্বই প্রচার করিতেছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা। 'অতি' ও 'অগ্লান' পদদ্বয় সেই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। তাই আমরা 'অতি' পদের অর্থ করিয়াছি,—'অতিক্রম্য বর্ত্তসে'; আর 'অগ্লান' পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বান্ সর্ব্বান্।' অর্থাৎ,—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বের সকলকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন অর্থাৎ আপনি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত। তার পরই, ভগবানের মহিমা অবগত হইয়া প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করিয়াছেন,—'অগাং' অর্থাৎ আপনার নিকট আগমন করিলাম—আপনার শরণ লইলাম।' কেন শরণ লইলাম?—ভবসমুদ্র উত্তরণের

আমার। আরও, আমি জানি – আমার বোধগম্য হইয়াছে,—'ন অস্তান্' অর্থাৎ আপনি ভিন্ন সংসারসমুদ্র পারের কাণ্ডারী অন্য কেহই নাই। তাহা জানিয়াই আপনার শরণ লইতেছি। আপনিই একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা।' আমার প্রার্থনা, – আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

তৃতীয় মন্ত্রে, ভগবৎপ্রাপ্তির সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যমতে মন্ত্রের অর্থ,—'দূরে নিকটে বা পুরোভাগে বৃগলক্ষণরহিত অন্য যে সকল বৃক্ষ আছে, সে সকলই আমি অবগত আছি।' কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। ভগবানকে বলা হইতেছে,—'আপনি নিকটেই থাকুন, আর দূরেই থাকুন অথবা অন্য যেখানেই থাকুন, সেখান হইতেই যেন আমি আপনাকে প্রাপ্ত হই।' পদসমূহের যে অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, এখানে প্রকারান্তরে আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান বিশ্বব্যাপী—বিশ্বময়; তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন; তিনি স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। কোথায় তিনি নাই? অনলে অনিলে সলিলে, ভূধরে কন্দরে গিরিশিখরে—যখন যেখানে যে ভাবে যে রূপে তাঁহার অনুসন্ধান করিবে, সেইখানেই তাঁহাকে সেই ভাবে সেই রূপে দেখিতে পাইবে। ফলতঃ, এখানে এই মন্ত্রে তাঁহার বিশ্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অরূপ, তিনি বিশ্বরূপ, তিনি বহুরূপ – মন্ত্রমধ্যে ভগবানের এই স্বরূপতত্ত্ব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। সেই রূপ-সাগরে মগ্ন হইবার, সেই বিরাট অসীমে সসীমত্বের পরিসমাপ্তি করিবার সঙ্কল্প করিয়া সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'আপনি যেখানে যে ভাবে যে রূপেই বিদ্যমান থাকুন, সেখান হইতে সেই ভাবে সেই রূপে আসিয়াই আমাকে উদ্ধার করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম—সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিলাম।'

ষষ্ঠ মন্ত্রের 'ওষধে' এবং সপ্তম মন্ত্রের 'স্বধিতে' পদদ্বয়ে একমাত্র ভগবানকেই সম্বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ভাষ্যমতে কুশতরুণ ও কুঠার যথাক্রমে ঐ দুই মন্ত্রের সম্বোধ্য। আমরা ভাষ্যকারের অর্থ গ্রহণ করি না। অভিধানানুসারে 'ওষধি' শব্দের অর্থ –'যে ফলপাক পর্য্যন্ত জীবিত থাকে'। তাহা হইতে কর্ম্মফলপাক-দানের ভাব পাওয়া যায়। যাঁহার ফলপাক পর্য্যন্ত সজীবতা বা অধিকার, তিনি ভগবান ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? কর্ম্মফল লইয়াই জীব ভগবানের অধীন। যিনি কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, ফলভোগ যাঁহার নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধ করিতে পারিয়াছেন,— তিনিই মুক্ত হইতে পারিয়াছেন। মহাজনগণ তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,— "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" এইরূপে, ষষ্ঠ মন্ত্রস্থিত 'ওষধে' পদে কর্ম্মফলদাতা বা কর্ম্মফলনাশয়িতা ভগবানকেই বুঝা যায়। তাই মন্ত্রের প্রার্থনা হইয়াছে,—হে ভগবন্! আমার কর্ম্মফল সত্বর ক্ষয় করুন। সংসারে আমার গতাগতির নিবৃত্তি ঘটুক।' 'স্বধিতে' পদের অনুশীলনেও সেইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। তদনুসারে ভববন্ধন-ছেদনের ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি। যিনি ভব (সংসার) বন্ধন ছেদন করেন, তিনিই ঈশ্বর—তিনিই ভগবান। তাঁহার নিকটেই 'ত্রায়স্ব' (পরিত্রাণ কর) প্রার্থনা সঙ্গত হয়। তাঁহার নিকটই 'মৈনং হিংসীঃ' অর্থাৎ এই 'অভাজনকে হিংসা করিবেন না, ইহার প্রতি প্রতিকূল বা বিরূপ হইবেন না'; এইরূপ

কামনা যুক্তিযুক্ত হয়। ফলতঃ, আমাদের মতে, কুশতরুণ বা কুঠার পদদ্বয়ের লক্ষ্য নহে; আমাদের মতে, ঐ পদদ্বয়ের লক্ষ্য ভগবান;—প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে যাঁহার স্বরূপ প্রখ্যাপিত হইয়াছে,—প্রার্থনাকারী যাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপে কণ্ডিকার সাতটী মন্ত্রে চরম প্রার্থনার বিকাশ হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি জ্ঞানময়—জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত। ইহা অবগত হইয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে সাধক তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন,—একমাত্র ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ উদ্ধারকর্ত্তা নাই। ভবসমুদ্র পার করিবার কাণ্ডারী একমাত্র তিনিই; অপর কেহ নহে। তাই তিনি কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি যেখানেই থাকুন,—নিকটেই থাকুন আর দূরেই থাকুন অথবা অন্য কোনও স্থানে থাকুন—সেখান হইতেই আমাকে উদ্ধার করুন। চতুর্থ মন্ত্রে হৃদয়ে সদ্ভাবোন্মেষণের সঙ্কল্প প্রকটিত। প্রার্থনা ভগবানের সেবা-পরিচর্য্যার জন্য যেন হৃদয়ে সদ্ভাব উন্মেষিত হয়। পরিশেষে শেষোক্ত মন্ত্রত্রয়ে—সত্ত্বভাবের উদয়ে সর্ব্বভূতে দেববিভূতি দর্শন এবং ভগবানের নিকট কল্যাণ কামনা করা হইয়াছে। এইরূপে সাধক একমাত্র ভগবানকেই পরাশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াই তিনি চরম প্রার্থনায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি কাতরকণ্ঠে জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া আপনার শরণ লইলাম। আপনি বিরূপ হইবেন না—প্রতিকূল হইবেন না। আপনি আমায় ত্রাণ করুন—পরমার্থ জ্ঞান প্রদান করুন। আমার ভববন্ধন টুটিয়া যাউক, আমার জন্মগতি রোধ হউক।' মন্ত্রসমূহে এইরূপ প্রার্থনা প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। (৫অ—৪২ক—১-৭ম)।

—— • ——

ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা।

(পঞ্চম অধ্যায়। ত্রিচত্বারিংশৎ কণ্ডিকা। ত্রিমন্ত্রাত্মিকা।)

(১) দ্যাং মা লেখীরন্তরিক্ষং মা হিꣳসীঃ পৃথিব্যা সম্ভব।

(২) অয়ꣳ হি ত্বা স্বধিতিস্তেতিজানঃ

প্রণিনায় মহতে সৌভগায়।

(৩) অতস্ত্বং দেব বনস্পতে শতবল্‌শো বিরোহ

সহস্রবল্‌শা বিবয়ꣳ রুহেম ॥ ৪৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

(এই কণ্ডিকার মন্ত্র-কয়টী ভগবানের সম্বন্ধে প্রযুক্ত।)

(১) হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেণ 'দ্যাং' (দ্যুলোকসম্ভবাঃ, দ্যুলোকে অবস্থিতাঃ দেবভাবাঃ ইতি ভাবঃ) মাং 'মা লিখ' (মা হিংসন্তু, যদ্বা মা পরিত্যজন্তু ইত্যর্থঃ); 'অন্তরিক্ষং' (অন্তরিক্ষলোকসম্ভবাঃ, যদ্বা — অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিতাঃ দেবভাবাঃ অপি ইত্যর্থঃ) 'মা হিংসী' (মাং মন্তু, — মাং পরিত্যজ্য ন গচ্ছন্তু, মাং প্রতি বিরূপাঃ ন সন্তু ইত্যর্থঃ); অপিচ 'পৃথিব্যা' (হৃদয়রূপেণ আধারক্ষেত্রেণ সদ্বৃত্তিমূলেন বা সহ ইতি যাবৎ) তে সর্ব্বে 'সম্ভব' (সঙ্গতাঃ ভবন্তু)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবতঃ অনুগ্রহেণ নিখিলাঃ সর্ব্বে দেবভাবাঃ অস্মাসু উপস্থিতাঃ ভবন্তু! তেন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্তুং শক্নুমঃ ইতি ভাবঃ।

(২) 'স্বধিতিঃ' (সংসারবন্ধননাশকঃ) 'অয়ং' (সঃ ভগবান) 'হি' (একঃ এব) 'তেতিজানঃ' (তূর্ণং ভবাব্ধিপারনয়নসমর্থঃ ইতি ভাবঃ); অতঃ হে ভগবন্! 'মহতে' (শোভনায়, ঐশ্বর্য্যসমন্বিতায় ইত্যর্থঃ) 'সৌভগায়' (সৌভাগ্যলাভায়, যদ্বা সৎকর্ম্মসাধনায় ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'প্রণিনায়' (প্রীণয়ামি সন্তজামি ইতি ভাবঃ)। স হি ভগবান একঃ এব ভবাব্ধিপারনায়কঃ। সংসারবন্ধনমোচনায় অহং তং ভগবন্তং পূজয়ামি প্রার্থয়ামি চ। হে ভগবন্! মম সংসারবন্ধনং ছেদয় ইতি ভাবঃ।

(৩) 'দেব' (দ্যোতমান, স্বপ্রকাশ) 'বনস্পতে' (হৃদয়রূপস্য অরণ্যস্য স্বামিন্ হে ভগবন্!) 'শতবলশঃ' (বহুরূপঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বিরোহ' (বিশেষেণ জায়স্ব, অস্মাসু অধিষ্ঠিতঃ ভব ইতি ভাবঃ); 'অতঃ' (তস্মাৎ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ ইত্যর্থঃ) 'সহস্রবলশাঃ' (বহুসামর্থ্যোপেতাঃ, নিখিলৈঃ সদ্ভাবাদিভিঃ যুক্তাঃ সন্তু ইতি ভাবঃ) 'বিরুহেম' (বিশেষেণ প্রজায়েমহি, প্রবৃদ্ধান্ ভবাম ইতি শেষঃ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং। ভগবান অস্মাসু অধিষ্ঠিতঃ সন্ অস্মান্ সদ্ভাবসমন্বিতান্ কুরু ইতি ভাবঃ। (৪ম—৪৩ক—১-৩ম)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(১) হে ভগবন্। আপনার অনুগ্রহে দ্যুলোকে অবস্থিত দেবভাব-সমূহ আমাকে যেন হিংসা না করেন, অর্থাৎ পরিত্যাগ না করেন; অন্তরিক্ষলোকে সম্ভবিত অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত দেবভাব-সমূহও যেন আমাকে হিংসা না করেন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া না যান অথবা আমার প্রতি বিরূপ না হন। পরন্তু সদ্বৃত্তিমূল হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্রের সহিত সকলে আসিয়া সঙ্গত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের অনুগ্রহে নিখিল দেবভাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হউক। তাহাতে আমরা ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হইব)।

(২) সংসারবন্ধননাশক সেই ভগবানই একমাত্র ভবাব্ধিপারে নয়ন সমর্থ। অতএব হে ভগবন্! ঐশ্বর্য্যসমন্বিত সৌভাগ্যলাভের জন্য অথবা শোভন সৎকর্ম্মসাধনের নিমিত্ত আপনাকে ভজনা করি। (ভাব এই যে,— সেই ভগবানই একমাত্র ভবসমুদ্রপারের নায়ক। সংসারবন্ধন-মোচন জন্য আমি সেই ভগবানকে পূজা করি। হে ভগবন্। আমার সংসার-বন্ধন ছেদন করুন)।

(৩) জ্যোতিমান্ স্বপ্রকাশ হৃদয়রূপ অরণ্যের অধিস্বামী হে ভগবন্! আপনি বহুরূপ হইয়া বিশেষভাবে আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। তাহাতে উপাসক আমরা বহুসামর্থ্যোপেত পুত্রাদি সমন্বিত হইয়া বিশেষরূপে প্রবৃদ্ধ হইতে পারিব। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সদ্ভাব-সমন্বিত করুন এবং পরম ধন প্রদান করুন)॥ (৫অ—৪৩ক—১-৩ম)॥

• • •

মন্ত্র ভাষ্যং (মহীধরকৃতং)।

(কা০ ৬।১।১৬) 'দ্যাং মা লেখীরিতি পরশুমভিমন্ত্রয়তে' ইতি। হে যূপবৃক্ষ! দ্যাং দ্যুলোকং ত্বং মা লেখীঃ মা হিংসীঃ। 'লিখ অক্ষরবিন্যাসে' ইত তু হিংসার্থঃ। অন্তরিক্ষং চ মা হিংসীঃ পৃথিব্যা সহ সম্ভব সঙ্গতো ভব যূপস্য বজ্ররূপত্বাল্লোকানাং শান্তিরাশাস্যত ইতি ভাবঃ। (কা০ ৬।১।১৮—১৯)। 'অয়ং হি ত্বেতি শোধনমভিমন্ত্রণশেষো বা সংবেশোপদেশাদিতি'। হে যস্মাৎ হে ছিন্নবৃক্ষ! তেতিজানোঽয়ং তীক্ষ্ণোঽয়ং স্বধিতিঃ কুঠারো মহতে সৌভগায় মহাভাগ্যায় দর্শনীয়ত্বায়। যদ্বা সু ভগো যজ্ঞঃ স এব সৌভগঃ স্বার্থেঽণ্ যজ্ঞায় ত্বাং প্রণিনায় প্রণয়তি যূপত্বং প্রাপয়তি। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' (পা০ ৩।৪।৬) ইতি বর্ত্তমানে লিট্। 'তিজ নিশানে' অস্মাল্লিঙস্তাচ্ছানচি তেতিজান ইতি রূপং। অতস্ত্বয়া ছেদায় তেতবামিতি ভাবঃ। (কা০ ৬।১।২০—২১) 'অতস্ত্বমত্যাবশ্চনে জুহোতি যূপে বোক্তে'। হে দেব বনস্পতে, ত্বোঽস্মাৎ স্থাণোঃ ত্বং শতবল্শঃ বহ্বঙ্কুরঃ সন 'বরোহ বিশেষেণ জায়স্ব। বয়ং চ সহস্রবল্শাঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্বহুশাখোপেতা বিরুহেম প্রজায়েমহি॥ (৫অ—৪৩ক—১-৩ম)॥

শ্রীমন্মহীধরকৃতে বেদদীপে মনোরমে। অতিপাৎ স্থাণুহোমান্ত পঞ্চমোঽধ্যায় ঈরিতঃ॥ ৫॥

ইতি মাধ্যন্দিনীয়ায়াং বাজসনেয়িসংহিতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

• • •

মন্ত্রার্থ-আলোচনা।

—— • ——

ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে কোনও বিশিষ্ট ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া মনে করি না। ভাষ্যে আছে,—পতমান ছিন্নযূপকে 'দ্যাং মা লেখী' প্রভৃতি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে।

ভাষ্যের অর্থ,—'হে যূপবৃক্ষ! দ্যুলোক যেন তোমাকে হিংসা না করে, অন্তরিক্ষ যেন তোমাকে হিংসা না করে। তুমি পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হও। ভাব এই যে, বজ্ররূপত্ব হেতু যূপ লোকসমূহের শান্তির আকর। অতঃপর 'অয়ং হি' প্রভৃতি মন্ত্রে শোধন বা অভিমন্ত্রণের বিশেষ বিধি উক্ত হইয়াছে। অর্থ,—'যেহেতু হে ছিন্ন বৃক্ষ! অতিতীক্ষ্ণ এই কুঠার মহৎ যজ্ঞ ও সুদর্শনের জন্য তোমাকে যূপত্বে পরিণত করুক।' 'অতস্ত্বং' প্রভৃতি মন্ত্রে বৃশ্চনে আহুতি দিবে। মন্ত্রার্থ,—'এই জন্য হে স্থাণু, তুমি বহ্বঙ্কুর হইয়া বিশেষরূপে উৎপন্ন হও। এদিকে আমরাও পুত্রপৌত্রাদিরূপ বহুশাখোপেত হইয়া প্রবৃদ্ধ হই।' এখানে কর্ম্মকাণ্ডেরই অনুস্মৃতি পরিলক্ষিত হয়। নচেৎ, যূপ, যূপবৃক্ষ বা স্থাণু প্রভৃতি পরিজ্ঞাপক কোনও পদই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না।

আমরা কিন্তু ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমাদের মতে অধ্যায়ের উপসংহারে এই কণ্ডিকায় চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহার পরিচয় দেদীপ্যমান্। মন্ত্র-কয়টী ভগবৎ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রথম মন্ত্রে, সদ্ভাব লাভের আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মফলনাশে ভববন্ধন-মোচনের কামনা এবং তৃতীয় মন্ত্রে বহুরূপে শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরাগতি-লাভের প্রার্থনা—মন্ত্রসমূহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণধার কুঠার যেমন সহজে বৃক্ষকে ছিন্ন করে, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনি নিমেষে কর্ম্মফলনাশে ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলে। 'তেতিজানঃ' পদের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। 'দ্যাং', 'অন্তরিক্ষং' প্রভৃতি পদে তত্তল্লোকে সমুদ্ভূত দেবভাবসমূহকে বুঝায়। আর, 'পৃথিবী' পদে হৃদয়-রূপ মূল-ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি। পৃথিবী হইতে যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, হৃদয় হইতে তেমনি সদ্ভাবাদির উদ্ভব। মন্ত্রে বলা হইতেছে - দ্যুলোকে এবং অন্তরিক্ষে যে সকল দেবভাবের সমাবেশ আছে, সেই সকল দেবভাব আমার হৃদয়ে আসিয়া মিলিত হউক।

মন্ত্রসমূহের ব্যবহারিক বা লৌকিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। তদ্বিষয় আমরা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বেদমন্ত্র নিত্য; উহাদের প্রয়োগ সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই সম্ভবপর। উহাদের লক্ষ্য সার্ব্বজনীন ভাবযুক্ত। সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতিরিক্ত বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক প্রয়োগও সম্ভবপর। সেই বিষয় স্মরণ করিয়াই আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর সেই জন্যই ভাষ্যকারের সহিত আমাদের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে আমরা ভাষ্যের প্রতি বা কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতেছি, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেদমন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যার বিষয় নিরুক্তাদিতে উল্লিখিত আছে। আমাদের ব্যাখ্যা তাহারই একবিধ।

যাহা হউক, মন্ত্রের প্রার্থনা সরল ভাবাপন্ন। সংসারবন্ধন-নাশে পরম সুখসাধনই সৃষ্ট প্রাণীর লক্ষ্য। সেই পরমসুখসাধনের কামনাই এই কণ্ডিকার মন্ত্রসমূহে প্রকাশ পাইয়াছে। কর্ম্মফলনাশে ভগবান আমার ভববন্ধন মোচন করুন; আমার জন্মগতিরোধ হউক;—এই চরম প্রার্থনাই মন্ত্রসমূহে বিকশিত দেখি। (৫অ—৪৩ক—১-৩ম)।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

— • —

ওঁ

যজুর্ব্বেদ-সংহিতা।

―――― * ――――

পঞ্চম অধ্যায়।

―― • ――

মন্ত্রসূচী।

আ।

ই।

উ।

ঋ।

এ।

পঞ্চম অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী।

—

পঞ্চম অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী সমাপ্ত।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি লাহিড়ী-সুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাবড়া-সহরেঽধুনা॥
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতোঽভবৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভবেৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥